
সংক্রা
এবং
করা চ
ভূমিক
কিন্তু,
এবং ট
জীবী
হয়, সে
লিখিয়া
পাঠক
ও গ্রন্থ
আমরা
মণিকা
পূর্ণ ক

যাহ
গ্রন্থখানি
কয়েকট
নামক
"ব্যাপ্তি
স্থান
বিরচিত
কিন্ত
ইহার ব
মধ্যে স
অনুবাদ

শিরোমণির টীকার অনুবাদ মাত্র প্রদান করিয়াছি। সুতরাং, আমাদের "ব্যাপ্তি-পঞ্চক" বলিতে মহামতি গঙ্গেশ বিরচিত মূল এবং মহামতি রঘুনাথ ও মথুরানাথ বিরচিত "দীধিতি" এবং "রহস্য" নামক টীকাদ্বয়ই বুঝিতে হইবে।

ভূমিকা

ভূমিকার মধ্যে গ্রন্থ, গ্রন্থকার, এবং গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় দ্বারা তৎ-সংক্রান্ত ইতিহাস এবং তাহার উপকারিতা প্রভৃতির সাহায্যে পাঠককে গ্রন্থ-পাঠে সমুৎসুক এবং সমর্থ করা একান্ত প্রয়োজন। নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা মধ্যেও এগুলি পরিত্যাগ করা চলে না, পরন্ত ইহার অল্পতা সাধন করাই চলিতে পারে। অতএব আমাদের এই ভূমিকামধ্যে একে একে এই বিষয় তিনটীর পরিচয় মুখে ভূমিকার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা উচিত। কিন্তু, যখনই মনে হয় যে, গ্রন্থের মূল্য তিন চারি আনা মাত্র, যাহার মূল তিন পঙ্‌ক্তি এবং টীকা ১০।১২ পৃষ্ঠা মাত্র, যাহার সাধারণ পাঠক সত্রবাসী বা গুরুগৃহবাসী দরিদ্র ভিক্ষোপ-জীবী ব্রাহ্মণ সন্তান, যাহা কখন ইতি পূর্ব্বে নব্য পাঠকের করস্পর্শ করে নাই, তখনই মনে হয়, সেই গ্রন্থের এতাদৃশ কলেবর বৃদ্ধির পর উপযুক্ত ভূমিকার জন্য পুনরায় অধিক লিখিয়া গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আর সঙ্গত হয় না। অতএব ভূমিকা-সাহায্যে পাঠকবর্গকে গ্রন্থপাঠে সমুৎসুক এবং সমর্থ করিতে বিশেষ চেষ্টা না করিয়া গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের নিতান্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদান করিব, এবং তদ্দ্বারাই আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিব। যদি সুবিধা হয় তবে প্রণীয়মান ন্যায়োপক্রমণিকা নামক গ্রন্থান্তর প্রকাশ করিয়া প্রকৃত ভূমিকা পাঠাভিলাষী পাঠকবর্গের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।

গ্রন্থ-পরিচয়।

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় গ্রন্থ-পরিচয়। এই ব্যাপ্তি-পঞ্চক গ্রন্থখানি মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায় বিরচিত "তত্ত্বচিন্তামণি" নামক প্রকৃত চিন্তামণিকল্প গ্রন্থের কয়েকটী পঙ্‌ক্তি বিশেষ। এই তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থখানি, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ নামক চারি খণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে অনুমান খণ্ডের ত্রয়োদশটী প্রকরণের মধ্যে "ব্যাপ্তিবাদ নামক" দ্বিতীয় প্রকরণের সাতটী পরিচ্ছেদ মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থখানি স্থান পাইয়াছে। সুতরাং, আমাদের ব্যাপ্তি-পঞ্চক গ্রন্থখানির মূলাংশটী গঙ্গেশোপাধ্যায়-বিরচিত তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় প্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র।

কিন্তু, আজ-কাল ব্যাপ্তি-পঞ্চক বলিলে সাধারণতঃ এই মূল গ্রন্থকে লক্ষ্য করা হয় না। ইহার বহু টীকা মধ্যে কোন একটী টীকাকেই লক্ষ্য করা হয়। আমরা এই সব টীকার মধ্যে সম্প্রদায়-ক্রমে বহুসম্মানিত মহামতি মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বিরচিত টীকার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি; এবং গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টাকারে মহামতি রঘুনাথ শিরোমণির টীকার অনুবাদ মাত্র প্রদান করিয়াছি। সুতরাং, আমাদের "ব্যাপ্তি-পঞ্চক" বলিতে মহামতি গঙ্গেশ বিরচিত মূল এবং মহামতি রঘুনাথ ও মথুরানাথ বিরচিত "দীধিতি" এবং "রহস্য" নামক টীকাদ্বয়ই বুঝিতে হইবে।

মূল গ্রন্থের বয়স প্রায় ৭০০ বৎসর, রচনাস্থান মিথিলা, দ্বারবঙ্গ। টীকা-দ্বয়ের বয়স প্রায় ৫।৬ শত বৎসর, রচনাস্থান নবদ্বীপ, বঙ্গদেশ।

গ্রন্থকার-পরিচয়।

পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে এইবার আমাদিগকে গ্রন্থকারের পরিচয় লইতে হইবে এবং তজ্জন্য আমরা একে একে মহামতি গঙ্গেশ, মহামতি রঘুনাথ, মহামতি মথুরানাথ এবং মদীয় অধ্যাপক-দেব শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিব। কারণ, ইহাঁদের কথাই আমি গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অতএব আমরা প্রথমে মহামতি গঙ্গেশ উপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিব।

মহামতি গঙ্গেশ উপাধ্যায়।

গ্রন্থকার মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায়—বঙ্গবাসীর মতে বাঙ্গালী, কিন্তু মিথিলাবাসী; এবং মিথিলাবাসিগণের মতে তিনি মৈথিলী ও মিথিলাবাসী—উভয়ই। তাঁহার প্রকৃত জীবনচরিত পাওয়া যায় না; প্রবাদরূপে যাহা শুনা যায়, তাহা এই;—গঙ্গেশ বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে গমন করেন; এবং বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী ও পরম দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠেন। মাতুল অগাধ পণ্ডিত, অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই ব্যস্ত, ভাগিনেয়কে সংযত ও শিক্ষাদানে অসমর্থ হইয়া ক্রোধবশতঃ বিদ্যালয়-গৃহকোণে উপবিষ্ট থাকিতে আদেশ করিতেন। ভাগিনেয় দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন, কিন্তু নিরক্ষর। একদিন অমানিশার সন্ধ্যাকালে গ্রামস্থ চপলমতি যুবকগণ যদৃচ্ছাক্রমে গ্রামান্তঃপাতী সাধারণ-স্থানে সমবেত হইয়াছে; যুবকগণ বিভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ স্বভাব-সুলভ হাস্য-পরিহাস ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যাপৃত, এমন সময় একদল যুবক পরস্পরের মধ্যে সাহসের পরিচয়-লাভোদ্দেশ্যে মধ্যরাত্রে নিকটবর্ত্তী শ্মশান-মধ্যস্থ নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষোপরি মসিচিহ্ন-প্রদানের প্রস্তাব করিল। সকলেই ভয়ে পশ্চাৎপদ, কিন্তু গঙ্গেশ অগ্রসর হইলেন।

মধ্যরাত্র উপস্থিত হইলে যুবকগণ পুনরায় মিলিত হইল। গঙ্গেশ, মাতুলের টোলগৃহ হইতে এক বিদ্যার্থীর মসিপাত্র লইয়া তাহাদের সমক্ষেই শ্মশানোদ্দেশ্যে প্রস্থিত হইলেন। কিন্তু শ্মশান মধ্যে সে অমানিশা গঙ্গেশের নিকট যেন কালরাত্রিতে পরিণত হইল। সেদিন শ্মশানে জনমানব কেহই আসে নাই, ক্ষুধিত শৃগাল কুক্কুরের বিকট চীৎকার, বায়ুর ভয়াবহ শব্দ, গঙ্গেশের নির্ভীক হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। তিনি ক্রমে প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং নিজ কুলদেবতা কালীর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া গঙ্গেশ ধীরে ধীরে বৃক্ষে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার কিন্তু গঙ্গেশের চিত্ত বিকল হইল, দর্শন ও স্পর্শশক্তি বিলুপ্ত হইল, মসিপাত্র হস্ত হইতে অজ্ঞাতসারে স্খলিত হইল। গঙ্গেশ বৃক্ষে উঠিয়া মসিপাত্র না পাইয়া ভাবিলেন

পিশাচ তাঁহার মসিপাত্র হরণ করিয়াছে। যেমনই এই পিশাচ-স্পর্শের কথা মনে উদয় হইল, অমনি গঙ্গেশ "কালী কালী" বলিয়া চিৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

কিন্তু, সে মূর্চ্ছা গঙ্গেশের সাধারণ মূর্চ্ছা হইল না, সে মূর্চ্ছা যোগিগণেরও দুর্লভ, সে মূর্চ্ছা গঙ্গেশের পক্ষে সমাধির শেষ সীমা হইল। তাঁহার জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইল। জগন্মাতা, পূর্ব্বেই গঙ্গেশের সে চীৎকার শুনিয়াছিলেন, তিনি তখন স্বীয় স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার বহুজন্মার্জিত সাধনা পূর্ণ হইয়াছে, বর লও। তোমার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর, আমার আশীর্ব্বাদে সকলই পূর্ণ হইবে"। গঙ্গেশ, পরমজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু মাতুলের তিরস্কার-কথা সহসা স্মৃতিপটে উদিত হওয়ায় পাণ্ডিত্যের ভূষণে ভূষিত করিয়া তাহা প্রার্থনা করিলেন। জগন্মাতাও তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

ক্রমে গঙ্গেশের সংজ্ঞালাভ হইল। ভয়-ভীতি-অষ্টপাশ বিচ্ছিন্ন হইল। তিনি নূতন জীবন লইয়া ধীরে ধীরে স্বগৃহে ফিরিলেন। যুবকগণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। তাহারাও তাঁহার প্রশান্ত-গম্ভীর বদন-কমল দেখিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না।

পরদিন প্রাতে গঙ্গেশ পূর্ব্ববৎ বিদ্যালয়-গৃহকোণে বসিয়া আছেন। যে বিদ্যার্থীর মসিপাত্র গঙ্গেশের সিদ্ধি-সহায় হইয়াছিল, সে তাহার মসিপাত্র অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে গঙ্গেশকে জিজ্ঞাসা করিল। গঙ্গেশ বলিলেন "উহা আমারই দ্বারা নষ্ট হইয়াছে।" বিদ্যার্থী কুপিত হইয়া অধ্যাপক-সমীপে অভিযোগ উপস্থিত করিল। মাতুল, ভাগিনেয়কে "গরু" বলিয়া তিরস্কার করিয়া উপেক্ষা করিতে বলিলেন। গঙ্গেশ, মাতুলের তিরস্কার শুনিয়া মৃদু হাসিয়া একটী শ্লোক পাঠ পূর্ব্বক বলিলেন "তাত! গোত্ব কি গরুতেই থাকে, অথবা গো ভিন্নে থাকে? যদি গোতে গোত্ব থাকে, তাহা হইলে আমাতে তাহা সম্ভব নহে, আর যদি তাহা গো ভিন্নে থাকে, তাহা হইলে কি কদাচিৎ তাহা আপনাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে?

কিং গবি গোত্বং? কিমগবি গোত্বম্? যদি গবি গোত্বং ময়ি ন হি তত্ত্বম্।
অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টম্, ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বম্॥

মাতুল ভাগিনেয়ের শ্লোকবদ্ধ সুযুক্তি-পূর্ণ কথা শুনিয়া অবাক্। বলিলেন, কি বলিলি রে? আবার বল; শ্লোক পুনরুচ্চারিত হইল। মাতুল, আসন ত্যাগ করিয়া সাশ্রুনয়নে ভাগিনেয়কে ক্রোড়ে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তখন হইতে নিজ বিদ্যা ক্রমে ক্রমে সকলই গঙ্গেশকে প্রদান করিলেন। ইহাই হইল গঙ্গেশের বাল্য-জীবন। অবশ্য, ইহা প্রবাদ মাত্র, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কত, তাহা সুধীগণের বিভাবনীয়।

কিন্তু, বিশ্বকোষ-গ্রন্থে এই গঙ্গেশ-চরিত্র অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বকোষ-লেখক এতদুদ্দেশ্যে নবদ্বীপের এক নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণের মুখের একটী গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মটী প্রদান করিলাম।

"বঙ্গদেশে অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণের গৃহে গঙ্গেশের জন্ম হয়। মাতা পিতা গঙ্গেশকে

লেখা-পড়ায় অমনোযোগী দেখিয়া মাতুলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কারণ, মাতুল একজন উত্তম পণ্ডিত, আশা, যদি তাঁহার যত্নে গঙ্গেশের লেখা-পড়া কিছু হয়? কিন্তু, মাতুলের বহু চেষ্টাতেও গঙ্গেশের কিছুই হইল না; ক্রমে গঙ্গেশ অশাসিত বালকের ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। একদা রাত্রিকালে গঙ্গেশের মাতুলের টোলের এক বিদ্যার্থী গঙ্গেশকে তামাক সাজিতে বলিল। রাত্রি তখন অধিক হইয়াছিল, গঙ্গেশ গৃহে অগ্নি পাইলেন না। বিদ্যার্থী তাঁহাকে তখন দূরবর্ত্তী প্রান্তর হইতে অগ্নি আনিতে বলিল। গঙ্গেশ, বিদ্যার্থীর তাড়নার ভয়ে প্রান্তরোদ্দেশ্যে চলিলেন এবং নিকটে আসিয়া দেখিলেন, এক যোগী এক শবোপরি সাধনায় নিমগ্ন। গঙ্গেশ, যোগীর ধ্যান-ভঙ্গ হইলে তাঁহার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইলেন, এবং নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে নিজ ইতিবৃত্ত বলিলেন। যোগী, গঙ্গেশের উপর দয়াপরবশ হইয়া গঙ্গেশকে সঙ্গে করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, গঙ্গেশ আর গৃহে ফিরিলেন না। পরদিন গৃহের সকলেই স্থির করিল দুর্ব্বৃত্ত গঙ্গেশ মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যোগীর কৃপায় ক্রমে গঙ্গেশের সমুদয় উত্তম বিদ্যাই অর্জ্জিত হইল। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত হইলে গঙ্গেশ পুনরায় মাতুলালয়েই ফিরিয়া আসিলেন। মাতুল কিন্তু গঙ্গেশকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং "গরু" বলিয়া তিরস্কার করিলেন। গঙ্গেশ তখন মাতুলকে পূর্ব্বোক্ত "কিং গবি গোত্বং" শ্লোকটী পাঠ করিয়া উত্তর দিলেন। মাতুল শুনিয়া যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ফলতঃ, সেই দিন হইতে গঙ্গেশের "চূড়ামণি" উপাধি হইল। বলা বাহুল্য এই প্রবাদটীর উপরে বিশ্বকোষ লেখকও কোনরূপ আস্থা স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত শ্লোকটী আবার অন্য সম্পর্কেও শুনা যায়। কাশীর কতিপয় পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি, এই শ্লোকটী শ্রীহর্ষ ও উদয়নের মধ্যে বিবাদের সময় উদয়ন বলিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাটী আরও অসম্ভব। কারণ, এখনই আমরা দেখিতে পাইব যে, শ্রীহর্ষের সহিত উদয়নের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। (খণ্ডন খণ্ড-খাদ্য-ভূমিকা, শঙ্কর মিশ্রটীকা সহ সংস্করণ, ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

যাহা হউক, গঙ্গেশের জীবন-চরিত-সংক্রান্ত এই প্রবাদ দুইটী বঙ্গদেশ-বাসীর মধ্যেই অধিক প্রচারিত। কারণ, মিথিলা-বাসিগণের মধ্যে গঙ্গেশের জীবনচরিত আবার অন্যরূপও শুনা যায়। বাহুল্য ভয়ে সে সব কথা আর এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না, তবে সকল কথা শুনিয়া মনে হয়—হয়ত গঙ্গেশ বাল্যে মাতুল-প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মাতুলও একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাস্ফূর্ত্তিতে কোনরূপ দৈবকৃপা অথবা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা কিছু ঘটিয়াছিল। বঙ্গবাসিগণ, গঙ্গেশের জন্মভূমি কোথায় ছিল, তাহা বলেন না, কিন্তু মিথিলাবাসিগণ তাহাও বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে দ্বারভাঙ্গার নিকট "রোষড়া" পোষ্ট অফিস ও রেল-ষ্টেসনের অধীন "কারিয়ান্" নামক গ্রামে গঙ্গেশের মাতুলালয় ছিল। এখনও সে ভিটা বর্ত্তমান। লোকে সেখানে যাইলে উহার মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

কিন্তু, তাহা হইলেও গঙ্গেশের গ্রন্থ দেখিয়া গঙ্গেশ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। কারণ, প্রথমতঃ, গঙ্গেশ, গ্রন্থারম্ভে যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে—

"অন্বীক্ষানয়মাকলয্য গুরুভির্জ্ঞাত্বা গুরূণাং মতম্,
চিন্তাদিব্যবিলোচনেন চ তয়োঃ সারং বিলোক্যাখিলম্।
তন্ত্রে দোষগণেন দুর্গমতরে সিদ্ধান্ত-দীক্ষাগুরুঃ,
গঙ্গেশস্তনুতে মিতেন বচসা শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণিম্।"

অর্থাৎ, ন্যায়-মত সংগ্রহ করিয়া এবং গুরুগণ সমীপে গুরুমত অবগত হইয়া তাঁহাদের সমুদায় সার, চিন্তারূপ দিব্যনেত্রে বিলোকন করিয়া সিদ্ধান্তদীক্ষাগুরু গঙ্গেশ পরিমিত বাক্যদ্বারা দোষবাহুল্য-প্রযুক্ত-দুর্গম-ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তামণি নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন।

এই বাক্যটীর প্রতি মনোনিবেশ করিলে মনে হয়—গঙ্গেশকে ন্যায়-শাস্ত্রের বিভিন্ন মত-বাদ অবগত হইতে হইয়াছিল, প্রভাকর প্রভৃতি অনেক মীমাংসকগণের মত সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে হইয়াছিল, এবং অতি গাঢ় ও বহু চিন্তা করিবার পর এই গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল। এস্থলে "দিব্য-বিলোচন" শব্দটী থাকায় মনে হয়, হয়ত, তাঁহার প্রতি দৈবানুকম্পাও হইয়াছিল। আর যদি দৈব-কৃপাবশতঃই তাঁহার এতাদৃশ মহত্ত্ব হইয়া থাকে—স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহাকে যে বিস্তর পরিশ্রম ও বিস্তর বিষয় জানিতে এবং শিখিতে হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাহার পর, তিনি নিজ গ্রন্থ মধ্যে যে সব পণ্ডিত, যে সব মতবাদ, এবং যে সব গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং এতদ্ব্যতীত কাহারও নাম প্রভৃতির উল্লেখ না করিয়া "অপরের মত" বলিয়া "কেহ বলেন" বলিয়া যে অসংখ্য হিন্দু ও অহিন্দু মতবাদের কথা উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে হয়—গঙ্গেশকে দীর্ঘকালই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। দেখা যায়, তিনি মীমাংসক, গুরু, প্রভাকর, ভট্ট, বৈশেষিক, বেদান্ত, শাব্দিক, তান্ত্রিক, ত্রিদণ্ডী, সম্প্রদায়বিৎ, প্রাঞ্চ অর্থাৎ প্রাচীনমত, খণ্ডনকার, জয়ন্ত, জরন্নৈয়ায়িক, মণ্ডন, রত্নকোষকার, বাচস্পতিমিশ্র, শিবাদিত্যমিশ্র, শ্রীকর, সোন্দড়, জৈন নৈয়ায়িক সিংহব্যাঘ্র, মহাভাগবত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতিরই নাম করিয়াছেন, এবং কত যে অপ্রথিত-নামার মত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। এই সকল পণ্ডিত ও মতের গ্রন্থাদি এখনও এত অধিক বর্ত্তমান যে, তাহা একবার স্থূলদৃষ্টিতে অধ্যয়ন করিতে হইলে নিতান্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই প্রায় বাণপ্রস্থাশ্রমের সময় উপস্থিত হয়। সুতরাং, গঙ্গেশের জীবনে গাঢ় অধ্যয়ন কালও নিতান্ত সাধারণ নহে বলিতে হয়। আর যে সব জীবনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও গাঢ় চিন্তার মাত্রাই অধিক হয়, সে সব জীবনে সাংসারিক ভাব এবং সাংসারিক ঘটনাবলী যে কত ও কিরূপ হইবার কথা, সেই সব জীবনে সাধারণ-মানবোচিত দোষ-গুণ যে কতটা বিকসিত হইবার অবকাশ পায়, তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। গঙ্গেশ, এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এক তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থই রচনা করিয়া ছিলেন;

সুতরাং, মনে হয় গঙ্গেশ খুব দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই। গঙ্গেশ, জৈন সিংহ-ব্যাঘ্র মত উদ্ধৃত করায় মনে হয়—তিনি অহিন্দু মতও শিক্ষা করিয়াছিলেন, আর তজ্জন্য গঙ্গেশে সংকীর্ণতার প্রভাব প্রকাশ পায় নাই, বরং গুণগ্রাহিতা এবং সত্যানুসন্ধিৎসাই তাঁহাতে প্রবল ছিল। তাহার পর, তিনি অহিন্দু বা বিরোধীমত খণ্ডন কালে তাঁহাদের উপর কটূক্তি করেন নাই; এতদ্দ্বারা তাঁহাতে ভদ্রতা, সংযম ও শত্রুমিত্রের প্রতি সমভাব প্রভৃতি গুণগ্রাম আমরা দেখিতে পাই। গঙ্গেশের কোন অসমাপ্ত গ্রন্থাদিও নাই এবং অমূল্য একখানি মাত্রই তাঁহার গ্রন্থ। এতদ্দ্বারা মনে হয়—গঙ্গেশের সারগ্রাহিতা, ধীরতা এবং পরিমিতাচার প্রভৃতি গুণগুলি পরিস্ফুট ছিল। গঙ্গেশের বহু-গ্রন্থ-প্রণেতা বিদ্বান পুত্র এবং শিষ্য বর্দ্ধমানকে দেখিলে মনে হয়—গঙ্গেশের হৃদয়ে উচ্চ আশা, উন্নতির ইচ্ছা, লোক-হিতৈষণা, বিদ্যানুরাগ, বাৎসল্য-ভাব এবং উপদেশ-দান-সামর্থ্য প্রভৃতি যথেষ্ট ছিল। গঙ্গেশ-জীবনে দিগ্বিজয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত বিবাদের কথা শুনা যায় না, ইহাতে মনে হয়—ঔদ্ধত্য, অহংকার-ভাব প্রভৃতি দোষনিচয় তাঁহাতে আদৌ স্থান পায় নাই। গঙ্গেশ কোন গ্রন্থের টীকা রচনা করেন নাই, ইহাতে মনে হয়—তাঁহার স্বাধীনচিন্ততা, আত্মনির্ভরতা-প্রভৃতি গুণও প্রবল ছিল। আমাদের চক্ষে গঙ্গেশের জীবন, যেন স্থির, ধীর, সংযমী, ঈশ্বরসেবী এবং জ্ঞানযোগীর জীবন, গঙ্গেশের জীবন যেন একটী আদর্শ স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জীবন বলিয়া বোধ হয়।

গঙ্গেশের গ্রন্থ দেখিয়া কল্পনা-সাহায্যে যাহা বোধ হয় কথিত হইল, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। এইবার তাঁহার আবির্ভাব-সময়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে চেষ্টা করা যাউক।

গঙ্গেশের আবির্ভাব কাল।

গঙ্গেশের আবির্ভাব-কালও আজ অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে নানা সময়ে নানা জনে তাঁহাকে স্থাপিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়কোষের উপোদ্ঘাত ৫ পৃষ্ঠায় ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে, মতান্তরে ১১০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আবির্ভাব সময় কথিত হইয়াছে। তথায় এই দ্বিতীয় সময়ের প্রতি যে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই যে, গঙ্গেশ হলায়ুধের পূর্ব্ববর্ত্তী; হলায়ুধ বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ। লক্ষ্মণসেন ১১১৯ বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হন, ইত্যাদি। বিশ্বকোষের মতে গঙ্গেশ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর লোক। যাহা হউক, এইরূপ মতভেদ বিস্তর আছে। সুতরাং, আমরা এইবার তাঁহার সময়-নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম, দেখা যাউক, গঙ্গেশের সময়ের প্রাচীন সীমা কোথায়?

১। দেখা যায় গঙ্গেশ, শ্রীহর্ষের খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের নাম করিয়াছেন, যথা,—"ইতি খণ্ডন-কার-মতমপি অপাস্তম্" বঙ্গীয় সোসাইটী সংস্করণ ২৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সুতরাং, গঙ্গেশ খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য-প্রণেতা শ্রীহর্ষের পূর্ব্বে নহেন এবং শ্রীহর্ষের সময় নির্ণয় করিতে পারিলে গঙ্গেশের সময়ের প্রাচীন সীমা পাওয়া যাইবার কথা। অতএব দেখা যাউক শ্রীহর্ষের সময় কত?

(ক) শ্রীহর্ষ, নিজ খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য-গ্রন্থে উদয়নের নাম এবং তাঁহার কুসুমাঞ্জলির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। যথা, কাশীর চৌখাম্বা গ্রন্থাবলী, বিদ্যাসাগরী টীকা-সম্বলিত সংস্করণের খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের প্রথম পরিচ্ছেদের ১২৯ পৃষ্ঠায়, কুসুমাঞ্জলির "পরস্পর বিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ" শ্লোকার্দ্ধটী দেখা যায়। এই উদয়ন নিজ "লক্ষণা-বলী"র শেষ বলিয়াছেন—

তর্কাম্বরাঙ্কপ্রেমিতেষতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্॥

সুতরাং, এতদ্দ্বারা উদয়ন ৯০৬ শকাব্দ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৯৮৪ অব্দে গ্রন্থকার জীবন যাপন করিতেছেন এবং তজ্জন্য শ্রীহর্ষ ইহার পূর্ব্বে নহেন। অর্থাৎ, শ্রীহর্ষের পূর্ব্ব-সীমা ৯৮৪ খৃষ্টাব্দ ধরা যাউক।

(খ) ন্যায়কোষ গ্রন্থের উপোদ্ঘাত ৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায় "শ্রীহর্ষ ৮৮৯ শকে অর্থাৎ ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন; যেহেতু, ইহা নৈষধ-টীকা মধ্যে কথিত হইয়াছে।" যথা "শ্রীহর্ষস্তু শকে ৮৮৯ বর্ষে আসীৎ ইতি নৈষধ-টীকয়া অবগম্যতে।" ইত্যাদি। কিন্তু, ইহা কোন্ টীকা তাহা তথায় কথিত হয় নাই। ফলতঃ, শ্রীহর্ষের সময়-সংক্রান্ত যত মতভেদ আছে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্ব-সাধক বলিতে পারা যায়। যাহা হউক, ইহার হেতু—একটী প্রবাদ। সেই প্রবাদটী এই যে, উদয়নের সহিত শ্রীহর্ষ-পিতা শ্রীহীরের একটী বিচার হয়, সেই বিচারে শ্রীহীর পরাজিত হইয়া দুঃখে প্রাণ ত্যাগ করেন, ইত্যাদি। এই উদয়নের সময় ৯৮৪ খৃষ্টাব্দ—ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সুতরাং, শ্রীহর্ষ ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পরে গ্রন্থকার রূপে জীবিত থাকিতে বাধা নাই। এই প্রবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ নির্ণয়-সাগরের "নৈষধ" ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। ফলতঃ, ইহা প্রবাদ বলিয়া ইহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, ইহা অপর প্রমাণের অনুকূল হইলে ইহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইত।

(গ) নৈষধ-গ্রন্থের সপ্তম সর্গের শেষে দেখা যায় শ্রীহর্ষ বলিতেছেন,—

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালংকারহীরঃ সুতম্
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তিভণিতি ভ্রাতর্যয়ং তন্মহা-
কাব্যে চারুণি বৈরসেনিচরিতে সর্গোগমৎসপ্তমঃ॥ ১০॥

ইহার টীকায় গোপীনাথ বলিয়াছেন যে, এই গৌড়রাজ—বিজয়সেন। ইনি ৯৯৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। ইহা দক্ষিণরাঢ়ীয় বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থকুল গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। এজন্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা "বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ"—প্রবন্ধ ১৬পৃষ্ঠা ১৩১৪ সাল দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয়তঃ, এই বিজয়সেন মিথিলার কর্ণাটক বংশীয় রাজা নান্যদেবকে পরাজিত করেন। এজন্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস ২৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। নান্যদেব ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। কারণ,এই নান্যদেবের রাজত্বকালে লিখিত

১০১৯ শকাব্দের এক খানি গ্রন্থ বার্লিনের প্রাচ্য-বিদ্যানুশীলন-সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। যথা,—পিসেল সাহেবের ক্যাটালগ ২য় ভাগ ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ উক্ত ইতিহাস ১১ পরিচ্ছেদ ২৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই বিজয়সেন বল্লালসেনের পিতা (উক্ত ইতিহাস ২৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), মতান্তরে লক্ষণসেনের পিতা; এজন্য শ্রদ্ধেয় বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় "তার্কিক রক্ষার" ভূমিকা ১৩ পৃষ্ঠায় অদ্ভুতসাগরোক্ত "লক্ষণসেনাত্মজ-বল্লালসেন-বিরচিতে অদ্ভূতসাগরে" বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন, অথচ তিনি "ভুজবসুদশমিতশাকে (১০৮২) শ্রীমদ্ বল্লালসেন-রাজ্যাদৌ" ইত্যাদি বচনটী উদ্ধার করিয়া বল্লালসেনের সময় নির্ণয় করিয়াছেন, এবং লক্ষ্মণসেনের সময় ১০৩০ শকাব্দ বলিয়াছেন। অবশ্য, লক্ষণ-পুত্র বল্লাল হইলে অদ্ভুতসাগরের রচনা সম্বন্ধে গোলযোগটীও আর থাকিত না। এই গোলযোগের বিষয় উক্ত বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যাহা হউক, এই লক্ষ্মণসেন ১১১৯ বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। অবশ্য এ সম্বন্ধেও যে মতভেদ আছে, তজ্জন্য উক্ত বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯৯-৩০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সুতরাং, বিজয়সেন যে ১০৭২ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন, তাহা তৎপুত্র বল্লালসেন ও পৌত্র ও লক্ষ্মণসেনের সময় সাহায্যেও সিদ্ধ হয়; আর তাহা হইলে শ্রীহর্ষ ১০৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্তা-জীবন-যাপন করিতে পারেন না ইহা বলা যাইতে পারে।

(ঘ) নৈষধ-গ্রন্থের সর্ব্বশেষে আছে যে, শ্রীহর্ষ, কাণ্যকুব্জেশ্বরের নিকটে অত্যধিক সম্মান-সূচক তাম্বুলদ্বয় ও আসন লাভ করিয়াছিলেন, যথা,—

তাম্বুলদ্বয়মাসনং চ লভতে যঃ কাণ্যকুব্জেশ্বরাদ্।
যঃ সাক্ষাৎ-কুরুতে সমাধিষু পরংব্রহ্ম প্রমোদার্ণবম্॥ ইত্যাদি।

এবং পঞ্চম সর্গের শেষে আবার আছে, যে তিনি "বিজয়" নামক এক ভূপতির প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, যথা,—

তস্য শ্রীবিজয়-প্রশস্তি-রচনাতাতস্য নব্যে মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়-চরিতে সর্গোঽগমৎ পঞ্চমঃ॥ ইতি।

এই দুই বচন অবলম্বনে এবং রাজশেখর সূরীর ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে রচিত প্রবন্ধকোষের "শ্রীহর্ষ-বিদ্যাধর-জয়ন্তচন্দ্র" প্রবন্ধ এবং "হরিহর" নামক প্রবন্ধ-দ্বয় অবলম্বন করিয়া পণ্ডিত শিবদত্ত, নৈষধ ভূমিকার ৩।৪ পৃষ্ঠায় সবিস্তরে প্রমাণ করিয়াছেন যে,উক্ত কাণ্যকুব্জেশ্বরই জয়ন্তচন্দ্র অপর নাম জয়চন্দ্র,এবং ইনি উক্ত 'বিজয়'রাজের অর্থাৎ বিজয়চন্দ্রের পুত্র। এই জয়চন্দ্র "ত্রিচত্বারিংশ-দধিকদ্বাদশশত-বৎসরে আষাঢ়ে মাসি শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ রবিদিনে" অর্থাৎ ১২৪৩ সংবতে অর্থাৎ ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে এক ব্রাহ্মণকে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। ইহা ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরি ১৯১১।১২, এবং প্রাচীন লেখমালা ২৩ সংখ্যক লেখমধ্যে দ্রষ্টব্য। পুনশ্চ, এই জয়চন্দ্রের যৌব-রাজ্য-দানপত্রে ১২২৫ সম্বৎ অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ লিখিত হইয়াছে। এজন্য প্রাচীন লেখমালা ২২ সংখ্যক লেখ এবং ডাক্তার বুলারের রয়েল এসিয়াটীক

সোসাইটি বোম্বে শাখার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পত্রিকায় ২৭৯।২৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাহার পর এই জয়চন্দ্র, সাহাবুদ্দিন্ ঘোরী দ্বারা ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে নিহত হন, ইহা মুসলমান ইতিহাস লেখকগণের নিকট হইতেও জানা যায়। সুতরাং, শ্রীহর্ষ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার-জীবন যাপন করিতেছিলেন বলা যায়।

অতএব শ্রীহর্ষ ১১৬৯ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন ২০।৩০ বৎসর গ্রন্থকার-রূপে জীবিত ছিলেন ধরা যাইতে পারে, এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের জন্ম, তাহা হইলে ১১৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে বলা যাইতে পারে।

২। গঙ্গেশোপাধ্যায় নিজ তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে সিংহ-ব্যাঘ্রোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সিংহ ও ব্যাঘ্র—আনন্দ সুরী ও অমরচন্দ্র সুরী নামক দুইজন জৈন পণ্ডিত ছিলেন। ইহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ "থিসিজ্" গ্রন্থে জৈন-গ্রন্থোক্ত শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক প্রমাণ করিয়াছেন, এবং ইঁহাদের সময় তিনি ইঁহাদের পূর্ব্বাপর পণ্ডিতবর্গের সময় অবলম্বনে ১০৯৩ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থির করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার থিসিজ্ ৪৭ পৃষ্ঠা এবং পিটারসনের পুস্তক-তালিকা ৭ম ভাগ ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অতএব, সকল দিক্ দেখিয়া বলিতে হইবে—গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের সময়ের প্রাচীন-সীমা ১১৫০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন একটী সময়।

এইবার আমাদিগকে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের সময়ের আধুনিক সীমা নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু, একার্য্যটী এক্ষণে নিতান্ত দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কারণ, বর্ত্তমান কালে ইহার উপকরণের বিশেষ অভাব হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক,এজন্য আমরা দুইটী একরূপ নিশ্চিত পথ অবলম্বন করিব। প্রথম,গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের উপর তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য প্রভৃতি যে সব টীকা টীপ্পনী রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের লিখন বা নকল-কাল ধরিয়া; এবং দ্বিতীয়তঃ, এই শিষ্য-প্রশিষ্যের নাম অথবা এই সকল গ্রন্থের বচন প্রভৃতি যাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের সময় স্থির হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সময়াবলম্বন করিয়া। প্রবাদরূপ তৃতীয় অনিশ্চিত পথটী যদি এই দুই পথের অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহাও গৃহীত হইবে, নচেৎ তাহা গৃহীত হইবে না।

এখন এতদনুসারে আমরা দেখিতে পাই;—

প্রথম—বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ১৩৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের লোক।

কারণ, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার সায়ন মাধব, বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের নাম করিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে পাণিনীয়-দর্শনে,—

"তদাহ মহোপাধ্যায়-বর্দ্ধমানঃ—

লৌকিক-ব্যবহারেষু যথেষ্টং চেষ্টতাং জনঃ।
বৈদিকেষু তু মার্গেষু বিশেষোক্তিঃ প্রবর্ত্ততাম্॥

ইতি পাণিনি-সূত্রানামর্থমাত্রাভ্যধাদ্ যতঃ।

জনিকর্ত্তুরিতি ক্রতে তৎপ্রযোজক ইত্যপি। ইতি পাণিনীয়-দর্শন।

এই সায়ন মাধব সন্ন্যাস আশ্রমে "বিদ্যারণ্য" উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য্যের আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সন্ন্যাস-কাল ১৩৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দ। ওদিকে, সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ "মাধবীয় সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ" প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ, এবং পঞ্চদশী প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ "বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী" প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ থাকায় বর্দ্ধমানের উক্ত বাক্যটী মাধবের ১৩৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব-রচিত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে বলিতে হইবে। কাশী,কুইন্স্ কলেজের সংস্কৃত-গ্রন্থাধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামশাস্ত্রী তৈলঙ্গ মহাশয় এবং পুনার আনন্দাশ্রমের পণ্ডিতগণ প্রভৃতি সকলে মাধবের সময় ১৩৯১ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া থাকেন; ইহার কারণ— গোয়া নগরীর নিকটে মাধব-প্রদত্ত যে একখানি তাম্রপট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ১৩১৩ শকাব্দ লিখিত হইয়াছে, ইত্যাদি। (এজন্য, ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ ১৬২ পৃষ্ঠা, আনন্দ আশ্রমের জৈমিনীয় ন্যায়-মালা-বিস্তার ভূমিকা, সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ ভূমিকা, চৌখাম্বার বৈশেষিক-দর্শন ভূমিকা, বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ভূমিকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।) আমি স্বয়ং শৃঙ্গেরীতে যাইয়া এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া একপ্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছি, ইহার সত্যতার প্রতি আমার বিশেষ সন্দেহ হয় নাই। কেন সন্দেহ হয় নাই, সে সব কথা বাহুল্য ভয়ে এস্থলে আর আলোচনা করিলাম না। যাহা হউক, আমরা কিন্তু এজন্য ১৩৯১ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করিলাম না; আমরা এজন্য শ্রীঙ্গেরী মঠের গুরুপরম্পরা অনুসারে ১৩৩১ খৃষ্টাব্দই গ্রহণ করিলাম। এজন্য সানুকুনি মেননের ট্রাভ্যাংকোর ইতিহাস, বিজয়-নগরের ইতিহাস, মহীশূর গেজেট, রাইস্ সাহেবের মহীশূর ইতিহাস প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্মৃতির ইতিহাস প্রবন্ধে মাধবের সময় ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন; সোসাইটী পত্রিকা সেপ্টেম্বর মাস ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ দ্রষ্টব্য। মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়, রত্ন সি, আই, ই, মহাশয় কাব্যপ্রকাশের ভূমিকায় ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন।

দ্বিতীয়—পক্ষধর মিশ্র ১২৭৮ বা ১৩২৮ খৃষ্টাব্দের অথবা তৎপূর্ব্বের লোক।

ইহার প্রমাণ—পক্ষধর (অপর নাম জয়দেব), গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত তত্ত্বচিন্তামণির উপর যে "আলোক" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত "প্রত্যক্ষালোক" নামক গ্রন্থের যে একটী নকল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহার যে লিখন-কাল লিখিত হইয়াছে, তাহা ১৫৯ লক্ষণ সংবৎ। লক্ষণসেন ১১১৯ বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হন; সুতরাং (১৫৯+১১১৯=)১২৭৮ অথবা (১৫৯+১১৬৯=)১৩২৮ খৃষ্টাব্দ হয়। এজন্য স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের "নোটিসেস্ অব্ স্যাংস্কৃট্ ম্যানুস্ক্রীপ্ট্ ৫ম ভাগ ২৯৯ পৃষ্ঠা ১৯৭৬ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ এবং পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় কৃত বৈশেষিক-দর্শন ভূমিকা ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অবশ্য, দ্বিবেদী মহাশয় আবার পক্ষধরকে পীযুষবর্ষ জয়দেব, এবং তাঁহার সময় ১৪৭৮

শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে হইবে বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের সম্মতি নাই। যাহা হউক, একথা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

কিন্তু, তথাপি, এই সময় সংক্রান্ত একটু জ্ঞাতব্য আছে এবং তাহা এস্থলে বলা আবশ্যক। কারণ, উক্ত পুঁথি খানির শেষে যে-ভাবে লিখন-কালটী লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি উঠিতে পারে। যেহেতু, তথায় লিখিত হইয়াছে "শুভমস্তু শ্রীরস্তু শকাব্দা॥ ল সং ১৫০৯ তেং শ্রাবণস্য ৬॥

এখন "ল সং" বলিতে লক্ষ্মণসেন অব্দ বুঝায়, উহা আজও ৭৯৬ বা ৭৪৬ মাত্র; সুতরাং, উক্ত পুস্তকের লিখন-কাল ১৫০৯ লক্ষ্মণ সংবৎ হইতে পারে না। অবশ্য, উহাকে যদি শকাব্দ ধরা হয়, তাহা হইলে আর ঐরূপ অসম্ভাবনা-দোষ থাকে না বটে, কিন্তু তাহা হইলে "ল সং" এই অক্ষর দুইটী নিরর্থক হয়। আবার যদি উক্ত অসম্ভাবনা সত্বেও "ল সং"-টীকে রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে "শকাব্দা" পদটী নিরর্থক হয়। এইরূপ সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া স্বর্গীয় মিত্র মহাশয় ১৫০৯কে ১৫৯ বলিয়া ধরিতে বলিয়াছেন। কারণ, এস্থলে, অর্থাৎ যেস্থলে শূন্য দিলে অসম্ভব হইয়া উঠে সেস্থলে, শূন্যকে পরিত্যাগ করার প্রথা পূর্ব্বকালে পুস্তক-লেখকগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন এই শূন্য ব্যবহারের একটী নিয়মও আছে, যথা— যখন দশকস্থলে শূন্য দেওয়া হয়, তখন একটী শূন্য, এবং যখন শতস্থলে শূন্য দেওয়া হয়, তখন দুইটী শূন্য দেওয়া হয়; এবং জৈন দিগের মধ্যে এ প্রথা বিশেষ প্রবল। ইহার উদ্দেশ্য গণনায় সুবিধা হইবার আশা।

যাহা হউক, আমরা স্বর্গীয় মিত্র মহাশয় এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রস্তাবের সত্যতা প্রমাণ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখি, এক ইণ্ডিয়া অফিসের ক্যাটালগেই ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যথা, উক্ত ক্যাটালগ্ ৬৩৩ পৃষ্ঠা ১৯৪৬।৭ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ মধ্যে দেখা যায়—সংবৎ ১৬০০৮৭ লিখিত হইয়াছে, এবং ৬১২ পৃষ্ঠায় ১৮৭১ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণে দেখা যায়—শকাব্দ ১৩০০১৪ লিখিত হইয়াছে, ইত্যাদি। সুতরাং, স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের কথা অসঙ্গত নহে। 'শকাব্দ' শব্দটী লিখিত কেন হইল, ইহার উত্তর সম্ভবতঃ শকাব্দটী তখন কত ছিল, তাহা লেখকের জানা ছিল না, অথবা সংবৎটী বিক্রমাদিত্যের অব্দ হইলেও যেমন বৎসর অর্থে ব্যবহৃত হইয়া "ল সং" প্রভৃতি অব্দের সৃষ্টি করিয়াছে, তদ্রূপ শকাব্দটীও বৎসর অর্থে হয়ত লেখক মহাশয় ব্যবহার করিয়াছেন। আর যদি বলা যায় "ল সং" টীকে অব্দ অর্থে ধরিয়া শকাব্দই ১৫০৯ ধরিব, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, তৎকালে মিথিলায় "ল সং" অব্দেরই প্রচলন অধিক ছিল, এবং উহা অব্দাংকের অব্যবহিত পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। লেখকের যদি ভুল হয়, তবে শকাব্দা সংখ্যাই ভুল হইতে পারে, তৎকালে প্রবলভাবে প্রচলিত "ল সং" সংখ্যা ভুল হওয়া সম্ভব নহে। আর তাহার পর পুঁথিখানির আকারও নিতান্ত প্রাচীন। ফলতঃ, এস্থলে ১৫০৯ কে ১৫৯ বলিয়া গ্রহণ করিলে বিশেষ কোন দোষ হয় না, ইহা আমাদেরও বিশ্বাস হইয়াছে। পাছে, কেহ এ সম্বন্ধে অন্যথা-কল্পনা

করেন, এজন্য স্বর্গীয় মিত্র মহাশয় নিজ "নোটিসেস্" গ্রন্থশেষে এই পুঁথি খানির শেষ-পত্রের ফটোলিথো-প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এজন্য তথায় প্লেট সংখ্যা ১ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়—রুচিদত্ত ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের অথবা তৎপূর্ব্বের লোক।

ইহার প্রমাণ—রুচিদত্তের একখানি পুস্তক-শেষে তাহার লিখন-কাল ১২৯২ শকাব্দ লিখিত হইয়াছে। ইহা "পিটারসন্" সাহেব তাহার ষষ্ঠ রিপোর্টে ৭৬ পৃষ্ঠায় ১৯০ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, ইহা ১২৯২+৭৮=১৩৭০ খৃষ্টাব্দ হইল।

চতুর্থ—শঙ্কর মিশ্র ১৪৬২ খৃষ্টাব্দের অথবা তৎপূর্ব্বের লোক।

ইহার প্রমাণ—(১) শঙ্কর মিশ্রের "ভেদপ্রকাশ" নামক পুস্তক-শেষে তাহার লিখন কাল বিক্রম সংবৎ ১৫১৯ দেখা যায়। ইহা "হল" সাহেব তাঁহার পুস্তক-তালিকার ৮৫ পৃষ্ঠায় ৮৭ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, ১৫১৯—৫৭=১৪৬২ খৃষ্টাব্দ হইল।

(২) নব্য বর্দ্ধমান উপাধ্যায়—স্মৃতিকার। ইনি শঙ্কর ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিকে নিজ গুরু বলিয়া "দণ্ড-বিবেক" নামক গ্রন্থে নমস্কার করিয়াছেন, যথা—

জ্যায়ান্ গণ্ডকমিশ্রঃ শঙ্কর-বাচস্পতী চ মে গুরবঃ।
নিখিল-নিবন্ধ-সমাস-প্রয়াসমেনং মমানুজানন্তু॥

ইতি দণ্ড-বিবেক, এসিয়াটিক সোসাইটী পুঁথি পৃষ্ঠা ১, উপক্রম শ্লোক ৬।

এই দণ্ড-বিবেক, তিনি মিথিলার ভৈরবেন্দ্রদেবের আশ্রয়ে লিখিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ দণ্ড-বিবেকেই কথিত হইয়াছে। এই ভৈরবেন্দ্রদেবের সময় ১৪৪০ হইতে ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ, ইহা এক প্রকার স্থির। বিস্তৃত বিবরণ জন্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মিথিলার রাজার ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ সেপ্টেম্বর মাসের বেঙ্গল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকা দ্রষ্টব্য। সুতরাং, শঙ্কর মিশ্রের ঐ সময় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, অন্বেষণ করিলে এই জাতীয় আরও বহু প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, বাহুল্য-ভয়ে তাহাতে নিরস্ত হওয়া গেল। অবশ্য, এতদ্ব্যতীত এই সব গ্রন্থকার এবং অপরাপর এই সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রন্থকারের এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রভৃতি, ইহার পরবর্ত্তী সময়ে কত যে লিখিত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কত যে পাওয়া গিয়াছে. তাহার ইয়ত্তা করাও সহজ নহে; উহারা আমাদের অনুসন্ধানের অনুকূল নহে বলিয়া উহাদের কথা আদৌ আর এস্থলে আলোচিত হইল না। বলা বাহুল্য, এইগুলি আলোচনা করিলে আজ নব্য-ন্যায়ের একটী প্রকৃত ইতিহাস সংকলন করা যাইতে পারে এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পথে একটী ক্ষুদ্রকায় ইতিহাসের সূচনা করিয়া বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সেপ্টেম্বর মাসের পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। উপরে যাহা লিখিত হইল এবং পরে যাহা লিখিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল।

যাহা হউক, এইবার আমরা এই চারিজন পণ্ডিত-প্রবরের সহিত মহামতি গঙ্গেশ

উপাধ্যায়ের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া ইহাঁদের উক্ত সময় সাহায্যে মহামতি গঙ্গেশের সময় নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম,—মহোপাধ্যায় বর্দ্ধমান, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশের পুত্র।

ইহার বহু প্রমাণ মধ্যে একটী এই—বল্লভাচার্য্যের "ন্যায়-লীলাবতী" নামক গ্রন্থের উপর বর্দ্ধমান যে "প্রকাশ" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার উপক্রমণিকা মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকে তিনি বলিতেছেন যে, গঙ্গেশ বা গঙ্গেশ্বর তাঁহার পিতা। যথা,—

"ন্যায়াম্ভোজ-পতঙ্গায় মীমাংসা-পারদৃশ্বনে।
গঙ্গেশ্বরায় গুরবে পিত্রেঽত্র ভবতে নমঃ॥"

এই পুস্তকখানি ইণ্ডিয়া অফিসে আছে, এজন্য তত্রত্য গ্রন্থাগারের সূচীপত্র ৬৬৮ পৃষ্ঠা ২০৮০ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু, ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগ্রামে দেখা যায় "বর্দ্ধমান উপাধ্যায়" দুইজন ছিলেন। অতএব গঙ্গেশ বা গঙ্গেশ্বর যে মহামহোপাধ্যায়, এবং বর্দ্ধমান যে মহোপাধ্যায় তাহারও প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে। আমরা তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। যথা, ন্যায়-নিবন্ধ-প্রকাশের চতুর্থ অধ্যায় শেষে আছে ;—

"ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীগঙ্গেশ্বরাত্মজ-মহোপাধ্যায়-শ্রীবর্দ্ধমান-বিরচিতে
ন্যায়নিবন্ধ-প্রকাশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। শুভমস্তু ল সং ৩৫৫ আশ্বিন শুদি।"

এজন্য স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের "নোটিসেস্" নামক পুস্তক ৫ম ভাগ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়—বর্দ্ধমানের পুত্র যজ্ঞপতি উপাধ্যায়।

ইহার প্রমাণ—(১) নৈয়ায়িক পণ্ডিত বর্গের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ। পণ্ডিতগণ বলেন মহামতি গদাধর এবং রঘুনাথ নিজ নিজ গ্রন্থে যজ্ঞপতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং যজ্ঞপতি তাঁহার পিতা বর্দ্ধমান অপেক্ষা স্বাধীনচেতা ও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। কারণ, বর্দ্ধমান, তাঁহার পিতা গঙ্গেশ, আচার্য্য উদয়ন ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতির গ্রন্থের টীকাই রচনা করিয়া গিয়াছেন, কোন বিশেষ মত প্রবর্ত্তিত করেন নাই। কিন্তু যজ্ঞপতি, পিতামহ গঙ্গেশের চিন্তামণি গ্রন্থের উপর "প্রভা" নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে যে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য ও বিবেচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (২) ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ—হল্ সাহেবের সংস্কৃত-পুস্তক-তালিকার ৩০ পৃষ্ঠায় ৩৭ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ। তথায় যজ্ঞপতির তত্ত্বচিন্তামণি-প্রভা গ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই প্রবাদ অপরাপর প্রমাণের অবিরুদ্ধ হওয়ায় আপাততঃ প্রমাণরূপে গৃহীত হইল।

তৃতীয়—পক্ষধর অপর নাম জয়দেব, বর্দ্ধমানের পরবর্ত্তী।

ইহার প্রমাণ—(১) পক্ষধর মিশ্র অর্থাৎ জয়দেব মিশ্র, বর্দ্ধমান-বিরচিত দ্রব্যকিরণাবলী-প্রকাশ এবং ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশের উপর "দ্রব্যপদার্থ" এবং "লীলাবতী-বিবেক" নামে দুইটী টীকা রচনা করিয়াছেন। যেহেতু, দ্রব্যপদার্থ নামক গ্রন্থ-শেষে দেখা যায় "ইতি শ্রীবর্দ্ধমান-

টীকায়াং পক্ষধর্য্যাং দ্রব্যপদার্থঃ সম্পূর্ণঃ” এবং লীলাবতী-বিবেক নামক গ্রন্থশেষে দেখা যায় —“ইতি পক্ষধর-কৃত-লীলাবতী-বিবেকঃ সম্পূর্ণঃ”। এই পুস্তক দুইখানি ইণ্ডিয়া অফিসে আছে, অতএব তত্রত্য গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকার ৬৬৫ পৃষ্ঠা ২০৭২ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ এবং ৬৬৮ পৃষ্ঠা ২০৮১। ৮২ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য। (২) দ্বিতীয়তঃ; পক্ষধর, গঙ্গেশের চিন্তামণি গ্রন্থের উপর “আলোক” নামক টীকামধ্যে বর্দ্ধমান-রচিত কুসুমাঞ্জলি-প্রকাশের নাম করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ সম্পাদিত এসিয়াটিক্ সোসাইটী সংস্করণের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের ১৬।৬৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই স্থলেই তিনি আবার বর্দ্ধমানকে “মহামহোপাধ্যায়চরণাঃ”ও বলিয়া সম্মান করিয়াছেন।

(ক) এই পক্ষধরই জয়দেব মিশ্র।

ইহার প্রমাণ—(১) জয়দেবের ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুদেব মিশ্র, গঙ্গেশের চিন্তামণি গ্রন্থের উপর যে এক টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার উপক্রমণিকার দ্বিতীয় শ্লোকে আছে ;—

জয়দেব-গুরোর্বাচি যে কেচিদ্দোষ-দর্শিনঃ।
প্রবোধায় ময়া তেষাং দীপ্তির্ভূয়োঽভিদীপ্যতে॥

এবং ইহার অনুমান খণ্ডের শেষ পত্রে আছে—

“ইতি ন্যায়সিদ্ধান্ত-সারাভিজ্ঞ-মিশ্রবর্য্য-পক্ষধর-মিশ্র-ভাতৃপুত্র-ন্যায়সিদ্ধান্ত-সারাভিজ্ঞ-বাসুদেবমিশ্র-বিরচিতায়াং চিন্তামণি-টীকায়াং...ইত্যাদি”। সুতরাং, জয়দেবই যে পক্ষধর মিশ্র, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

তারপর (২) দেখা যায় জগদীশ তর্কালংকার মহাশয় সিদ্ধান্ত-লক্ষণে বলিয়াছেন—

“পক্ষধরমিশ্রাদিসম্মতত্বাৎ...শব্দমণ্যালোকে তৈঃ সার্থকত্বং সমর্থিতম্”।

এই “আলোক” টীকা জয়দেব-বিরচিত, এস্থলে পক্ষধরের নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং, এরূপেও দেখা গেল জয়দেবই পক্ষধর। অধিক জানিতে হইলে ইণ্ডিয়া অফিস পুস্তক-তালিকা ৬২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(খ) এই পক্ষধরমিশ্র হরিমিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য।

ইহার প্রমাণ—পক্ষধরমিশ্র স্বরচিত টীকা চিন্তামণ্যালোকের প্রারম্ভে স্বয়ংই এই কথা বলিয়াছেন। যথা—

অধীত্য জয়দেবেন হরিমিশ্রাৎ পিতৃব্যতঃ।
তত্ত্বচিন্তামণেরিত্থমালোকোঽয়ং প্রকাশ্যতে॥

এই গ্রন্থখানিও ইণ্ডিয়া অফিসে আছে। উহার পুস্তক-তালিকার ৬২৮ পৃষ্ঠা ১৯২৭ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(গ) পণ্ডিত প্রবর বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের মতে পক্ষধর পীযূষবর্ষ জয়দেব, তাঁহার পিতার নাম মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা। এজন্য তাঁহার বাক্য পরে পাদ-টীকা-রূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

চতুর্থ—পক্ষধর মিশ্র, যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী।

ইহার প্রমাণ—নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মুখের প্রবাদ। কারণ, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন তত্ত্বচিন্তামণির আলোক নাম্নী টীকায় যজ্ঞপতির মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বারভাঙ্গার পণ্ডিতগণের নিকট হইতে যে প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তন্মধ্যে দেখা গেল (১) যজ্ঞপতি উপাধ্যায় পক্ষধরের গুরু। (২) পক্ষধর ৩০ বৎসরে ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগ্রামে দেখা গেল—পক্ষধরের পিতার নাম রামচন্দ্র। পণ্ডিত প্রবর বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদের মতে পক্ষধরের পিতা মাত অন্ধ, ইহা উপরে কথিত হইয়াছে, এবং তাঁহার মৃত্যু বৃদ্ধ বয়সে হইয়াছিল। বঙ্গদেশেও প্রবাদ—পক্ষধর দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়াছিলেন। ৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় নবদ্বীপ-মহিমার ৩১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে পক্ষধর যজ্ঞপতির শিষ্য।

যাহা হউক, পক্ষধর নিজ গুরুর নাম হরিমিশ্র বলিয়াছেন বলিয়া এবং বঙ্গদেশ ও মিথিলাতেও যজ্ঞপতিকে পক্ষধরের গুরু বলিয়া প্রবাদ থাকায় আমরা যজ্ঞপতিকে পক্ষধরের পরম গুরু অর্থাৎ হরিমিশ্রের গুরু বলিয়া ধরিলাম, অর্থাৎ পক্ষধর যজ্ঞপতির পরবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিলাম। ইহার হেতু পরে প্রদত্ত হইতেছে। যাহা হউক, এই প্রবাদটী অন্য প্রমাণের অবিরুদ্ধ বলিয়া আপাততঃ ইহাকে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইল।

পঞ্চম—পক্ষধরের অন্য এক শিষ্যের নাম রুচিদত্ত।

ইহার প্রমাণ রুচিদত্ত স্বরচিত চিন্তামণি প্রকাশ নামক গ্রন্থ মধ্যে উপক্রমণিকা ২য় শ্লোকে এ কথা স্বয়ংই বলিয়াছেন যথা,—

অধীত্য রুচিদত্তেন জয়দেবাজ্জগদ্গুরোঃ।
চিন্তামণৌ গ্রন্থমণৌ প্রকাশোঽয়ং প্রকাশ্যতে॥

এবং গ্রন্থ-শেষেও বলিয়াছেন—

"ইতি শ্রীসোদর পুরকুলসমুদ্ভব-মহামহোপাধ্যায়-শ্রীরুচিদত্ত-
বিরচিতে তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশে প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।"

এই গ্রন্থখানিও ইণ্ডিয়া অফিসে আছে। উহার পুস্তক-তালিকা ৬৩২ পৃষ্ঠা ১৯৪০ হইতে ১৯৪৭ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য, এবং ক্যাটালগ্ অব্ স্যাংস্কৃট্ কলেজ্ ম্যানস্‌ক্রিপ্ট্ ৩য় ভাগ ৫৪৪ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ—মহেশ ঠাকুর, জয়দেব পক্ষধরের পরবর্ত্তী।

ইহার প্রমাণ—মহেশ ঠাকুর জয়দেবকৃত চিন্তামণি আলোকের উপর মণ্যালোক-দর্পণ নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন। যেহেতু, উক্ত টীকার উপক্রমণিকা মধ্যে আছে—

গৌর্য্যা গিরীশাদিব কার্ত্তিকেয়ো যো ধীরয়া চন্দ্রপতেরলম্ভি।
আলোকমুদ্দীপয়িতুং নবীনং সদর্পণং ব্যাতনুতে মহেশঃ॥

এবং প্রত্যক্ষ-খণ্ড শেষে আছে ;—

"বিধায় বিদুষাং প্রীত্যৈ প্রত্যক্ষালোক-দর্পণম্।
শ্রীগোপালে মহেশেন তস্যাকারি সমর্পণম্ ॥"

"ইতি মহেশঠক্কুর-বিরচিতে আলোক-দর্পণে প্রত্যক্ষখণ্ডঃ সমাপ্তঃ। সংবৎ ১৬৬৯ শ্রাবণ বদি ২রা।"

এই পুস্তক খানির বিষয় স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের "নোটিসেস্" পুস্তকের ৩য় ভাগে ১২৮ পৃষ্ঠায় ১৫৪৮ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণে যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কথিত হইল, কিন্তু, ইণ্ডিয়া অফিসে যে খানি আছে, তাহাতে যাহা আছে, তাহা এই;—

জনক-বিষয়-জন্মা রাজ-সম্মান-পাত্রম্।
মহি......ধীরাচন্দ্রবত্যাস্তনুজঃ ॥
অরচয়দনুমানালোকমাশ্রিত্য নিত্যং।
প্রমথিত-খলদর্পো দর্পণং শ্রীমহেশঃ ॥
জ্যেষ্ঠাঃ মহাদেব-ভগীরথ-শ্রীদামোদরা যস্য বয়ো গুণাভ্যাম্।
দর্পণং নির্ম্মিতবানমীষাং সহোদরো বিষ্ণুপরো মহেশঃ ॥
বিধায় সুধিয়ামর্থেঽনুমানালোক-দর্পণম্।
শ্রীগোপালে মহেশেন তস্যাকারি সমর্পণম্ ॥

এই পুস্তকখানিও ইণ্ডিয়া অফিসে আছে। এজন্য তত্রত্য পুস্তকাগারের ক্যাটালগ ৬৩১ পৃষ্ঠা ১৯৩৮ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম—মহেশ ঠাকুর ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পক্ষধরের পৌত্র ও শিষ্য।

শিষ্য যে তাহার প্রমাণ—পণ্ডিত প্রবর বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের অনুমান, (যথা, তার্কিক-রক্ষার ভূমিকা) এবং পৌত্র ও শিষ্য যে তাহার প্রমাণ—ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগ্রামের উক্তি। আমরা উক্ত অনুমানের হেতু কিম্বা এই উক্তির মূল কি, তাহা অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না। তবে "হল্" সাহেবের পুস্তক-তালিকার ৬৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায়—তিনি ১৬৪৩ সংবতে লিখিত একখানি পুঁথি দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, "মেঘ-ভগীরথ ঠাকুর, চন্দ্রপতি ও ধীরার তনয়। গ্রন্থকারের দুইজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, যথা—মহেশ বা মহাদেব, এবং দামোদর। তাঁহার গুরু ছিলেন—জয়দেব নামক এক পণ্ডিত।" বোধ হয় 'হল্' সাহেবের এই কথাটীই ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগ্রামে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। দ্বিবেদী মহাশয়ের অনুমানের হেতু পূর্ব্বোক্ত "বিংশাব্দে" ইত্যাদি শ্লোক ও পণ্ডিতগণ মধ্যে প্রবাদই হইবে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, তাহা হইলেও ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগ্রামে ভগীরথ বা মেঘ ঠাকুরকে রামচন্দ্রের পুত্র এবং পক্ষধরের পৌত্র কেন বলা হইল, তাহা জানিতে পারা গেল না।

অষ্টম—মহেশ ঠক্কুরের এক ভ্রাতা ভগীরথ ঠক্কুর এবং তিনি পক্ষধরের পরবর্ত্তী।

ইহার প্রমাণ,—ভগীরথ ঠক্কুর দ্রব্যকিরণাবলীর "দ্রব্যপ্রকাশপ্রকাশিকা" নামক যে টীকা

রচনা করিয়াছেন, তাহার শেষে বলিয়াছেন যে, তিনি বিংশবর্ষে জয়দেব কবির তর্কসমুদ্র পার হইয়াছিলেন ; এবং তিনি মহেশের ভ্রাতা, যথা—

বিংশাব্দে জয়দেবপণ্ডিতকবেস্তর্কাব্ধিপারং গতঃ,
শ্রীমানেষ ভগীরথঃ সমজনি শ্রীচন্দ্রপত্যাত্মজঃ ।
শ্রীধীরাতনয়েন তেন রচিতা শ্রীমন্মহেশাগ্রজঃ,
শ্রীদামোদরপূর্ব্বজেন জয়তাদাচন্দ্রমেষাকৃতিঃ ॥

ইহা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় তার্কিক রক্ষার ভূমিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নবম—শঙ্কর মিশ্র, মহেশ ঠক্কুর ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের পরবর্ত্তী।

ইহার প্রমাণ—শঙ্কর মিশ্র স্বরচিত ত্রিসূত্রী-নিবন্ধ-ব্যাখ্যা নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় ২য় শ্লোকে (মহেশের রচিত ?) দর্পণের নাম করিতেছেন ; যথা,—

প্রকাশদর্পণোত্থৎকৃত্তির্ব্যাখ্যা কৃতোজ্জ্বলা।
তথাপি যোজনামাত্রমুদ্দিশ্যায়ং মমোদ্যমঃ ॥

এবং গ্রন্থ-শেষে বলিতেছেন ;—

ইতি মহামহোপাধ্যায়-সন্মিশ্র ভবনাথাত্মজ-মিশ্র শ্রীশঙ্কর-কৃত-ত্রিসূত্রীনিবন্ধ ব্যাখ্যা সমাপ্তঃ।

ইহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত "নোটিসেস্" নামক পুস্তকের ৩য় ভাগ ৮৯ পৃষ্ঠায় ১৩৬ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণে দেখা যায়। ফলতঃ, শঙ্কর মিশ্র মহেশ ঠাকুর প্রভৃতির কত পরবর্ত্তী তাহা এতদ্দ্বারা জানা গেল না।

দশম—শঙ্কর মিশ্র তাঁহার পিতা ভবনাথের শিষ্য।

ইহার প্রমাণ,—শঙ্কর মিশ্র নিজ-বৈশেষিক সূত্রোপস্কার টীকার প্রারম্ভে বলিতেছেন,—

যাভ্যাং বৈশেষিকে তন্ত্রে সম্যগ্ ব্যুৎপাদিতোঽস্ম্যহম্।
কণাদ-ভবনাথাভ্যাং তাভ্যাং মম নমঃ সদা ॥

এবং শেষ বলিতেছেন,—

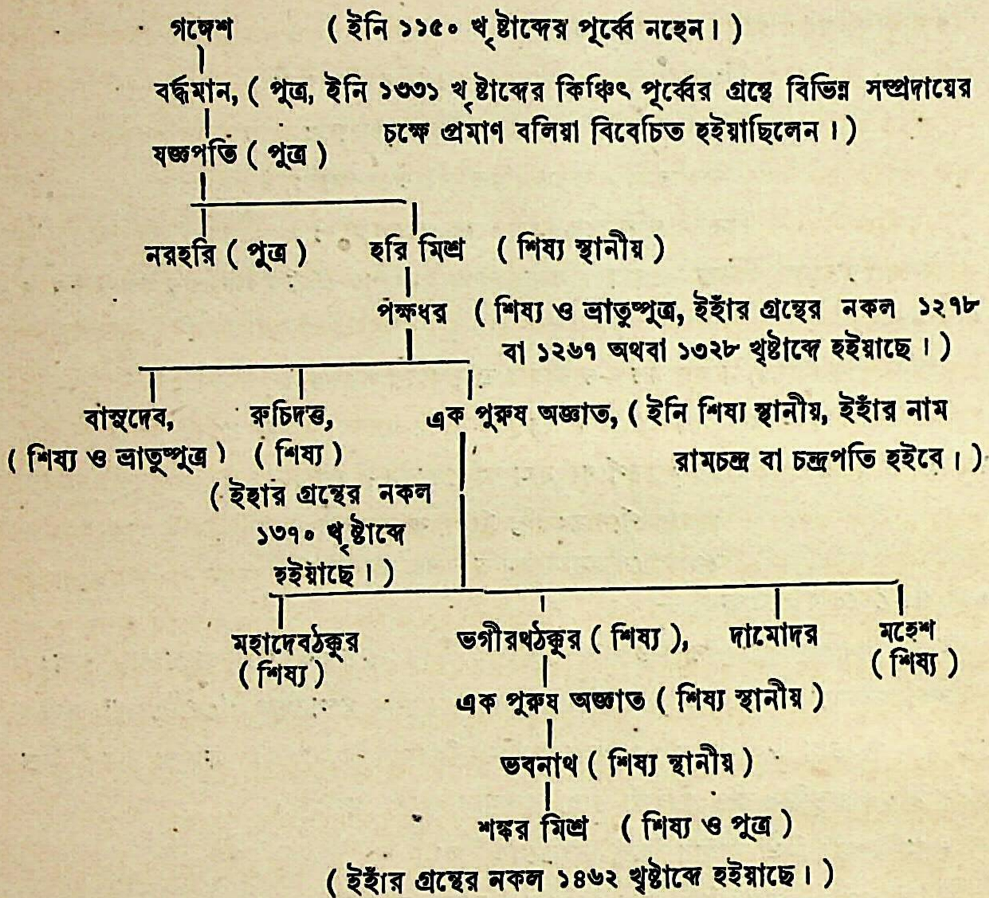
অকৃত-ভবানীতনয়ো ভবনাথসুতো ভবার্চ্চনে নিরতঃ । ইত্যাদি।

এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে ও সুপ্রাপ্য।

একাদশ—যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের পুত্র মহামহোপাধ্যায় নরহরি।

ইহার প্রমাণ,—ইনি প্রপিতামহ গঙ্গেশের গ্রন্থের বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। নরহরির প্রত্যক্ষ-দূষণোদ্ধার, অনুমান-দূষণোদ্ধার প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকও ইণ্ডিয়া আফিসে আছে, এজন্য তত্রত্য পুস্তকাগারের ক্যাটালগ্ ৬৪৫ পৃষ্ঠা। ১৯৮৬ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এখন এই একাদশটী বিষয় পর্য্যালোচনার ফলে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তাহা এই,—



পূর্ব্ব-কথা হইতে ইহাদের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ স্থির করায় এস্থলে আমাদের দুই একটী হেতু প্রদর্শন করা আবশ্যক।

প্রথম, এস্থলে আমরা পক্ষধরকে যজ্ঞপতির প্রশিষ্য করিয়াছি, নরহরি অথবা বর্দ্ধমানের প্রশিষ্য করি নাই। কারণ (ক) পক্ষধর, বর্দ্ধমানের গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন এবং যজ্ঞপতির 'মত' প্রমাণরূপে বিচার করিয়াছেন, অথচ তিনি হরিমিশ্রের শিষ্য; এই হরিমিশ্রের গ্রন্থাদি অথবা বিশেষ পাণ্ডিত্যের কথা শুনা যায় না। সুতরাং, বর্দ্ধমান বা যজ্ঞপতি অধ্যাপনায় সম্মত ও জীবিত থাকিলে তিনি এরূপ হরিমিশ্রের শিষ্য হইবেন কেন। অথচ প্রবল প্রবাদ আছে 'পক্ষধর যজ্ঞপতির শিষ্য'; সুতরাং, এক্ষেত্রে পক্ষধরকে যজ্ঞপতির প্রশিষ্য বলাই সঙ্গত। কারণ, প্রশিষ্য উপযুক্ততা-লাভ করিলে পরে শিষ্য হইতে পারে; যেমন রঘুনাথ, বাসুদেবের শিষ্য ও পক্ষধরের প্রশিষ্য, কিন্তু বাসুদেবের নিকট শিক্ষা শেষ করিয়া পরে পক্ষধরেরই শিষ্য হন। (খ) নরহরি যে শাস্ত্রের শত্রু নিবারণে ব্যাপৃত, পক্ষধর-শিষ্য বাসুদেব ও মহেশ ঠক্কুর সেইরূপ শত্রু-নিবারণে নিযুক্ত, ইহা ইহাঁদের সম্বন্ধ-নির্ণায়ক

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকাবলী মধ্যে কথিত হইয়াছে। সুতরাং, ইঁহাদিগকে শত্রু-নিবারণ রূপ একটা যুগের মধ্যে স্থাপন করাই সঙ্গত। (গ) পক্ষধরের মত প্রতিবাদি-ভয়ঙ্কর পণ্ডিতের আবির্ভাব না হইলে নব্যন্যায়ের শত্রু-নিবারণের কথা যে বহু লোকের বিচার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাও সম্ভব নহে। এই সব কারণে যজ্ঞপতিকে আমরা পক্ষধরের গুরুর গুরু অথচ গুরু, অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী সময়ে আবির্ভূত বলিয়া স্থির করিলাম।

দ্বিতীয়—মহেশ ঠাকুর ও পক্ষধরের মধ্যে এক পুরুষ অজ্ঞাত বলিয়া স্থাপন করিয়াছি। কারণ, মহেশ ঠাকুর পক্ষধরের পৌত্র বলিয়া প্রবাদ 'হল' সাহেবের পুস্তকে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পণ্ডিত প্রবর বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মহাশয়েরও সেইরূপ সিদ্ধান্ত। বলা বাহুল্য, মহেশ ঠক্কুর প্রভৃতি যদি পক্ষধরের সাক্ষাৎ শিষ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আত্ম-পরিচয়ের সময় কেবল পিতামাতার নাম করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। পক্ষধরের মত গুরু থাকিতে মহেশের মত ব্যক্তি অপর গুরুর আশ্রয় লইবেন কেন? এবং পক্ষধরের মত গুরু পাইয়া সেই গুরুর নাম না করাও একটা আশ্চর্য্যের বিষয়, বরং পক্ষধরের নাম করাই তাঁহার পক্ষে সম্মানের বিষয়। এই জন্য মনে হয়, ইহাদের সাক্ষাৎ গুরু তাদৃশ বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন না। অবশ্য, পক্ষধর ও মহেশ ঠক্কুর মধ্যে একাধিক পুরুষ ব্যবধান ধরিয়া মহেশ ঠক্কুরকে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করিয়া অপর সাধারণ এবং পণ্ডিতপ্রবর বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারা যাইত; কিন্তু, সেরূপ করিলেও দোষ হয়। কারণ, যে শঙ্কর মিশ্র মহেশকৃত দর্পণের নাম করিতেছেন, তাহার গ্রন্থ ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে কি করিয়া তাহা হইলে লিখিত হয়? এই সব বিবেচনা করিয়া দর্পণকার মহেশকে পক্ষধরের এক পুরুষ ব্যবধানে স্থাপন করা হইল।

তৃতীয়—ভবনাথের সহিত মহেশ ঠাকুরের সম্বন্ধ না পাওয়া যাইলেও ভবনাথকে মহেশের প্রশিষ্য-স্থানীয় করিয়াছি। কারণ, শঙ্কর মিশ্র রুচিদত্তের "প্রকাশ" এবং মহেশের "দর্পণের" নাম করিয়া নিজ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থের নকল-কালের সহিত পক্ষধর ও রুচিদত্তের গ্রন্থের নকল-কালের একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা, আবশ্যক। অথচ, ভবনাথের গ্রন্থেও ভবনাথ নিজ গুরু যে মহেশ, তাহাও বলেন নাই। এই জন্য উভয়ের মধ্যে এক পুরুষ ব্যবধান ধরা হইয়াছে।

যাহা হউক, এইবার দেখিতে হইবে গঙ্গেশ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ, পূর্ব্বোক্ত বর্দ্ধমান প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের পূর্ব্বোক্ত সময় এবং গঙ্গেশের সময়ের পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন সীমা অবলম্বনে গঙ্গেশের এমন একটী সময় নির্দ্ধারণ করা যায় কি না, যে সময়টী বর্দ্ধমান প্রভৃতির উক্ত সময়ের অবিরুদ্ধ হইবে, অথচ সাধারণতঃ মনুষ্যের জীবিতকাল ৬০ বৎসর এবং পিতা-শিষ্য-ভ্রাতৃপুত্র-পুত্রের সাধারণ কালের সাধারণ সীমা ২০ বৎসর অতিক্রম করিবে না। অবশ্য, এস্থলে ২০ বৎসর মাত্র এক পুরুষ ব্যবধান-কালটী যেন কতকটা কম বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু, আমাদের বোধ হয় ইহা অসঙ্গত হয় নাই। কারণ, এস্থলে সকলেই পুত্র পরম্পরায় সম্বদ্ধ নহেন। কেহ পুত্র; কেহ ভ্রাতুষ্পুত্র, কেহ বা শিষ্য, কেহ বা উভয়ই। বলা

বাহুল্য, গুরু-শিষ্যের মধ্যে ব্যবধান অনেক সময় খুব অল্পও হয়। এইজন্য সর্ব্বসাধারণ একটা সময়—২০ বৎসর ধরিলে বিশেষ ভুল হইবে না, আশা করা যায়। যাহা হউক, আনন্দের বিষয় এই যে, বাস্তবিকই এস্থলে আমরা এরূপ একটা সময় পাইতে পারি। কারণ, যদি আমরা শঙ্কর মিশ্রের গ্রন্থের নকল কাল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দকে শঙ্কর মিশ্রের ৮৪ বৎসরে নকল হইয়াছে বলি, তাহা হইলে সকল দিক্ বজায় রাখিয়া গঙ্গেশের জন্ম-সময় ১১৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে এবং ৬০ বৎসর জীবন ধরিয়া তাহার মৃত্যুকাল ১২৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে। যথা,—

শঙ্কর মিশ্রের পুঁথির নকল কাল=১৪৬২ খৃষ্টাব্দ।	ইহা হইতে ৪৪ বৎসর বাদ দিলে শঙ্কর মিশ্রের মৃত্যুকাল হয়—১৪১৮ খৃষ্টাব্দ।	পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যের জন্য ইহা ধরা হইয়াছে মাত্র। বলা বাহুল্য ইহা অসম্ভব নহে।
১৪১৮ হইতে ৬০ বৎসর বাদ দিলে শঙ্কর মিশ্রের জন্ম-কাল=১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ।	......	ইহাঁর পুঁথির নকল কাল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ।
১৩৫৮ হইতে ২০ বৎসর বাদ দিলে ভবনাথের জন্ম-কাল হয়=১৩৩৮ খৃঃ।	"ইহাতে ৬০ বৎসর যোগ করিলে ভবনাথের মৃত্যুকাল হয়=১৩৯৮ খৃঃ।	......
১৩৩৮ হইতে ২০ বৎসর বাদ দিলে ভবনাথের গুরুর জন্মকাল মৃত্যু-হয়=১৩১৮ খৃঃ।	ইহাতে ৬০ বৎসর যোগ করিলে ভবনাথের গুরুর কাল হয়=১৩৭৮ খৃঃ।	ভবনাথ ও মহেশঠক্কুরের মধ্যে এতদপেক্ষা অধিক পুরুষ ব্যবধান হইলে পূর্ব্বোক্ত শঙ্করমিশ্রের গ্রন্থের লিখনকাল এবং শঙ্করমিশ্রের মৃত্যুকালের ব্যবধান কমিয়া যাইবে।
১৩১৮ হইতে ২০ বৎসর বাদ দিলে মহেশের জন্মকাল হয়=১২৯৮ খৃঃ।	ইহাতে ৬০ বৎসর যোগ করিলে মহেশের মৃত্যুকাল হয়=১৩৫৮ খৃঃ।	এই মহেশ ঠক্কুরের শিলালেখোক্ত সময়, এবং হণ্টার সাহেবের স্ট্যাটিস্টিকেল একাউণ্টে ইহার মৃত্যু ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইতেছে।
১২৯৮ হইতে ২০ বৎসর বাদ দিলে চন্দ্রপতির জন্ম-কাল হয়=১২৭৮ খৃঃ।	ইহাতে ৬০ বৎসর যোগ করিলে চন্দ্রপতির মৃত্যুকাল হয়=১৩৩৮ খৃঃ।	ইহা রুচিদত্তেরও সময়। কারণ, রুচিদত্ত ও চন্দ্রপতি পক্ষধরের শিষ্য। এই রুচিদত্তের ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের লিখিত একখানা পুঁথির নকল পাওয়া গিয়াছে।

১২৭৮ হইতে ২০ বৎসর বাদ দিলে পক্ষধরের জন্মকাল হয়=১২৫৮ খৃঃ।	ইহাতে ৬০ বৎসর যোগ করিলে পক্ষধরের মৃত্যুকাল হয়=১৩১৮ খৃঃ।	এই পক্ষধরের ১২৭৮ বা ১৩২৮ খৃষ্টাব্দের পুঁথির নকল পাওয়া গিয়াছে, অতএব এ সময় পক্ষধর অন্ততঃ পক্ষে ২০ বৎসরের যুবক।
১২৫৮ হইতে ২০ বৎসর বাদ দিলে হরিমিশ্রের জন্মকাল হয়=১২৩৮ খৃঃ।	ইহাতে ৬০ বৎসর যোগ করিলে হরিমিশ্রের মৃত্যুকাল হয়=১২৯৮ খৃঃ।	...
১২৩৮ হইতে ২০ বৎসর বাদ দিলে যজ্ঞপতির জন্মকাল হয়=১২১৮ খৃঃ।	ইহাতে ৬০ বৎসর যোগ করিলে যজ্ঞপতির মৃত্যুকাল হয়=১২৭৮ খৃঃ।	...
১২১৮ হইতে ২০ বৎসর বাদ দিলে বর্দ্ধমানের জন্মকাল হয়=১১৯৮ খৃঃ।	ইহাতে ৬০ বৎসর যোগ করিলে বর্দ্ধমানের মৃত্যুকাল হয়=১২৫৮ খৃঃ।	এই বর্দ্ধমানকে বিদ্যারণ্য ১৩৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।
১১৯৮ হইতে ২০ বৎসর বাদ দিলে গঙ্গেশের জন্মকাল হয়=১১৭৮ খৃঃ।	ইহাতে ৬০ বৎসর যোগ করিলে গঙ্গেশের মৃত্যুকাল হয়=১২৩৮ খৃঃ।	এই গঙ্গেশ ১১৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে—গঙ্গেশের সময়ের পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন সময়ের সীমা, গঙ্গেশের শিষ্য-প্রশিষ্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ, এবং এই সকল পণ্ডিতের রচিত পুস্তকাদির নকলের সময় ধরিয়া গঙ্গেশের যে সময় নির্দ্ধারণ করা হইল, তাহা অসম্ভব নহে, তাহাতে কোন বিশেষ অসঙ্গতি থাকিতেছে না। অবশ্য, এতদ্দ্বারা পক্ষধরের ২০ বৎসরের গ্রন্থকার জীবন ধরিতে হইয়াছে; কিন্তু,ইহাও অসম্ভব কি না তাহা বিবেচ্য; কারণ,তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন বলিয়াই "পক্ষধর" নাম পাইয়াছিলেন এবং মঃ মঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংগৃহীত প্রবাদানুসারে তিনি ৩০বৎসরে ইহধাম পরিত্যাগ করেন; ফলতঃ, এতদ্দ্বারা তিনি যে অল্পবয়সে বিশেষ পণ্ডিত হইয়া সমগ্র চিন্তামণি গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর অসঙ্গতি থাকিতেছে না। আর তাহার পর যে পুঁথিতে ১২৭৮ খৃষ্টাব্দ পাওয়া গিয়াছে, তাহা চিন্তামণি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেরই টীকা। সুতরাং, ইহা ২০ বৎসরে রচনা হইয়াছে, যদি বলা যায়, তাহা হইলে তাহাও অসঙ্গত হয় না।* অবশ্য,ইহার সহিত মহামতি রঘুনাথ

* এস্থলে আর একটী কথা ভাবিবার আছে। আমরা পক্ষধরের পুঁথির ১৫৯ ল সং কে খৃষ্টাব্দে পরিণত করিবার সময় ইতিপূর্ব্বে ১১১৯ এবং ১১৬৯ খৃষ্টাব্দকে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভকাল ধরিয়া উক্ত দুইটী বৎসর-সংখ্যা ১৫৯ তে যোগ করিয়া ১২৭৮ এবং ১৩২৮ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছি। এবং ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পক্ষধরের জন্মকাল ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ করিয়াছি। কিন্তু, বৈশেষিক দর্শন ভূমিকার ২৮ পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধেয় দ্বিবেদী মহাশয় মিথিলাদেশে প্রচলিত ল সং এবং শকাব্দের ব্যবধান-কাল-সংক্রান্ত তদ্দেশীয় ভাষায় যে শ্লোকাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে

শিরোমণি, সম্পর্কীয় প্রবাদটীর অসঙ্গতি হয়। কারণ, শুনা যায় মহামতি রঘুনাথ, পক্ষধরকে বৃদ্ধ দেখিয়া ছিলেন, ইত্যাদি। যাহা হউক এতদ্দ্বারাও পক্ষধরের অল্প বয়সে পাণ্ডিত্যের অসম্ভাবনা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং, দেখা যাইতেছে পূর্ব্বোক্ত ন্যায়কোষ গ্রন্থে গঙ্গেশের সময় যে ১১৭৮ খৃষ্টাব্দ কথিত হইয়াছে, তাহাই আমরা বিভিন্ন পথে লাভ করিলাম। কিন্তু এইবার আমরা এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের বিরুদ্ধে যাহা বলা হইতে পারে, তাহাই আলোচনা করিব, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের সুবিধা হয়, তজ্জন্য দুই একটা কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

অস্মন্নির্দ্ধারিত গঙ্গেশাবির্ভাবকাল-সংক্রান্ত আপত্তি-নিরাশ।

উপরে যে সব সময় অবলম্বন করিয়া গঙ্গেশের সময় নিরূপিত হইল, তাহাতে দুইটী প্রবল আপত্তি উঠিতে পারে,—

প্রথম—পক্ষধর মিশ্রের কাল ১২৫৮ হইতে ১৩১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে না।

কারণ, প্রথমতঃ, ইহা বঙ্গদেশের প্রবলভাবে প্রচলিত একটী প্রবাদের বিরুদ্ধ হয়

প্রবাদটী এই যে, মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে মিথিলায় যান। সেখানে তিনি পক্ষধর মিশ্রের নিকট শিক্ষালাভ করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে বাসুদেব নিজ পুস্তকাদি লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন দেখিয়া মৈথিলিগণ, পুস্তক লইয়া যাইতে বাধা দেয়। অগত্যা বাসুদেব কণ্ঠস্থ শাস্ত্র লইয়াই নবদ্বীপে আসিলেন এবং একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এখানে তিনি প্রধান শিষ্য রঘুনাথকে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিলেন।

১০৩০ শকাব্দ অর্থাৎ ১১০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে লক্ষণাব্দ আরম্ভ হয় বলিয়া বোধ হয়। আর তাহা হইলে পক্ষধরের উক্ত পুঁথির নকলকাল (১৫৯+১১০৮=) ১১৬৭ খৃষ্টাব্দ হয়; সুতরাং, পক্ষধরের জন্ম উপরি উক্ত পথে ইহার ২০ বৎসর পূর্ব্বে ধরিলে ১১৪৭ খৃষ্টাব্দ হওয়া উচিৎ হয়। বলা বাহুল্য, উপরে যখন আমরা একটা গড়-পড়তা ধরিয়া হিসাব করিতেছি, তখন এরূপ দুই দশ বৎসরের পার্থক্য বিশেষ আপত্তিকর হইতে পারে না। তবে অবশ্য ১১০৮ খৃষ্টাব্দ যদি লক্ষণসেনের অব্দারম্ভকাল হয়, তাহা হইলে ইহা তাঁহার জন্মকাল হইতে গণনা করিয় লব্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যদি তাঁহার রাজ্যারম্ভকালের অব্দ কিছু স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা পৃথক্ হইবে। অর্থাৎ তাহা হইলে তিনি ১১ বৎসরে অথবা ৬১ বৎসরে রাজা হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। যাহা হউক, মিথিলাদেশে যে ল সং ও শকাব্দ সম্পর্কিত শ্লোকাবলী প্রচলিত আছে এবং তদুপলক্ষে বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—"বঙ্গদেশে লক্ষণসেন-নৃপতির্বভূব যস্য সভাপণ্ডিতো হলায়ুধভট্ট আসীৎ, তস্য নৃপতেঃ ত্রিংশদধিকদশ-শতীমিতে ১০৩০ শালিবাহনবর্ষে পঞ্চদশাধিকপঞ্চশতীমিতে ৫১৫ সন্ ইতি প্রসিদ্ধে মহম্মদবর্ষে সংবৎসর প্রবৃত্তি জাতেতি। তথোক্তং গণকৈর্দ্দেশভাষয়া—

শাকে সো সন্ জানব সোই। রহিত বাণ-শশি-বাণ যো হোই।
জাসন্ জমা রহৈ সো দেখহু। শর-শশি-বাণ হীন করি লেখহু।
বাকী রহৈ সো ল সং প্রমাণ। গুরুজ্ঞানীজন ভাবা ভান্।
অঙ্ক চৌবট্ট একাদশ দীজে। ল সং সহিত সংবৎ করি লীজে।

চৌখাম্বার বৈশেষিক দর্শন ভূমিকা ২৮ পৃষ্ঠা।

কিন্তু, রঘুনাথের অসাধারণ বুদ্ধি দেখিয়া এবং নিজ কণ্ঠস্থ শাস্ত্রের বিস্মৃতি আশংকা করিয়া বাসুদেব, রঘুনাথকে নিজ গুরু পক্ষধরের নিকট পাঠ সমাপ্তির জন্য মিথিলায় পাঠাইলেন। এই রঘুনাথের সঙ্গে পক্ষধরের কথোপকথন-সূচক কবিতা অদ্যাবধি পণ্ডিত সমাজে প্রথিত রহিয়াছে। ইহা হইল উক্ত প্রবাদ। এখন, এই বাসুদেব নবদ্বীপে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরও গুরু ছিলেন, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া শেষ-বয়সে চৈতন্যদেবের মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই চৈতন্যদেবের জন্ম-সময় ১৪০৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং, বাসুদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন এবং রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সমবয়স্ক হইলেন এবং পক্ষধর, বাসুদেবের গুরু বলিয়া (১৪৮৫—৪০=১৪৪৫—৪০=)১৪০৫ খৃষ্টাব্দের দুই চারি বৎসর পূর্ব্ব-পশ্চাতে জন্ম গ্রহণ করেন বলিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে আর জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। আর বাসুদেব যে চৈতন্যদেবের গুরু, ইহা সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য সাক্ষ্য দিবে, এবং রঘুনাথ যে বাসুদেবের শিষ্য, তাহা সমগ্র নৈয়ায়িক পণ্ডিত সমাজ একবাক্যে বলিবেন। অতএব ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে পক্ষধর মিশ্রের গ্রন্থকার জীবনকাল ছিল, ইহা হইতে পারে না। ইহাই হইল প্রথম আপত্তি।

দ্বিতীয়—মহেশ ঠাকুরের সময় ১২৯৮ হইতে ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে না।

কারণ, বারাণসি রাজকীয় বিদ্যালয়স্থ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় "তার্কিক-রক্ষার" ভূমিকায় মহেশ ঠাকুরের সময় ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ প্রমাণ করিয়াছেন। নিম্নে পাদদেশে পণ্ডিত দ্বিবেদী মহাশয়ের বক্তব্যটী যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলাম * ; সুতরাং, এস্থলে উহার সারমর্ম্মটী মাত্র উল্লেখ করা গেল। তাঁহার মতে ;—

---

* "মল্লিনাথেন চ কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকায়াং ৪সর্গে উপারতা ইতি ১০ শ্লোকব্যাখ্যায়াং "পীযূষবর্ষস্তু একদেশিসমাসমেব আশ্রিত্য সমাসান্তরম্ আহ" ইতি উক্তম্। পীযূষবর্ষস্তু তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক-চন্দ্রালোক-প্রসন্নরাঘব নাটকাদিগ্রন্থকর্ত্তা পক্ষধরাপরনামা জয়দেবমিশ্র এব। স চ ১৪৭৮ শাকবর্ষে বর্ত্তমানস্য মিথিলা দেশাধিপতেঃ শ্রীমহেশ ঠক্কুরস্য মধ্যমভ্রাতুর্ভগীরথঠক্কুরস্য গুরুরাসীদিতি।"

এস্থলে জয়দেবই পক্ষধর ইহার প্রমাণার্থ দ্বিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন যে "জগদীশভট্টাচার্য্যেণ অনুমানদীধীতিটীকায়াং সিদ্ধান্তলক্ষণ-প্রকরণে "পক্ষধর-মিশ্রাদি-সম্মতত্বাৎ"..."শব্দমণ্যালোকে তৈঃ সার্থকত্বং সমর্থিতম্" ইত্যুক্তত্বাৎ আলোকগ্রন্থস্য জয়দেবকৃতত্বাৎ জয়দেব এব পক্ষধরঃ।" ইত্যাদি।

অতঃপর পক্ষধরের সময়-নিরূপণার্থ বলিতেছেন ;—

"মহেশঠক্কুর-শিষ্যেণ কেনচিৎ পণ্ডিতেন দিল্লীনগরাধিষ্ঠিতাৎ ভারতেশ্বরাৎ মিথিলাদেশাধিপত্যং প্রাপ্য গুরবে গুরুদক্ষিণাত্বেন তৎ সমর্পিতমিতি কিংবদন্ত্যা মহেশঠক্কুরেণ বৃদ্ধাবস্থায়াং যৌবনান্তে বা রাজ্যং প্রাপ্তম্। মহেশঠক্কুরানুজস্য ভগীরথস্য চ "বিংশাব্দে জয়দেবপণ্ডিতকবেস্তর্কাব্ধিপারংগতঃ" ইতি দ্রব্যকিরণাবলী-প্রকাশটীকান্তে উক্ত্যা জয়দেবস্য পণ্ডিতত্বং কবিত্বং নিবন্ধকর্ত্তৃত্বং চ ভগীরথস্য বিংশাব্দে (বিংশতিবর্ষমিতে বয়সি ইত্যর্থঃ।) সম্পন্নমাসীদ্ ইতি তস্যাপি বৃদ্ধত্বসময়ে কিরাতার্জ্জুনীয় টীকায়াঃ যৌবনে প্রণীতত্বে তদানীং কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকায়াঃ ৭৫ বর্ষপ্রাচীনত্ব-কল্পনমপি সম্ভবতীতি।"

(ক) পক্ষধর জয়দেবই পীযূষবর্ষ জয়দেব।

(খ) জয়দেবই চন্দ্রালোক, তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকে, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা।

(গ) জয়দেব ১৪৭৮ শকাব্দ; সুতরাং, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ছিলেন; কারণ, তিনি মিথিলা-দেশাধিপতি মহেশ ঠাকুরের ভ্রাতা ভগীরথ ঠাকুরের গুরু ছিলেন।

(ঘ) মহেশ ঠাকুর, যে ১৪৭৮ শকে ছিলেন, তাহার প্রমাণ জনকপুরের নিকট "ধনুখা" নামক কূপের প্রস্তর ফলক। উহাতে তিনি বলিতেছেন যে তিনি (১) খণ্ডবলা কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, (২) রন্ধ্রতুরঙ্গমশ্রুতিমহী (১৪৭৮) শাকে কূপ উৎসর্গ করিয়া ছিলেন, (৩) বাগ্‌দেবীর কৃপায় সমস্ত মিথিলাদেশ অর্জ্জন করিয়া ছিলেন।

(ঙ) প্রসন্নরাঘব নামক নাটকের প্রস্তাবনায় নট "কবিতাতার্কিকত্বয়োরেকাধিকরণতা-মালোক্য বিস্মিতোঽস্মি" বলিতেছেন বলিয়া চিন্তামণির "আলোক" নামক টীকাকার জয়দেবই পীযূষবর্ষ জয়দেব।

(চ) এই জয়দেবের মাতা সুমিত্রা, পিতা মহাদেব, গুরু ও পিতৃব্য হরিমিশ্র।

(ছ) মহেশ ঠাকুরের এক শিষ্য দিল্লীর কোন রাজার নিকট হইতে মিথিলাধিপত্য লাভ করিয়া গুরু মহেশকে দেন। ইহা অবশ্য প্রবাদ।

(জ) ভগীরথ যে পক্ষধরের শিষ্য, তাহার প্রমাণ—"বিংশাব্দে জয়দেবপণ্ডিতকবেস্তর্কাব্ধি-পারং গতঃ" ইত্যাদি বচনটী।

ইহার পর তিনি পীযূষবর্ষের উক্ত গ্রন্থ-কর্তৃরূপে পরিচয় মুখে বলিতেছেন;—

তথাহি চন্দ্রালোকারম্ভে;—

"চন্দ্রালোকময়ঃ স্বয়ং বিতনুতে পীযূষবর্ষঃ কৃতী।" প্রথমময়ূখ সমাপ্তাবপি—

"মহাদেবঃ সত্রপ্রমুখমখবিদ্যৈকচতুরঃ সুমিত্রা তদ্ভক্তিপ্রণিহিতমতির্যস্য পিতরৌ।
অনেনাসাবাদ্যঃ সুকবি জয়দেবেন রচিতে চিরং চন্দ্রালোকে সুখয়তু ময়ূখং সুমনসঃ॥

ইতি পীযূষবর্ষপণ্ডিত-জয়দেববিরচিতে চন্দ্রালোকে প্রথমো ময়ূখঃ। অন্তে—

"পীযূষবর্ষপ্রভবং চন্দ্রালোকং মনোহরম্। সুধা নিধানমাসাদ্য শ্রয়ধ্বং বিবুধা মুদম্॥
জয়ন্তি যাজ্ঞিক-শ্রীমন্মহাদেবাঙ্গজন্মনঃ। সূক্তপীযূষবর্ষস্য জয়দেবকবেরগিরঃ॥

প্রসন্নরাঘব-নাটকেঽপি প্রস্তাবনায়াম্—

"বিলাসো যদ্বাচামসমরসনিষ্যন্দমধুরঃ কুরঙ্গাক্ষী বিম্বাধরমধুরভাবং গময়তি।
কবীন্দ্রঃ কৌণ্ডিন্যঃ স তব জয়দেবঃ শ্রবণয়োরয়াসীদাতিথ্যং ন কিমহি মহাদেবতনয়ঃ॥

অপিচ—

লক্ষ্মণস্যেব যস্যাস্য সুমিত্রাগর্ভজন্মঃ। রামচন্দ্রপদাম্ভোজে ভ্রমদ্ ভৃঙ্গায়তে মনঃ॥

নটঃ। এবমেতৎ। নন্বয়ং প্রমাণ-প্রবীণোঽপি শ্রূয়তে। তদিহ চন্দ্রিকা-চণ্ডাতপয়োরিব কবিতা-তার্কিকত্বয়োরেকাধিকরণতামালোক্য বিস্মিতোঽস্মি। সূত্রধারঃ ক ইহ বিস্ময়ঃ।

যেষাং কোমলকাব্যকৌশলকলালীলাবতী ভারতীতেষাং কর্কশতর্কবক্রবচনোদ্‌গারেঽপি কিং হীয়তে।

যৈঃ কান্তাকুচমণ্ডলে কররুহাঃ সানন্দমারোপিতা স্তৈঃ কিং মত্তকরীন্দ্রকুম্ভশিখরে নারোপনীয়াঃ শরাঃ॥ ইতি।

চিন্তামণ্যালোকারম্ভে চ—

এইবার আমাদিগকে এই আপত্তি দুইটার মূল্য কতদূর এবং ইহার সমাধানও কিছু আছে কি না দেখিতে হইবে।

প্রথম—উক্ত প্রবাদের মধ্যে অনেকগুলি চিন্তনীয় বিষয় আছে যথা,—

১। পক্ষধরের এক শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম বাসুদেব মিশ্র ছিল। রঘুনাথ, মিথিলায় প্রথম অবস্থায় ইহাঁর নিকট অধ্যয়ন করিলে ইহাকেও রঘুনাথের গুরু বলা চলে। ফলতঃ, প্রবাদটী যেরূপ,তাহাতে ইহা তত সম্ভব নহে। কিন্তু, তাহা হইলেও ইহা যে একটী অনুসন্ধান-সূত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

২। রঘুনাথের গুরু বাসুদেব ও চৈতন্যদেবের গুরু বাসুদেবকে ভিন্ন বলিলে এ আপত্তির সমাধান হয়। নদীয়া কাহিনীর মতে এ সময় নদীয়াতে চারি জন সার্ব্বভৌম ছিলেন।

৩। একজন বাসুদেব চৈতন্যদেবের গুরু—এ কথা যেমন বাহুল্যভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যে আছে, তদ্রূপ রঘুনাথ, চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী এ কথাটী প্রায় একেবারেই নাই।

প্রথম—একটী প্রবাদ আছে যে, এক দিন রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব উভয়ে নৌকাযোগে গঙ্গাপারে যাইতে ছিলেন, রঘুনাথ, চৈতন্যদেবের হস্তে একখানি পুঁথি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা কিসের পুথি", চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন "উহা ন্যায়ের স্বরচিত টীকা।" ইহাতে রঘুনাথ দুঃখিত হইয়া বলিলেন "আপনার টীকা থাকিলে আর আমাদের টীকা চলিবে না।" এই, কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব স্বরচিত টীকা গঙ্গামধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিলেন।

"অধীত্য জয়দেবেন হরিমিশ্রাৎ পিতৃব্যতঃ। তত্ত্বচিন্তামণেরিত্থমালোকোঽয়ং প্রকাশ্যতে॥"

এতেন জয়দেবমিশ্র এব (পিতৃব্যঃ পিতু র্ভ্রাতা, স চ মিশ্রোপনামক ইতি জয়দেবোঽপি মিশ্রোত্র নাস্তি বাদাবকাশঃ।) পীযুষবর্ষপণ্ডিতস্তার্কিকঃ কবিশ্চ। অস্য মাতা সুমিত্রা, পিতা মহাদেবো, গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ হরিমিশ্র ইতি নিষ্পন্নম্।

ভগীরথঠক্কুরেণ চ দ্রব্যপ্রকাশিকায়াং দ্রব্যকিরণাবলী-প্রকাশ টীকায়াং অন্তে ;—

"বিংশাব্দে জয়দেব-পণ্ডিত-কবেস্তর্কাব্ধি-পারং গতঃ, শ্রীমানেষ ভগীরথঃ সমজনি শ্রীচন্দ্রপত্যাত্মজঃ।

শ্রীধীরা তনয়েন তেন রচিতা শ্রীমন্মহেশাগ্রজ-শ্রীদামোদর-পূর্ব্বজেন জয়তাদাচন্দ্রমেষাকৃতিঃ॥' ইতি

মিথিলাদেশে জনকপুরস্থানাৎ পঞ্চক্রোশান্তরে ঈশান দিগ্‌ভাগে ধনুঃক্ষেত্রে "ধনুখা" ইতি প্রসিদ্ধে কূপে প্রস্তরপট্টে বক্ষ্যমাণং পদ্যং লিখিতমস্তি।

"আসীৎ পণ্ডিতমণ্ডলাগ্রগণিতো ভূমণ্ডলাখণ্ডলোজাতঃ, খণ্ডবলাকুলে গিরিসুতা ভক্তো মহেশঃ কৃতী।

শাকে রন্ধ্রতুরঙ্গমশ্রুতিমহী ১৪৭৮ সংলক্ষিতে হায়নে, বাগ্‌দেবী কৃপয়াশু যেন মিথিলাদেশঃ সমস্তোঽজিতঃ॥"

ইত্যাদীন্যনেকানি পদ্যানি তত্র বর্ত্তন্তে।

শ্রীমহেশঠক্কুরেণ মেঘঠক্কুরাপরনামধেয়েন ভগীরথঠক্কুরেণ চ মেঘঠক্কুরাপরনামধেয়েন চানেকে গ্রন্থা রচিতা বিস্তরস্তু তেষু অনুসন্ধেয়ঃ।

মহেশঠক্কুর ও মেঘঠক্কুর যে অভিন্ন, তাহার প্রমাণ;—

যঃ কৈশোরে বিশ্ববিখ্যাতকর্ম্মা ধর্ম্মাচার্য্যঃ শ্রীমহাদেবশর্ম্মা।
তৎসোদর্য্যো বর্দ্ধমানস্য শক্তৌ ভাবং মেঘঃ সম্যগাবিষ্করোতি॥

ইতি ভগীরথঠক্কুরকৃত-দ্রব্যপ্রকাশিকারম্ভে দর্শনাৎ তস্য মেঘাপরনামধেয়ত্বং শ্রীমহেশঠক্কুরস্য মহাদেবাপর-নামধেয়ত্বং চ স্ফুটমবগম্যতে, ইতি।

দ্বিতীয়—ঈশানদাস কৃত "অদ্বৈতপ্রকাশ" গ্রন্থাবলম্বনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১১শ বর্ষে "রঘুনাথ শিরোমণি" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন যে, (১)"শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম-গৃহেতে রঘুনাথকে পাইলেন। রঘুনাথ,অল্পবয়স্ক শ্রীচৈতন্যকে প্রথমতঃ তত গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু একটু পরেই তাঁহার এ ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল, এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ প্রতিভায় স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। একদিন সার্ব্বভৌম, রঘুনাথকে একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন। রঘুনাথ সে প্রশ্নের উত্তর কোন ক্রমেই স্থির করিতে পারিতে-ছিলেন না। তিনি নির্জ্জনে এক বৃক্ষ-মূলে বসিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিতে করিতে একে-বারে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়েন। বেলা অধিক হইল। শাখাস্থিত পক্ষী তাঁহার অঙ্গে বিষ্ঠা ত্যাগ করি-য়াছে, তিনি উত্তর-চিন্তায় বিভোর। এমন সময় শ্রীচৈতন্যদেব তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার গাত্রে ঝারিস্থিত জলের ছিটা দিলেন। রঘুনাথের সংজ্ঞা হইল, তিনি শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া হাঁসিলেন। নিমাই বলিলেন "তপস্বীর ন্যায় বসিয়া অত কি ভাবি-তেছ ?" রঘুনাথ উত্তর দিলেন। "সে কথায় তোমার কাজ কি, তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিবে ?"—পরে শ্রীচৈতন্যদেবের জেদে তিনি তাহা বলিলেন। শ্রীচৈতন্য, কিন্তু শ্রবণমাত্র তাহার উপযুক্ত উত্তর দিয়া বলিলেন "এইজন্য তোরার এত চিন্তা ?" রঘুনাথ বিস্মিতভাবে বলি-লন "নিমাই! তুমি কি দেবতা ?"(২)ইহার পরে আর একটী ঘটনায় রঘুনাথ,শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বুঝিতে পারেন। রঘুনাথ ন্যায়ের এক টীপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করেন, শ্রীচৈতন্যদেবও ঐ সময় ন্যায়ের এক টীকা লিখিতে ছিলেন; রঘুনাথ কোন ক্রমে জানিতে পরিয়া ঐ গ্রন্থখানা তাঁহাকে দেখাইতে নিমাইকে অনুরোধ করেন। নিমাই স্বীকৃত হইয়া একদিন জাহ্নবী সন্নিধানে রঘুনাথকে তাহা শুনাইতে ছিলেন। রঘুনাথ ভাবিয়াছিলেন—তাঁহার গ্রন্থ অদ্বিতীয় হইবে, কিন্তু নিমাইয়ের বিচার-পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত শ্রবণে তাঁহার সে ভরসা চলিয়া গেল, ধৈর্য্য বিদূরিত হইল, চক্ষে জল আসিল। এতদ্দৃষ্টে করুণহৃদয় নিমাই বড় ব্যথিত হইলেন, বলিলেন "ভাই তুমি কাঁদিতেছ কেন ?" রঘুনাথ বলিলেন "আমার আশা ছিল জগতে বিখ্যাত হইব, কিন্তু আমি দুই পৃষ্ঠ লিখিয়া যাহা ব্যক্ত করিতে পারি নাই, তুমি একছত্রে তাহা করিয়াছ। তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার লেখায় কেহ দৃক্‌পাত করিবে না।" নিমাই হাঁসিয়া বলিলেন "ইহার জন্য এত ভাবনা কেন ? এই অফল শাস্ত্রের আবার ভালমন্দ কি ?" ইহা বলিয়া তিনি স্বরচিত টীকাখানি জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপে জগৎ এক মহামূল্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। এই সময় হইতে নিমাই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যায়নও ত্যাগ করিলেন। রঘুনাথের সেই গ্রন্থই দীধিতি। যথা,—"সেই ক্ষণে দয়ানিধি দয়া উপজিল। নিজকৃত টীকা গঙ্গামাঝে ডারি দিল।" ঈশানদাস কৃত অদ্বৈত প্রকাশ। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের ও উক্ত পত্রিকায় ঐ নামে অপর একটী প্রবন্ধে এবং বিশ্বকোষেও এই বাক্যটী স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে আমাদের মনে হয় এই ঘটনাটী অপর কোন পণ্ডিতের সহিত ঘটিতে পারে, অথবা ইহা কোন পরবর্ত্তী ভক্ত বৈষ্ণবের ভক্তির আতিশয্যের ফল; কারণ,—

প্রথম—রঘুনাথ নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে অদ্বৈতবাদানুরাগী পণ্ডিত বলিতে হয়। ইহার প্রমাণ—তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ, এবং খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের টীকা প্রভৃতি।

দ্বিতীয়—চৈতন্যদেব,"অদ্বৈতাচার্য্য" যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতেছেন শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে প্রেম-প্রহার করিয়াছিলেন শুনা যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি অদ্বৈত মতের বিরোধী ছিলেন, তাহা সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য একবাক্যেই বলিয়া থাকে। অতএব রঘুনাথের সহিত চৈতন্যদেবের উক্ত প্রকার সদ্ভাব থাকা সম্ভব নহে। যদি বলা হয়, বাল্যে এরূপ সদ্ভাব ছিল, পরে মতভেদ বশতঃ পরস্পরের মধ্যে অননুরাগ হইয়াছিল, আর এই রূপই বহুস্থলে দেখা যায়। তাহা হইলে বলা যায় যে, যখন রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রের কথায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দিনরাত্র চিন্তা করিতে পারেন তখন, এবং যখন চৈতন্যদেব তাঁহার উত্তর দিতে সমর্থন হইয়াছেন, তখন যে তাঁহারা বালক ছিলেন না, এবং তখন যে তাঁহাদের একটা মতামত প্রায় স্থির হইয়া যাইবাব সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। সুতরাং, রঘুনাথের সহিত চৈতন্যদেবের উক্ত বৃত্তান্তটী তত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ—যে অদ্বৈত প্রকাশ-গ্রন্থে এই ঘটনাটী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে রঘুনাথের নাম নাই। এ কথা সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের প্রবন্ধের পাদদেশে স্পষ্ট-ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব বলিতে হয় যে, এই ঘটনাটী চৈতন্যদেবের সহিত অপর কোন পণ্ডিতের ঘটিয়াছিল, অথবা ইহা ভক্তবিশেষের ভক্তির আতিশয্যের ফল-বিশেষ।

চতুর্থতঃ—যে বৈদিক-সম্বাদিনী নামক কুলগ্রন্থে রঘুনাথের এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ আছে, তাহা হইতে রঘুনাথের যে সময় নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা চৈতন্যদেবের জীবিত-কালে সম্ভব হয় না। তত্ত্বনিধি মহাশয়, কিন্তু, মনে করেন যে তাহা সম্ভব। কারণ, তাঁহার মতে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের জন্ম, ১৪৭৭তে শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের টোলে অধ্যয়ন, ১৪৮৪।৫ তে নবদ্বীপে বাসুদেবের নিকট অধ্যয়ন, ১৪৯৯ তে মিথিলায় গমন, ১৫০২ তে মাতৃবিয়োগ ১৫০৩ এ নবদ্বীপে টোল-স্থাপন এবং ১৫৪১ তে পরলোক-গমন হয়; এবং চৈতন্যদেবের জন্ম-কাল ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ এবং দেহান্তকাল ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং, উহা সম্ভব। আমরা কিন্তু উক্ত গ্রন্থের উক্ত বিষয় হইতেই মনে করি—ইহা সম্ভব নহে। কারণ, উক্ত গ্রন্থ মতে রঘুনাথের ২৮শ-তন পূর্ব্বপুরুষ শ্রীধরাচার্য্য ৫১+ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে শ্রীহট্টের রাজা আদিধর্ম্মপা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য মিথিলা হইতে নিমন্ত্রিত হন। আমরা যদি ৬৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীধরাচার্য্যের বয়স ৫০ বৎসর ধরি, তাহা হইলে তাঁহার জন্মকাল হয় ৫৯১ খৃষ্টাব্দ হয়। এখন যদি এক-পুরুষ-ব্যবধান-কাল গড়ে ২৫ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে রঘুনাথ ও শ্রীধরাচার্য্যের ব্যবধান ২৮×২৫=৭০০ বৎসর হয়, এবং ইহাতে যদি শ্রীধরাচার্য্যের জন্মকাল ৫৯১ খৃষ্টাব্দ যোগ

+ ইহার প্রমাণ—একটী দানপত্র যথা—"ত্রিপুরাপর্ব্বতাধীশা শ্রী শ্রীযুক্ত-দিধর্ম্মপা। সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্বিষু॥ ××× ত্রিপুরা চন্দ্রবাণাব্দে প্রদত্তা দত্তপত্রিকা॥ ইত্যাদি; সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩১১ সাল।

করা যায়, তাহা হইলে ২৯শ পুরুষ রঘুনাথের জন্মকাল হয় ১২৯১ খৃষ্টাব্দ। এখন যদি তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতেই বলা যায়, রঘুনাথ ২৭ বৎসর বয়সে পক্ষধরের নিকট গমন করেন, তাহা হইলে ইহা হয় ১৩১৮ খৃষ্টাব্দ। ওদিকে পক্ষধরের জন্মকাল আমরা ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছি; সুতরাং, পক্ষধর ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়স্ক হন। এবং, রঘুনাথ, বৃদ্ধ পক্ষধরেরও শিষ্য এই প্রবল-ভাবে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে আমাদের নির্দ্ধারিত পক্ষধরের সময়টীও অসঙ্গত হয় না। পক্ষান্তরে রঘুনাথ, চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী এই দুর্ব্বল প্রবাদটীই অসঙ্গত হয়। আর তাহার ফলে রঘুনাথের গুরু বাসুদেব ও চৈতন্যদেবের গুরু বাসুদেব উভয়ে অভিন্ন হইলেন না। *

পঞ্চমতঃ—তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে রঘুনাথ নবদ্বীপেই পাঠকালে দীধীতি রচনা করেন। কিন্তু, পক্ষধরের নিকট অধ্যয়নের পূর্ব্বে উহার রচনা সম্ভবপর নহে। কারণ, পক্ষধরের নিকট রঘুনাথের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় বলিতে হইবে—ইহাই প্রবল প্রবাদ।

ষষ্ঠতঃ—রঘুনাথ, চৈতন্যদেব অপেক্ষা ১৩ বৎসরের বড়। ওদিকে রঘুনাথ ২৭ বৎসর বয়সে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের ১৪ বৎসর বয়সে মিথিলায় যান। এ ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনাদ্বয় যে অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য।

সপ্তম—বাসুদেব অপেক্ষা রঘুনাথের যশঃ অধিক হইয়াছিল, অথচ বৈষ্ণব-সাহিত্যে বাসুদেবকেই তৎকালের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়া থাকে। অতএব, এ বাসুদেব অন্য বাসুদেব হইবেন বলিয়াই বোধ হয়।

যাহা হউক, চৈতন্যদেবের গুরু যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং সেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম পক্ষধরের শিষ্য—এই প্রবাদ-দ্বয়ের বলাবল বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, রঘুনাথের গুরু বাসুদেব ও চৈতন্যদেবের গুরু বাসুদেব—ইহারা অভিন্ন নহেন। আর তাহার ফলে পক্ষধরের সময়কে আধুনিক বলিয়া স্থির করিবার আবশ্যকতা নাই।

"নবদ্বীপ মহিমা" বলেন বাসুদেবের পুত্র—দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ এবং তাঁহার সময় ১৫৮৯ অথবা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ। ইহার প্রমাণ—তৎকৃত ধাতু-দীপিকায় শেষোক্ত বচন; যথা—শাকে সোম-রসেষু-ভূমি-গণিতে শ্রীসার্ব্বভৌমাত্মজো দুর্গাদাস ইমাঞ্চকার বিষদাং টীকাং স্ববোধাবধি" এবং "ইতি বাসুদেব-সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীদুর্গাদাস-শর্ম্মঃ-বিরচিত ধাতু-দীপিকা নাম কবি-কল্পদ্রুম-টীকা সমাপ্তা। কিন্তু ইহাও আবার সকল গ্রন্থে নাই। আর ইহা অন্য বাসুদেবে প্রযুক্তও হইতে বাধা কি?

---

* উক্ত ২৯ পুরুষের তালিকা এই—১শ্রীধরাচার্য্য—শ্রীপতি—শূলপাণি—বেদগর্ভ—শ্রীদত্তোপাধ্যায়—হলধর—গোবিন্দ—শ্রীনন্দ—গিরিধর—কন্দর্প—রামানুজ—শ্রীনিবাস—শশধর—দিবাকর—(ক) বলভদ্র, (খ) শ্রীগর্ভ—ভূধরোপাধ্যায়—(ক) বিভাপতি—(খ) বিভাকর—নীলকণ্ঠ—ভাস্করাচার্য্য—বৃহস্পতি—বিভাবতী—(খ) রামশঙ্কর (ক) শ্রুতাচার্য্য—ঈশান—(খ) রত্নগর্ভ (ক) বিদ্যুম্মালী—হরিহরাচার্য্য— (খ) রঘুনাথ, (ক) রামকান্ত—রামচন্দ্র—গোবিন্দ—২৯ (ক) রঘুপতি (খ) রঘুনাথ। ৫।৬ পৃষ্ঠা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১১ সাল, ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য। (পিতা-পুত্র-ক্রমে ইহা বিন্যস্ত, এবং (ক) জ্যেষ্ঠ ও (খ) কনিষ্ঠসূচক বুঝিতে হইবে।)

দ্বিতীয়। এইবার শ্রদ্ধেয় দ্বিবেদী মহাশয়ের আপত্তিটী বিবেচ্য।

১। দ্বিবেদী মহাশয়, প্রথমতঃ, রঘুনাথকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়া পক্ষধরকে অস্মন্নির্দ্দিষ্ট ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্থাপন না করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু, এই সমসাময়িকতা-সাধক প্রবাদের মূল্য যে কত, উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। অতএব, পক্ষধরকে এই জন্য আধুনিক করিবার আবশ্যকতা, বোধ হয়, নাই।

২। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিবেদী মহাশয়, মহেশ ঠাকুরের শিলালেখোক্ত ১৪৭৮ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ) দেখিয়া যদি তাঁহার ভ্রাতা ভগীরথের গুরু পক্ষধরকে আধুনিক করেন, তাহা হইলেও আমরা তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে পারি না। কারণ, এ পর্য্যন্ত ভগীরথের কোন গ্রন্থেই 'পক্ষধর যে তাঁহার গুরু' এ কথা পাওয়া যায় নাই। দ্বিবেদী মহাশয় যদি ভগীরথের গ্রন্থোক্ত "বিংশাব্দে জয়দেবপণ্ডিতকবেস্তর্কাব্ধিপরংগতঃ" বাক্যের বলে পক্ষধরকে ভগীরথের গুরু বলেন, তাহা হইলে তাহা সংশয় শূন্য হয় না; কারণ, ভগীরথ ২০ বৎসর বয়সে জয়দেবের গ্রন্থোক্ত তর্কসমুদ্র পার হইয়াছেন বলিলে উক্ত বাক্যের সহজার্থই অনুসরণ করা হয় বলিয়া মনে হয়। "তর্কাব্ধি" বলিতে মৌখিক "তর্কসমুদ্র" বলিবার কোন বিশেষ হেতু নাই। সুতরাং, মহেশ ঠাকুরের শিলালেখোক্ত শকাব্দ বলে পক্ষধর আধুনিক হইতে পারেন না।

এখন আমরা যদি পক্ষধরকে অস্মন্নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্থাপন করিয়া মহেশ ঠাকুরকে আধুনিক করি, তাহা হইলেও তাহার পথ আছে। কারণ, ভগীরথ ও মহেশ প্রভৃতি বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ নহেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মহেশ ঠাকুর পৃথক্ এক জন ব্যক্তি হইতে পারেন, আর তাহা হইলে বিশেষ কোন অসম্ভব-দোষও লক্ষিত হয় না। ইহার কারণ হণ্টার সাহেবের সট্যাটিস্‌টিকেল একাউণ্টে এবং বিশ্বকোষে দ্বারভাঙ্গা শব্দে যে দ্বারভাঙ্গা রাজবংশের বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছেন, তাহাতে মহেশ ঠাকুরের ভ্রাতা বা পূর্ব্বপুরুষের কোন নাম গন্ধ নাই, অথচ মহেশ ও ভগীরথ নিজ নিজ গ্রন্থে তারস্বরে পিতা চন্দ্রপতি, মাতা ধীরা ও ভ্রাতাগণের নাম করিতেছেন। ওদিকে, ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালো গ্রামে দেখা যাইতেছে, ভগীরথ ও মহেশ উভয় ভ্রাতা এবং রামচন্দ্রের পুত্র এবং পক্ষধরের পৌত্র। সুতরাং, এক্ষেত্রে ভগীরথ-ভ্রাতা মহেশ ঠাকুর ও রাজা মহেশঠাকুরকে পৃথক কল্পন করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। আর শিলালেখোক্ত ১৪৭৮ শকাব্দকে ১২৭৮ করিতেও পারা যায়। (৩২পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

আর যদি বলা যায়—মহেশ নিজ গ্রন্থশেষে নিজেকে "রাজসম্মানপাত্র" বলিয়াছেন এবং সেই গ্রন্থশেষেই তাঁহার "ঠাকুর" উপাধি দেখা যায়, আর দ্বারভাঙ্গার রাজবংশের মহেশ মিথিলাদেশাধিপত্য লাভ করিয়ছেন; সুতরাং, মহেশ ঠাকুরকে দুইজন বলিয়া পৃথক্ করা অনাবশ্যক? তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, যে সব গ্রন্থের শেষে "ইতি মহেশ ঠাকুর" প্রভৃতি পদ দেখা যায়, তাহারা মহেশ ঠাকুরের সময়ের পরে লিখিত হইয়াছে; দেখা যাইতেছে—লেখকগণ রাজাদিগের তুষ্টির জন্য ইচ্ছাবশতঃ অথবা ভ্রমবশতঃ ওরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, "ঠাকুর" পদটীর তত মূল নাই; কারণ, ইহা পুরোহিত ও গুরুত্বেই

অধিক ব্যবহৃত হয়। সুতরাং "ঠাকুর" পদ দেখিয়া দুই মহেশকে অভিন্ন বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয়তঃ, দ্বারভাঙ্গার রাজবংশে 'ঠাকুর' উপাধি চারি পাঁচ পুরুষ পরে 'সিংহ' উপাধিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং "ঠাকুর" পদের মূল্য বিশেষ নাই। চতুর্থতঃ, যেমন দুইজন বাচস্পতি দেখা যায়, তদ্রূপ দুইজন রাজ-সম্মান-প্রাপ্ত মহেশ হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতরাং, যখন পুঁথির নকল কাল প্রভৃতি বিরোধী হইতেছে, তখন দুইজন মহেশ কল্পনা কর। অসঙ্গত নহে। আর পুঁথির নকলে জাল করিয়া কাহারও কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এই সব কারণে পক্ষধর আধুনিক হইতে পারেন না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যদি আমরা অন্য কোন পথেই না গমন করি—তাহা হইলে এক সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের বচনটীই আমাদেরই সে পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। কারণ,যে সায়ন মাধব ১৩৩১খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সুদূর দক্ষিণভারতের বিজয়নগর রাজ্যে বসিয়া জাহ্নবীর উত্তর তীরস্থ মিথিলাবাসী ও বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত বর্দ্ধমানের বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন, যে মিথিলাদেশে তৎকালীন নিয়ম ছিল যে, কেহ গ্রন্থ লইয়া যাইতে পারিবে না, কেবল মাত্র অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবে, এবং যে বর্দ্ধমানের বাক্য উদ্ধৃত করা হইতেছে, সেই বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধির জন্য যদি তাঁহার টীকা প্রভৃতির রচনা-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যক হয়, এবং যাঁহার টীকা খুব সম্ভব সর্ব্বপ্রথমে পক্ষধরই করিয়াছিলেন, সেই সায়ন, মাধব যে, বর্দ্ধমানের শতাধিকবর্ষ পরে বর্দ্ধমানের বাক্য উদ্ধৃত করিবেন, সেই সায়ন, মাধব যে, পক্ষধরের অন্ততঃ পক্ষে ৫০ বৎসর বয়সে বর্দ্ধমানকে প্রমাণরূপে গণ্য করিবেন, এবং রঘুনাথ মিথিলার গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিবার কিছু পরই বর্দ্ধমানের গ্রন্থ লাভ করিবেন, তাহাতে আর অধিক সন্দেহ হয় না। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলেই গঙ্গেশের সময় অস্মন্নির্দ্দিষ্ট সময়ের সন্নিকটবর্ত্তীই হয়, যথা—

১৩৩০ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের রচনা কাল। —১০০ বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধি কাল। ――― ১২৩০ বর্দ্ধমানের গ্রন্থকার জীবন কাল। —৩২ বর্দ্ধমানের গ্রন্থ রচনা কাল। ――― ১১৯৮ বর্দ্ধমানের জন্ম কাল। —২০ পিতাপুত্রের ব্যবধান কাল। ――― ১১৭৮ গঙ্গেশের জন্ম কাল।	১৩৩০ সর্ব্বদর্শন রচনা কাল। —৫০ পক্ষধরের প্রসিদ্ধি কাল। ――― ১২৮০ পক্ষধরের গ্রন্থকার জীবন। —২২ পক্ষধরের গ্রন্থ রচনা কাল। ――― ১২৫৮ পক্ষধরের জন্ম কাল। —২০ পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যবধান কাল। ――― ১২৩৮ হরিমিশ্রের জন্ম কাল। — ২০ গুরুশিষ্যের ব্যবধান কাল। ――― ১২১৮ যজ্ঞপতির জন্ম কাল। —২০ পিতাপুত্রের ব্যবধা কাল। ――― ১১৯৮ বর্দ্ধমানের জন্ম কাল। —২০ পিতাপুত্রের ব্যবধান কাল। ――― ১১৭৮ গঙ্গেশের জন্ম কাল।	১৩৩০ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ রচনা কাল। —৯ মাধবের গ্রন্থ প্রাপ্তিকাল। ――― ১৩২১ রঘুনাথ দ্বারা মিথিলায় গ্রন্থাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটন কাল। —৩০ রঘুনাথের পক্ষধরের নিকট পাঠ শেষ কাল। ――― ১২৯১ রঘুনাথের জন্ম কাল। —১১৩ অস্মন্নির্দ্দিষ্ট রঘুনাথ ও গঙ্গেশের ব্যবধান কাল। ――― ১১৭৮ গঙ্গেশের জন্ম কাল।

সুতরাং, অন্য কোন পথে না যাইয়া যদি কেবল বর্দ্ধমানের সহিত সায়ন, মাধবের সম্বন্ধ ও মাধবের সময়টী ধরি, তাহা হইলেই আমাদের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, এস্থলে আমরা যে সব আনুমানিক কালগুলি ধরিয়াছি,তাহাতে অসম্ভাবনা-দোষও বিশেষ নাই, এবং এস্থলে একটা সম্ভাবনা প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য। যাহা হউক এ পথটী যে অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অতএব আমরা উপরি উক্ত দুইটী অপত্তির জন্য দুইজন বাসুদেব এবং দুইজন মহেশ কল্পনা করিয়া আপাততঃ এ বিষয়ে বিরত হইলাম। তথাপি ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য নিম্নে আমরা কয়েকটী পথের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত আপত্তি-মীমাংসার অন্যরূপ সম্ভাবনা।

প্রথম,—পক্ষধর দুইজন হইলে	এ অসামঞ্জস্যের সমাধান হয়।
দ্বিতীয়—দর্পণকার দুইজন হইলে	” ”
তৃতীয়—শঙ্কর মিশ্রও দুইজন হইলেও	” ”
চতুর্থ—"রন্ধ্রতুরঙ্গমশ্রুতিমহী"পদের শ্রুতিপদে দুই ধরিলে	” ”
পঞ্চম—গ্রন্থ-শেষের কোন কোন লিখন-কালকে ভ্রম বলিলেও	” ”

বাস্তবিক, এরূপ কল্পনা একেবারে ভিত্তিহীনও নহে। কারণ, প্রথম-স্থলে দেখা যায়, মিথিলাদেশে একটী প্রবাদ আছে যে, পক্ষধর, শঙ্কর ও দ্বিতীয় বাচস্পতিমিশ্রের শিষ্য। তাঁহার পিতা কাশীতে বৈদান্তিক হংসভট্টের নিকট পরাজিত হইয়া অভিমানে প্রাণ ত্যাগ করেন। পুত্র পক্ষধর ২০ বৎসর বয়সে সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য যখন বাদার্থী হন, তখন বেদান্তী হংসভট্ট বলেন "যদি তোমার পরাজয়ে সমগ্র মিথিলাদেশের পরাজয় স্থির হয়, তবে বিচার হইতে পারে"। এজন্য পক্ষধর তৎকালে কাশীবাসী শঙ্কর মিশ্র ও দ্বিতীয় বাচস্পতি মিশ্রের যে সম্মতিপত্র সংগ্রহ করেন, তাহা এই ;—

শঙ্কর-বাচস্পত্যোঃ সদৃশৌ শঙ্কর-বাচস্পতী।
পক্ষধর-প্রতিপক্ষঃ লক্ষীভূতো ন চ ক্বাপি ॥

পক্ষধর বিচারার্থ সমাসীন। হংসভট্ট আসিতেছেন। সঙ্গে বহু শিষ্য। শিষ্য সকল মিলিত কণ্ঠে বলিতে বলিতে আসিতেছেন ;—

পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং রে রে বর্ব্বর-তার্কিকাঃ।
হংসভট্টঃ সমায়াতি বেদান্ত-বন-কেশরী ॥

ইহা শুনিয়া পক্ষধর বলিয়া উঠিলেন ,—

ভিনত্তু নিত্যং করিরাজ-কুম্ভম্, বিভর্ত্তু বেগং পবনাতিরেকম্।
করোতু বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে, তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥

ইহার পর বিচার আরম্ভ হইল। সপ্তাহ বিচারের পর হংসভট্ট পরাজিত হইলেন। এই সময়ে হংসভট্ট, পক্ষধরের শীর্ষোপরি দেখিলেন যেন এক-দেবী নৃত্য করিতেছেন। হংসভট্ট

ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া "ইয়ং কা" "ইয়ং কা" এরূপ বাক্য কয়েকবার উচ্চারণ করেন। পক্ষধর ইহা শুনিয়া "ইদানীং হংসঃ কাকায়তে" বলিয়া হংসভট্টকে উপহাস করেন।

এই প্রবাদটী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থ মহাশয় দ্বারভাঙ্গার রাজকীয় পুস্তকাগারের এক পুস্তকে পড়িয়া ছিলেন—ইহা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। ফলতঃ, এই প্রবাদ এবং আরও একটী প্রবাদ হইতে শঙ্কর মিশ্রের সমসাময়িক এক পক্ষধরকে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গবাসীর বৈশেষিক-দর্শন-ভূমিকায় লিখিয়াছেন "শঙ্কর মিশ্র চিন্তামণি-প্রণেতা গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী এবং পক্ষধর মিশ্রাদির পূর্ব্ববর্ত্তী; চিন্তামণিতে শঙ্কর যে দোষ দিয়াছেন, তাহা পক্ষধর মিশ্রের টীকার বা তচ্ছাত্র রুচিদত্তের প্রকাশ নাম্নী টীকার কোথাও উদ্ধৃত হইয়াছে, রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র, গৌরাঙ্গদেবের সমকালিক।" ২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তর্করত্ন মহাশয়ের কথাগুলি কি উক্ত প্রবাদের প্রভাব, তাহা বলা যায় না। ফলতঃ ইঁহারই রচিত "আলোক" গ্রন্থ কি না এবং ইনিই রঘুনাথের গুরু কি না, এ বিষয়টী অনুসন্ধেয়। প্রবাদের মধ্যে কখন কখন সত্য থাকে।

দ্বিতীয়; শঙ্কর মিশ্র যে. পক্ষধরের পরবর্ত্তী-মহেশ-ও-ভগীরথের পর—ইহার প্রমাণ শঙ্কর মিশ্রের পূর্ব্বোক্ত "প্রকাশদর্পনোদ্যৎকুস্তির্ব্যাখ্যা কুতোর্জ্জলা" বাক্যটী। এখন এই "প্রকাশ" গ্রন্থ যদি বর্দ্ধমানের "প্রকাশ" গ্রন্থ ধরা যায়, 'রুচিদত্তের' প্রকাশ গ্রন্থ না ধরা যায়; এবং পক্ষধর যে এক দর্পণের কথা বলিয়াছেন, উক্ত দর্পণকে সেই দর্পণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে মহেশ ও ভগীরথ,শঙ্কর মিশ্রের পরে হইতে কোন বাধা থাকে না। বলা বাহুল্য,শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিবেদী মহাশয় পত্র দ্বারা আমাকে জানাইয়াছেন যে, ভগীরথ ঠাকুর নিজ গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র কৃত আত্মতত্ত্ববিবেক-টীকার অনেকস্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে উভয়কে সমসাময়িক ধরিলেও চলিতে পারে। কিন্তু, তাহা হইলে মহেশ ঠাকুর, দ্বিবেদী মহাশয়ের মতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত এবং হণ্টার সাহেবের মতে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে কি করিয়া পরলোক-গমন করেন, তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়া উঠে। কারণ, প্রগল্ভ মিশ্র নিজ খণ্ডনোদ্ধার গ্রন্থে শঙ্করমিশ্রের নাম করিয়াছেন এবং সেই গ্রন্থ ১৫৫৯ সংবতে অর্থাৎ ১৫০২ খৃষ্টাব্দে লিখিত। এই গ্রন্থ দ্বিবেদী মহাশয়ের নিকট বর্ত্তমান। বলা বাহুল্য, ইহাতে পক্ষধরের সময়, অথবা অস্মন্নির্দ্দিষ্ট মহেশ প্রভৃতির সময়ে বিশেষ কোন বাধাও হয় না।

তৃতীয়,—শঙ্কর মিশ্র, শঙ্কর বাচস্পতি প্রভৃতি একাধিক শঙ্কর নামের পণ্ডিত ছিলেন, ইহাও সর্ব্বজন-সুবিদিত। সুতরাং, এক শঙ্করকে পক্ষধরের সময়ে স্থাপন এবং অপরকে মহেশের পরে স্থাপন করিলেও বিবাদ মীমাংসা হইতে পারে।

চতুর্থ—"রন্ধ্রতুরঙ্গমশ্রুতিমহী" পদ মধ্যে "শ্রুতি"পদে দুই ধরিলে ১২৭৮+৭৮=১৩৫৬ খৃঃ মহেশের সময় হয়। বলা বাহুল্য এ সময় বালক মহেশ বৃদ্ধ পক্ষধরের শিষ্য হইতে পারেন।

পঞ্চম—ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ পথটীতে পদার্পণ না করিতে হইলেই ভাল হয়। কারণ, তাহা হইলে সময়-বিচার ব্যাপারটী প্রহসনেই পরিণত হইতে আর

কোন বাধা থাকে না। আর বস্তুতঃ, ইহাতে অবিশ্বাসেরও কোন হেতু নাই। যাহা হউক, এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, এই পাঁচটী বিষয় আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল, এবং আমাদের বোধ হয়, ইহাদের ভিতর কিঞ্চিৎ সত্যও থাকিতে পারে, আর এই জন্যই ইহা লিপিবদ্ধ করা গেল। এখন ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের মুখাপেক্ষী হইয়া আপাততঃ আমরা আমাদের পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সময়টীকে গ্রহণ করিলাম; অর্থাৎ ধরা গেল, গঙ্গেশের সময় ১১৭৮ হইতে ১২৩৮ খৃষ্টাব্দ।

গঙ্গেশ-চরিত্রের উপসংহার।

এইবার দেখা যাউক, এই সময় গঙ্গেশের জন্ম হওয়ায় গঙ্গেশ-চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত। আমরা দেখিতে পাই এই সময় ভারতীয় জ্ঞান ও ধর্ম্মরাজ্যের ঐশ্বর্য্য নিতান্ত অল্প ছিল না। এ সময় বৈদান্তিকগণ বিশেষ প্রবল। অদ্বৈত-বৈদান্তিক শ্রীহর্ষ, চিৎসুখ, শঙ্করানন্দ প্রভৃতি, বিশিষ্টা-দ্বৈত-বৈদান্তিক রামানুজ-প্রশিষ্যবর্গ, দ্বৈতাদ্বৈত-বৈদান্তিক নিম্বার্ক-শিষ্যগণ ও দ্বৈত-বৈদান্তিক মধ্বশিষ্যগণ প্রবল পরাক্রমে নিজ নিজ মত প্রচারে বদ্ধপরিকর। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক-দার্শনিকগণ এ সময় হীনপ্রভ হইলেও আত্মরক্ষার্থ ব্যগ্র। ফলতঃ, সকল দিকেই জ্ঞানচর্চ্চা যেন প্রবল বেগে চলিয়াছে। ভারত বিদ্যাবুদ্ধিতে এ সময় এতই সমুজ্জ্বল যে, এই সময়ের গ্রন্থাদি, অদ্য সহস্র বৎসর হইতে চলিল ভারতকে এজন্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু, তাহা হইলেও এ সময় ভারতের রাজকীয় এবং সামাজিক অবস্থা এই উভয়ই বড় মন্দ। ম্লেচ্ছগণ পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর, হস্তিনাপুর ও কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছে। কাশী—হৃতসর্ব্বস্ব। উড়িষ্যা, বঙ্গ ও মগধের রাজন্য-প্রদীপ ম্লেচ্ছ-ঝটিকাঘাতে নির্ব্বাণোন্মুখ। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ-ত্বের অতি বার্দ্ধক্যদশা। সামাজিক আচার-ব্যবহার শিথিলাবয়ব হইয়া পড়িয়াছে। লোকে নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত। কেবল নিয়মের বন্ধনে যতদূর সাধ্য সমাজ রক্ষা করিবার চেষ্টা করি-তেছে। মিথিলা নিজরাজশূন্য, কেবল মুসলমান আক্রমণের পথ-বহির্ভূত বলিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের পলায়নস্থল। কর্ণাটদেশীয় "নান্যদেব" এখানে নূতন রাজ্য স্থাপন করিবা মাত্র গৌড়রাজ বিজয়সেনের নিকট পরাজিত হইলেন। রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইতে না হইতেই মুসলমান আক্রমন-ভীতির সঞ্চার হইল। মধ্যে মধ্যে লক্ষণাবতীর মুসলমান রাজা—মালিক সুলতান গয়াসুদ্দিন ইয়াজ তিরহুতের কর আদায় করে। ক্রমেই যেন দিন দিন মিথিলার অবস্থা অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে। ঠিক এই সময় মহামতি গঙ্গেশ যাবৎ-জগজ্জনের বুদ্ধি-সমুদ্রের নিতান্ত নিভৃত অন্তস্থলে উপনীত হইয়া ন্যায়-অন্যায় বিচারে নিমগ্ন, সকলের বুদ্ধিকে ন্যায়-সঙ্গত পথে পরিচালিত করিবার জন্য ব্যস্ত।

বস্তুতঃ, দেশের ও সমাজের এই অবস্থায় গঙ্গেশের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি যদি কেবল ন্যায়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচারে নিমগ্ন হন,—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, দ্রোণ, চাণক্য, মাধব ও রামদাস স্বামীর রাজ-রাজন্যোন্নতি-চিন্তার ন্যায় দেশের রাজকীয় শ্রীবৃদ্ধির চিন্তায় পরাঙ্মুখ

হন, তাহা হইলে মনে হয়—গঙ্গেশের মনে রজোগুণের লেশ মাত্রও ছিল না, অথবা তিনি উহাকে ত্যাগ করিতে সতত সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বুদ্ধি শাস্ত্রচিন্তা ও স্বধর্ম্মপালনেই ব্যস্ত থাকিত, অপরের চিন্তা অনাবশ্যক বিবেচনা করিত, অর্থাৎ তিনি সম্ভবতঃ ভাবিতেন স্বধর্ম্ম-পালনই সর্ব্বতোভাবে সকলেরই মঙ্গলের নিধান এবং পরকে উপদেশ-দান অপেক্ষা স্বয়ং আচরণ করিয়া লোকের আদর্শ-স্থানীয় হওয়াই ভাল। অথবা তিনি ঘোর অদৃষ্ট-বাদী এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায়-শাস্ত্রানুরাগ দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভাবিতেন লোকের শুভাশুভ, লোকের বুদ্ধির উপরই নির্ভর করে; সুতরাং, তিনি লোকের বুদ্ধি, নির্ম্মল করাই অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেন। আর দেশের ওরূপ অবস্থাসত্ত্বেও এই জাতিয় চিন্তা যদি গঙ্গেশের হইয়া থাকে, তাহা হইলে, বলিতে হইবে—গঙ্গেশের চরিত্র-রূপ নির্ম্মল শারদীয় পূর্ণশশীতে শশাঙ্ক লেখার ন্যায় একটী দোষ এই ছিল যে, তিনি বোধ হয়, শরীরের এক অঙ্গে ব্যাধি হইলে অপর অঙ্গের কোন হানি হয় না বলিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু, জ্যোৎস্না-কিরণে শশাঙ্কের শশাঙ্ক-লেখা যেমন লোকদৃষ্টীর প্রায় বহির্ভূত হইয়াই থাকে, তদ্রূপ গঙ্গেশের ধর্ম্মনিষ্ঠ-বুদ্ধি-প্রভাবে সে দোষ লোক-দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছে। অথবা সে দোষ দোষই নহে, ইহাকে দোষ বলা আমাদেরই ভুল।

যাহা হউক, ইহা হইল আমাদের মূল গ্রন্থকার মহামতি গঙ্গেশের কল্পিত জীবন-চরিত। তাঁহার প্রকৃত জীবন-চরিত কি, তাহা আজ কালের অনন্তগর্ভে লুক্কাইত।

অতঃপর, এইবার আমরা দেখিব, আমাদের প্রধান গ্রন্থকার মহামতি মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন-বৃত্ত কিরূপ। কারণ, ইহারই "রহস্য" নামক টীকার কিয়দংশ-বিশেষের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমাদের গ্রন্থের এরূপ কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু, তাহা হইলেও যখন আমরা গ্রন্থ-শেষে পরিশিষ্টাকারে মহামতি রঘুনাথের "দীধিতি" টীকারও কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছি, এবং যেহেতু আমাদের মথুরানাথও এই রঘুনাথের শিষ্যস্থানীয়, এবং যেহেতু এই রঘুনাথই বাঙ্গালীর অতুল গৌরবের সামগ্রী, সেই হেতু অগ্রে আমরা মহামতি রঘুনাথের জীবন-চরিত সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি।

মহামতি রঘুনাথ শিরোমণির জীবনবৃত্তান্ত, মহামতি গঙ্গেশের জীবন-বৃত্তান্তের ন্যায়, আজ অতীতের তিমিরান্ধকারে আবৃত। যাঁহার আবির্ভাবে সমগ্র ভারতের এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, যিনি বাঙ্গালীর অনুত্তম-সুন্দর-গৌরবমুকুটমণি, সেই শিরোমণির জীবনকথা আজ ভারতবাসী ও বাঙ্গালী—সকলেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। আজ লোকমুখের প্রবাদ ভিন্ন রঘুনাথের জীবনবৃত্ত জানিবার উপায় নাই। কেবল তাহাই, নহে, সেই প্রবাদেরও ঐক্য নাই। কেহ বলেন—তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ বলেন—তিনি শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ বলেন—তিনি

মরণান্ত অনূঢ় ছিলেন, কেহ বলেন—তাঁহার পুত্রের নাম রামভদ্র তর্কালঙ্কার ছিল। এইরূপ রঘুনাথের প্রকৃত জীবন-চরিত সংক্রান্ত নানা মতভেদ বিদ্যমান—এইরূপে তাঁহার প্রকৃত জীবনবৃত্ত যে কি, তাহা আর আজ জানিবার উপায় নাই।

যাহা হউক, রঘুনাথ সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদই বিশেষ প্রবল। একটী নবদ্বীপের প্রবাদ, অপরটী পূর্ব্ববঙ্গের প্রবাদ। প্রথম প্রবাদ মতে রঘুনাথ নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু তন্মধ্যেই আবার কেহ বলেন তিনি আজন্ম একচক্ষু; কেহ বলেন, তিনি বাল্যে পীড়াবশতঃ একটী চক্ষু হারাণ। যাহা হউক, রঘুনাথ তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতার সাংসারিক অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। সুতরাং, রঘুনাথ-জননীর ভিক্ষাই একমাত্র সম্বল হইল। কিন্তু, তথাপি তাঁহার পুত্রকে সুশিক্ষা দিবার অভিলাস ছিল এবং অবস্থা মন্দ বলিয়া সে আশা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

অসহায়ের সহায় ভগবান্, সদিচ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবান্ সদাই সদয়। নিকটে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে সমগ্র নব্যন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া বঙ্গবাসীকে নবন্যায় শিক্ষা দিতেছেন। টোলে আর ছাত্র ধরে না। যাহারা মিথিলা যাইতে অসমর্থ, সকলেই বাসু-দেবের টোলে আসিতেছে। রঘুনাথ-জননী কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া টোলের এক বিদ্যার্থীর পাকাদি-কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কোন রকমে নিজ গ্রাসাচ্ছাদন-নির্ব্বাহ ও পুত্রপালন করিতে লাগিলেন। কেহ বলেন, তিনি বাসুদেবেরই পরিচারিকার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন রঘুনাথ, মাতার নিদেশানুসারে বাসুদেবের টোলের এক বিদ্যার্থীর নিকট হইতে অগ্নি আনিতে গিয়াছেন। বাসুদেব স্বয়ং নিকটে দণ্ডায়মান্। বিদ্যার্থী গুরুদেবের সঙ্গে কথোপকথনে এবং রন্ধন-কার্য্যে ব্যস্ত। বালক পুনঃ পুনঃ অগ্নি-প্রার্থনা করিতেছে। বিদ্যার্থীও তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। বালকও ছাড়িবার পাত্র নহে। অবশেষে বিদ্যার্থী বিরক্ত হইয়া হাতায় করিয়া জলন্ত অঙ্গার লইয়া বলিলেন "নে ধর, হাত পাত"। বালক একটু বিব্রত হইয়া নিমেষ মাত্রও বিলম্ব না করিয়া সম্মুখস্থ ভূভাগ হইতে ধূলিমুষ্টি লইয়া হাত পাতিল। বিদ্যার্থী, বালকের মুখের দিকে একবার দৃষ্টি করিয়া হস্তোপরিই অগ্নি প্রদান করিলেন। বালকও দ্রুতপদসঞ্চারে মাতৃসমীপে উপস্থিত হইল। বাসুদেব ঘটনাটী স্বচক্ষে দেখিলেন এবং পঞ্চম-বর্ষীয় বালকের এতাদৃশ প্রত্যুৎপন্নমতি দেখিয়া যারপর-নাই বিস্মিত হইলেন।

টোল-গৃহে আসিয়া বাসুদেব, রঘুনাথ-জননীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহার পুত্রের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রঘুনাথ-জননী হস্তে স্বর্গ পাইলেন, তিনি মনে মনে অন্তর্য্যামী-বাসুদেব-চরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক সার্ব্বভৌম-বাসুদেব-চরণে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন।

বাসুদেবের যত্নে রঘুনাথের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল। বাসুদেব, রঘুনাথকে অ, আ, ক, খ, গ, ঘ পড়াইলেন। রঘুনাথ গুরু-মুখে একবার শুনিয়াই তাহা কণ্ঠস্থ

করিয়া ফেলিলেন, এবং একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব! দুইটী "জ" কেন, দুইটী "ন" কেন? তিনটী "শ" কেন?" "ক" এর পর "খ" কেন? "ক" কেন আগে?

বাসুদেব, বালকের প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্। তিনি কৌতূহল-পরবশ হইয়া সহজে রঘুনাথকে তন্ত্র ও ব্যাকরণের কথা বলিয়া উহা বুঝাইয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় রঘুনাথও তাহা ধারণ করিলেন। এইরূপে প্রথম হইতে রঘুনাথ, বাসুদেবকে প্রত্যহ নূতন নূতন প্রশ্ন করিতেন এবং বাসুদেবও তাহার উত্তর-প্রসঙ্গে রঘুনাথকে ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের কথা অতি সহজে সুকৌশলে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। রঘুনাথও তাহা বুঝিতে লাগিলেন। ফলতঃ, বাসুদেব প্রবীণ শিষ্যকে অধ্যাপনায় যত সুখ না পাইতেন, এই বালক রঘুনাথকে অধ্যাপনা করিয়া ততোধিক সুখী হইতেন।

একদিন বাসুদেব, রঘুনাথকে পূজার জন্য পুষ্প আনিতে বলিয়াছেন, রঘুনাথ ত্বরিত গতিতে পুষ্প আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কুসুমরাশি হস্তোপরি দেখিয়া বাসুদেব রঘুনাথকে বলিলেন; "দূর, নির্ব্বোধ! হাতে করিয়া কি ফুল আনিতে আছে?" রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ অঞ্জলির উপরিস্থিত পুষ্পস্তবক সাজি মধ্যে ঢালিয়া দিলেন এবং হস্তের অব্য-বহিত উপরিস্থিত পুষ্পগুলি ফেলিয়া দিলেন। বাসুদেব রঘুনাথের আচরণটী বুঝিলেন না; একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি করিলি?" রঘুনাথ বলিলেন "কেন, নিম্নের ফুলগুলি ত উপরের ফুলগুলির আধার, উহা আমি ফেলিয়া দিলাম, এবং উপরের ফুলগুলি রাখিয়া দিলাম।" বাসুদেব একটু হাসিয়া মনে মনে রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এইরূপে বালক রঘুনাথ বিদ্যা-বুদ্ধি সকল বিষয়েই দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ব্যাকরণ,কোষ, কাব্য, ছন্দঃ অলঙ্কার প্রভৃতি রঘুনাথের যৌবনারম্ভেই আয়ত্ত হইয়া গেল, এবং সেই দুরূহ ন্যায়শাস্ত্র যৌবনান্তেই শেষ হইয়া গেল। ক্রমে বাসুদেব, শিষ্যের সকল কথায় উত্তর দিয়া স্বয়ং সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না, এবং অবশেষে বলিলেন "বৎস! মিথি-লায় গমন কর, তথায় মহামতি পক্ষধরের নিকট দেখ দেখি যদি এতদপেক্ষা সদুত্তর পাও।" রঘুনাথ, ইতিমধ্যেই বাসুদেব-মুখে মিথিলার বিদ্যৈশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া পক্ষধরের নিকট অধ্য-য়নের জন্য ইচ্ছুক হইয়া ছিলেন। তিনি বাসুদেবের এই প্রস্তাবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে মিথিলা-গমনে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর শুভদিনে রঘুনাথ, গুরু ও জননী-চরণে প্রণিপাত করিয়া দুইজন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে মিথিলা উদ্দেশ্যে প্রস্থিত হইলেন।

কেহ বলেন, বাসুদেব সন্তুষ্টচিত্তে রঘুনাথকে মিথিলায় যাইতে বলেন নাই, রঘুনাথের অসন্তুষ্টি দেখিয়া এবং তাঁহার বিশেষ আগ্রহ বুঝিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই যাইতে বলেন।

কেহ বলেন, বাসুদেবের সহিত রঘুনাথের মত-ভেদ হইত বলিয়া তিনি নিজ সিদ্ধান্ত পক্ষধর দ্বারা সমর্থিত হয় কি না, জানিবার জন্য মিথিলায় যাইতে ইচ্ছুক হন।

আবার কেহ বলেন, বঙ্গদেশের প্রদত্ত উপাধি মিথিলায় সম্মানিত হইত না—বলিয়া,

রঘুনাথ পক্ষধরকে বিচারে পরাজিত করিবার জন্য মিথিলায় গমন করেন। তিনি যে পক্ষধরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার কৌশল-বিশেষ-ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া তিন জনে যথা সময়ে মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। এখানে পক্ষধরের স্থান আবিষ্কার করিতে পথিকত্রয়ের কোন কষ্টই হইল না। যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন সে-ই পক্ষধরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে লাগিল। কারণ, পক্ষধর তখন মিথিলার শারদীয় পূর্ণ-শশী। যাহা হউক, অবশেষে তাঁহারা পক্ষধরের টোলে উপস্থিত হইলেন।

রঘুনাথ টোলগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—পক্ষধর স্তর-ক্রমে নির্ম্মিত এক মহতুচ্চ আসনে আসীন এবং নিম্নবর্ত্তী প্রতি স্তরে ছাত্রগণ পঠন-পাঠনে ব্যাপৃত। রঘুনাথ নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন, উত্তরে পক্ষধরের ইঙ্গিতে একজন বিদ্যার্থী রঘুনাথকে বাসস্থান প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দিল। রঘুনাথ সঙ্গীসহ তথায় আসিয়া হস্ত-পদ-প্রক্ষালন ও স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন। পক্ষধর পত্নী নবাগত বিদ্যার্থীর সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমান্ন-ভোজ্য প্রেরণ করিলেন। পথশ্রান্ত পথিকত্রয় যথাসময়ে পাক-কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া আহারাদি করিলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। বাসুদেব-মুখে রঘুনাথ পক্ষধরের রীতি-নীতি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন; সুতরাং, কাহাকেও বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি পরদিন প্রাতে টোলগৃহে সর্ব্বনিম্ন স্তরে আসন গ্রহণ করিলেন। পক্ষধরের প্রচলিত রীতি অনুসারে নিম্নতম স্তরের প্রধান বিদ্যার্থী রঘুনাথের বিদ্যা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু, দুই একটী কথারই পর তিনি তাঁহাকে তদুচ্চ স্তরে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। সেখানেও অধিক কথার প্রয়োজন হইল না, একটী সামান্য বিচারেই তত্রত্য প্রধান বিদ্যার্থী পরাজিত হইলেন। অগত্যা রঘুনাথের তদুচ্চ স্তরে আসন-গ্রহণানুমতি প্রদত্ত হইল। এখানে প্রধান বিদ্যার্থীর সহিত বিচার আরম্ভ হইল। বিচার-কোলাহল ক্রমে পক্ষধরের চিন্তাস্রোত ব্যাঘাত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রঘুনাথের প্রতিপক্ষ, মীমাংসার জন্য তদুচ্চ স্তরের প্রধান বিদ্যার্থীর সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন। অগত্যা রঘুনাথের তদুচ্চস্তরে উঠিবার আজ্ঞালাভ হইল। ইহার পরেই পক্ষধরের উচ্চাসন। সেখানে আরও ঘোরতর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। পক্ষধরের গ্রন্থ-রচনা বন্ধ হইল। তাঁহার লেখনী নিশ্চল হইল। তিনি মনে মনে রঘুনাথের উপরে একটু বিরক্ত হইয়া বিদ্যার্থিগণের দিকে ফিরিলেন এবং রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। অতঃপর, দীর্ঘকাল উভয়ের বিচার শ্রবণ করিয়া পক্ষধর নিজ শিষ্যের দুর্ব্বলতা বুঝিলেন। তিনি মনে মনে একটু বিরক্তি অনুভব করিয়া মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক রঘুনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন * ;—

আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥

---

* কেহ বলেন—পক্ষধর রঘুনাথকে যে সব প্রশ্ন করিতেন রঘুনাথ প্রথম প্রথম তখনই তাহার উত্তর দিতে পারিতেন না, কিন্তু টোল গৃহের বাহিরে আসিলে তাহার উত্তর স্থির করিতে পারিতেন। ইহা দেখিয়া

অর্থাৎ, ইন্দ্র সহস্র চক্ষু, শিব ত্রিলোচন, অপর সাধারণ দ্বিনেত্র, একলোচন আপনি কে?

রঘুনাথ, পক্ষধরের শ্লোকে প্রশ্ন শুনিয়া স্বয়ংও শ্লোকে উত্তর দিলেন,—

কুশদ্বীপ-নলদ্বীপ-নবদ্বীপ-নিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণিমনীষিণঃ॥

আমরা একজন কুশদ্বীপবাসী তর্কসিদ্ধান্ত, একজন নলদ্বীপবাসী সিদ্ধান্ত-উপাধিধারী, এবং একজন নবদ্বীপবাসী শিরোমণি—পণ্ডিত।

কেহ বলেন—এই কথোপকথনটী রঘুনাথের সহিত পক্ষধরের শিষ্যের হইয়াছিল। শিষ্যগণ ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করে এবং রঘুনাথ সদর্পে তাহার উত্তর দেন।

অতঃপর, পূর্ব্ব প্রসঙ্গের বিচার চলিতে লাগিল। পক্ষধর নিজ প্রধান ছাত্রের পক্ষ গ্রহণ করিলেন, রঘুনাথ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন। বিচার করিতে করিতে রঘুনাথ জ্ঞানোৎপত্তিতে নৈয়ায়িক-সম্মত সামান্য-লক্ষণা সন্নিকর্ষ খণ্ডন করিলেন! পক্ষধরের ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটিল, তিনি ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন;—

বক্ষোজ-পানকৃৎ কাণ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্।
সামান্য-লক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥

অর্থাৎ, স্তন্যপায়ী ওরে কাণ শিশু! সংশয় যখন স্পষ্টই হইতে দেখা যায়, তখন সামান্য-লক্ষণা কিরূপে সহসা বিলুপ্ত হইবে? (সামান্য-লক্ষণার বিবরণ ভাষাপরিচ্ছেদ ৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

পক্ষধর, রঘুনাথকে কাণ বলায় রঘুনাথের হৃদয়ে একটু আঘাত লাগিল, তিনিও তখন শ্লোকেই পক্ষধরকে বিনয় অথচ একটু শ্লেষ করিয়া বলিলেন;—

যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যো নাম-ধারিণঃ॥

রঘুনাথ পক্ষধরের সহিত বিচার উপস্থিত হইলে পক্ষধরকে টোল গৃহের বাহিরে আমন্ত্রণ করিতেন, এবং তখন আর পক্ষধর রঘুনাথকে পরাজিত করিতে পারিতেন না। পক্ষধর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনাথ বলেন, উহা আপনার তপঃসিদ্ধির স্থান, ওখানে আপনার নিকট সকলেই পরাজিত হইবে।

কেহ বলেন—পক্ষধর প্রায়ই একটী নির্জ্জন গৃহে বাস করিতেন, টোলগৃহ তাঁহার পৃথক্ ছিল।

আবার কেহ বলেন,—রঘুনাথকে পক্ষধর প্রথমেই অধ্যাপনা করিতেন না, প্রথমে একজন প্রধান ছাত্র তাঁহাকে অধ্যাপনা করিতেন। একদিন পক্ষধর একটী পুঁথির একটী স্থান খুলিয়া রাখিয়া গৃহের বহির্দ্দেশে আসেন, রঘুনাথ ইহা দেখিয়া অনুমান করেন, পক্ষধর কোন একটী কঠিন স্থল জন্য ঐরূপ অবস্থায় উঠিয়া গিয়াছেন। ইহার পর রঘুনাথ সেই স্থলটী পড়িয়া দেখেন এবং নিজ অনুমান সত্য হওয়ায় তখনই তথায় সেই স্থলের একটী টীকা লিখিয়া রাখেন। পক্ষধর ফিরিয়া আসিয়া টীকা দেখিয়া অর্থ বুঝিতে পারিলেন; এবং নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ বলিলেন উহা তিনিই করিয়াছেন। ইহাতে পক্ষধর বিশেষ সন্তুষ্ট হন, এবং তদবধি পক্ষধর স্বয়ং রঘুনাথকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য এই জাতীয় প্রবাদ অপরের জীবনেও প্রায়ই শুনা যায়।

অর্থাৎ, যিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করেন, যিনি বালকে প্রবুদ্ধ করেন, তিনিই ত অধ্যাপক, অপরে অধ্যাপক-নামধারী মাত্র, (সুতরাং, আপনি আমার ভ্রম বিদূরিত করুন ?)।

কেহ বলেন—এই কথোপকথনটী পক্ষধরের সহিত সামান্য-লক্ষণা নামক পুস্তক লিখন-কালে হইয়াছিল।

যাহা হউক, রঘুনাথের পরীক্ষা শেষ হইল, রঘুনাথ সাক্ষাৎ পক্ষধরেরই নিকট অধ্যয়নে অনুমতি পাইলেন। টোলের ছাত্রগণ সকলেই বিস্মিত হইল, সকলে নানারূপ চিন্তায় আকুল। কেহ বা ঈর্ষান্বিত, কেহ বা শ্রদ্ধান্বিত, কেহ বা উপেক্ষিত হইবার চিন্তায় চিন্তিত হইল। ওদিকে, রঘুনাথও বিদ্যা বুদ্ধি বিনয় শিষ্টাচার ও গুরুসেবা প্রভৃতি সকল রকমেই ক্রমে পক্ষধরের প্রিয়তম ছাত্র হইয়া উঠিলেন পক্ষধরপত্নী রঘুনাথকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, রঘুনাথও তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন, এবং ক্রমে রঘুনাথ পক্ষধরের গৃহেই বাস করিবার আদেশ পাইলেন।

এইরূপে তিন বৎসর মধ্যে রঘুনাথের পঠিত অপঠিত বহু ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অধ্যয়ন শেষ হইয়া গেল। পক্ষধর, রঘুনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া কখন ভালবাসায় মুগ্ধ হইতেন, আবার কখন বা ঈর্ষাপরবশ হইয়া রঘুনাথ অপেক্ষা নিজ শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইতেন। বস্তুতঃ, পক্ষ-ধর স্বয়ং অতি সুকবি ছিলেন, তিনি অজেয় রঘুনাথের ন্যায়শাস্ত্রে অনুরাগাধিক্য দেখিয়া এবং কাব্যাদিতে তাহার অভাব ও তাহাতে তাঁহাকে একটু সতর্ক-স্বভাব দেখিয়া মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ করিতেন এবং এজন্য উভয়ের মধ্যে কখন কখন একটু শ্লেষভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ইহার নিদর্শন স্বরূপ এখনও উভয়ের রচিত কতিপয় শ্লোক পণ্ডিতমুখে শ্রুত হইয়া থাকে।

একদিন কাব্য প্রভৃতি অপরাপর বিদ্যার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে পক্ষধর রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন "কাব্য প্রভৃতিতে, রঘুনাথ! তুমি তাদৃশ ভাল নহ।" কিন্তু, রঘুনাথের তাহা ভাল লাগিল না, তিনি তাহার উত্তরে বলেন ;—

কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে ॥

অর্থাৎ, গুরো! নৈয়ায়িকই কাব্যেও কোমলমতি হইয়া থাকে—অন্যে নহে, নৈয়ায়িকই তর্কশাস্ত্রে কর্কশবুদ্ধি হয়—অন্যে নহে, নৈয়ায়িকই তন্ত্রে যন্ত্রিত-মতি হয়—অন্যে নহে, এবং শ্রীকৃষ্ণে সংযত-বুদ্ধি, নৈয়ায়িকই হয়—অন্যে নহে।

ইহা শুনিয়া পক্ষধর বলিলেন, "সত্যই তোমার কবিত্ব শক্তি রহিয়াছে দেখিতেছি, ইহা তুমি কবে শিক্ষা করিলে ?" রঘুনাথ তদুত্তরে বলিলেন;—

কবিত্বং কিয়দৌন্নত্যং চিন্তামণিমণীষিণঃ।
নিপীত-কালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনম্ ॥

অর্থাৎ, প্রভো! চিন্তামণি-শাস্ত্রে যিনি কৃতবিদ্য, কবিত্ব আর তাঁহার নিকট কি মহদ্বস্তু? কালকূট জীর্ণ করিয়া হর কি কখন সর্প-লইয়া কৌতুক করিতে ভীত হন?

আর একদিন পক্ষধর কথায় কথায় বলেন—"কেবল নৈয়ায়িক হইলে কাব্যরস কখনই তাহার হৃদয়কে অভিষিক্ত করিতে পারে না। বৈয়াকরণ যেমন খ ফ ছ ঠ লইয়া ব্যস্ত, নৈয়ায়িকও তদ্রূপ ঘট-পট লইয়া ব্যস্ত।" রঘুনাথও তদুত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন;—

পঠন্তু কতিচিদ্ধঠাৎ খ-ফ-ছ ঠেতি বর্ণাঙ্গুঠা,
ঘটঃ পট ইতীতরে পটু রটন্তু বাক্‌পাটবাৎ।
বয়ং বকুল-মঞ্জরী-গলদ-মন্দ-মাধ্বী ঝরী-
ধুরীণ-পদ-রীতিভি র্ভণিতিভিঃ প্রমোদামহে॥

অর্থাৎ, বৈয়াকরণগণ খ-ফ ছ ঠ-থ-ইত্যাদি পড়ে পড়ুক, বাক্‌পটু নৈয়ায়িকও কেবল ঘট-পট করে করুক, আমরা নৈয়ায়িক হইয়াও বকুল মঞ্জরীর মধুরূপ সুরা প্রস্রবণ-স্বরূপ পদ লইয়া সর্ব্বদা মত্ত থাকি।

আর একদিন পক্ষধর, রঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী জাতির আচার ব্যবহারেব নিন্দা পূর্ব্বক রঘুনাথের কবিত্ব-শক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন। ইচ্ছা, তদুত্তরে রঘুনাথ কি বলেন—শুনিবেন। রঘুনাথ, গুরুদেবের অভিপ্রায় বুঝিয়া মৈথিলিগণকে শ্লেষ করিয়া এক কবিতা রচনা করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। কবিতাটী এই;—

অনাস্বাদ্য গৌড়ীমনারাধ্য গৌরীম্,
বিনা তন্ত্রমন্ত্রৈ র্বিনা শব্দচৌর্য্যাৎ।
প্রবুদ্ধ-প্রসিদ্ধ-প্রবন্ধ-প্রবক্তা,
বিরিঞ্চি-প্রপঞ্চে মদন্যঃ কবিঃ কঃ॥

অর্থাৎ, আমরা গৌড়ী মদিরা আস্বাদন না করিয়া, গৌরীর আরাধনা না করিয়া, তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্য না লইয়া এবং শব্দচৌর্য্য না করিয়া প্রবুদ্ধ, প্রসিদ্ধ ও প্রবন্ধ-বক্তা হই; বিধাতার রাজ্যে আমি ভিন্ন আর কবি কে? বস্তুতঃ, এতদ্দ্বারা মৈথিলিগণকে নিন্দাই করাই হইয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন সময়ে উভয়ের এই জাতীয় কথোপকথনের ফলে রঘুনাথ-রচিত কয়েকটী কবিতা দৃষ্ট হয়, যথা,—

সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃঢ়ন্যায়গ্রহগ্রন্থিলে,
তর্কে বা ভৃশকর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী।
শয্যা বাস্তু মৃদূত্তরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈরাবৃতা.
ভূমি র্ব্বা হৃদয়ং গতো যদি পতিস্তুল্যা রতির্যোষিতাম্॥

যদি কিছু সুকোমল রহে এ সংসারে, একমাত্র সাহিত্যই বলিব তাহারে।
প্রস্তরের মত যদি শক্ত কিছু রয়, যদি বা কর্কশ কিছু রহে অতিশয়।
ন্যায়শাস্ত্র সেই বস্তু,—দুয়ে অনিবার, খেলিবে সমান খেলা ভারতী আমার।

মৃদু-আস্তরণ শয্যা হউক কোমল, হউক কর্কশ তৃণাবৃত ভূমিতল।
যেখানে হউক—পতি হৃদয়ে উঠিলে রমণীর রতিসুখ তুল্য ভূমণ্ডলে॥

যেষাং কোমলকাব্যকৌশল-কলালীলাবতী ভারতী,
তেষাং কর্কশতর্কবক্রবচনোদ্গারেঽপি কিং হীয়তে।
যৈঃ কান্তাকুচমণ্ডলে কররুহাঃ সানন্দমারোপিতা-
স্তৈঃ কিং মত্তকরীন্দ্রকুম্ভশিখরে ক্রোধান্ন দেয়াঃ শরাঃ॥

সুকোমল কাব্যকলা কেলি সুকৌশল লইয়াই ব্যস্ত যাঁরা রন্ অবিরল।
পরম কর্কশ তর্কশাস্ত্রের চর্চ্চায় কিবা ক্ষতি তাঁহাদের হয় এ ধরায়?
যাঁহারাই রমণীর বক্ষোজ-মণ্ডলে নখ বসাইয়া দেন মহা কুতূহলে,
তাঁহারাই মত্ত করি কুম্ভের উপরে, নিক্ষেপ করেন শর মহা ক্রোধভরে॥

তর্কে কর্কশবক্রবাক্যগহনে যা নিষ্ঠুরা ভারতী,
সা কাব্যে মৃদুলোক্তিসারসুরভৌ স্যাদেব মে কোমলা।
যা তীক্ষ্ণা প্রিয়বিপ্রযুক্ত-যুবতীহৃৎকর্ত্তনে কর্ত্তরী,
প্রেয়োলালিতযৌবতে ন মৃদুলা সা কিং প্রসূনাবলী॥

তর্কশাস্ত্র ল'য়ে আমি উন্মত্ত যখন, বিষম কর্কশ বক্র আমার বচন।
কাব্যশাস্ত্রে থাকি আমি যবে কুতূহলী, অতি মিষ্ট সুকোমল মোর বাক্যগুলি।
বিরহিণী যুবতীর হৃদয় কর্ত্তনে, যে পুষ্প কর্ত্তরী সম বোধ হয় মনে।
সে পুষ্প সে যুবতীর পক্ষে সুকোমল, প্রিয়তম পার্শ্বে যার স্থিতি অবিরল॥

শ্লাঘ্যাস্তে কবয়ো যদীয়-রসনারুক্ষাধ্বসঞ্চারিণী,
ধাবন্তীব সরস্বতী দ্রুতপদন্যাসেন নিষ্ক্রামতি।
অস্মাকং রসপিচ্ছিলে পথি গিরাং দেবী নবীনোদয়ৎ-
পীনোত্তুঙ্গপয়োধরেব যুবতির্মান্থর্য্যমালম্বতে॥"

ধন্য ধন্য সেই সব কবি এ সংসারে, যাঁদের কর্কশ-জিহ্বা-পথের উপরে।
সরস্বতী অতি কষ্টে ভ্রমণ করিয়া, বাহিরে আসেন দ্রুতপদ নিক্ষেপিয়া।
আমাদের জিহ্বা-পথ রসসিক্ত অতি, পরম পিচ্ছিল তাই—তাই সরস্বতী,
নব-পীন-তুঙ্গ-স্তনী যুবতীর মত, অতি সাবধানে পদ ফেলিয়া সতত
বাহির হয়েন শেষে হ'য়ে উল্লাসিনী, আমাদের সরস্বতী মন্থর-গামিনী।

মাতঙ্গীমিব মাধুরীং ধ্বনিবিদো নৈব পৃশন্ত্যুত্তমাং
ব্যুৎপত্তিং কুলকন্যকামিব রসোন্মত্তা ন পশ্যন্ত্যমী।
কস্তূরীঘনসারসৌরভ-সুহৃদ্‌ব্যুৎপত্তি-মাধুর্য্যয়ো-
র্যোগঃ কর্ণরসায়নং সুকৃতিনঃ কস্যাপি সংজায়তে॥ ১২॥

মাধুর্য্যের দিকে হায় ধ্বনিবিদ্ যত, লক্ষ্য নাহি রাখে কভু চণ্ডালীর মত।

ব্যুৎপত্তির প্রতি হায় রসোন্মত্ত জন, কুল বালিকার ন্যায় না রাখে দর্শন।
কস্তুরীর সনে হলে কর্পূরের যোগ, যেরূপ সুগন্ধ লোক করে উপভোগ।
মাধুর্য্য ব্যুৎপত্তি—দুয়ে হইলে মিলিত, সেরূপ কতই রস ছুটে অবিরত।
এ দুই দুর্লভ গুণ যাঁর কবিতায়, ধন্য ধন্য সেই মহা কবি এ ধরায়।

কেহ বলেন—এই কবিতাগুলি রঘুনাথ কোন সময়ে রচনা করিয়া পক্ষধরকে শুনাইয়াছিলেন, কথোপকথন-কালে রচিত হয় নাই।

যাহা হউক, শুনা যায়, অনেক দিন উভয়ের মধ্যে মতভেদ হইয়া উভয়ের দীর্ঘকাল ধরিয়া তুমুল বিচার হইয়া যাইত। অনেক সময়ই পক্ষধর সর্ব্বসমক্ষে নিজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সত্যের সমাদর করিতেন। রঘুনাথও গুরুর প্রতি ততই শ্রদ্ধান্বিত হইতেন।

ক্রমে রঘুনাথের পাঠ শেষ হইল। রঘুনাথকে উপাধি প্রদত্ত হইল, এবং দেশে যাইয়া টোল করিয়া উপাধিদানেও সমর্থ বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

অতঃপর রঘুনাথ স্বগৃহে নিজ পুস্তকাদি লইয়া যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন। পক্ষধর ইহা শুনিয়া বলিলেন "বৎস! পুস্তক লইয়া যাইতে পারিবে না; ইহা মিথিলার নিয়ম-বিরুদ্ধ।" রঘুনাথের শিরে বজ্রাঘাত হইল। তিনি নিরুপায় হইলেন। রঘুনাথের গৃহে প্রত্যাগমন বন্ধ হইল। তিনি তখন তথায় আরও কিছুদিন থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং সমুদয় শাস্ত্র উত্তমরূপে কণ্ঠস্থ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

কেহ কেহ বলেন—পক্ষধর রঘুনাথকে পুস্তক লইয়া যাইতে নিষেধ করিলে, রঘুনাথ নাকি পক্ষধরকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং বধার্থ শাণিত অস্ত্র লইয়া নিশীথে গুরুর গৃহপার্শ্বে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু, গুরু ও গুরুপত্নীর কথোপকথন শুনিয়া রঘুনাথ বুঝিলেন তাঁহার প্রতি গুরুর ঈর্ষা নাই, তবে মিথিলার নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি রঘুনাথকে পুস্তক দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইহাতে রঘুনাথ গুরুর নিকট আত্মদোষ-খ্যাপন করিয়া তুষানল-প্রবেশের প্রস্তাব করেন, কিন্তু, পক্ষধর ও তদীয় পত্নীর ব্যবস্থায় রঘুনাথ তাহাতে নিবৃত্ত হন।

কেহ বলেন—রঘুনাথ পরে রাজার আদেশে স্বগৃহে পুস্তক লইয়া যাইতে সমর্থ হন। আমাদের বোধ হয় ইহাই সম্ভবতঃ ঘটিয়াছিল। কারণ, রঘুনাথ যে সব গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন, তাহা তখন মিথিলায় আবদ্ধ ছিল এবং সেই সব গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া দেশান্তরে আনয়ন সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ, রঘুনাথই মিথিলার পুস্তকাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

কেহ বলেন—পক্ষধর আপত্তি করেন নাই, কিন্তু পথে বিদ্যার্থিগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পুস্তক অপহরণ করে। ইহাতে তিনি ভাবিলেন ইহা পক্ষধরেরই আদেশে ঘটিয়াছে এবং তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে বধার্থ প্রস্তুত হন, এবং শেষে গুরুদম্পতীর কথা শুনিয়া অনুতপ্ত হন।

ফল কথা, রঘুনাথের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে গুরু-বধার্থ প্রস্তুত হইবেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। হয় ত, তাঁহার মনোমধ্যে ক্রোধবশতঃ এই ভাবের উদয় হইয়াছিল,

ইতিমধ্যে নীশিথে তিনি গুরুদম্পতীর নিকট নিজ প্রশংসা শুনিলেন এবং ওরূপ বৃত্তি মনে উদয় হওয়াও পাপ বলিয়া তিনি তাহা গুরুসমীপে প্রকাশ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, এবং তাই মুখে মুখে গল্পটী ঐ আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। প্রবাদ, মুখে মুখে অনেক পরিবর্ত্তিত হয়—ইহা সকলেই অবগত আছেন। যিনি স্বয়ং "কৃষ্ণেঽপি সংযতধীয়ো বয়মেব নান্যে" বলিতে পারেন, তিনি কি কখন পার্থিব বস্তুর জন্য গুরুবধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? অসম্ভব। বস্তুতঃ, তিনি যে গ্রন্থ পাইয়াছিলেন, তাহা একরূপ নিশ্চিত। নচেৎ "দীধিতি" টীকা এবং "আলোক" টীকার মধ্যে বিশেষ পাঠান্তর পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু, যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে সে পাঠান্তর সেরূপ প্রবল নহে।

কেহ বলেন—রঘুনাথ যে পক্ষধরকে বধার্থ প্রস্তুত হন, তাহার হেতু অন্য। যথা,—একদিন একটী বিচারে পক্ষধর পরাজিত হন; কিন্তু, অন্যায় করিয়া পক্ষধর তাহা অস্বীকার করেন, এবং অনেক সমাগত গণ্যমান্য ব্যক্তির সমক্ষে রঘুনাথকে অযথা কটূক্তি করেন।

ইহাতে রঘুনাথ ক্ষুব্ধ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং সংকল্প করিলেন, হয়—পক্ষধর তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিবেন, অথবা পরাজয় স্বীকার করিবেন, নচেৎ তিনি তাঁহার প্রাণবধ করিবেন। তিনি সত্যের অবমাননা করিতে দিবেন না। এই সংকল্প করিয়া রঘুনাথ মধ্যরাত্রে শাণিত অস্ত্র লইয়া পক্ষধরের গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় শুনিলেন গুরুপত্নীর প্রশ্নে পক্ষধর বলিতেছেন যে, রঘুনাথের বুদ্ধি পূর্ণিমার জ্যোৎস্না অপেক্ষা নির্ম্মল এবং তিনি অদ্যকার বিচারে রঘুনাথের নিকট সত্যসত্যই পরাজিত হইয়াছেন, ইত্যাদি। ইহাতে রঘুনাথ পক্ষধরের পদদেশে পতিত হইয়া নিজদোষ স্বীকার করেন, এবং তুষানল-প্রবেশের ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। কিন্তু, পক্ষধর পরদিন সভা আহ্বান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে নিজ পরাজয় ঘোষণা করেন।

যাহা হউক, রঘুনাথ স্বগৃহে ফিরিলেন। নবদ্বীপে আসিয়াই রঘুনাথ বাসুদেবকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। বাসুদেব কথায় কথায় একটী শ্লোক রচনা করিয়া রঘুনাথকে দিলেন;—

অয়ি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনীসদ্মনি ত্বম্,
রজনিষু নিরতোঽভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাম্।
কথয় কথয় ভৃঙ্গ! স্বচ্ছভাবেন তাবৎ,
কিমধিকসুখমৈষীরত্র বা চাত্র বেতি॥

সারা দিন ছিলে তুমি পদ্মিনীর ঘরে, সারা রাত ছিলে কুমুদিনীর মন্দিরে।
অহে অলি! প্রাণ খুলি বল, শুনি আমি, কোথায় অধিক সুখ পাইলে হে তুমি?

অর্থাৎ, এস্থলে বাসুদেব, পক্ষধরের নিকট রঘুনাথের অধ্যয়নকে রাত্রি এবং নিজের নিকট অধ্যয়নকে দিনমানের সহিত তুলনা করিলেন। আশা, রঘুনাথ তাঁহারই প্রশংসা করিবেন।

রঘুনাথ বাসুদেবের কবিতা পড়িয়া একটু চিন্তা করিয়াই বলিলেন;—

ত্বং পীযূষ দিবোঽপি ভূষণমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো,
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোঽপি বিদিতং সাধ্বী চ মাধ্বীকতা।
কিন্ত্বেকস্ত্বপরস্ত্বরুন্তুদমপি ক্রমো ন চেৎ কুপ্যসি,
যঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিমা নান্যত্র কুত্রাপি সঃ॥

হে অমৃত! কিবা তব মিষ্ট আস্বাদন, যথার্থই তুমি সদা স্বর্গের ভূষণ।
তুমিও পরম মিষ্ট হে আঙ্গুর ফল! মিষ্টও তোমার মত্ত জানে ভূমণ্ডল!
তোমাদের কাছে আমি এক কথা বলি, কটু হইলেও কিন্তু নাহি দিও গালি—
কান্তাধরে রহে সদা মাধুর্য্য যেমন, হায় রে কুত্রাপি নাহি পাইনু তেমন।

অর্থাৎ, রঘুনাথ বলিলেন—পক্ষধরের নিকট অধ্যয়ন রাত্রি স্বরূপ হইলেও রাত্রিকালে কান্তার অধরপল্লবে যে মধুরিমা লাভ ঘটে তাহার তুলনা কোথায়? অর্থাৎ বুদ্ধিতে আপনারা দুই জনেই সমান, তবে পক্ষধরের পাণ্ডিত্য কিছু অধিক।

যাহা হউক, বাসুদেব রঘুনাথের উত্তরে একটু দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর একটী শ্লোক রচনা করিয়া বলিলেন;—

যস্যা জন্মাঽন্যবংশে বসতিরপি সদা দূরদেশে পুরাসীৎ,
সৈষা ভূত্বা বধূটী প্রকটিতবিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রবিশ্য।
আজন্মপ্রাণতুল্যান্ গুরুজনজননী-সোদরান্ বন্ধুবর্গান্,
দূরীকৃত্য স্বগেহাৎ পতিমভিরতে ধিক্ গৃহস্থাশ্রমং তম্॥

অন্যবংশে জন্মলাভ করিয়া যে জন, বসতি করিত পূর্ব্বে দূরে সর্ব্বক্ষণ।
হায় রে সে জন আজ বিনয় প্রকাশি, "বধূ" নাম ল'য়ে দেখ গৃহমধ্যে পশি।
আজন্ম যাহারা প্রিয় প্রাণের মতন, কিবা সহোদর, মাতা, গুরু, বন্ধুজন।
দূর করি দিয়া সবে নিজ গৃহ হ'তে, লইয়া পতিরে ঘর করে বিধিমতে।
গৃহস্থ আশ্রমে দিই ধিক্ শত ধিক্, নারীর প্রভুত্ব যথা এতই অধিক॥

(শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ, উদ্ভট-সাগর মহাশয় কবিতায় যে অনুবাদ করিয়াছেন, উপরে তাহাই ১৩১১ সাল সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।)

অর্থাৎ,বাসুদেব প্রকারান্তরে বলিলেন—ইহা তাঁহার কপালেরই দোষ বলিতে হইবে,ইত্যাদি।

যাহা হউক, রঘুনাথ নবদ্বীপে আসিয়া চতুষ্পাটী খুলিবেন। কিন্তু স্বয়ং নিতান্ত নিঃস্ব। অগত্যা তিনি তৎকালীন হরিঘোষ নামক এক সমৃদ্ধিশালী গোয়ালার নিকট তাহার বৃহৎ গোশালার এক পার্শ্বে টোল খুলিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। হরিঘোষ সম্মতি দিল। রঘুনাথের টোল খোলা হইল। ক্রমে এখানে ভারতের চারিদিক হইতে বিদ্যার্থী আসিতে লাগিল, মিথিলা কাণা হইল। এই স্থানেই রঘুনাথের দীধিতি প্রকাশিত হইল। ক্রমে এত বিদ্যার্থীর সমাগম হইল এবং এত বিচার-কোলাহল হইতে লাগিল যে, লোকে ন্যায়ের ভাষা বুঝিতে পারিত না বলিয়া রঘুনাথের টোলকেই হরিঘোষের গোয়াল বলিয়া উপহাস করিত।

রঘুনাথ এই স্থানেই শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন, এবং এই স্থানে থাকিয়াই তিনি বহু গ্রন্থরচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ, যথা—তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি, পদার্থ খণ্ডন, আত্মতত্ত্ববিবেক টীকা, প্রামাণ্যবাদ, নানার্থবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ, আখ্যাতবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ, লীলাবতী টীকা, খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য টীকা, গুণকিরণাবলী-প্রকাশ-দীধিতি ন্যায়কুসুমাঞ্জলি টীকা, ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশ দীধিতি, ন্যায়লীলাবতী বিভূতি, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, মলিম্লুচ বিবেক, ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় এ সব গ্রন্থ আজ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য অথবা লুপ্ত।

কেহ বলেন—রঘুনাথ বিবাহ করেন নাই। কেহ বলেন—না, তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্রের নাম রামভদ্র।

কিন্তু, "বৈদিক-সংবাদিনী" নামক কুলগ্রন্থমতে রঘুনাথের জীবনবৃত্ত বাল্যে অন্যবিধ। পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে আমরা তাহাও লিপিবদ্ধ করিলাম। যথা,—মিথিলা দেশ-হইতে কাত্যায়ন গোত্রীয় শ্রীধরাচার্য্য ৫৩ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ড নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই বংশে অনেক পণ্ডিতের জন্ম হয়। ২৭ পুরুষ পরে এই বংশে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে এক পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর শুদ্ধিদীপিকার "দীপিকা প্রভা" নাম্নী এক টীকা অদ্যাবধি প্রসিদ্ধ আছে। এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ঔরসে এবং সীতাদেবীর গর্ভে প্রথমে রঘুপতির জন্ম হয়, এবং তৎপরে রঘুনাথের জন্ম হয়। এই রঘুনাথই আমাদের রঘুনাথ শিরোমণি, এবং এই রঘুপতিই পরে রাজা সুবিদনারায়ণের খঞ্জা কন্যা রত্নাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। যাহা হউক, রঘুনাথের তিনচারি বৎসর বয়সেই পিতা গোবিন্দ ইহধাম ত্যাগ করিলেন। গোবিন্দের সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। অগত্যা বিধবা সীতাদেবী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পুত্রদ্বয়ের ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ পাঁচ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে মাতার আদেশে নিজ গ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের টোলে অধ্যয়নার্থ গমন করেন। নবদ্বীপের প্রবাদের ন্যায় এই স্থলে রঘুনাথ গুরুমুখে ক খ গ ঘ শিক্ষা করিয়াই দুইটী "জ" কেন, দুইটী "ন" কেন, "ক" অগ্রে, "খ" পরে কেন, ইত্যাদি প্রশ্ন গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, এবং তদুত্তরে তিনি ব্যাকরণের অনেক কথা সেই সময়ই অবগত হইতে সমর্থ হন। রঘুনাথ, একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে, রাজা সুবিদ-নারায়ণ শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মকুলে কন্যাদান করিবেন বলিয়া বহু কৌশল করিয়া রঘুনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রঘুপতির সহিত নিজ খঞ্জা কন্যা রত্নাবতীর বিবাহ দেন। এই বিবাহ, রঘুনাথ ও সীতা-দেবীর অনিচ্ছা সত্ত্বেই সংঘটিত হয়। কিন্তু, তাহা হইলেও জ্ঞাতিগণ রঘুপতির বিশেষ নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃনিন্দা রঘুনাথের অসহ্য হইল। সীতাদেবীও যার-পর-নাই এজন্য জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন।

এই সময় নবদ্বীপের বড় নাম। শ্রীহট্টের বহু পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করিতে ছিলেন। রঘুনাথ ও সীতাদেবী উভয়েই ভাবিলেন—নবদ্বীপে যাইতে পারিলে তথায়

লেখাপড়ার সুবিধা হইবে, অথচ নিন্দাবাদের হাত হইতেও নিষ্কৃতিলাভ ঘটিবে। কিন্তু, কি উপায়ে তথায় যাইবেন, তাহা আর তাঁহারা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একটী গঙ্গাস্নানের যোগ উপস্থিত হইল। সীতাদেবী রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ-সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ মক্মুদাবাদ নামক স্থানে আসিলেন। কিন্তু, এখানে আসিয়াই সীতাদেবী একটী উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন; বাঁচিবার আশা চলিয়া গেল; নিজ গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে তদবস্থায় ফেলিয়াই প্রস্থান করিল। কিন্তু, ভগবৎ-কৃপায় ও পাঁচজনের যত্নে অনাথিনী সীতাদেবী সে যাত্রায় রক্ষা পাইলেন এবং একটু আরোগ্য-লাভ করিয়া তত্রত্য এক বণিককে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া তাহারই আশ্রয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহসা একদিন সীতাদেবী শুনিলেন—বণিক নবদ্বীপে যাইবে। ইহা শুনিয়া সীতাদেবী তৎসঙ্গে নবদ্বীপ যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বণিক সম্মত হইল, সীতাদেবী পুত্রসহ নবদ্বীপে আসিতে সমর্থ হইলেন।

এইরূপে সীতাদেবী রঘুনাথকে লইয়া বণিকসঙ্গে নবদ্বীপ আসিলেন এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের টোল অনুসন্ধান করিতে করিতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু, এখানেই বা তাঁহাকে কে আশ্রয় দিবে? অগত্যা তিনি বাসুদেবের টোলে পরিচারিকার কার্য্যভার প্রার্থনা করিলেন। বাসুদেবের দয়ায় সীতাদেবীর প্রার্থনা পূর্ণ হইল, এবং তৎসঙ্গে রঘুনাথেরও পাঠের ব্যবস্থা হইল। কারণ, কয়েক দিনের মধ্যেই বাসুদেব রঘুনাথকে চিনিতে পারিলেন, এবং ক্রমে রঘুনাথ বাসুদেবের প্রিয়তম ছাত্র হইলেন। অবশিষ্ট কথা নবদ্বীপের প্রবাদবৎ। এখানে রঘুনাথ ২৭ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া মিথিলায় গমন করেন, ৩০ বৎসরে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। ৩১ বৎসরে তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন এবং হরিঘোষের গোশালার একপার্শ্বে টোল স্থাপন করেন। এই স্থানেই তিনি নানা গ্রন্থাদি রচনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধিতে বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়া ৫৯ বৎসরে পরলোক গমন করেন। বিস্তৃত বিবরণ বিশ্বকোষ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১১ বর্ষ, নবদ্বীপ মহিমা, নদীয়া কহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, এসব কথা কতদূর যে ঠিক, তাহা বলা যায় না। যদি তাঁহার শিষ্য কেহ তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতেন, তাহা হইলে হয়ত কতকটা সত্য ঘটনা জানিতে পারা যাইত। বৈদিক-সম্বাদিনী গ্রন্থও আধুনিক।

তবে রঘুনাথ সম্বন্ধে যাহা শুনা যায় এবং তিনি যে সব গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়—তিনি বুদ্ধিমত্তার পূর্ণ অবতার; সংযম, ত্যাগ, ধীরতা, সদাচার, দৃঢ়চেষ্টারও আদর্শ; এবং উদারতার প্রতিমূর্ত্তি। যে নব্যন্যায় শাস্ত্র মিথিলায় আবদ্ধ ছিল, তাহা তাঁহারই যত্নে আজ জগতে প্রচারিত। স্বদেশ-প্রীতিও রঘুনাথে অসাধারণ ছিল। বেদান্তের অদ্বৈতবাদেই তাঁহার অধিক প্রীতি ছিল বলিয়া বোধ হয় এবং সম্ভবতঃ তিনি জ্ঞান-পথেরই পথিক ছিলেন। রঘুনাথের বুদ্ধির মহান্ বিশেষত্ব এই যে, তিনি সকল বিষয়েরই সমগ্রভাবটী যেমন দেখিতে পাইতেন,

তাহার বিশেষ ভাবগুলিও তদ্রূপ লক্ষ্য করিতে পারিতেন। এই দৃষ্টি-দ্বয়ের সামঞ্জস্য তাঁহাতে অত্যাশ্চর্য্য মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, রঘুনাথ বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের প্রকৃত প্রবর্ত্তক; বাসুদেব সূত্রপাত করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রবর্ত্তিত করিতে রঘুনাথই প্রথম। নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টী রঘুনাথ-চরিত্র সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারে;—

নির্ণীয় সারং শাস্ত্রাণাং তার্কিকানাং শিরোমণিঃ।
আত্মতত্ত্ববিবেকস্য ভাবমুদ্ভাবয়ত্যসৌ॥
বিদুষাং নিবহৈঃ যদৈকমত্যান্নিরটঙ্কি যদদুষ্টং যচ্চ দুষ্টম্।
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব॥
ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥ ইত্যাদি।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক দেখিলে মনে হয়—রঘুনাথে দাম্ভিকতা ছিল। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, তিনি সত্য বলিতে যাইয়া উহা বলিয়াছেন, আর তজ্জন্য উহা তাঁহার সরলতা, নির্ভীকতা, আত্মনির্ভরতা, ও সত্য-নিষ্ঠার নিদর্শন।

তৃতীয় শ্লোক দেখিলে তিনি অদ্বৈত-বৈদান্তিক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মহামতি গদাধর ইহার দ্বৈতপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল পণ্ডিতেরই সে ব্যাখ্যা আদরণীয় হয় নাই। ইহার স্পষ্টার্থই অদ্বৈতপর। যাহা হউক, এস্থলে রঘুনাথের বিষয় আর আমরা অধিক বলিব না; ভগবান্ যদি সদয় হন, তবে সিদ্ধান্ত-লক্ষণে সে চেষ্টা করিব।

রঘুনাথের আবির্ভাব-কাল।

এইবার আমরা রঘুনাথের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। কারণ, ইহাও আজ একটী অনিশ্চিত বিষয়। ইতি পূর্ব্বে আমরা রঘুনাথের সময় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে তাঁহার সময় ১২৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ সিদ্ধ হয়। কিন্তু, তথাপি এখনও এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

অবশ্য, উক্ত সময়ের প্রতি প্রধান প্রমাণ বৈদিক-সম্বাদিনী নামক গ্রন্থোক্ত রঘুনাথের ২৯ পূর্ব্বপুরুষ শ্রীধরাচার্য্যের ৫১ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে আগমনসূচক উল্লেখ, এবং রঘুনাথের পক্ষধর-শিষ্যত্বরূপ একটী প্রবাদ, এবং পক্ষধর ও তাঁহার শিষ্য-প্রভৃতি-রচিত গ্রন্থাদির লিখন-কালের উল্লেখ। বলা বাহুল্য, এ সব কথা গঙ্গেশের কাল-নির্ণয়-উপলক্ষে সবিস্তরে কথিত হইয়াছে; সুতরাং, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু, রঘুনাথের এই সময়টী স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত চৈতন্যদেব-সম্পর্কিত প্রবাদটী ভিন্ন আরও অপর একটী প্রবাদ ইহার বিরুদ্ধ হয়। কারণ, সে প্রবাদ এই যে, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শুনা যায় রঘুনাথের শিষ্য। তিনি রঘুনাথের নিকট অধ্যয়নই করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

এখন এই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, মহেশ্বর বিশারদের প্রপৌত্র এবং বাসুদেব সার্ব্ব-

ভৌমের পৌত্র, এবং ইনি বৃন্দাবনে অতি বৃদ্ধ বয়সে গৌতমীয় ন্যায়-সূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়া গ্রন্থশেষে ঐ গ্রন্থের রচনা কালের উল্লেখ করিয়াছেন যথা ;—

রসবাণ (বার ?) তিথৌ শকেন্দ্রকালে, বহুলে কামতিথৌ শুচৌ সিতাহে।
অকরোন্মুনিসূত্রবৃত্তিমেতাং, ননু বৃন্দাবিপিনে স বিশ্বনাথঃ ॥

সুতরাং, রস=৬, বাণ=৫, (বার=৭) তিথি ১৫ ধরিয়া বিশ্বনাথের বয়স ১৫৫৬ (১৫৭৬) শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৬+৭৮—১৬৩৪ বা (১৬৫৪) খৃষ্টাব্দ হয়। পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদের পুঁথিতে রসবারতিথৌ পাঠ আছে। এখন ইহা যদি বিশ্বনাথের ৭০ বৎসর কাল ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহার জন্মকাল ১৬৩৪—৭০=১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ হয়। এই সময় যদি রঘুনাথ ৪০ বৎসর বয়স্ক হন, তাহা হইলে রঘুনাথের জন্ম সময় হয় ১৫২৪ খৃষ্টাব্দ, এবং রঘুনাথের ৫৫ বৎসর বয়সে ১৫২৪+৫৫=১৫৭৯—১৫৬৪=বিশ্বনাথ ১৫ বৎসরের যুবক-শিষ্য হন। (১৫২৪+৫৫=১৫৬৪+১৫=১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ)। সুতরাং, এই প্রবাদ অনুসারে অস্মন্নির্দ্ধারিত ১২৯১ খৃষ্টাব্দ রঘুনাথের জন্মকালটী ভুল হইয়া যায়।

এখন এতদুত্তরে যাহা বলিতে হইবে,তাহাতে বলিতে হইবে, হয়—ঐ "রঘুনাথ-শিষ্য বিশ্বনাথ"-রূপ প্রবাদটী ভুল, অথবা উক্ত "রসবাণতিথৌ—" শ্লোকটী ভুল, কিংবা আমাদের সময়টী ভুল। অবশ্য, এস্থলে আপাততঃ আমরা আমাদের সময়টীকে ভুল বলিলাম না ; কারণ, উহা প্রবাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া লাভ করা হয় নাই। যেহেতু, পক্ষধরের পুঁথির যে সময় ১২৭৮ খৃষ্টাব্দ, তাহা প্রবাদ নহে। অবশ্য, তথাপি উহার মধ্যে "পক্ষধরের শিষ্য রঘুনাথ" এই প্রবাদটী থাকিলেও ইহার বল যে কিছু অধিক, তাহাতে আর সন্দেহই হয় না। এখন তাহা হইলে অবশিষ্ট রহিল দুইটী পক্ষ। একটী রঘুনাথের শিষ্য বিশ্বনাথ—এই প্রবাদটী ভুল, অথবা উক্ত "রসবাণতিথৌ" শ্লোকটী ভুল। এতদুত্তরে আমরা আপাততঃ এই প্রবাদটীই ভুল বলিলাম। কারণ, বিশ্বনাথ ন্যায়-সূত্রবৃত্তির শেষে অন্য শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"শ্রীমচ্ছিরোমণি-বচঃ প্রচয়ৈরকারি।"

অর্থাৎ, "শিরোমণির বাক্য অবলম্বনে রচিত" তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, "বাক্য অবলম্বনে রচিত" এই ভাবটী দেখিয়া আমরা মনে করি—উহা সাক্ষাৎ শিষ্যের কথা নহে। কারণ, গদাধরও নিজ গ্রন্থে "শিরোমণির বাক্য অবলম্বনে রচিত" এইরূপ পদ-প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা,—

"অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ, পদপঙ্কজযুগং পুরদ্বিষঃ।
বিবৃণোতি গদাধরঃ সুধীরতিদুর্ব্বোধ-গিরঃ শিরোমণেঃ" ॥
ইতি অনুমানখণ্ডে গাদাধরী প্রারম্ভ।

অবশ্য, এই গদাধর যে শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন, তাহা সর্ব্বজন-সুবিদিত বিষয়। সুতরাং, বিশ্বনাথ যে শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন, তাহাই বরং এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হয়।

তাহার পর, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্রশাস্ত্রী এম এ মহাশয়

এই বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের (বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ১৯১০ সালের ৬ষ্ঠ ভাগ ৭ সংখ্যায় প্রকাশিত ভাষাপরিচ্ছেদ নামক প্রবন্ধে) লিখিত বিশ্বনাথের সময়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুক্তাবলী ভূমিকায় দেখাইতেছেন যে, বিশ্বনাথ ১৩৩২ (বা ১৪৬২) খৃষ্টাব্দের লোক, তাহাও আমাদের অনুকূল হয়। অবশ্য, তিনি এস্থলে বিশ্বনাথকে রঘুনাথের পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া উক্ত প্রবাদটীকে 'বোধ হয় ভুল' বলিয়াছেন, আমরা কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা না বলিলেও তাঁহার মতে বিশ্বনাথের সময় যে ১৩৩২ খৃষ্টাব্দ, তাহা গ্রহণ করিতে পারি, এবং যাঁহারা উপরি উক্ত যুক্তিটী দুর্ব্বল বিবেচনা করেন এবং "রঘুনাথ-শিষ্য বিশ্বনাথ"-রূপ প্রবাদটীকে প্রবল বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের নিকট অস্মন্নির্দ্ধারিত রঘুনাথের সময়ের নির্দ্দোষতা উল্লেখ করিতে পারি। কারণ, উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বিশ্বনাথের যুবাকাল যদি ১৩৩২ খৃষ্টাব্দ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিশ্বনাথ, ১২৯১ খৃষ্টাব্দে জাত রঘুনাথের ৪০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১২৯১+৪০ —১৩৩১ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের নিকট অধ্যয়ন করিতে পারেন। অতএব, এরূপেও আমাদের নির্দ্ধারিত রঘুনাথের সময় সম্বন্ধে কোন বাধা প্রাপ্ত হইতেছে না। বলা বাহুল্য, এস্থলে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষ ১৪৬২ খৃষ্টাব্দটী আমরা লইলাম না; কারণ, শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত সময় ধরিতে পিতাপুত্রের ব্যবধান-কাল ৪০ বৎসর ধরিয়াছেন। উহা আমাদের বিবেচনায় অস্বাভাবিক 'গড়পড়তা'।

তাহার পর, যদি "রসবাণতিথৌ" শব্দটী শকাব্দ না ধরিয়া সংবৎ ধরা যায়, তাহা হইলে সব গোলই মিটিয়া যায়। তবে এস্থলে শকাব্দকে সংবৎ ধরা হইবে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ, শ্লোক মধ্যে "শকেন্দ্রকালে" শব্দটী স্পষ্ট ভাবেই কথিত হইয়াছে। তথাপি আমাদের বোধ হয়—এরূপ ভুল নিতান্ত অসম্ভব নহে। কারণ, সংবৎটীও অব্দ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার প্রমাণও আছে। আর শকাব্দটী তাহা হইলে অব্দ অর্থে ব্যবহৃত না হইবে কেন? যাহা হউক, ইহা কষ্ট-কল্পনা এবং অন্য উত্তম প্রমাণের অভাবে আপাততঃ আমরা রঘুনাথের সময় ১২৯১—১৩৫০ খৃষ্টাব্দই ধরিলাম।

ফলকথা, বিশ্বনাথ, যদি রঘুনাথ-শিষ্য হন, তাহা হইলে, হয়—উক্ত "রসবাণতিথৌ" বাক্যটী ভুল, অথবা সংবৎকে শকাব্দ বলায় অন্যরূপ ভুল হইয়াছে বলিতে হইবে; আর যদি 'বিশ্বনাথ, রঘুনাথ-শিষ্য'—এই প্রবাদটী ভুল হয়, তাহা হইলে "রসবাণতিথৌ" এই বাক্যটী ভুল বা ইহাকে শকাব্দ বলা—কিছুই ভুল নহে বলিতে হইবে।

তবে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বনাথকে রঘুনাথের যে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন, তাহা আমরা সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, বিশ্বনাথ নিজ বৃত্তি-গ্রন্থমধ্যে ৩১শ সূত্রের বৃত্তিতে "ইতি ব্যাখ্যাতং দীধিতিকৃতা" এবং গ্রন্থশেষে যে "শ্রীমচ্ছিরোমণিবচঃ প্রচয়ৈরকারি" বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা-সাধন অসম্ভব। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, গ্রন্থশেষে ঐ শ্লোকটী নাই, কিন্তু তাহা স্বর্গীয় জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থেও আছে।

তথায় কেবল উক্ত সময়-জ্ঞাপক শ্লোকটী নাই, সত্য। সুতরাং, অস্মন্নির্দ্দিষ্ট মতে, পক্ষধর ও রঘুনাথের সময় এতদ্দ্বারা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়, এই বিশ্বনাথ যে অন্য, এবং ইহাঁর বংশপরম্পরা যে ভট্টনারায়ণ হইতে—প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিলে আমাদের সময় সম্বন্ধে কোন দোষ হয় না।

আর যদি বলা হয়—বিশ্বনাথ যখন বৃন্দাবন-বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী, তাহাও প্রমাণ নহে। কারণ, বৃন্দাবন, চৈতন্যদেব সৃষ্টি করেন নাই, মাহাত্ম্য মাত্র প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব, যে আকর্ষণে বৃন্দাবন গমন করেন, বিশ্বনাথ তাঁহার পূর্ব্বে বৃন্দাবনে সেই আকর্ষণেই গিয়াছেন বলিতে কি পারা যায় না? আর বাস্তবিক রঘুনাথকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলিলে চৈতন্যদেবেরই কিঞ্চিৎ গৌরব-হানি করা হয়। কারণ, যাঁহার মতে আজ লক্ষ লক্ষ লোক চলিতেছে, যাঁহাকে এত লোকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিতেছে, তিনি রঘুনাথকে নিজপথে আনিলেন না, ইহা তাঁহার প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে, অনেকের নিকট, বড় সুবিধাকর বলিয়া বোধ হয় না।

তবে রঘুনাথের অস্মন্নির্দ্দিষ্ট-সময়-সম্বন্ধে একটী প্রবল আপত্তি উঠিতে পারে এই যে, এ পর্য্যন্ত শিরোমণি মহাশয়ের যত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের লিখন-কাল ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের বলিয়া একটায়ও নাই। এজন্য, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে ১৫০০।২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত কবিয়াছেন। যাহা হউক, কেবল এই কারণে আপাততঃ আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলাম না। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কর্ম্মক্ষেত্র এখনও অসীমই রহিয়াছে বলিতে হইবে।

যাহা হউক, এইবার আমরা দেখিব—আমাদের প্রধান গ্রন্থকার মহামতি মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় কিরূপ ব্যক্তি ও তিনি কবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন?

মহামতি মথুরানাথ তর্কবাগীশ।

এইবার আমাদের আলোচ্য— মহামতি মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন-চরিত।

মথুরানাথ নবদ্বীপ-বাসী বাঙ্গালী। তাঁহার পিতার নাম শ্রীরাম তর্কালঙ্কার। মথুরা-নাথেরও জীবনবৃত্ত আজ সবিশেষ জানিতে পারা যায় না। অধ্যাপক-মুখে শুনা যায় যে, (১) তিনি প্রথমে পিতার নিকটই অধ্যয়ন করেন, এবং তথায় ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া পরে মহামতি রঘুনাথের শিষ্য হইয়া ছিলেন। (২) তাঁহার চিন্তামণিরহস্য নামক টীকা রচনার হেতু বড়ই সুন্দর শুনা যায়—গুরু রঘুনাথ একদিন অধ্যাপনা করিতেছেন। এমন সময়ে সহসা এক জন পণ্ডিত আসিয়া শিরোমণি মহাশয়ের নিকট একটী পূর্ব্বপক্ষ করিলেন। শিরোমণি মহাশয় অন্য-চিন্তায় ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাকে সময়ান্তরে আসিতে বলিলেন। মথুরানাথ নিজ গুরুকে, উত্তরদানে একটু পরাঙ্মুখ দেখিয়া গুরুর সম্মান-বৃদ্ধির জন্য আগন্তুককে বলিলেন "দেখুন, আপনার প্রশ্নের উত্তর এই,—গুরুদেব

এখন অন্যচিন্তায় নিমগ্ন, গুরুদেবের নিকট সময়ান্তরে ভাল করিয়া শুনিবেন।" শিরোমণি মহাশয়, মথুরানাথের প্রতিভা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং মথুরানাথের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুরানাথের ইহাতে কিন্তু মনে মনে একটু অভিমান হইল। ভাবিলেন—আমি এতদিন গুরু-সমীপে অবস্থান করিতেছি, তিনি আমার নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন!

মথুরানাথ, পিতার নিকট আসিয়া ঘটনাটী বলিলেন। পিতা বলিলেন "তুমি তোমার দীধিতি-টীকা শেষ করিয়া চিন্তামণিরও উপর একটী টীকা রচনা কর, লোকে তোমার ও তোমার গুরুদেব উভয়েরই প্রতিভার পরিচয় পাইবে।"

অতঃপর, তিনি গুরুদেবের গ্রন্থের উপর টীকা সম্পূর্ণ শেষ না করিয়াই চিন্তামণিরও পৃথক্ একটী টীকা রচনা আরম্ভ করিলেন। দীধিতির টীকা মথুরানাথ পঠদ্দশাতেই সম্পূর্ণ রচনা করেন। কেহ বলেন, মথুরানাথ দীধিতির যে টীকা রচনা করেন, তাহা দেখিয়াই তাঁহার পিতা তাঁহাকে চিন্তামণির উপর টীকা রচনা করিতে বলেন এবং সেই জন্যই তিনি চিন্তামণির উপর টীকা রচনা করেন। পিতা নাকি পুত্রের টীকা পড়িয়া চিন্তামণির অনেক স্থল ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন।

মথুরানাথ, এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান উপাধ্যায়, বল্লভাচার্য্য এবং পক্ষধরের গ্রন্থের উপরও টীকা রচনা করেন। ফলতঃ, তিনি ন্যায়-সূত্রের উপর টীকা প্রভৃতি অপর বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া নব্যন্যায়ের একটী নবযুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, মথুরানাথের টীকা ব্যতীত কেবল শিরোমণি মহাশয়ের টীকা বা তাহার টীকার সাহায্যে চিন্তামণির অনেক স্থল বুঝিতেই পারা যায় না।

(৩) শুনা যায়, শেষ-জীবনে মথুরানাথ কাশী বাস করেন। তিনি জ্যোতিঃ শাস্ত্র সাহায্যে নিজ মৃত্যুকালের আর সপ্তাহকাল অবশিষ্ট আছে জানিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়া অতি দ্রুতগতি নৌকাযোগে কাশীধামে আসেন এবং তথায় তাঁহার দেহান্ত হয়। এই সময় নাকি তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি মুক্তিবাদের টীকায় মুক্তির প্রতি জ্ঞানকেই হেতু বলিয়াছি, তাহা আমার ভুল হইয়াছে,—তাহা নহে; অর্থও মুক্তির প্রতি একটী হেতু। অর্থ না থাকিলে এত অল্প সময়ে আমি কাশীতে আসিতে পারিতাম না। ঘটনাটী মথুরানাথের শাস্ত্র-বিশ্বাসের পরিচায়ক বলিতে হইবে। তাঁহার আবির্ভাব-কাল সাধারণতঃ বলা হয় ৪০০ শত বৎসর।

মথুরানাথ, সম্ভবতঃ অধিক বয়সে বিবাহ করেন, অথবা তাঁহার অধিক বয়সে এক পুত্র হয়। কারণ, তিনি তাঁহার পুত্রের শিক্ষার শেষ দেখিতে পান নাই। (৪) শুনা যায়, মথুরানাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রের শিক্ষার জন্য সহধর্ম্মিনীকে বলিয়াছিলেন যে "পুত্রের বিদ্যার জন্য চিন্তিত হইও না, সে স্বয়ং আমার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিবে।" মথুরানাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী পুত্রকে এই কথা বলেন এবং পুত্র তদনুসারে কার্য্য করিয়া সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

মথুরানাথ সম্বন্ধে আর অধিক কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ, তাঁহার কাশীবাসই

এইরূপ ঘটিবার হেতু। বড়ই দুঃখের কথা যে, তাঁহার গ্রন্থগুলিও আজ আর সব পাওয়া যাইতেছে না।

যাহা হউক, মথুরানাথের গ্রন্থ দেখিয়া এইবার আমরা তাঁহার চরিত্রানুমান করিতে চেষ্টা করিব। এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকের প্রথম-লক্ষণেই তিনি যেরূপ নিবেশ করিয়া লক্ষণটীকে প্রায় নির্দ্দোষ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে হয়—তিনি অসাধ্য-সাধনেও পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার সাহস, দৃঢ়চেষ্টা ও বুদ্ধির বল অত্যন্ত অসাধারণ ছিল। অধিক কি, মথুরানাথের এই সব নিবেশ দেখিয়া গদাধর প্রভৃতি নিজ গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে বলিয়াছেন যে"তোমরা কি লক্ষণটীকে নির্দ্দোষ করিয়া তুলিতে চাও।" তৎপরে মথুরানাথের গ্রন্থ সাজাইবার শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি আকাঙ্ক্ষানুরূপ কথা বলিতে অদ্বিতীয়। আর এজন্য মনে হয়—তাঁহার মনুষ্য-চরিত্র বুঝিবার শক্তিও প্রচুর ছিল এবং লোককে বুঝাইবার শক্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি রঘুনাথের প্রদর্শিত পথে টীকা লিখিলেও নিজ স্বাধীনতা যথেষ্ট দেখাইয়াছেন; সুতরাং, সংযম, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণগ্রাম যে তাঁহাতে অতিমাত্রায় পরিস্ফুট ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। এক কথায় তাঁহার জীবন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্র-সেবী বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের জীবন; ব্রাহ্মণ্যাদিবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন ভাবই তাঁহাতে অভিব্যক্ত হয় নাই বলিতে পারা যায়। আর সেই জন্যই বোধ হয় ম্লেচ্ছপ্লাবিতদেশে—দিন দিন উৎসন্নোন্মুখ দেশে—তিনি পরমধর্ম্মজ্ঞানে স্বধর্ম্মপালন ও শাস্ত্রচিন্তা, বিশেষতঃ, ন্যায়চিন্তা করিয়াই জীবন-ক্ষয় করিয়াছিলেন।

মথুরানাথের আবির্ভাব-কাল।

মথুরানাথের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে চিন্তা করিলে মনে হয়—ইহা আরও অনিশ্চিত। প্রবাদ বিশ্বাস করিলে ইনি রঘুনাথের শিষ্য। অবশ্য সেই রঘুনাথ, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য, এবং রঘুনাথ ও বাসুদেব উভয়ই আবার পক্ষধরের শিষ্য। ওদিকে, আমরা সেই পক্ষধরের সময় দেখিয়াছি ১৫৯ ল, সং; অর্থাৎ ১২৭৮ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে। সুতরাং, ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে যদি পক্ষধরকে জীবিতও মনে করা যায়, তাহা হইলে মথুরানাথকে ৬০।৭০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩৩৭।৪৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার রূপে ধরা যায়। অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার জীবিত কাল বলিতে হয়। কিন্তু যদি "চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী রঘুনাথ" এই প্রবাদটী গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে মথুরানাথ চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে আবির্ভূত বলিতে হয়। কারণ, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য চৈতন্যদেব ও রঘুনাথ, সেই রঘুনাথের বৃদ্ধবয়সের শিষ্য মথুরানাথ। সুতরাং, তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-পাদের লোক হইতেছেন। ফলতঃ, এই উভয় পথে অন্ততঃ পক্ষে ১৫০ বৎসর ব্যবধান হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মথুরানাথের একখানি পুস্তকের লিখন-কাল হইতে নির্দ্ধারণ করেন যে, তিনি ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের লোক। কিন্তু, কত পূর্ব্বের, তাহা আর তিনি বলেন নাই। বলা বাহুল্য,

মথুরানাথ, রঘুনাথের শিষ্য ইহা নৈয়ায়িকগণ-মধ্যে প্রসিদ্ধ থাকিলেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কারণ, তাহা হইলে তিনি তাঁহার পিতার নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে গুরু রঘুনাথেরও নাম করিতেন, এবং দ্বিতীয়তঃ, আর একটা প্রবাদানুসারে মথুরানাথের শিষ্য যে ভাবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ এবং তাঁহার শিষ্য যে আবার জগদীশ তর্কালঙ্কার, তাহাও আর হইতে পারে না। যাহা হউক, এস্থলে আমরা মথুরানাথকে ভবানন্দের গুরু ধরিয়া তাঁহাকে আধুনিক জ্ঞান করিলাম, তাঁহাকে রঘুনাথের শিষ্য বলিয়া অত প্রাচীন মনে করিতে পারিলাম না। (নবদ্বীপ মহিমা এবং নদীয়া কাহিনী দ্রষ্টব্য।)

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ।

মদীয় অধ্যাপকদেব শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট আমি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। অধ্যয়ন-কালে তিনি যে সব কথা আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার অনেকই সম্প্রদায় লব্ধ হইলেও অনেক কথাই তাঁহার নিজ চিন্তাপ্রসূত। এজন্য, তিনিও এ গ্রন্থের গ্রন্থকার এবং তজ্জন্য এই সঙ্গে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তও আলোচ্য।

তর্কতীর্থ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী কান্দুরগাও গ্রামে ১৭৮৩ শকাব্দ পৌষ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। পিতামহ ৺রামজগন্নাথ শিরোমণি। ইঁহারা সামবেদী বশিষ্ঠগোত্র পাশ্চাত্য বৈদিক কুলীন বংশের ব্রাহ্মণ। পিতামহ ৺রামজগন্নাথ গঙ্গাতীরে বাস করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন। পিতামহ ৺রামজগন্নাথ এবং পিতা ৺হরচন্দ্র শেষ জীবনটী নিরন্তর জপ করিয়াই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

তর্কতীর্থ মহাশয় প্রায় দশবৎসর বয়সে প্রথমে গ্রামেই ৺উদয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিন্তু, এখানে পাঠের অসুবিধা হওয়ায় কিছুদিন পরেই ধলছত্র গ্রামে মাতুল ৺গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময় পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তর্কতীর্থ মহাশয়ের বিবাহ হয়। কিন্তু, এখানেও নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। এজন্য, তিনি মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া শুভাঢ্যা গ্রামনিবাসী ৺কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করেন; এবং এই স্থানেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি শেষ করেন। ইহার পর তর্কতীর্থ মহাশয় মহীসার গ্রামনিবাসী ৺গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিন্তু, সেখানে একটী সামাজিক দলাদলির ফলে অধ্যয়ন বন্ধ হইল, এবং অবশেষে ছয়গাও গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র-ন্যায়ভূষণের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ হইল। এখানে কিছু দুর অধ্যয়নের পর, তর্কতীর্থ মহাশয় কোটালিপাড়া-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তরত্নের নিকট অধ্যয়নার্থ আগমন করেন। এই স্থানে অধ্যয়নকালে ২৩ বৎসর বয়সে পণ্ডিত মহাশয়ের পত্নীবিয়োগ হয় এবং সেই বৎসরেই পুনরায় তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এখানে "পক্ষতা" পর্য্যন্ত গ্রন্থ শেষ করিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় মূলাজোড়ের টোলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের অপরাপর গ্রন্থ শেষ করেন, এবং তৎকালীন সদ্য-প্রবর্ত্তিত তীর্থ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া একটী রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। ইহার পর তর্কতীর্থ মহাশয় অর্থোপার্জ্জন-মানসে মুরসিদাবাদের একটী স্কুলে একটী পণ্ডিতের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু, ইহাতে তিনি বিদ্যার্জ্জনের অসুবিধা দেখিয়া কয়েক দিন পরেই উহা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি বাগবাজারে একটী টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন এবং বরাহনগরের ভিক্টোরিয়া স্কুলে পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু, এই সময় তর্কতীর্থ মহাশয়ের হৃদয়ে বিদ্যার্জ্জন ও ধনার্জ্জনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। তিনি উভয়ের সদ্ভাব-বিধানের নিমিত্ত স্কুলের কার্য্য এবং টোলে অধ্যাপনা করিতে করিতেই নিত্য কোন্নগর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের নিকট প্রাচীনন্যায় এবং নব্যন্যায়ের শব্দ-খণ্ড প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই অসাধারণ উদ্যমের কথা শুনিয়া স্বর্গীয় মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চিত্ত আকৃষ্ট হইল এবং মহারাজ তাঁহাকে নিজ সভাস্থ পণ্ডিতপদে বরণ করিলেন। এখানে কিন্তু, তর্কতীর্থ মহাশয় মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার সহিত বেদান্তাদির চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, বেদান্ত তখন তাঁহার অধ্যয়ন করা হয় নাই, অগত্যা তিনি স্বয়ং অতি যত্ন-সহকারে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং আবশ্যক হইলে তৎকালীন প্রধান বৈদান্তিক ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তর্কতীর্থ মহাশয় এইরূপে নানা অপঠিত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া সুপণ্ডিত মহারাজের পণ্ডিতসভা মধ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতেন। যাহা হউক, এই সুযোগে মহারাজের নানাশাস্ত্রীয় বুভুক্ষা-নিবৃত্তির জন্য তর্কতীর্থ মহাশয়কে নানাশাস্ত্র দেখিতে হইল। ১৩১৪ সালে মহারাজ স্বর্গগত হন, কিন্তু তদীয় উপযুক্ত পুত্র মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, কে, টী, মহোদয়ও পণ্ডিত মহাশয়কে সসম্মানে পূর্ব্বপদেই প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন এবং পণ্ডিত মহাশয়ও তাঁহার সাহায্যে নানাশাস্ত্রের আধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি গভর্ণমেণ্টের প্রথম শ্রেণীর বিশেষ বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। তর্কতীর্থ মহাশয়ের অনিচ্ছা বশতঃ আমরা তাঁহার গুণগ্রামের সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিতে পারিলাম না।

গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য-পরিচয়।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় প্রদত্ত হইল, এইবার গ্রন্থ-প্রতিপাদ্যের পরিচয় আলোচ্য।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য—ব্যাপ্তির লক্ষণ-নির্ণয়-উদ্দেশ্যে পরমত খণ্ডন। অর্থাৎ, যাঁহারা ব্যাপ্তির লক্ষণ "অব্যভিচরিতত্ব" বলেন এবং সেই অব্যভিচরিতত্ব বলিতে বক্ষ্যমাণ পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মত যে ঠিক নহে, ইহাই প্রদর্শন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এখন এই পরমত কি এবং তাহার খণ্ডনই বা কিরূপ, তাহা গ্রন্থ মধ্যে

কথিত হইয়াছে; অতএব তাহার কথা ভূমিকা মধ্যে আলোচনা না করিয়া ব্যাপ্তি-সংক্রান্ত অপরাপর আবশ্যক কথা আলোচনা করাই যুক্তি সঙ্গত।

যাহা হউক, এই অপরাপর কথার মধ্যে অধ্যয়ন-কালে সাধারণতঃ যাহা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা এই ;—

প্রথম—এই ন্যায়শাস্ত্রোক্ত বিষয়াবলীর মধ্যে এই ব্যাপ্তির স্থান কোথায় ?

দ্বিতীয়—কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কোথায় হয় ?

তৃতীয়—ব্যাপ্তি-লক্ষণ বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে যে জ্ঞান প্রয়োজন হয়, তাহা কি কি ?

বলা বাহুল্য, এই তিনটী বিষয়ের মধ্যে আবার বহু প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় অন্তর্নিবিষ্ট আছে, আমারা তাহাদের বিভাগ যথাস্থানে প্রদর্শন পূর্ব্বক একে একে আলোচনা করিব।

অতএব এখন দেখা যাউক ;—

প্রথম—এই ন্যায়শাস্ত্রোক্ত বিষয়াবলীর মধ্যে এই ব্যাপ্তির স্থান কোথায় ?

কিন্তু, এজন্য প্রথম দ্রষ্টব্য এতদন্তর্গত জ্ঞাতব্য বিষয় কতগুলি ? এবং তৎপরে দ্রষ্টব্য তাহাদের প্রত্যেকের পরিচয়ই বা কিরূপ ? প্রথমতঃ, দেখা যায়, এতদন্তর্গত জ্ঞাতব্যবিষয়গুলি এই ;—

(ক) নব্যন্যায়ের উৎপত্তি।	(গ) নব্যন্যায়ের লক্ষণ।
(খ) " ইতিহাস।	(ঘ) " আলোচ্য বিষয়।

(ঙ) নব্যন্যায়ের আলোচ্য মধ্যে ব্যাপ্তির স্থান কোথায় ?

আমাদের বোধ হয়, আপাততঃ এই বিষয়গুলি আলোচনা করিতে পারিলে বাহিরের অনেক কথা বুঝিতে পারা যাইবে; অধিক কি, এই ব্যাপ্তি-পঞ্চক-পাঠের পূর্ব্বে সাধারণতঃ যে "ভাষাপরিচ্ছেদ" বা "তর্ক-সংগ্রহ" প্রভৃতি পঠিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠের ফলও কতকটা হইবে। যাহা হউক, এখন দেখা যাউক—নব্যন্যায়ের উৎপত্তি কিরূপ ?

নব্যন্যায়ের উৎপত্তি।

এই ন্যায়ের পিতা গৌতমের ন্যায়-দর্শন, এবং মাতা কণাদের বৈশেষিক-দর্শন। যে সময় নাস্তিক-দর্শন-মতগুলি বৈদিক-ধর্ম্মমতের উপর অতি ভীষণভাবে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছিল, যে সময় আস্তিক-দর্শন-মতগুলি পরস্পরের মধ্যে বাহ্বাস্ফোটন-পুরঃসর শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত, সেই সময় এই নব্য-ন্যায়ের জন্ম হয়। পিতা-মাতা-আত্মীয়-স্বজন সকলে শত্রু-সংহারে ব্যস্ত বলিয়া সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া কোনরূপ আনন্দ-উৎসব করিতে পারিলেন না, এবং তজ্জন্য লোকেও ইহার জন্ম-কথা অবগত হইল না। পরন্তু, নব্যন্যায়-বালক গঞ্জার-শিশুর ন্যায় নিভৃতস্থানে একাকীই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে আস্তিক-দর্শন-মতগুলি যখন শত্রু-দমনে সমর্থ হইলেন, তখন নব্যন্যায় ব্যোমশিবাচার্য্যের সপ্ত-পদার্থী নামক গ্রন্থ মধ্যে নিজ বাল্যরূপ প্রকাশ করিল। তৎপরে উদয়নাচার্য্যের লক্ষণাবলীর সময় ইনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন; কিন্তু, লোকে তখন ইঁহাকে ইঁহার মাতা বৈশেষিকের নামেই অভিহিত করিতে লাগিল। পরন্তু, নব্যন্যায়ের প্রাণে তাহা সহ্য

হইত না। তিনি স্বনাম-পুরুষ-ধন্য হইবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। অনন্তর গঙ্গেশের চিন্তামণি নামক গ্রন্থের সময় নব্যন্যায় প্রৌঢ় অবস্থায় পদার্পণ করিলেন এবং নিজ পিতৃনামে কিঞ্চিৎ উপাধি সংযুক্ত করিয়া "নব্যন্যায়"রূপে নিজ নাম প্রচার পূর্ব্বক নিজ শত্রু, জ্ঞাতি, কুটুম্ব প্রভৃতি সকলকে নিজ বাহুবল ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া বিমুগ্ধ করিলেন। বস্তুতঃ, তদবধি সকলে গঙ্গেশ-মহিমা বুঝিল, তদবধি সকলে গঙ্গেশ-প্রসাদ সেবনে এবং গঙ্গেশ-চরণামৃত-পানে সমুৎসুক হইল।

কিন্তু, জাহ্নবীদেবী সগরবংশ উদ্ধারের জন্য বঙ্গ-ভূমি অভিষিক্ত করিলে যেমন তাঁহার মহিমা জগতে প্রচারিত হয়, তদ্রূপ গঙ্গেশ-চরণামৃত বঙ্গের রঘুনাথের হৃদয়ক্ষেত্র অভিষিক্ত করিলে তাঁহার মহিমা সম্যক প্রকাশ পাইল। রঘুনাথের "দীধিতি" চিন্তামণির সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা হইল। গঙ্গেশের দেশের লোক বহু চেষ্টাতেও যাহা করিতে পারেন নাই, বঙ্গের রঘুনাথ তাহা অনায়াসেই করিলেন। কেবল তাহাই নহে, রঘুনাথের দীধিতির পর মথুরানাথ, রঘুনাথের পথ অনুসরণ করিয়া চিন্তামণি-রহস্য নামক যে টীকা লিখিলেন, তাহাতে গঙ্গেশ-চরণামৃতের মহিমা আরও বাহুল্যরূপে প্রচারিত হইল, এবং প্রকারান্তরে তাঁহাদের নামেরও সার্থকতা এই টীকাদ্বয়ের মধ্যেও প্রচারিত হইল। অনন্তর, রঘুনাথের দীধিতির উপর জগদীশ ও গদাধরের টীকা মানব-বুদ্ধির এক দিকের শেষ-সীমা প্রদর্শন করিল, এবং তাহার পর হইতে নব্যন্যায় বলিলে সাধারণ লোকে গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণি, তাহার উপর রঘুনাথ ও মথুরানাথের টীকা এবং রঘুনাথের দীধিতির উপর জগদীশ ও গদাধরের টীকা প্রভৃতিই বুঝিয়া থাকে। বঙ্গদেশেই যেন নব্যন্যায়-রাজ্যের প্রধান রাজধানী হইয়া উঠিল।

কিন্তু, বাস্তবিক মিথিলাতেও নব্যন্যায়-রাজ্যের ঐশ্বর্য্য বড় অল্প রক্ষিত হইল না। গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং পৌত্র যজ্ঞপতি উপাধ্যায় পিতৃ-পিতামহের গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেন। বর্দ্ধমানের পর জয়দেব মিশ্র অপর নাম পক্ষধর মিশ্রও চিন্তামণির উপর আলোক নামক টীকা রচনা করেন। এই পক্ষধরের আলোকের উপর মহেশ-ঠাকুর আবার দর্পণ নামে এক টীকা রচনা করেন। এইরূপে মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলী বংশানুক্রমে গঙ্গেশের গ্রন্থের 'টীকার টীকা তস্য টীকা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিতে- লাগিলেন। বঙ্গেও কেবল রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধরে এই শাস্ত্র আবদ্ধ থাকিল না; ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বহু বিদ্বদ্বর্গের গ্রন্থ অদ্যাপিও বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত কত পণ্ডিতের কত গ্রন্থ যে কালের কবলে কবলিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মিথিলা ও বঙ্গের দেখাদেখি ভারতের অন্যান্য প্রদেশও চিন্তামণি রত্নলাভে ব্যগ্র হইয়াছিল। মাহারাষ্ট্র দেশের ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র 'তর্কচূড়ামণি' নামক এক উত্তম টীকা রচনা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতেও এ চেষ্টার অভাব হয় নাই। বস্তুতঃ, চিন্তামণির জন্য ভারতের নানা প্রদেশের মধ্যে বেশ একটা বিগ্রহ উপস্থিত হয়। কিন্তু, ভগবদিচ্ছায় উহা এখন

বঙ্গবাসীরই করায়ত্ত হইয়া রহিয়াছে; জানি না বঙ্গবাসী এ রত্ন আর কতদিন রক্ষা করিতে পারিবেন? গত বৎসর নাকি তর্কতীর্থ-পরীক্ষাতে একটীও বাঙ্গালী পরীক্ষার্থী ছিল না, কিছু-দিন হইতে ন্যায়রত্ন, তর্কবাগীশ ও তর্কতীর্থ সন্তানগণ উকিল, হাকিম ও কেরানী হইতেছেন।

যাহা হউক, পিতা সুমিষ্ট খাদ্য কিছু পাইলে যেমন পুত্রকে তাহা আস্বাদ করাইবার জন্য লালায়িত হন, তদ্রূপ এই নব্যন্যায়ামৃতকে গঙ্গেশের কিছু পরেই বালকের আস্বাদনীয় করিবার জন্য বিজ্ঞপণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে একটা চেষ্টার স্রোত পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে নব্যন্যায়ের মতাবলম্বনে নানা জনে নানা গ্রন্থ বালবোধোপযোগী করিয়া রচনা করিতে লাগিলেন, এবং এই রূপে ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, তর্কসংগ্রহ, পদার্থদীপিকা, তর্ককৌমুদী প্রভৃতি অগণ্য গ্রন্থের উৎপত্তি হইতে লাগিল। ফলতঃ, নব্যন্যায়ের আবির্ভাবে দার্শনিক-জগতে এক নবযুগের আবির্ভাব হইল। আজ নব্যন্যায়ের আলোকে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই পঠিত হইতেছে। এমন কি গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিকও এই নব্যন্যায়ালোকে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। নব্যন্যায় সাহায্যে যদি কোন শাস্ত্র পঠিত না হয়, তাহা হইলে সে শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যই স্বীকৃত হয় না। নব্যন্যায় আজ চক্ষুষ্মানের পক্ষে দিবাকর স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই হইল নব্যন্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি কথা।

যাঁহাদের অধিক জানিতে হইবে, তাঁহারা বিশ্বকোষের "ন্যায়" শব্দ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ, স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিরচিত পুঁথির বিবরণ এবং বেঙ্গল এসিয়াটীক সোসাইটীর পুস্তক-তালিকা, ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তক-তালিকা, নানা পণ্ডিত জনের প্রবন্ধপুষ্ট ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরি, বেঙ্গল এসিয়াটীক সোসাইটীর জর্ণাল, ইটালীয় পণ্ডিত সাউলি প্রণীত একখানি গ্রন্থ, বোম্বাই প্রদেশে প্রচারিত নানা তর্কসংগ্রহের সংস্করণগুলি এবং কাশীতে প্রকাশিত ন্যায়-গ্রন্থাবলীর ভূমিকা প্রভৃতি দেখিতে পারেন।

এইবার আমরা এতৎ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিষয়টী আলোচনা করিব, অর্থাৎ দেখিব এই নব্যন্যায়ের ইতিহাস কিরূপ?

নব্যন্যায়ের ইতিহাস।

এই নব্যন্যায়ের আদি-প্রবর্ত্তক কে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। শুনা যাইতেছে—ব্যোমশিবাচার্য্যের সপ্তপদার্থী এই মতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই ব্যোমশিব, উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী—ইহা উদয়নের গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হয়। এজন্য ভিজিয়ানাগ্রাম সংস্কৃত পুস্তকাবলীর অন্তর্গত সপ্তপদার্থী নামক গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। এই উদয়নের সময় ৯৮৪ খৃষ্টাব্দ—ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সুতরাং, ব্যোমশিব ৯৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। আর যদি রাজশেখর সুরির কথা বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে ইনি ন্যায়কন্দলীকার

শ্রীধরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। এই শ্রীধর ৯৯১ খৃষ্টাব্দে কন্দলীগ্রন্থ রচনা করিলেও ইনি উদয়ন অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং, ব্যোমশিব এই শ্রীধরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, রাজশেখর সূরি প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের টীকাকারের নাম উল্লেখ-কালে প্রথমেই ব্যোমশিবের নাম করিয়াছেন, তৎপরে কন্দলীকারের নাম করিয়াছেন এবং তৎপরে উদয়নের নাম করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাতে একটী ক্রম লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং, ব্যোমশিব ৯৫০ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। এজন্য নির্ণয়সাগর হইতে প্রকাশিত সপ্তপদার্থী ভূমিকা দ্রষ্টব্য। আর যদি মাধবীয় শঙ্কর-বিজয়ের কথা বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে ব্যোমশিব, শঙ্করেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, নীলকণ্ঠ, শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া পরিশেষে ব্যোমশিবের সপ্তপদার্থের মতাবলম্বনে বিচার করিতে লাগিলেন—মাধব এইরূপ বলিয়াছেন। শঙ্করের সময় ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ। এজন্য মৎকৃত "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ" এবং বিশ্বকোষের "শঙ্করাচার্য্য" শব্দ দ্রষ্টব্য। সুতরাং, ব্যোমশিব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর লোক। বলা বাহুল্য, মীমাংসক-শ্রেষ্ঠ প্রভাকরের সময় যেরূপ পদার্থ-তত্ত্ববিচার দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় কুমারিলের পূর্ব্ববর্ত্তী এই প্রভাকরের সময়ই এই ব্যোমশিবের আবির্ভাব-কাল। যাহা হউক, ইহা ব্যোমশিবের সময়ের আধুনিক সীমা হইতে পারে। ইঁহার সময়ের প্রাচীন সীমা প্রশস্তপাদের সময় হইবে। প্রশস্তপাদ, বাৎস্যায়নের পরবর্ত্তী। কারণ, তিনি বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্য হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এজন্য জর্ম্মান্ পণ্ডিত জেকবির প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই বাৎস্যায়ন জেকবির মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতেও বাৎ-স্যায়ন প্রায় ঐ সময়ের লোক। এজন্য ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ দ্রষ্টব্য। দেশীয় প্রবাদ অনুসারে বাৎস্যায়নই চাণক্য। এজন্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল লিখিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কৃত ন্যায়-ভাষ্যানুবাদ-উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য; অর্থাৎ এই মতে বাৎস্যায়ন খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর লোক। সুতরাং, ব্যোমশিবের সময় খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে হইতেছে। অবশ্য, পাশ্চাত্য-মত গ্রহণ করিলে তাঁহার সময় হয়ত খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে হয়। কিন্তু, ইহার মধ্যে কোন্‌টী ঠিক, তাহা নির্ণয়ের উপায় এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। বহু পাশ্চাত্য বা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পণ্ডিতবর্গের প্রবৃত্তি যেন আমাদের সভ্যতাটাকে আধুনিক করা, এবং বহু হিন্দু ও হিন্দুভাবাপন্ন পণ্ডিতবর্গের প্রবৃত্তি তাহাদিগকে প্রাচীন প্রতিপন্ন করা। প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মতে বর্ত্তমান বৌদ্ধ-মতের পূর্ব্বে বৌদ্ধ-মত এবং হিন্দু সভ্যতা ছিল না, বৌদ্ধদিগের সবই নূতন-উদ্ভাবিত এবং হিন্দুর সভ্যতা বৌদ্ধ-যুগের পর। কিন্তু, হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই, তাহা ছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রথম শ্রেণী বলেন, গ্রন্থ বা অপর গ্রন্থে উল্লেখ না থাকিলে, শিলালিপি বা তাম্রশাসন না থাকিলে কোন কথা বিশ্বাস্য নহে; দ্বিতীয় শ্রেণী কিন্তু প্রাবাদও বিশ্বাস করেন। ফলকথা, এ ক্ষেত্রে সত্য-নির্ণয় এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, আপাততঃ দেখা যাইতেছে নব্যন্যায়ের ইতিহাসে প্রধান ব্যক্তিবৃন্দ

প্রথম ব্যোমশিব, তৎপরে যথাক্রমে শ্রীধর, উদয়ন, বল্লভ, গঙ্গেশ, বর্দ্ধমান, যজ্ঞপতি, পক্ষধর, বাসুদেব, রুচিদত্ত, মহেশঠাকুর, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ, মথুরানাথ, ভবানন্দ, জগদীশ, গদাধর এবং তাঁহাদের সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গ। ইহাঁরাই আবির্ভূত হইয়া নব্যন্যায়ের সাম্রাজ্য বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহাই হইল নব্যন্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাবলী মধ্যে দ্রষ্টব্য। এইবার দেখা যাউক, নব্যন্যায়ের লক্ষণ কি ?

নব্যন্যায়ের লক্ষণ।

নব্যন্যায় কি, এসম্বন্ধেও মতভেদ বিদ্যমান। (১) এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মত—চিন্তামণি গ্রন্থই নব্যন্যায়ের আদি গ্রন্থ। ব্যোমশিবের সপ্তপদার্থী, উদয়নের লক্ষণাবলী, মুক্তাবলী, তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি নব্যন্যায় নহে। চিন্তামণি প্রভৃতি এই সব গ্রন্থে সপ্ত পদার্থ এবং কণাদের গ্রন্থে ছয় পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহারা নব্যন্যায় নহে। কারণ, কণাদের গ্রন্থে ছয় পদার্থ স্বীকৃত হইলেও অধিকরণসিদ্ধান্ত-বলে কণাদকে সপ্ত-পদার্থ-বাদী বলিতে পারা যায়। অতএব, সপ্ত-পদার্থ-বাদী হইলেই নব্যন্যায় হইতে পারে না—চিন্তামণিই নব্যন্যায়। (২) আবার কেহ কেহ বলেন—ব্যোমশিবের সপ্তপদার্থী এবং উদয়নের লক্ষণাবলী নব্য-ন্যায় নহে; চিন্তামণিই নব্যন্যায়; এবং সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী ও তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি নব্য ও প্রাচীন ন্যায়ের সংমিশ্রণ স্বরূপ। যেহেতু, অনুমিতি প্রভৃতি স্থলে ইহাদিগের মধ্যে নব্যের সূক্ষ্মতা আছে,এবং কণাদের সপ্ত পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় ইহারা বৈশেষিক-শাস্ত্র-বিশেষ, এবং গৌতমের প্রমাণ চারিটী গৃহীত হওয়ায় ইহারা ন্যায়-শাস্ত্র-বিশেষ। (৩) আবার আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত বলেন—যাহা চিন্তামণির পরে রচিত, তাহাই নব্য নামে অভিধেয়, সময়ানুসারেই নব্য-প্রাচীন নাম-করণ করিতে হইবে। অতএব, চিন্তামণি, মুক্তাবলী, তর্কসংগ্রহ—ইহারা নব্যন্যায় এবং ব্যোমশিবের সপ্তপদার্থী ও উদয়নের লক্ষণাবলী—ইহারা বৈশেষিক শাস্ত্র। (৪) অন্য এক সম্প্রদায় বলেন—যাহাতে কেবল প্রমাণ-মাত্র সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইয়াছে, প্রমেয় সম্বন্ধে তাদৃশ আলোচনা নাই, অর্থাৎ যাহা কেবল তর্কশাস্ত্র বিশেষ,—মোক্ষোপায়-বর্ণন, জগৎ-কারণ প্রভৃতি নির্ণয়, যাহার লক্ষ্য নহে, সেই ন্যায়শাস্ত্রের নাম নব্যন্যায়। আর এই কারণে নব্যন্যায়ের উৎপত্তি বৌদ্ধগণের ন্যায়শাস্ত্র হইতে হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেহেতু, ধর্ম্মকীর্ত্তির "ন্যায়বিন্দু" জাতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ গঙ্গেশের পূর্ব্বে প্রমাণ-মাত্র আলোচনায় পর্য্যবসিত। আর এই জন্য গঙ্গেশের পূর্ব্বে যদি হিন্দুপক্ষে ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা ভাসর্ব্বজ্ঞের ন্যায়সারেই সিদ্ধ হইতে পারে। যেহেতু, ভাসর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহা প্রমাণ-মাত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত। নব্যন্যায় সম্বন্ধে এইরূপ নানা জনে নানা মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, আমাদের বোধ হয়—নব্যন্যায় ব্যোমশিবের সপ্তপদার্থীর সময় নিজ বাল্যরূপ

প্রকাশ করিয়াছে; উৎপত্তি ইহার ঠিক জানা যায় না; এবং সপ্তপদার্থী এই নামটাই নব্যত্বের একটা প্রধান হেতু। কারণ, কণাদ ষট্‌-পদার্থ-বাদী—ইহা ভারত ও পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্র সাক্ষ্য দেয়। সাংখ্য-সূত্রে কণাদের মতকে ষট্‌-পদার্থ-বাদীর মত বলা হইয়াছে, যথা;—

"ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ" ১।২৫

বেদান্তদর্শন-শঙ্করভাষ্যেও বৈশেষিককে ষট্‌-পদার্থবাদী বলা হইয়াছে, যথা;—

"অপি চ বৈশেষিকাঃ তন্ত্রার্থভূতান্ ষট্‌পদার্থান্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্য-বিশেষসমবায়াখ্যান্ অত্যন্তভিন্নান্ ভিন্নলক্ষণান্ অভ্যুপগচ্ছন্তি।" ২০২পৃষ্ঠা কা, সং।

"ন চ বৈশেষিকৈঃ কল্পিতেভ্যঃ ষড়্‌ভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ অন্যে অধিকাঃ শতং সহস্রং বার্থা ন কল্পিতব্যা ইতি নিবারকো হেতুরস্তি।" ২১০ পৃ, ঐ, ২।২।১৭ পৃষ্ঠা।

সুতরাং, সপ্তপদার্থী এই নামকরণেই ব্যোমশিবের গ্রন্থ বৈশেষিক নহে সিদ্ধ হইতেছে। যদি বলা হয়, অধিকরণ-সিদ্ধান্ত-বলে কণাদেরও সপ্তপদার্থ স্বীকৃত—বলিব। তাহা হইলে বলিব—অভাবটী প্রাচীনমতে অধিকরণ-স্বরূপ, এবং অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয় বলিয়া উহা তখন ঠিক পদার্থরূপে স্বীকৃত হয় নাই। নব্যমতে ইহা অধিকরণ-স্বরূপ নহে এবং অভাবের অভাবটীও প্রতিযোগীর স্বরূপ নহে বলিয়া অভাবকে একটী পৃথক্ পদাথ বলা হইয়াছে; সুতরাং, ইহা প্রাচীন মতে প্রকৃত পদার্থ-পদবাচ্য নহে। আর তজ্জন্য বৈশেষিককে অধিকরণ-সিদ্ধান্ত-বলে সপ্তপদার্থবাদী বলা ঠিক নহে। আর যদি বলা হয়—চিন্তামণিকার পদার্থ-তত্ত্বের উল্লেখ না করায়—নব্যত্বের লক্ষণ—কেবল প্রমাণ-তত্ত্বের আলোচনা; তাহা হইলে বলিব, তাহাও নহে। কারণ, চিন্তামণিকারও সপ্তসদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু, উপমান-চিন্তামণি গ্রন্থে শক্তি ও সাদৃশ্যের সপ্তপদার্থাতিরিক্তত্ব-সংক্রান্ত প্রস্তাবটী খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহা মুক্তাবলী গ্রন্থেও স্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে। সুতরাং, নব্যত্বের লক্ষণ ওরূপ নহে, পরন্তু সপ্ত-পদার্থ-বাদিতাই তাহার লক্ষণ—ইহা বলিতে পারা যায়।

তাহার পর, গঙ্গেশ, চিন্তামণিতে প্রমাণ-চতুষ্টয়ের কথাই বিশেষভাবে বলিলেও এক ঈশ্বরানুমান-প্রকরণে প্রমেয়-নিরূপণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ, পরমাত্ম-ভিন্ন যাবৎ পদার্থের জ্ঞান-পূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনন করিবার জন্য, যে ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রবৃত্তি, সেই প্রয়োজনটী প্রমাণের কথা নিঃশেষে বলিয়া ঈশ্বরানুমান-প্রকরণে ঈশ্বর সম্বন্ধে সবিশেষভাবে বলাতেই যথেষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। নিতান্ত নব্য যে জগদীশ, তিনি তাঁহার তর্কামৃতে এবং সেই প্রাচীন ব্যোমশিবও তাঁহার সপ্তপদার্থীতে এই শাস্ত্রের প্রয়োজন সম্বন্ধে এই রূপই বলিয়াছেন। ইহাতে মোক্ষোপায় নির্দ্দেশরূপ দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজনই যে, এই শাস্ত্রেরও প্রয়োজন, তাহা স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। সুতরাং, সপ্তপদার্থ এবং প্রমাণ-চতুষ্টয় স্বীকার পূর্ব্বক গৌতমীয় ন্যায় ও কণাদের বৈশেষিক-দর্শনের মতদ্বয়ের অন্যতর মতাবলম্বনে যে হিন্দুর ন্যায়-শাস্ত্র, তাহাই নব্য-ন্যায়শাস্ত্র। ইহা তর্কশাস্ত্র নহে, ইহা বৌদ্ধ বা জৈনগণের আবিষ্কৃত সত্য হিন্দুর বেশভূষাবিমণ্ডিত শাস্ত্রবিশেষ নহে। ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দুতে পদার্থ-তত্ত্ব কথিত

হয় নাই, তথায় কেবল প্রমাণ-তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে চিন্তামণিগ্রন্থে উভয়ই কথিত হইয়াছে; যেহেতু, পদার্থতত্ত্ব তথায় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

আর যদি বলা যায়—জৈনগণের ন্যায়মধ্যেও পদার্থতত্ত্ব এবং প্রমাণতত্ত্ব উভয়ই কথিত হইয়াছে; সুতরাং, ইহা জৈনগণের সম্পত্তি হইবে না কেন? কিন্তু, তাহাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তাহাদের পদার্থতত্ত্ব অন্যরূপ, নব্যন্যায়ের পদার্থতত্ত্ব অন্যরূপ। যেমন, যুদ্ধ উদ্দেশ্য করিয়া উভয়পক্ষ নূতন নূতন অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার করে, বৌদ্ধ-জৈনগণের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর পক্ষ হইতে ইহা তদ্রূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাকে উহাদের নকল বলিবার আবশ্যকতা নাই। বরং, পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্থান করিতে হইলে যেমন নবশক্তি প্রথমতঃ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অনুকরণ করে পরে নূতন উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রাচীনকাল-প্রবর্ত্তিত কণাদের পদার্থতত্ত্ব দেখিয়া জৈন-বৌদ্ধগণ নিজ নিজ দর্শন ও তর্কশাস্ত্র রচনা করিলে হিন্দুগণ যে, প্রাচীন নিজ উপকরণ সাহায্যে নূতন উদ্ভাবন করিলেন, তাহাই তাঁহাদের নব্য-ন্যায়। যাহার কিছু থাকে, সে-ই নূতন করিয়া গড়িয়া থাকে; যাহার কিছু নাই, সে-ই অনুকরণ করে, ইহা একটী প্রবল স্বাভাবিক নিয়ম। এজন্য, যাঁহারা নব্যন্যায়ের উদ্ভাবন-কার্য্য—অহিন্দুর হস্তে দিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তির দৃঢ়তা আমাদের নিকট এখনও সম্যক্ উপলব্ধ হইল না।

বরং, একদিন এরূপ অনুমান করা চলে যে, বেদ-অমান্যকারী নাস্তিকগণকে বেদের প্রামাণ্য বুঝাইবার জন্য মীমাংসকগণ, বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া—শব্দ নিত্য বলিয়া বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যখন বেদকে পৌরুষেয়—ঈশ্বর প্রণীত এবং শব্দ অনিত্য বলিয়া বিভিন্ন পথে মীমাংসকগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, তখন মীমাংসকশ্রেষ্ঠ প্রভাকর প্রভৃতি, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক-মতের পদার্থতত্ত্ব-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া গৃহবিবাদে ব্যাপৃত হইলে, যাঁহারা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক এই উভয় মতের সামঞ্জস্য-রক্ষা-পূর্ব্বক-পদার্থ-তত্ত্ব-স্থাপন-পূর্ব্বক মীমাংসকের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে নব্যন্যায়ের উৎপত্তি—তাঁহাদের নিকটই নব্যন্যায় প্রকৃতপক্ষে ঋণী। চিন্তামণি গ্রন্থারম্ভে গঙ্গেশের "গুরুভির্জ্ঞাত্বা গুরূণাং মতম্" বাক্যটী দেখিলে এই কথাই মনে হয়, এবং পদার্থ-সংখ্যা-নির্ণয়স্থলে মীমাংসক-সম্মত "শক্তি" ও "সাদৃশ্য" অতিরিক্ত পদার্থ নহে—শুনিলে ঐ কথাই আরও দৃঢ় হয়। অতএব, নব্যন্যায়ের পিতা-মাতা—গৌতমের ন্যায় ও কণাদের বৈশেষিক, জ্ঞাতি শত্রু—মীমাংসক, এবং বিজাতীয় আততায়ী শত্রু—জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিকগণ। ইঁহারাই ইহার নিমিত্ত-হেতু। আর যাঁহারা ইহাকে বৈশেষিক কিংবা ন্যায়শাস্ত্রই বলিতে চাহেন, তাঁহাদের কথাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, নব্যন্যায়ে বহুস্থলে দেখা যায়—কখন ন্যায়-মত, কখন বৈশেষিক-মত গৃহীত হইতেছে। এজন্য বিস্তৃত বিবরণ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এইগুলি অতি সুন্দরভাবে ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী ভূমিকায় প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে আমরা আর এস্থলে তাহা প্রদর্শন করিলাম না।

প্রকাশ করিয়াছে; উৎপত্তি ইহার ঠিক জানা যায় না; এবং সপ্তপদার্থী এই নামটীই নব্যত্বের একটী প্রধান হেতু। কারণ, কণাদ ষট্-পদার্থ-বাদী—ইহা ভারত ও পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্র সাক্ষ্য দেয়। সাংখ্য-সূত্রে কণাদের মতকে ষট্-পদার্থ-বাদীর মত বলা হইয়াছে, যথা;—

"ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ" ১।২৫

বেদান্তদর্শন-শঙ্করভাষ্যেও বৈশেষিককে ষট্-পদার্থবাদী বলা হইয়াছে, যথা;—

"অপি চ বৈশেষিকাঃ তন্ত্রার্থভূতান্ ষট্পদার্থান্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্য-বিশেষসমবায়াখ্যান্ অত্যন্তভিন্নান্ ভিন্নলক্ষণান্ অভ্যুপগচ্ছন্তি।" ২০২পৃষ্ঠা কা, সং।

"ন চ বৈশেষিকৈঃ কল্পিতেভ্যঃ ষড়্‌ভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ অন্যে অধিকাঃ শতং" সহস্রং বার্থা ন কল্পিতব্যা ইতি নিবারকো হেতুরস্তি।" ২১০ পৃ, ঐ, ২।২।১৭ পৃষ্ঠা।

সুতরাং, সপ্তপদার্থী এই নামকরণেই ব্যোমশিবের গ্রন্থ বৈশেষিক নহে সিদ্ধ হইতেছে।

যদি বলা হয়, অধিকরণ-সিদ্ধান্ত-বলে কণাদেরও সপ্তপদার্থ স্বীকৃত—বলিব। তাহা হইলে বলিব—অভাবটী প্রাচীনমতে অধিকরণ-স্বরূপ, এবং অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয় বলিয়া উহা তখন ঠিক পদার্থরূপে স্বীকৃত হয় নাই। নব্যমতে ইহা অধিকরণ-স্বরূপ নহে এবং অভাবের অভাবটীও প্রতিযোগীর স্বরূপ নহে বলিয়া অভাবকে একটী পৃথক্ পদার্থ বলা হইয়াছে; সুতরাং, ইহা প্রাচীন মতে প্রকৃত পদার্থ-পদবাচ্য নহে। আর তজ্জন্য বৈশেষিককে অধিকরণ-সিদ্ধান্ত-বলে সপ্তপদার্থবাদী বলা ঠিক নহে। আর যদি বলা হয়—চিন্তামণিকার পদার্থ-তত্ত্বের উল্লেখ না করায়—নব্যত্বের লক্ষণ—কেবল প্রমাণ-তত্ত্বের আলোচনা; তাহা হইলে বলিব, তাহাও নহে। কারণ, চিন্তামণিকারও সপ্তসদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু, উপমান-চিন্তামণি গ্রন্থে শক্তি ও সাদৃশ্যের সপ্তপদার্থাতিরিক্তত্ব-সংক্রান্ত প্রস্তাবটী খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহা মুক্তাবলী গ্রন্থেও স্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে। সুতরাং, নব্যত্বের লক্ষণ ওরূপ নহে, পরন্তু সপ্ত-পদার্থ-বাদিতাই তাহার লক্ষণ—ইহা বলিতে পারা যায়।

তাহার পর, গঙ্গেশ, চিন্তামণিতে প্রমাণ-চতুষ্টয়ের কথাই বিশেষভাবে বলিলেও এক ঈশ্বরানুমান-প্রকরণে প্রমেয়-নিরূপণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ, পরমাত্ম-ভিন্ন যাবৎ পদার্থের জ্ঞান-পূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনন করিবার জন্য, যে ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রবৃত্তি, সেই প্রয়োজনটী প্রমাণের কথা নিঃশেষে বলিয়া ঈশ্বরানুমান-প্রকরণে ঈশ্বর সম্বন্ধে সবিশেষভাবে বলাতেই যথেষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। নিতান্ত নব্য যে জগদীশ,তিনি তাঁহার তর্কামৃতে এবং সেই প্রাচীন ব্যোমশিবও তাঁহার সপ্তপদার্থীতে এই শাস্ত্রের প্রয়োজন সম্বন্ধে এই রূপই বলিয়াছেন। ইহাতে মোক্ষোপায় নির্দ্দেশরূপ দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজনই যে, এই শাস্ত্রেরও প্রয়োজন, তাহা স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। সুতরাং,সপ্তপদার্থ এবং প্রমাণ-চতুষ্টয় স্বীকার পূর্ব্বক গৌতমীয় ন্যায় ও কণাদের বৈশেষিক-দর্শনের মতদ্বয়ের অন্যতর মতাবলম্বনে যে হিন্দুর ন্যায়-শাস্ত্র, তাহাই নব্য-ন্যায়শাস্ত্র। ইহা তর্কশাস্ত্র নহে, ইহা বৌদ্ধ বা জৈনগণের আবিষ্কৃত সত্য হিন্দুর বেশভূষাবিমণ্ডিত শাস্ত্রবিশেষ নহে। ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দুতে পদার্থ-তত্ত্ব কথিত

হয় নাই, তথায় কেবল প্রমাণ-তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে চিন্তামণিগ্রন্থে উভয়ই কথিত হইয়াছে; যেহেতু, পদার্থতত্ত্ব তথায় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

আর যদি বলা যায়—জৈনগণের ন্যায়মধ্যেও পদার্থতত্ত্ব এবং প্রমাণতত্ত্ব উভয়ই কথিত হইয়াছে; সুতরাং, ইহা জৈনগণের সম্পত্তি হইবে না কেন? কিন্তু, তাহাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তাহাদের পদার্থতত্ত্ব অন্যরূপ, নব্যন্যায়ের পদার্থতত্ত্ব অন্যরূপ। যেমন, যুদ্ধ উদ্দেশ্য করিয়া উভয়পক্ষ নূতন নূতন অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার করে, বৌদ্ধ-জৈনগণের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর পক্ষ হইতে ইহা তদ্রূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাকে উহাদের নকল বলিবার আবশ্যকতা নাই। বরং, পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্থান করিতে হইলে যেমন নবশক্তি প্রথমতঃ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অনুকরণ করে পরে নূতন উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রাচীনকাল-প্রবর্ত্তিত কণাদের পদার্থতত্ত্ব দেখিয়া জৈন-বৌদ্ধগণ নিজ নিজ দর্শন ও তর্কশাস্ত্র রচনা করিলে হিন্দুগণ যে, প্রাচীন নিজ উপকরণ সাহায্যে নূতন উদ্ভাবন করিলেন, তাহাই তাঁহাদের নব্য-ন্যায়। যাহার কিছু থাকে, সে-ই নূতন করিয়া গড়িয়া থাকে; যাহার কিছু নাই, সে-ই অনুকরণ করে, ইহা একটী প্রবল স্বাভাবিক নিয়ম। এজন্য, যাঁহারা নব্যন্যায়ের উদ্ভাবন-কার্য্য—অহিন্দুর হস্তে দিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তির দৃঢ়তা আমাদের নিকট এখনও সম্যক্ উপলব্ধ হইল না।

বরং, একদিন এরূপ অনুমান করা চলে যে, বেদ-অমান্যকারী নাস্তিকগণকে বেদের প্রামাণ্য বুঝাইবার জন্য মীমাংসকগণ, বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া—শব্দ নিত্য বলিয়া বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যখন বেদকে পৌরুষেয়—ঈশ্বর প্রণীত এবং শব্দ অনিত্য বলিয়া বিভিন্ন পথে মীমাংসকগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, তখন মীমাংসকশ্রেষ্ঠ প্রভাকর প্রভৃতি, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক-মতের পদার্থতত্ত্ব-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া গৃহবিবাদে ব্যাপৃত হইলে, যাঁহারা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক এই উভয় মতের সামঞ্জস্য-রক্ষা-পূর্ব্বক-পদার্থ-তত্ত্ব-স্থাপন-পূর্ব্বক মীমাংসকের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে নব্যন্যায়ের উৎপত্তি—তাঁহাদের নিকটই নব্যন্যায় প্রকৃতপক্ষে ঋণী। চিন্তামণি গ্রন্থারম্ভে গঙ্গেশের "গুরুভির্ব্যাখ্যা গুরুণাং মতম্" বাক্যটী দেখিলে এই কথাই মনে হয়, এবং পদার্থ-সংখ্যা-নির্ণয়স্থলে মীমাংসক-সম্মত "শক্তি" ও "সাদৃশ্য" অতিরিক্ত পদার্থ নহে—শুনিলে ঐ কথাই আরও দৃঢ় হয়। অতএব, নব্যন্যায়ের পিতা-মাতা—গৌতমের ন্যায় ও কণাদের বৈশেষিক, জ্ঞাতি শত্রু—মীমাংসক, এবং বিজাতীয় আততায়ী শত্রু—জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিকগণ। ইহাঁরাই ইহাঁর নিমিত্ত-হেতু। আর যাঁহারা ইহাকে বৈশেষিক কিংবা ন্যায়শাস্ত্রই বলিতে চাহেন, তাঁহাদের কথাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, নব্যন্যায়ে বহুস্থলে দেখা যায়—কখন ন্যায়-মত, কখন বৈশেষিক-মত গৃহীত হইতেছে। এজন্য বিস্তৃত বিবরণ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এইগুলি অতি সুন্দরভাবে ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী ভূমিকায় প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে আমরা আর এস্থলে তাহা প্রদর্শন করিলাম না।

নব্যন্যায়ের আলোচ্য-বিষয়।

পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে এইবার আমাদিগকে এই নব্যন্যায়-শাস্ত্রের আলোচ্য-বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু, শাস্ত্রকারগণ যখন যে শাস্ত্রের আলোচ্য-বিষয় বর্ণনা করেন, তখন সেই শাস্ত্রের প্রয়োজন, অধিকারী, সম্বন্ধ ও প্রতিপাদ্য প্রভৃতি কতিপয় বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন। অতএব, আমরা তাঁহাদিগের পথের অনুসরণ করিয়া প্রথমে এই শাস্ত্রের প্রয়োজন কি বলিয়াই ইহার প্রতিপাদ্য-বিষয় আলোচনা করিব এবং পরিশেষে ইহার অধিকারী নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিব।

নব্যন্যায়ের প্রয়োজন।

দেখা যায়, সমুদায় আস্তিক দর্শন এবং কতিপয় নাস্তিক-দর্শনের মত—বিশেষতঃ ন্যায় ও বৈশেষিকের মত, এই নব্যন্যায়-শাস্ত্রেরও প্রয়োজন—মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স। অর্থাৎ, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর নাই, তাহাই লাভ করা। অবশ্য, বিভিন্ন মতে মোক্ষ-বস্তুতে মতভেদও আছে; কিন্তু, সে বিষয়ের বিচার আর এস্থলে কাজ নাই। এখন আস্তিক-দর্শন সমূহের প্রয়োজন যে মোক্ষ, তাহার কারণ কি, তাহা একবার চিন্তা করা উচিত। ইহার কারণ—ইহারা বেদানুযায়ী শাস্ত্র। বিশেষতঃ, অলৌকিক বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ বেদ-প্রামাণ্যবাদী ও বেদানুগামী। এখন সেই বেদেই কথিত হইয়াছে যে, মোক্ষই পরম নিঃশ্রেয়স বস্তু—অন্য সব যাহা কিছু, সবই প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অনিত্য ও অসুখকর; এবং সেই বেদেই আবার যখন এই মোক্ষের উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন সেই উপায় পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি আবার স্বয়ং তাহার উপায়-নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইবেন? যেহেতু, অলৌকিক-বস্তু-লাভের উপায়ও অলৌকিক-মূলক হইবারই কথা। সুতরাং, আস্তিক দার্শনিকগণ বেদোক্ত মোক্ষলাভের জন্য বেদোক্ত উপায়েরই অনুসরণকারী হইলেন; এবং সেই মোক্ষলাভের উপায়ে সহায়তা করিবার মানসে নিজ নিজ দর্শনশাস্ত্র রচনা করিলেন। অর্থাৎ, তাঁহাদের দর্শনের উদ্দেশ্য হইল—মোক্ষলাভের বেদোক্ত উপায়ে সহায়তা করা। বেদে এইরূপ অলৌকিক মোক্ষ-বস্তুর বিষয় না কথিত হইলে আস্তিক দর্শনগুলির প্রয়োজন মোক্ষ হইত কি না—সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হয়। যাহা হউক, এই কারণে আস্তিক দর্শনগুলির প্রয়োজন—বেদানুসরণ পূর্ব্বক মোক্ষোপায় বর্ণন করা এবং তজ্জন্য আস্তিক দর্শন সম্ভূত নব্যন্যায়েরও প্রয়োজন—বেদার্থানুসরণ-পূর্ব্বক মোক্ষোপায় বর্ণন করা। ইহা কেবল তর্কশাস্ত্র নহে।

নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য।

তাহার পর আমরা দেখিতে পাই—এই মোক্ষলাভের উপায় সম্বন্ধে বেদে কথিত হইয়াছে যে, "পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মোক্ষ হয়, এবং পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক"। শ্রবণ অর্থ মোটামুটীভাবে পরমাত্ম-বিষয়ক বেদান্তার্থ শ্রুতিগোচর করা, মনন অর্থ যুক্তি-সহকারে সেই শ্রুত অর্থের চিন্তন করিয়া সংশয়াদি

বিদূরিত করা এবং নিদিধ্যাসন অর্থ সেই পরমাত্মার ধ্যান করা। এখন পরমাত্ম-বিষয়ক সংশয়াদি বিদূরিত করিতে হইলে পরমাত্মাতে তদিতর তাবৎ পদার্থের ভেদের অনুমান করা প্রয়োজন হয়। কারণ, তাহা না হইলে পরমাত্মভিন্ন কোন বস্তুতে কদাচিৎ পরমাত্ম-জ্ঞান জন্মিতে পারে, আর তাহার ফলে পরমাত্মার নিদিধ্যাসনেও তাহা থাকিয়া যাইবে। বস্তুতঃ, জ্ঞানরাজ্যের নিয়মই এই যে, কোন কিছুরই জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তজ্জাতীয়-ভিন্ন সমুদায় জ্ঞাত-বস্তুর ও তজ্জাতীয়ের জ্ঞান-পূর্ব্বক উভয়ের একটা তুলনারূপ কার্য্য আবশ্যক হয়। তদ্ভিন্নের জ্ঞানটী তাহার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে না হইলে তাহার সবিশেষ জ্ঞান হয় না, এবং যতই তদ্ভিন্নের জ্ঞানের পূর্ণতা হয়, ততই সেই কোন কিছুরও জ্ঞানের পূর্ণতা হয়। যেমন, ঘটের জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে ঘটের একটা যৎকিঞ্চিৎ-জ্ঞান এবং ঘট-ভিন্ন পঠ-মঠ-সাগর প্রভৃতি যাবৎ বস্তু যে ঐ যৎকিঞ্চিৎ (ঘট) টী নহে, তাহা জানা আবশ্যক হয়। নচেৎ ঘট-জ্ঞান কালে যাহার সহিত ঘটের ভেদজ্ঞান মনে উদিত হয় নাই, তাহার জ্ঞান হইলেই "তাহাও কি ঘট নহে" এইরূপ সংশয়, অথবা "তাহাও ঘট" এইরূপ বিপরীত জ্ঞান প্রভৃতি হইতে পারে। এবং ঘট ভিন্ন যাবদ্ বস্তুর সহিত ঘটকে যত পৃথক্ করা যায়, ততই ঘটজ্ঞান পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইতে থাকে। বৈশেষিক মতটী জ্ঞানরাজ্যের এই সার্ব্বভৌম নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই পরমাত্ম-জ্ঞান-কালে পরমাত্মভিন্ন যাবদ্ বস্তুর জ্ঞানের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়াছে এবং যাবৎ পদার্থেরই যথার্থ-জ্ঞান-লাভে বদ্ধপরিকর হইয়াছে; আর তজ্জন্য ইহার সহিত বেদান্ত-মতের অনৈক্যও ঘটিয়া গিয়াছে। বেদান্ত "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" বলিয়া এবং "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" (বেদান্ত সূত্র ১।১।৭) বলিয়া এক ব্রহ্মেরই জ্ঞানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, বৈশেষিকের মত পরমাত্ম-জ্ঞানার্থ যাবৎ-পদার্থের জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হয় নাই। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গবাসীর বৈশেষিক-দর্শন-ভূমিকায় এই কথাটী অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন, যথা—"সমগ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য—ধর্ম্মফল তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানের ফল—মুক্তি। বৈশেষিক প্রণেতার মতে জড় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানও তত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞানও তত্ত্বজ্ঞান, যাহা সত্যজ্ঞান তাহাই তত্ত্বজ্ঞান, সর্ব্বত্র এই তত্ত্বজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না। কেন না জড়-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন আত্মতত্ত্বজ্ঞান হয় না, আর আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত যে মুক্তি হয় না—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। বেদান্ত দর্শনে জড়তত্ত্ব উপেক্ষিত, বৈশেষিকে তাহা আদৃত।" যাহা হউক, এইরূপে মোক্ষার্থীর পরমাত্মবিষয়ক বিস্পষ্টজ্ঞান-নিমিত্ত যাবৎ-পদার্থের বিস্পষ্টজ্ঞান-লাভ আবশ্যক হয় এবং বৈশেষিকের অনুসরণ করিয়া এই নব্যন্যায়ও যাবৎ-পদার্থের বিভাগ-সাধন-পূর্ব্বক তাহাদের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য প্রভৃতি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যেহেতু, যাবৎ পদার্থের বিভাগসাধন না করিতে পারিলে তাহাদের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে এবং ইহা না করিতে পারিলে কোন মানবই আজন্ম-চেষ্টাতেও যাবৎ পদার্থের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতেও পারিবে না। আর এই শাস্ত্র ইহাই প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষা দেয় বলিয়া এই নব্যন্যায় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয় যাবৎ

পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের উপায় নির্দ্দেশ করা। সুতরাং, বুঝা গেল নব্যন্যায়ের প্রয়োজন—মোক্ষ, এবং প্রতিপাদ্য-বিষয়—মোক্ষোপায়-ভূত যাবৎ-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান।

এই কথাটী মূল বৈশেষিক-দর্শনে যে ভাবে কথিত হইয়াছে, তাহা এই, যথা—

"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ১

মঙ্গল; অনন্তর ধর্ম্মব্যাখ্যান করিব। ১

যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ। ২

যাহা সুখ ও মোক্ষের সাধন তাহাই ধর্ম্ম। ২

তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্। ৩

বেদ ধর্ম্ম-প্রতিপাদক, এই কারণেই তাহার প্রামাণ্য। ৩

ধর্ম্মবিশেষ-প্রসূতাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্। ৪

ধর্ম্মবিশেষ হইতে দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য সাহায্যে, যে একটী তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহা হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। ৪

যাহা হউক, এইবার আমরা পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় এই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পদার্থ-বিভাগ এবং তাহাদের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-সংক্রান্ত যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব; আশা করি,ইহাতে পাঠক, চিন্তামণি গ্রন্থের এবং তাহার অঙ্গীভূত ব্যাপ্তি-পঞ্চক গ্রন্থেরও প্রতিপাদ্য বিষয় কি, এবং সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র মধ্যে এই উভয় গ্রন্থ-প্রতিপাদ্যের স্থান কোথায়, তাহা সহজে অবগত হইতে পারিবেন।

কিন্তু, এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই একটা কথা বলা উচিত যে, সংক্ষেপে এই কার্য্য করিবার জন্য এযাবৎ বহু বিদ্বদ্বর্গ বহু কৌশলোদ্ভাবন ও বহুচিন্তা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং, এক্ষেত্রে আমাদের নূতন কিছু করিবার প্রয়াস যে বিফল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি সময়োচিত রুচির অনুসরণ করিয়া আমরা এস্থলে ভাষাপরিচ্ছেদ প্রভৃতি অবলম্বনে কতিপয় তালিকা-চিত্র রচনা পূর্ব্বক বিষয়টী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম এবং নিতান্ত নব্যকুল-চূড়ামণি মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় বিরচিত "তর্কামৃত" গ্রন্থ খানির বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম। এই সকল তালিকা-চিত্র মধ্যে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহা এই;—

প্রথম চিত্রটী—পদার্থ বিভাগ ও তদন্তর্গতের বিভাগ প্রদর্শক,

দ্বিতীয় চিত্রটী—বিভিন্ন পদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শক,

তৃতীয় চিত্রটী—বিভিন্ন দ্রব্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শক,

চতুর্থ চিত্রটী—বিভিন্ন দ্রব্য পদার্থের গুণাবলীরূপ সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শক এবং

পঞ্চম চিত্রটী—বিভিন্ন গুণের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য মাত্র প্রদর্শক।

আশা করি এতদ্দ্বারা নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে পাঠকবর্গ একটা মোটামুটী জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

পদার্থ নিরূপণ।

সংক্ষেপতঃ পদার্থ দ্বিবিধ, যথা—ভাব এবং অভাব। তন্মধ্যে—

ভাব পদার্থ ছয় প্রকার, যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়।

তন্মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব এই তিনটী জাতি, এবং সামান্যত্ব, বিশেষত্ব এবং সমবায়ত্ব এই তিনটী উপাধি অর্থাৎ ভেদক ধর্ম্ম।

দ্রব্য নিরূপণ।

দ্রব্য নয় প্রকার, যথা—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ।

তন্মধ্যে পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব ও বায়ুত্ব এই চারিটী জাতি, এবং আকাশত্ব, কালত্ব ও দিক্ত্ব এই তিনটী উপাধি। উক্ত নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে—

পৃথিবীর গুণ চতুর্দ্দশটী, যথা—১ রূপ, ২ রস, ৩ গন্ধ, ৪ স্পর্শ, ৫ সংখ্যা, ৬ পরিমাণ। ৭ পৃথক্ত্ব, ৮ সংযোগ, ৯ বিভাগ, ১০ পরত্ব, ১১ অপরত্ব, ১২ গুরুত্ব ১৩ দ্রবত্ব, ও ১৪ সংস্কার

জলের গুণও উক্ত চতুর্দ্দশটী, তবে উহাদের মধ্য হইতে গন্ধকে ত্যাগ করিতে হইবে, এবং স্নেহকে গ্রহণ করিতে হইবে।

তেজের গুণ একাদশটী, যথা,—১ রূপ, ২ স্পর্শ, ৩ সংখ্যা, ৪ পরিমাণ, ৫ পৃথক্ত্ব, ৬ সংযোগ, ৭ বিভাগ, ৮ পরত্ব, ৯ অপরত্ব, ১০ দ্রবত্ব ও ১১ সংস্কার।

বায়ুর গুণ নয়টী, যথা—১ স্পর্শ, ২ সংখ্যা, ৩ পরিমাণ, ৪ পৃথক্ত্ব, ৫ সংযোগ, ৬ বিভাগ, ৭ পরত্ব, ৮ অপরত্ব এবং ৯ সংস্কার।

আকাশের গুণ ছয়টী, যথা—১ শব্দ, ২ সংখ্যা, ৩ পরিমাণ, ৪ পৃথক্ত্ব, ৫ সংযোগ ও ৬ বিভাগ।

কালের গুণ পাঁচটী, যথা—১ সংখ্যা, ২ পরিমাণ, ৩ পৃথক্ত্ব, ৪ সংযোগ ও ৫ বিভাগ।

দিকের গুণও ঐ পাঁচটী।

আত্মার গুণ চতুর্দ্দশটী, যথা—১ সংখ্যা. ২ পরিমাণ, ৩ পৃথক্ত্ব, ৪ সংযোগ, ৫ বিভাগ, ৬ বুদ্ধি, ৭ সুখ, ৮ দুঃখ, ৯ ইচ্ছা, ১০ দ্বেষ, ১১ প্রযত্ন, ১২ ধর্ম্ম, ১৩ অধর্ম্ম, ও ১৪ সংস্কার।

মনের গুণ আটটী, যথা—১ সংখ্যা, ২ পরিমাণ, ৩ পৃথক্ত্ব, ৪ সংযোগ, ৫ বিভাগ, ৬ পরত্ব, ৭ অপরত্ব ও ৮ সংস্কার।

ঈশ্বরের গুণ আটটী, যথা—১ জ্ঞান, ২ ইচ্ছা, ৩ কৃতি, ৪ সংখ্যা, ৫ পরিমাণ, ৬ পৃথক্ত্ব, ৭ সংযোগ ও ৮ বিভাগ। [আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা এই ঈশ্বর।]

এই গুণবিভাগের প্রমাণ-স্বরূপ একটী প্রাচীন শ্লোক আছে, যথা—

> বায়োর্নবৈকাদশ তেজসো গুণাঃ, জল-ক্ষিতি-প্রাণভৃতাং চতুর্দ্দশ।
> দিক্কালয়োঃ পঞ্চ, ষড়েব চাম্বরে, মহেশ্বরেঽষ্টৌ মনসস্তথৈব চ ॥

উক্ত নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু দ্বিবিধ, যথা—পরমাণু এবং সাবয়ব। আকাশ, কাল, আত্মা, ও দিক্—বিভুরূপ। মনঃ পরমাণু রূপ।

তন্মধ্যে যাহারা সাবয়ব তাহারা অনিত্য, এবং যাহারা পরমাণু ও বিভুরূপ তাহারা নিত্য।

সাবয়ব গুলিও আবার ত্রিবিধ, যথা—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ। তন্মধ্যে—

পার্থিব শরীর, যথা—মানুষ শরীর মর্ত্তালোকে প্রসিদ্ধ, জলীয় শরীর বরুণ-লোকে প্রসিদ্ধ, তৈজস শরীর আদিত্য-লোকে থাকে, বায়বীয় শরীর বায়ুলোকে থাকে। (আকাশাদি চতুষ্টয় সাবয়ব নহে বলিয়া ইহাদের শরীর নাই।)

পার্থিব ইন্দ্রিয়—ঘ্রাণ, জলীয় ইন্দ্রিয়—রসনা, তৈজস ইন্দ্রিয়—চক্ষু, বায়বীয় ইন্দ্রিয়—ত্বক্, (আকাশ নিরবয়ব হইলেও) আকাশীয় ইন্দ্রিয় শ্রোত্র; ইহা কর্ণগহ্বর দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ বিশেষ। এই পাঁচটী—ইন্দ্রিয়কে বহিরিন্দ্রিয় বলা হয়, মনঃকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয় হইল সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী।

বিষয়গুলি শব্দাদিরূপে প্রসিদ্ধ। [অথবা, পার্থিব বিষয়—দ্ব্যণুকাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত। জলীয় বিষয়—সাগর ও করকাদি। তৈজস বিষয়—বহ্নি ও সুবর্ণাদি। বায়ব বিষয়—প্রাণাদি মহাবায়ু পর্য্যন্ত। আকাশের বিষয়—নাই। ভাঃ পঃ।]

আত্মা দ্বিবিধ, যথা—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। তন্মধ্যে জীবাত্মাগুলি প্রতি শরীরে বিভিন্ন এবং বন্ধমোক্ষের যোগ্য, এবং যিনি পরমাত্মা তিনি ঈশ্বর।

অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য, যথা—পরমাণু, দ্ব্যণুক, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ ও মনঃ।

প্রত্যক্ষ দ্রব্য, যথা,—আত্মা, মহত্ত্ব ও উদ্ভূতরূপ বিশিষ্ট পৃথিবী, জল এবং তেজঃ। [ইহা ত্রসরেণু হইতে ঘটপটাদি যাবদ্ বস্তু; তন্মধ্যে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয় এবং তদ্ভিন্নের বহিরিন্দ্রিয়-জন্য লৌকিক-প্রত্যক্ষও হয়।] বহির্দ্রব্য-প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ব এবং উদ্ভূতরূপকে কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

দ্রব্যোৎপত্তি-প্রক্রিয়া যথা;—প্রথমতঃ জানিতে হইবে, যাহা কারণ-বিশিষ্ট তাহারই উৎপত্তি হয়। যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপত্তি নাই। যেমন, ঘটের কারণ আছে, তাই তাহার উৎপত্তিও আছে এবং পরমাণুর কারণ নাই, তাই তাহার উৎপত্তিও নাই বলা হয়।

তাহার পর দেখ, কারণ কাহাকে বলে?—যাহা ভিন্ন কার্য্য হয় না, এবং যাহা কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই কারণ পদবাচ্য। এই কারণের যে ধর্ম্ম, তাহাই কারণত্ব। [ইহা জাতি নহে।]

এই কারণ ত্রিবিধ, যথা—সমবায়ি-কারণ, অসমবায়ি-কারণ, এবং নিমিত্ত-কারণ।

সমবায়ি-কারণ—যাহাতে সমবায়-সম্বন্ধে কার্য্য থাকে এমন যে কারণ, তাহাই সমবায়ি-কারণ। যেমন, দ্ব্যণুকের পক্ষে পরমাণু, এবং ঘটের পক্ষে কপাল।

অসমবায়ি-কারণ—সমবায়ি-কারণে স্থিত অথচ কার্য্যের যে জনক, তাহাই অসমবায়ি-কারণ। যেমন, দ্ব্যণুকের পক্ষে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ, এবং ঘটরূপের পক্ষে কপালরূপ, ইত্যাদি।

নিমিত্ত-কারণ—এই উভয় প্রকার কারণ ভিন্ন যে কারণ, তাহার নাম নিমিত্ত-কারণ; যেমন, দ্ব্যণুকের পক্ষে ঈশ্বর, এবং ঘটের পক্ষে দণ্ড।

এই কারণ তিনটী ভাবরূপ কার্য্য-পদার্থেরই সম্ভব হয়, অভাবরূপ-কার্য্য পদার্থের পক্ষে নহে;
[এবং সকল ভাবকার্য্যেরই যে তিনটী কারণ থাকে, তাহাও নহে। যেমন, জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষাদির অসমবায়ি-কারণ নাই। ঘটত্ব ও পটত্ব এতদ্বৃত্তি দ্বিত্ব সংখ্যার সামবায়ি-কারণ নাই, সুতরাং অসমবায়ি-কারণও নাই। নিমিত্ত-কারণ নাই এমন স্থল হয় না। অভাবের মধ্যে ধ্বংসই 'জন্য' এবং তাহার সমবায়ি ও অসমবায়ি-কারণ নাই।]

সমবায়ি-কারণ দ্রব্যই হয়। অসমবায়ি-কারণ—দ্রব্যের পক্ষে গুণ, কার্য্যবৃত্তি গুণের পক্ষে সমবায়ি-কারণের গুণ এবং কর্ম্ম এই দুইটীই হইয়া থাকে। [নিমিত্ত-কারণ সবই হইতে পারে।]

কার্য্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ—১ ঈশ্বর, ২ ঈশ্বরের জ্ঞান, ৩ ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ৪ ঈশ্বরের যত্ন, ৫ প্রাগভাব, ৬ কাল, ৭ দিক্ এবং ৮ অদৃষ্ট।

সুতরাং, দ্রব্যোৎপত্তিতে ক্রমটী এই—পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, এই সংযুক্ত দ্ব্যণুক তিনটী হইতে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এইরূপে চতুরণুকাদি হইতে কপাল পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইলে কপালদ্বয়-সংযোগে ঘট উৎপন্ন হয়। এই ঘট আর কাহারও অবয়ব হয় না।

দ্রব্যের প্রমাণ যথা—প্রত্যক্ষ দ্রব্যে প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অতীন্দ্রিয় দ্রব্যে অনুমানই প্রমাণ। এই অনুমান—পক্ষ, হেতু, সাধ্য এবং দৃষ্টান্তের জ্ঞান হইতে হয়। ইহা পরে আলোচ্য।

পরমাণু এবং দ্ব্যণুকের জন্য যে অনুমান করিতে হয়, তাহা এই,—

ত্রসরেণুগুলিতে সাবয়ব-দ্রব্য-গঠিতত্ব আছে। (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু ত্রসরেণু গুলিতে বহিরিন্দ্রিয়-বেদ্য-দ্রব্যত্ব আছে। (হেতু)
যে দ্রব্য বহিরিন্দ্রিয়-বেদ্য, তাহা অবশ্যই সাবয়ব-দ্রব্যারব্ধ, যেমন ঘট। (উদাহরণ)

এস্থলে ত্রসরেণু—পক্ষ, সাবয়ব-দ্রব্যারব্ধত্ব—সাধ্য, বহিরিন্দ্রিয়-বেদ্য-দ্রব্যত্ব—হেতু, ঘটটী দৃষ্টান্ত। এতদ্দ্বারা দ্ব্যণুক এবং পরমাণু সিদ্ধ হইল।

আকাশ এবং বায়ু যথাক্রমে শব্দ ও স্পর্শদ্বারা অনুমিত হয়। যথা—

শব্দ—দ্রব্যাশ্রিত। (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু শব্দতে গুণত্ব রহিয়াছে। (হেতু)
যেমন ঘটের রূপ। (উদাহরণ)

এখন দ্রব্যান্তরে শব্দ নাই বলিয়া এতদ্দ্বারা শব্দের আশ্রয়রূপে আকাশ সিদ্ধ হইল।

ঐরূপ বায়ুর অনুমিতি, যথা—

পৃথিবী-অপ্ তেজঃ—এতত্রয়ে অবৃত্তি যে স্পর্শ, তাহা দ্রব্যাশ্রিত। (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু, ঐ স্পর্শে গুণত্ব আছে। (হেতু)

এখন দ্রব্যান্তরে ঐ স্পর্শ থাকে না বলিয়া এতদ্দ্বারা ঐ স্পর্শের আশ্রয়রূপে বায়ু সিদ্ধ হইল।

কালের প্রমাণ যথা,-- । পরত্ব এবং অপরত্ব দ্বিবিধ, যথা—কালিক ও দৈশিক।

পরত্বের উৎপত্তি, যথা—বহুতর-রবিক্রিয়া-বিশিষ্ট শরীরের জ্ঞান হইতে পরত্বের

উৎপত্তি হয়। অপরত্বের উৎপত্তি, যথা—অল্পতর রবিক্রিয়া-বিশিষ্ট শরীরের জ্ঞান হইতে অপরত্বের উৎপত্তি হয়। সেই পরত্ব অর্থ জ্যেষ্ঠত্ব, অপরত্ব অর্থ কনিষ্ঠত্ব।

সেই কালের অনুমান যথা,—

পরত্ব-জনক বহুতর-রবিক্রিয়া-বিশিষ্ট শরীরের জ্ঞানটী—পরম্পরা-সম্বন্ধ-ঘটক-সাপেক্ষ। (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু, সাক্ষাৎসম্বন্ধের অভাব ও বিশিষ্ট-জ্ঞানত্ব তাহাতে আছে। (হেতু)
যেমন, লোহিত স্ফটিক ইত্যাদি জ্ঞান। (উদাহরণ)

এস্থলে ঐ পরম্পরা-সম্বন্ধটী স্বসমবায়ি-সংযুক্ত-সংযোগ, এজন্য এতদ্দ্বারা সম্বন্ধ-ঘটক কাল সিদ্ধ হইল।

যদি বল, কালটী, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানভেদে বহুবিধ বলিয়া কি করিয়া এক হইল? তাহা হইলে বলিতে হইবে—উপাধি ভেদে উহার ভেদের জ্ঞান হয়। কালের উপাধি যে রবিক্রিয়াদি তাহা বিভিন্নই হয়।

ঐরূপ দৈশিক পরত্ব এবং অপরত্ব দ্বারা দিক্ সিদ্ধ হয়। এই পরত্ব এবং অপরত্বের অর্থ—দূরত্ব এবং সমীপত্ব।

ঐ "দিকের" জন্য অনুমান, যথা—

পরত্ব-জনক অবধি-সাপেক্ষ বহুতর-সংযোগ-বিশিষ্ট শরীর-জ্ঞানটী—পরম্পরা-সম্বন্ধ-ঘটক-সাপেক্ষ। (প্রতিজ্ঞা)
অবশিষ্ট কথা কালানুমানের ন্যায় বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা দিক্ সিদ্ধ হইল।

যদি বল, আকাশই কেন এই সম্বন্ধ-ঘটক হউক না? তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাহার শব্দাশ্রয়ত্ব দ্বারাই ধর্ম্মিগ্রাহক-প্রমাণ সিদ্ধ হয় বলিয়া রবিক্রিয়াদি উপনায়কত্বের সম্ভাবনা নাই।

আত্মার প্রমাণ যথা,—"আমি সুখী" এই প্রকার প্রত্যক্ষই আত্মার প্রমাণ।

ঈশ্বরের জন্য অনুমান, যথা—

দ্ব্যণুকাদি-ক্ষিতি—সকর্ত্তৃকা। (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু, তাহাতে কার্য্যত্ব আছে। (হেতু)
যেমন—ঘট। (উদাহরণ)

এতদ্দ্বারা, ঈশ্বর, ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন, এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইল।

মনের প্রমাণ যথা,—

সুখাদি প্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়-জন্য। (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু, তাহাতে জন্য-প্রত্যক্ষত্ব আছে। (হেতু)
যেমন—ঘট-প্রত্যক্ষ। (উদাহরণ)

ইহা অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না বলিয়া মনের সিদ্ধি হয়।

দ্রব্যনাশ-প্রক্রিয়া, যথা—দ্রব্যনাশ দ্বিবিধ। ইহা কোথায় অসমবায়ি-কারণ-নাশ-বশতঃ ঘটে, এবং কোথায় সমবায়ি-কারণ-নাশ-বশতঃ ঘটে।

তন্মধ্যে প্রথমটীর দৃষ্টান্ত, যথা—পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ-নাশ-বশতঃ দ্ব্যণুকের নাশ হয়।

এবং দ্বিতীয়টীয় দৃষ্টান্ত, যথা—কাপল-নাশ-বশতঃ ঘটের নাশ হয়। অবশ্য, ঘটের নাশ উভয় প্রকারেই ঘটিয়া থাকে।

আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও পরমাণুগুলি অবৃত্তি পদার্থ, অর্থাৎ ইহারা কোথায়ও থাকে না। সমবায়কেও অবৃত্তি পদার্থ বলা হয়।

পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমকে ভূত বলা হয়।

পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও মনকে ক্রিয়াবান্ এবং মূর্ত্ত বলা হয়।

পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ইহারা দ্রব্যের সমবায়ি-কারণ হয়।

কালটী কালিক-সম্বন্ধে সকলের অধিকরণ হয়।

দিক্‌টী দৈশিক-সম্বন্ধে সকলের অধিকরণ হয়।

গুণ নিরূপণ।

এইবার গুণের বিষয় আলোচ্য। ১ রূপ, ২ রস, ৩ গন্ধ, ৪ স্পর্শ, ৫ সংখ্যা, ৬ পরিমাণ, ৭ পৃথকৃত্ব, ৮ সংযোগ, ৯ বিভাগ, ১০ পরত্ব, ১১ অপরত্ব, ১২বুদ্ধি, ১৩ সুখ, ১৪ দুঃখ, ১৫ ইচ্ছা, ১৬ দ্বেষ, ১৭ প্রযত্ন, ১৮ গুরুত্ব, ১৯ দ্রবত্ব, ২০ স্নেহ, ২১ সংস্কার, ২২ ধর্ম্ম, ২৩ অধর্ম্ম, ও ২৪ শব্দ এই চতুর্ব্বিংশতিটী গুণ।

ইহাদের রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতি গুলি সবই জাতি।

রূপটী পৃথিবী, জল ও তেজে থাকে।

তন্মধ্যে পৃথিবীতে যে রূপ থাকে, তাহা শুক্ল-কৃষ্ণ-রক্ত-পীত-চিত্রাদি ভেদে বহুবিধ। যাহা জলে থাকে তাহা অভাস্বর-শুক্ল। যাহা তেজে থাকে তাহা ভাস্বর শুক্ল।

রসটী পৃথিবী ও জলে থাকে।

তন্মধ্যে পৃথিবীতে যে রস থাকে, তাহা মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়ভেদে ছয় প্রকার। যাহা জলে থাকে তাহা মধুরই হয়।

গন্ধটী পৃথিবীতেই থাকে। ইহা দ্বিবিধ।—যথা,—সুরভি ও অসুরভি।

স্পর্শটী পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ুতে থাকে।

উহা ত্রিবিধ। যথা,—শীত, উষ্ণ এবং অনুষ্ণাশীত। অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ গুণটী বায়ু ও পৃথিবীতে থাকে। শীতস্পর্শ জলে থাকে, উষ্ণস্পর্শ তেজে থাকে।

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ—এই নয়টী দ্রব্যে থাকে।

পরত্ব এবং অপরত্ব—ইহারা পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনে থাকে।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ভাবনাখ্য-সংস্কার, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম—ইহারা আত্মাতে থাকে।

গুরুত্ব—পৃথিবী ও জলে থাকে।

দ্রবত্ব—পৃথিবী, জল ও তেজে থাকে।

ইহা আবার দ্বিবিধ, যথা,—নৈমিত্তিক ও সাংসিদ্ধিক।

তন্মধ্যে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব—পৃথিবী ও তেজে থাকে, এবং সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব জলে থাকে।

স্নেহ—কেবলমাত্র জলে থাকে।

সংস্কার—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আত্মা ও মনে থাকে।

ইহা ত্রিবিধ যথা,—বেগ, ভাবনা ও স্থিতি-স্থাপক।

তন্মধ্যে বেগটী—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং মনে থাকে, ভাবনাটী আত্মাতে থাকে, এবং স্থিতিস্থাপকটী পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুতে থাকে।

শব্দ—ইহা আকাশে থাকে।

ইহা দ্বিবিধ, যথা,—ধন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক।

বিশেষ গুণ, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ব, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনা।

সামান্য গুণ, যথা—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, গুরুত্ব, নৈমিত্তিক-দ্রব্যত্ব, বেগ ও স্থিতিস্থাপক।

নিত্যগুণ, যথা—জল, তেজঃ ও বায়ু পরমাণুর বিশেষগুণ; এবং পরমাণুবৃত্তি-স্থিতিস্থাপক; এবং বিভু ও পরমাণুর—একত্ব, পরিমাণ ও পৃথক্ত্ব; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা, জ্ঞান ও কৃতি।

[জলের বিশেষগুণ=রূপ, রস, স্নেহ, স্পর্শ, এবং সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব।
তেজের বিশেষ গুণ=রূপ, স্পর্শ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব। বায়ুর বিশেষ গুণ=স্পর্শ।]

অপ্রত্যক্ষ গুণ, যথা—(১) গুরুত্ব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, স্থিতিস্থাপক, (২) পরমাণু ও দ্ব্যণুক-বৃত্তিগুণ, (৩) অতীন্দ্রিয়বৃত্তি সামান্যগুণ, (৪) ত্রসরেণুর রূপ ভিন্ন অন্য গুণ।

প্রত্যক্ষগুণ—অবশিষ্ট গুলি।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও স্নেহের প্রত্যক্ষে মহদ্বৃত্তিত্ব এবং উদ্ভূতত্বই প্রয়োজক।

সামান্য-গুণ-প্রত্যক্ষের প্রতি আশ্রয়-প্রত্যক্ষ প্রযোজক।

বুদ্ধি-প্রত্যক্ষের প্রতি স্ববৃত্তি-বিশিষ্ট জ্ঞানত্বই প্রযোজক।

সুখাদি-প্রত্যক্ষের প্রতি স্ববৃত্তি সুখত্বাদিই প্রযোজক।

শব্দ, যাহা অন্ত্য এবং আদ্য নহে, তাহারা সবই প্রত্যক্ষ।

গুণোৎপত্তি-প্রক্রিয়া, যথা—অবয়ববৃত্তি বিশেষ গুণগুলি অবয়বীতে নিজ সমান জাতীয় গুণগুলি উৎপন্ন করে।

পৃথিবীর বিশেষ গুণগুলি পাকজ। উহারা আবার দ্বিবিধ, যথা—পাক-প্রযোজ্য এবং পাকজন্য। পাক-প্রযোজ্য অর্থ—কারণ-গুণ-প্রক্রম-জন্য, পাকজন্য অর্থ—অগ্নি-সংযোগ-জন্য।

নৈয়ায়িক বলেন—শ্যামঘটে অগ্নি-সংযোগ-বশতঃ শ্যামরূপ-নাশের পর ঘটে রক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। বৈশেষিক বলেন—অগ্নি-সংযোগ-বশতঃ পরমাণুতে পাকক্রিয়া হইলে পরমাণুতে রক্তরূপ উৎপন্ন হয়, তৎপরে ঘট উৎপন্ন হইলে কারণ-গুণানুসারে ঘটে রক্তরূপ জন্মে।

চিত্ররূপ, অর্থ—কপালদ্বয়ের একটী যদি নীল হয়, এবং একটী যদি পীত হয়, তাহা হইলে ঘটের যে রূপ, তাহাকে চিত্ররূপ বলা হয়। নানা রূপকেই চিত্র বলে।

রসাদিতে—এরূপ ভাবে অবয়বীতে রস জন্মে না বলিয়া "চিত্ররস" স্বীকার করা হয় না।

গুরুত্ব এবং স্থিতিস্থাপকের উৎপত্তি কারণ-গুণানুসারে হয়।

দ্বিত্বাদি সংখ্যা, অপেক্ষা-বুদ্ধি হইতে জন্মে।

পরিমাণ চারি প্রকার, যথা,—অণু, মহৎ, হ্রস্ব, এবং দীর্ঘ।

কারণ-গুণানুসারে সাবয়বের বহুত্বই মহত্ত্বের জনক হয়। যথা—ত্রসরেণু। অবয়বের শিথিল-সংযোগ এবং বৃদ্ধিও উহার জনক হয়। যেমন, তুলার পরিমাণ, ইত্যাদি।

পৃথকৃত্বটী কারণ-গুণানুসারে জন্মে।

যদি বল, পৃথকৃত্বে প্রমাণ কি? কারণ, 'ঘট হইতে পট পৃথক্' এই প্রত্যক্ষে অন্যোন্যাভাবকেই বিষয় করে; তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে। কারণ, অন্যোন্যাভাব-বিষয়ক প্রতীতিতে প্রতিযোগী এবং অনুযোগীর এক-বিভক্তি থাকা আবশ্যক হয়। যেমন, ঘট—পট নয়, ইত্যাদি। অন্যোন্যাভাবকে পৃথকৃত্ব বলিলে 'ঘট হইতে পট নয়' এইরূপ প্রয়োগ ও সাধু হইত। কিন্তু, তাহা হয় না। আচ্ছা, তাহা হইলে 'ঘট হইতে অন্য পট' এস্থলে ঘট ও পটে সমান-বিভক্তি না থাকায় কি করিয়া অন্যোন্যাভাবের প্রতীতি হয়—যদি বল? তাহা হইলে বলিব—না, "অন্য" শব্দে পৃথকৃত্ব বুঝায়, ইহা এখানে অন্যোন্যাভাব নহে।

সংযোগ ত্রিবিধ, যথা—অন্যতর-কর্ম্মজ, উভয়-কর্ম্মজ এবং সংযোগজ। প্রথম, যথা—মনের কর্ম্মদ্বারা আত্ম-মনের সংযোগ। দ্বিতীয়, যথা—মেষদ্বয়ের গমনজন্য উভয়ের সংযোগ। তৃতীয়, যথা—কারণ এবং অকারণ-সংযোগ বশতঃ কার্য্য এবং অকার্য্যের সংযোগ। যেমন হস্ত-তরু-সংযোগ-বশতঃ কায়-তরু-সংযোগ।

বিভাগও ত্রিবিধ, যথা—অন্যতর-কর্ম্মজ, উভয়-কর্ম্মজ, এবং বিভাগজ। প্রথম যথা—মনের কর্ম্ম দ্বারা আত্ম-মনের বিভাগ। দ্বিতীয়যথা—মেষদ্বয়ের কর্ম্মজন্য তাহাদের বিভাগ। বিভাগজ বিভাগ আবার দ্বিবিধ, যথা—কারণ-মাত্র-বিভাগজ, এবং কারণাকারণ-বিভাগজ। প্রথম যথা—কপাল-কর্ম্মদ্বারা কপালদ্বয়ের বিভাগ, তৎপরে কপালদ্বয়ের সংযোগ-নাশ, তাহার পর ঘটনাশ, তাহার পর কপালের আকাশাদি দেশ হইতে বিভাগজ বিভাগ হয়।

আর বিভাগটী নিজ উৎপত্তির পরই বিভাগজ বিভাগকে উৎপাদন করুক—ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা দ্রব্যনাশ-সহকারেই তাহার জনক হয়। সেস্থানে দ্রব্যের প্রতিবন্ধকত্ব বশতঃ দ্রব্য থাকিতে তাহা অসম্ভব হয়।

আর কর্ম্মই এককালে কপালদ্বয়ের বিভাগ এবং আকাশ-কপাল-বিভাগকে উৎপাদন করুক—যদি বলা যায়, তাহাও হয় না। কারণ, যাহা দ্রব্যের অনারম্ভক-সংযোগের বিরোধী বিভাগকে উৎপাদন করে, তাহা দ্রব্যারম্ভক-সংযোগের বিরোধী নহে। তাহা না হইলে প্রস্ফুটীত কমল কুট্মল দলের কর্ম্মে অতিব্যাপ্তি হয়।

আচ্ছা, তাহা হইলে সংযোগেও এইরূপ ঘটুক—এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ, তথায় বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রকারটী, কিন্তু, কারণ ও অকারণের বিভাগ বশতঃ কার্য্য এবং অকার্য্যের বিভাগ। যেমন—কর-তরু-বিভাগ-বশতঃ কায়-তরুর বিভাগ হয়।

পরত্ব এবং অপরত্বের উৎপত্তি—কাল-প্রকরণে কথিত হইয়াছে।

বুদ্ধি অর্থ জ্ঞান। তাহা দ্বিবিধ, যথা—স্মরণ এবং অনুভব।

স্মরণও আবার দ্বিবিধ, যথা—যথার্থ এবং অযথার্থ। তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, এবং তদ্বিশিষ্ট যাহা নহে, তাহাতে তৎপ্রকারক জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান।

পূর্ব্বানুভব-জন্য সংস্কার দ্বারা স্মরণ জন্মে। তন্মধ্যে পূর্ব্বানুভবের যথার্থত্ব এবং অযথার্থত্ব দ্বারা স্মরণও উভয়রূপ হয়।

অনুভবও দ্বিবিধ, যথা—প্রমা এবং অযথার্থ।

তন্মধ্যে প্রমা চারি প্রকার। তাহা পৃথক্ ভাবে পরে কথিত হইবে। অযথার্থ জ্ঞানও চারি প্রকার, যথা—সংশয়, বিপর্য্যয়, স্বপ্ন, এবং অনধ্যবসায়।

সংশয়, যথা—সমান-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান-বিশেষের অদর্শনে কোটিদ্বয়ের স্মরণের দ্বারা "এইটী স্থাণু কিংবা পুরুষ" এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই সংশয়।

বিপর্য্যয়—সমান-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান-বিশেষের অদর্শন বশতঃ এক কোটি স্মরণ দ্বারা শুক্তিতে "ইহা রজত" এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই বিপর্য্যয়।

তন্মধ্যে গুরুমতে "ইদং" অর্থাৎ এই প্রকার অনুভবাত্মকটী জ্ঞান, এবং এইটী "রজত" ইহা স্মরণাত্মক। তজ্জন্য গ্রহণ ও স্মরণাত্মক জ্ঞান দ্বয়ই বিপর্য্যয়। ইহা রজতত্ব-বিশিষ্ট জ্ঞান নহে। কারণ, অন্যের অন্য প্রকার ভান হইবার সামগ্রী আবার কোথায়? আর এস্থলে প্রবৃত্তির কারণ—স্বতন্ত্র ভাবে উপস্থিত ইষ্ট-ভেদের জ্ঞানের অভাব।

কিন্তু নৈয়ায়িক মতে উক্ত প্রবৃত্তির কারণ, বিশিষ্ট জ্ঞান; আর তজ্জন্য ভ্রম সিদ্ধ হয়।

স্বপ্ন—অনুভূত পদার্থ স্মরণ দ্বারা অদৃষ্ট এবং ধাতু-দোষ বশতঃ উৎপন্ন হয়।

অনধ্যবসায়—"ইহা কিছু" এইরূপ জ্ঞানটী যখন বিশেষের অদর্শন-জন্য হয়, তখন তাহা অনধ্যবসায় পদবাচ্য হয়।

তর্ক—"যদি ইহা নির্ব্বহ্নি হইত, তাহা হইলে নির্ধূম হইত" ইহা হইল তর্ক। ইহা বিপর্য্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু, নৈয়ায়িক মতে স্বপ্ন ও অনধ্যবসায়কে বিপর্য্যয় মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়। আর তজ্জন্য সেই মতে অযথার্থ জ্ঞান দ্বিবিধ, যথা—সংশয় ও বিপর্য্যয়।

সুখ—ইহা ধর্ম্ম হইতে জন্মে।

দুঃখ—ইহা অধর্ম্ম হইতে জন্মে।

ইচ্ছা—ইহা ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান হইতে জন্মে।

দ্বেষ—ইহা অনিষ্ট-সাধনতা জ্ঞান হইতে জন্মে।

কৃতি—ত্রিবিধ, যথা—জীবনযোনিরূপা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রথমটী জীবন এবং অদৃষ্ট হইতে জন্মে। দ্বিতীয়টী ইচ্ছা হইতে জন্মে। তৃতীয়টী দ্বেষ হইতে জন্মে।

ধর্ম্ম—শ্রুতি-বিহিত কর্ম্ম হইতে জন্মে।

অধর্ম্ম—শ্রুতি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে জন্মে।

সংস্কার—ত্রিবিধ, যথা—বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক। তন্মধ্যে বেগটী আদ্যক্রিয়া-জন্য এবং দ্বিতীয়াদি-ক্রিয়া-জনক। যেমন, বেগে বাণটী চলিতেছে। ভাবনাখ্য সংস্কারটী বিশিষ্ট জ্ঞান-জন্য। স্থিতিস্থাপকটী কারণ-গুণের-প্রক্রম জন্য।

গুরুত্ব—কারণ-গুণের প্রক্রম হইতে জন্মে।

দ্রবত্ব—দ্বিবিধ, যথা—নৈমিত্তিক ও সাংসিদ্ধিক। তন্মধ্যে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব—জতু, ঘৃত ও গলিত সুবর্ণে আছে; উহা অগ্নিসংযোগ দ্বারা জন্মে। [সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব জন্মে না।]

স্নেহ—কারণ গুণানুসারে জন্মে।

শব্দ—ত্রিবিধ, যথা—সংযোগজ, বিভাগজ এবং শব্দজ।

প্রথমটী—ভেরীদণ্ড-সংযোগ-জন্য, দ্বিতীয়টী—বংশ-দলদ্বয়-বিভাগ-জন্য এবং তৃতীয়টী সংযোগ বা বিভাগ বশতঃ প্রথমে একটী শব্দ জন্মিলে সেই শব্দ বশতঃ নিমিত্ত-বায়ু-সহকারে বীচিতরঙ্গ-ন্যায়ে অথবা কদম্ব-গোলক-ন্যায়ে যাহা জন্মে তাহা শব্দজ।

কর্ম্ম নিরূপণ।

কর্ম্ম—পাঁচ প্রকার, যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। উৎক্ষেপণত্বাদি জাতি পদার্থ।

কর্ম্মগুলি পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং মনে থাকে এবং অনিত্য। প্রত্যক্ষবৃত্তি কর্ম্মগুলি প্রত্যক্ষ, অতীন্দ্রিয়বৃত্তি কর্ম্মগুলি অপ্রত্যক্ষ।

কর্ম্ম-প্রক্রিয়া যথা,—নোদনাখ্য সংযোগ দ্বারা আদ্য কর্ম্ম জন্মে। দ্বিতীয়াদি কর্ম্ম—বেগজন্য। ক্রিয়া হইতে বিভাগ হয়। বিভাগ হইতে পূর্ব্ব-সংযোগ-নাশ হয়। তৎপরে উত্তর-দেশ-সংযোগোৎপত্তি, তৎপরে কর্ম্ম ও বিভাগের নাশ হয়।

সামান্য নিরূপণ।

সামান্য অর্থাৎ জাতি ত্রিবিধ; যথা,—ব্যাপক, ব্যাপ্য এবং ব্যাপ্যব্যাপক। ব্যাপক যথা—সত্তা, ব্যাপ্য যথা—ঘটত্বাদি, ব্যাপ্যব্যাপক—দ্রব্যত্বাদি।

জাতির বাধক ছয়টী; যথা,—ব্যক্তির অভেদ, তুল্যত্ব, সঙ্কর, অনবস্থা, রূপহানি, এবং অসম্বন্ধ। (বিবরণ পরিত্যক্ত হইল।)

সামান্য লক্ষণ—যাহা নিত্য অথচ অনেক সমবেত, তাহাই সামান্য বা জাতি।

সামান্যগুলি—সবই নিত্য।

তন্মধ্যে যেগুলি অতীন্দ্রিয়বৃত্তি তাহা অতীন্দ্রিয় এবং যাহা প্রত্যক্ষবৃত্তি তাহা প্রত্যক্ষ।

বিশেষ নিরূপণ।

বিশেষ—যাহা নিত্য দ্রব্যে থাকে এবং অন্ত্য, তাহাই বিশেষ। ইহারা বহু, নিত্য এবং

অতীন্দ্রিয়। প্রলয়কালে পরমাণু-ভেদের জন্য তাহাদিগকে স্বীকার করা হয়। কারণ, তাহারা তাহাদের বৈধর্ম্ম্যের ব্যাপ্য হয়।

সমবায় নিরূপণ।

সমবায়—নিজের সম্বন্ধী ভিন্ন যে নিত্য সম্বন্ধ তাহা সমবায়। ইহার ফলে স্বরূপ-সম্বন্ধ ও সংযোগ সম্বন্ধ নিরস্ত করা হইল। "এই ঘটে ঘটত্ব" এই রূপ প্রতীতিই ইহার প্রমাণ।

নৈয়ায়িক-মতে সমবায়টী প্রত্যক্ষ হয় এবং তাহা এক ও নিত্য।

নবদ্রব্য ও চতুর্ব্বিংশতি গুণ সম্বন্ধে সংশয় ও তাহার নিবারণ।

যদি বল অন্ধকার এবং সুবর্ণাদিকে পৃথক্ দ্রব্য বলা হয় না কেন; এবং আলস্যাদি কেন পৃথক্ গুণ নহে? ইহার উত্তর এই যে, অন্ধকারটী তেজের অভাব, এবং সুবর্ণটী তেজই। আর আলস্যটী কৃতির অভাব। এইরূপ অন্যগুলিও বুঝিতে হইবে।

অভাব নিরূপণ।

অভাব দ্বিবিধ, যথা—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে প্রথমটী ত্রিবিধ যথা—প্রাগভাব, ধ্বংস এবং অত্যন্তাভাব। প্রাগভাবটী বিনাশী কিন্তু অজন্য। ধ্বংসটী জন্য কিন্তু অবিনাশী। অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব অজন্য এবং অবিনাশী।

যোগ্যের অনুপলব্ধির দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। অন্যত্র তাহা অতীন্দ্রিয়।

ইহাই হইল-তর্কামৃতের পদার্থ-বিভাগ এবং তাহার পরিচয়-মাত্র-অংশের বঙ্গানুবাদ। ইহার উপোদ্ঘাত অংশের বঙ্গানুবাদ এই সঙ্গে প্রদত্ত হয় নাই; ইহা "নব্যন্যায়ের প্রয়োজন" মধ্যে পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণ শ্লোকের অনুবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার শেষাংশে প্রমাণ সংক্রান্ত যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে অর্থাৎ 'ব্যাপ্তি-পঞ্চক-পাঠকালে কি কি জ্ঞানের প্রয়োজন হয়' নামক প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

যাহা হউক, এইবার আমরা ভাষাপরিচ্ছেদ, তর্ক-সংগ্রহ, পদার্থ-দীপিকা প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ সাহায্যে পাদার্থ-বিভাগ এবং তৎসংক্রান্ত সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের তালিকাচিত্র প্রদান করিলাম। আশা করি এতদ্দ্বারা পাঠকবর্গের এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটী পরিচয় লাভ হইতে পারিবে। তবে এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, এই তালিকাচিত্র গুলির সহিত উক্ত তর্কামৃতের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। তর্কামৃতে সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য সম্বন্ধে তাদৃশ মনোযোগ প্রদত্ত হয় নাই, পক্ষান্তরে উক্ত তালিকাচিত্র গুলির উপজীব্য ভাষাপরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। পদার্থ-বিভাগ-চিত্র-মধ্যেও কিছু মতভেদ আছে। তর্কামৃতের বুদ্ধি-বিভাগের কথা আমরা এখনও উল্লেখ করি নাই, ইহা পরে কথিত হইয়াছে। যাহা হউক, উভয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যদি পাঠকবর্গের এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জন্মে তাহা হইলেই ভূমিকা পাঠের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধি হইবে মনে হয়। ভগবদ্ ইচ্ছা থাকিলে এ বিষয়ে আমরা গ্রন্থান্তরে সবিস্তরে সমূল আলোচনা করিব।

যাহা হউক, বক্ষ্যমাণ তালিকাচিত্র মধ্যে আমরা যাহা দেখিতে পাইব, তাহার সার সংক্ষেপ এই যে, প্রথমে পদার্থটীকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব নামে সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার পর তন্মধ্যস্থ দ্রব্যকে আবার ৯ ভাগে, গুণকে ২৪ ভাগে, কর্ম্মকে ৯ ভাগে, সামান্যকে তিন ভাগে, এবং অভাবকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং তাহার পর ১৭ প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বনে ৭ পদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য, তৎপরে ২১ প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বনে পুনরায় উক্ত ৯ দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য, এবং ২৪টী গুণ অবলম্বনে উক্ত ৯ দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য এবং ২১ প্রকার ধর্ম্ম অবলম্ববনে ২৪টী গুণের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই পর্য্যন্তের জ্ঞান অবলম্বনে মুমুক্ষু মানব পরমাত্ম-বস্তুর যথার্থ জ্ঞানলাভ-পূর্ব্বক মোক্ষ-লাভে সমর্থ হয়; এতদরিক্ত পদার্থ-বিভাগ এবং তাহাদের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-নির্ণয় মোক্ষলাভের পক্ষে বাহুল্য হইয়া উঠে, এবং তজ্জন্য তাহা নিরর্থক বলিয়া এই শাস্ত্রে আলোচিত হয় নাই। অবশ্য, মীমাংসক প্রভাকর উক্ত ৭ পদার্থের স্থলে ৮ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন; কুমারিল আবার সেই স্থলে ৫ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন এবং গৌতম তথায় ১৬ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। অন্য দর্শন পদার্থ-তত্ত্ব অলোচনায় প্রবৃত্ত হয় নাই। যাহা হউক, উক্ত বিভক্ত পদার্থের অবান্তর বিভাগ সম্বন্ধেও পরস্পরের মতভেদ আছে। কিন্তু, এ শাস্ত্রমতে উহাতে প্রকৃত সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগিতা নাই, অর্থাৎ উহাতে কিঞ্চিৎ বাহুল্য বা ন্যূনতামাত্র প্রভেদ বিদ্যমান আছে বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে বিপুল বাদ-বিতণ্ডা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, আমরা বাহুল্য-ভয়ে তাহার কোন কথা আর এস্থলে উত্থাপন করিলাম না।

যাহা হউক, এস্থলে তালিকাচিত্র মধ্যে প্রদত্ত সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য গুলি নাম ও সংখ্যা এই—

(ক) পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য সূচক ধর্ম্ম গুলি, যথা—

১ জ্ঞেয়ত্ব	৫ ভাবত্ব	৯ নিগুর্ণত্ব	১৩ সমবায়ি-কারণত্ব
২ বাচ্যত্ব	৬ অনেকত্ব	১০ নিষ্ক্রিয়ত্ব	১৪ অসমবায়ি-কারণত্ব
৩ প্রমেয়ত্ব	৭ সমবায়িত্ব	১১ সামান্যহীনত্ব	১৫ আশ্রিতত্ব
৪ অভিধেয়ত্ব	৮ সত্তাবত্ত্ব	১২ কারণত্ব	১৬ গুণাশ্রয়ত্ব। ১৭। কর্ম্মাশ্রয়ত্ব।

(খ) দ্রব্য-পদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য সূচক ধর্ম্ম গুলি, এই—

১ পরত্ব	৬ বিভুত্ব	১১ অব্যাপ্যবৃত্তি বিশেষ গুণবত্ব	১৬ গুরুত্ব
২ অপরত্ব	৭ পরমমহত্ব	১২ ক্ষণিক বিশেষ গুণবত্ব	১৭ রসবত্ব
৩ মূর্ত্তত্ব	৮ ভূতত্ব	১৩ রূপবত্ব	১৮ নৈমিত্তিক দ্রব্যত্ব
৪ ক্রিয়াশ্রয়ত্ব	৯ স্পর্শাশ্রয়ত্ব	১৪ দ্রব্যত্ববত্ব	১৯ বিশেষগুণাশ্রয়ত্ব
৫ বেগাশ্রয়ত্ব	১০ দ্রব্যারম্ভকত্ব	১৫ প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব	২০ দ্রব্যত্ব ২১ গুণযোগিতা।

(গ) চতুর্বিংশতি গুণের নাম ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

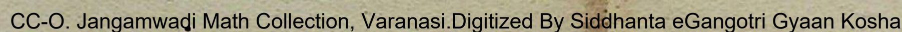
(ঘ) গুণ-পদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যসূচক ধর্ম্ম গুলি, এই—

১ মূর্ত্তগুণত্ব	৬ বিশেষ গুণত্ব	১১ অকারণ গুণোৎপন্নত্ব	১৬ অসমবায়ি-নিমিত্তকারণত্ব
২ অমূর্ত্তগুণত্ব	৭ সামান্যগুণত্ব	১২ কারণ গুণোৎপন্নত্ব	১৭ অব্যাপ্যবৃত্তিগুণত্ব
৩ মূর্ত্তামূর্ত্তগুণত্ব	৮ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যগুণত্ব	১৩ কর্ম্মজন্য গুণত্ব	১৮ নিগুর্ণতা
৪ অনেকাশ্রিত গুণত্ব	৯ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্যগুণত্ব	১৪ অসমবায়িকারণত্ব	১৯ নিষ্ক্রিয়ত্ব
৫ একাশ্রিত গুণত্ব	১০ অতীন্দ্রিয় গুণত্ব	১৫ নিমিত্তকারণ	২০ দ্রব্যাশ্রিতত্ব ২১ বিভুবিশেষ গুণত্ব।

পদার্থ

১। পদার্থ বিভাগ চিত্র,—

- দ্রব্য (নিত্য ও অনিত্য)
  - ক্ষিতি
    - নিত্য — পরমাণু বহু
    - অনিত্য
      - দেহ — প্রসিদ্ধ বহু
      - ইন্দ্রিয় — ঘ্রাণ বহু
      - বিষয় — ঘটাদি বহু
  - অপ্
    - নিত্য — পরমাণু বহু।
    - অনিত্য
      - দেহ — বরুণলোকে প্রসিদ্ধ, বহু।
      - ইন্দ্রিয় — রসনা বহু।
      - বিষয় — জলাদি বহু।
  - তেজ
    - নিত্য — পরমাণু বহু।
    - অনিত্য
      - দেহ — সূর্য্য লোকে, বহু।
      - ইন্দ্রিয় — চক্ষু বহু।
      - বিষয় — আলোক বহু।
  - মরুৎ
    - নিত্য — পরমাণু বহু।
    - অনিত্য
      - দেহ — বায়ুলোক প্রসিদ্ধ, বহু।
      - ইন্দ্রিয় — ত্বক্ বহু।
      - বিষয় — বায়ু বহু।
  - আকাশ — একনিত্য ও বিভু।
  - কাল — একনিত্য ও বিভু।
  - দিক্ — একনিত্য ও বিভু।
  - আত্মা
    - জীবাত্মা — বহু নিত্য ও বিভু।
    - পরমাত্মা — এক নিত্য ও বিভু।
  - মন — ইহা নিত্য এবং বহু।
- গুণ (নিত্য ও অনিত্য)
  - রূপ — ১। শুক্ল ২। পীত ৩। হরিত ৪। কৃষ্ণ ৫। কপিল ৬। রক্ত ৭। চিত্র
  - রস — ১। মধুর ২। অম্ল ৩। কটু ৪। তিক্ত ৫। কষায় ৬। লবণ
  - গন্ধ — ১। সৌরভ ২। অসৌরভ
  - স্পর্শ — ১। শীত ২। উষ্ণ ৩। অনুষ্ণাশীত
  - সংখ্যা — ১। একত্ব ২। দ্বিত্ব ৩। বহুত্ব
  - পরিমিতি — ১। অণু ২। মহৎ ৩। হ্রস্ব ৪। দীর্ঘ
  - পৃথক্ত্ব — ১। একপৃথক্ত্ব দ্বিপৃথক্ত্ব ত্রিপৃথক্ত্ব ইত্যাদি বহু প্রকার
  - সংযোগ — ১। এককর্ম্মজ ২। উভয়কর্ম্মজ ৩। সংযোগজ
    - অভিঘাত
    - নোদন
  - বিভাগ — ১। এককর্ম্মজ ২। উভয়কর্ম্মজ ৩। বিভাগজ
    - হেতুমাত্র বিভাগজ
    - হেত্বহেতু বিভাগজ
  - পরত্ব — ১। দৈশিক ২। কালিক
  - অপরত্ব — ১। দৈশিক ২। কালিক
  - বুদ্ধি
    - অনুভূতি
      - প্রত্যক্ষ
        - নির্ব্বিকল্পক — ১ চাক্ষুষ ২ রাসন ৩ শ্রাবণ ৪ স্পার্শন ৫ ঘ্রাণজ ৬ মানস
        - সবিকল্পক
          - প্রমা — ১ চাক্ষুষ ২ রাসন ৩ শ্রাবণ ৪ স্পার্শন ৫ ঘ্রাণজ ৬ মানস
          - অপ্রমা
            - সংশয় — ১ সাধারণ ধর্ম্মদর্শন জন্য ২ অসাধারণ ধর্ম্মদর্শন জন্য ৩ বিপ্রতিপত্তিজ্ঞান জন্য
              - দ্বিকোটিক — চাক্ষুষ, রাসন, শ্রাবণ, স্পার্শন, ঘ্রাণজ, মানস,
              - চতুষ্কোটিক — চাক্ষুষ, রাসন, শ্রাবণ, স্পার্শন, ঘ্রাণজ, মানস.
            - বিপর্য্যয় — ১ চাক্ষুষ ২ রাসন ৩ শ্রাবণ ৪ স্পার্শন ৫ ঘ্রাণজ ৬ মানস
            - তর্ক — ১ চাক্ষুষ ২ রাসন ৩ শ্রাবণ ৪ স্পার্শন ৫ ঘ্রাণজ ৬ মানস
      - অনুমিতি (সবিকল্পক)
        - প্রমা — ১ অন্বয়ী ২ ব্যতিরেকী ৩ অন্বয়ব্যতিরেকী
        - অপ্রমা (বিপর্য্যয়) — ১ অন্বয়ী ২ ব্যতিরেকী ৩ অন্বয়ব্যতিরেকী।
      - উপমিতি (সবিকল্পক)
        - প্রমা — ১ সাদৃশ্য বিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞান জন্য ২ বৈধর্ম্ম্য বিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞান জন্য ৩ অসাধারণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞান জন্য।
        - অপ্রমা — ১ সাদৃশ্য বিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞান জন্য ২ বৈধর্ম্ম্য বিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞান জন্য ৩ অসাধারণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট পিণ্ডজ্ঞান জন্য।
      - শব্দ (সবিকল্পক)
        - প্রমা — ১ আপ্ত পুরুষ বাক্য জন্য। ২ শ্রুতিবাক্য জন্য।
        - অপ্রমা — অনাপ্ত পুরুষ বাক্য জন্য
    - স্মৃতি (অনুভূতির অনুরূপ)
  - সুখ — ১। বৈষয়িক ২। মানোরথিক ৩। আভ্যাসিক ৪। আভিমানিক
  - দুঃখ — ১। বৈষয়িক ২। মানোরথিক ৩। আভ্যাসিক ৪। আভিমানিক
  - ইচ্ছা — ১। ফলবিষয়িণী ২। উপায়বিষয়িণী
  - দ্বেষ — ১। ফলবিষয়ক ২। উপায়ফল বিষয়ক
  - যত্ন — ১। জীবনযোনি ২। প্রবৃত্তি ৩। নিবৃত্তি
  - গুরুত্ব
  - দ্রবত্ব — ১। সাংসিদ্ধিক ২। নৈমিত্তিক
  - স্নেহ
  - সংস্কার — ১। স্থিতিস্থাপক ২। ভাবনা ৩। বেগ
    - বেগজ
    - কর্ম্মজ
  - ধর্ম্ম — ১। সঞ্চিত ২। ক্রিয়মান ৩। প্রারব্ধ
  - অধর্ম্ম — ১। সঞ্চিত ২। ক্রিয়মান ৩। প্রারব্ধ
  - শব্দ — ১। ধ্বনি ২। বর্ণ
- কর্ম্ম (অনিত্য)
  - উৎক্ষেপন, অবক্ষেপন, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন
    - গমন — ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন, তির্য্যগ্ গমন
- সামান্য (নিত্য) — পর, পরাপর, অপর
- বিশেষ (অনন্ত) (নিত্য)
- সমবায় (এক) (নিত্য)
- অভাব (নিত্য ও অনিত্য)
  - সংসর্গাভাব — প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্যন্তাভাব
  - অন্যোন্যাভাব



পদার্থ-সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-নিরূপণ চিত্র।

ধর্ম্মনাম	দ্রব্য	গুণ	কর্ম্ম	সামান্য	বিশেষ	সমবায়	অভাব	
জ্ঞেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব,	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭
ভাবত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	৬
অনেকত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	ঐ	৬
সমবায়িত্ব, সমবায়-প্রতিযোগিত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	৫
সত্তাবত্ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	৩
নির্গুণত্ব *	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬
নিষ্ক্রিয়ত্ব *	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬
সামান্যহীনত্ব	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪
কারণত্ব *	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭
সমবায়ি-কারণত্ব	ঐ	•	•	•	•	•	•	১
অসমবায়ি-কারণত্ব	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	২
আশ্রিতত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭
গুণাশ্রয়ত্ব	ঐ	•	•	•	•	•	•	১
কর্ম্মাশ্রয়ত্ব	ঐ	•	•	•	•	•	•	১
	১০	১০	১০	৯	৯	৭	৭	

দ্রষ্টব্য (১) এস্থলে প্রথম সাতটীর সাধর্ম্ম্য জ্ঞেয়ত্বাদি।
" " ছয়টীর " ভাবত্ব।
" " পাঁচটীর " সমবায়িত্ব।
" " চারিটীর " সমবেত-সমবেত-বৃত্তি পদার্থ-বিভাজক-উপাধিমত্ত্ব।
" " তিনটীর " সত্তাবত্ত্ব।
" " দুইটীর " নিত্যা-নিত্য-সমবৃত্তি পদার্থ বিভাজক উপাধিমত্ত্ব।
" " একটীর " দ্রব্যত্ব, গুণযোগিত্ব, সমবায়ি-কারণত্ব।

(২) দ্রব্যও উৎপত্তিকালে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হয়।

(৩) গুণের মধ্যস্থিত পরমাণু-পরিমাণ কাহারও কারণ হয় না। বিশেষ মুক্তাবলী মধ্যে দ্রষ্টব্য।

দ্রব্য-পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-নির্ণয়।

ধর্ম্মনাম	ক্ষিতি	অপ্	তেজঃ	মরুৎ	ব্যোম	দিক্	কাল	আত্ম	মনঃ	
১ পরত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	৫
২ অপরত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	৫
৩ মূর্ত্তত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	৪
৪ ক্রিয়াশ্রয়ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	৫
৫ বেগাশ্রয়ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	৫
৬ বিভুত্ব (সর্ব্বগতত্ব)	•	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	৪
৭ পরমমহত্ব	•	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	৪
৮ ভূতত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	৫
৯ স্পর্শাশ্রয়ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	৪
১০ দ্রব্যারম্ভকত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	৪
১১ অব্যাপ্যবৃত্তি-বিশেষ গুণবত্ত্ব	•	•	•	•	ঐ	•	•	ঐ	•	২
১২ ক্ষণিক বিশেষ গুণবত্ত্ব	•	•	•	•	ঐ	•	•	ঐ	•	২
১৩ রূপবত্ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	৩
১৪ দ্রবত্ববত্ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	৩
১৫ প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	৬	•	৩
১৬ গুরুত্ব	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	২
১৭ রসবত্ত্ব	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	২
১৮ নৈমিত্তিকদ্রবত্ব	ঐ	•	ঐ	•	•	•	•	•	•	২
১৯ বিশেষগুণাশ্রয়ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	ঐ	•	•
২০ দ্রব্যত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৯
২১ গুণযোগিতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৯
	১৭	১৬	১৫	১১	৮	৪	৫	৭	৭	

দ্রব্য পদার্থের গুণ রূপ সাধর্ম্ম্য-নির্ণয়।

গুণনাম	ক্ষিতি	অপ্	তেজঃ	মরুৎ	ব্যোম	দিক্	কাল	আত্মা: জীবাত্মা	আত্মা: পরমাত্মা	মনঃ	
১ রূপ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	৩
২ রস	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	২
৩ গন্ধ	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	১
৪ স্পর্শ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	৪
৫ সংখ্যা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০
৬ পরিমিতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০
৭ পৃথক্ত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০
৮ সংযোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০
৯ বিভাগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০
১০ পরত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	ঐ	৫
১১ অপরত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	ঐ	৫
১২ বুদ্ধি	•	•	•	•	•	•	•	ঐ	ঐ	•	২
১৩ সুখ		•	•	•	•	•	•	ঐ	•	•	১
১৪ দুঃখ		•	•	•	•	•	•	ঐ	•	•	১
১৫ ইচ্ছা	•	•	•	•	•	•	•	ঐ	ঐ	•	২
১৬ দ্বেষ	•	•	•	•	•	•	•	ঐ	•	•	১
১৭ যত্ন	•	•	•	•	•	•	•	ঐ	ঐ	•	২
১৮ গুরুত্ব	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	২
১৯ দ্রবত্ব	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	৩
২০ স্নেহ	•	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	১
২১ সংস্কার											৬
বেগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	ঐ	৫
ভাবনা	•	•	•	•	•	•	•	ঐ	•	•	১
স্থিতিস্থাপক	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	১
২২ ধর্ম্ম	•	•	•	•	•	•	•	ঐ	•	•	১
২৩ অধর্ম্ম	•	•	•	•	•	•	•	ঐ	•	•	১
২৪ শব্দ	•	•	•	•	ঐ	•	•	•	•	•	১
	১৫	১৪	১	৯	৬	৫	৫	১৪	৮	৮	

গুণ-নাম	১ মূর্ত্তগুণ	২ অমূর্ত্তগুণ	৩ মূর্ত্তামূর্ত্তগুণ	৪ অনেকাশ্রিতগুণ	৫ একাশ্রিতগুণ	৬ বিশেষগুণ	৭ সামান্যগুণ	৮ দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ	৯ বাহ্যেকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ	১০ অতীন্দ্রিয়গুণ	১১ অকারণগুণোৎপন্ন	১২ কারণগুণোৎপন্ন	১৩ কর্ম্মজগুণ	১৪ অসমবায়ি কারণ	১৫ নিমিত্ত কারণ	১৬ অসমবায়ি-নিমিত্ত কারণ	১৭ অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ	১৮ নিত্যগত্ব	১৯ নিঃস্কৃত্ব	২০ দ্রব্যাশ্রিতত্ব	২১ বিভুবিশেষগুণ
১ রূপ	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	•	•	ঐ	•	•	ঐ	•	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
২ রস	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	•	•	ঐ	•	•	ঐ	•	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
৩ গন্ধ	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	•	•	ঐ	•	•	ঐ	•	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
৪ স্পর্শ	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	•	•	ঐ	•	•	ঐ	•	ঐ	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
৫ সংখ্যা	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•	ঐ	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
৬ পরিমিতি	•	•	ঐ	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
৭ পৃথক্ত্ব	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•	ঐ	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
৮ সংযোগ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•
৯ বিভাগ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•
১০ পরত্ব	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
১১ অপরত্ব	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
১২ বুদ্ধি	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৩ সুখ	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪ দুঃখ	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫ ইচ্ছা	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৬ দ্বেষ	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৭ যত্ন	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	•	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮ গুরুত্ব	•	•	•	•	ঐ	•	ঐ	•	•	ঐ	•	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
১৯ দ্রবত্ব	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	•	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
২০ স্নেহ	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	•	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•
২১ সংস্কার	ঐ	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২২ ধর্ম্ম	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৩ অধর্ম্ম	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	ঐ	ঐ	•	•	•	ঐ	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৪ শব্দ	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	•	•	ঐ	•	ঐ	•	•	ঐ	•	•	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

ইহাই হইল পদার্থ-বিভাগ এবং সেই বিভক্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের তালিকা-চিত্রগুলি ; এই পথের পথিক হইয়া 'ধর্ম্ম-বিশেষ-প্রসূত যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা হইতে নিঃশ্রেয়স-লাভ' হইয়া থাকে—এইরূপে পরমাত্মাতে ইতরভেদানুমান করিতে করিতে যে বিশুদ্ধ পরমাত্ম-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সেই পরমাত্মার নিদিধ্যাসন করিতে করিতে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়, এবং এইরূপে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সংশয় বিদূরিত হয় এবং কর্ম্মক্ষয় হয়, যথা—

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ২।৮

ইহাই হইল হিন্দুর যাবৎ আস্তিক-দর্শনের "প্রয়োজন" ; ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু মতভেদ, তাহা পথের ভেদ, গন্তব্য-স্থলের ভেদ নহে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে যে পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করিতে দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য শিষ্যের একনিষ্ঠা-সমুৎপাদন মাত্র। সত্য কখন পরস্পর বিরোধী হয় না, এবং সেই সত্যদর্শী ঋষির প্রদর্শিত পথ বিভিন্ন হইলেও প্রকৃত বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী হইতে পারে না। যাহা হউক, এই নিঃশ্রেয়সের উপায়-ভূত এই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য—বেদের অবিরোধী পথে এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য যে পদার্থ-জ্ঞান, তাহাই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে চিন্তামণির স্থান।

এইবার আমরা,এই নব্যন্যায়শাস্ত্রের আকর-স্থানীয় চিন্তামণি-গ্রন্থ ন্যায়শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কোথায় অবস্থিত এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ, এবং সেই চিন্তামণি-গ্রন্থান্তর্গত এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকের প্রতিপাদ্য-বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিয়া এই ন্যায়শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় মধ্যে ব্যাপ্তির স্থান কোথায়, তাহাই বলিব এবং তৎপরে ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী নির্ণয় করিয়া পূর্ব্বপ্রস্তাবিত দ্বিতীয় বিষয়টী অর্থাৎ ব্যবহার-ক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কোথায়,তাহাই বলিব।

চিন্তামণি-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বিষয় এবং নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য-বিষয় অভিন্ন হইলেও ইহাতে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-চতুষ্টয় এবং ঈশ্বরানুমানই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রমাণ-চতুষ্টয়, গুণ-পদার্থের অন্তর্গত বুদ্ধির সবিকল্পক প্রমা নামক প্রকার-ভেদের জনক, এবং "ঈশ্বর" বস্তুটী দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত আত্মার একটী প্রকার-ভেদ মাত্র। অতএব,চিন্তামণি-গ্রন্থে যে সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রের কতটুকু বিষয়ে আবদ্ধ, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রথম তালিকা-চিত্রটীর প্রতি একবার দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এ ক্ষেত্রে চিন্তামণি, কেন প্রশস্তপাদ-ভাষ্য, সপ্তপদার্থী, লক্ষণাবলী, মুক্তাবলী প্রভৃতির প্রণালী অবলম্বন করিলেন না, তাহা ভাবিলে মনে হয়—গঙ্গেশের হৃদয়ে অদ্বৈত-বেদান্তের প্রভাব কিছু প্রবল হইয়াছিল ; যেহেতু, বেদান্তমতে এক ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়, মুক্তিতে ব্রহ্ম-ভিন্নের বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, এবং এজন্য যাবৎ-পদার্থ-জ্ঞানও তত প্রয়োজনীয় নহে। পাঠকগণের বিজ্ঞাপনার্থ নিম্নে আমরা চিন্তামণির আলোচ্য বিষয়ের সূচীপত্রটী উদ্ধৃত করিলাম।

প্রত্যক্ষখণ্ড।

১, মঙ্গলবাদ,
২, প্রামাণ্যবাদ,
(ক) জ্ঞপ্তিবাদ,
(খ) উৎপত্তিবাদ,
(গ) প্রমা লক্ষণ,
৩, অন্যথাখ্যাতিবাদ,
৪, সন্নিকর্ষবাদ,
৫, সমবায়বাদ,
৬, অনুপলব্ধ্যপ্রামাণ্যবাদ,
৭, অভাববাদ,
৮, প্রত্যক্ষকারণবাদ,
৯, মনোণুত্ববাদ,
১০, অনুব্যবসায়বাদ,
১১, নির্ব্বিকল্পকবাদ,
১২, সবিকল্পকবাদ।

অনুমান খণ্ড।

১, অনুমিতি নিরূপণ,
২, ব্যাপ্তিবাদ,
(ক) ব্যাপ্তিপঞ্চক,
(খ) সিংহ-ব্যাঘ্র-ব্যাপ্তি-লক্ষণ,
(গ) ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব,
(ঘ) ব্যাপ্তি পূর্ব্বপক্ষ,
(ঙ) ব্যাপ্তি সিদ্ধান্তলক্ষণ,
(চ) সামান্যাভাব,
(ছ) বিশেষ ব্যাপ্তি,
৩, ব্যাপ্তিগ্রহোপায় ;
(ক) তর্ক,
(খ) ব্যাপ্ত্যনুগম ;
৪, সামান্য-লক্ষণা ;
৫, উপাধিবাদ,
(ক) উপাধি লক্ষণ ;
(খ) উপাধি বিভাগ ;
(গ) উপাধির দূষকতাবীজ ;
(ঘ) উপাধ্যাভাস নিরূপণ ;
৬, পক্ষতা,
৭, পরামর্শ,
৮, কেবলান্বয়ী অনুমান ;
৯, কেবল ব্যতিরেকী ঐ
১০, অর্থাপত্তি ;
(ক) সংশয়-করণকার্থাপত্তি ;
(খ) অনুপপত্তিকরণকার্থাপত্তি,
১১, অবয়ব নিরূপণ ;
১২, হেত্বাভাস,
(ক) সামান্যনিরুক্তি,
(খ) সব্যভিচার ;
(গ) সাধারণ,
(ঘ) অসাধারণ,
(ঙ) অনুপসংহারী,
(চ) বিরুদ্ধ,
(ছ) সৎপ্রতিপক্ষ,
(জ) অসিদ্ধি,
(ঝ) বাধ,
(ঞ) হেত্বাভাসাসাধকতাসাধকত্ব,
১৩, ঈশ্বরানুমান।

উপমান খণ্ড।

(একটীমাত্র প্রকরণ, কিন্তু ইহাতে ১৪টী বিষয় আছে)

১, উপমান-নিরূপণ-প্রতিজ্ঞা,
২, উপমানপ্রামাণ্য অনঙ্গীকারীর মত,
৩, তন্মত-খণ্ডন,
৪, উপমিতি-স্বরূপ-নিরূপণে জয়ন্তভট্ট প্রভৃতির মত,
৫, তন্মত-খণ্ডন,
৬, উপমিতি-স্বরূপ-নিরূপণে মীমাংসক-মত,
৭, তন্মত-খণ্ডন,
৮, উপমিতি-স্বরূপ-নিরূপণে স্বমত-ব্যবস্থাপন ;
৯, সাদৃশ্যাতিরিক্ত পদার্থতাবাদী একদেশীর মত ;
১০, তন্মত খণ্ডন ;
১১, সাদৃশ্যাতিরিক্ত-পদার্থতাবাদি-নব্যমীমাংসক মত ;
১২, তন্মত-খণ্ডন ;
১৩, সাদৃশ্যাতিরিক্ত পদার্থতাবাদি-মীমাংসক মত ;
১৪, তন্মত-খণ্ডন।

শব্দ খণ্ড।

১, শব্দাপ্রামাণ্যবাদ ;
২, শব্দাকাংক্ষাবাদ ;
৩, যোগ্যতাবাদ ;
৪, আসত্তিবাদ ;
৫, তাৎপর্য্যবাদ ;
৬, শব্দানিত্যত্বাবাদ ;
৭, উচ্ছন্নপ্রচ্ছন্নবাদ ;
৮, বিধিবাদ ;
৯, অপূর্ব্ববাদ ;
১০, কার্য্যান্বিত শক্তিবাদ ;
১১, জাতি-শক্তিবাদ ;
১২, সমাসবাদ ;
১৩, আখ্যাতবাদ ;
১৪, ধাতুবাদ ;
১৫, উপসর্গবাদ ;
১৬, প্রামাণচতুষ্টয়-প্রামাণ্য-বাদ ;

* এস্থলে পরিচ্ছেদ-বিভাগ দেখিলে মনে হয়—প্রত্যেক খণ্ডেই ১২টী করিয়া প্রকরণ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত, কিন্তু, কালবশে নকল করিবার দোষে এইরূপ অসমান হইয়া গিয়াছে। ইহা সোসাইটীর সংস্করণ হইতে সঙ্কলিত হইল।

ন্যায়শাস্ত্রে ব্যাপ্তি-পঞ্চকের স্থান।

ব্যাপ্তি-পঞ্চকের প্রতিপাদ্য—ব্যাপ্তি-লক্ষণকে যাঁহারা "অব্যভিচরিতত্ব" বলেন তাঁহাদের মত-খণ্ডন। এ বিষয় পূর্ব্বে সবিস্তরে কথিত হইয়াছে; সুতরাং, এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক, সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ইহার স্থান কোথায়?

ইহার স্থান গুণ-পদার্থের অন্তর্গত বুদ্ধির প্রকারভেদ যে সবিকল্পক "প্রমা", সেই প্রমার অন্তর্গত যে অনুমিতি, সেই অনুমিতির কারণ যে পরামর্শ, সেই পরামর্শের যে প্রযোজক, অথবা সেই অনুমিতির "করণ" যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় যে ব্যাপ্তি, তন্মধ্যে যাহা অন্বয়ী-ব্যাপ্তি, সেই ব্যাপ্তির মধ্যে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, ইহাতে সমগ্র ন্যায়-শাস্ত্রের কত অল্প বিষয়ই আলোচিত হইতেছে। এজন্য, সবিশেষ পূর্ব্বোক্ত প্রথম তালিকা-চিত্র মধ্যে দ্রষ্টব্য।

নব্যন্যায়ের অধিকারী।

পূর্ব্বপ্রস্তাবানুসারে এইবার আমাদের আলোচ্য এই শাস্ত্রের অধিকারী কে? অবশ্য, আজকাল কোন্ বিদ্যার কে অধিকারী, এবং কে অনধিকারী—তাহা আর আলোচনারই বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় না; কিন্তু, তথাপি পূর্ব্বকালে ইহা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল, এবং এখনও পণ্ডিত-সমাজে ইহা একেবারে উপেক্ষার বিষয় হয় নাই। অধিকারী হইয়া শাস্ত্রানুশীলনের 'অপূর্ব্ব' ফল যাঁহারা অস্বীকার করেন, তাঁহারা, অধিকারীর লক্ষণ অবগতি-জন্য যে সুফলের সম্ভাবনা আছে, তাহা বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। অতএব, এস্থলে এ বিষয়টী একেবারে পরিত্যাগ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

এই অধিকারী-তত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই শাস্ত্রের অধি-কারী মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ। অবশ্য, কোনও গ্রন্থ মধ্যে স্পষ্টরূপে এই বিভাগ সম্বন্ধে ঠিক উল্লেখ নাই, তবে আচার্য্যগণের লিখন-ভঙ্গী দেখিলে এই রূপই প্রতীতি হয়। কারণ, প্রাচীন-ন্যায়ের ব্যাখ্যা-পরিপাটীর চরমোৎকর্ষ-সাধক আচার্য্য উদয়ন এই অধিকারী-তত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বেদপ্রমাণানুকূল-ন্যায়শাস্ত্রে অধীত-বেদেরই অধিকার বশতঃ শূদ্রাদির অনধিকার সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাদের ন্যায়শাস্ত্রে, অধিকার আছে কি না—এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া চরমে বলিয়াছেন যে,—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" "ইতি ন্যায়েন বরমপি অনধিকৃতান্ ব্যুৎপাদয়ামঃ"

তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি ১।১।১ সূত্র।

এস্থলে "অনধিকৃতান্" পদে শূদ্রাদিই লক্ষিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক, ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্যাধিকারীর লক্ষণ কি?

মুখ্যাধিকারী।

প্রচলিত রীতি অনুসারে গ্রন্থকার প্রায় নিজ গ্রন্থের অধিকারী প্রভৃতি অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

প্রস্ফুটভাবে প্রদর্শন করেন না, টীকাকারই প্রায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া থাকেন। এতদনুসারে নব্যন্যায়ের পিতৃস্থানীয় গৌতমীয় ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্র যথা,—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ॥ ১ ॥—

মধ্যে দেখা যায়, যিনি নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষকামী, তিনিই এই শাস্ত্রের অধিকারী। কিন্তু, ইহার ভাষ্যবার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা-পরিশুদ্ধি নামক টীকামধ্যে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন;—

"তস্মাদনুষ্ঠাতৈব ব্যুৎপাদ্যঃ শাস্ত্রান্তরলব্ধ-ব্রাহ্মণত্বাদি রূপঃ শিষ্যঃ।
তস্য চ রূপাণি—শমদমাদি-সম্পত্তিঃ, নিত্যানিত্য-বিবেকঃ,
ঐহিকামুষ্মিক-ভোগ-বৈরাগ্যং, মুমুক্ষুতা চেতি। যস্ত্বনধিকার্য্যেব
প্রবর্ত্ততে কর্ম্মকাণ্ড ইব ব্রহ্মকাণ্ডে স ন ফলভাগ্ ভবতি।"

সুতরাং, দেখা যাইতেছে যিনি;—

১। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা এবং সমাধান-সম্পন্ন,
২। নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক-সম্পন্ন,
৩। ইহ-পরকালের সুখভোগে বৈরাগ্যবান্ এবং
৪। মুমুক্ষু—

তিনিই এই ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী। যিনি এই প্রকার গুণসম্পন্ন নহেন, তিনি ইহার মোক্ষফলে বঞ্চিত হয়েন। শম-দমাদির বিশেষ বিবরণ বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে, তথাপি শম অর্থ—বহিরিন্দ্রিয় দমন, দম অর্থ—অন্তরিন্দ্রিয় দমন, উপরতি অর্থ বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ, তিতিক্ষা অর্থ—শীতাদি সহন, শ্রদ্ধা অর্থ—গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস, সমাধান অর্থ—ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণাদিতে, কিংবা তৎ-সদৃশ কোন বিষয়েতে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা।

তদ্রূপ, এই নব্যন্যায়ের মাতৃস্থানীয় বৈশেষিক-দর্শনের প্রথম চারিটী সূত্রে (ভূঃ ৬৪পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দেখা যায়, ঐ এক কথাই কথিত হইয়াছে। তবে, ইহাতে এই মাত্র বিশেষ এই যে, এই সূত্র কয়টী দেখিলে মনে হয় যে, যাঁহারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সাধন ধর্ম্মকামী, অর্থাৎ ইহ-পরলোকের উন্নতির পর মোক্ষ-হেতু-ধর্ম্মকামী তাঁহারাই ইহার অধিকারী, ন্যায়শাস্ত্রের মত কেবল মোক্ষকামীই যে বৈশেষিক-দর্শনের অধিকারী তাহা নহে। বলা বাহুল্য, কেহ কেহ কিন্তু এই চারিটী সূত্রেরই আবার এই রূপ ব্যাখ্যা করেন যে, তখন ইহার সহিত ন্যায়-মতের কোন বিশেষত্বই থাকে না। এ বিষয় বিস্তৃত ব্যাখা শঙ্কর মিশ্রের উপস্কার মধ্যে দ্রষ্টব্য।

তাহার পর, যদি উপরি উক্ত প্রমাণদ্বয়ের প্রতি একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায়, এবং তাহাদের টীকার প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এই শাস্ত্রের অধিকারী যিনি হইবেন, তাঁহাকে বেদশিরঃ উপনিষৎ বা বেদান্ত শ্রবণও করিতে হইবে;

কারণ; বৈশেষিকের তৃতীয় সূত্র "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" এবং উদয়নাচার্য্যের "ব্রাহ্মণত্বাদি-রূপঃ শিষ্যঃ" এই বাক্যটী ও 'শূদ্রের অনধিকার-বিষয়ক বিচার' প্রভৃতি হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই লব্ধ হয়। আর তাহার ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপনীত হইয়া বেদান্ত-শ্রবণ করিবার পর যে, এই শাস্ত্রের অধিকার লাভ করেন, তাহাও বুঝিতে বাকী থাকিল না। বেদান্ত-শ্রবণ যে, এই শাস্ত্রের মুখ্যাধিকারীর প্রয়োজন, তাহা শঙ্কর মিশ্রের বৈশেষিক সূত্রোপস্কারে স্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে যথা,—

তাপত্রয়পরাহতা বিবেকিনঃ তাপত্রয়-নিবৃত্তি-নিদানম্ অনুসন্ধানা নানা-শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণেষু আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারমেব তদুপায়ম্ আকলয়াম্বভূবুঃ। তৎ-প্রাপ্তিহেতুমপি পন্থানং জিজ্ঞাসমানাঃ পরমকারুণিকং কণাদং মুনিম্ উপসেদুঃ। * * * শ্রবণাদিপটবঃ অনসূয়কাশ্চ অন্তেবাসিনঃ উপসেদুঃ ইত্যর্থঃ।

তাহার পর এ কথা বিশ্বনাথ-ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ও গৌতম-সূত্র-বৃত্তিতেও "অন্বীক্ষা" শব্দের অর্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"শ্রবণাৎ অনু=পশ্চাৎ ঈক্ষা=অন্বিক্ষা" ইত্যাদি;

এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, যিনি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই এই শাস্ত্রের অধিকারী অর্থাৎ মুখ্যাধিকারী।

পরিশেষে নিতান্ত নব্যনৈয়ায়িককুলচূড়ামণি মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় তর্কামৃতে এই কথাটী যার-পর-নাই সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, যথা,—

"অথ শ্রুতিঃ শ্রূয়তে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—ইতি; অস্যার্থঃ—মুমুক্ষুণা আত্মা দ্রষ্টব্যঃ, মুমুক্ষোরাত্মদর্শনম্ ইষ্টসাধনমিতি যাবৎ। আত্ম-দর্শনোপায়ঃ কঃ ইত্যত্রাহ—শ্রোতব্যঃ; তেন আর্থক্রমেণ শব্দক্রমস্যাক্তো ভবতি। "অগ্নি-হোত্রং জুহোতি" "যবাগুং পচতি" ইত্যাদিবৎ। তথা চ—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানি তত্ত্বজ্ঞান-জনকানি ইতি উক্তং ভবতি। অত্র শ্রুতিতঃ কৃতাত্ম-শ্রবণস্য মননে অধিকারঃ, মননং চ আত্মনঃ ইতরভিন্নত্বেন অনুমানম্, তচ্চ ভেদপ্রতিযোগীতর-জ্ঞান-সাধ্যম্, তথা চ—ইতরৎ এব কিয়ৎ ?—ইত্যেতদর্থং পদার্থ-নিরূপণম্।" ইত্যাদি।

সুতরাং, দেখা গেল—যিনি এই শাস্ত্রের মুখ্যাধিকারী হইবেন তিনি,—

প্রথম—বেদান্ত-শ্রবণোপযোগী গুণশালী—

দ্বিতীয়—বেদান্ত-শ্রবণকারী, এবং

তৃতীয়—সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন

হইবেন। এই গুণগ্রাম না থাকিলে আচার্য্য উদয়নের বাক্য অবলম্বনে বলিতে হইবে, 'যত্ত্বনধিকারী এব প্রবর্ত্ততে, কর্ম্মকাণ্ড ইব ব্রহ্মকাণ্ডে ন স ফলভাগ্ ভবতি।' অর্থাৎ তিনি কর্ম্মকাণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মকাণ্ডে অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত পথে মননে অনধিকারী হইয়া প্রবর্ত্তিত হইবেন, তিনি মোক্ষরূপ ফলভাগী হইবেন না।

কিন্তু, সন্তান জনক-জননীর অনুরূপ হইলেও যেমন কথঞ্চিৎ বিলক্ষণ হয়, তদ্রূপ জনক গৌতমীয় ন্যায়, এবং জননী বৈশেষিকের সন্তান নব্যন্যায়ের পৌঢ়গ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণি মধ্যে এই শাস্ত্রের অধিকারীর লক্ষণ যেন নিখিল বিশ্বাবগাহী বলিয়া বোধ হয়। তথায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়, আচার্য্য উদয়নোক্ত "মহাজন যেন গতঃ স পন্থা" ইতি ন্যায়েন বয়মপি অনধিকৃতান্ ব্যুৎপাদয়ামঃ" ইত্যাদি বাক্যের মত কিছু না বলিয়া, বলিয়াছেন,—

"অথ জগদেব দুঃখপঙ্কনিমগ্নমুদ্দিধীর্ষুঃ অষ্টাদশবিদ্যাস্থানেষু
অভ্যর্হিততমম্ আন্বীক্ষিকীং পরমকারুণিকো মুনিঃ প্রণিণায়।" (চিন্তামণি)
"জগদেবেতি জগৎ পদং বস্তুত্ববিশিষ্টপরম্। এবকারস্তু যাবদর্থকঃ,
তথা চ "দুঃখপঙ্কনিমগ্নম্" তদানীং দুঃখসমূহাধিকরণং যাবদ্ বস্তু,
উদ্দিধীর্ষুঃ তদ্ আত্যন্তিকদুঃখধ্বংসবিশিষ্টং চিকীর্ষুঃ।" (মাথুরানাথ-
কৃত চিন্তামণিরহস্য নামক টীকা)।

ইহার অর্থ—বিশেষ প্রয়োজন না হইলে—বলিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি দুঃখের আত্যন্তিকভাবে নিবারণ করিতে চায়—সেই ব্যক্তিই এই শাস্ত্রের অধিকারী, এবং বোধ হয় এই ইঙ্গিত অবলম্বনে মুক্তাবলীর টীকা দিনকরীতে, তার্কিক-রক্ষার মত "মুমুক্ষুই ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী" না বলিয়া বলা হইয়াছে—

"পদার্থ-তত্ত্বাবধারণ-কামোঽধিকারী"

বলা বাহুল্য, ন্যায় ও বৈশেষিক-মত হইতে গঙ্গেশের এতাদৃশ বৈলক্ষণ্য যে, ব্যাখ্যা-কৌশলে অন্যথা করা যায় না, তাহা নহে। চিন্তামণি-রহস্য টীকা মধ্যে সে উপকরণের অভাব নাই। যাহা হউক, ইহাই হইল এই শাস্ত্রের মুখ্যাধিকারীর পরিচয়।

গৌণাধিকারী।

কিন্তু, এই শাস্ত্রের যিনি গৌণাধিকারী হইবেন, তাঁহাকে আর বেদান্তোক্ত পথে মোক্ষকামী হইয়া তত্ত্ববুভুক্ষু হইতে হইবে না ; পরন্তু, তিনি পুরাণাদি প্রদর্শিত-পথে মোক্ষার্থী হইয়া তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী, অথবা কেবল তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্র হইয়া, অথবা কেবল বুদ্ধি-পরিমার্জ্জনা কামনা করিয়া এই শাস্ত্রানুশীলনে বদ্ধপরিকর হইলেই তাহার এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারিবে। তাঁহার পক্ষে যে সব গুণগ্রাম একান্ত আবশ্যক, তাহা—মেধা, বুদ্ধি, বিনয়, সত্যানুরাগ, সংযম, দৃঢ়চেষ্টা ও ধৈর্য্য ইত্যাদি। যে সব গুণগ্রাম তাঁহার এ শাস্ত্রানুশীলনে অন্তরায়, তাহা ভাবুকতা, নানা বিদ্যানুরাগ এবং বিদ্যাদান-ভিন্ন পরোপকার-জাতীয় সৎকর্ম্মে, অথবা কোন মত-বিশেষে আসক্তি, ইত্যাদি। অবশ্য, যে সব দোষরাশি এ ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য, তাহা সুধী পাঠকের নিকট বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। তবে, এই সম্বন্ধে যে একটী শ্লোক শ্রুত হয়, তাহাই উল্লেখযোগ্য, যথা—

যস্য সাংসারিকী চিন্তা, চিন্তা চিন্তামণেঃ কুতঃ।
তস্যৈব হি শিরঃকম্পঃ ক শিরো মণিধারণে॥

সাংসারিক চিন্তা যার, চিন্তামণি চিন্তা তার,
কভু কি সম্ভব হয় এ ধরা মাঝারে।
শিরঃকম্প দুর্নিবার, হয় তায় অনিবার,
কোথা রহে শিরঃ তার মণি পরিবারে॥

বস্তুতঃ, এই শাস্ত্রকে যাঁহারা তর্কশাস্ত্র জ্ঞান করেন, অথবা যাঁহারা ইহার তর্কাংশটুকু মাত্র জানিতে কৌতুহলী, তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা, মেধা এবং ধৈর্য্য মাত্র থাকিলেই যথেষ্ট, তাহাতেই তাঁহারা এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। অবশ্য,অনধিকারীর হস্তে এ শাস্ত্র পতিত হইলে যে ইহাতে কুফল প্রসব করে না, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনেক স্থলে নৈয়ায়িকের যে, নিন্দা শ্রুতিগোচর হয়, তাহার হেতু ইহাই বলিয়া বোধ হয়, আর এই জন্যই এই শাস্ত্রপাঠাভিলাষী ইহার অধিকারীর গুণগ্রাম আলোচনা করিলে উপকৃত হইতে পারেন বলিয়া বিবেচিত হয়।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া আমাদের পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে প্রথম বিষয়টীর কথা এক প্রকারে শেষ হইল, এইবার দ্বিতীয় বিষয়টী আলোচ্য, অর্থাৎ দেখা যাউক—

ব্যবহারক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কোথায়।

ব্যবহারক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন দুই স্থলে হইতে দেখা যায়। যথা,—প্রথম, যখন আমরা স্বয়ং অনুমান করিতে প্রবৃত্ত হই; দ্বিতীয়, যখন আমরা অপরকে অনুমান দ্বারা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই। এখন প্রথমস্থলে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কোথায় বুঝিবার জন্য ধরা যাউক, একজন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তথায় বহ্নির অনুমান করিতেছে। এস্থলে যদি আমরা তাহার মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সে ব্যক্তি তৎপূর্ব্বে রন্ধনশালা, গোষ্ঠ অথবা চত্বরে ধূম ও অগ্নি দেখিয়া বুঝিয়াছে যে, যেখানে ধূম থাকে সেখানে অগ্নি থাকে,—ধূমের সহিত অগ্নির একটা সাহচর্য্য-নিয়ম বা সম্বন্ধ আছে; এই সম্বন্ধটীর নাম ব্যাপ্তি।

এখন এই ব্যাপ্তির জ্ঞানলাভ করিবার পর যদি সে কালান্তরে পর্ব্বতে ধূম দেখে, তাহা হইলে তাহার মনোমধ্যে ধূম ও বহ্নির এই সম্বন্ধটীর কথা উদয় হয়, অর্থাৎ তাহার তখন ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির কথা স্মরণ হইয়া থাকে।

এইরূপে ব্যাপ্তি-স্মরণের পর তাহার মনে হয় যে, বহ্নির ব্যাপ্য যে ধূম, সেই ধূমই ত এই পর্ব্বতে রহিয়াছে, অন্য কথায় বহ্নির ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট যে ধূম, সেই ধূমই ত এই পর্ব্বতে বিদ্যমান, অর্থাৎ বহ্নির সহিত উক্ত সাহচর্য্যরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ যে ধূম, সেই ধূমই ত এই পর্ব্বতে রহিয়াছে, ইত্যাদি; সেই ব্যক্তির মনোমধ্যে এই ব্যাপারটীর নাম পরামর্শ।

এখন এই পরামর্শটী যদি পর্ব্বতে বহ্নির সংশয়, বা অনুমিতি করিবার ইচ্ছা, অথবা অনুমিৎসা-শূন্য সিদ্ধির অভাব নামক 'পক্ষতা' সংকৃত হয়, তাহা হইলেই তাহার মনে হয় পর্ব্বতে বহ্নি রহিয়াছে, অর্থাৎ তখন তাহার "পর্ব্বতটী বহ্নিমান্", বলিয়া অনুমিতি হয়।

ইহাই হইল ধূম দেখিবার পর নিজের জন্য বহ্নির-অনুমিতি-প্রক্রিয়ার পরিচয়। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। সুতরাং, দেখা গেল যখনই কোন অনুমিতি হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, আমাদের প্রথমে কোন সময়ে "হেতু" ও সাধ্যের সহচার-দর্শন হইয়া থাকে, তৎপরে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়, তৎপরে সময়ান্তরে অনুমিতির লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু দর্শন হয়, তৎপরে উক্ত ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, তৎপরে পরামর্শ হয়, এবং তৎপরে অনুমিতি হয়। এই পথ পরিত্যাগ করিয়া কেহ কখনই কোন স্বার্থানুমিতি করে না, ইহা স্বার্থানুমিতির রাজপথ, এবং এই অনুমিতির পক্ষে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কত, এবং তন্মধ্যে ব্যাপ্তির স্থানই বা কোথায়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। বাস্তবিক, ব্যাপ্তিজ্ঞানটী অনুমিতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন; এতই বিশেষ প্রয়োজন যে,এই জন্যই বলা হয়,ব্যাপ্তিজ্ঞানটী অনুমিতির প্রতি করণ অর্থাৎ অসাধারণ কারণ, অথবা এমন কারণ যে, যে কারণটী পরামর্শ রূপ ব্যাপার-বিশিষ্ট হইলেই অনুমিতির জনক হয়। এই ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকিলে অনুমিতি হইতেই পারে না।

দ্বিতীয় স্থলে কিন্তু, অর্থাৎ, পরার্থানুমান স্থলে অর্থাৎ অপরকে অনুমিতি করিতে বাধ্য করিতে হইলে আমাদিগকে আর ঠিক এ পথে চলিতে হয় না; আমরা তখন অন্য পথে একার্য্য সিদ্ধ করি। অর্থাৎ এই সময় আমরা একজন মধ্যস্থ রাখিয়া এমন কতিপয় বাক্য প্রয়োগ করি, যাহাতে সে ব্যক্তি অনুমিতি করিতে বাধ্য হয়। এই বাক্যাবলীর নাম "ন্যায়" বলা হয়। ন্যায়শাস্ত্র মতে সাধারণতঃ ইহাতে পাঁচটী বাক্য থাকে, এবং প্রত্যেক বাক্যটীকে ন্যায়াবয়ব বলা হয়। যথা,—

প্রথমটী—প্রতিজ্ঞা,
দ্বিতীয়টী—হেতু,
তৃতীয়টী—উদাহরণ,
চতুর্থটী—উপনয়, এবং
পঞ্চমটী—নিগমন।

এখন দেখ,এই অবয়ব গুলির সাহায্যে কি করিয়া এক জনকে অনুমিতি করিতে বাধ্য করা হয়, এবং ইহার মধ্যে ব্যাপ্তির স্থানই বা কোথায়?

পূর্ব্বের ন্যায় ধরা যাউক, কোন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে পর্ব্বতে ধূম দেখাইয়া বহ্নির অনুমিতি করাইতে হইবে। এখন তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমেই কি বলিতে হয়? একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমে তাহাকে আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহাই তাহাকে প্রথমে আমরা বলিয়া থাকি, অর্থাৎ বলি—

পর্ব্বতটী বহ্নিমান্।
(পর্ব্বতো বহ্নিমান্) } ইহা হইল প্রতিজ্ঞা বাক্য।

কারণ, ইহা যদি প্রথমে আমরা না বলি, তাহা হইলে শ্রোতাকে বক্তার বক্তব্য বিষয়টী,

বক্তার অপরাপর বাক্য হইতে বুঝিয়া লইতে হয়। আর এই কার্য্যটী বাস্তবিক শ্রোতার অরুচিকরও হইতে পারে; অথবা ইহাতে যদি শ্রোতার কোন ভ্রম-প্রমাদ ঘটে, তজ্জন্য শ্রোতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং বক্তার প্রথমেই এইরূপ বাক্য-প্রয়োগ-প্রবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। আর এই জন্যই ন্যায়ের অবয়ব মধ্যে ইহাকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাই হইল প্রতিজ্ঞাবাক্য অর্থাৎ ন্যায়ের প্রথম অবয়ব।

ইহার পরই দেখ, সেই ব্যক্তিকে আমাদের কি বলিবার আবশ্যক হয়। একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে, ইহার পরই সেই শ্রোতার মনে আকাঙ্ক্ষা হয়—কেন "পর্ব্বতটী বহ্নিমান্" হইবে? এবং ঠিক সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য বক্তাকেও বলিতে হয়,—

যেহেতু, ধূম রহিয়াছে।
(ধূমাৎ) } ইহা হইল হেতু-বাক্য।

বস্তুতঃ, এই জন্য এই ন্যায়শাস্ত্রেও হেতু-বাক্যকে পরার্থানুমিতি-সাধক ন্যায়ের দ্বিতীয় অবয়ব বলা হয়।

এখন দেখা আবশ্যক, ইহার পর সেই ব্যক্তিকে কি বলা প্রয়োজন হয়? বস্তুতঃ, এইবার সেই ব্যক্তির মনে খুব সম্ভবতঃই হইবে, "আচ্ছা ধূম আছে বলিয়া বহ্নি থাকিবে কেন?" কারণ, যে ব্যক্তি অপরের কথায় কোন কিছু বুঝিতে বসিয়াছে, অথবা কোন অজ্ঞাত বিষয় জানিতে যাইতেছে, সে ত বক্তার প্রতি-কথাতেই "কেন, কেন" বলিয়া প্রশ্ন করিতে পারে। সুতরাং, সে ব্যক্তি যদি এস্থলে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহা খুব সম্ভব ঐরূপ প্রশ্নই হইবে; এবং এই জন্য এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে এই-রূপ বলাই ঠিক যে,—

যাহা যাহা ধূম যুক্ত হয় তাহা বহ্নিযুক্ত হয়।
যেমন, রন্ধনশালা।
(যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্, যথা মহানসম্।) } ইহা হইল উদাহরণ বাক্য।

বস্তুতঃ, ইহাই হইল ন্যায়াবয়বের তৃতীয় অবয়ব, অর্থাৎ উদাহরণ বাক্য। রন্ধনশালাটী হইল দৃষ্টান্ত। এই রন্ধনশালাটীর নাম উল্লেখ যদি না করা হয়, তাহা হইলে আবার শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিতে পারে "কি দেখিয়া এরূপ কথা বলা হইল যে, যাহা ধূমযুক্ত তাহাই বহ্নিযুক্ত"। সুতরাং, উদাহরণের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্তটীর উল্লেখ করিয়া শ্রোতার মনোমধ্যে সম্ভাবিত প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করা হয়।

যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, ইহার পর শ্রোতা যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহা কিরূপ হওয়া সম্ভব, এবং তাহার উত্তরও তাহা হইলে কিরূপ হওয়া উচিত? বস্তুতঃ, এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করিতে পারিলে আমরা ন্যায়ের চতুর্থ অবয়বটীর সার্থকতা বুঝিতে পারিব। যাহা হউক, ইহার পর দেখা যায়, শ্রোতা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তাহা এই পর্য্যন্ত হইতে পারে যে "আচ্ছা রন্ধনশালার ধূম দেখিয়া বুঝা গিয়াছে যে, যেখানে

ধূম থাকে, সেই খানেই বহ্নি থাকে বটে,তা এখানে তাহার কি?" অর্থাৎ, এখানে যেন শ্রোতা প্রস্তাবিত বিষয়টী ভুলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ হেতু-ধূম ও সাধ্য-বহ্নির সম্বন্ধ স্মরণ করিতে যাইয়া যেন শ্রোতা ঐরূপ সাধ্য-বহ্নির সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হেতু-ধূমটী যে এস্থলে পক্ষ-পর্ব্বতে আছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, এবং তজ্জন্য ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছে। অতএব, শ্রোতাকে ঐ কথাটী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, অথবা শ্রোতার মনে ঐরূপ স্বাভাবিক ও সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বলা হয়,—

পর্ব্বতটীও তদ্রূপ, বহ্নি-সহচরিত ধূমযুক্ত,
(অয়মপি তথা) } ইহা হইল উপনয় বাক্য।

অর্থাৎ ইহাই হইল ন্যায়ের চতুর্থ অবয়ব।

যাহাহউক, এই বাক্যের পর শ্রোতা কি শুনিতে চাহিতে পারেন, তাহা যদি চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা এখন, "সুতরাং"-শব্দ-সংযুক্ত উক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যের পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ তাহা এখন,—

সুতরাং (পর্ব্বতটী) বহ্নিমান্
(তস্মাৎ পর্ব্বতো বহ্নিমান্) } ইহাই হইল নিগমন বাক্য।

বাস্তবিক এস্থানে এইরূপ বাক্যই প্রয়োজন। কারণ,শ্রোতা যেরূপ চিন্তা-স্রোতে পড়িয়াছেন, তাহাতে এখন আর তাঁহার মনোমধ্যে অন্যরূপ আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক নহে। যাহা হউক,ইহাই হইল ন্যায়ের পঞ্চম অবয়ব নিগমন বাক্য এবং ইহারই পর বক্তা শ্রোতাকে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি করিতে বাধ্য করিয়া ফেলিতে পারেন। ইহাই হইল পরার্থানুমিতির প্রক্রিয়া এইবার দেখা আবশ্যক, এই পরার্থ অনুমিতির প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপ্তির স্থান কোথায়?

এখন এই পরার্থানুমিতি-প্রক্রিয়া মধ্যে ব্যাপ্তির স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদের উক্ত "ন্যায়" মধ্যে তৃতীয় ন্যায়াবয়ব "উদাহরণ" বাক্যের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। এই উদাহরণ বাক্যের মধ্যে "যাহা ধূমযুক্ত তাহা বহ্নিযুক্ত" ইহাই হইল ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তির স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য উদাহরণ বাক্যের মধ্যে রন্ধনশালা রূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত-লব্ধ বহ্নি-ধূমের সহচার-দর্শনটী বক্তা ও শ্রোতা উভয়-বাদি-সম্মত হয়; সুতরাং, তজ্জনিত ব্যাপ্তিটীও উভয়-বাদি-সম্মত হয়। এই ব্যাপ্তির সাহায্যেই "এই পর্ব্বতটীও তদ্রূপ" এই উপনয়-রূপ চতুর্থ ন্যায়াবয়বটী রচিত হইয়া থাকে, এবং এই অবয়বটী স্বার্থানুমানে কথিত পরামর্শের আকার-বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবশ্য, এস্থলে ব্যাপ্তি-ঘটিত উদাহরণটী উভয়বাদি-সম্মত হওয়ায় পরামর্শ-ঘটিত ঐ উপনয় বাক্যটীও উভয়বাদি-সম্মত হয়, এবং উপনয় বাক্যটী উভয়-বাদি-সম্মত হওয়ায় নিগমনটীও সুতরাং উভয়-বাদি-সম্মত হয়; আর তজ্জন্য বক্তার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতা পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে পরার্থানুমানে উদাহরণ বাক্য মধ্যে ব্যাপ্তির স্থান বিদ্যমান। এই

ব্যাপ্তির সাহায্য গ্রহণ না করিলে এই উদাহরণ বাক্য গঠিত হইতে পারে না, এবং উদাহরণ দেখাইতে না পারিলে অপরে কখনই অনুমিতি করিতে বাধ্য হয় না।

যাহা হউক, ইহাই হইল স্থূল ভাবে ব্যবহারক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কোথায় হয়—তাহার পরিচয়। এইবার আমরা ন্যায়াবয়ব এবং ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কতিপয় মতভেদের কথা উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গান্তর গ্রহণ করিব।

ন্যায়াবয়ব সম্বন্ধে মতভেদ।

প্রথমতঃ, দেখা যায়, এই ন্যায়াবয়ব সম্বন্ধে মতভেদ যথেষ্ট বিদ্যমান। মহর্ষি বাৎস্যায়নের সময় কোন সম্প্রদায়, দশটী ন্যায়াবয়ব স্বীকার করিতেন।

যথা—১ জিজ্ঞাসা, ২ সংশয়, ৩ শক্যপ্রাপ্তি, ৪ প্রয়োজন, ৫ সংশয়-ব্যুদাস, ৬ প্রতিজ্ঞা, ৭ হেতু, ৮ উদাহরণ, ৯ উপনয় এবং ১০ নিগমন। ইহাদের বিবরণ বাৎস্যায়ন-ভাষ্য এবং বিশ্বনাথ-বৃত্তি মধ্যে দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধমতে কিন্তু; কেবল উদাহরণ ও উপনয় মাত্র স্বীকার করা হয়। মীমাংসক-মতে প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণ এই তিনটী, অথবা উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই তিনটী স্বীকার করা হয়। বেদান্ত-মতে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ এই তিনটী মাত্র স্বীকার করা হয়।*

কিন্তু, ব্যবহার-ক্ষেত্রে নৈয়ায়িকগণই সাধারণতঃ বেদান্ত ও মীমাংসকের মত প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণ এই তিনটী মাত্র ন্যায়াবয়ব প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং নিতান্ত সংক্ষেপ অভিপ্রায় হইলে স্থল-বিশেষে প্রতিজ্ঞা ও হেতু মাত্রেরই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ব্যাপ্তি-লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ।

যাহা হউক, ন্যায়াবয়ব সম্বন্ধে এই মত-দ্বৈধ হইলেও পরার্থানুমিতি-স্থলে উদাহরণ বাক্যে ব্যাপ্তির যে প্রয়োজন হয়, তৎসম্বন্ধে যেমন কোন মতদ্বৈধ নাই, তদ্রূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বিদ্বদ্বর্গ মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান আছে।

---

* তার্কিক রক্ষায় এই বিষয়টী অতি সহজে ও সংক্ষেপে সুন্দরভাবে কথিত হইয়াছে, যথা,—

পরের জন্য ন্যায়াবয়বের প্রয়োগ প্রয়োজন ;—

যঃ পরার্থানুমানস্য প্রয়োগো বাক্যলক্ষণঃ।

তস্যাবান্তরবাক্যাণি কথ্যন্তেঽবয়বা ইতি ॥

তে প্রতিজ্ঞাদিরূপেণ পঞ্চেতি ন্যায়বিস্তরঃ ॥ ৬। ৬৪

ন্যায়াবয়ব সম্বন্ধে মতভেদ, যথা—

ত্রীণুদাহরণান্তান্ বা যদ্‌বোদাহরণাদিকান্।

মীমাংসকাঃ সৌগতাস্তু সোপনীতিমুদাহৃতিম্ ॥ ৬৫

মীমাংসকাঃ প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণানি উদাহরণোপনয়-নিগমনানি বা ত্রয় এব অবয়বা ইতি সঙ্গিরন্তে, সুগতমতানুবর্ত্তিনস্তু উদাহরণ-উপনয়ৌ দ্বাবেব অবয়বা ইত্যাতিষ্ঠন্তে। তত্র উপনয়-নিগমনয়োঃ ; প্রতিজ্ঞা-হেত্বোশ্চ প্রয়োজনান্তর-সম্ভাবোঽন্যত্র সাধিত ইতি নেহ প্রতন্যত ইতি ভাবঃ।

এইবার আমরা ব্যাপ্তি-লক্ষণ সম্বন্ধে কতিপয় মত-ভেদের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

গৌতম সূত্রে ব্যাপ্তির লক্ষণ নাই—

বাৎস্যায়ন ভাষ্যেও ব্যাপ্তির লক্ষণ নাই, তবে ইহা হইতে ইহার ভাষায় ব্যাপ্তি লক্ষণ সংকলন করিতে হইলে "সম্বন্ধমাত্রং ব্যাপ্তিঃ" এই মাত্র বলা যায়।

উদ্যোতকর ন্যায়বার্ত্তিকে ব্যাপ্তি-লক্ষণ যাহা আছে তাহাও ঐরূপ।

বৌদ্ধমতে ইহা "অবিনাভাব" মাত্র।

কুমারিলের মতেও ব্যাপ্তি লক্ষণটী সম্বন্ধ মাত্র, যথা "সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টা" ১।৪

অপর মীমাংসক মতে ইহা "অব্যভিচরিতত্ব"।

বাচস্পতি মিশ্রের মতে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী "স্বাভাবিক সম্বন্ধ" মাত্র।

উদয়নের মতে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী "অনৌপাধিকঃ সম্বন্ধঃ" মাত্র।

লীলাবতীকারমতে ইহা—কার্ৎস্নেন সম্বন্ধঃ।

সাংখ্যসূত্রে ব্যাপ্তি-লক্ষণ সম্বন্ধে একটী বিচার আছে, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ এই,—

"প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধমত্রানানুমানম্।১।১০০ এই সূত্রে প্রতিবন্ধ শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি।

"নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ"।৫।২৯

"নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ।৫।৩১

"আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ।৫।৩২

কণাদসূত্রে ব্যাপ্তি-লক্ষণ নাই, তবে "প্রসিদ্ধি-পূর্ব্বকত্বাদপদেশস্য" ৩।১।১৪ সূত্রে ব্যাপ্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহার শঙ্কর মিশ্রকৃত টীকায় ব্যাপ্তির বহু লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রশস্তপাদ-ভাষ্যে ব্যাপ্তি-লক্ষণ নাই। ন্যায়কন্দলীতেও তাহাই।

ব্যোমশিবের সপ্ত-পদার্থী মধ্যে, যথা—

ব্যাপ্তিশ্চ ব্যাপকস্য ব্যাপ্যাধিকরণ উপাধ্যভাববিশিষ্ট-সম্বন্ধঃ।

তার্কিক রক্ষায় ব্যাপ্তি-লক্ষণ যথা—

ব্যাপ্তিঃ সম্বন্ধো নিরুপাধিকঃ—"স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিতি যাবৎ।" * (৬৫ পৃঃ)

ব্যাপ্তি-পঞ্চককারের মতে—

১। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব,

---

* নিরুপাধিকপদের উপাধি যথা—সাধনাব্যাপকাঃ সাধ্যসমব্যাপ্তা উপাধয়ঃ।

অন্যপ্রকার যথা—বৃদ্ধ সম্মতি,—

একসাধ্যাবিনাভাবে মিথঃ সম্বন্ধশূন্যয়োঃ। সাধ্যাভাবাবিনাভাবী স উপাধি র্যদত্যয়ঃ॥

অন্যপ্রকার, যথা—সাধ্যপ্রয়োজকং নিমিত্তান্তরম্ ইতি।

কিন্তু ইহার লক্ষণ যথা—সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যব্যাপকত্বম্।

উপাধি-বৈবিধ্যমাহ—ভবন্তি তে চ দ্বিবিধাঃ নিশ্চিতাঃ শঙ্কিতা ইতি। (তার্কিকরক্ষা ৬৬-৬৯ পৃঃ)

২। সাধ্যবদ্-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব,

৩। সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য,

৪। সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব,

৫। সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি।

সিংহব্যাঘ্রোক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণ, যথা—

১। সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্।

২। সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্।

অন্য এক মতে—সাধনবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

সোন্দড় মতে শিরোমণিকৃত ব্যাপ্তি লক্ষণ, যথা—

১। যৎসমানাধিকরণাঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-ব্যাপকতাবচ্ছেদক-প্রতিযোগিতাকা-যাবন্তোঽভাবাঃ প্রতিযোগিসমানাধিকরণাঃ তত্ত্বম্।

২। যৎসমানাধিকরণানাং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-ব্যাপকাতাবচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিতাকানাং যাবদভাবানাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সামানাধিকরণ্যম্ তত্ত্বম্।

৩। ব্যাপ্যবৃত্তেঃ হেতুসমানাধিকরণস্য সাধ্যাভাবস্য প্রতিযোগিতায়াঃ অনবচ্ছেদকম্ যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকম্ তদবচ্ছিন্ন-সামানাধিকরণ্যম্।

৪। হেতুসমানাধিকরণস্য ব্যাপ্যবৃত্তেঃ অভাবস্য প্রতিযোগিতায়াঃ সামানাধিকরণ্যেন অনবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্যম্।

৫। হেতুসমানাধিকরণস্য প্রতিযোগিব্যধিকরণস্য অভাবস্য প্রতিযোগিতায়াঃ সামানা-ধিকরণ্যেন অনবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্ন-সামানাধিকরণ্যম্।

৬। সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদক-স্বসমানাধিকরণ-সাধ্যাভাবত্বকত্বম্।

৭। যৎসমানাধিকরণ-সাধ্যাভাব-প্রমায়াং সাধ্যবত্তা-জ্ঞান-প্রতিবন্ধকত্বং নাস্তি তত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ।

৮। সাধ্যাভাববতি যদবৃত্তৌ প্রকৃতানুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ।

৯। যাবন্তঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তৎসজাতীয়া যে তত্তদধিকরণবৃত্তিত্বাভাবাঃ তদ্বত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ।

১০। যাবন্তঃ তাদৃশাভাবাঃ প্রত্যেকং তেষাং স্বজাতীয়স্য ব্যাপকীভূতস্য ব্যাপ্যবৃত্তে-রভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেণ ধর্ম্মেণ যদ্রূপাবচ্ছিন্নং প্রতি ব্যাপকত্বমবচ্ছিদ্যতে তদ্রূপবত্ত্বম্।

১১। যাবন্তঃ তাদৃশাঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেন ধর্ম্মেণ, যদ্রূপাবচ্ছিন্নং প্রতি ব্যাপকত্বমবচ্ছিদ্যতে তদ্রূপবত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ।

১২। বৃত্তিমদবৃত্তয়ো যাবন্তঃ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাভাবাঃ তদ্বত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ।

১৩। বৃত্তিমদবৃত্তয়ো যাবন্তঃ সাধ্যাভাবকূটাধিকরণবৃত্তিত্বাভাবাঃ তদ্বত্ত্বম্।

১৪। সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-ব্যাপকতাবচ্ছেদক-রূপাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ব্যাপ্য-বৃত্তি স্বসমানাধিকরণ-যাবদভাবাধিকরণ-বৃত্তিত্বাভাবা যাবন্তোবৃত্তিমদবৃত্তয়ঃ তদ্বত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ।

বেদান্তপরিভাষায় ব্যাপ্তিলক্ষণ—"অশেষসাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যসামানাধিকরণ্য"।

এইরূপে নানা জনে নানা সময়ে কত যে ব্যাপ্তি-লক্ষণ রচনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাহুল্য ভয়ে আমরা আর ইহাদের অর্থ পর্য্যন্তও করিলাম না। ফলতঃ, এই সকল ব্যাপ্তি-লক্ষণের মধ্যে এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণ কয়টী যে, কেবল একটী দোষ ভিন্ন নির্দ্দোষ, তাহা পাঠকবর্গ গ্রন্থমধ্যেই দেখিতে পাইবেন। এস্থলে তাহার পরিচয় প্রদান করা পুনরুক্তি মাত্র, আর এই জন্যই, নব্যন্যায়-পাঠার্থীকে ভাষা-পরিচ্ছেদের পর প্রথমেই এই গ্রন্থ অধ্যাপনা করা হয়। অধিক কি, বঙ্গের অতুল-গৌরব-রবি মহামতি রঘুনাথ, কেবলান্বয়ী নামক গ্রন্থমধ্যে এই ব্যাপ্তি পঞ্চকোক্ত প্রথম লক্ষণটীকেই ব্যাপ্তির প্রকৃত ও স্বাভাবিক লক্ষণ বলিয়া আদৃত করিয়াছেন।

যাহা হউক, এতদ্দ্বারাই বোধ হয় সুধী পাঠক ব্যবহার-ক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কোথায়, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিবেন; এক্ষণে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাত তৃতীয় প্রস্তাবটী আলোচনার্থ গ্রহণ করি। অর্থাৎ দেখি,—

তৃতীয় এই ব্যাপ্তি-পঞ্চক অধ্যয়ন করিতে হইলে প্রথম হইতে আমাদের কি কি বিষয় একটু ভাল করিয়া জানা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী আলোচনা করিব, যথা,—

প্রথম—তর্কামৃতোক্ত প্রমাণ-সংক্রান্ত অবশিষ্ট কথা,

দ্বিতীয়—সম্বন্ধ-সংক্রান্ত কতিপয় কথা,

তৃতীয়—অভাব-সংক্রান্ত কতিপয় কথা, এবং

চতুর্থ—অনুমিতির স্থল-সংক্রান্ত কতিপয় কথা।

কারণ, আমাদের মনে হয়, এতদ্দ্বারাই এই গ্রন্থ পাঠে উপযুক্ততা লাভ সম্ভব হইবে। যাহা হউক, এখন দেখা যাউক;—

প্রথম, তর্কামৃত মধ্যে প্রমাণ-সংক্রান্ত কি বলা হইয়াছে।

অবশ্য এই জন্য নিম্নে আমরা তাহার অনুবাদ মাত্র প্রদান করিলাম, ইহার আর ব্যাখ্যা করিলাম না; কারণ, ইতিমধ্যেই ভূমিকার কলেবর নিতান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং গ্রন্থান্তরে তাহার জন্য আমরা যত্ন করিতেছি।

যাহা হউক, এখনই আমরা দেখিব—তর্কামৃতের এই প্রমাণ-সংক্রান্ত কথার মধ্যে প্রমাণ চারিটীর কথাই বলা হইতেছে। অবশ্য, এই ব্যাপ্তি-পঞ্চক অধ্যয়ন জন্য এই চারিটী প্রমাণের মধ্যে অনুমান-প্রমাণ সম্বন্ধেই দুই চারিটী কথা একটু ভাল করিয়া জানা আবশ্যক হয়—প্রত্যক্ষ, উপমান ও শাব্দ সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিবার আবশ্যকতা হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা তর্কামৃতের প্রত্যক্ষ, উপমান ও শাব্দ অংশের যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র প্রদান করিলাম।

তর্কামৃতের বঙ্গানুবাদ।

প্রমা চারি প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। ইহাদের করণকে যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ বলা হয়। *

প্রত্যক্ষ নিরূপণ।

তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমা দ্বিবিধ যথা—নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক।

প্রত্যক্ষ প্রমার করণ ছয়টী ইন্দ্রিয়; যথা—ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শোত্র ও মনঃ। ইহারা সন্নিকর্ষ সহিত মিলিত হইলে প্রত্যক্ষ-প্রমা উৎপাদন করে।

সন্নিকর্ষ দ্বিবিধ, যথা—লৌকিক ও অলৌকিক।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ আবার ত্রিবিধ, যথা—জ্ঞান-লক্ষণা, সামান্য-লক্ষণা ও যোগজ।

লৌকিক সন্নিকর্ষ ঐরূপ ষড়্বিধ, যথা—১ সংযোগ, ২ সংযুক্ত-সমবায়, ৩ সংযুক্ত-সমবেত সমবায়, ৪ সমবায়, ৫ সমবেত-সমবায় এবং বিশেষণতা অর্থাৎ স্বরূপ।

ইহাদের মধ্যে সংযোগাখ্য সন্নিকর্ষ দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। সংযুক্ত-সমবায় দ্বারা শব্দ ভিন্ন যে গুণ, সেই গুণ, কর্ম্ম এবং দ্রব্যবৃত্তি জাতির প্রত্যক্ষ হয়। সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় দ্বারা শব্দমাত্র বৃত্তি যে জাতি, সেই জাতি ভিন্ন গুণবৃত্তি জাতি এবং কর্ম্মবৃত্তি যে জাতি, তাহার প্রত্যক্ষ হয়। সমবায় দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। সমবেত-সমবায় দ্বারা শব্দবৃত্তি শব্দত্বের প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষণতা দ্বারা সমবায় এবং অভাবের প্রত্যক্ষ হয়।

ত্রিবিধ অলৌকিক সন্নিকর্ষের মধ্যে জ্ঞানলক্ষণা দ্বারা "সুরভিচন্দন" ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হয়।
" " সামান্যলক্ষণা দ্বারা ঘটত্বরূপে যাবদ্-ঘটের প্রত্যক্ষ হয়।
" " যোগজ ধর্ম্মদ্বারা যোগিগণের প্রত্যক্ষ হয়।

নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষটী বিশেষ্যতা এবং প্রকারতাদি-রহিত বস্তুস্বরূপ মাত্রের জ্ঞান। সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী প্রকারতা বিশিষ্ট জ্ঞান।

প্রমা সম্বন্ধে মতভেদ যথা—

তত্র প্রমাণং প্রময়া ব্যাপ্তং প্রমিতিসাধনম্। প্রমাশ্রয়ো বা তদ্ব্যাপ্তো যথার্থানুভবঃ প্রমা ॥২॥

প্রমাসম্বন্ধে মতভেদ যথা—

নিত্যানিত্যতয়া দ্বেধা প্রমা নিত্যপ্রমাশ্রয়ঃ। প্রমাণমিতরস্যাস্তু করণস্য প্রমাণতা ॥৩॥
অবিসংবাদিবিজ্ঞানং প্রমাণমিতি সৌগতাঃ। অনুভূতিঃ প্রমাণং সা স্মৃতেরন্যেতি কেচন ॥৪॥
অজ্ঞাতচরতত্ত্বার্থ-নিশ্চায়কমথাপরে। প্রমেয়ব্যাপ্যমপরে প্রমাণমিতি মন্বতে ॥৫॥
প্রমানিয়তসামগ্রীং প্রমাণং কেচিদূচিরে। প্রত্যক্ষমনুমানং স্যাদুপমানং তথা গমঃ ॥৬॥
প্রমাণং প্রবিভজ্যৈবমক্ষপাদেন লক্ষিতম্। প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদ-সুগতৌ পুনঃ ॥৭॥
অনুমানং চ তচ্চাথ সাংখ্যাঃ শব্দং চ তে অপি। ন্যায়ৈকদেশিনোপ্যেবমুপমানং চ কেচন ॥৮॥
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ। অভাব ষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিন স্তথা ॥৯॥
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ। (তার্কিক রক্ষা।)

প্রকারতা বলিতে, ভাসমান বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ সম্বন্ধের প্রতিযোগিতাকে বুঝিতে হইবে। যেমন "এই ঘট" বলিলে "এই"টী বিশেষ্য এবং "ঘটত্ব"টী হয় প্রকার। ভাসমান বৈশিষ্ট্য উহাদের সমবায়। ইহার প্রতিযোগী ঘটত্ব। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য জ্ঞানটী সবিকল্পই হয়। যেমন "এই দণ্ডী"। এস্থলে দণ্ডত্ব-বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যটী পুরুষে ভাসমান হয়।

ইহার প্রক্রিয়া এইরূপ যথা—প্রথমে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইতে "ঘট ও ঘটত্ব" এইরূপ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয়। তৎপরে "এই ঘট" এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানটী হয়।

এস্থলে "পরতঃ প্রামাণ্য-গ্রহ" অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃগ্রাহ্য নহে, ইহা নৈয়ায়িকের মত। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য-জ্ঞানটী, অপর জ্ঞানের সাহায্যে হয়। যথা, প্রথমে ঘট, এইরূপ ব্যবসায়-জ্ঞান হয়, তাহার পর "আমি ঘট জানিতেছি" এই অনুব্যবসায়-জ্ঞান হয়। তাহার পর প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য এই কোটিদ্বয় স্মরণ হয়। তৎপরে অর্থাৎ চতুর্থ ক্ষণে "এই জ্ঞানটী প্রমা কিংবা অপ্রমা" এইরূপ প্রামাণ্য-সংশয় হয়। তাহার পর বিশেষ-দর্শন হইয়া প্রামাণ্য-জ্ঞান হয়। এই প্রামাণ্য-জ্ঞানরূপ যে অনুমিতি হয়, তাহার আকার এইরূপ হয়, যথা—

এই জ্ঞানটী—প্রমা।
যেহেতু, সমর্থ-প্রবৃত্তির জনকতা ইহাতে আছে।
অন্য জ্ঞানবৎ।

কিন্তু, মীমাংসক বলেন—জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ স্বতঃই হইয়া থাকে। সেই মীমাংসকগণের মধ্যে গুরু এবং প্রভাকর মতে "এই ঘট"—এই জ্ঞানটী, বিষয়, নিজেকে, এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য পর্য্যন্তকে অবগাহন করে।

কিন্তু, মুরারী মিশ্রমতে "এই ঘট" এই জ্ঞানের পর "আমি ঘট জানিতেছি" এইরূপ অনুব্যবসায় হয়, আর তাহার দ্বারাই সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য-জ্ঞান হয়।

এবং কুমারিল ভট্ট মতে জ্ঞানটী অতীন্দ্রিয় বলিয়া জ্ঞানটী যেমন অনুমেয়, তেমনি সেই জ্ঞান-বৃত্তি প্রামাণ্যও অনুমেয়। যেমন "এইটী ঘট" এই জ্ঞানের পর ঘটে একটী জ্ঞাততা উৎপন্ন হয়। তৎপরে "আমার দ্বারা ঘটটী জ্ঞাত" এইরূপ জ্ঞাততার প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর ব্যাপ্যাদির অর্থাৎ হেতুর প্রত্যক্ষের পর জ্ঞানের অনুমান হয়। সেই অনুমানটী এইরূপ, যথা—

আমি, ঘটত্ব-প্রকারক-জ্ঞানবান্।
যেহেতু, আমাতে ঘটত্ব-প্রকারক-জ্ঞাততাবত্তা রহিয়াছে। ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এতদ্দ্বারাই তাহার ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-বিষয়কত্ব-পুরস্কারে প্রামাণ্যের অনুমান হয়।

অনুমিতি-নিরূপণ।

অনুমিতির করণই অনুমান। অনুমিতিত্ব একটী জাতি। যে কারণটী ব্যাপার-জনক হয়, তাহাই করণ-পদবাচ্য হয়। ব্যাপার অর্থ—যাহা করণ হইতে জন্মিয়া সেই করণ-জন্য প্রকৃত

কার্য্যের জনক হয়। এই করণ এখানে হেতুর জ্ঞানাদি। পরামর্শটী ব্যাপার; পরামর্শ—অর্থ—ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান। যেমন, বহ্নির ব্যাপ্য যে ধূম, সেই ধূমবান্ এইটী—ইত্যাদি।

ইহার ক্রম এইরূপ,—প্রথমে, মহানসাদি দেখিয়া ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্য জ্ঞান হইলে অর্থাৎ, যে মহানসে ধূম থাকে, সেই মহানসে বহ্নি থাকে—এইরূপ জ্ঞান হইলে "ধূমটী, বহ্নি-ব্যাপ্য" এইরূপ অনুভব হয়—ইহাই ব্যাপ্তি-স্মরণের জনক। তাহার পর,সময়ান্তরে পর্ব্বতে ধূম দেখিলে ঐ ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। ইহাই অনুমিতির করণ ব্যাপ্তি-জ্ঞান। তাহার পর ব্যাপ্তি-বিশিষ্টের যে বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান হয়, অর্থাৎ এই পর্ব্বতটী বহ্নির ব্যাপ্য ধূমবান্—এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহারই নাম পরামর্শ; ইহাই অনুমিতির ব্যাপার—ইহারই নাম তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ। ইহার সহিত পক্ষতা থাকিলে "পর্ব্বতটী বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি হয়। সুতরাং, দেখা গেল—ব্যবহার-ক্ষেত্রে ব্যাপ্তির স্থান কোথায় ?

ব্যাপ্তির লক্ষণ—হেতু-সমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই সাধ্য সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

যদি বল—"এইটী সংযোগবান্ যেহেতু, দ্রব্যত্ব রহিয়াছে" এই সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে তাহা হইলে এই লক্ষণটী ত যাইবে না; কারণ, এখানে সাধ্য—সংযোগ, হেতু—দ্রব্যত্ব। সুতরাং, হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব ধরা যাউক—সংযোগাভাব; ওদিকে, হেতু-দ্রব্যত্ব থাকে দ্রব্যে, সংযোগাভাব সেই দ্রব্যেও থাকে। অতএব এই সংযোগাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যরূপ সংযোগটী হইল না, কিন্তু প্রতিযোগীই হইল অর্থাৎ লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল। এই অব্যাপ্তি-বারণ-জন্য "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ—" এই বিশেষণটুকু উক্ত লক্ষণ-মধ্যস্থ অত্যন্তাভাবে দিতে হইবে। এই বিশেষণ দেওয়ায়—প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-হেতু-সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবরূপে আর সংযোগাভাবকে ধরা গেল না; কারণ, সংযোগাভাবটী প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ হয় না। অতএব, সমগ্র ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইল "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-হেতু-সমানাধিকরণ-অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্য-সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।"

পক্ষতা অর্থ—সাধন করিবার ইচ্ছার অভাব সহকৃত যে সিদ্ধি, সেই সিদ্ধির অভাব।

অনুমিতি দ্বিবিধ, যথা—স্বার্থ এবং পরার্থ।

তন্মধ্যে পরার্থ অনুমিতিতে পাঁচটী অবয়বের আবশ্যকতা হয়।

অবয়ব পাঁচটী, যথা—১ প্রতিজ্ঞা, ২ হেতু, ৩ উদাহরণ, ৪ উপনয় ও ৫ নিগমন। যথা—

এইটী বহ্নিমান্—ইহা প্রতিজ্ঞা।
যেহেতু, ধূম রহিয়াছে—ইহা হেতু।
যাহা যাহা ধূমবান্, তাহা বহ্নিমান্, যথা—মহানস—ইহা উদাহরণ।
বহ্নির ব্যাপ্য ধূমবান্ই এইটী—ইহা উপনয়।
সুতরাং, ইহা বহ্নিমান্—ইহা নিগমন।

স্বার্থ অনুমানটী কেবল ব্যাপ্তি প্রভৃতি জ্ঞান-সাধ্য। এস্থলে পরকে বুঝাইবার জন্য ঐরূপ "ন্যায়" প্রয়োগ আবশ্যক হয় না।

এই অনুমান তিন প্রকার, যথা—কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী।

কেবলান্বয়ী, যথা—যেস্থলে সাধ্যের ব্যতিরেক কোথাও নাই, তাহাই কেবলান্বয়ী, যেমন "ঘটটী অভিধেয়, যেহেতু তাহাতে প্রমেয়ত্ব রহিয়াছে।" এস্থলে সাধ্য যে অভিধেয়ত্ব, তাহার ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব কোথাও নাই। এই জন্যই ইহা কেবলান্বয়ী।

কেবল-ব্যতিরেকী, যথা— যে স্থলে সাধ্যের প্রসিদ্ধি, পক্ষের অতিরিক্ত স্থলে নাই, তাহাই কেবল-ব্যতিরেকী। যেমন "পৃথিবী ইতরভেদবতী, যেহেতু পৃথিবীত্ব রহিয়াছে।" এখন দেখ, যেস্থলে ইতরভেদের অভাব রহিয়াছে, সেই স্থলেই পৃথিবীত্বের অভাবও রহিয়াছে, যেমন—জলাদি।

ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিতে কিন্তু সাধ্যাভাবটী ব্যাপ্য এবং হেত্বভাবটী ব্যাপক হয়। যেখানে সাধ্য এবং সাধ্যাভাব উভয়ই অন্যত্রও প্রসিদ্ধ হয়, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমিতি। যেমন "পর্ব্বত—বহ্নিবিশিষ্ট, যেহেতু ধূম রহিয়াছে।"

এই অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানে হেতু মধ্যে অবশ্য পাঁচপ্রকার ধর্ম্ম অপেক্ষিত হয়। যথা—১ পক্ষবৃত্তিত্ব, ২ সপক্ষসত্ব, ৩ বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, ৪ অবাধিতত্ব, ৫ অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব।

তন্মধ্যে কেবলান্বয়ীতে বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব থাকে না, কেবল-ব্যতিরেকীতে সপক্ষসত্ব থাকে না বলিয়া এই দুইস্থলে চারিপ্রকার মাত্র ধর্ম্ম অপেক্ষিত হয় বুঝিতে হইবে।

পক্ষ—যেখানে সাধ্যের সন্দেহ থাকে তাহা পক্ষ।

সপক্ষ,—যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় থাকে তাহা সপক্ষ।

বিপক্ষ—যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে তাহা বিপক্ষ।

বাধ—যখন পক্ষে, সাধ্যাভাব থাকে তখন বাধ বলা হয়।

সৎপ্রতিপক্ষ—সাধ্যের অভাব-সাধক হেতু থাকিলে সৎপ্রতিপক্ষ বলা হয়।

সোপাধিক অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট অনুমানে পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষসত্ব প্রভৃতির কোনটী ভঙ্গ হওয়া আবশ্যক। সোপাধি অর্থ—স্বব্যভিচরিতা-সম্বন্ধে উপাধিবিশিষ্ট।

এই উপাধি তিন প্রকার—১। হেতুর অব্যাপক হইয়া শুদ্ধ সাধ্যের ব্যাপক, ২। হেতুর অব্যাপক হইয়া পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের ব্যাপক, ৩। হেতুর অব্যাপক হইয়া হেতুর দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্য, তাহার ব্যাপক।

প্রথমটীর দৃষ্টান্ত, যথা—"অয়োগোলকটী ধূমবান্ যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে"। এস্থলে আর্দ্র-ইন্ধনপ্রভব-বহ্নিমত্বটী উপাধি। কারণ, তাহা হেতু-বহ্নির অব্যাপক হইয়া শুদ্ধ সাধ্য-ধূমের ব্যাপক হইল। যেহেতু, আর্দ্রেন্ধনপ্রভব বহ্নি যেখানে থাকে, সেই স্থানেই যে বহ্নি থাকে তাহা নহে, অয়োগোলকেও বহ্নি থাকে, এবং সেই স্থানে ধূম থাকে না।

কার্য্যের জনক হয়। এই করণ এখানে হেতুর জ্ঞানাদি। পরামর্শটী ব্যাপার; পরামর্শ—অর্থ—ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান। যেমন, বহ্নির ব্যাপ্য যে ধূম, সেই ধূমবান্ এইটী—ইত্যাদি।

ইহার ক্রম এইরূপ,—প্রথমে, মহানসাদি দেখিয়া ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্য জ্ঞান হইলে অর্থাৎ, যে মহানসে ধূম থাকে, সেই মহানসে বহ্নি থাকে—এইরূপ জ্ঞান হইলে "ধূমটী, বহ্নি-ব্যাপ্য" এইরূপ অনুভব হয়—ইহাই ব্যাপ্তি-স্মরণের জনক। তাহার পর,সময়ান্তরে পর্ব্বতে ধূম দেখিলে ঐ ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। ইহাই অনুমিতির করণ ব্যাপ্তি-জ্ঞান। তাহার পর ব্যাপ্তি-বিশিষ্টের যে বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান হয়, অর্থাৎ এই পর্ব্বতটী বহ্নির ব্যাপ্য ধূমবান্—এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহারই নাম পরামর্শ; ইহাই অনুমিতির ব্যাপার—ইহারই নাম তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ। ইহার সহিত পক্ষতা থাকিলে "পর্ব্বতটী বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি হয়। সুতরাং, দেখা গেল—ব্যবহার-ক্ষেত্রে ব্যাপ্তির স্থান কোথায়?

ব্যাপ্তির লক্ষণ—হেতু-সমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই সাধ্য সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

যদি বল—"এইটী সংযোগবান্ যেহেতু, দ্রব্যত্ব রহিয়াছে" এই সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে তাহা হইলে এই লক্ষণটী ত যাইবে না; কারণ, এখানে সাধ্য—সংযোগ, হেতু—দ্রব্যত্ব। সুতরাং, হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব ধরা যাউক—সংযোগাভাব; ওদিকে, হেতু-দ্রব্যত্ব থাকে দ্রব্যে, সংযোগাভাব সেই দ্রব্যেও থাকে। অতএব এই সংযোগাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যরূপ সংযোগটী হইল না, কিন্তু প্রতিযোগীই হইল অর্থাৎ লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল। এই অব্যাপ্তি-বারণ-জন্য "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ—" এই বিশেষণটুকু উক্ত লক্ষণ-মধ্যস্থ অত্যন্তাভাবে দিতে হইবে। এই বিশেষণ দেওয়ায়—প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-হেতু-সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবরূপে আর সংযোগাভাবকে ধরা গেল না; কারণ, সংযোগাভাবটী প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ হয় না। অতএব, সমগ্র ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইল "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-হেতু-সমানাধিকরণ-অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্য-সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।"

পক্ষতা অর্থ—সাধন করিবার ইচ্ছার অভাব সহকৃত যে সিদ্ধি, সেই সিদ্ধির অভাব।

অনুমিতি দ্বিবিধ, যথা—স্বার্থ এবং পরার্থ।

তন্মধ্যে পরার্থ অনুমিতিতে পাঁচটী অবয়বের আবশ্যকতা হয়।

অবয়ব পাঁচটী, যথা—১ প্রতিজ্ঞা, ২ হেতু, ৩ উদাহরণ, ৪ উপনয় ও ৫ নিগমন। যথা—

এইটী বহ্নিমান্—ইহা প্রতিজ্ঞা।
যেহেতু, ধূম রহিয়াছে—ইহা হেতু।
যাহা যাহা ধূমবান্, তাহা বহ্নিমান্, যথা—মহানস—ইহা উদাহরণ।
বহ্নির ব্যাপ্য ধূমবান্ই এইটী—ইহা উপনয়।
সুতরাং, ইহা বহ্নিমান্—ইহা নিগমন।

স্বার্থ অনুমানটী কেবল ব্যাপ্তি প্রভৃতি জ্ঞান-সাধ্য। এস্থলে পরকে বুঝাইবার জন্য ঐরূপ "ন্যায়" প্রয়োগ আবশ্যক হয় না।

এই অনুমান তিন প্রকার, যথা—কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী।

কেবলান্বয়ী, যথা—যেস্থলে সাধ্যের ব্যতিরেক কোথাও নাই, তাহাই কেবলান্বয়ী, যেমন "ঘটটী অভিধেয়, যেহেতু তাহাতে প্রমেয়ত্ব রহিয়াছে।" এস্থলে সাধ্য যে অভিধেয়ত্ব, তাহার ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব কোথাও নাই। এই জন্যই ইহা কেবলান্বয়ী।

কেবল-ব্যতিরেকী, যথা—যে স্থলে সাধ্যের প্রসিদ্ধি, পক্ষের অতিরিক্ত স্থলে নাই, তাহাই কেবল-ব্যতিরেকী। যেমন "পৃথিবী ইতরভেদবতী, যেহেতু পৃথিবীত্ব রহিয়াছে।" এখন দেখ, যেস্থলে ইতরভেদের অভাব রহিয়াছে, সেই স্থলেই পৃথিবীত্বের অভাবও রহিয়াছে, যেমন—জলাদি।

ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিতে কিন্তু সাধ্যাভাবটী ব্যাপ্য এবং হেত্বভাবটী ব্যাপক হয়। যেখানে সাধ্য এবং সাধ্যাভাব উভয়ই অন্যত্রও প্রসিদ্ধ হয়, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমিতি। যেমন "পর্ব্বত—বহ্নিবিশিষ্ট, যেহেতু ধূম রহিয়াছে।"

এই অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানে হেতু মধ্যে অবশ্য পাঁচপ্রকার ধর্ম্ম অপেক্ষিত হয়। যথা—১ পক্ষবৃত্তিত্ব, ২ সপক্ষসত্ত্ব, ৩ বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, ৪ অবাধিতত্ব, ৫ অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব।

তন্মধ্যে কেবলান্বয়ীতে বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব থাকে না, কেবল-ব্যতিরেকীতে সপক্ষসত্ত্ব থাকে না বলিয়া এই দুইস্থলে চারিপ্রকার মাত্র ধর্ম্ম অপেক্ষিত হয় বুঝিতে হইবে।

পক্ষ—যেখানে সাধ্যের সন্দেহ থাকে তাহা পক্ষ।

সপক্ষ,—যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় থাকে তাহা সপক্ষ।

বিপক্ষ—যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে তাহা বিপক্ষ।

বাধ—যখন পক্ষে, সাধ্যাভাব থাকে তখন বাধ বলা হয়।

সৎপ্রতিপক্ষ—সাধ্যের অভাব-সাধক হেতু থাকিলে সৎপ্রতিপক্ষ বলা হয়।

সোপাধিক অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট অনুমানে পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষসত্ত্ব প্রভৃতির কোনটী ভঙ্গ হওয়া আবশ্যক। সোপাধি অর্থ—স্বব্যভিচরিতা-সম্বন্ধে উপাধিবিশিষ্ট।

এই উপাধি তিন প্রকার—১। হেতুর অব্যাপক হইয়া শুদ্ধ সাধ্যের ব্যাপক, ২। হেতুর অব্যাপক হইয়া পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের ব্যাপক, ৩। হেতুর অব্যাপক হইয়া হেতুর দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্য, তাহার ব্যাপক।

প্রথমটীর দৃষ্টান্ত, যথা—"অয়োগোলকটী ধূমবান্ যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে"। এস্থলে আর্দ্র-ইন্ধনপ্রভব-বহ্নিমত্ত্বটী উপাধি। কারণ, তাহা হেতু-বহ্নির অব্যাপক হইয়া শুদ্ধ সাধ্য-ধূমের ব্যাপক হইল। যেহেতু, আর্দ্রেন্ধনপ্রভব বহ্নি যেখানে থাকে, সেই স্থানেই যে বহ্নি থাকে তাহা নহে, অয়োগোলকেও বহ্নি থাকে, এবং সেই স্থানে ধূম থাকে না।

দ্বিতীয়টীর দৃষ্টান্ত, যথা—"বায়ু—প্রত্যক্ষ, যেহেতু প্রত্যক্ষ-স্পর্শাশ্রয়ত্ব রহিয়াছে", এখানে বহিদ্রর্ব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্ব-রূপ সাধ্যের ব্যাপক উদ্ভূতরূপবত্বটী উপাধি।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত, যথা—"ধ্বংসটী বিনাশী, যেহেতু তাহাতে জন্যত্ব আছে"। এস্থলে হেতু-জন্যত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন বিনাশিত্বের ব্যাপক ভাবত্বটী উপাধি।

হেত্বাভাস নিরূপণ।

হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার, যথা—১ সব্যভিচার, ২ বিরুদ্ধ, ৩ সৎপ্রতিপক্ষ, ৪ অসিদ্ধ এবং ৫ বাধিত।

তন্মধ্যে, প্রথম, সব্যভিচার আবার ত্রিবিধ, যথা—১ সাধারণ, ২ অসাধারণ এবং অনুপসংহারী।

সাধারণ, যথা—"সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব।" অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর থাকা। যেমন, "ইহা ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে"। এখানে সাধ্যের অভাবের অধিকরণ অয়োগোলকে হেতু-বহ্নি থাকে।

অসাধারণ, যথা—"সকল-সপক্ষ-ব্যাবৃত্তত্ব"। অর্থাৎ সমুদায় নিশ্চিত সাধ্যবানে হেতুর না থাকা। যেমন, "পর্ব্বতটী বহ্নিমান, যেহেতু পর্ব্বতত্ব রহিয়াছে"। এখানে সমুদায় নিশ্চিত সাধ্যবান্ চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস; তাহাতে হেতু-পর্ব্বতত্ব নাই।

অনুপসংহারী, যথা—"সর্ব্বপক্ষকত্ব।" অর্থাৎ সবই যদি পক্ষ হয়। যেমন, "সবই প্রমেয়, যেহেতু অভিধেয়ত্ব রহিয়াছে"। এখানে সবই পক্ষ হইতেছে।

বিরুদ্ধ, যথা—"সাধ্যাভাবব্যাপ্ত হেতু।" অর্থাৎ, হেতুটী যদি সাধ্যের অভাব দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। যেমন "ঘট নিত্য, যেহেতু ইহাতে সাবয়বত্বটী রহিয়াছে"। এখানে সাধ্যাভাব যে নিত্যত্বের অভাব, তদ্দ্বারা হেতু-সাবয়বত্বটী ব্যাপ্ত হইতেছে।

সৎপ্রতিপক্ষ,যথা—"সাধ্যাভাবসাধক হেত্বন্তর" অথবা "স্বসাধ্যবিরুদ্ধ-সাধ্যাভাব-ব্যাপ্যবত্তা-পরামর্শকালীন-সাধ্যব্যাপ্যবত্তা-পরামর্শ-বিষয়। অর্থাৎ, যেখানে একটী পরামর্শকালীন সাধ্যের অভাবসাধক হেতু পাওয়া যায়, তখন উভয় হেতু সৎপ্রতিপক্ষিত হয়। যেমন, "পর্ব্বত বহ্নিবান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে",এই সময় যদি বলা যায়—"পর্ব্বত বহ্ন্যভাববান্,যেহেতু মহানসান্যত্ব রহিয়াছে"; তাহা হইলে উভয় অনুমানটীতে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ ঘটিবে।

অসিদ্ধ ত্রিবিধ, যথা—আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ, এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। তন্মধ্যে আশ্রয়াসিদ্ধ, যথা—যেখানে পক্ষ অসৎ, অথবা সিদ্ধসাধন হয়, অর্থাৎ পক্ষ মিথ্যা, অথবা সিদ্ধের সাধন করা হয়, সেখানে আশ্রয়াসিদ্ধ বলা হয়। যেমন, "শশশৃঙ্গ নিত্য, যেহেতু তাহাতে অজন্যত্ব রহিয়াছে"। অথবা "শরীর হস্তাদিবিশিষ্ট, যেহেতু হস্তাদিমানরূপে প্রতীয়মানত্ব রহিয়াছে।"

স্বরূপাসিদ্ধ যথা—যেখানে পক্ষাবৃত্তি হেতু, অর্থাৎ হেতু, পক্ষে থাকে না, তাহা স্বরূপাসিদ্ধ; যেমন, "পর্ব্বত বহ্নিমান, যেহেতু তাহাতে মহানসত্ব রহিয়াছে"।

স্বরূপাসিদ্ধ আবার বহুবিধ, যথা—বিশেষণাসিদ্ধ, বিশেষ্যাসিদ্ধ এবং ভাগাসিদ্ধ প্রভৃতি।

বিশেষণাসিদ্ধ, যথা—"শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা চাক্ষুষ অথচ জন্য"। এখানে বিশেষণ চাক্ষুষত্ব পক্ষ-শব্দে থাকে না।

বিশেষ্যাসিদ্ধ, যথা—"শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহা গুণ এবং পরমাণু-বৃত্তি হয়"। এখানে, বিশেষ্য পরমাণুবৃত্তিত্বটী পক্ষরূপ শব্দে থাকে না।

ভাগাসিদ্ধ, যথা—"এই সব দ্রব্য, যেহেতু ইহাতে নিরবয়বত্ব রহিয়াছে"। এখানে হেতু নিরবয়বত্বটী দ্রব্যের একভাগে থাকিতেছে না।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ, যথা—সোপাধি হেতু,অর্থাৎ হেতুতে যখন উপাধি থাকে, তখন ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ কথিত হয়। যথা—"ইহা ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে"। এখানে উপাধি আর্দ্রেন্ধন। (বাধ ও সব্যভিচার দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু, মুক্তাবলীতে এই স্থলটী অন্যরূপ, যথা—সাধ্যাপ্রসিদ্ধি, সাধনাপ্রসিদ্ধি এবং ব্যর্থ-বিশেষণ ঘটিত হেতুই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হয়। সাধ্যাপ্রসিদ্ধি যথা—"কাঞ্চনময়পর্ব্বত—বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে"। সাধনাপ্রসিদ্ধি, যথা—"পর্ব্বত—বহ্নিমান্, যেহেতু কাঞ্চনময় ধূম রহিয়াছে"। ব্যর্থ-বিশেষণ-ঘটিত হেতু, যথা—"পর্ব্বত—বহ্নিমান্, যেহেতু নীলধূম রহিয়াছে"।

বাধ, যথা—সাধ্যশূন্য পক্ষ। অর্থাৎ পক্ষে যখন সাধ্য থাকে না। যেমন "জলহ্রদ বহ্নিমান্, যেহেতু দ্রব্যত্ব রহিয়াছে।" এখানে সাধ্য বহ্নি জলহ্রদে থাকে না।

এইগুলি দোষ। ইহা না থাকিলে অনুমিতিকে সদ্ধেতুক অনুমিতি বলা হয়, নচেৎ তাহা অসদ্ধেতুক অনুমিতি পদবাচ্য হয়।

উপমিতি প্রকরণ।

উপমিতির যাহা করণ, তাহাই উপমান। "গবয়" কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে গো-সদৃশ উত্তর দিলে যখন শ্রোতার গোসদৃশ প্রাণী দর্শন হয়; তখন তাহার পূর্ব্বোক্ত বাক্য-স্মরণ হয়। তাহার পর "ইহাই গবয় পদবাচ্য" এইরূপ গবয়-পদের শক্তির জ্ঞান হয়। ইহাই হইল উপমিতি।

শাব্দ প্রকরণ।

আপ্ত-কথিত শব্দ একটী প্রমাণ। যে ব্যক্তি প্রকৃত বাক্যার্থগোচর-যথার্থ-জ্ঞানবান্, তিনিই আপ্ত পদবাচ্য।

শাব্দ জ্ঞানের করণ—পদ-জ্ঞান। পদের অর্থের উপস্থিতিটী ব্যাপার। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য্য-জ্ঞান—সহকারী কারণ। ফল, ইহার শাব্দ-বোধ।

আকাঙ্ক্ষা—যাহার স্বরূপ-যোগ্যতা আছে, অর্থাৎ যাহার শাব্দবোধ জন্মাইবার ক্ষমতা আছে, অথচ যাহা পূর্ব্বে অন্বয়ের বোধক হয় নাই, তাহার যে অন্বয়-বোধকত্ব, তাহাই আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং; "ঘটম্ আনয়" না বলিয়া "ঘটঃ কর্ম্মত্বম্ আনয়নং কৃতিঃ" এইরূপ বলিলে অন্বয়-বোধ হয় না। যেহেতু, ইহাদের স্বরূপ-যোগ্যতা নাই। ঐরূপ "অয়মেতি

পুত্রো রাজ্ঞঃ পুরুষোপসার্য্যতাম্” এস্থলে রাজার সঙ্গে পুরুষের অন্বয়-বোধ হয় না; কারণ, পুত্রের সহিতই রাজার পূর্ব্বে অন্বয় হইয়া গিয়াছে।

যোগ্যতা—বাধক-প্রমার অভাবই যোগ্যতা। সুতরাং, “বহ্নিনা সিঞ্চতি” এস্থলে অন্বয়-বোধ হইবে না; কারণ, বহ্নিদ্বারা সেচন করা যায় না।

আসত্তি—ব্যবধান না থাকিয়া যদি অন্বয়ের প্রতিযোগীর উপস্থিতি হয়, তাহা আসত্তি পদবাচ্য হয়। সুতরাং, “গিরির্ভুক্তং বহ্নিমান্ দেবদত্তেন” এস্থলে অন্বয়-বোধ হয় না।

তাৎপর্য্য—কোন অর্থ-প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চারণই তাৎপর্য্য। সুতরাং, ভোজন-প্রকরণে “সৈন্ধবমানয়” বলিলে অশ্বের সহিত অন্বয়-বোধ হয় না। “সৈন্ধব” শব্দের অর্থ লবণ এবং সিন্ধুদেশীয় ঘোটক উভয়ই হয়।

কিন্তু, বৃত্তি বিনা শব্দের অন্বয়-বোধ জন্মে না। অতএব, এই বিষয় এক্ষণে আলোচ্য।

এই বৃত্তি দ্বিবিধ, যথা—শক্তি এবং লক্ষণা।

শক্তি—ঘটাদি পদে যে ঘটাদিকে বুঝায়, তাহা এই ঘট-পদের শক্তি বশতঃই বুঝায়।

লক্ষণা—‘গঙ্গায় গোয়ালা বাস করে’ এস্থলে গঙ্গা পদের অর্থ জলপ্রবাহ ধরিলে গোয়ালা পদের অর্থের সহিত অন্বয় অসম্ভব বলিয়া গঙ্গাপদে গঙ্গার তীর ধরা হয়। এই লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা গঙ্গাপদের অর্থ তীর বুঝাইলে, তাহাতে গোয়ালা বাস করে—এই প্রকারে অন্বয়ের বোধ হয়।

গৌণীবৃত্তিকেও লক্ষণা বলা হয়, যেমন “অগ্নির্মানবকঃ” গৌর্বাহীকঃ। এস্থলে লক্ষণা দ্বারা অগ্নি প্রভৃতির সাদৃশ্য বুঝাইতেছে।

শক্ত-পদ অর্থাৎ শক্তি-বিশিষ্টপদ চারি প্রকার। যথা—যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ়, যৌগিক-রূঢ়। যৌগিক, যথা—পাচকাদি পদ। এখানে পাচকপদটী যোগার্থ-বলে পাক-কর্ত্তাতে শক্তিবিশিষ্ট হইযাছে।

রূঢ়, যথা—বিপ্রাদি পদ। এস্থলে ধাতু-প্রত্যয়-ভিন্নপথে ইহা ব্রাহ্মণের বোধক হয়।

যোগরূঢ়, যথা—পঙ্কজাদিপদ। এস্থলে ধাতু-প্রত্যয়-বলে এবং তদ্ভিন্ন পথেও পঙ্কজকেই বুঝায়।

যৌগিকরূঢ়, যথা—উদ্ভিদাদি পদ। এস্থলে উদ্ভিদ শব্দ তরু-গুল্মাদি যেমন বুঝায়, তদ্রূপ যাগবিশেষকেও বুঝায়। তরুগুল্মাদি বুঝাইবার কালে যৌগিক, এবং যাগ বুঝাইবার কালে রূঢ়।

লক্ষণা দ্বিবিধ, যথা—জহৎস্বার্থা এবং অজহৎস্বার্থা। তন্মধ্যে জহৎস্বার্থা, যথা—গঙ্গাতে গোয়ালা বাস করে।

অজহৎস্বার্থা, যথা—ছত্রিগণ যাইতেছে। এস্থলে ছত্রিপদে তদ্ভিন্নকেও বুঝাইল।

শাব্দবোধ-প্রক্রিয়া, যথা—

দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি” এস্থলে “গ্রামকর্ম্মক-গমনজনক-বর্ত্তমান-কৃতিমান্” এইরূপ অন্বয়বোধ হইল। এস্থলে—

দ্বিতীয়ার অর্থ—কর্ম্মত্ব,ধাতুর অর্থ—গমন। জনকত্বটী সংসর্গ-মর্য্যাদা দ্বারা লাভ করা হইল।

যেখানে কর্ত্তাতে কৃতির বাধ ঘটে, সেস্থলে আখ্যাতের ব্যাপারাদিতে লক্ষণা হয়। যেমন "রথো গচ্ছতি।" এস্থলে গমনজনক ব্যাপারবান্ রথ এইরূপ অর্থ হইল।

"দধি পশ্যতি" ইত্যাদি দ্বিতীয়া লোপস্থলে দধিশব্দে অজহৎ-স্বার্থ-লক্ষণা দ্বারা দধির কর্ম্মত্ব বুঝাইতেছে। একবচনাদি দ্বারা উপস্থিত একত্বাদি সর্ব্বত্র প্রথমাদি পদকে উপস্থিত করে।

"দেবদত্তেন গম্যতে গ্রামঃ" এস্থলে দেবদত্তবৃত্তি-কৃতিজন্য গমনজন্য ফলশালী গ্রামই অর্থ। বৃত্তিত্বটী সংসর্গ বল-লভ্য। তৃতীয়ার অর্থ কৃতি। জন্যত্ব এখানে সংসর্গ। গমনটী ধাত্বর্থ; জন্যত্বটী সংসর্গ। ফল—কর্ম্মবাচ্যে আত্মনে পদের অর্থ। সংসর্গ শালিত্বটী।

"দেবদত্তেন সুপ্যতে" এই ভাবপ্রত্যয়ে কিন্তু দেবদত্ত-বৃত্তি-কৃতিজন্য-নিদ্রা বুঝাইল। ভাব-প্রত্যয় স্থলে ফলের অভাব-প্রযুক্ত আত্মনেপদের অর্থ ভাসমান হয় না।

লৃট্ অর্থ—ভবিষ্যত্ব। ইহা বিদ্যমান-প্রাগভাব-প্রতিযোগ্যুৎপত্তিকত্ব। সুতরাং, "গমিষ্যতি" "এস্থলে বিদ্যমান-প্রাগভাব-প্রতিযোগ্যুৎপত্তিক গমনানুকূল কৃতিমান্ অর্থই বুঝায়।

লুটের অর্থ—অনদ্যতনত্বও বুঝায়।

লুঙ্ অর্থ—উৎপত্তি এবং ভূতত্ব। ভূতত্ব অর্থ অতীতত্ব। তাহা উৎপত্তির সহিত অন্বিত হয়। আর তাহা হইলে বিদ্যমান-ধ্বংস-প্রতিযোগ্যুৎপত্তিকত্বই লব্ধ হইল।

লিট্ অর্থ—অনদ্যতনত্ব। পরোক্ষত্ব, এবং অতীতত্ব। তাহার অন্বয় পূর্ব্ববৎ উৎপত্তিতে হইবে বুঝিতে হইবে।

লঙ্ অর্থ—অনদ্যতনত্ব এবং অতীতত্ব।

বিধিলিঙ্ অর্থ—কৃতিসাধ্যত্ব এবং বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইষ্টসাধনত্ব।"স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি স্থলে কৃতিসাধ্য বলবদ্ অনিষ্টের অজনক ইষ্টসাধন যাগকর্ত্তা স্বর্গকাম—এইরূপ অর্থ হইবে।

আশীলিঙ্ এবং লোট্ অর্থ—বক্তার ইচ্ছা বিষয়ত্ব। সুতরাং, "ঘটমানয়" ইত্যাদিস্থলে "ঘটকর্ম্মক মদিচ্ছাবিষয় আনয়নানুকূল কৃতিমান্ তুমি" এইরূপ অন্বয়-বোধ হয়।

লৃঙ্ অর্থ—ব্যাপ্যক্রিয়ার দ্বারা ব্যাপক-ক্রিয়ার প্রাপ্তি। তাৎপর্য্যবশতঃ কোথাও ভূতত্ব এবং কোথাও ভবিষ্যত্ব বুঝায়।

সন্ প্রত্যয়ের অর্থ—কর্ত্তার ইচ্ছা। সন্ প্রত্যয়ের পর যে আখ্যাত প্রত্যয় করা হয়, তাহার আশ্রয়ত্বে লক্ষণা বুঝিতে হইবে। স্ববিষয়কার্থক যাহার প্রকৃতি হয়, এতাদৃশ আখ্যাতে যে লক্ষণা হয়, তাহা "ঘটং জানাতি" ইত্যাদিস্থলে বুঝাইয়া যায়।

যঙ্ অর্থ—পৌনঃপুন্য। তাহার ভাব এই যে, তদানীন্তন প্রকৃতিও অর্থের সজাতীয় যে ক্রিয়ান্তর, তাহার ধ্বংসকালে বর্ত্তমানাদি কৃতির বিষয়ত্ব। "পাপচ্যতে" ইত্যাদি স্থলে তাদৃশকালীনত্বই যঙ্ দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। আখ্যাতের চরমদলবাচকত্ব প্রযুক্ত, বিশিষ্ট-

বাচকত্বটী ঘঙ্ এর অর্থ নহে। তদানীন্তনত্বটী স্থূলকাল অবলম্বন করিয়া বুঝিতে হইবে।

ক্ত্বা প্রত্যয়ের অর্থ—পূর্ব্বকালীনত্ব এবং কর্ত্তা। পূর্ব্বত্বটী সন্নিহিত ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া বুঝিতে হইবে। তৎপূর্ব্বকালীনত্বটী তৎপ্রাগভাব-কালবৃত্তিত্ব। অথবা তদুৎপত্তিকালীন ধ্বংসের প্রতিযোগিকালবৃত্তিত্ব; সুতরাং, "ভুক্ত্বা ব্রজতি" এস্থলে গমনের প্রাগভাব দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে কাল, সেই কালবৃত্তি ভোজনকর্ত্তা হইতে অভিন্ন ব্যক্তি যাইতেছে—এইরূপ অর্থ হয়। যেহেতু, সমান-বিভক্তি যে 'কৃৎ' তাহারা অভেদে ধর্ম্মীর বাচক হয়। অব্যয় বলিয়া ক্ত্বার পর বিভক্তির লোপ হয়। কালটী তাৎপর্য্যবশতঃ ব্যবহিত এবং অব্যবহিত-সাধারণ একটী বুঝিতে হইবে। সুতরাং, "পূর্ব্বস্মিন্ অব্দে (গত্বা) অস্মিন্ অব্দে সমাগতঃ" এইরূপ প্রয়োগটী সঙ্গত হয়।

"তুমুন" অর্থ ইচ্ছা। "ভোক্তুং ব্রজতি" এস্থলে ভোজনেচ্ছাবান্ যাইতেছে—এইরূপ অর্থ হইল। "ভোক্তুমিচ্ছতি" এস্থলে কিন্তু কর্ত্তায় লক্ষণা। ইহার অর্থ নিজেই ভোজনকর্ত্তা হইতে ইচ্ছা করিতেছে। কারণ, একটী ন্যায় আছে যে—

সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যে বাধে"

অর্থাৎ, বিশেষ্যের সহিত অন্বয় হইতে বাধা থাকিলে বিশেষণের সহিত অন্বয় হয়। এই ন্যায়-বলে বিশেষণ কৃতিতে ইচ্ছার অন্বয় হয়।

শতৃ ও শানচে ধাতুর অর্থের কর্ত্তাকে বুঝায়। কর্ম্মবাচ্যে শানচে ধাতুর অর্থজন্য ফলবান্‌কে বুঝায়। শতৃ প্রভৃতি প্রত্যয়ের অর্থ—কর্ত্তা। সবিষয়কার্থ-প্রকৃতিকের আশ্রয়ত্বে লক্ষণা হয়। এইরূপ কর্ত্তৃকর্ম্মবাচ্যের কৃৎ প্রত্যয়ের শক্তি কর্ত্তৃত্বে এবং কর্ম্মেতে। এবং ঐ শতৃ প্রভৃতি যদি সবিষয়ার্থক প্রকৃতিক হয়, তাহা হইলে আশ্রয়ত্বে লক্ষণা হয়। এইরূপ কর্ত্তৃ-কর্ম্ম বাচ্যে কৃৎপ্রত্যয়ের শক্তি কর্ত্তা ও কর্ম্মে থাকে। ভাববাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় যে নঙ ঘঙ্ আদি, তাহাদের অর্থ প্রযোগ সাধুত্ব মাত্র, অর্থাৎ ইহাদের কোন বিশেষ অর্থ নাই। যেহেতু, ভাববাচ্যে কৃৎ প্রত্যয়ে ধাত্বর্থ ভিন্ন অপর কাহারও উপস্থাপন করে না।

যদি বল "নীলং ঘটমানয়" ইত্যাদিস্থলে দ্বিতীয়া-দ্বয় দেখিয়া কর্ম্মদ্বয়ে আশংকা হয় না কেন? নীল বিশিষ্টের যে কর্ম্মত্ব, তাহা কেন বুঝাইবে? তাহা হইলে বলিব, না, তাহা হইবে না। কারণ, এস্থলে বিশেষণ বিভক্তিটী প্রয়োগ-সাধুত্বের জন্য, অথবা বিশেষণ বিভক্তির অর্থ অভেদ মাত্র।

কিন্তু, এস্থলে একটু বিশেষত্ব এই যে, শেষ অর্থে বাক্য ও সমাসের সমানতা থাকে না, বাক্যের কালে "নীলং ঘটং" ইত্যাদি স্থলে অভেদটী অম্ পদের অর্থ হয় বলিয়া তাহা প্রকার-বিধায় অন্বিত হয়, আর তজ্জন্য তাহার সংসর্গতা স্বীকার করা হয় না। আর "নীল ঘটং" ইত্যাতি কর্ম্মধারয় স্থলে লক্ষণা স্বীকার নাই বলিয়া—অভেদটী পদার্থ হয় না বলিয়া—সংসর্গ-বিধায় অন্বিত হয়। আর তাহার ফলে বাক্য ও সমাসের সমানতানুরোধ ষষ্ঠী তৎপুরুষ

সমাসে রাজপুরুষ ইত্যাদিস্থলে ষষ্ঠীর অর্থ যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে লক্ষণা হয় না। কারণ, এস্থলে সম্বন্ধটী সংসর্গ-মর্য্যাদায় লভ্য হইয়া থাকে।

আসল কথা এই যে, বিরুদ্ধ বিভক্তি-শূন্যের অভেদ-বোধকতা হয়—ইহাই ব্যুৎপত্তি। সুতরাং, মুখ্যার্থ যে রাজা, পুরুষে তাহার অভেদান্বয়ের বাধা থাকায় রাজপদের রাজ-সম্বন্ধীতে লক্ষণা হয়।

এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে শেষপদের অন্য পদার্থে লক্ষণা হয়। আর তাহা হইলে দ্বন্দ্ব এবং কর্ম্মধারয় ভিন্ন সমাসে সর্ব্বত্রই লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়।

ঐরূপ নঞ্ অর্থ—অভাব। "অঘটং ভূতলম্" ইত্যাদিস্থলে অঘটপদে ঘটভিন্নে লক্ষণা হয়।

"ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদি স্থলে বলবদনিষ্ট-জনকে লক্ষণা হয়।

ক্রিয়ার সহিত অন্বিত "এব" পদের অর্থ অত্যন্ত-অযোগ-ব্যবচ্ছেদ। যেমন, "নীলং সরোজং ভবতি এব।" এস্থলে "ভবতি" ক্রিয়ার সহিত অন্বিত "এব"-শব্দের অর্থবলে পদ্মত্ব-সামানাধিকরণ্যে নীলত্ব বোধ হয়, অর্থাৎ পদ্ম নীলও হয়—ইহাই বুঝায়।

বিশেষণের সহিত অন্বিত "এব" শব্দের অর্থ—অযোগ-ব্যবচ্ছেদ। যেমন "শঙ্খঃ পাণ্ডুর এব" এখানে "পাণ্ডুর" এই বিশেষণ পদের সহিত "এব" পদ অন্বিত হওয়ায় শঙ্খত্বাবচ্ছেদে পাণ্ডুরত্ব বোধ হইল, অর্থাৎ সকল শঙ্খই পাণ্ডুর—ইহাই বলা হইল।

বিশেষ্যের সহিত অন্বিত "এব" শব্দের অর্থ—অন্যযোগ-ব্যবচ্ছেদ। যেমন, "পার্থ এব ধনুর্দ্ধরঃ।" এখানে পার্থরূপ বিশেষ্যপদের সহিত "এব" শব্দের অন্বয় হওয়ায় পার্থে যাদৃশ ধনুর্দ্ধরত্ব আছে, অপরে তাদৃশ ধনুর্দ্ধরত্ব নাই, ইহাই বুঝাইল। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে।

ইতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিত তর্কামৃতের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

সম্বন্ধ সংক্রান্ত কতিপয় কথা।

ব্যাপ্তি-পঞ্চক পাঠাভিলাসীর পক্ষে যে সব কথা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাহার মধ্যে সংবন্ধ সংক্রান্ত কতিপয় কথা বিশেষ উপযোগী। যেহেতু, এ বিষয়টী অনেক প্রথম শিক্ষার্থীরই পক্ষে প্রথমতঃ বড়ই দুরূহ বলিয়া বিবেচিত হয়।

সম্বন্ধ শব্দের অর্থ—সংসর্গ বা সম্পর্ক। ইহার লক্ষণ যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—ইহা বিশিষ্ট-ধী-নিয়ামকত্ব। ইহার অর্থ—যখনই আমরা কোন কিছুকে কোন কিছু বিশিষ্ট বলিয়া বুঝি, তখন যাহার বলে ঐ বিশিষ্ট বুদ্ধিটী জন্মে, তাহাই সম্বন্ধ-পদবাচ্য। যেমন, "বহ্নিমান্ পর্ব্বত" অর্থাৎ বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত বলিলে এই বহ্নিবিশিষ্টভাবটী যাহার দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাই সম্বন্ধ। এখানে সেই সম্বন্ধটী সংযোগ। ঐরূপ "নীলো ঘটঃ" বলিলে নীলত্ব অর্থাৎ নীলগুণ বিশিষ্ট ঘট বুঝায়। এস্থলে যাহার বলে ঘটটী নীলগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাই সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধটী এস্থলে সমবায়। এইরূপ সর্ব্বত্র বিশিষ্ট-বুদ্ধির যাহা নিয়ামক, তাহাই সম্বন্ধ পদবাচ্য।

তাহার পর দেখ, এই সম্বন্ধ আমাদের কত প্রয়োজন। দেখা যায়, এই বিশিষ্ট-বুদ্ধি আমাদের ব্যবহারোপযোগী যাবৎ জ্ঞান। প্রত্যেক পদার্থ যখনই আমাদের ব্যবহারোপযোগী জ্ঞানের বিষয় হয়; তখনই তাহা একটী বিশিষ্ট বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে। বিশিষ্ট বুদ্ধি না জন্মিলে সে জ্ঞান লইয়া ব্যবহার করা চলে না। কারণ,বিশিষ্ট বুদ্ধিরই সাহায্যে আমরা একটী বিষয়কে অপর বিষয়ের সহিত ভিন্ন বা অভিন্ন জ্ঞান করি। ঘট-পট ইত্যাদির প্রত্যক্ষ হইতে গেলেই এই ঘট-পট, অন্ততঃ পক্ষে, যেখানে আছে,তাহার সহিত তাহাদের জ্ঞান হয়, ঘট-পটাদি কেবল একাকীই প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, অর্থাৎ ইহারা একেবারে অপরের সহিত অসম্বদ্ধ থাকিয়া কখন জ্ঞান-গোচর হয় না। অবশ্য, তাই বলিয়া যে সম্বন্ধশূন্য প্রত্যক্ষ আদৌ হয় না, তাহা নহে। সম্বন্ধশূন্য প্রত্যক্ষকে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বলে। উহার দ্বারা কোন ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। তাহার পর, এই ঘট-পটাদির যদি আবার অনুমিতি হয়, তাহা হইলেও ইহারা কোন কিছু বিশিষ্টরূপে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। উপমিতি স্থলেও ঐরূপই হইয়া থাকে। শাব্দ জ্ঞানে যদিও ভূতলাদি আধারের সহিত আধেয় ঘট-পটাদির জ্ঞান অনেক সময় হয়ও না, তাহা হইলেও ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিরূপে তাহাদের জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষাদিতেও যদি ভূতলাদি আধারে অজ্ঞান-পূর্ব্বক আধেয় ঘটাদির জ্ঞান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সেই জ্ঞেয় বস্তু গুলির জাতি-জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাদের জ্ঞান যে হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্যক্তি জ্ঞান মাত্রেই জাতি-বিশিষ্টরূপে হয়, এবং যাহার জাতি নাই, তাহার জ্ঞান হইলে তাহার ধর্ম্মরূপেই হয়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে—নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান ভিন্ন যাবৎ সবিকল্পক জ্ঞানই বিশিষ্টবুদ্ধি, এবং সেই বিশিষ্টবুদ্ধির যাহা নিয়ামক তাহাই সম্বন্ধ। সম্বন্ধ ভিন্ন আমাদের জ্ঞান ব্যবহারোপযোগী হয় না, অর্থাৎ কোন দ্বৈতজ্ঞানই হয় না। দ্বৈতরাজ্যে সম্বন্ধ ভিন্ন জ্ঞান লাভের উপায় নাই। যাহা হউক, এতাদ্দ্বরাই বুঝা যাইবে সম্বন্ধটী আমাদের কত প্রয়োজনীয় বিষয়।

কিন্তু, সাধারণ লোক অপেক্ষা একজন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ীর নিকট এই সম্বন্ধ-তত্ত্বটী আরও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ন্যায়ের জটীলতার একটী প্রধান হেতুই এই সম্বন্ধতত্ত্ব। তাঁহারা সাধারণের মত এই সম্বন্ধ-তত্ত্বটী বুঝেন না। সাধারণতঃ একাধিক তত্ত্ব স্থলেই লোকে তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ বুঝিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারাই তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। নৈয়ায়িক কিন্তু অনেক স্থলে অন্যরূপ করিয়া তাহা বুঝিয়া থাকেন। যেমন, ভূতলে ঘট দেখিয়া উভয়েই সংযোগ সম্বন্ধের উল্লেখ করেন, কিন্তু ঘটের অংশ কপালের সহিত ঘটের সম্বন্ধ উল্লেখকালে উভয়ের ভাষা অন্যরূপ হইয়া যায়। সাধারণ লোকে এস্থলে বলিবে—ঘটের সহিত কপালের অঙ্গাঙ্গী বা অংশাংশী সম্বন্ধ; কিন্তু একজন নৈয়ায়িক বলিবেন—না, ইহা সমবায় সম্বন্ধ। জলের শীতলতা দেখিয়া একজন হয়ত বলিবে—এস্থলে উভয়ের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ বিদ্যমান, অথবা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদর্শী হয়ত বলিবেন—না, উহাদের মধ্যে গুণ-গুণী সম্বন্ধ বিদ্যমান, কিন্তু একজন নৈয়ায়িক এস্থলে বলিবেন—না, উহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ,

তাহা সমবায় সম্বন্ধ। এইরূপ দ্রব্যের সহিত ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ, তাহা হয়ত সাধারণ বুদ্ধিতে সংযোগ নামেই চলিয়া যাইবে, অথবা কোন কিছুর নিজের সহিত নিজের মধ্যে কোন সম্বন্ধই নাই বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং বহু ধর্ম্মের সহিত বহু ধর্ম্মীর সম্বন্ধ তদ্রূপ 'নাই' বলিয়া অঙ্গীকৃত হইবে ; কিন্তু একজন নৈয়ায়িকের নিকট উহারা, যথাক্রমে সমবায়, তাদাত্ম্য বা স্বরূপ নামক বিভিন্ন সম্বন্ধে আখ্যাত হইবে। সুতরাং, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে যিনি প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার পক্ষে সম্বন্ধ-তত্ত্বটী আলোচনা অগ্রেই আবশ্যক হইয়া উঠে।

তাহার পর আরও এক কথা। নৈয়ায়িক যাবৎ পদার্থকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া সাতটী নামে পরিচিত করিয়াছেন। এখন যদি এই সম্বন্ধটী উক্ত সাত পদার্থের মধ্যে কোন্ পদার্থ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে আবার অধিকতর গুরুতর কার্য্য আমাদের সম্মুখীন হয়। সম্বন্ধ বাস্তবিক পক্ষে একটী কোন পদার্থ হয় না, ইহা নানাস্থলে নানারূপ হয়। যেমন, সমবায় সম্বন্ধটী একটী পদার্থ হয়, কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধটী উক্ত সপ্ত পদার্থের মধ্যে ২৪টী গুণের মধ্যে একটী গুণ পদার্থ হইয়া থাকে। এইরূপ নৈয়ায়িক-সম্মত যাবৎ-সম্বন্ধ সপ্তপদার্থের অন্তর্গত হয়, কিন্তু কোন্‌টী কোন্‌স্থলে কোন্ পদার্থ, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে—তাহা এই শাস্ত্র-জ্ঞান-সাধ্য। যাহা হউক, আমরা এই সংক্রান্ত বহুকথা যথাসাধ্য সংক্ষেপে এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, এতদ্দ্বারা পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে।

প্রথম, দেখা যাউক, কার্য্যক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ আমাদের কতগুলি জানা আবশ্যক হয়। কারণ, ইহা একরূপ মোটামুটী ভাবেও জানিতে পারিলে ইহাদের শ্রেণী-বিভাগ-পূর্ব্বক তজ্জাতীয় সম্বন্ধের একটী জ্ঞানলাভ করিতে পারা যাইবে।

অতএব মোটামুটী সম্বন্ধগুলি এই,—

১। সংযোগ,	১০। অনুযোগিতা,	২১। স্বামিত্ব,
২। সমবায়,	১১। অবচ্ছেদকতা,	২২। স্বত্ব,
৩। স্বরূপ,	১২। অবচ্ছেদ্যতা.	২৩। অভাববত্ত্ব,
(ক) ভাবীয় বিশেষণতা,	১৩। কারণতা,	২৪। সংযুক্ত-সমবায়,
(খ) অভাবীয় বিশেষণতা,	১৪। কার্য্যতা,	২৫। সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়,
৪। তাদাত্ম্য,	১৫। নিরূপকত্ব,	২৬। সমবেত-সমবায়,
৫। কালিক,	১৬। নিরূপ্যত্ব,	২৭। স্বজনক জনকত্ব,
৬। দিক্‌কৃতবিশেষণতা,	১৭। আধেয়তা,	২৮। স্বজন্য-ভ্রমি-জন্য-ভ্রমিবত্ত্ব,
৭। বিষয়তা,	১৮। আধারতা,	২৯। স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব,
৮। বিষয়িতা,	১৯। সমবেতত্ব,	৩০। স্বাভাববদবৃত্তিত্ব,
৯। প্রতিযোগিতা,	২০। পর্য্যাপ্তি,	৩১। স্বগ্রাহক-যমগ্রাহ্যত্ব,
		৩২। স্বসামানাধিকরণ্য।

এইবার দেখা যাউক, এই সম্বন্ধগুলির অর্থ কি—

১। সংযোগ সম্বন্ধে একটী দ্রব্য আর একটী দ্রব্যের উপর থাকে। দ্রব্য ভিন্ন সংযোগ সম্বন্ধে কেহ থাকিতে পারে না; কারণ, সংযোগ সম্বন্ধটী দ্রব্যেরই হয়। তাহার পর ইহা স্বয়ং গুণ বলিয়া ইহা দ্রব্যের উপর সমবায় সম্বন্ধে থাকে, এবং যেই দ্রব্যের সংযোগ যাহাতে থাকে, সেই দ্রব্য ঐ সম্বন্ধে তাহাতেই থাকে।

২। সমবায় সম্বন্ধে সাবয়ব-দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ দ্রব্যের উপর থাকে। নিরবয়ব দ্রব্য সমবায় সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। দ্রব্য যে দ্রব্যের উপর সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহা, অবয়বী, অংশী বা অঙ্গী—অবয়ব, অংশ বা অঙ্গের উপর থাকে। অঙ্গ কখন অঙ্গীর উপর সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। যে সম্বন্ধে অঙ্গ, অঙ্গীর উপর থাকে, তাহাকে সমবেতত্ব সম্বন্ধ বলা হয়। ইহা পরে বলা হইতেছে।

৩। স্বরূপ সম্বন্ধে ধর্ম্মগুলি ধর্ম্মীর উপর থাকে। যেমন অভাবত্ব, স্বরূপ সম্বন্ধে অভাবের উপর থাকে, অথবা অভাবটী নিজ অধিকরণে থাকে, বহ্নির অধিকরণতা পর্ব্বতে থাকে, আধেয়তা আধেয়ের উপর থাকে, কারণতা কারণের উপর থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ঘটত্ব, পটত্ব, রূপত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম গুলি ঘট, পট, রূপ ও মনুষ্যের উপর স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে না। কারণ, এই ধর্ম্মগুলি জাতি পদার্থ। জাতি পদার্থ জাতি-মানের উপর সমবায় সম্বন্ধে থাকে। আর যাহা সমবায় সম্বন্ধে থাকিতে পারে, তাহা কখন স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে না। ভাব-পদার্থ, যে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে, তাহা ভাবীয়-বিশেষণতা এবং অভাব পদার্থ, যে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে, তাহা অভাবীয় বিশেষণতা সম্বন্ধ এইমাত্র বিশেষ।

৪। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সকলেই নিজে নিজের উপর থাকে। যেমন, ঘট ঘটের উপর তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে, রূপ নিজের উপর তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে। ঘটত্ব, ঘটত্বের উপর তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে। ইত্যাদি।

৫। কালিক সম্বন্ধে বা কালিক-বিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধে নিত্যানিত্য সকলেই কালের উপর থাকে। এই "কাল" কাহার মতে জন্য মাত্রই হয়, কাহারও মতে ক্রিয়াই হইয়া থাকে। সুতরাং, যাবৎ পদার্থ, জন্য ও মহাকালে, বা ক্রিয়া ও মহাকালে থাকে। মহাকাল ভিন্ন নিত্যের উপর কালিক সম্বন্ধে কেহ থাকে না। যেমন, জলহ্রদ জন্যবস্তু, সুতরাং, ঘট কালিক সম্বন্ধে জলহ্রদে থাকে বলা হয়। এবং জলহ্রদ জন্যবস্তু বলিয়া ঘটত্ব কালিক সম্বন্ধে জলহ্রদেও থাকিতে পারে। ঐরূপ ধূম সংযোগ-সম্বন্ধে জলহ্রদে থাকিলেও কালিক সম্বন্ধে তথায় থাকে বলা হয়। বহ্নি, জলহ্রদে সংযোগ সম্বন্ধে না থাকিলেও কালিক সম্বন্ধে থাকিতে পারে এবং বহ্ন্যভাবটী স্বরূপ সম্বন্ধে জলহ্রদে থাকিলেও কালিক সম্বন্ধেও আবার তথায় থাকিতে পারে। সকল জিনিষই যে কালে থাকে, তাহার প্রমাণ "এখন ইহা রহিয়াছে" ইত্যাদি বাক্য। এই 'কালে' কোন্ সম্বন্ধে থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য এই কালিক সম্বন্ধকে স্বীকার করা হয়।

৬। দিক্‌কৃত বিশেষণতা অর্থাৎ দৈশিক সম্বন্ধ। ঐ সম্বন্ধে সকল পদার্থই দিকের উপর

থাকে। কেহ কেহ আবার মূর্ত্তমাত্রেরই দিক্ উপাধি স্বীকার করেন। সুতরাং,সেই মতে যাবৎ পদার্থই মূর্ত্তের উপর এবং দিকের উপর থাকে। দিকের উপর যে সকলই থাকিতে পারে ব্যবহার ক্ষেত্রে তাহার প্রমাণ, "এই দিকে ইহা রহিয়াছে" এতাদৃশ বাক্যাবলী। কালিক সম্বন্ধের ন্যায় কোন একটী বস্তু অন্য সম্বন্ধে কোথাও থাকিয়া এই সম্বন্ধেও আবার তথায় থাকিতে পারে।

৭। বিষয়তা-সম্বন্ধে জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষ—ইহারা সকল পদার্থের উপরই থাকে।

৮। বিষয়িতা সম্বন্ধে সকল পদার্থই জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও দ্বেষের উপর থাকে।

৯। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অভাবটী প্রতিযোগীর উপর থাকে; অথবা প্রতিযোগীটী অভাবের উপর থাকে। তন্মধ্যে প্রতিযোগিতাটীর নিয়ামক সম্বন্ধ যদি স্বরূপ হয়, তাহা হইলে প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে অভাবটী প্রতিযোগীর উপর থাকে, কিন্তু যদি প্রতিযোগিতাটীর নিয়ামক সম্বন্ধ নিরূপকত্ব হয়, তাহা হইলে প্রতিযোগীটী প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে অভাবের উপর থাকে। যেমন, ঘটাভাবটী প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে ঘটে, এবং ঘটস্বরূপ প্রতিযোগীটী প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে অভাবের উপর থাকে। প্রতিযোগী শব্দে সম্বন্ধের প্রতিযোগীকেও বুঝায়। কিন্তু, এই প্রতিযোগী যখন কোন "সম্বন্ধের" প্রতিযোগী হয়, তখন প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে সংযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধগুলি প্রতিযোগীর উপর থাকে। যেমন, ভূতলে সংযোগ-সম্বন্ধে ঘট আছে—যখন বলা হয়, তখন ঘটটী হয় প্রতিযোগী এবং ভূতলটী হয় অনুযোগী এবং সংযোগ সম্বন্ধটী প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটে থাকে।

১০। অনুযোগিতা সম্বন্ধে অভাবটী অনুযোগীর উপর থাকে। অথবা অনুযোগীটী অভাবের উপর থাকে। তন্মধ্যে অনুযোগিতাটীর নিয়ামক-সম্বন্ধ যদি স্বরূপ হয়, তাহা হইলে অনুযোগিতা-সম্বন্ধে অভাবটী অনুযোগীর উপর থাকে। কিন্তু, যদি অনুযোগিতাটীর নিয়ামক-সম্বন্ধ নিরূপকত্ব হয়, তাহা হইলে অনুযোগীটী অনুযোগিতা সম্বন্ধে অভাবের উপর থাকে। যেমন, ঘটাভাবটী অনুযোগিতা সম্বন্ধে নির্ঘট ভূতলে থাকে কিম্বা নির্ঘট ভূতলটী ঘটাভাবে থাকে। ঐরূপ এই অনুযোগী যখন কোন "সম্বন্ধের" অনুযোগী হয়, তখন অনুযোগিতা-সম্বন্ধে সংযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধগুলি অনুযোগীর উপর থাকে। যেমন, ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট আছে—যখন বলা হয়, তখন ঘটটী হয় প্রতিযোগী এবং ভূতলটী হয় অনুযোগী এবং সংযোগ সম্বন্ধটী অনুযোগিতা-সম্বন্ধে ভূতলে থাকে।

১১। অবচ্ছেদকতা-সম্বন্ধে পদার্থগুলি অবচ্ছেদকের উপর থাকে। যেমন, বহ্নি সাধ্যক ও ধূম হেতুকস্থলে বহ্নিত্ব হয় সাধ্যতার অবচ্ছেদক, এবং অবচ্ছেদকতা-সম্বন্ধে সাধ্যতাটী বহ্নিত্বের উপর থাকিবে। ঐরূপ ধূমত্ব হয় হেতুতার অবচ্ছেদক এবং অবচ্ছেদকতা-সম্বন্ধে হেতুতাটী ধূমত্বের উপর থাকিবে। বহ্ন্যভাবস্থলে বহ্নিত্ব হয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাটী বহ্নিত্বের উপর থাকিবে।

১২। অবচ্ছেদ্যত্ব সম্বন্ধে, অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধের বিপরীত ক্রমে, উক্ত বহ্নি সাধ্যকাদি

স্থলে বহ্নিত্বটী সাধ্যতার উপর থাকে, ধূমত্বটী হেতুতার উপর থাকে, এবং বহ্ন্যভাবস্থলে বহ্নিত্বটী প্রতিযোগিতার উপর থাকে।

১৩। কারণতা সম্বন্ধে কার্য্যপদার্থগুলি কারণের উপর থাকে। যেমন, ঘট—কার্য্য, এবং কপালদ্বয়, সংযোগ, এবং কুম্ভকার হইল কারণ; এস্থলে ঘটটী কারণতা সম্বন্ধে কপাল, সংযোগ ও কুম্ভকারের উপর থাকিবে।

১৪। কার্য্যতা সম্বন্ধে কারণগুলি কার্য্যের উপর থাকে। যেমন, উক্ত ঘটকার্য্যস্থলে কপাল, সংযোগ ও কুম্ভকার ঘটের উপর থাকে।

১৫। নিরূপকত্ব সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাটী থাকে অভাবের উপর, অধিকরণতা থাকে আধেয়তার উপর, এবং প্রতিযোগিতা থাকে অবচ্ছেদকের উপর। কারণ, অভাব প্রভৃতি প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়।

১৬। নিরূপ্যত্ব সম্বন্ধে অভাবটী প্রতিযোগিতার উপর থাকে, আধেয়তাটী অধিকরণতার উপর থাকে, এবং অবচ্ছেদকটী প্রতিযোগিতার উপর থাকে। ইহা পূর্ব্বোক্ত নিরূপকত্ব সম্বন্ধের বিপরীত ক্রমে বুঝিতে হইবে।

১৭। আধেয়তা সম্বন্ধে অধিকরণটী আধেয়ের উপর থাকে। যেমন, অধিকরণ ভূতলটী আধেয় ঘটের উপর থাকে।

১৮। অধিকরণতা বা আধারতা সম্বন্ধে সকলেই নিজ অধিকরণে থাকে। যেমন, আধেয় ঘটটী আধার ভূতলে থাকে।

১৯। সমবেতত্ব সম্বন্ধে কপালাদি ঘটের উপর থাকে। অর্থাৎ, যাহা, যাহার উপর সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, তাহার উপর তাহা থাকে।

২০। পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে সংখ্যা প্রভৃতি সংখ্যেয়াদির উপর থাকে। যেমন, দুইটী ঘট বলিলে দ্বিত্বটী ঘটের উপর থাকে। ঐরূপ ধর্ম্মগুলিও পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে ধর্ম্মীর উপর থাকিতে পারে। যেমন, ঘটত্বটীও ঘটের উপর পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে।

২১। স্বামিত্ব সম্বন্ধে যাহার যে বস্তু, সেই বস্তু সেই বস্তু স্বামীর উপর থাকিতে পারে। যেমন, রামের গ্রন্থ বলিলে গ্রন্থটী স্বামিত্ব সম্বন্ধে রামের উপর থাকে।

২২। স্বত্ব সম্বন্ধে যাহার যে বস্তু হয়, সে সেই বস্তুর উপর থাকিতে পারে। যেমন, রামের গ্রন্থ বলিলে রাম স্বত্ব-সম্বন্ধে গ্রন্থের উপর থাকে।

২৩। অভাববত্ত্ব সম্বন্ধে যে যাহাতে থাকে না, সে তাহাতে থাকে। যেমন, ধূম জলহ্রদে থাকে না, কিন্তু অভাববত্ত্ব সম্বন্ধে ধূমই জলহ্রদে থাকে।

২৪। সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধে সংযুক্তটী, যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহার উপর থাকে। যেমন ঘটরূপ-দর্শনকালে ঘট-সংযুক্ত চক্ষুটী ঘট-সমবেত ঘটরূপের উপর থাকে।

২৫। সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সম্বন্ধে চক্ষুটী ঘট-রূপত্বের উপর থাকে; কারণ, চক্ষুটী ঘট-সংযুক্ত, ঘটরূপটী ঘটে সমবেত, ঘটরূপত্বটী সেই ঘটরূপে সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

২৬। সমবেত-সমবায় সম্বন্ধে শব্দত্বের উপর কর্ণ থাকিতে পারে। কারণ, কর্ণ-সমবেত হইল শব্দ, তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে শব্দ থাকে।

২৭। স্বজনক-জনকত্ব-সম্বন্ধে পিতামহের উপর পৌত্র থাকিতে পারে। কারণ, স্ব-পদে পৌত্র, স্বজনকপদে পৌত্রের পিতা, তাহার জনকপদে পিতামহ হয়।

২৮। স্বজন্য-ভ্রমিজন্য-ভ্রমিবত্ত্ব সম্বন্ধে দণ্ডটী কপালের উপর থাকে। কারণ, স্ব-পদে দণ্ড, স্বজন্য-ভ্রমিপদে দণ্ডজন্য ভ্রমি, ইহা থাকে চক্রে, তজ্জন্য ভ্রমি থাকে কপালে, সেই ভ্রমিবত্ত্ব ঘটাবয়ব কপাল হয়।

২৯। স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব-সম্বন্ধে ধূম বহ্নির উপর থাকে। কারণ, স্ব-পদে ধূম, স্বাভাববৎ হইল ধূমাভাববৎ, অর্থাৎ অয়োগোলক, তদ্‌বৃত্তি হয় বহ্নি। এই সম্বন্ধের অপর নাম অব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধ।

৩০। স্বাভাববদবৃত্তিত্ব সম্বন্ধে বহ্নি থাকে ধূমের উপর। কারণ, স্ব-পদে বহ্নি, স্বাভাববৎ হইল বহ্ন্যভাববৎ অর্থাৎ জলহ্রদ, তাহাতে অবৃত্তি হয় ধূম।

৩১। স্বগ্রাহক-যম-গ্রাহ্যত্ব-সম্বন্ধে সকল প্রাণীই সকল প্রাণীর উপর থাকে। কারণ, স্ব-পদে সকল প্রাণী, স্বগ্রাহক-যম হইল সকল প্রাণীর গ্রাহক যম, তাহার গ্রাহ্য আবার সকল প্রাণী, সুতরাং এ সম্বন্ধে সকল প্রাণী সকল প্রাণীর উপর থাকে।

৩২। স্বসামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে যাহারা একত্র থাকে, তাহারা পরস্পরের উপর থাকে।

এইরূপ বহু সম্বন্ধও প্রয়োজনানুযায়ী গঠন করা যাইতে পারে, এবং তাহাদের সংখ্যাও নির্ণয় করা, সুতরাং কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা আশা করা যায় নবীন পাঠক অপর বহু সম্বন্ধের প্রকৃতি অবগত হইতে পারিবেন।

এইবার আমরা এই বত্রিশটী সম্বন্ধের একটী শ্রেণীবিভাগ করিব; যেহেতু, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে এ সম্বন্ধে অবশিষ্ট বহু কথা বুঝিতে পারা যাইবে।

দেখা যায়, উক্ত বত্রিশটী সম্বন্ধের মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ পদবাচ্য এবং কতকগুলি পরম্পরা সম্বন্ধ পদবাচ্য। যেমন, সংযোগটী একটী সম্বন্ধ, ইহা ভূতলে ঘটের সহিত সাক্ষাৎ ভাবেই হইয়া থাকে, কিন্তু সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধটী সংযুক্ত বস্তুর সহিত সমবায় বুঝায়, অর্থাৎ এস্থলে সংযোগ ও সমবায় দুইটী সম্বন্ধ সাহায্যে এই সম্বন্ধটীর নাম-করণ হইল।

ঐরূপ স্বজনক-জনকত্ব সম্বন্ধটীও পরম্পরা সম্বন্ধ। কারণ, এখানে স্ব-পদার্থের সহিত জনক-পদার্থের একটী সম্বন্ধ এবং সেই জনকের সহিত তাহার জনকের আর একটী সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফলকথা, একাধিক পদার্থ লইয়া যে সম্বন্ধটী হয়, তাহারই নাম পরম্পরা সম্বন্ধ।

এখন এই সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধদ্বয়ও আবার নানা প্রকার হইতে পারে। কারণ, ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বৃত্তি-নিয়ামক এবং কতকগুলিকে বৃত্ত্যনিয়ামক বলা যাইতে পারে। পরম্পরা মধ্যে যেগুলি বৃত্তিনিয়ামক-সম্বন্ধ-ঘটিত হয় তাহাদিগকে পরম্পরা-বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ বলা হয়; কিন্তু কোন মতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ মধ্যেই এইরূপ প্রকারভেদ থাকে, পরম্পরা সম্বন্ধ মধ্যে এইরূপ প্রকারভেদ নাই, অর্থাৎ তাহাদের সবগুলিই বৃত্ত্যনিয়ামক হইয়া থাকে।

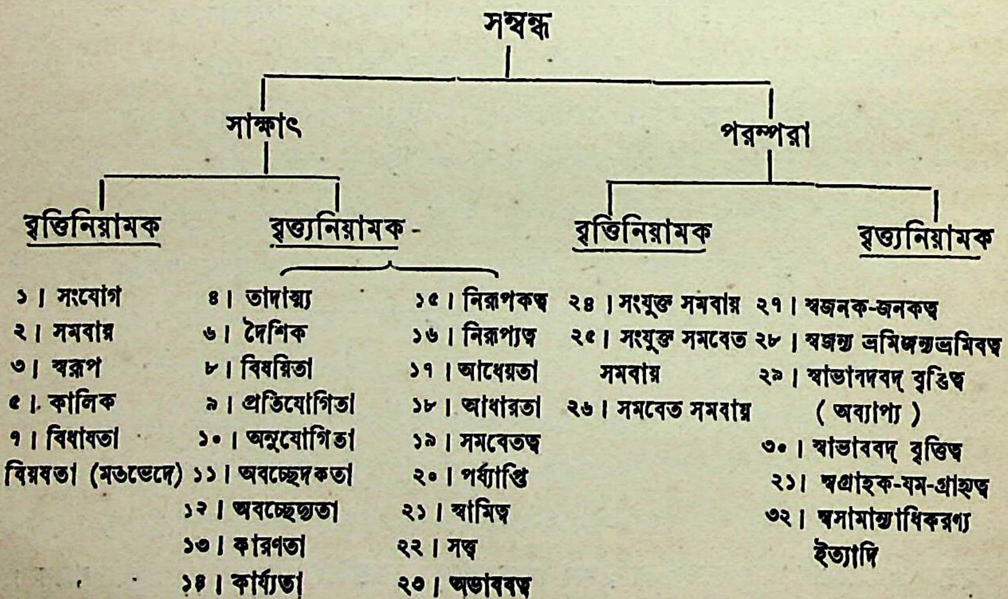
এখন দেখ, এই বৃত্তি-নিয়ামক ও বৃত্ত্যনিয়ামক শব্দদ্বয়ের অর্থ কি ?

বৃত্তিনিয়ামক অর্থ যে সব সম্বন্ধে বিভিন্ন পদার্থ "থাকে" বলিয়া অর্থাৎ বৃত্তিমান বলিয়া সহজ বুদ্ধিতে প্রতীত হইয়া থাকে, সেই সব সম্বন্ধ। যেমন, ঘটটী যে থাকে, তাহা সংযোগ সম্বন্ধেই থাকে; এখানে কি ওখানে কিংবা সেখানে ঘট আছে—বলিলে লোকে তাহার বর্ত্তমানতাটী সংযোগ সম্বন্ধেই বুঝিয়া থাকে। ঘটের এই বর্ত্তমানতাটী সংযোগ সম্বন্ধে স্বতঃই লোকে বুঝিয়া থাকে বলিয়া ইহার বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধটী সংযোগ বলা হয়।

বৃত্ত্যনিয়ামক অর্থ—যে সব সম্বন্ধে বিভিন্ন পদার্থ থাকে বলিয়া সহজ বুদ্ধিতে প্রতীত হয় না, অথচ বাস্তবিক তাহারা সেই সম্বন্ধেও থাকে, সেই সম্বন্ধগুলিকে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ বলা হয়। যেমন, ঘটটী সংযোগ সম্বন্ধেই থাকে—ইহা সহজ বুদ্ধিতে প্রতীত হয়, অথচ তাহা নিজে নিজের উপর তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে, এজন্য এই তাদাত্ম্য সম্বন্ধটীকে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ বলিতে হয়। কারণ, লোকে "ঘট আছে" বলিলে তাদাত্ম্য সম্বন্ধকে সহজেই প্রথমেই বুঝে না। সংযোগ সম্বন্ধকেই বুঝে। বৃত্তিনিয়ামকও বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধে সম্বন্ধিতা স্বীকার করা হয়, এবং বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধে মাত্র বৃত্তিতা স্বীকার করা হয়, এই কথাটী স্মরণ রাখা আবশ্যক।

এখন এতদনুসারে কোন দ্রব্য আছে বলিলে বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধটী হয় সংযোগ, আবার কোন দ্রব্য তাহার অবয়বে আছে বলিলে বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধটী হয় সমবায়। কোন গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ আছে—বলিলে বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ হয় সমবায়, সেইরূপ অভাবটী আছে বলিলে বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ হয় স্বরূপ; কিন্তু তাদাত্ম্য, অব্যাপ্যত্ব, স্বামিত্ব, স্বত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধগুলি বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ হয়।

এখন যদি আমরা উক্ত বত্রিশ প্রকার সম্বন্ধকে এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করি, তাহা হইলে তাহা হইবে এইরূপ;—



এইবার এই সব সম্বন্ধ-সংক্রান্ত কতিপয় সাধারণ কথা আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাউক।

১। সম্বন্ধ মাত্রেরই একটী অনুযোগী ও একটী প্রতিযোগী থাকে। যাহা আধেয়, তাহা প্রতিযোগী, এবং যাহা আধার, তাহা অনুযোগী হইয়া থাকে। যেমন, ভূতলে সংযোগ-সম্বন্ধে ঘট আছে বলিলে ঘটটী এই সংযোগ-সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং ভূতলটী হয় অনুযোগী। ঐরূপ ঘটটী সমবায়-সম্বন্ধে কপালে আছে বলিলে ঘটটী হয় প্রতিযোগী, এবং কপালটী হয় অনুযোগী। অপর স্থলেও এইরূপ হইয়া থাকে।

২। এক নামের সম্বন্ধই নানা স্থলে দেখা যায় বলিয়া তাহাদের মধ্যে পরস্পরের ভেদ করিবার জন্য সেই সেই সম্বন্ধের অনুযোগী বা প্রতিযোগীর নাম উচ্চারণ করিয়া তাহার নাম করিতে হয়। যেমন ঘট সংযোগ-সম্বন্ধে ভূতলে আছে, বহ্নিও সংযোগ-সম্বন্ধে পর্ব্বতে আছে, এখানে সংযোগ এই নামটী সাধারণ নাম হইলেও অর্থাৎ সংযোগত্বরূপে সংসর্গতা হইলেও, ইহারা ব্যক্তিগতভাবে অভিন্ন নহে। কারণ, স্বপ্রতিযোগিক সম্বন্ধই নিজের সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ ইহাদের পৃথক্ করিয়া নাম করিতে হইলে বলিতে হইবে "ঘট-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধ বা ভূতলানুযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধ এবং বহ্নি-প্রতিযোগিক-সংযোগ সম্বন্ধ, অথবা পর্ব্বতানুযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধ ইত্যাদি। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

৩। যে, যে সম্বন্ধে থাকে না, সেই সম্বন্ধটী তাহার ব্যধিকরণ-সম্বন্ধ নামে কথিত হয়। যেমন, ঘট সংযোগ-সম্বন্ধেই ভূতলে থাকে, কিন্তু স্বরূপ-সম্বন্ধে কোথায় থাকে না; এজন্য ঘটের স্বরূপ-সম্বন্ধটী ব্যধিকরণ-সম্বন্ধ-পদবাচ্য হয়। তদ্রূপ একটী সম্বন্ধ-সম্পর্কেও এই নিয়মটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন, যে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নি পর্ব্বতে থাকে, সেই সংযোগ-সম্বন্ধে পক্ষী পর্ব্বতে থাকে না, অতএব পক্ষি-প্রতিযোগিক-সংযোগ সম্বন্ধটী বহ্নির প্রতি ব্যধিকরণ-সম্বন্ধ হয়। অথবা যেমন, আধেয়তা বা বৃত্তিতাটীর নিয়ামক সম্বন্ধ স্বরূপ হইলেও এক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা বা আধেয়তাটী অন্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা বা আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। সুতরাং, এক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-সম্বন্ধটী অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা বা আধেয়তার ব্যধিকরণ-সম্বন্ধ হয়।

৪। একই জিনিষ এক সম্বন্ধে যেখানে থাকে, অন্য সম্বন্ধে সে আবার সেখানে থাকিতেও পারে। যেমন, ঘট সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে থাকে এবং কালিক সম্বন্ধেও আবার তথায় থাকে। কিন্তু, যাহারা সমবায় বা সংযোগ সম্বন্ধ থাকে, তাহারা আর কোথাও স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে না। অথবা যাহারা স্বরূপ সম্বন্ধ থাকে, তাহারা সমবায় বা সংযোগ সম্বন্ধে কোথায় ও থাকে না।

৫। সম্বন্ধ ব্যতীত কোন কিছুর পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী জ্ঞান হয় না। যে জ্ঞানে সম্বন্ধের ভান হয় না, তাহার নাম নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান।

৬। সম্বন্ধের যে ধর্ম্ম, তাহাকে সংসর্গতা নামে অভিহিত করা হয়। ইহাই সম্বন্ধবিশেষের ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। যেমন, ঘট যখন সংযোগ সম্বন্ধে

থাকে, তখন এই সংযোগ সম্বন্ধের যে সংসর্গতা, তাহা সংযোগত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলা হয়।

৭। কোন কিছুর নাম করিবামাত্র তাহার সত্তা যে সম্বন্ধে সহজ বুদ্ধিতে ভান হয়, তাহার নাম নিয়ামক সম্বন্ধ। যেমন, দ্রব্যের জ্ঞান হইলেই প্রথমেই সংযোগ সম্বন্ধ ভান হয় বলিয়া ইহা এ স্থলে দ্রব্যের নিয়ামক সম্বন্ধ। নিজ অবয়বে দ্রব্য সমবায় সম্বন্ধ থাকে, তথাপি কেবল দ্রব্যের নাম করিলেই সংযোগ সম্বন্ধেরই ভান হয়। দ্রব্যের নিয়ামক সম্বন্ধ সমবায় হয় না। তদ্রূপ, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষের নিয়ামক সম্বন্ধ—সমবায়। সমবায়ের নিয়ামক সম্বন্ধ স্বাত্মক-স্বরূপ সম্বন্ধ এবং অভাবের নিয়ামক সম্বন্ধ বিশেষণতা-বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধ হয়।

৮। যাহার সম্বন্ধ যেখানে থাকে, সেই সম্বন্ধে সেও সেখানে থাকে। এজন্য সম্বন্ধ-সত্তাকে সম্বন্ধি-সত্তার নিয়ামক বলা হয়।

৯। যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে হয়, সেই সম্বন্ধটী তাহার অবচ্ছেদক হয়, অর্থাৎ যে সম্বন্ধ লইয়া যে ধর্ম্মের জ্ঞান হয়, সেই সম্বন্ধটী তদ্ধর্ম্মের অবচ্ছেদ হয়। যেমন, বহ্নিকে সংযোগ সম্বন্ধে সাধ্য করিলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় সংযোগ, এই বহ্নিকে আবার সংযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানের বিষয় করিলে বিষয়তাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় সংযোগ, এবং এই বহ্নিকে আধেয় বলিলে সংযোগ সম্বন্ধটী আধেয়তাবচ্ছেদক হয়। ইত্যাদি।

১০। সম্বন্ধ সাহায্যে সকলকে সকলের উপর রাখা যায়। যেমন, সংযোগ সম্বন্ধে ঘট ভূতলে থাকে, তদ্রূপ ভূতলটী আধেয়তা সম্বন্ধে আবার ঘটের উপর থাকে।

কপালের উপর দণ্ডকে রাখিতে হইলে স্বজন্য-ভ্রমিজন্য-ভ্রমিবত্তা সম্বন্ধে রাখা যায়।

ঘট, কপালের উপর সমবায় সম্বন্ধে থাকে, কিন্তু, কপাল আবার ঘটের উপর সমবেতত্ব সম্বন্ধেও থাকে।

ভারতবাসীকে আমেরিকাবাসীর উপর রাখিতে হইলে পৃথিবী অবলম্বনে সামানাধিকরণ্য নামক সম্বন্ধের উল্লেখ করিতে হয়। ইত্যাদি।

১১। সম্বন্ধ সাহায্য অসম্বদ্ধরূপে প্রতীয়মান পদার্থ নিচয়কে সম্বদ্ধ করিতে পারা যায়। এমন কি, যে যেখানে থাকে না, তাহাকে অভাবত্তা সম্বন্ধে তথায় রাখা যায়।

১২। একস্থানে দুইটী মূর্ত্ত দ্রব্য থাকে না, কিন্তু সম্বন্ধ সাহায্যে তাহাও করিতে পারা যায়। যেমন, ঘট সংযোগ সম্বন্ধে যে ভূতলে আছে, সেই ভূতলেই সমবেতত্ব সম্বন্ধে ধূলিকণা গুলিও আছে। ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সব পদার্থই সম্বন্ধ হইতে পারে। এখন দেখ, সপ্ত পদার্থই একে একে কি করিয়া সম্বন্ধ হইতে পারে।

(ক) দ্রব্য পদার্থকে সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইলে বলা যাইতে পারে, স্বঘটবত্তা সম্বন্ধে ঘটস্বামী ভূতলে আছে। এখানে ঘটবত্তা বলিতে ঘটকেই বুঝায়।

(খ) গুণ-পদার্থকে ঐরূপ সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইলে "ঘট ভূতলে আছে" বলিলেই হয়; কারণ, ঘট ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে। সংযোগ সম্বন্ধটী গুণ।

(গ) কর্ম্ম-পদার্থকে সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইলে ভ্রমিবত্তা সম্বন্ধে দণ্ডটী চক্রের উপর থাকে বলিলেই হয়। কারণ, ভ্রমিবত্তা অর্থ ভ্রমণ। ইহা কর্ম্ম।

(ঘ) সামান্য-পদার্থকে সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইল বলিতে হইবে—স্ববৃত্তি-ঘটত্ববত্তা সম্বন্ধে সকল ঘটই সকল ঘটের উপর থাকে। ঘটবত্তা হইল ঘটত্ব, উহা সামান্য পদার্থ।

(ঙ) বিশেষ-পদার্থকে সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইলে স্ববৃত্তি-বিশেষ সজাতীয়-বিশেষ-বত্তা সম্বন্ধে একটী পরমাণু অপর একটী পরমাণুর উপর থাকিতে পারে। এই বিশেষবত্তা অর্থ বিশেষ।

(চ) সমবায়-পদার্থকে সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইলে কোন চিন্তাই নাই। কারণ, অবয়বী দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সমবায়-সম্বন্ধেই অবয়বে ও দ্রব্যে থাকে। ইহা বহুবার বলা হইয়াছে।

(ছ) অভাব-পদার্থকে সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইলে অভাবত্তা সম্বন্ধে বহ্নি জলহ্রদে থাকে বলা যায়। কারণ, জলহ্রদে বহ্নির অভাব থাকে এবং অভাবত্তা অর্থই অভাব।

এইবার দেখ, উক্ত ৩২টী সম্বন্ধ কোন্ পদার্থ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। দেখ, সংযোগটী গুণ পদার্থ। সমবায়টী সমবায় পদার্থ। কালিকটী কোনমতে অতিরিক্ত পদার্থ, অথবা কোনমতে জন্য ও মহাকাল স্বরূপ বলিয়া স্থল-বিশেষে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম-স্বরূপ হইতে পারে। স্বরূপটী সপ্তপদার্থই হইতে পারে। তাদাত্ম্যটীও সপ্তপদার্থই হয়। দৈশিকটী কালিকবৎ বুঝিতে হইবে। বিষয়িতাটী গুণ পদার্থ। কারণ ইহা জ্ঞান-স্বরূপ। বিষয়তা সপ্তপদার্থের স্বরূপই হয়। স্বত্বটী দ্রব্য পদার্থ স্বরূপ, অর্থাৎ যে দ্রব্যে স্বত্ব থাকিতে পারে তাহার স্বরূপ। স্বামিত্ব দ্রব্য-পদার্থান্তর্গত হয়। আধারতা সপ্ত পদার্থ স্বরূপই হয়। আধেয়তা আধারতাবৎ। প্রতিযোগিতাটী প্রতিযোগীর-স্বরূপ, সুতরাং সপ্তপদার্থের স্বরূপই হয়। অনুযোগিতাটি প্রতিযোগিতাবৎ হয়। অবচ্ছেদকতা অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়, সুতরাং, সপ্ত পদার্থ স্বরূপ হয়, মতান্তরে ইহারা অতিরিক্ত পদার্থ হয়। অবচ্ছেদ্যতা অবচ্ছেদকতাবৎ। কারণতা ও কার্য্যতা যাহা কারণ ও কার্য্য তাহার স্বরূপ হয়, সুতরাং পরমাণু-পরিমাণ-ভিন্ন সপ্ত পদার্থই হয়। নিরূপকত্ব ও নিরূপ্যত্ব সপ্তপদার্থেরই স্বরূপ হইতে পারে। সমবেতত্বটী সমবেত পদার্থের স্বরূপ, সুতরাং তাহা দ্রব্য পদার্থই হয়। অভাববত্ব অভাব পদার্থ স্বরূপ। পর্য্যাপ্তিটি সপ্তপদার্থাতিরিক্ত পদার্থ। অবশিষ্ট পরম্পরা সম্বন্ধগুলি উপরি উক্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অনুরূপ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

ইহাই হইল সম্বন্ধ সংক্রান্ত কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়। এই বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি করিলে ব্যাপ্তিপঞ্চক পাঠে সহায়তা হইবে আশা করা যায়।

অভাব-সংক্রান্ত কতিপয় কথা।

এইবার আমাদের আলোচ্য অভাব। সেই অভাব-সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তর। ইহার সকল কথা এখানে আলোচনা সম্ভবপর নহে। তথাপি এস্থলে যেগুলি জানা আবশ্যক, তাহারই কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

(অভাব বিভাগ ও সামান্যতঃ তাহাদের পরিচয়।

প্রথম দেখা যায়, অভাব দুই প্রকার, যথা—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব আবার—ত্রিবিধ, যথা—প্রাগভাব, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব। "ঘট হইবে" বলিলে ঘটের প্রাগভাব বুঝায়। "ঘট নষ্ট হইয়া গিয়াছে" বলিলে ঘটের ধ্বংস বুঝায়। এবং "ঘট নাই" বলিলে ঘটের অত্যন্তাভাব বুঝায়।

এই ত্রিবিধ অভাবকে সংসর্গাভাব বলা হয়; কারণ, এই ত্রিবিধ অভাবই তাহাদের প্রতিযোগীর সংসর্গের আরোপ হইতে প্রতীতিগোচর হয়। যেহেতু, একস্থানে জগতের কত জিনিষই নাই, তজ্জন্য সেই সব জিনিষের কত অভাব তথায় থাকে; কিন্তু, তাহার ত সবই আমাদের প্রতীতি-গোচর হয় না। এজন্য তাহাদের মধ্যে যাহার 'অভাব আছে কি না' এইরূপ অনুসন্ধান হয়, তাহারই অভাব প্রতীতিগোচর হয়। ইহা আমরা সহজে বুঝিয়া থাকি। বস্তুতঃ, এই অনুসন্ধানটাই প্রতিযোগীয় সংসর্গের আরোপের ফলে ঘটে এবং এইজন্য এই অভাবগুলিকে সংসর্গাভাব বলা হয়। সংসর্গ অর্থই প্রতিযোগীর তাদাত্ম্য ভিন্ন সংসর্গ, তাহারই আরোপকে সংসর্গারোপ বলে।

"ঘটটী পট নহে" "ইহা নহে", "উহা নহে" এইরূপ বলিলে ঘটাদির যে অভাবকে বুঝায়—তাহারই নাম অন্যোন্যাভাব। ইহাই হইল অভাবের বিভাগ এবং তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এইবার আমরা ইহাদের বিশেষ পরিচয় লাভ করিব।

অভাবের বিশেষ পরিচয়।

প্রাগভাবটী অনাদি অর্থাৎ অজন্য, কিন্তু সান্ত অর্থাৎ বিনাশী। কারণ, যে ঘটটী হইবে, সেই ঘটের যে এই অভাব, তাহার আবার আদি কোথায়? এবং ঘটটী হইলে ঘটের এই অভাবটী আর থাকে না। ফলতঃ, অনাদি সান্ত বলিয়া ইহাকে আর নিত্য বলা হয় না।

ধ্বংসটী সাদি অর্থাৎ জন্য, কিন্তু অনন্ত অর্থাৎ অবিনাশী। কারণ, ঘটটী যখন নষ্ট হয় তখনই ঘটের অভাব হয় এবং নষ্ট ঘট আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না বলিয়া এই অভাবটীর অন্ত নাই। ফলতঃ, সাদি অনন্ত বলিয়া ইহাকে প্রাগভাবের ন্যায় আর নিত্য বলা হয় না।

আত্যন্তাভাবটী অনাদি অনন্ত। কারণ, এখানে ঘট নাই—বলিলে যে ঘটাভাবটীকে বুঝায়, তাহার আদি বা অন্ত থাকে না। কারণ, এই অভাবটী কোন না কোন স্থলে থাকিবেই থাকিবে। এমন কি যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থলে ঘটাত্যন্তাভাব থাকে এবং

পরক্ষণে সেই স্থলেই একটী ঘট আনয়ন করা যায়, অথবা যেখানে ঘট আছে সেস্থান হইতে ঘটটী অপসারিত করা হয়, তাহা হইলেও এই স্থলে "ঘট নাই" ইত্যাকারক ঘটাত্যন্তাভাবের উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না। কারণ, নির্দ্দিষ্টস্থলে ওরূপ ঘটিলেও অপর স্থলে সেই আনয়ন ও অপহরণ-জন্য সেই ঘটাত্যন্তাভাবটীই থাকিয়া যাইবে। এই আনয়ন ও অপসারণ জন্য বাস্তবিক "ঘট নাই" এইরূপ অভাবের কোন হানি ঘটে না। এইজন্য ইহাকে অনাদি অনন্ত অর্থাৎ নিত্য বলা হয়। নাই, বিহীনতা, শূন্যত্ব, বিরহ, ব্যতিরেক প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ইহাকে লক্ষ্য করা হয়।

অন্যোন্যাভাবটীও অনাদি ও অনন্ত এবং তজ্জন্য ইহাকে নিত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, ঘট পট নহে—বলিলে এই অভাবকে বুঝায়, এবং এই অভাবটীর কোন কালে অন্যথা হয় না; যেহেতু, কোনকালে ঘটটী পটাদি হয় না, অথবা হইবেও না। ইহার অপর নাম ভেদ। "ঘট নয়, পট নয়, ইহা নয়, উহা নয়," বলিলেই এই অভাবই বুঝায়। অন্যত্ব, ভিন্নত্ব প্রভৃতি শব্দ দ্বারা লোকে ইহাকে লক্ষ্য করে।

সাধারণ লোকে কিন্তু অভাবের এই চারি প্রকার ভেদ লক্ষ করে না। কিন্তু, ইহা ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নকালে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন হয়।

(অভাব নির্ণয়ের কৌশল।)

তাহার পর দেখা যায়, অভাব মাত্রেরই প্রতিযোগী ও অনুযোগী থাকে। যাহার অভাব, তাহাই হয় প্রতিযোগী,—এবং যাহাতে সেই অভাব থাকে তাহা হয় অনুযোগী যেমন—

"ঘট হইবে" এই ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয় "ঘট" এবং অনুযোগী হয় ঘটাঙ্গ কপাল; ইহার সত্তা সমবায়ী দেশেই থাকে; কোনমতে এইরূপ একটী নিয়মই আছে বলিয়া স্বীকার করা হয়।

"ঘট নষ্ট" এই ঘট ধ্বংসের প্রতিযোগী হয় ঘট, এবং অনুযোগী হয় ঘটাঙ্গ কপাল ইহার ও ঐ নিয়ম স্বীকার করা হয়।

"ঘট নাই" এই ঘটাত্যন্তভাবের প্রতিযোগী হয় ঘট, এবং অনুযোগী হয় এই অভাবের অধিকরণ। সুতরাং, "ভূতলে ঘট নাই" বলিলে অনুযোগী হয় ভূতল। এই অত্যন্তাভাবের অনুযোগাতে সপ্তমী বিভক্তি থাকে।

"ঘট নহে" এই ঘটান্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হয় ঘট, এবং অনুযোগা হয় ঘট ভিন্ন যাবৎ পদার্থ। এই অন্যোন্যাভাবের অনুযোগীতে প্রথমা বিভক্তি থাকা আবশ্যক।

এই অনুযোগী ও প্রতিযোগীর সাহায্যে অভাবকে নিরূপণ করা হয়। কারণ, একস্থলে অসংখ্য বস্তুরই অভাব থাকে; তন্মধ্যে তথায় কাহার অভাব আছে—তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, যাহার অভাব বা যাহাতে অভাব তাহাদের নামোল্লেখ করিতে পারিলে সেই অভাবের কতকটা নিরূপণ করা হয়। অভাব মধ্যে পরস্পরের ভেদক হেতুই—উক্ত অনুযোগী ও প্রতিযোগী পদার্থ।

প্রথম দেখা যাউক, এতদ্দ্বারা অত্যন্তাভাবের নিরূপণ কিরূপ হইয়া থাকে। কোন কিছুর ব্যবহারোপযোগী জ্ঞান হইলে যেমন তাহার ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ যে অভাবের প্রতিযোগী বা অনুযোগীর ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের জ্ঞান হয় তাহাকে লইয়া ব্যবহার সম্ভব হয়, নচেৎ নানা অভাব মধ্যে ভেদ জ্ঞান হয় না; আর তজ্জন্য তাহাদিগকে লইয়া ব্যবহার অসম্ভব হয়। এই প্রতিযোগী ও অনুযোগীর ধর্ম্ম ও সম্বন্ধকে প্রতিযোগিতা বা অনুযোগিতার অবচ্ছেদক বলা হয়। যেমন, ভূতলে ঘট নাই, বলিলে ঘটের ঘটত্ব ধর্ম্ম এবং সংযোগ সম্বন্ধ পুরস্কারে ঘটাভাবের জ্ঞান হয় বলিয়া ঘটত্ব ধর্ম্ম এবং সংযোগ সম্বন্ধটী ঘটাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়।

এখন দেখ, এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ সাহায্যে বিভিন্ন অভাবকে কি করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। দেখ "সমবায়েন ঘটো নাস্তি" এবং "সংযোগেন দ্রব্যং নাস্তি" ইত্যাদি অভাবগুলি ঘটেরই অভাব, কিন্তু তাই বলিয়া "সংযোগেন ঘটো নাস্তি পদবাচ্য অভাবের সহিত ইহারা অভিন্ন হয় না। "সমবায়েন ঘটো নাস্তি" অভাবের প্রতিযোগিতা হয় সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং ঘটত্ব ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন। "সংযোগেন দ্রব্যং নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় সংযোগ, এবং ধর্ম্ম হয় দ্রব্যত্ব। এবং "সংযোগেন ঘটো নাস্তি" বলিলে এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় সংযোগ সম্বন্ধ, এবং ঘটত্ব ধর্ম্মটী হয় অবচ্ছেদক ধর্ম্ম। সুতরাং, প্রতিযোগিতা বা অনুযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ দ্বারা এই সকল অত্যন্তাভাবের ভেদ সাধিত হইল।

ঘট-প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়—পূর্ব্বকালীনত্ব, এবং কোন মতে ইহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ নাই। কিন্তু, মত-বিশেষে ইহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হয় ঘটত্ব। কাহারও মতে ধ্বংসাদির প্রতিযোগিতা সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং, ইহাদের নিরূপণ-জন্য কেবল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়।

ঘটান্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ কিন্তু সর্ব্বত্রই তাদাত্ম্য হইয়া থাকে। সুতরাং, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারা ইহার নিরূপণ সম্ভব নহে, এবং তজ্জন্য ইহার কেবল প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারা ইহা পার্থক্য করা হইয়া থাকে। অন্যোন্যাভাবের প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ যে কেবল তাদাত্ম্যই হয়, তাহার কারণ, "ঘট—পট নহে" ইত্যাদি অন্যোন্যাভাব স্থলে প্রতিযোগী ঘটের সহিত অপর কোন কিছুর ভান হয় না, পরন্তু কেবল ঘটেরই ভান হয়। এই ঘট নিজে নিজেরই উপর তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং, অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেক সম্বন্ধটি সর্ব্বত্র তাদাত্ম্যই হয়।

এই তিন অভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের প্রভেদ এই যে; অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক সম্বন্ধ নানা হয়। ইহাদের কিন্তু তাহা হয় না।

(অভাবের বৃত্তিতা বিচার)

অভাব পদার্থটী, নিজ অধিকরণে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। যেমন "ভূতলে ঘট নাই

বলিলে ভূতলে যে ঘটাভাবটী থাকিতেছে, তাহা স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে এইরূপ বলা হয়। এই স্বরূপ সম্বন্ধের অপর নাম বিশেষণতা বা বিশেষণতা বিশেষ সম্বন্ধ। কিন্তু, যদি অভাবটী কোন একটী অভাবের অভাব হয়, অর্থাৎ যদি তাহা ঘটাভাবের অভাব হয়, অর্থাৎ ঘট স্বরূপ হয় তাহা হইলে এই ঘট স্বরূপ অভাবটী আর স্বরূপ সম্বন্ধে ভূতলে থাকে না; পরন্তু, তাহা তখন সংযোগ সম্বন্ধে থাকে—এইরূপ বলা হয়। কারণ, ঘটাভাবাভাবটী ঘটস্বরূপ হয়, এবং সেই ঘটটী সংযোগ সম্বন্ধেই ভূতলে থাকে। অবশ্য, এস্থলে জানিয়া রাখা উচিত যে, কোন কোন মতে ঘটাভাবের অভাবটীকেও ঘট-স্বরূপ বলা হয় না। পরন্তু, ঘটসমনিয়ত একটী অভাব-স্বরূপই বলা হয়; আর তাহা হইলে অভাব মাত্রই নিজ অধিকরণে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। এই স্বরূপ সম্বন্ধটীকে অভাবের নিয়ামক সম্বন্ধ বলা হয়। কিন্তু যদি বিশেষ করিয়া অনিয়ামক সম্বন্ধের উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে ইহা কালিক ও তাদাত্ম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে থাকে বলা যাইতে পারে।

(অভাবের স্বরূপ বিচার।)

অত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা প্রাচীনমতে প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হয়। যেমন, ঘটাত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব তাহা ঘটস্বরূপ হয়। কিন্তু, নব্যমতে তাহা ঘটস্বরূপ হয় না; তাহা একটী পৃথক্ অভাব বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থাৎ তাহা ঘটা-ত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাব স্বরূপই থাকে।

অন্যোন্যাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা প্রাচীনমতে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়। যেমন, ঘটভেদের যে অত্যন্তাভাব তাহা ঘটত্ব স্বরূপ হয়। কিন্তু, নব্যমতে তাহা পৃথক্ একটী অভাবস্বরূপই থাকে, অর্থাৎ তাহা ঘটভেদাভাব-স্বরূপই থাকে। উহাও অবশ্য ঘটত্বের সহিত সমানও একস্থলেই থাকে। কোনও মতে আবার ঘটভেদাত্যন্তাভাবটী আবার তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে ঘটস্বরূপও হয়।

প্রাগভাব ও ধ্বংসের অত্যন্তাভাব অভাবস্বরূপই থাকে। ইহাতে কোন মতভেদ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

অত্যন্তাভাব প্রভৃতি চারিটী অভাবের অন্যোন্যাভাবটী ও পৃথক্ একটী অভাব-স্বরূপই থাকে এ সম্বন্ধেও কোন মতভেদ দেখা যায় না।

অভাবের স্বরূপটী কোন মতে অধিকরণ স্বরূপও বলা হয়। ইহা অবশ্য, সাধারণতঃ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে মুক্তাবলী মধ্যে একটী বিচারই আছে। বিস্তৃত বিবরণ তথায় দ্রষ্টব্য। অনেক সময় সাধারণ লোকেও অভাবকে অধিকরণ-স্বরূপ বলে। যেমন বহ্নির অভাবটীকে তাহারা জলহ্রদাদি বলিয়া থাকে।

(অভাবের প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য।)

কোন কিছুর অভাব বলিলে সেই অভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা সেই অভাবের

প্রতিযোগীর উপর স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে—ইহা জানা আবশ্যক। যেমন, ঘটাভাব বলিলে এই অভাবের প্রতিযোগিতাটী ঘটের উপর স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে।

অভাবগুলিকে প্রতিযোগিতার নিরূপক বলা হয়, এবং প্রতিযোগিতাটী অভাব-নিরূপিত হয়। যেমন, ঘটাভাবটী ঘটবৃত্তি প্রতিযোগিতার নিরূপক এবং ঘটবৃত্তি প্রতিযোগিতাটী ঘটাভাব নিরূপিত হয়। সুতরাং, প্রতিযোগিতা এবং অভাবের মধ্যে যে একটী সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে নিরূপ্য-নিরূপক সম্বন্ধ বলা হয়।

(কোন্ অভাব কোথায় থাকে।)

ঘটান্যোন্যাভাব ও ঘটভেদ একই কথা। এই অভাবটী ঘটভিন্ন অর্থাৎ পটমঠাদিতে থাকে।

ঘটাত্যন্তাভাব ও ঘটাভাব একই কথা। ইহা থাকে প্রতিযোগীর অধিকরণভিন্ন দেশে, অর্থাৎ প্রতিযোগিশূন্যদেশে। ভূতলে ঘটভাবস্থলে, যে ভূতলে ঘট নাই, ইহা তথায় থাকে। কপালে ঘটস্থলে যে কপাল ঘট নাই ইহা সেইস্থলে থাকে। এইরূপ সর্ব্বত্র।

ঘটপ্রাগভাব থাকে ঘটকপালে। কারণ, লোকে বলে এই কপালে ঘট হইবে।

ঘটধ্বংসও তদ্রূপ কপালে থাকে; কারণ,লোকে কপাল দেখিয়া বলে ঘট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

(অত্যান্তাভাবের প্রকার ভেদ।)

এই প্রসঙ্গে ১। সামান্যাভাব, ২। উভয়াভাব, ৩। অন্যতরাভাব, ৪। অন্যতমাভাব, ৫। বিশিষ্টাভাব, ৬। ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাব এবং ৭। ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব এই কয় প্রকার অভাবের কথা আমরা আলোচনা করিব। ইহাতে এই গ্রন্থ পাঠোপযোগী জ্ঞাতব্য বিষয় যথেষ্ট আছে।

১। সামান্যাভাব—সামান্যভাবে অভাবকে সামান্যাভাব বলা হয়। এস্থলে সামান্য পদের অর্থ জাতি নহে। যেমন, এই গৃহে ঘটসামান্যাভাব আছে বলিলে জগতে যত ঘট আছে সেই সকল ঘটেরই অভাব এই গৃহে আছে বলা হয়, যদি একটীও ঘট এই গৃহে থাকে, তাহা হইলে আর ঘটসামান্যাভাবও এই গৃহে থাকিল না, বুঝিতে হইবে। ইহা ঘট যেখানে থাকে, সেখানে থাকেনা, এবং ঘট যেখানে না থাকে সেই স্থানেই থাকে। ইহা ঘট-পট উভয়াভাব অথবা নীল ঘটাভাব ইত্যাদি বিশিষ্টাভাবকেও বুঝায় না।

২। উভয়াভাব। ইহার অর্থ উভয়ের অভাব। যেমন, ঘট ও পট—উভয়াভাব। ইহা, ঘট ও পট উভয় যেখানে থাকে না সেই স্থানেই থাকে। সুতরাং, কেবল ঘট যেখানে থাকে সেখানেও ইহা থাকে, অথবা কেবল পট যেখানে থাকে, সেখানেও ইহা থাকে। বহ্নি মহানসে থাকে, অয়োগোলকেও থাকে, ধূম অয়োগোলকে থাকে না, কিন্তু মহানসে থাকে; সুতরাং, বহ্নিধূম-উভয় মহনসে থাকে; কিন্তু, অয়োগোলকে থাকে না। সুতরাং, বহ্নি-ধূম-উভয়াভাব অয়োগোলকেও থাকে।

২। অন্যতরাভাব। অন্যতরের অর্থাৎ দুইটীর মধ্যে কোন একটীর অভাবই অন্যতরাভাব. অন্যতর অর্থ দুইয়ের মধ্যে কোন একটী। যেমন "ঘট পটান্যতরাভাব" বলিলে ঘট অথবা পট

ইহাদের মধ্যে কোন একটীকে বুঝায়। বহ্নিধূম অন্যতর বলিলে উহাদের মধ্যে কোন একটী বুঝায়। ইহা যেমন অয়োগোলকে থাকে, তদ্রূপ মহানসেও থাকে। কিন্তু, ইহাদের ঐরূপ অভাবটী যেমন অয়োগোলকে থাকে না, তদ্রূপ মহানসেও থাকে না।

উপরি উক্ত উভয়াভাবের সহিত ইহার বৈষম্য এই যে, বহ্নিধূম উভয়াভাবটী অয়োগোলকে থাকে, কিন্তু বহ্নিধূম অন্যতরাভাবটী অয়োগোলকেও থাকে না।

৪। অন্যতমাভাব। ইহার অর্থ অন্যতমের অভাব। অন্যতম অর্থ—বহুর মধ্যে কোন একটী। ইহা ফলতঃ অন্যতরাভাবের ন্যায়ই হইয়া থাকে।

৫। বিশিষ্টাভাব অর্থ বিশিষ্টের অর্থাৎ বিশেষ-যুক্তের অভাব। বিশিষ্টটী শুদ্ধ হইতে অতিরিক্ত হয় না। যেমন, নীলঘট, ঘট হইতে অতিরিক্ত হয় না। কিন্তু, বিশিষ্টাভাবটী শুদ্ধাভাব হইতে অতিরিক্ত হয়। যেমন, নীলঘটাভাব বলিলে ঘটসামান্যাভাবকে বুঝায় না। আবার গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা, সত্তা হইতে অতিরিক্ত নহে; কারণ, সত্তা থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে, এবং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী থাকে দ্রব্যে। কিন্তু, গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্ট সত্তার অভাব, সত্তার অভাব হইতে অতিরিক্ত হয়। কারণ, উক্ত বিশিষ্টাভাবটী থাকে গুণ ও কর্ম্মাদিতে এবং সত্তার অভাব থাকে সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে, অর্থাৎ ইহারা ঠিক এক স্থানে থাকিল না।

৬। ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব অর্থ—যে সম্বন্ধে যে থাকে না, সেই সম্বন্ধে তাহার অভাব। যেমন, ঘট কখনও স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে না; সুতরাং, স্বরূপ সম্বন্ধে ঘটের যে অভাব, তাহা ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব, অর্থাৎ ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক অভাব। এইরূপ অভাব সর্ব্বত্রস্থায়ী অর্থাৎ কেবলান্বয়ী হয়।

৭। ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব অর্থ—যে ধর্ম্ম পুরস্কারে যে থাকে না, সেই ধর্ম্ম পুরস্কারে তাহার অভাব। যেমন, ঘটটী ঘটত্ব-ধর্ম্ম-পুরস্কারে থাকে, পটত্ব-ধর্ম্ম-পুরস্কারে কখনও থাকে না। এখন ঘটের পটত্বরূপে অভাব বলিলে যে অভাবকে বুঝায়, তাহার নাম ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব, অর্থাৎ ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক অভাব। এই অভাবও সর্ব্বত্রস্থায়ী অর্থাৎ কেবলান্বয়ী হয়। কিন্তু, এই অভাবটী নৈয়ায়িক সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। সোন্দড় নামে এক পণ্ডিত ইহাকে স্বীকার করিয়া এক কালে একটী মতই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

অনুমিতিস্থল সংক্রান্ত কতিপয় কথা।

ব্যাপ্তিপঞ্চক পাঠের সময় এই বিষয়েও কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলে ভাল হয়। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে যে সব কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে এ বিষয় আর কিছু না বলিলেও চলে, কিন্তু তথাপি এস্থলে দুই একটী কথা বলিলে নিতান্ত বাহুল্য হইবে না।

প্রথমতঃ, যে সকল অনুমতির স্থল দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া ব্যাপ্তিপঞ্চক গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহা সর্ব্বপ্রধান তাহা এই,—

১। বহ্নিমান্ ধূমাৎ=অর্থাৎ ইহা বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে।

২। ধূমবান্ বহ্নেঃ=অর্থাৎ ইহা ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে।

৩। সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ=অর্থাৎ ইহা সত্তাবান্, যেহেতু দ্রব্যত্ব রহিয়াছে।

৪। দ্রব্যং সত্তাৎ=অর্থাৎ ইহা দ্রব্য, যেহেতু সত্তা রহিয়াছে।

৫। কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ=অর্থাৎ ইহা কপিসংযোগী, যেহেতু এতদ্‌বৃক্ষত্ব রহিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চমটী সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থটী অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল।

এখন এস্থলে প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এস্থলে যে সদ্ধেতুক ও অসদ্ধেতুক বিভাগ প্রদর্শিত হইল, ইহা কেবল হেতুর ব্যভিচার দোষটীকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইল। নচেৎ যে-কোনরূপ হেত্বাভাস থাকিলেই তাহাকে অসদ্ধেতুক বলা যায়, কিন্তু ব্যাপ্তি-লক্ষণের তাহা লক্ষ্য নহে। আর যেখানে হেতুটী অবৃত্তি হয়, অর্থাৎ বৃত্তিমান্ পদার্থ না হয়, যেমন "বহ্নিমান্ গগনাৎ" ইত্যাদি, (কারণ, গগন অবৃত্তি পদার্থ,) সেখানে ব্যভিচার দোষ নাই বটে, কিন্তু তথাপি মথুরানাথের মতে ব্যাপ্তিলক্ষণের ইহাও অলক্ষ্য এবং জগদীশের মতে লক্ষ্য বলা হয়। হেত্বাভাস কত প্রকার তাহা তর্কামৃতের বঙ্গানুবাদে কথিত হইয়াছে। যাহা হউক, ব্যাপ্তি-পঞ্চক-পাঠকালে সদ্ধেতুক ও অসদ্ধেতুক অনুমিতি বলিতে এইরূপই বুঝিতে হইবে।

তাহার পর, দ্বিতীয় লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে, যেখানে হেত্বাভাস থাকে, তথায় অনুমিতি হয় না, কিন্তু তাহা নহে। অসদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলেও অনুমিতি হইতে পারে, তবে তথায় ব্যাপ্তিজ্ঞানটী ভ্রমাত্মক হয়, এইমাত্র বিশেষ।

তৃতীয় লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অনুমিতি স্থলের সাধ্য কোন্‌টী। কারণ, প্রথম প্রথম লোকে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি স্থলে সাধ্য বলিতে বহ্নিমান্‌কেই ধরিয়া বসে। কিন্তু প্রকৃত সাধ্য বহ্নিমত্ত্ব অর্থাৎ বহ্নি। অর্থাৎ যে পদদ্বারা সাধ্যকে লক্ষ্য করা হয়, তাহার উত্তর ভাববিহিত 'ত্ব' বা 'তা' প্রত্যয় করিলেই সাধ্যকে পাওয়া যায়। ইহাকে সহজে স্মৃতিপথে রাখিবার জন্য অধ্যাপকগণ বলিয়া থাকেন,—

"মান্" "বান্" বর্জ্জিয়া সাধ্য আন গর্জ্জিয়া।
যদি না থাকে "মান্" "বান্" "ত্ব" চড়াইয়া সাধ্য আন্॥

অর্থাৎ, প্রতিজ্ঞা বাক্যের বিধেয়-বোধক পদমধ্যে যখন মতুপ্ বা বতুপ্ অর্থক প্রত্যয় থাকে, তখন সেই পদের উত্তর 'ত্ব' বা 'তা' যোগ করিয়া সাধ্য নির্দ্দেশ করিতে হয়। যেমন বহ্নিমান্+ত্ব=বহ্নিমত্ত্ব অর্থাৎ বহ্নি। ঐরূপ "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" স্থলে নির্ধূমত্ব সেখানে থাকে, যেখানে নির্ধূমত্বত্ব অর্থাৎ ধূমাভাবটী আছে। একথা গ্রন্থমধ্যেও যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

চতুর্থ, অনুমিতির আকার সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহাও এস্থলে জানা আবশ্যক। সাধারণতঃ, লোকে বলে "বহ্নিমান্ পর্ব্বত" এইটাই অনুমিতির আকার। কিন্তু, ইহা নবীন নৈয়ায়িকের মত। প্রাচীন মতে অর্থাৎ আচার্য্য উদয়নের মতে সাধ্যব্যাপ্য যে হেতু, সেই হেতুমান্ যে পক্ষ, সেই পক্ষটী যখন সাধ্যবান্‌রূপে কথিত হয় তখন, অনুমিতির আকার পরিস্ফুট হয় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, তাঁহারা "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত বহ্নিমান্" ইহাকে অনুমিতির আকার বলেন, কেবল "পর্ব্বত বহ্নিমান্"কে অনুমিতির আকার বলিবেন না। বলাবাহুল্য নবীন মতেও "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" যেমন অনুমিতির আকার হয়, তদ্রূপ "বহ্নি পর্ব্বতে" এরূপও অনুমিতির আকার বলা হয়।

পরিশেষে যে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই সকল অনুমিতির শ্রেণীবিভাগ। কেহ কেহ অনুমিতির করণ-ব্যাপ্তিভেদে অনুমিতির ভেদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে ইহা অন্বয়ী, ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী এই ত্রিবিধ। সাংখ্য ও গৌতমীয় ন্যায় মতাবলম্বী আবার ব্যাপ্তির যে হেতু,অর্থাৎ লিঙ্গ,তাহাকে অবলম্বন করিয়া অনুমিতির ভেদ করিয়া থাকেন, যথা—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। বৌদ্ধমতে আবার ইহাকে কার্য্যলিঙ্গক, স্বভাবলিঙ্গক এবং অনুপলব্ধি-লিঙ্গক বলা হয়। অন্বয়ী ব্যতিরেকী প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের কথা তর্কামৃতের বঙ্গানুবাদে কথিত হইয়াছে, ইহা প্রধানতঃ বৈশেষিক-সম্মত বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্ববৎ অনুমিতির দৃষ্টান্ত, যথা—কারণ-স্বরূপ মেঘোদয় দেখিয়া কার্য্যস্বরূপ বৃষ্টির অনুমান। শেষবতের দৃষ্টান্ত যথা—নদীজলবৃদ্ধি দেখিয়া অতীত বৃষ্টির অনুমান, এবং সামান্যতো দৃষ্টের দৃষ্টান্ত, যথা—পৃথিবীত্ব জানিয়া দ্রব্যত্বের অনুমান। কার্যলিঙ্গক অনুমিতির দৃষ্টান্ত; যথা—নদীজলবৃদ্ধি দেখিয়া অতীত বৃষ্টির অনুমান। স্বভাবলিঙ্গক অনুমানের দৃষ্টান্ত, যথা—পৃথিবীত্ব জানিয়া দ্রব্যত্বের অনুমান, এবং অনুপলব্ধিলিঙ্গক অনুমানের দৃষ্টান্ত যথা,—ধূমাভাববান্ বহ্ন্যভাবাৎ অর্থাৎ ধূমাভাব দেখিয়া বহ্ন্যভাবের অনুমান। এখন যদি দ্বিতীয় প্রকার বিভাগের সহিত এই শেষ প্রকারের বিভাগের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে স্থূল দৃষ্টিতে বোধ হইবে যে, বৌদ্ধমতের কার্য্যলিঙ্গকটী ন্যায়মতের শেষবৎ অনুমান এবং স্বভাব ও অনুপলব্ধিলিঙ্গক অনুমানটী হয় ন্যায়মতের সামান্যতোদৃষ্টের অন্তর্গত। বৌদ্ধগণ কারণ দেখিয়া কার্য্যানুমান হয়; ইহা স্বীকার করেন নাই। ইত্যাদি।

যাহা হউক, ইহাই হইল আমাদের পূর্ব্বপ্রস্তাবিত অনুমিতির স্থল-সংক্রান্ত কথা; এবং ইহার আলোচনায় আমাদের ব্যাপ্তিপঞ্চক পাঠার্থীর পূর্ব্ব হইতেই কি কি বিষয় জানা আবশ্যক—এই বিষয়টী আলোচিত হইল; আর তাহার ফলে আমাদের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত ন্যায়শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়টীও আলোচিত হইল। অর্থাৎ, ফলতঃ আমাদের এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকের ভূমিকাটীও শেষ হইল। আশা করা যায়, এতদ্দ্বারা ব্যাপ্তিপঞ্চক পাঠার্থীর কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে।

উপসংহারে এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এই ব্যাপ্তিপঞ্চক যে ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নের

দ্বারভূত, সেই নব্যন্যায় ঋষিপ্রণীত বৈশেষিক, ন্যায় ও পূর্ব্বমীমাংসার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভারতের অক্ষয় গৌরব,—ইহা বঙ্গের] অতুল কীর্ত্তি। ইহাতে যে চিন্তাশীলতা, বিচারপটুতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার তুলনা আর কুত্রাপি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার সাহায্যে ব্যবহারক্ষেত্রে অথবা মোক্ষমার্গে সর্ব্বত্রই গৌরবভাজন হওয়া যায়। মহর্ষি বাৎস্যায়ন সামান্যতঃ এই শাস্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং উপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ এই বিদ্যার এক কথায় লক্ষণ যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ইহা সকল শাস্ত্রের প্রদীপ স্বরূপ, সকল কর্ম্মের উপায়স্বরূপ এবং সকল ধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ।

আমরা জানিয়াই হউক, অথবা না জানিয়াই হউক, এই শাস্ত্রের সাহায্যে ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকি। ইহা থাকিলেই মনুষ্যত্ব, ইহা না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকে না। মনুষ্যত্বের ইহা প্রধান পরিচায়ক। ভালবাসার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়, ঐশ্বর্য্যের দ্বারা ঈশ্বর হওয়া যায়, অপরাপর সদ্‌গুণ দ্বারা দেবতা পদবী লাভ করা যায়, কিন্তু এই ন্যায়-অন্যায় বোধ দ্বারা মনুষ্যত্বলাভ করা যায়। আবালবৃদ্ধবনিতা, সাধু, অসাধু সকলেই, অপ্রিয়ানুষ্ঠানের পরিচয় দিতে হইলে "অন্যায়" শব্দটীকে যত উপযোগী বিবেচনা করেন, এমন আর কোন শব্দকে বিবেচনা করেন না। সৎ বা ভাল কখন অন্যায় হয় না, প্রত্যুত তাহা ন্যায্যই হইয়া থাকে। কোন কবি বলিয়াছেন ;—

মোহং রুণদ্ধি বিমলীকুরুতে চ বুদ্ধিম্, সূতে চ সংস্কৃতপদব্যবহারশক্তিম্।
শাস্ত্রান্তরাভ্যাসনযোগ্যতয়া যুনক্তি, তর্কশ্রমো ন তনুতে কমিহোপকারম্॥

অর্থাৎ, ইহা মোহ নাশ করে, বুদ্ধি বিমল করে, সংস্কৃত-পদ-ব্যবহার-শক্তি প্রদান করে, শাস্ত্রান্তরাভ্যাসে যোগ্যতা প্রদান করে, তর্কশাস্ত্রের পরিশ্রম কোন্ উপকার না প্রদান করে ?

এই শাস্ত্রের নানা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পদার্থতত্ত্ব ও বিচার বা তর্কপ্রণালীটী আজ ইহার বিরুদ্ধ শাস্ত্রেরও আত্মরক্ষার উপায় ও অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। এমন শাস্ত্রই নাই প্রায় যাহা এই শাস্ত্র দ্বারা উপকৃত হয় নাই। যে বেদান্ত শাস্ত্রের জন্য ভারতের গৌরব অতুলনীয়, তাহা এই শাস্ত্র দ্বারা যত উপকৃত ও পুষ্ট হইয়াছে এমন আর কোন শাস্ত্র দ্বারাই হয় না। এই ন্যায় শাস্ত্রের জ্ঞান না থাকিলে বেদান্তের আজ যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, তাহা অধ্যয়নের অধিকারই জন্মে না। অধিক কি, যে সব শাস্ত্রে ইহার নিন্দা আছে, আজ তাহাই যদি ন্যায়-পরিষ্কৃত-বুদ্ধি হইয়া অধীত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা হয়। অপরে যাঁহারা ইহার নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যাভিসন্ধি বা অনভিজ্ঞতাই তাহার হেতু, সুতরাং তাঁহাদের সে নিন্দা উপেক্ষণীয়, আর এই সকল কারণেই এই শাস্ত্র বুদ্ধিমান মানব মাত্রেরই অবলম্বনীয়।

ওঁ নমঃ শিবায়।

নৈয়ায়িককুলগুরু-শ্রীমদ্‌গঙ্গেশোপাধ্যায়-বিরচিতে

তত্ত্বচিন্তামণৌ

অনুমানখণ্ডে ব্যাপ্তিবাদে

ব্যাপ্তি-পঞ্চকম্।

ব্যাপ্তি-পঞ্চকম্।

নন্বনুমিতি-হেতু-ব্যাপ্তি-জ্ঞানে কা ব্যাপ্তিঃ ?

ন তাবদ্‌-অব্যভিচরিতত্বম্।

তদ্ধি ন—সাধ্যাভাববদ্‌-অবৃত্তি-ত্বম্—সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদ্‌-অবৃত্তিত্বম্,—সাধ্যবৎ-প্রতিযোগি-কান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্,—সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতি-যোগিত্বম্,—সাধ্যবদ্‌-অন্যাবৃত্তিত্বং বা, কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ।

ইতি নৈয়ায়িক-কুলগুরু-শ্রীমদ্‌-গঙ্গেশোপাধ্যায়-বিরচিতে তত্ত্বচিন্তামণৌ অনুমানখণ্ডে ব্যাপ্তিবাদে ব্যাপ্তিপঞ্চকম্।

বঙ্গানুবাদ।

আচ্ছা, অনুমিতির হেতু যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান, তাহাতে ব্যাপ্তি জিনিষটী কি ? তাহা ত অব্যভিচরিতত্ব নহে ; যে হেতু তাহা (১) সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত অবৃত্তিত্ব ; বা (২)সাধ্যবিশিষ্ট হইতে ভিন্নবৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তদ্‌বিশিষ্ট যাহা, তন্নিরূপিত অবৃত্তিত্ব ; অথবা (৩) সাধ্য-বিশিষ্ট হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার, এমন যে অন্যোন্যাভাব, তাহার অসা-মানাধিকরণ্য ; কিংবা (৪)সকল সাধ্যা-ভাববিশিষ্টে অবস্থিত যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ব ; অথবা (৫) সাধ্যবৎ হইতে যাহা ভিন্ন তন্নিরূপিত অবৃত্তিত্ব,এরূপ নহে কারণ, কেবলান্বয়ি-স্থলে ইহাদের অভাব হয়, অর্থাৎ কোন লক্ষণই যায় না।

ইতি নৈয়ায়িক-কুলগুরু-শ্রীমদ্‌-গঙ্গেশোপাধ্যায় বিরচিত তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থের অনুমানখণ্ডের ব্যাপ্তিবাদের ব্যাপ্তির পাঁচটী লক্ষণ।

ব্যাখ্যা—

ব্যাখ্যা-ভূমিকা—উপরে প্রসিদ্ধ "ব্যাপ্তিপঞ্চক" নামক গ্রন্থের মূল ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। এই গ্রন্থের উপর নানা জনের নানা টীকা আছে। আমরা কিন্তু এই পুস্তকে মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের রচিত "তত্ত্বচিন্তামণিরহস্য" নামক টীকা অবলম্বন করিয়া ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইবার চেষ্টা করিব। কারণ, এই টীকাটীই আজকাল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়। এস্থলে আমরা মূলগ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করি।

গ্রন্থের বিষয়—

মূলগ্রন্থে যাহা কথিত হইয়াছে, স্থূলভাবে দেখিতে গেলে, তাহাতে এই কয়টী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ;—

১। ব্যাপ্তিজ্ঞান, অনুমিতির একটী হেতু।

২। ব্যাপ্তির লক্ষণ, কোন কোন মতে "অব্যভিচরিতত্ব" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়,

৩। এবং এই অব্যভিচরিতত্ব-পদে পাঁচটী লক্ষণ বুঝা হয়।

৪। সেই লক্ষণ পাঁচটী এই ;—

(১) সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্বম্।

(২) সাধ্যবদ্-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্বম্।

(৩) সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্।

(৪) সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বম্।

(৫) সাধ্যবদ্-অন্যাবৃত্তিত্বম্।

৫। কিন্তু গ্রন্থকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতে এই পঞ্চলক্ষণাত্মক "অব্যভিচরিতত্ব"টী ব্যাপ্তির প্রকৃত লক্ষণ হইতে পারে না।

৬। কারণ, কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে এই লক্ষণগুলির কোনটীই প্রযুক্ত হইতে পারে না।

এইবার আমরা একে একে এই বিষয়গুলি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে দেখা যাউক, ব্যাপ্তিজ্ঞানটী অনুমিতির একটী হেতু কেন ?

ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির হেতু—

এই কথাটী বুঝিতে হইলে একটী দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিলে ভাল হয়। মনে করা যাউক, পর্ব্বতে ধূম আছে জানিয়া তথায় বহ্নির অনুমিতি করিতে হইতেছে। এখানে এই অনুমিতির হেতু কি ? একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে, যে ব্যক্তি এইরূপ অনুমিতি করিবে, তাহার জানা আবশ্যক যে "যেখানে ধূম থাকে, সেই স্থানেই বহ্নি থাকে"। তাহার পর, তাহার যদি জ্ঞান হয় যে, "পর্ব্বতে ঐ প্রকার ধূম রহিয়াছে" তখন তাহার জ্ঞান হইবে যে, পর্ব্বতে বহ্নি

আছে। সুতরাং দেখা গেল, অনুমিতি করিতে হইলে এই দুইটী একান্ত আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে "যেখানে ধূম থাকে সেই স্থানেই বহ্নি থাকে" এই জ্ঞানটীকে ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং "পর্ব্বতে ঐ প্রকার ধূম রহিয়াছে" এই জ্ঞানটীকে পরামর্শ বলে। সুতরাং ইহারা উভয়েই অনুমিতির প্রতি হেতু। পরামর্শের কথা গ্রন্থকার অন্যস্থলে বলিবেন, এ গ্রন্থে ব্যাপ্তি কি, তাহাই বলিতেছেন।

অব্যভিচরিতত্ব শব্দের অর্থ—

এইবার দেখা যাউক "অব্যভিচরিতত্ব" পদ-প্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির লক্ষণ-পাঁচটীর অর্থ কি? অবশ্য ইহাদের গূঢ় তাৎপর্য্য এস্থলে আমরা আলোচনা করিব না; কারণ, সেকথা টীকা-মধ্যেই বিস্তৃত ও সুন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে, আমরা এস্থলে ইহার একটী সংক্ষিপ্ত অর্থ বুঝিবার চেষ্টা মাত্র করিব।

প্রথম লক্ষণ—"সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্বম্"।

ইহার অর্থ "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব।" আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে ইহার অর্থ "সাধ্যের যে অভাব, সেই অভাবের যে অধিকরণ,সেই অধিকরণ দ্বারা নিরূপণ করা যায় এমন যে আধেয়তা, সেই আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি।"

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের অর্থ—

পরন্তু এই কথাটী বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী শব্দের অর্থবোধ আবশ্যক। "সাধ্য" শব্দের অর্থ—যাহা সাধন করা হয়। যেমন যেখানে বহ্নির অনুমিতি করিতে হয়, সেখানে সাধ্য হয় বহ্নি। "অধিকরণ" শব্দের অর্থ—আশ্রয়। যাহার উপর অবস্থান করা যায়, তাহা আশ্রয় বা অধিকরণ। "আধেয়তা" শব্দের অর্থ—আধেয়ের ধর্ম্ম-বিশেষ। যাহা কাহারো উপর অবস্থান করে তাহাই হয়—আধেয়। এই আধেয়ের ধর্ম্ম—আধেয়তা। এই আধেয়তা, সুতরাং থাকে আধেয়ের উপর। "হেতু" = যাহার সাহায্যে অনুমিতি হয়। যেমন ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমিতি-কালে ধূমটী হয় হেতু। ইহার অপর নাম সাধন বা লিঙ্গ।

লক্ষণ-প্রয়োগ-প্রণালী—

এই বার আমরা দুইটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে লক্ষণটীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। তন্মধ্যে প্রথম দৃষ্টান্তটী এমন একটী দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত, যাহাতে কোন ভুল নাই। কারণ নির্ভুল দৃষ্টান্তের ব্যাপ্তিতে যদি লক্ষণটী যায়, তবেই লক্ষণটীও নির্ভুল হইতে পারিবে। এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী এমন একটী দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত,যাহাতে ভুল আছে। কারণ,ভুল দৃষ্টান্তের ব্যাপ্তিতে যদি লক্ষণটী না যায়, তাহা হইলে লক্ষণটীতে আর কোন দোষই থাকিতে পারিবে না। এইরূপে উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের সাহায্যে লক্ষণটীকে প্রযুক্ত করিয়া বুঝিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনেক সময় অনেক বিষয়ের অনেক লক্ষণ নির্ভুল দৃষ্টান্তে যেমন যায়, তদ্রূপ ভুল দৃষ্টান্তেও যায়। কিন্তু তাহা যাওয়া উচিত নহে, ইহা লক্ষণের দোষ। সুতরাং উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের সাহায্যে লক্ষণটীর অর্থ বুঝিতে পারিলে লক্ষণটী ঠিক কিনা, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব।

এখন তাহা হইলে আমরা লক্ষণটীর অর্থ বুঝিবার জন্য একটী নির্ভুল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি। এই দৃষ্টান্ত, ধরা যাউক।

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

ইহার অর্থ—"কোন কিছু বহ্নিবিশিষ্ট, যেহেতু ধূম রহিয়াছে।" ন্যায়ের ভাষায় এই জাতীয় দৃষ্টান্তকে সদ্‌হেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত বলা হয়। সুতরাং, অতঃপর আমরা নির্ভুল দৃষ্টান্তকে সদ্‌হেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত নামে এবং তদ্বিপরীত ভুল দৃষ্টান্তকে অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত নামে ব্যবহৃত করিব।

সদ্ধেতুক অনুমিতির লক্ষণ—

এখন দেখা যাউক, ইহা সদ্‌হেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত কিসে? এতদুত্তরে বলা হয়—

সদ্ধেতুক অনুমিতির লক্ষণ এই যে, "হেতু" যেখানে যেখানে থাকে "সাধ্য"ও যদি সেই সেই স্থানে অথবা অধিক স্থানে থাকে, তাহা হইলে তাহা সদ্‌হেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত।

উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" দৃষ্টান্তে দেখা যায়, ধূম যেখানে যেখানে থাকে বহ্নিও সেই সেই স্থানে থাকে, ধূম আছে বহ্নি নাই এমন স্থল নাই; ঐ ধূমই হেতু এবং এই বহ্নিই সাধ্য, সুতরাং উক্ত সদ্ধেতুক অনুমিতির লক্ষণানুসারে এই দৃষ্টান্তটী নির্ভুল অর্থাৎ সদ্‌হেতুক অনুমিতিরই দৃষ্টান্ত হইতেছে।

লক্ষণের প্রয়োগ—

এখন দেখা যাউক, ব্যাপ্তির উক্ত প্রথম লক্ষণটী এই সদ্ধেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে কি করিয়া প্রযুক্ত হইতেছে।

লক্ষণটী—সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্বম্।

দৃষ্টান্ত—বহ্নিমান্ ধূমাৎ।

এখানে দেখ, সাধ্য = বহ্নি।

∴ সাধ্যাভাব = বহ্নির অভাব। সাধ্য হইয়াছে অভাব যাহার; বহুব্রীহি সমাস।

∴ সাধ্যাভাববৎ = সাধ্যাভাব বিশিষ্ট = সাধ্যের অভাবের অধিকরণ = বহ্ন্যভাবের অধিকরণ = ঘট,পট, জলহ্রদ প্রভৃতি। কারণ,বহ্নি তথায় থাকে না।

∴ সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্ব = সাধ্যাভাববতের নাই বৃত্তি যেখানে; বহুব্রীহি সমাস। তাহার ভাব = সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব। অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব বা আধেয়তার অভাব = জলহ্রদ-নিরূপিত বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব।

কিন্তু, জলহ্রদ-নিরূপিত বৃত্তিতা বা আধেয়তা = মীনশৈবাল প্রভৃতির আধেয়তা। কারণ, জলহ্রদের আধেয় মীন-শৈবাল প্রভৃতি। আধেয়ের ধর্ম্ম যে আধেয়তা,তাহা আধেয়ের উপর থাকে, সুতরাং জলহ্রদ-নিরূপিত আধেয়তা মীন-শৈবাল প্রভৃতির উপর থাকে।

এবং, জল-হ্রদ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব = জলহ্রদে যাহা থাকে না, তাহার উপর থাকে। যেমন ধূম, জলহ্রদে থাকে না বলিয়া ঐ অভাবটী ধূমের উপর থাকে বলা যায়।

∴ সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্ব—ধূমের উপর থাকে।

এই ধূমই এস্থলে "হেতু"; সুতরাং হেতুতে, সাধ্যের যে অভাব, সেই অভাবের যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব থাকিল, অর্থাৎ সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্বম্—এই ব্যাপ্তির লক্ষণটী "বহ্নিমান ধূমাৎ" এই সদ্‌হেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে প্রযুক্ত হইল।

এখন দেখা যাউক, লক্ষণটী একটী অসদ্ধেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে যায় কিনা? অর্থাৎ লক্ষণটী যদি নির্ভুল হয়, তাহা হইলে যাইবে না।

এই অসদ্‌হেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত একটী ধরা যাউক—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ।"

ইহার অর্থ—কোন কিছু ধূমবিশিষ্ট, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে। ইহা অসদ্‌হেতুক অনুমিতির একটী দৃষ্টান্ত; কারণ, পূর্ব্বোক্ত সদ্‌হেতুক অনুমিতির লক্ষণটী এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

দেখ সদ্‌হেতুক অনুমিতির লক্ষণ এই;—

"হেতু যেখানে যেখানে থাকে সাধ্যও যদি সেই সেই স্থানে থাকে, তাহা হইলে তাহা সদ্‌হেতুক অনুমিতি-পদবাচ্য হয়।"

এই সদ্ধেতুর লক্ষণটী এস্থলে প্রযুক্ত হইতেছে না; কারণ, বহ্নি যেখানে যেখানে থাকে, ধূম সেই সেই স্থানে থাকিবে এরূপ নিয়ম নাই, যথা—তপ্ত-লৌহপিণ্ড। বহ্নি এখানে হেতু, এবং ধূম এখানে সাধ্য। সুতরাং উক্ত লক্ষণানুসারে ইহা অসদ্ধেতুক অনুমিতিরই দৃষ্টান্ত হইল।

এখন দেখা যাউক, ব্যাপ্তির উক্ত প্রথম লক্ষণটী এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে কেন প্রযুক্ত হয় না।

লক্ষণটী—সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্বম্।

দৃষ্টান্ত—ধূমবান্ বহ্নেঃ।

এখানে দেখ, সাধ্য = ধূম।

∴ সাধ্যাভাব = ধূমের অভাব।

∴ সাধ্যাভাববৎ = সাধ্যের অভাবের অধিকরণ = ঘট, পট, জলহ্রদ এবং তপ্ত-লৌহপিণ্ড প্রভৃতি। কারণ, ধূম তথায় থাকে না।

∴ সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্ব = সাধ্যের অভাবের অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অর্থাৎ আধেয়তার অভাব = তপ্ত-লৌহপিণ্ড-নিরূপিত বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব।

কিন্তু, তপ্ত-লৌহপিণ্ড-নিরূপিত বৃত্তিতা বা আধেয়তা=বহ্নির আধেয়তা। কারণ, তপ্ত-লৌহপিণ্ডের আধেয় বহ্নি। সুতরাং এই আধেয়ের ধর্ম্ম যে আধেয়তা তাহা বহ্নির উপর থাকে।

এবং, তপ্তলৌহপিণ্ড নিরূপিত আধেয়তার অভাব—তপ্ত-লৌহপিণ্ডে যাহা থাকে না তাহার উপর থাকে। বহ্নি ঐ লৌহপিণ্ডে থাকে, সুতরাং বহ্নিতে ঐ আধেয়তার অভাব থাকে না। পরন্তু আধেয়তাই থাকে।

∴ সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্ব—বহ্নির উপর থাকে না।

এই বহ্নিই এস্থলে "হেতু"; সুতরাং হেতুতে, সাধ্যের যে অভাব, সেই অভাবের যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব থাকিল না, অর্থাৎ "সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্বম্" —ব্যাপ্তির এই লক্ষণটী "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্হেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে প্রযুক্ত হইল না।

অতএব দেখা গেল, ব্যাপ্তির এই প্রথম লক্ষণটী, সদ্হেতুক অনুমতির ব্যাপ্তিতে প্রযুক্ত হয়, এবং অসদ্হেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে প্রযুক্ত হয় না; আর এই নিমিত্তই ইহা নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি ব্যাপ্তির এই প্রথম লক্ষণটী নির্দ্দোষ হইল, তাহা হইলে আবার দ্বিতীয় লক্ষণটী করিবার উদ্দেশ্য কি? এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে—ইহার প্রয়োজন আছে। কারণ, এমন সদ্ধেতুক স্থল আছে, যেখানে প্রথম লক্ষণটী যায় না, অথচ দ্বিতীয় লক্ষণটী যায়। এ বিষয়টী আমরা এখনই আলোচনা করিব, অগ্রে দেখা যাউক, দ্বিতীয় লক্ষণটীর অর্থ কি?

দ্বিতীয় লক্ষণ—সাধ্যবদ্-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্বম্।

উপর-উপর দেখিতে গেলে ইহার প্রথমে "সাধ্যবদ্-ভিন্ন" এই পদটুকু ব্যতীত ইহার সবটুকুই প্রথম লক্ষণ। এখন দেখ ইহার অর্থ কি?

ইহার অর্থ—যাহা সাধ্যবিশিষ্ট, তাহা হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাতে থাকে যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি।

এখন দেখ, প্রথম লক্ষণের ন্যায় এ লক্ষণটীও যাবৎ সদ্হেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে যাইতেছে কি না? পূর্ব্বের ন্যায় সদ্হেতুক অনুমিতির একটী স্থল ধরা যাউক—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এখানে "সাধ্য"=বহ্নি, হেতু=ধূম,

"সাধ্যবৎ"=বহ্নিমৎ অর্থাৎ পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস প্রভৃতি।

"সাধ্যবদ্-ভিন্ন" = বহ্নিমদ্-ভিন্ন, অর্থাৎ উক্ত পর্ব্বতাদি ভিন্ন, যথা জলহ্রদাদি।

"তাহাতে আছে যে সাধ্যাভাব তাহা" = তন্নিষ্ঠ বহ্নির অভাব; কারণ, বহ্নিই সাধ্য।

"সেই সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ তাহা" = উক্ত বহ্ন্যভাবের অধিকরণ। ইহা এখানে উক্ত জলহ্রদই। কারণ, জলহ্রদে বহ্নির অভাব থাকে।

"সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা" = উক্ত জলহ্রদ-নিরূপিত আধেয়ের ধর্ম্ম। ইহা এখানে উক্ত জলহ্রদে থাকে যে মীন-শৈবালাদি-রূপ আধেয়, সেই আধেয়ের ধর্ম্ম।

"সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব"—ধূমে থাকে; কারণ, ধূম জলহ্রদে থাকে না।

এই ধূমই "হেতু"; সুতরাং যাহা সাধ্যবিশিষ্ট, তাহা হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাতে থাকে যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকিল—লক্ষণ যাইল।

এইবার দেখা যাউক, এই লক্ষণটী প্রথম লক্ষণের ন্যায় অসদ্‌হেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে যাইতেছে কি না?

এতদুদ্দেশ্যে অসদ্‌হেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত ধরা যাউক—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ"।

এখানে "সাধ্য = ধূম, হেতু = বহ্নি।

"সাধ্যবৎ" = ধূমবৎ = পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস প্রভৃতি।

"সাধ্যবদ্-ভিন্ন" = ধূমবদ্ ভিন্ন, অর্থাৎ উক্ত পর্ব্বতাদি হইতে ভিন্ন যাবদ্ বস্তু, যথা—তপ্ত অয়োগোলক প্রভৃতি।

"তাহাতে আছে যে সাধ্যাভাব তাহা" = ধূমাভাব; কারণ, ধূমাভাব, তপ্ত অয়োগোলকে থাকে, এবং ধূমই এখানে সাধ্য।

"সেই সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ তাহা" = পুনরায় ঐ তপ্ত অয়োগোলক; কারণ, ঐ ধূমাভাব তথায়ও থাকে।

"সেই অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা" = উক্ত অয়োগোলকনিষ্ঠ বহ্নির আধেয়তা; কারণ, বহ্নি, তপ্ত অয়োগোলকে থাকে।

"সেই অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব"—উক্ত বহ্নিতে থাকে না; কারণ, বহ্নি, তপ্ত অয়োগোলক পরিত্যাগ করে না।

এখন এই বহ্নিই "হেতু"; সুতরাং যাহা সাধ্যবিশিষ্ট, তাহা হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাতে থাকে যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকিল না, সুতরাং লক্ষণ যাইল না।

এখন দেখ, প্রথম লক্ষণটীর ন্যায় এই দ্বিতীয় লক্ষণটীও সদ্‌হেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে যাইল এবং অসদ্‌হেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে যাইল না, অর্থাৎ লক্ষণটী নির্দ্দোষ হইল।

দ্বিতীয় লক্ষণের উদ্দেশ্য—

এইবার দেখা যাউক, এই দ্বিতীয় লক্ষণ করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এমন স্থল আছে যে, যেখানে প্রথম লক্ষণ যায় না, অথচ উহা সদ্‌হেতুক অনুমিতির স্থল, কিন্তু এই দ্বিতীয় লক্ষণটী তথায় যায়। যদি বল, এমন স্থল কৈ? তদুত্তরে বলা যায় যে, সেই স্থলটী এই ;—

"কপিসংযোগী—এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ।"

যদি বল, ইহা যে সদ্‌হেতুক অনুমিতির স্থল তাহা কে বলিল? তদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, দেখ সদ্‌হেতুক অনুমিতির লক্ষণ কি? ইহার লক্ষণ এই যে, যেখানে "হেতু" থাকে সেই খানেই যদি সাধ্য থাকে, তাহা হইলে, তাহা সদ্‌হেতুক অনুমিতির স্থল হয়। এতদনুসারে, "হেতু" এতদ্‌বৃক্ষত্ব যেখানে থাকে, "সাধ্য" কপিসংযোগও সেই খানে থাকে, এজন্য ইহাকে সদ্‌হেতুক অনুমিতির স্থলই বলিতে হইবে। এখন দেখ, এই দৃষ্টান্তে প্রথম লক্ষণ যায় না কেন?

দৃষ্টান্ত—কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ।

প্রথম লক্ষণ="সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।"

অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি।

এতদনুসারে এখানে—

সাধ্য=কপিসংযোগ, হেতু=এতদ্‌বৃক্ষত্ব।

সাধ্যাভাব=কপিসংযোগাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ। ইহা যেমন অগ্নি বা বায়ু প্রভৃতি হইতে পারে, তদ্রূপ এতদ্‌বৃক্ষও হইতে পারে ; কারণ, এতদ্‌বৃক্ষের মূলদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ নাই; অগ্রদেশাবচ্ছেদে মাত্র আছে। সুতরাং, ধরা যাউক, ইহা এখানে "এতদ্‌বৃক্ষ।"

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়=এতদ্‌বৃক্ষত্ব ; কারণ, এতদ্‌বৃক্ষত্ব, এতদ্‌বৃক্ষের আধেয় ; আর যাহা আধেয়, আধেয়তা তাহাতেই থাকে।

এখন লক্ষণানুসারে এই আধেয়তার অভাব, হেতুতে থাকা চাই, কিন্তু এই স্থানে তাহা ঘটিতেছে না ; কারণ, এই স্থলে "হেতু" এতদ্‌বৃক্ষত্ব এবং উক্ত আধেয়তা "এতদ্‌বৃক্ষত্বেই থাকে। সুতরাং, প্রথম লক্ষণটী এই সদ্‌হেতুক অনুমিতির স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারিল না।

বস্তুতঃ, প্রথম লক্ষণের এই দোষ নিবারণের জন্য দ্বিতীয় লক্ষণের সৃষ্টি। এখন দেখ, দ্বিতীয় লক্ষণ দ্বারা এই দোষ কি করিয়া নিবারিত হয়।

দৃষ্টান্ত—"কপিসংযোগী—এতদ্বৃক্ষত্বাৎ।"

দ্বিতীয় লক্ষণ—"সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।"

অর্থাৎ যাহা সাধ্যবিশিষ্ট হইতে ভিন্ন, তাহাতে থাকে যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকা ব্যাপ্তি।

এতদনুসারে দেখ—

সাধ্যবৎ = কপিসংযোগবৎ অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ।

সাধ্যবদ্‌-ভিন্ন = কপিসংযোগবদ্‌-ভিন্ন অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ-ভিন্ন। যথা—গুণাদি।

সাধ্যবদ্‌-ভিন্নে যে সাধ্যাভাব তাহা = এতদ্বৃক্ষ-ভিন্ন যে গুণাদি, সেই গুণাদিতে থাকে যে কপিসংযোগাভাব তাহাই।

সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ = এস্থলে আবার ঐ গুণাদিই হইল; কারণ, এই কপিসংযোগাভাব ঐ গুণাদিতেও থাকে।

এই অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা = উক্ত গুণাদি-নিরূপিত আধেয়তা, ইহা গুণত্বাদিতে থাকে।

এই অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব = ইহা এতদ্বৃক্ষত্বে থাকে; কারণ, "এতদ্বৃক্ষত্ব" গুণাদির আধেয় নহে, যেহেতু গুণাদিতে "এতদ্বৃক্ষত্ব থাকে না।

ওদিকে এই এতদ্বৃক্ষত্বই "হেতু"; সুতরাং, "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এই সদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রয়োজন, তাহার ব্যাপ্তিতে "সাধ্যবদ্‌-ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এই দ্বিতীয়-লক্ষণটী যাইল না। বস্তুতঃ, ইহারই জন্য এই দ্বিতীয়-লক্ষণের সৃষ্টি।

এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় আবার জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এই দ্বিতীয়-লক্ষণটী যখন প্রথম-লক্ষণের উক্ত অপূর্ণতা দূর করিতেছে, তখন আবার তৃতীয়-লক্ষণের প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে বলা হয় যে, ইহারও প্রয়োজন আছে, অগ্রে ইহার অর্থ কি বুঝা যাউক, পরে এই প্রয়োজনের বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

তৃতীয় লক্ষণ—সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্।

ইহার অর্থ—সাধ্যবৎ অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এমন যে অন্যোন্যাভাব তাহার অসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ এই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি। প্রতিযোগী শব্দের অর্থ—যাহার ভেদ বা অভাব কথিত হয়, যেমন বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগী—বহ্নি, এবং ঘটভেদের প্রতিযোগী হয়—ঘট। অন্যোন্যাভাব শব্দের অর্থ—ভেদ। অল্প কথায় এ লক্ষণটী—সাধ্যবদ্‌-ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব—এইরূপ আকার ধারণ করিতে পারে।

এখন দেখ, লক্ষণটী যাবৎ সদ্ধেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে পূর্ব্ববৎ যাইতেছে কি না? পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমতঃ সদ্ধেতুক অনুমিতির একটী দৃষ্টান্ত ধরা যাউক—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এখানে, সাধ্য=বহ্নি, এবং হেতু=ধূম।

"সাধ্যবৎ"=বহ্নিমৎ; কারণ, সাধ্য=বহ্নি। এই বহ্নিমৎ হইতেছে—পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস প্রভৃতি।

"সাধ্যবৎ হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এমন যে অন্যোন্যাভাব"="বহ্নিমান্ ন" বলিতে যে "বহ্নিমদ্-ভেদ" বুঝায় তাহা। অর্থাৎ "পর্ব্বত-চত্বর গোষ্ঠ-মহানস নয়" বলিতে যে "পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস-ভেদ" বুঝায় তাহা। কারণ, "বহ্নিমান্ ন" বলিতে যে "বহ্নিমদ্-ভেদ" বুঝায়, সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হয় "বহ্নিমান্", এবং পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস নয়" বলিতে যে "পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস-ভেদ" বুঝায়, সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হয় "পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস।"

"সেই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ"=জলহ্রদাদি। কারণ, এই অন্যোন্যাভাব বা ভেদের অধিকরণ বলিতে এই ভেদ যেখানে থাকে, তাহাই বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ, ইহা থাকে বহ্নিমদ্‌ভিন্ন স্থানে অর্থাৎ পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস-ভিন্ন স্থানে। তাহা, সুতরাং, এখানে জলহ্রদ হইতে কোন বাধা নাই।

"সেই অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ উক্ত অন্যোন্যাভাব-সামানাধিকরণ্য"—ইহা থাকে জলহ্রদের মীন-শৈবালে; কারণ, মীন-শৈবাল হয় উহার আধেয়।

"সেই বৃত্তিতার অভাব অর্থাৎ উক্ত অন্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য"—ইহা থাকে এমন সকল বস্তুতে, যাহা তথায় (অর্থাৎ জলহ্রদে) থাকে না। ইহাকে এখানে ধূম ধরা যায়; কারণ, ধূম জলহ্রদে থাকে না। সুতরাং, এই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব থাকিল ধূমে।

ওদিকে এই ধূমই এস্থলে "হেতু"; সুতরাং, সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবের অসামানাধিকরণ্য হেতুতে থাকিল এবং লক্ষণটী এই অনুমিতির ব্যাপ্তিতে প্রযুক্ত হইল।

এইবার দেখ, এই তৃতীয়-লক্ষণটী অসদ্ধেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে যাইতেছে কি না? পূর্ব্বের ন্যায় এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতির দৃষ্টান্ত ধরা যাউক—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ।"

এখানে দেখ, "সাধ্য"=ধূম; এবং হেতু=বহ্নি।

"সাধ্যবৎ"=ধূমবৎ; কারণ, ধূম এখানে সাধ্য। এই সাধ্যবৎ হইতেছে পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস প্রভৃতি।

"সাধ্যবৎ হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এমন যে অন্যোন্যাভাব"="ধূমবান্ নয়" অর্থাৎ "ধূমবদ্-ভেদ"। অথবা "পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস নয়" বা "পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস-ভেদ"।

"সেই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ"=জলহ্রদাদি অথবা তপ্ত-অয়োগোলক। পূর্ব্বে এই অয়োগোলক ধরা হয় নাই; কারণ, পূর্ব্বের সাধ্য বহ্নিটী তথায় থাকে, এখানে সাধ্য ধূম বলিয়া উহা ধরা গেল; যেহেতু ধূম, ঐ অয়োগোলকে থাকে না। সুতরাং এখানে ধরা যাউক, উক্ত অধিকরণ=তপ্ত-অয়োগোলক।

"সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ উক্ত অন্যোন্যাভাব-সামানাধিকরণ্য"—ইহা থাকে তপ্ত-অয়োগোলকের বহ্নিতে; কারণ, বহ্নি, তপ্ত-আয়োগোলকের আধেয়।

"সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব অর্থাৎ উক্ত অন্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য—ইহা থাকে এমন সকল বস্তুতে, যাহা তপ্ত-অয়োগোলকে থাকে না, বহ্নি কিন্তু তপ্ত-অয়োগোলকে থাকে; সুতরাং বহ্নিতে ঐ বৃত্তিতার অভাব থাকে না, পরন্তু বৃত্তিতাই থাকে।

এখন এই বহ্নিই "হেতু"; সুতরাং সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবের অসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অন্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকিল না, এবং লক্ষণটী তজ্জন্য এই অনুমিতির ব্যাপ্তিতে গেল না। এক কথায়, ব্যাপ্তির এই তৃতীয় লক্ষণটীতে কোন দোষ ঘটিতেছে না।

তৃতীয় লক্ষণের উদ্দেশ্য—

এইবার দেখা যাউক, এই তৃতীয় লক্ষণের প্রয়োজন কি?

দ্বিতীয় লক্ষণের প্রয়োজন কি, বুঝিবার কালে আমরা দেখিয়াছি "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এইরূপ অনুমিতি স্থলে প্রথম লক্ষণটী যায় না, অর্থাৎ অব্যাপ্তি দোষ ঘটে; এজন্য দ্বিতীয় লক্ষণ করিয়া প্রথম লক্ষণের সে দোষ-নিবারণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও দ্বিতীয় লক্ষণে এমন একটী "নিয়ম" স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে, যে, সে "নিয়মটী" সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। সুতরাং যাঁহারা এ "নিয়মটী" স্বীকার করেন না, তাঁহাদের জন্য এই তৃতীয় লক্ষণের প্রয়োজন হইতেছে।

এই নিয়মটী—"অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন"। দ্বিতীয় লক্ষণে যদি এই নিয়মটী না মানিয়া লওয়া হইত, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা উক্ত "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এস্থলে প্রথম লক্ষণের মত অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হইত না।

এই কথাটী বুঝিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, ঐ নিয়ম না মানিলে কেন ঐ দোষ হয়, তৎপরে দেখিতে হইবে, উহা মানিলে কি করিয়া ঐ দোষ নিবারিত হয়।

এখন দেখ, ঐ নিয়ম না মানিলে কি করিয়া ঐ দোষ হয়?

দ্বিতীয় লক্ষণটী—সাধ্যবদ্-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।

দৃষ্টান্ত—কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ।

এখানে, সাধ্য = কপিসংযোগ।

সাধ্যবৎ = কপিসংযোগবৎ অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষাদি।

সাধ্যবদ্-ভিন্ন = এতদ্বৃক্ষাদি-ভিন্ন যাবদ্ বস্তু। যথা গুণাদি পদার্থ। কারণ, সংযোগ একটী গুন, এবং গুণে গুণ থাকে না; এজন্য সংযোগবদ্-ভিন্ন বলিতে গুণকে গ্রহণ করা যায়।

সাধ্যবদ্-ভিন্নেবে সাধ্যাভাব তাহা = গুণাদিতে থাকে যে কপিসংযোগাভাব তাহাই।

সাধ্যবদ্-ভিন্নে যে সাধ্যাভাব আছে তাহার অধিকরণ = কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ। ইহা এখানে গুণাদি। কিন্তু যদি "অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন" না স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যত স্থলে কপিসংযোগাভাব আছে, এখানে সে সব স্থলগুলিকে ধরিতে পারি। দেখ, মূলদেশাবচ্ছেদে বৃক্ষেও কপিসংযোগাভাব আছে, সুতরাং ঐ বৃক্ষও ধরিতে পারি; অতএব ধরা যাউক, কপি-সংযোগাভাবের অধিকরণ = এতদ্বৃক্ষ।

এই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা বা আধেয়তা = এতদ্বৃক্ষ নিরূপিত আধেয়তা, ইহা থাকে এতদ্বৃক্ষত্বে; কারণ, এতদ্বৃক্ষত্ব, এতদ্বৃক্ষের আধেয়, আর আধেয়তা আধেয়ের উপরই থাকিবার কথা।

এই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব—ইহা এতদ্বৃক্ষত্বে থাকিল না।

ওদিকে এই এতদ্বৃক্ষত্বই "হেতু"; এজন্য "সাধ্যবদ্-ভিন্নে বৃত্তি যে সাধ্যাভাব তদ্বদ্ অবৃত্তিত্বম্—এই দ্বিতীয় লক্ষণে যদি "অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন" না ধরা যায়, তাহা হইলে "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এস্থলে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

এইবার দেখ, দ্বিতীয় লক্ষণে "অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন" স্বীকার করিলে কি করিয়া ঐ অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হয়।

দ্বিতীয় লক্ষণটী—সাধ্যবদ্-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।

দৃষ্টান্ত—কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ।

এখানে, সাধ্য = কপিসংযোগ।

সাধ্যবৎ = কপিসংযোগবৎ অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ প্রভৃতি।

সাধ্যবদ্-ভিন্ন = এতদ্বৃক্ষাদি-ভিন্ন যাবদ্ বস্তু। যথা—গুণাদি পদার্থ। কারণ, সংযোগ একটী গুণ, এবং গুণে গুণ থাকে না; এজন্য সংযোগবদ্-ভিন্ন বলিতে গুণকে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সাধ্যবদ্-ভিন্নে যে সাধ্যাভাব তাহা = গুণাদিতে থাকে যে কপিসংযোগাভাব তাহাই।

সাধ্যবদ্-ভিন্নে যে সাধ্যাভাব আছে তাহার অধিকরণ = কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ। ইহা এখানে গুণাদিই হইবে, পূর্ব্বের ন্যায় এতদ্বৃক্ষ আর হইবে না; কারণ, "অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন" বলিয়া গুণাদিতে যে কপিসংযোগাভাব আছে, তাহা আর এতদ্বৃক্ষের কপিসংযোগাভাবের সহিত অভিন্ন হইতে পারিবে না। সুতরাং গুণাদিতে যে কপিসংযোগাভাব আছে, তাহার অধিকরণ ধরিতে গুণাদিকেই ধরিতে হইল।

এই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা বা আধেয়তা—ইহা থাকে গুণত্বাদিতে; কারণ, গুণত্ব, গুণে থাকে বলিয়া গুণের আধেয়, এবং আধেয়তা থাকে আধেয়ের উপর।

এই অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব—থাকে গুণত্ব-প্রভৃতি-ভিন্নে। এতদ্বৃক্ষত্ব, গুণত্ব-ভিন্নই হইতেছে; সুতরাং ঐ আধেয়তার অভাব এতদ্বৃক্ষত্বে থাকিল।

ওদিকে এতদ্বৃক্ষত্বই "হেতু" এইজন্য দ্বিতীয় লক্ষণে "অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন" বলিয়া "কপিসংযোগী এদদ্বৃক্ষত্বাৎ"—এস্থলে পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হইল।

এইবার দেখ "অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন" এ নিয়ম স্বীকার না করিয়া কিরূপে তৃতীয় লক্ষণ দ্বারা "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"—এস্থলের অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হয়।

তৃতীয় লক্ষণটী—"সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্"।

দৃষ্টান্ত—কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ।

এখানে, সাধ্য = কপিসংযোগ।

সাধ্যবৎ = কপিসংযোগবৎ অর্থাৎ এতদ্ বৃক্ষ।

সাধ্যবৎ হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এমন যে অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ সাধ্যবৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব = "কপিসংযোগবান্ ন" কিংবা "কপিসংযোগবদ্-ভেদ"। কারণ, ইহারই প্রতিযোগী—কপিসংযোগবান্।

সে অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ = কপিসংযোগবদ্-ভেদের অধিকরণ = এতদ্বৃক্ষাদি-ভেদের অধিকরণ = এতদ্বৃক্ষাদি-ভিন্ন সবই। ধরা যাউক, ইহা গুণাদি পদার্থ।

সেই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবের-সামানাধিকরণ্য = যাহা গুণত্বাদিতে থাকে। কারণ, গুণত্বাদি থাকে গুণে, অর্থাৎ গুণত্বাদি গুণের আধেয়।

সেই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব অর্থাৎ সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবের অসামানাধিকরণ্য = যাহা গুণত্বাদি-ভিন্ন অর্থাৎ যাহা গুণে থাকে না। ইহা এতদ্বৃক্ষত্ব, ধরা যাউক।

এই এতদ্বৃক্ষত্বই "হেতু"; সুতরাং এতদ্বৃক্ষত্বে, সাধ্যবৎ হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এমন যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব—অর্থাৎ সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব অর্থাৎ "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবের অসামানাধিকরণ্য" থাকিল, লক্ষণ যাইল; এবং দ্বিতীয় লক্ষণে "অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন" এই নিয়ম না মানিয়া "কপিসংযোগী—এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এস্থলের অব্যাপ্তি নিবারিত হইল। ইহাই হইল তৃতীয় লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, দ্বিতীয় লক্ষণের এমন কি বিশেষত্ব ছিল যেজন্য তথায় "অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন" ইহা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা হয়? তদুত্তরে বলা যায় যে, দ্বিতীয় লক্ষণে একটী "সাধ্যাভাব" ও একটী "অধিকরণ" পদ ছিল। এই তৃতীয় লক্ষণে তাহা নাই।

দেখ, দ্বিতীয় লক্ষণ ছিল;—

"সাধ্যবদ্-ভিন্নে যে 'সাধ্যাভাব' তদধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব।"

কিন্তু, তৃতীয় লক্ষণ হইতেছে;—

"সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক যে 'অন্যোন্যাভাব' তদধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব"।

অর্থাৎ দ্বিতীয় লক্ষণের "সাধ্যাভাববৎ" পদে যে অত্যন্তাভাবাধিকরণ পাওয়া যায়, তাহারই জন্য "অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন", এই নিয়ম স্বীকারের আবশ্যকতা হয়।

যাহা হউক, এইবার চতুর্থ লক্ষণের অর্থ কি তাহা দেখা যাউক। তৃতীয় লক্ষণ সত্ত্বেও ইহার কি প্রয়োজন, তাহা পরে আলোচিত হইতেছে।

চতুর্থ লক্ষণ—সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বম্।

ইহার অর্থ—সাধ্যাভাবের যে যাবৎ অধিকরণ, তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি।

এখন দেখ, লক্ষণটী যাবৎ সদ্ধেতুক অনুমিতিতে যাইতেছে কি না ? সুতরাং, পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমে সদ্ধেতুক অনুমিতির একটী দৃষ্টান্ত ধরা যাউক—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"।

সুতরাং, সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবের যে যাবৎ অধিকরণ, তাহা=জলহ্রদাদি যাবদ্ বস্তু।

তন্নিষ্ঠ অভাব=ধূমাভাব। কারণ, বহ্ন্যভাবের যাবৎ অধিকরণেই ধূম নাই।

সেই অভাবের প্রতিযোগিতা=ধূমের ধর্ম্ম। কারণ, ধূমই ধূমাভাবের প্রতিযোগী, এবং এই প্রতিযোগীর ধর্ম্ম যে প্রতিযোগিতা, তাহা ধূমে থাকে, সুতরাং উহা ধূমবৃত্তি।

এই ধূমধর্ম্ম হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি। বাস্তবিক এখানে তাহাই আছে ; সুতরাং, সাধ্যাভাবের যে যাবৎ অধিকরণ, তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকিল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এখন পর্য্যন্ত লক্ষণটীতে ভুল নাই বুঝা গেল।

এইবার দেখা যাউক, অসদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে লক্ষণটী যায় কি না ? সুতরাং, পূর্ব্বের ন্যায় এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত ধরা যাউক—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ"।

এখানে, সাধ্য=ধূম।

সাধ্যাভাব—ধূমাভাব।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=ধূমাভাবের সকল অধিকরণ, যথা—জলহ্রদ, তপ্ত-অয়োগোলক প্রভৃতি। এখানে ধরা যাউক, উহা তপ্ত-অয়োগোলক।

তন্নিষ্ঠ অভাব=তপ্ত-অয়োগোলক-নিষ্ঠ অভাব। ইহা এখানে ঘট-পট-মঠাভাব প্রভৃতি, কিন্তু বহ্ন্যভাব নহে।

তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা=উক্ত ঘট, পট, মঠে থাকে।

যদি এই প্রতিযোগিতা বহ্নিতে থাকিত, তাহা হইলে লক্ষণ যাইত। অর্থাৎ, যদি তন্নিষ্ঠ-অভাব বলিতে ঘট, পট, মঠাভাবের ন্যায় বহ্ন্যভাবকেও পাওয়া যাইত, তাহা হইলে প্রতিযোগিতা বহ্নিতে থাকিত। এখন এই বহ্নিই "হেতু" বলিয়া হেতুতে সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা থাকিল না, লক্ষণ যাইল না। সুতরাং, দেখা যাইতেছে এ লক্ষণটীতে আর অতিব্যাপ্তি-দোষ নাই।

চতুর্থ-লক্ষণের উদ্দেশ্য—

এখন দেখা যাউক, তৃতীয়-লক্ষণ সত্ত্বেও এ লক্ষণের প্রয়োজন কি ? ইহার প্রয়োজন এই যে, তৃতীয়-লক্ষণে এমন দোষ আছে যে, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক দৃষ্টান্তেই

অব্যাপ্তি হয় । এক কথায়, যেখানে সাধ্যের অধিকরণ নানা হয়, সেখানে তৃতীয়-লক্ষণে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিতে পারে ।

এখন দেখ,

তৃতীয় লক্ষণ—"সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবের অসামানাধিকরণ্য ।"

দৃষ্টান্ত—"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এখানে, সাধ্য=বহ্নি ।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ অর্থাৎ বহ্নির অধিকরণ ।এই অধিকরণ বস্তুতঃ নানা, যথা —পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস প্রভৃতি ।

সাধ্যবৎ হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এমন যে অন্যোন্যাভাব="পর্ব্বতো ন" এইরূপ "বহ্নিমদ্-ভেদ" । পূর্ব্বে ছিল ইহা "বহ্নিমান্ ন" এইরূপ "বহ্নিমদ্-ভেদ" (১০পৃষ্ঠা) । এখন যদি আমরা সেস্থলে "পর্ব্বতো ন" এইরূপ "বহ্নিমদ্-ভেদ" ধরি, তাহা হইলে তাহাতে কোন আপত্তি করা চলে না । কারণ, "পর্ব্বত-ভেদ" বা "চত্বর-ভেদ" ইহারা সকলেই "বহ্নিমদ্-ভেদ" এবং এই অন্যোন্যাভাবও বহ্নিমৎ-প্রতি-যোগিক-অন্যোন্যাভাব হইতেছে, আর এই কথাই লক্ষণে আছে । সুতরাং, ধরা যাউক, ইহা এখানে "পর্ব্বত-ভেদ"।

সেই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ=চত্বর বা মহানস ধরা যাউক । কারণ, "পর্ব্বতো ন"ইত্যাকার"পর্ব্বত-ভেদ,"চত্বর বা মহানসেও থাকে । সুতরাং"পর্ব্বতো ন" এই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ চত্বর ধরিতে অবাধে পারা যায় ।

সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা=চত্বর বা মহানস-নিরূপিত বৃত্তিতা । ইহা, বাস্তবিক, চত্বর বা মহানসে যাহা থাকে, তাহাতেও থাকে । অর্থাৎ চত্বর বা মহানসে ধূম থাকে, সুতরাং উহা ধূমেতেই থাকে ।

সেই বৃত্তিতার অভাব=ইহা থাকে চত্বরে বা মহানসে যাহা থাকে না, তাহার উপর, অর্থাৎ ধূমের উপর থাকে না ।

এই ধূমই এখানে"হেতু";সুতরাং,হেতুর উপরে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না,অর্থাৎ লক্ষণটী যাইল না । ফলতঃ,লক্ষণটী অব্যাপ্তি-দোষ-দুষ্ট হইল ।

বস্তুতঃ, এই দোষ-নিবারণ করিবার জন্যই চতুর্থ-লক্ষণের সৃষ্টি । কি করিয়া এ দোষ নিবারিত হইয়াছে, তাহা চতুর্থ-লক্ষণের প্রারম্ভেই কথিত হইয়াছে । সুতরাং, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন । তবে, এখানে একটী কথা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই লক্ষণটী আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়-লক্ষণের ন্যায়- অন্যোন্যাভাব-ঘটিত লক্ষণ থাকিল না, ইহা এখন প্রথম-লক্ষণের ন্যায় অত্যন্তাভাব-ঘটিত লক্ষণ হইল ।

এইবার দেখা যাউক, পঞ্চম লক্ষণের অর্থ কি? চতুর্থ লক্ষণ সত্ত্বেও ইহার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা পরে দেখা যাইতেছে।

পঞ্চম লক্ষণ—সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্।

ইহার অর্থ—সাধ্য-বিশিষ্ট হইতে যাহা অন্য অর্থাৎ ভিন্ন, তন্নিরূপিত অবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ বৃত্তিতার অভাব বা আধেয়তার অভাব, হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি।

এখন দেখ, লক্ষণটী যাবৎ সদ্ধেতুক অনুমিতির ব্যাপ্তিতে যাইতেছে কি না। পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমে সদ্ধেতুক অনুমিতির একটী দৃষ্টান্ত ধরা যাউক—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

এখানে, সাধ্য=বহ্নি, হেতু=ধূম।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ, যথা—পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস প্রভৃতি।

সাধ্যবদন্য=বহ্নিমান্ ন, বা বহ্নিমদ্-ভেদ-বান্, যথা—জলহ্রদ প্রভৃতি। কারণ, ইহাতে বহ্নিমতের ভেদ থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব=জলহ্রদ-নিরূপিত আধেয়তা ; ইহা থাকে মীন-শৈবালাদিতে।

উক্ত আধেয়তার অভাব—ইহা থাকে ধূমে ; কারণ, জলহ্রদে ধূম থাকে না।

ঐ ধূমই "হেতু" ; সুতরাং হেতুতে সাধ্যবদ্-ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল অর্থাৎ লক্ষণ প্রযুক্ত হইল।

এইবার দেখা যাউক, অসদ্ধেতুক অনুমিতিতে এই লক্ষণটী যায় কিনা। পূর্ব্বের ন্যায় এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত ধরা যাউক—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ।"

এখানে, সাধ্য=ধূম। হেতু=বহ্নি।

সাধ্যবৎ=ধূমবান্, যথা—পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস প্রভৃতি।

সাধ্যবদ্-ভিন্ন=ধূমবদ্-ভেদ-বিশিষ্ট, যথা—তপ্ত-অয়োগোলক ; কারণ, তপ্ত-অয়োগোলকে ধূমবদ্-ভেদ থাকে, অর্থাৎ ধূম থাকে না।

তন্নিরূপিত আধেয়তা=তপ্ত-অয়োগোলক-নিরূপিত আধেয়তা ; ইহা থাকে তপ্ত-অয়োগোলক-নিষ্ঠ বহ্নিতে।

ঐ আধেয়তার অভাব—ইহা থাকে উক্ত বহ্নি-ভিন্ন সর্ব্বত্র।

এখন এই বহ্নিই "হেতু" ; সুতরাং হেতুতে সাধ্যবদ্-ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব থাকিল না, অতএব লক্ষণ যাইল না।

অতএব দেখা গেল, এই পঞ্চম লক্ষণটী সদ্হেতুক অনুমিতিতে যাইল, এবং অসদ্হেতুক অনুমিতিতে যাইল না। অর্থাৎ লক্ষণটী নির্দ্দোষ হইল।

পঞ্চম লক্ষণের উদ্দেশ্য—

এখন দেখ, এ লক্ষণের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ পূর্ব্বের লক্ষণে এমন কি অপূর্ণতা ছিল, যাহা এই পঞ্চম লক্ষণে বিদূরিত হইল।

এতদুত্তরে বলা যায় যে, চতুর্থ লক্ষণে সাধ্যাভাবের "সকল" অধিকরণের কথা বলা হইয়াছিল, কিন্তু, যে সব স্থলে সাধ্যাভাবের অধিকরণ নানা নহে, সে সব স্থলে অধিকরণে সাকল্য অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং এ লক্ষণ সে সব স্থলে যাইল না।

কারণ দেখ,

চতুর্থ লক্ষণ—"সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্।"

দৃষ্টান্ত—"তদ্রূপাভাববান্ তদ্রসাভাবাৎ।"

ইহার অর্থ—কোন কিছু "সেই রূপের অভাববিশিষ্ট," যেহেতু "সেই রসের অভাব" রহিয়াছে।

এখানে, সাধ্য = তদ্রূপাভাব।

সাধ্যাভাব = তদ্রূপাভাবাভাব অর্থাৎ "তদ্রূপ" মাত্র।

এই সাধ্যাভাবের অধিকরণ = তদ্রূপবান্।

কিন্তু, ইহার সকল অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ। কারণ, "তদ্রূপবান্" বলিতে তদ্রূপ-বিশিষ্ট মাত্রই পাওয়া যাইবে, তদধিক কিছু পাইবার কথা নহে। তাহার কারণ, "তদ্রূপ" থাকে কেবল এক ব্যক্তিতে। বস্তুতঃ, এ দোষ পঞ্চম লক্ষণে নাই।

কারণ, দেখ,—

পঞ্চম লক্ষণটী—সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্।

দৃষ্টান্তটী—তদ্রূপাভাববান্ তদ্রসাভাবাৎ॥

এস্থলে, সাধ্য = তদ্রূপাভাব। হেতু = তদ্রসাভাব।

সাধ্যবৎ = তদ্রূপাভাববৎ।

সাধ্যবদন্য = তদ্রূপবৎ।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = তদ্রূপবন্নিরূপিত বৃত্তিতা।

তাহার অভাব—ইহা থাকে তদ্-রসাভাবে।

ওদিকে তদ্-রসাভাবই "হেতু"; সুতরাং হেতুতে "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব" পাওয়া গেল; লক্ষণ যাইল। বস্তুতঃ, ইহারই জন্য পঞ্চম লক্ষণের সৃষ্টি।

অবশ্য, এতদ্ ভিন্ন অন্য হেতুও যে নাই তাহা নহে, এবং লক্ষণ পাঁচটীতে অন্য কিছু যে জ্ঞাতব্য নাই তাহাও নহে, পরন্তু সংক্ষেপে লক্ষণ পাঁচটীর অর্থ মাত্র বুঝিবার উদ্দেশ্যে এস্থলে সে সব কথা আর অবতারিত হইল না।

লক্ষণ পাঁচটীর অপূর্ণতা—

যাহা হউক, এতক্ষণে পাঁচটী লক্ষণেরই অর্থ এক প্রকার বুঝা গেল। কিন্তু এখন মনে হইতে পারে যে, তাহা হইলে পঞ্চম লক্ষণটীই ব্যাপ্তির প্রকৃত লক্ষণ। কারণ, ইহার পর ত আর ষষ্ঠ কোন লক্ষণ করা হয় নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের চক্ষে ইহারও দোষ দৃষ্ট হইয়াছে; তাঁহার মতে ইহাও অপূর্ণ লক্ষণ। কারণ, যেস্থলে সাধ্য কেবলান্বয়ী হয়—ন্যায়ের ভাষায়—যে স্থলে অনুমিতিটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক হয়, সেস্থলে এই পাঁচটী লক্ষণের কোনটীই প্রযুক্ত হইতে পারে না।

দেখ, কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতির একটী দৃষ্টান্ত—

"সর্ব্বং বাচ্যং প্রমেয়ত্বাৎ।"

ইহার অর্থ—সকলই বাচ্য, যেহেতু তাহা প্রমেয়।

এখানে বাচ্যত্ব হইল সাধ্য, এবং প্রমেয়ত্ব হইল হেতু।

এখন দেখ, যে পাঁচটী লক্ষণের কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হইল, তাহাদের প্রত্যেকেই সাধ্যবদ্-ভেদ বা সাধ্যাভাবের কথা রহিয়াছে। সাধ্যবদ্-ভেদ বা সাধ্যাভাবকে ছাড়িয়া কোন লক্ষণই করা হয় নাই। কিন্তু উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে যে সাধ্য রহিয়াছে, তাহা "বাচ্যত্ব"। বল দেখি, বাচ্যত্বের অভাব কিম্বা সেই বাচ্যত্ববদ্-ভেদ কি কখন সম্ভব? যেহেতু তাহা নহে, সেই জন্য উক্ত লক্ষণ পাঁচটী এস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারিল না। অতএব, অব্যভিচরিতত্বই ব্যাপ্তির লক্ষণ হইল না।

ব্যাপ্তির প্রকৃত লক্ষণ গ্রন্থকার স্বয়ংই পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত-লক্ষণাদি নামক গ্রন্থে করিবেন। তবে যাঁহারা "ভাষাপরিচ্ছেদ" গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারা স্মরণ করিতে পারেন ;—

"অথবা হেতুমন্নিষ্ঠ-বিরহাপ্রতিযোগিনা।
সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে॥" ৬৯॥ ভাঃ পঃ।

অর্থাৎ যাহা হেতুমান্ তাহাতে আছে যে বিরহ অর্থাৎ অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সহিত হেতুর যে একাধিকরণতা, তাহাই ব্যাপ্তি।

যেমন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে

সাধ্য = বহ্নি, হেতু = ধূম।

হেতুমৎ = ধূমবৎ।

হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব = ধূমবন্নিষ্ঠ অভাব। ইহা, সাধ্য যে বহ্নি, তাহার অভাব হইল না, পরন্তু ঘট-পটাভাব হইল, এবং তাহার প্রতিযোগী হইতে ঘট-পট হইল, কিন্তু তাহার অপ্রতিযোগী হইতে সাধ্য যে বহ্নি, তাহাই হইল। এই বহ্নির সহিত হেতু ধূমের একাধিকরণ-বৃত্তিতা আছে, সুতরাং লক্ষণ যাইল।

এইরূপ "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে

সাধ্য = ধূম, হেতু = বহ্নি।

হেতুমৎ = বহ্নিমৎ।

হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব = বহ্নিমন্নিষ্ঠ অভাব = অর্থাৎ তপ্ত-অয়োগোলকনিষ্ঠ অভাব। অর্থাৎ ধূমাভাব। ইহার প্রতিযোগী—ধূম। সুতরাং, ইহার অপ্রতিযোগী ধূমরূপ সাধ্যকে পাওয়া গেল না, এবং তজ্জন্য লক্ষণও যাইল না।

কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ব্যাপ্তির এই লক্ষণও পূর্ণ নহে; কারণ, অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভেদে ব্যাপ্তি দ্বিবিধ, এবং এস্থলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তির লক্ষণ আদৌ কথিত হয় নাই, এবং উক্ত লক্ষণটাই যে সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইবে তাহাও নহে। তবে অবশ্য, ইহা যে অধিক-স্থলব্যাপী তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, পাঠক বর্গের সুবিধার জন্য এস্থলে আমরা ব্যতিরেক ব্যাপ্তির লক্ষণটীও উল্লেখ করিলাম; লক্ষণটী এই,—

"সাধ্যাভাবব্যাপকত্বং হেত্বভাবস্য যদ্ ভবেৎ।" ১৪৩। ভাঃ পঃ।

ইহার অর্থ—সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত যে অভাব, সেই অভাবের যে প্রতিযোগিত্ব হেতুনিষ্ঠ, তাহাই ব্যাপ্তি। ইহা, যেস্থলে সাধ্যটী অভাব পদার্থ হয়, সেই স্থল-বিশেষে প্রয়োজন হয়। যেমন, যেখানে

"হ্রদে ধূমাভাবঃ।"

এইরূপ অনুমিতি করিতে হইবে, সেই স্থানে এই ব্যাপ্তির প্রয়োজন হইবে।

কিন্তু তাহা হইলেও এস্থলে জানিতে হইবে যে, যাঁহারা এই ব্যাপ্তিপঞ্চকোক্ত লক্ষণ পাঁচটীকেই ব্যাপ্তির লক্ষণ বলেন, তাঁহাদের যে এস্থলে কিছু বলিবার নাই, তাহা নহে। তাঁহারা কেবলান্বয়ি-সাধ্যক স্থলে এই লক্ষণ পাঁচটী যায় না বলিয়া ইহার যে, কোন দোষ ঘটে, তাহাই স্বীকার করেন না; অর্থাৎ তাঁহারা কেবলান্বয়ি-সাধ্যকস্থলে যে, অনুমিতিই আদৌ সম্ভব, তাহাই স্বীকার করেন না। তাহার পর কেবলান্বয়ি-সাধ্যকস্থলের লক্ষণ যে এক প্রকার, তাহাও যে, সকলে স্বীকার করেন, তাহাও নহে। এ সম্বন্ধে মহামতি গঙ্গেশ পৃথক্ একটী পরিচ্ছেদাকারে অনেক কথা লিখিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা এ পর্য্যন্ত যেভাবে প্রত্যেক লক্ষণের অপূর্ণতা প্রদর্শন করিয়া পরবর্ত্তী লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছি, তাহা বঙ্গগৌরব মহামতি রঘুনাথ শিরোমণির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া; টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়, কিন্তু, সেরূপ করেন নাই। তিনি, লক্ষণ গুলিতে "নিবেশ" করিয়া তাহাদিগকে প্রায় পূর্ণতার সীমায় সমানীত করিয়াছেন, এবং কেবলান্বয়ি-সাধ্যক স্থলে ইহাদের দোষভাগ ত্যাগ করিলে এই লক্ষণ পাঁচটী মিলিত হইয়া ব্যাপ্তির লক্ষণকে পূর্ণ করিয়া তুলে।

এক্ষণে টীকাকার মহাশয়ের প্রসাদে এই লক্ষণ পাঁচটীর রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

মহামহোপাধ্যায়-

শ্রীমথুরানাথ তর্কবাগীশ-বিরচিত-

ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্য-

নামক টীকা।

মূলের প্রথম বাক্যের অর্থ।

টীকামূলম্।

অনুমান-প্রামাণ্যং নিরূপ্য ব্যাপ্তি-স্বরূপ-নিরূপণম্ আরভতে—"ননু" ইত্যাদিনা।

"অনুমিতি-হেতু"* ইত্যস্য অনুমান-নিষ্ঠ-প্রামাণ্যানুমিতি-হেতু* ইত্যর্থঃ।

"ব্যাপ্তিজ্ঞানে" ইত্যত্র চ বিষয়ত্বং সপ্তম্যর্থঃ।

তথাচ অনুমান-নিষ্ঠ-প্রামাণ্যানুমিতি-হেতু-ব্যাপ্তিজ্ঞান-বিষয়ীভূতা ব্যাপ্তিঃ কা ইত্যর্থঃ।

* "অনুমিতিহেতু" ইত্যত্র "অনুমিতিঃ" ইতি বা পাঠঃ; চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

মূলের "ননু" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অনুমান-প্রমাণের প্রামাণ্য-নিরূপণ করিয়া ব্যাপ্তির স্বরূপ-নিরূপণ করিতেছেন। মূলের "অনুমিতি-হেতু" এই পদের অর্থ—অনুমান-প্রমাণে অবস্থিত যে প্রামাণ্য (অর্থাৎ অনুমান যে একটী প্রমাণ) সেই প্রামাণ্যের যে অনুমিতি, সেই অনুমিতির হেতু বুঝিতে হইবে। মূলের "ব্যাপ্তিজ্ঞানে" এই পদে যে সপ্তমী বিভক্তি রহিয়াছে, তাহার অর্থ বিষয়ত্ব, অর্থাৎ তাহা বিষয়াধিকরণে সপ্তমী। আর তাহা হইলে মূলের "ননু অনুমিতি-হেতু-ব্যাপ্তিজ্ঞানে কা ব্যাপ্তিঃ" এই সমুদায় বাক্যের অর্থ হইল—অনুমান যে একটী প্রমাণ,তাহা প্রমাণ করিবার জন্য যে অনুমিতি, সেই অনুমিতির হেতু যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয়ীভূত যে ব্যাপ্তি, তাহা কি?

ব্যাখ্যা—এইবার আমরা টীকার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারণ, এই টীকা-মধ্যে উহার প্রকৃত আশয় নিহিত আছে। পূর্ব্বে যে মূলের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত স্থূল ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। উহা হইতে গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। টীকা-মধ্যে কিন্তু তাহা অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য টীকাটী বুঝিবার জন্য বিশেষ যত্ন আবশ্যক।

মূল গ্রন্থের বাক্যবিভাগ—

মূল গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, উহাতে মাত্র তিনটী বাক্য আছে, যথা—

প্রথম বাক্য—"ননু অনুমিতি-হেতু-ব্যাপ্তিজ্ঞানে কা ব্যাপ্তিঃ।"

দ্বিতীয় বাক্য—"ন তাবদ্ অব্যভিচরিতত্বম্।"

তৃতীয় বাক্য—"তদ্ হি ন (ক) সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্, (খ) সাধ্যবদ্-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্, (গ) সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যা-ভাবাসামানাধিকরণ্যম্, (ঘ) সকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বম্, (ঙ) সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্ বা, কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ।"

ইহাদের মধ্যে প্রথম বাক্যটী প্রশ্ন, দ্বিতীয় বাক্যটী তাহার উত্তর, এবং তৃতীয় বাক্যটী তাহার হেতু।

টীকা-মধ্যে এক্ষণে প্রথম বাক্যটীর মাত্র অর্থ লিখিত হইল। ইহার পর এই গ্রন্থের সহিত ইহার পূর্ব্ব গ্রন্থের সম্বন্ধ দেখান হইবে, এবং তৎপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের অর্থ কথিত হইবে। আমরা ইহা যথাস্থানে বিশদভাবে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

মূলের প্রথম বাক্যের বক্তব্য বিষয়—

এইবার আমরা টীকাকার মহাশয়ের কথা হইতে কি শিখিলাম দেখা যাউক ;—

টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে—

১। এই "ব্যাপ্তিপঞ্চক" গ্রন্থের পূর্ব্বে যে গ্রন্থ আছে, তাহাতে অনুমান-প্রমাণের প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

২। তথায় অনুমান-প্রমাণের প্রামাণ্য-নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আবার অনুমানেরই সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩। অনুমান-প্রমাণের প্রামাণ্য-নিরূপণ করিতে যে অনুমান করা হইয়াছে, তাহা টীকাকার মহাশয় আর এই স্থলে উল্লেখ করেন নাই। নিম্নে আমরা তাহা প্রদর্শন করিলাম, যথা—

প্রতিজ্ঞা—অনুমানং প্রমাণম্। অর্থাৎ অনুমানটী প্রমাণ।

হেতু—ব্যাপ্তিপ্রকারক-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান-জন্য-জ্ঞানত্বাৎ। অর্থাৎ যেহেতু, ব্যাপ্তি হইয়াছে প্রকার যাহার, এমন পক্ষধর্ম্মতার জ্ঞান-জন্য জ্ঞানত্ববানই হয় অনুমান।

উদাহরণ—যো য এতদ্ হেতুমান্ সঃ সাধ্যবান্। অর্থাৎ যাহা যাহা এইরূপ হেতু-বিশিষ্ট তাহা সাধ্য-বিশিষ্ট।

দৃষ্টান্ত—যন্নৈবং তন্নৈবম্। অর্থাৎ, যেমন, যাহা এইরূপ হয় না, তাহা ওরূপও হয় না।

উপনয়—প্রমাণত্বব্যাপ্য-উক্ত-হেতুমদ্ অনুমানম্। অর্থাৎ উক্ত প্রমাণত্বব্যাপ্য ঐ হেতু-বিশিষ্ট হয় অনুমান।

নিগমন—তস্মাৎ অনুমানং প্রমাণম্। অর্থাৎ সেই হেতু অনুমান প্রমাণ।

৪। মূলের "ননু" পদটী কোন কিছু বক্তব্য আরম্ভ করিবার সহায়-শব্দ। ইহার অন্য অর্থও আছে যথা ;—"প্রশ্নাবধারণানুজ্ঞানুনয়ামন্ত্রণে ননু" ইত্যমরঃ। অর্থাৎ প্রশ্ন, অবধারণ, অনুজ্ঞা, অনুনয় ও আমন্ত্রণ অর্থে "ননু" পদটী ব্যবহৃত হয়।

৫। "অনুমিতি-হেতু" পদের অর্থ—অনুমান যে প্রমাণ, তাহার যে অনুমিতি, তাহার হেতু অর্থাৎ কারণ। সুতরাং, ইহাতে ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। যথা, অনুমিতির হেতু="অনুমিতিহেতু।"

৬। "ব্যাপ্তিজ্ঞানে" পদের অর্থ ব্যাপ্তির যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের বিষয়। "ব্যাপ্তি-জ্ঞানে" পদে ৭মী বিভক্তি রহিয়াছে। ইহা বিষয়তা অর্থে ৭মী। ব্যাপ্তির জ্ঞান=ব্যাপ্তিজ্ঞান ; ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

৭। "অনুমিতি-হেতু-ব্যাপ্তিজ্ঞানে" পদের অর্থ—অনুমিতির হেতু যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাতে ; কর্ম্মধারয় সমাস।

কতিপয় পরিভাষিক শব্দের অর্থ—

এক্ষণে টীকার এই কথাগুলি বুঝিতে হইলে উহাতে ব্যবহৃত কয়েকটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। যথা ;—অনুমান, অনুমিতি, প্রমাণ এবং প্রামাণ্য, ইত্যাদি।

"অনুমান" শব্দের অর্থ—যাহার দ্বারা অনুমান-জন্য জ্ঞান অর্থাৎ অনুমিতি হয়। অনু+মা—ধাতু করণে অনট্। কিন্তু, ইহাতে যখন 'ভাবে' অনট্ করা যায়, তখন ইহার অর্থ অনুমিতিও হয়। গ্রন্থ-মধ্যে উভয় অর্থেই ইহাকে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

"অনুমিতি" শব্দের অর্থ—অনুমান-প্রমাণ-জন্য জ্ঞান ; অনু+মা, ধাতু—ভাবে ক্তি।

"প্রমাণ" শব্দের অর্থ—প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের কারণ। প্র+মা—ধাতু করণে অনট্। ইহা চতুর্ব্বিধ, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ।

"প্রামাণ্য" শব্দের অর্থ—প্রমাণের ভাব ; প্রমাণ+ষ্ণ্য।

"অনুমাননিষ্ঠ" পদের অর্থ—অনুমানের উপর অবস্থিত। অনুমানে নিষ্ঠা যাহার তাহা ; বহুব্রীহি সমাস। নিষ্ঠা শব্দের অর্থ—স্থিতি।

যাহা হউক, অতঃপর, গ্রন্থকার পরবর্ত্তী গ্রন্থে, এই গ্রন্থের সহিত ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের সঙ্গতি প্রদর্শন করিতেছেন।

গ্রন্থসঙ্গতি প্রদর্শন।

টীকামূলম্।

"অনুমান-নিষ্ঠ-প্রামাণ্যানুমিতি-হেতু" ইত্যনেন ব্যাপ্তেঃ অনুমান-প্রামাণ্যোপ-পাদকত্ব-কথনাৎ অনুমান-প্রামাণ্য-নিরূ-পণানন্তরং ব্যাপ্তি-নিরূপণে উপোদ্ঘাত এব সঙ্গতিঃ ইতি সূচিতম্*। উপপাদকত্বং চ অত্র জ্ঞাপকত্বম্।

* "ইতি সূচিতম্" ইত্যত্র "সূচিতাঃ" ইতি, "ইতি সূচিতম্ ইত্যাহুঃ" ইত্যপি বা পাঠঃ। জীঃ সং; চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

মূলের "অনুমিতিহেতু" পদের অর্থ "অনুমান যে একটী প্রমাণ, সেই প্রামাণ্যের যে অনুমিতি, সেই অনুমিতির হেতু" এইরূপ হওয়ায়, ব্যাপ্তি যে, অনুমান-প্রমাণের প্রামাণ্যের উপপাদক, তাহা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে, অনুমান-প্রমাণের প্রামাণ্য-নিরূপণ করিয়া ব্যাপ্তি-নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় "উপোদ্ঘাত" নামক সঙ্গতিই সূচিত হইল। "উপপাদক" শব্দের অর্থ—জ্ঞাপক।

ব্যাখ্যা—এখনও মূলের প্রথম বাক্যেরই প্রসঙ্গ চলিতেছে। পুর্ব্বের টীকায় ইহার অর্থ কথিত হইয়াছে, এক্ষণে ইহার সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে। বস্তুতঃ, এস্থলে এই গ্রন্থের সঙ্গতি প্রদর্শন আবশ্যক; কারণ, এ গ্রন্থখানি অপর একখানি গ্রন্থের অংশবিশেষ। ইহা মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত "তত্ত্বচিন্তামণি" নামক গ্রন্থের অনুমানখণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ-বিশেষ। অনুমানখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে অনুমানের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "ব্যাপ্তিবাদ" নামক গ্রন্থ স্থান পাইয়াছে। "ব্যাপ্তিপঞ্চক" এই ব্যাপ্তিবাদের প্রথম অংশ-বিশেষ। সুতরাং, এ গ্রন্থের সহিত ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব গ্রন্থের কি সঙ্গতি অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষণীয় সম্বন্ধ, তাহা বুদ্ধিমান মানবের মনে স্বতঃই উদিত হইবার কথা, আর এই জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

"শাস্ত্রে নাসঙ্গতং প্রযুঞ্জীত।"

অর্থাৎ শাস্ত্রে অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিবে না।

"সঙ্গতি" শব্দের অর্থ—এখানে পুর্ব্ব গ্রন্থের সহিত পর গ্রন্থের আকাঙ্ক্ষণীয় সম্বন্ধ। ন্যায়ের ভাষায় ইহা "অনন্তরাভিধান-প্রযোজক-জিজ্ঞাসা-জনক-জ্ঞান-বিষয়ীভূতোঽর্থঃ"। ফলতঃ, ইহা ছয় প্রকার যথা:—

সপ্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা।
নির্ব্বাহকৈককার্য্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে॥

অর্থাৎ সঙ্গতি, ছয় প্রকার যথা—১। প্রসঙ্গ সঙ্গতি, ২। উপোদ্ঘাত সঙ্গতি, ৩। হেতুতা সঙ্গতি, ৪। অবসর সঙ্গতি, ৫। নির্ব্বাহকত্ব সঙ্গতি, এবং ৬। এককার্য্যত্ব সঙ্গতি।

প্রকারান্তরে প্রথম-বাক্যের অর্থ ও সঙ্গতি-প্রদর্শন।

টীকামূলম্।

কেচিৎ তু "অনুমিতি"-পদম্ অনুমিতি-নিষ্ঠেতর-ভেদানুমিতিপরম্; তথাচ অনুমিতি-নিষ্ঠেতর-ভেদানুমিতৌ যো হেতুঃ, প্রাগুক্ত-ব্যাপ্তি-প্রকারক-পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানত্বরূপঃ† তদ্‌ঘটকং যদ্ ব্যাপ্তি-জ্ঞানং তদংশে বিশেষণীভূতা ব্যাপ্তি কা ইত্যর্থঃ, ঘটকত্বার্থক-সপ্তম্যা** তৎপুরুষ-সমাসাৎ; তথাচ প্রাগুক্তানুমিতিলক্ষণে§ উপোদ্‌ঘাত এব* সঙ্গতিঃ অনেন†* সূচিতা ইত্যাহুঃ।

† "জ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বরূপঃ" ইত্যত্র "জ্ঞানজন্যত্বরূপঃ" ইতি বা পাঠঃ। জীঃ সং; চৌঃ সং। ** "সপ্তম্যা" ইত্যত্র "সপ্তমী-" ইতি বা পাঠঃ। প্রঃ সং। চৌঃ সং।

§ "লক্ষণে উপোদ্‌ঘাত" ইত্যত্র "লক্ষণোপোদ্‌ঘাত" ইতি বা পাঠঃ; চৌঃ সং; জীঃ সং; প্রঃ সং।

* "এব" ইতি ন দৃশ্যতে, প্রঃ সং। †* "অনেন" ইত্যত্র "অত্র" ইতি বা পাঠঃ। চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

কেহ কেহ কিন্তু,—"'অনুমিতি' পদের অর্থ—অনুমিতিনিষ্ঠ ইতর ভেদের অনুমিতি; অর্থাৎ অনুমিতি যে অনুমিতি-ভিন্ন হইতে ভিন্ন তদ্‌বিষয়ক অনুমিতি—আর তাহা হইলে অনুমিতি-নিষ্ঠ ইতর-ভেদের অনুমিতিতে যে "হেতু", যাহাকে ইতিপূর্ব্বে "ব্যাপ্তি-প্রকারক-পক্ষ-ধর্ম্মতা-জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানত্ব-রূপ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই হেতুর ঘটক যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই জ্ঞানের বিশেষণ স্বরূপ যে ব্যাপ্তি, তাহা কি—এইরূপ জিজ্ঞাসাই মূলোক্ত প্রথম বাক্যের অর্থ, এবং ইহাই "অনুমতি-হেতৌ" এইপদে যে ঘটকত্ব অর্থ-বোধক সপ্তমী বিভক্তি আছে, তাহার সহিত "ব্যাপ্তিজ্ঞান" পদের তৎপুরুষ সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; আর তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অনুমিতি-লক্ষণে "উপোদ্‌ঘাত" নামক সঙ্গতিই এতদ্বারা সূচিত হইল"—ইত্যাদি বলেন।

(ব্যাখ্যা পরপৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।)

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যাশেষ—

ইহাদের অর্থ এবং দৃষ্টান্ত "অনুমিতি" নামক গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্য, কেবল এস্থলে আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহারই কথা আলোচনা করা যাউক। আমাদের আলোচ্য—

উক্ত ছয় প্রকার সঙ্গতির মধ্যে "উপোদ্‌ঘাত" নামক দ্বিতীয় প্রকার সঙ্গতি।; কারণ, ইহাই এই গ্রন্থের সহিত ইহার পূর্ব্ব গ্রন্থের সঙ্গতি। "উপোদ্‌ঘাত" সঙ্গতির অর্থ;—

"চিন্তাং প্রকৃতিসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্‌ঘাতং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

অর্থাৎ "প্রকৃত (অর্থাৎ প্রস্তাবিত) বিষয়ের উপপাদক-(অর্থাৎ জ্ঞাপক)-বিষয়িণী যে চিন্তা (অর্থাৎ জিজ্ঞাসা) তাহাকে পণ্ডিতগণ "উপোদ্‌ঘাত" সঙ্গতি বলিয়া থাকেন।

এখন দেখ, ইহা এস্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়?

পূর্ব্ব গ্রন্থে অনুমান যে প্রমাণ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আবার অনুমান করা হইয়াছে। এই অনুমান করিতে যাইয়া অনুমানের কারণীভূত যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাও বলিতে হইয়াছে।

এক্ষণে এই ব্যাপ্তির লক্ষণ কি, তাহা বলিবার জন্য এই গ্রন্থ আরব্ধ হইল; সুতরাং, দেখা যাইতেছে, এ গ্রন্থে পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত বিষয়েরই অন্তর্গত বিষয়ের বিস্তার করা যাইতেছে, অর্থাৎ উপরি-উক্ত উপোদ্‌ঘাত নামক সঙ্গতিলক্ষণের লক্ষ্যভুক্ত হইতেছে, এজন্য এই গ্রন্থের সঙ্গতিকে উপোদ্‌ঘাত নামক সঙ্গতি বলা হইল।

প্রকারান্তরে প্রথম-বাক্যের অর্থ ও সঙ্গতি-প্রদর্শন।

ব্যাখ্যা—মূলগ্রন্থের প্রথম বাক্যের এক প্রকার অর্থ করিয়া গ্রন্থ-সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার অন্য প্রকার অর্থ করিয়া গ্রন্থ-সঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে। এই অর্থান্তরের মূল—উক্ত বাক্যমধ্যস্থ "অনুমিতি" পদটী।

দেখ, প্রথম অর্থে "অনুমিতি" পদের অর্থ=অনুমান যে একটী প্রমাণ তাহার অনুমিতি; কিন্তু, দ্বিতীয় অর্থে উহার অর্থ=অনুমিতি যে অনুমিতি-ভিন্ন হইতে ভিন্ন, তাহার অনুমিতি; সুতরাং; এই অনুমিতির ন্যায়াবয়ব এইরূপ—

প্রতিজ্ঞা—অনুমিতি অনুমিতীতরভিন্না। অর্থাৎ অনুমিতিটী অনুমিতি-ভিন্ন হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ অনুমিতি এবং অনুমিতি-ভিন্ন এক নহে।

হেতু—ব্যাপ্তি-প্রকারক-পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানত্বাৎ। অর্থাৎ ব্যাপ্তি হইয়াছে প্রকার যাহার, এমন যে পক্ষ-ধর্ম্মের জ্ঞান, সেই জ্ঞান হইতে যাহা জন্মে তাহার ভাব।

উদাহরণ—যো য এতদ্-রূপ-হেতুমান্ স সাধ্যবান্। অর্থাৎ যাহা যাহা এইরূপ হেতুবিশিষ্ট তাহা সাধ্যবিশিষ্ট।

দৃষ্টান্ত—যথা, যন্নৈবং তন্নৈবম্। অর্থাৎ যাহা এরূপ নয়, তাহা ওরূপ নয়।

উপনয়—অনুমিতীতর-ভেদ-ব্যাপ্য-ব্যাপ্তি-প্রকারক-পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানত্ব-বানয়ম্। অর্থাৎ অনুমিতীতরভেদের ব্যাপ্য যে, ব্যাপ্তি-প্রকারক-পক্ষ-ধর্ম্মত্ব জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানত্ব, তদ্‌বিশিষ্ট।

নিগমন—তস্মাৎ অনুমিতি অনুমিতীতর-ভিন্না। অর্থাৎ সেই হেতু অনুমিতি অনুমিতি-ভিন্ন হইতে ভিন্ন।

"অনুমিতি" পদে যেহেতু অর্থান্তর দেখা গেল, সেইহেতু "অনুমিতি-হেতু" পদে অর্থান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু সমাসান্তর ঘটে নাই। ইহাদের সমাস পূর্ব্বেও ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ ছিল, এখনও তাহাই রহিল, তবে "হেতু" পদের প্রথমে অর্থ ছিল—অনুমানের প্রমাণের যে হেতু, তাহার কারণ যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান; এবং দ্বিতীয় অর্থে হেতুপদের অর্থ হইল—অনুমিতি যে, অনুমিতি-ভিন্ন পদার্থ হইতে ভিন্ন, তদ্বিষয়ক অনুমিতির যে হেতুবাক্য, সেই হেতুবাক্যের ঘটক যে ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ সেই হেতু-বাক্যের ভিতর যে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উল্লেখ আছে, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান।

মুলের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ।

টীকামূলম্।

"ন তাবদ্" ইতি। "তাবৎ" বাক্যালঙ্কারে।" "অব্যভিচরিতত্বম্" = অব্যভিচরিতত্ব-শব্দ*-প্রতিপাদ্যম্।

বঙ্গানুবাদ।

"ন তাবৎ" ইত্যাদি মূলের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এক্ষণে কথিত হইতেছে। "তাবৎ" পদটী বাক্যের অলঙ্কার বিশেষ। "অব্যভিচরিতত্বম্" পদের অর্থ অব্যভিচরিতত্ব পদের প্রতিপাদ্য।

---

*"শব্দ"ইত্যত্র"পদ"ইতি বা পাঠঃ। সোঃ সং ; জীঃ সং।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যাশেষ—

তাহার পর, "অনুমিতি-হেতু-ব্যাপ্তিজ্ঞান" এই সমস্ত পদের মধ্যেও সমাসান্তর এবং অর্থান্তর ঘটিয়াছে ; যথা—প্রথম অর্থে "অনুমিতি-হেতু" এবং "ব্যাপ্তিজ্ঞান" এই দুই পদের মধ্যে সমাস হইয়াছিল কর্ম্মধারয়, কিন্তু, দ্বিতীয় অর্থে ইহাদের মধ্যে সমাস হইল ৭মী তৎপুরুষ। সুতরাং, প্রথম অর্থে উক্ত অনুমিতির "হেতু" হইয়াছিল যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাই হইয়াছিল "অনুমিতি-হেতু-ব্যাপ্তিজ্ঞান,"এক্ষণে দ্বিতীয় অর্থে হইল উক্ত অনুমিতি-হেতুর ঘটক যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাই। অর্থাৎ প্রথম অর্থে ব্যাপ্তিজ্ঞানটী অনুমিতির "করণ" হইল এবং দ্বিতীয় অর্থে ব্যাপ্তিজ্ঞানটী পঞ্চাবয়ব-সম্পন্ন ন্যায়ের হেতু নামক অবয়বের অংশ হইয়া উঠিল।

"ব্যাপ্তিজ্ঞান" এই পদটীতে কোন অর্থান্তর ঘটে নাই।

যাহাহউক, দেখা গেল, প্রথম বাক্যের এই প্রকার অর্থ-ভেদ হইলেও ইহার সঙ্গতির কোন পার্থক্য ঘটে নাই। এইবার দেখা যাউক দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ কি ?

মুলের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ।

ব্যাখ্যা—এইবার মূলগ্রন্থের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ করিতেছেন। দ্বিতীয় বাক্যটী—"ন তাবৎ অব্যভিচরিতত্বম্।"পূর্ব্ব বাক্যের সহিত অন্বয় করিয়া ইহার অর্থ হয়—"ব্যাপ্তি,অব্যভিচরিতত্ব নহে।" "তাবৎ" শব্দের এস্থলে কোন অর্থ নাই ; ইহা এস্থলে বাক্যের শোভাসম্বর্দ্ধন মাত্র করিতেছে। "অব্যভিচরিতত্ব"শব্দের অর্থে এস্থলে অন্য কিছু বুঝিলে চলিবে না। ইহা এস্থলে একটী পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ পশ্চাদুক্ত ব্যাপ্তির পাঁচটী লক্ষণমাত্র বুঝিতে হইবে; সেই লক্ষণ পাঁচটী কি, তাহা পরবর্ত্তী বাক্যে কথিত হইতেছে।

এ স্থলটী দেখিলে মনে হয়—সম্ভবতঃ নব্যতন্ত্রপ্রবর্ত্তক গ্রন্থকার গঙ্গেশের পূর্ব্বে কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহারা ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিতে অব্যভিচরিতত্ব বুঝিতেন এবং অব্যভিচরিতত্ব পদের অর্থে তাঁহারা উক্ত পাঁচটী লক্ষণ বুঝিতেন। অসামান্য-ধী গঙ্গেশ তাঁহাদের মতটী উদ্ধৃত করিয়া তদ্বিরুদ্ধে নিজমত প্রকাশ করিতেছেন।

মূলের তৃতীয় বাক্যের অর্থ ও অন্বয়।

টীকামূলম্।

তত্র হেতুমাহ—"তদ্ হি" ইত্যাদি। "হি"=যস্মাৎ। "তৎ"=অব্যভিচরিতত্ব-পদ-প্রতিপাদ্যম্।† "ন" ইতি সর্ব্বস্মিন্ এব লক্ষণে সম্বধ্যতে।*

তথাচ ব্যাপ্তি-র্যতঃ সাধ্যাভাববদ-বৃত্তিত্বাদিরূপা-হব্যভিচরিতত্ব-শব্দ-প্রতি-পাদ্য-স্বরূপা ন, অতঃ অব্যভিচরিতত্ব-শব্দ-প্রতিপাদ্য-স্বরূপা ন—ইতি অর্থঃ পর্য্যবসিতঃ।

বিশেষাভাবকূটস্য সামান্যাভাব-হেতুত্বা‡ প্রসিদ্ধা এবেতি; অতঃ এতৎ নঞ্-দ্বয়োপাদানং ন নিরর্থকম্।§

বঙ্গানুবাদ।

"ন তাবৎ অব্যভিচরিতত্বম্" এই দ্বিতীয় বাক্যের হেতু বলিবার উদ্দেশ্যে "তদ্হি" ইত্যাদি তৃতীয় বাক্য আরব্ধ হইয়াছে। "হি" শব্দের অর্থ যেহেতু। "তৎ"শব্দের অর্থ অব্যভি-চরিতত্ব-পদের প্রতিপাদ্য। "ন" এই পদটী সমস্ত লক্ষণেরই সহিত সম্বদ্ধ।

আর তাহা হইলে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের অর্থ একত্র করিয়া অর্থ হইল এই যে, "ব্যাপ্তি যেহেতু সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্ব প্রভৃতি পাঁচটী লক্ষণাত্মক অব্যভিচরিতত্ব শব্দের প্রতি-পাদ্য স্বরূপ নহে,এই হেতু তাহা অব্যভিচরিতত্ব শব্দের প্রতিপাদ্যস্বরূপও নহে।

কারণ, বিশেষ বা প্রত্যেকের অভাবরাশিই সামান্যাভাব অর্থাৎ সমগ্রের অভাবের হেতু হয়, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। এইহেতু মূলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে যে "ন"কারদ্বয় দেখা যায়, তাহা নিরর্থক নহে।

---

* "তত্র...ত্যাদি" ইত্যত্র "তৎ হি ইতি" ইতি বা পাঠঃ; প্রঃ সং। "ইত্যাদি" ইত্যত্র "ইতি" ইতি বা পাঠঃ; চৌঃ সং। "তৎ...সম্বধ্যতে" ইতি "সার্থকম্" ইত্যতঃ পরং বর্ত্ততে। প্রঃ সং।

† "অব্যভিচরিতত্বপদপ্রতিপাদ্যম্" "ইত্যত্র"অব্যভি-চরিতত্বম্"ইতি বা পাঠঃ; চৌঃ সং। ‡ "হেতুত্বা" ইত্যত্র "হেতুতা চ" ইতি বা পাঠঃ ,জ্বিং সং; সোঃ সং।

§ "অতঃ...র্থকম" ইত্যত্র "ইত্থমেব নঞ্ দ্বয়ো-রুপাদানং সার্থকম্" ইতি, "ন নঞ্দ্বয়োপাদানমনর্থক-মিতি বিভাবনীয়ম্"ইত্যপি বা পাঠঃ। প্রঃ সং; চৌঃ সং।

ব্যাখ্যা—মূলগ্রন্থের "তদ্ হি" হইতে আরম্ভ করিয়া "অভাবাৎ" পর্য্যন্ত বাক্যটী "ন তাবৎ অব্যভিচরিতত্বম্" এই দ্বিতীয় বাক্যের হেতুগর্ভ বাক্য। অর্থাৎ ব্যাপ্তি বলিতে কেন "অব্যভিচরিতত্ব" বুঝা হইবে না, ইহাতে তাহারই হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে।

অল্প কথায় সে হেতুটী এই—অব্যভিচরিতত্ব পদে পূর্ব্বে, প্রথম—সাধ্যাভাববদ্ অবৃত্তিত্ব, দ্বিতীয়—সাধ্যবদ্-ভিন্ন সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্ব, তৃতীয়—সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধি-করণ্য, চতুর্থ—সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব, এবং পঞ্চম—সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব—এই পাঁচটী লক্ষণ বুঝাইত, কিন্তু যেহেতু এই পাঁচটীর একটীও কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থলে যায় না, সেই হেতু "অব্যভিচরিতত্ব" ব্যাপ্তির লক্ষণ হইতে পারিল না।

প্রাচীনমতে প্রথম লক্ষণের সমাসার্থ।

টীকামূলম্।

"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" ইতি—বৃত্তম্=বৃত্তিঃ, ভাবে নিষ্ঠাপ্রত্যয়াৎ। বৃত্তস্য অভাবঃ=অবৃত্তম্—বৃত্ত্যভাব ইতি যাবৎ। সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তম্=সাধ্যাভাববদবৃত্তম্—সাধ্যাভাববদ্-বৃত্ত্যভাব ইতি যাবৎ। তদ্ যত্র অস্তি স† সাধ্যাভাববদবৃত্তী, মত্বর্থীয়েন্ প্রত্যয়াৎ। তস্য ভাবঃ=সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্। তথাচ সাধ্যাভাববদ্-বৃত্ত্যভাববত্ত্বম্ ইতি ফলিতম্‡ ইতি প্রাঞ্চঃ।

† "স"ইতি ন দৃশ্যতে, সো সঃ। "তৎ"ইতি "-অবৃত্তি" ইতি চ চৌঃ সং।

‡ "ফলিতম্" ইত্যত্র "ফলিতোর্থঃ" ইত্যপি পাঠঃ; চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

এইবার "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্"—ইহার অর্থ লিখিত হইতেছে "বৃৎ" ধাতু ভাববাচ্যে নিষ্ঠা (অর্থাৎ ক্ত) প্রত্যয় করিয়া বৃত্ত পদ হয়। ইহার অর্থ বৃত্তি। বৃত্তের অভাব=অবৃত্ত অর্থাৎ বৃত্ত্যভাব। সাধ্যাভাববতের অবৃত্ত=সাধ্যাভাববদবৃত্ত; অর্থাৎ সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্ত্যভাব। তাহা যেখানে আছে, তাহা সাধ্যাভাববদবৃত্তী। ইহা, মতুপ্ অর্থের ইন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। তাহার ভাব—সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব। আর তাহা হইলে "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এই সমগ্রপদের অর্থ হইল— সাধ্যাভাববদ্ বৃত্ত্যভাববত্ত্ব অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি। ইহা প্রাচীনমতে সমাসার্থ।

(ব্যাখ্যা পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যাশেষ—

এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, "অব্যভিচরিতত্ব" পদে যদি এই পাঁচটী লক্ষণ বুঝায় এবং যদি ঐ পাঁচটী লক্ষণের একটীও কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতিতে না যায়, তাহা হইলেই কি "অব্যভিচরিতত্ব"ও ব্যাপ্তির লক্ষণ হইতে পারিবে না? তদুত্তরে বলা হইল যে—না, তাহা হইতে পারিবে না। কারণ, একটী নিয়ম আছে যে, "প্রত্যেকের অভাবরাশিই সামান্যাভাবের হেতু হয়"। ইহার অর্থ এই যে, যদি পাঁচটী লইয়া 'একটী কিছু' হয়, তাহা হইলে উহার প্রত্যেকের অভাব যথায় থাকিবে ঐ পাঁচটী লইয়া যে 'একটি' হয়, সেই একটীরও অভাব তথায় থাকিবে। সুতরাং, অব্যভিচরিতত্ব ব্যাপ্তির লক্ষণ হইতে পারে না।

উপরি-উক্ত বাক্যে এখনও আর একটী সন্দেহাবসর আছে। সন্দেহ এই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের "ন"কারদ্বয়ের প্রয়োজন কি? কারণ, দুইটী নিষেধ যেমন একটী বিধির সমান, যেমন, ঘটাভাবাভাব বলিতে ঘটকে বুঝায়। ইহার উত্তর এই যে, প্রথম "ন"কার দ্বারা অব্যভিচরিতত্ব যে ব্যাপ্তির লক্ষণ নয়, তাহা বলা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় "ন"কার দ্বারা লক্ষণ পাঁচটীর প্রত্যেকটী যে ব্যাপ্তির লক্ষণ নয়, তাহা বলা হইয়াছে। সুতরাং "ন"কারদ্বয়ের প্রয়োজন আছে।

প্রাচীনমতে প্রথম লক্ষণের সমাসার্থ।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণের অর্থ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই প্রথম লক্ষণটী—সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্। ইহা এক্ষণে একটী "সমস্ত"পদ। সুতরাং, ইহার অর্থ করিতে হইলে অগ্রে ইহার সমাস ভঙ্গ করা প্রয়োজন। কিন্তু, এই সমাস-ভঙ্গ-ব্যাপারে মতভেদ ঘটিয়াছে। প্রাচীনগণ ইহার এক প্রকার সমাস করেন, নব্যগণ আর এক প্রকার করেন। উপরে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহা প্রাচীন-মত। টীকাকার মহাশয় নব্যমতাবলম্বী, এজন্য তিনি প্রাচীন-মত বর্ণনা করিয়া পরে তাহার দোষ-প্রদর্শন করিবেন এবং তাহার পর স্বয়ং নির্দ্দোষ পথ প্রদর্শন করিবেন। বস্তুতঃ, সমাস বাক্যে মতভেদ থাকিলেও অর্থে মতভেদ নাই।

এস্থলে সমাস লইয়া যে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহা একবার "সাধ্যাভাববৎ" ও "অবৃত্তিত্বম্" এই দুইটী পদের সমাস এবং তৎপরে "অবৃত্তিত্বম্" এই পদের সমাস লইয়া।

এখন দেখা যাউক, প্রাচীনগণ ইহাদের সমাস কিরূপে করেন? তাঁহাদের মতে ইহার অর্থ ও সমাস এইরূপ—

বৃত্তম্="বৃৎ" ধাতু+ভাবে নিষ্ঠা "ক্ত" প্রত্যয়-নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ বৃত্তি। কারণ, ইহাও "বৃৎ" ধাতু ভাবে "ক্তি" প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। উভয়েরই অর্থ 'থাকা' বা যাহা কোন কিছুর আধেয় হয়, তাহার ধর্ম্ম—অর্থাৎ আধেয়তা।

বৃত্তস্য অভাবঃ=অবৃত্তম্—অব্যয়ীভাব সমাস। ইহার অর্থ 'না থাকা' অর্থাৎ আধেয়তার অভাব।

সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তম্=সাধ্যাভাববদবৃত্তম্।—ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। ইহার অর্থ সাধ্যাভাববিশিষ্ট-নিরূপিত আধেয়তার অভাব।

সাধ্যাভাববদবৃত্তম্ যত্র অস্তি=সাধ্যাভাববদবৃত্ত+ইন্=সাধ্যাভাববদবৃত্তী। ইহাই মতুপ্ অর্থীয় ইন্ প্রত্যয়। ইহার অর্থ—'সাধ্যাভাববিশিষ্ট-নিরূপিত আধেয়তার অভাব আছে যাহাতে তাহা।'

সাধ্যাভাববদবৃত্তিনঃ ভাবঃ=সাধ্যাভাববদবৃত্তিন্+ত্ব=সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্। ইহার অর্থ 'সাধ্যাভাববিশিষ্ট নিরূপিত আধেয়তার অভাব আছে যাহাতে, তাহা আছে যাহার, তাহার ভাব।' অল্প কথায় ইহা সাধ্যাভাব-বিশিষ্ট-নিরূপিত আধেয়তার অভাব, অথবা সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব। যেমন, গুণবত্ত্ব শব্দের অর্থ গুণ। কারণ, গুণ আছে যাহার সে গুণবান্, তাহার যে ভাব, তাহাই গুণবত্ত্ব। বস্তুতঃ, গুণবানের ভাব গুণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এস্থলে একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এই পদের মধ্যস্থিত

"অবৃত্তিত্বম্" পদের সমাস-বাক্য-প্রদর্শন-কালে প্রাচীনগণ "বৃত্ত" শব্দকে মূল শব্দ ধরিয়াছেন। কিন্তু, উপর-উপর দেখিলে মনে হয় যে, "অবৃত্তিত্বম্" শব্দের মূলশব্দটী "বৃত্ত" নহে, পরন্তু "বৃত্তি"শব্দ। কারণ, বৃত্তি শব্দটী "অবৃত্তিত্বম্" পদ-মধ্যে অক্ষতশরীরে বর্ত্তমান।

এখন দেখ "বৃত্তি"শব্দ-মূলক "অবৃত্তিত্বম" পদটী দুই প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে। প্রথম, যথা—বৃত্তেঃ ভাবঃ=বৃত্তি+ত্ব=বৃত্তিত্ব। বৃত্তিত্বস্য অভাবঃ=অবৃত্তিত্বম্। ইহার অর্থ—আধেয়তাত্বের অভাব। কারণ, "বৃৎ"+ভাবে"ক্তি' করিয়া যে "বৃত্তি" পদ হইয়াছে, তাহার অর্থ আধেয়তা। সুতরাং, বৃত্তিত্ব=আধেয়তাত্ব। দ্বিতীয় প্রকারটী পরে কথিত হইতেছে।

কিন্তু এরূপ করিলে অর্থান্তর ঘটিয়া যায়, এবং তাহা অভীষ্ট নহে। কারণ, প্রাচীনমতেও লক্ষণের অর্থ হয়—"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব"—এবং এরূপ সমাস করিলে অর্থ হয়—"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাত্বের অভাব।"

বস্তুতঃ, "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাত্বের অভাব" লক্ষণের এরূপ অর্থ করিলে অসদ্ধেতুক অনুমিতিতেও লক্ষণটী যায়। দেখ, অসদ্ধেতুক অনুমিতির একটী দৃষ্টান্ত—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ।"

এখানে, সাধ্য=ধূম।

সাধ্যাভাব=ধূমাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=ধূমাভাবের অধিকরণ, যথা—জলহ্রদ, তপ্ত-অয়োগোলকাদি।

তন্নিরূপিত-আধেয়তাত্বের অভাব=ঐ অয়োগোলক-নিরূপিত আধেয়তাত্বের অভাব। তাহা "হেতু"বহ্নিতেও থাকে; কারণ, আধেয়তাত্ব আধেয়তার উপর থাকে, বহ্নির উপর থাকে না।

সুতরাং, এই অসদ্ধেতুক অনুমিতিতে লক্ষণ যায়। কিন্তু, প্রাচীন মতে আধেয়তার অভাব ধরিলে এস্থলে লক্ষণ যাইত না। কারণ, এস্থলে ঐ অয়োগোলকের আধেয় বহ্নি, তাহার উপর আধেয়তার অভাব, পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রকারে "অবৃত্তিত্বম্" পদটী, বৃত্তেঃ অভাবঃ=অবৃত্তি, অব্যয়ীভাব সমাস। ইহার অর্থ—আধেয়তার অভাব, এখন যদি অবৃত্তিভাব=অবৃত্তি+ত্ব=অবৃত্তিত্বম্ পদ করা যায়, তাহা হইলে ইহার অর্থ—আধেয়তার অভাবের ভাব অর্থাৎ আধেয়তার অভাবত্ব হইয়া যায়। তাহার পর, সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তিত্বম্=সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিয়া সমগ্রের অর্থ যদি করা যায়—সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাবত্ব তাহা হইলে—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

এই সদ্ধেতুক অনুমিতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ—

এখানে, সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=বহ্ন্যভাবাধিকরণ=জলহ্রদাদি।

প্রাচীনমতের সমাসার্থে প্রথম আপত্তি।

টীকামূলম্।

তদ্ অসৎ। "ন কর্ম্মধারয়ান্-মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেৎ* অর্থপ্রতিপত্তি-কর" ইতি অনুশাসন-বিরোধাৎ। তত্র কর্ম্মধারয়-পদস্য বহুব্রীহিতর-সমাস-পরত্বাৎ। তৎ চ "অগুণবত্ত্বম্" ইতি সাধর্ম্ম্য-ব্যাখ্যানাবসরে গুণপ্রকাশরহস্যে' 'তদ্দীধিতিরহস্যে' চ স্ফুটম্।

* "চেৎ" ইত্যত্র "চেৎ তদ্-" ইতি বা পাঠঃ; প্রঃ সং; চৌঃ সং। "দীধিতি" ইত্যত্র "তদ্দীধিতি" ইত্যপি পাঠঃ, চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

তাহা ঠিক নহে। কারণ, "কর্ম্মধারয় সমাসের পর মতুপ্ অর্থীয় প্রত্যয় হয় না, যদি বহুব্রীহি সমাস তাহার অর্থপ্রতিপত্তিকর হয়" এইরূপ একটী নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আর এস্থলে কর্ম্মধারয় পদটী বহুব্রীহি-ভিন্ন অপরাপর সমাসকে বুঝাইতেছে। একথা "অগুণবত্ত্ব"ইত্যাদি সাধর্ম্ম্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার কালে 'গুণপ্রকাশরহস্য' এবং তাহার 'দীধিতি-রহস্য' নামক গ্রন্থদ্বয় মধ্যে স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যাশেষ—

তন্নিরূপিত আধেয়তার অভাবত্ব=জলহ্রদাদি-নিরূপিত আধেয়তার অভাবত্ব। ইহা অভাবের উপর থাকে। কিন্তু ইহা 'হেতু' ধূমের উপর থাকিবার কথা ছিল, তাহা থাকিল না—অর্থাৎ সদ্ধেতুক অনুমিতিতে লক্ষণটী প্রযুক্ত হইল না।

এজন্য "বৃত্তি"শব্দ ধরিয়া অর্থ করিলে চলিতে পারে না। প্রাচীন-সম্মত বৃত্তশব্দ ধরিয়া প্রদর্শিত পথে অর্থ করিতে হইবে। কিন্তু নব্যগণ প্রাচীন অর্থে দোষ দেখিতে পান। তাঁহারা যাহা বলেন তাহা এই—

প্রাচীনমতের সমাসার্থে প্রথম আপত্তি।

ব্যাখ্যা— এক্ষণে টীকাকার মহাশয় প্রাচীনমতে প্রথম লক্ষণের সমাসার্থে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি প্রাচীনমতে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী দোষ প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং সমাসার্থ করিয়াছেন। এই দোষটী তন্মধ্যে প্রথম।

এখন দেখা যাউক এ দোষটী কি?

এ দোষটী বুঝিতে হইলে প্রাচীন-মতের সমাসটী একবার স্মরণ করা আবশ্যক।

প্রাচীন-মতের সমাস—বৃত্তম্=বৃত্তি। বৃৎ+ধাতু—ভাবে—ক্ত।

বৃত্তস্য অভাবঃ=অবৃত্তম্। অব্যয়ীভাব সমাস।

সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তম্=সাধ্যাভাববদবৃত্তম্। ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

সাধ্যাভাববদবৃত্তম্ যত্র অস্তি=স সাধ্যাভাববদবৃত্তী। সাধ্যাভাববদবৃত্ত+ইন্।
এই প্রত্যয়টী মতুপ্ অর্থীয় প্রত্যয়।

সাধ্যাভাববদবৃত্তিনঃ ভাবঃ=সাধ্যাভাববদবৃত্তিন্+ত্ব=সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।

এখানে দেখা যায়, অব্যয়ীভাব সমাসের পর তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে; এবং তাহার পর মতুপ্ অর্থীয় ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে।

এখন "কর্ম্মধারয় সমাসের পর মতুপ্ অর্থীয় প্রত্যয় হয় না, যদি বহুব্রীহি সমাস অর্থ-প্রতিপত্তিকর হয়"—এই নিয়ম থাকায় এস্থলে দোষ ঘটিতেছে।

কারণ, এই নিয়ম-মধ্যে কর্ম্মধারয়-পদে বহুব্রীহি-ভিন্ন-সমাসই অর্থ। সুতরাং, উক্ত তৎ-পুরুষ সমাসটীও কর্ম্মধারয়-পদে বুঝাইতেছে। এজন্য, প্রথম দোষ এই যে, প্রাচীন মতের সমাস-বাক্যে উক্ত অনুশাসন-বিরোধ ঘটে।

অবশ্য, এস্থলে আপত্তি করিতে পারা যায় যে, কর্ম্মধারয়-পদে তৎপুরুষ সমাসকেও কেন ধরা হইল? তদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, কর্ম্মধারয়-পদে তৎপুরুষ কেন, বহুব্রীহি-ভিন্ন সকল সমাসই ধরিতে হইবে। ইহা, গুণপ্রকাশ-রহস্য ও তাহার দীধিতি-রহস্য নামক গ্রন্থে "অগুণবত্ত্ব" এই পদের ব্যাখ্যা-স্থলে কথিত হইয়াছে। সেখানে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে যে, যদি কর্ম্মধারয়-পদে বহুব্রীহি-সমাস-ভিন্ন-সমাস না বলা হয়, তাহা হইলে "অগুণবত্ত্ব" দ্রব্যেরও সাধর্ম্ম্য হইয়া যায়। অথচ তাহা হওয়া উচিত নহে। তাহা কেবল দ্রব্য-ভিন্নেরই সাধর্ম্ম্য।

দেখ, যদি উক্ত অনুশাসনের কর্ম্মধারয়-পদে বহুব্রীহি-সমাস-ভিন্ন-সমাস না বলা হয়, তাহা হইলে "অগুণবত্ত্ব" পদের সমাস হউক—

গুণস্য অভাবঃ=অগুণম্—অব্যয়ীভাব সমাস।

অগুণম্ যত্র অস্তি তৎ=অগুণ+বতুপ্—অগুণবৎ, অর্থাৎ গুণের অভাব যাহাতে আছে—তাহা।

অগুণবতঃ ভাবঃ=অগুণবৎ+ত্ব—অগুণবত্ত্বম্। অর্থাৎ গুণের অভাব যাহাতে আছে, তাহার ভাব।

এখানে অব্যয়ীভাব সমাসের পর মতুপ্ প্রত্যয় হইল। কারণ, এই অব্যয়ীভাব সমাসটী কর্ম্মধারয় সমাস নহে। কিন্তু, তাহাহইলে "অগুণবত্ত্ব" দ্রব্যেরও সাধর্ম্ম্য হইতে পারে; কারণ, দ্রব্য, উৎপত্তিকালে গুণশূন্য থাকে, যেহেতু গুণের প্রতি দ্রব্য, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে কারণ হয়। অর্থাৎ তাহা তখন গুণাভাববান্ বা অগুণবান্-পদবাচ্য হয়।

কিন্তু, যদি উক্ত অনুশাসনের কর্ম্মধারয়-পদে বহুব্রীহি-সমাস-ভিন্ন-সমাসকে ধরিয়া উক্ত অব্যয়ীভাব সমাসকেও গ্রহণ করা যায়, তাহাহইলে পূর্ব্বের ন্যায় অব্যয়ীভাব সমাসের পর আর মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া "অগুণবত্ত্ব" পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারিবে না। সুতরাং, ইহার তখন সমাস করিতে হইবে—

গুণঃ বিদ্যতে যত্র=গুণ+বতুপ্—সঃ গুণবান্।

ন গুণবান্=অগুণবান্। নঞ্ তৎপুরুষ সমাস।

তস্য ভাবঃ=অগুণবত্ত্বম্—অগুণবৎ+ত্ব।

আর তাহাহইলে ইহা এখন উৎপত্তিকালের দ্রব্যকে বুঝাইতে পারিবে না। কারণ,উহা গুণ-শূন্য হইলেও গুণবদ্-ভিন্ন নহে। যেহেতু, গুণবদ্ হয় দ্রব্য, গুণবদ্-ভিন্ন হইতে গেলে দ্রব্য-ভিন্ন হইতে হয়; কিন্তু, উৎপত্তিকালীন দ্রব্য কখন দ্রব্য-ভিন্ন হয় না। ইহার কারণ, অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবও ব্যাপ্যবৃত্তি, এবং অব্যাপ্যবৃত্তির অত্যন্তাভাব অব্যাপ্য-বৃত্তি হয়—এইরূপ একটী নিয়ম আছে। এ নিয়মের অর্থ পরে বক্তব্য।

গুণপ্রকাশরহস্য, ন্যায়কেশরী মহানুভব শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য্য-বিরচিত গুণকিরণাবলীর উপর বর্দ্ধমানকৃত "প্রকাশ" নামক টীকার উপর শ্রীমন্মথুরানাথ তর্কবাগীশ বিরচিত টীকা, এবং দীধিতিরহস্য, উক্ত গুণকিরণাবলীর উপর উক্ত প্রকাশাখ্য টীকার উপর শ্রীমদ্ রঘুনাথ শিরোমণি-বিরচিত দীধিতি নামক টীকার উপর শ্রীমন্মথুরানাথ তর্কবাগীশ বিরচিত টীকা।

এখন যদি বলা যায় "ন কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ঃ বহুব্রীহিশ্চেৎ অর্থপ্রতিপত্তিকরঃ" ইহার কর্ম্মধারয়-পদে বহুব্রীহি-সমাস-ভিন্ন-সমাস বলা হইল কেন? বহুব্রীহিকে বাদ না দিলে কি দোষ হয়? তদুত্তরে বলা হয় যে, বহুব্রীহি-সমাস-ভিন্ন না বলিলে "সাধ্যাভাববৎ" এই পদটীই অসাধু হয়। কারণ, সাধ্যাভাব-পদের দ্বারাই সাধ্যাভাববৎ-পদের কার্য্যসিদ্ধ করা যাইতে পারে। যেহেতু, সাধ্যাভাব-পদের সমাস যদি "সাধ্যস্য অভাবো যত্র" এইরূপ বহুব্রীহি করা যায়, তাহাহইলেই "সাধ্যাভাববৎ" পদের অর্থ লাভ হয়। কারণ, সাধ্যাভাববৎ পদের অর্থ—সাধ্যের অভাব-বিশিষ্ট। আর এই জন্যই "সাধ্যাভাববৎ" পদের সমাস করিতে হইবে—সাধ্যঃ=সাধ্যস্বরূপঃ অভাবো যস্য স সাধ্যাভাবঃ (বহুব্রীহি), স বিদ্যতে যত্র তৎ=সাধ্যা-ভাববৎ। কারণ, তাহাহইলেই কর্ম্মধারয়-পদে বহুব্রীহি-ভিন্ন-সমাস এই অর্থের সার্থকতা থাকে। আর এই জন্যই—সাধ্যস্য অভাবঃ=সাধ্যাভাবঃ; স বিদ্যতে যত্র—এই অর্থে বতুপ্ প্রত্যয় করিতে পারা যাইবে না। কারণ, কর্ম্মধারয়-পদে বহুব্রীহি-ভিন্ন-সমাস বলায়, এস্থলে তৎপুরুষকেও পাওয়া গেল। সুতরাং, কর্ম্মধারয়-পদে বহুব্রীহি-ভিন্ন-সমাস বলা আবশ্যক।

এখন এবিষয় আর একটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। ইহা এই যে, উক্ত নিয়ম-মধ্যে, "ন কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ঃ" এই পর্য্যন্ত বলিলেও ত চলিতে পারে। "বহুব্রীহিশ্চেদর্থপ্রতিপত্তিকরঃ" এই অংশের আবশ্যকতা কি? যেহেতু, বহুব্রীহি-সমাসের পর মতুপ্ প্রত্যয় করিলে যে অর্থ হয়, বহুব্রীহি-সমাস করিলেও সর্ব্বত্রই সেইরূপ অর্থ দেখা যায়। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, না—তাহা হয় না। কারণ, এমন স্থল আছে, যেখানে বহুব্রীহি-সমাস-ভিন্ন সমাসের উত্তর মতুপ্ করিলে যে অর্থ লাভ হয়, বহুব্রীহি-সমাস করিলে সে অর্থ লাভ হয় না। যেমন "নীলোৎপলবৎসরঃ" এবং "কৃষ্ণসর্পবদ্বল্মীকম্"। এখানে বহুব্রীহি-সমাস করিলে কাল্পনিক কৃষ্ণসর্প-বিশিষ্ট বল্মীককেও কৃষ্ণসর্প শব্দে বুঝাইতে পারে; কিন্তু, কৃষ্ণসর্পবৎশব্দে কাল্পনিক

প্রাচীন মতের সমাসের উপর দ্বিতীয় আপত্তি।

টীকামূলম্।

অব্যয়ীভাব-সমাসোত্তর-পদার্থেন সমং তৎসমাসানিবিষ্ট-পদার্থান্তরান্বয়স্য অব্যুৎপন্নত্বাৎ*। যথা "ভূতলোপকুম্ভং" "ভূতলাঘটং"† ইত্যাদৌ ভূতলবৃত্তি-ঘট-সমীপ-তদত্যন্তাভাবয়োঃ অপ্রতীতেঃ।

এতেন, বৃত্তেঃ অভাবঃ=অবৃত্তি, ইতি অব্যয়ীভাবানন্তরং "সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তি যত্র" ইতি বহুব্রীহিঃ ইত্যপি প্রত্যুক্তম্। বৃত্তৌ সাধ্যাভাববতঃ অনন্বয়াপত্তেঃ।

বঙ্গানুবাদ।

অব্যয়ীভাব-সমাসের উত্তর পদার্থের সহিত সেই সমাসে অনিবিষ্ট অন্য পদার্থের অন্বয় হয় না। যেমন "ভূতলোপকুম্ভং"এবং "ভূতলাঘটং" ইত্যাদি স্থলে ভূতলে অবস্থিত যে ঘট, তাহার সামীপ্য এবং ভূতলে অবস্থিত যে ঘট, তাহার অত্যন্তাভাব এইরূপ বুঝায় না।

এতদ্দ্বারা, বৃত্তির অভাব=অবৃত্তি, এই প্রকার অব্যয়ীভাব সমাসের পর "সাধ্যাভাববতের অবৃত্তি যেখানে" এই প্রকার বহুব্রীহিও হয় না—বলা হইল। কারণ, বৃত্তির সহিত সাধ্যাভাববতের অন্বয় হইতে পারে না।

* "-ত্বাৎ। যথা" ইত্যত্র "ত্বাচ্চ" সোঃ সং; প্রঃ সং; "ত্বাৎ।" ...(ইত্যাদৌ)"চ" চৌঃ সং। † "ভূতলোপকুম্ভং ভূতলাঘটম্" ইত্যত্র "ভূতলে উপঘটং ভূতলে অঘটম্" প্রঃ সং। ‡ "অনন্বয়াপত্তেঃ" ইত্যত্র "অন্বয়ানুপপত্তেঃ" প্রঃ সং; চৌঃ সং। ইত্যপি পাঠাঃ।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যাশেষ—

কৃষ্ণসর্প-বিশিষ্টকে বুঝায় না, পরন্তু প্রসিদ্ধ কৃষ্ণসর্প-বিশিষ্টকে (অর্থাৎ কেউটে-সর্প-যুক্তকে) বুঝায়। ঐরূপ "নীলোৎপলবৎ" শব্দে যে অর্থ পাওয়া যায়, বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন-নীলোৎপল শব্দে সেইরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। যেহেতু বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন "নীলোৎপল" শব্দে কাল্পনিক নীলোৎপল-বিশিষ্টকেও পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে—

"কৃতপ্রণামো ন কৃতপ্রণামী স্যাজ্জ্যেষ্ঠপুত্রীতি বিশেষলাভাৎ।"

ইহার অর্থ—বহুব্রীহি সমাস করিয়া কৃতপ্রণাম—এইরূপ পদই হয়, কর্ম্মধারয় সমাসের পর মতুপ্ করিয়া কৃতপ্রণামী এরূপ পদ হয় না। কিন্তু, জ্যেষ্ঠপুত্র আছে যাহার এই অর্থে জ্যেষ্ঠপুত্রী এই রূপ পদ হয়, কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র এরূপ পদ হয় না। যেহেতু মতুপ্ প্রত্যয়ের বিদ্যমানতারূপ বিশেষ অর্থ বহুব্রীহি সমাসে পাওয়া যায় না।

এইবার প্রাচীন মতের সমাসে দ্বিতীয় দোষ প্রদর্শিত হইতেছে।—

প্রাচীন মতের সমাসের উপর দ্বিতীয় আপত্তি।

ব্যাখ্যা—এইবার প্রাচীন মতের সমাসে নব্যগণ দ্বিতীয় দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। সে দোষ এই—দেখা যায় অব্যয়ীভাব সমাসের মোটামুটী লক্ষণ এই যে, পূর্ব্বপদে যদি একটী অব্যয় থাকে এবং উত্তরপদ যদি অব্যয়-ভিন্ন পদ হয় এবং যদি সমাসে পূর্ব্বপদ প্রধান হয়, তাহা

হইলে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। এখন, যেমন "ভূতলোপকুম্ভম্" এবং "ভূতলাঘটম্" এই দুই স্থলে ভূতলের সহিত কুম্ভ এবং ঘটের অন্বয় হয় না; পরন্তু উপকুম্ভ পদের সামীপ্যবোধক "উপ" অব্যয়ের, এবং অঘট পদের অভাববোধক নঞ্‌, রূপ অব্যয়ের সহিত অন্বয় হয়; তদ্রূপ, "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এস্থলে সাধ্যাভাববতের সহিত বৃত্তম্ পদের অন্বয় হয় না। পরন্তু, অবৃত্তম্ পদের নঞর্থ-অভাবের সহিত অন্বয় হয়। অথচ লক্ষণানুসারে সাধ্যাভাববতের সহিত বৃত্তেরই অন্বয় হওয়া আবশ্যক। নচেৎ লক্ষণটীর অর্থ ই সম্ভব হয় না।

ঐরূপ যদি—বৃত্তেঃ অভাবঃ=অবৃত্তি—এইরূপ অব্যয়ীভাব সমাস করিয়া যদি "সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তি যত্র" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করা হয়, এবং তৎপরে ভাবার্থে "ত্ব" প্রত্যয় করা হয়—তাহাহইলেও "ন কর্ম্মধারয়ান্ মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেৎ অর্থপ্রতিপত্তিকরঃ" এই অনুশাসনবিরোধ ঘটিবে না বটে, কিন্তু সাধ্যাভাববতের সহিত বৃত্তির অন্বয় হইতে পারিবে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রাচীনমতের প্রথমে একটী দোষ-প্রদর্শন করিবার পর নব্যগণ, আবার দ্বিতীয় একটী দোষ-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন কেন?

এতদুত্তরে বলা যায় যে, সাধ্যাভাববদবৃত্তী এই ইন্ প্রত্যয় না করিয়া—সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তম্ যস্য স সাধ্যাভাববদবৃত্তঃ—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে 'হেতুতে' সেই বৃত্তিতার অভাবত্তা যে, কোন্ সম্বন্ধে অভাবত্তা, তাহার কিছু নির্দ্দেশ করিয়া বলা হয় না। বাস্তবিক-পক্ষে, হেতুতে স্বরূপ-সম্বন্ধে উক্ত বৃত্তিতার অভাবত্তাই ব্যাপ্তি হইবে। সুতরাং, এই স্বরূপ-সম্বন্ধকে লাভ করিবার জন্য প্রাচীনগণ, কর্ম্মধারয় অর্থাৎ এস্থলে তৎপুরুষের পর মতুপ্‌ প্রত্যয় করিয়াছেন। দেখ, যদি স্বরূপ-সম্বন্ধে সেই বৃত্তিতাভাববত্তাকে ব্যাপ্তি না বলিয়া যে-কোনও সম্বন্ধে তাদৃশ বৃত্তিতাভাববত্তাকে ব্যাপ্তি বলা যায়, তাহাহইলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ যে অয়োগোলক, তন্নিরূপিত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতাভাব, পর্ব্বতীয় তৃণাদিতে স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকিলেও উক্ত-স্থলের "হেতু" বহ্নিতে কালিকসম্বন্ধে থাকিতে কোন বাধা হয় না। অর্থাৎ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব এস্থলে হেতুতে থাকে, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তির লক্ষণটী অসদ্ধেতুক অনুমিতিতে যায়। প্রাচীনগণের এইরূপ উত্তর আশঙ্কা করিয়া টীকাকার মহাশয় উক্ত দ্বিতীয় দোষ-প্রদর্শন করিয়াছেন।

এস্থলে টীকাকার মহাশয়—"তৎসমাসানিবিষ্ট-পদার্থান্তরান্বয়স্য অব্যুৎপন্নত্বাৎ" এই কথার মধ্যে "অন্তর" পদটী প্রয়োগ করিয়া অভিজ্ঞ পাঠককে অনেক কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা একথা এস্থলে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম না; পরিশিষ্টে এবিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহাহউক এইবার প্রাচীন মতের সমাসার্থে তৃতীয় আপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে—

প্রাচীন মতের সমাসের উপর তৃতীয় আপত্তি।

টীকামূলম্।

অব্যয়ীভাব সমাসস্য* অব্যয়তয়া তেন সমং সমাসান্তরাসম্ভবাৎ চ; নঞুপাধ্যাদিরূপাব্যয়-বিশেষাণাম্ এব সমস্যমানত্বেন পরিগণিতত্বাৎ।

বঙ্গানুবাদ।

অব্যয়ীভাব-সমাস হইলে পদটী অব্যয় হয় বলিয়া তাহার সহিত অন্য সমাস আর হয় না। কারণ,"নঞ্" "উপ" "অধি" ইত্যাদি কতিপয় অব্যয় বিশেষেরই সহিত পুনরায় সমাস হইতে পারে, ইহা গণনা পূর্ব্বক কথিত হইয়াছে।

---

* সমাসস্য" ইত্যত্র "সমাসস্যাপি" ইতি বা পাঠঃ; চৌঃ সং।

ব্যাখ্যা—এইবার প্রাচীনমতের সমাসবাক্যে তৃতীয় দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। এ দোষটী এই যে, 'সাধ্যাভাববৎ' পদের সহিত 'অবৃত্তি' পদের আর সমাস হইতে পারে না। কারণ, "অবৃত্তি" পদটী অব্যয়ীভাব-সমাস-নিষ্পন্ন (ভাক্ত বা এক প্রকার) অব্যয় শব্দ। ইহার কারণ, শব্দশাস্ত্রে পরপদ অব্যয়ের সহিত সমাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে কয়টীর সহিত সমাস হয়, তাহা নঞ্, উপ, অধি; আর আদিপদে উপকুম্ভ এবং অঘট। এইরূপ নাম করিয়া উল্লেখ করায় সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তি = সাধ্যাভাববদবৃত্তি—এইরূপ সমাস হইতে পারে না।

এস্থলে পূর্ব্ববৎ আবার জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে—দ্বিতীয় আপত্তি সত্ত্বেও আবার তৃতীয় আপত্তি প্রদর্শিত হইল কেন? প্রথম আপত্তির ন্যায় এই দ্বিতীয় আপত্তিরও বিরুদ্ধে কি প্রাচীনগণের কিছু বলিবার আছে?

এতদুত্তরে বলা হয় যে,—এই কথাটী বুঝিতে হইলে দ্বিতীয় আপত্তিটী আর একটু ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। আপত্তিটী এই যে, 'অবৃত্ত' পদটী অব্যয়ীভাব-সমাস-নিষ্পন্ন। তাহাতে পূর্ব্বপদ "নঞ্" এবং পরপদ "বৃত্ত"। এই পরপদের অর্থ আধেয়তা, সেই আধেয়তার সহিত নিরূপিতত্ব-সম্বন্ধে অব্যয়ীভাব সমাসের অনন্তর্গত যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-পদার্থ, তাহার অন্বয় হইতেছে। ইহা কিন্তু হইতে পারে না। কারণ, অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর-পদার্থের সহিত অব্যয়ীভাব সমাসে অনিবিষ্ট এমন যে পদার্থান্তর, তাহার অন্বয় হয় না—এরূপ নিয়ম আছে। সুতরাং, প্রাচীন মতে সাধ্যাভাবাধিকরণের সহিত "বৃত্ত" পদার্থের অন্বয় করায় দোষ ঘটিয়াছিল।

এক্ষণে যদি প্রাচীনগণ বলেন যে, "স্বনিরূপিত-প্রতিযোগিতাকত্ব"-রূপ পরম্পরা-সম্বন্ধে ঐ অব্যয়ীভাব-সমাস-নিষ্পন্ন অবৃত্ত-পদের পূর্ব্বপদার্থ যে "নঞ্"-পদবাচ্য অভাব, তাহার সহিত সাধ্যাভাবাধিকরণের অন্বয় করিব, তাহাহইলে বস্তুতঃ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, অথচ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম লঙ্ঘিত হয় না; অর্থাৎ দ্বিতীয় আপত্তিটী নিষ্ফল হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ টীকাকার মহাশয় এই রূপ আশঙ্কা করিয়া তৃতীয় আপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

অবশ্য ইহাতেও আবার একটী আপত্তি উঠিতে পারে যে, যদি এইরূপ সম্বন্ধ গ্রহণ করা যায়,

নব্যমতে সমাসার্থ নির্ণয়।

টীকামূলম্।

বস্তুতস্তু "সাধ্যাভাববতঃ ন বৃত্তিঃ যত্র" ইতি ত্রিপদ-ব্যধিকরণ-বহুব্রীহ্যুত্তরং "ত্ব"-প্রত্যয়ঃ। 'সাধ্যাভাববতঃ' ইত্যত্র নিরূপিতত্বং ষষ্ঠ্যর্থঃ, অন্বয়শ্চ অস্য বৃত্তৌ।

তথাচ "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্ত্যভাববত্ত্বম্"—অব্যভিচরিতত্বম্ ইতি ফলিতম্।

বঙ্গানুবাদ।

বাস্তবিকপক্ষে "সাধ্যাভাবতের নাই বৃত্তি যেথানে" এইরূপ তিনটী পদযুক্ত "ব্যধিকরণ বহুব্রীহির" উত্তর "ত্ব" প্রত্যয় করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "সাধ্যাভাববতঃ" এস্থলে নিরূপিতত্ব অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি, আর ইহার অন্বয় হয় বৃত্তির সহিত, ইহাও বুঝিতে হইবে।

আর তাহাহইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তির অভাববত্ত্বই অব্যভিচরিতত্ব—ইহাই হইল ফলিতার্থ।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যাশেষ—

তাহা হইলে ত সর্ব্বত্রই ঐরূপ সম্বন্ধ-সাহায্যে উক্ত নিয়মটী লঙ্ঘিত হইবে। এতদুত্তরে বলা হয় যে, না—তাহা হইবে না; কারণ, সকল পরম্পরা-সম্বন্ধের সংসর্গতা গ্রন্থকার স্বীকার করেন না—এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে এ দোষ এখানে হয় না। এই জন্যই তৃতীয় আপত্তি-প্রদর্শন প্রয়োজন হইতেছে।

এইরূপে বঙ্গীয় নব্য-নৈয়ায়িক মিথিলার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতঃ প্রাচীন মতের উপর তিনটী দোষ-প্রদর্শন করিয়া এইবার নিজমতে প্রথম লক্ষণের সমাসার্থ বিবৃত করিতেছেন।

নব্যমতে সমাসার্থ নির্ণয়।

ব্যাখ্যা—এইবার নব্যমতের সমাসার্থ কথিত হইতেছে। ইহা হইবে—"সাধ্যাভাববতঃ ন বৃত্তিঃ যত্র" = সাধ্যাভাববদবৃত্তিঃ—বহুব্রীহি সমাস। ইহার পর ভাবার্থে "ত্ব" প্রত্যয় করিয়া "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব" পদ সিদ্ধ হইবে। এরূপ করিলে "সাধ্যাভাববৎ" পদের সহিত "বৃত্তির" অন্বয় হইতে পারিবে, আর পূর্ব্ববৎ দোষ হইবে না। তবে এই বহুব্রীহি এখানে ত্রিপদ-ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি হইল। ইহার কারণ, ইহাতে তিনটী পদ থাকিতেছে এবং অন্য পদার্থ-বোধক হইতেছে। সুতরাং, এতদনুসারে ইহার অর্থ হইল—সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাববত্ত্বই—অব্যভিচরিতত্ব এবং তাহাই সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণ।

এখন ইহা কি করিয়া সদ্‌হেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে প্রযুক্ত হয় এবং অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে প্রযুক্ত হয় না, তাহা দেখা আবশ্যক। পরন্তু এস্থলে ইহার উল্লেখ করিয়া আর গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করিব না, পূর্ব্বে ৪।৫ পৃষ্ঠায় ইহা যথারীতি আলোচিত হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে সেই স্থলটী দৃষ্টি করিলেই চলিবে।

নব্যমতের সমাসে আপত্তি ও উত্তর।

টীকামুলম্।

ন চ ব্যধিকরণ-বহুব্রীহিঃ সর্ব্বত্র অসাধুঃ† ইতি বাচ্যম্? অয়ং হেতুঃ—সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিঃ ইত্যাদৌ ব্যধিকরণ-বহুব্রীহিং বিনা গত্যন্তরাভাবেন অত্রাপি ব্যধিকরণ-বহুব্রীহেঃ সাধুত্বাৎ।

বঙ্গানুবাদ।

আর ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি সমাস সর্ব্বত্র অসাধু ইহাও বলা উচিত নহে। তাহার হেতু এই যে, "সাধ্যাভাববদবৃত্তিঃ" ইত্যাদি স্থলে ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি-সমাস-ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। এজন্য এস্থলেও ব্যধিকরণ-বহুব্রীহিকে সাধুপ্রয়োগের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে।

---

† "অসাধুঃ" ইত্যত্র "ন সাধুঃ" ইতি বা পাঠঃ; সোঃ সং। "ন (সর্ব্বত্র) সাধুঃ" চৌঃ সং; ইত্যপি পাঠঃ।

ব্যাখ্যা— নব্যমতে যেরূপ সমাস করা হইল তাহাতে একটা আপত্তি উঠিতে পারে। এজন্য টীকাকার মহাশয় এস্থলে স্বয়ংই তাহা উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন। আপত্তি এই যে—এস্থলে যখন ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি সমাস করিতে হইতেছে, তখন ইহাও নির্দ্দোষ পথ নহে। কারণ, গত্যন্তর থাকিলে পণ্ডিতগণ ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি সমাস করিতে চাহেন না। সুতরাং, এ সমাসও সাধু নহে। এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, যেস্থলে গত্যন্তর থাকে না, সেস্থলে তাহা করায় দোষ হয় না, এজন্য এস্থলেও দোষ নাই। কারণ, সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে এস্থলে উক্ত পথাতিরিক্ত আর অন্য পথ নাই।

এস্থলে ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি সমাসের অর্থটীর প্রতি একটু লক্ষ্য করা উচিত।

"ব্যধিকরণ" শব্দের অর্থ—বিভিন্ন-অধিকরণ যাহার তাহা। "অধিকরণ" শব্দের অর্থ আধার বা আশ্রয়। "ব্যধিকরণ" শব্দের বিপরীত শব্দ সমানাধিকরণ। ইহার অর্থ—অভিন্ন বা এক অধিকরণ যাহার তাহা। বহুব্রীহি সমাসে সমাসবাক্য-মধ্যস্থ পদার্থাতিরিক্ত অন্য পদার্থকে বুঝায়। যেমন, "ধনুষ্পাণি" শব্দে "ধনুঃ" অথবা "পাণি"কে না বুঝাইয়া যাহার হস্তে ধনুক থাকে, তাহাকে বুঝায়। এই বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার, যথা—"সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি" এবং "ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি"। সমানাধিকরণ-বহুব্রীহিতে, যাহাকে বুঝায়, তাহাতে সমাসবাক্য-মধ্যস্থ পদার্থগুলি এক-বিভক্তিক হইয়া পরস্পরে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে থাকে; যেমন নীলাম্বর। ইহাতে "নীল" অম্বরের বিশেষণ এবং অম্বরের সহিত এক বিভক্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ব্যধিকরণ-বহুব্রীহিতে যাহাকে বুঝায়, তাহাতে সমাসবাক্য-মধ্যস্থ পদার্থগুলি পরস্পরে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন হইলেও একবিভক্তিক হয় না। যেমন "ধনুষ্পাণি", ইহাতে "ধনুঃ" পাণির বিশেষণ হয়, কিন্তু একবিভক্তি প্রাপ্ত হয় না।

যাহাহউক, এখন হইতে টীকাকার মহাশয় লক্ষণমধ্যস্থ প্রত্যেক পদের সার্থকতা ও তদন্তর্গত রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। পরবর্ত্তী বাক্যে লক্ষণমধ্যস্থ বৃত্তিত্বাভাব কিরূপ অভাব, ইত্যাদি নানা কথার অবতারণা করিতেছেন।

বৃত্তিতাভাব পদের রহস্য।

টীকামূলম্।

"সাধ্যাভাবাধিকরণবৃত্ত্যভাব"শ্চ তাদৃশ-বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাবো বোধ্যঃ।*

তেন "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদৌ ধূমাভাববজ্জলহ্রদাদি-বৃত্ত্যভাবস্য*, ধূমাভাববদ্-বৃত্তিত্ব-জলত্বোভয়ত্বাবচ্ছিন্না-†ভাবস্য চ বহ্নৌ সত্ত্বেঽপি ন অতিব্যাপ্তিঃ।

বঙ্গানুবাদ।

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবটী ঐ প্রকার বৃত্তিত্ব-সামান্যের অভাব বুঝিতে হইবে।

এজন্য "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি স্থলে ধূমাভাবাধিকরণ যে জলহ্রদাদি, তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব এবং ধূমাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব—এতদ্ উভয়ত্বাবচ্ছিন্নের যে অভাব, তাহারা বহ্নিতে থাকিলেও অতিব্যাপ্তি হয় না।

* "-বৃত্ত্যভাব-" ইত্যত্র "-বৃত্তিত্বাভাব-"; "তাদৃশ-বৃত্তিত্ব-" ইত্যত্র "-তাদৃশবৃত্তি-" সোঃ সং। † "-উভয়ত্ব-" ইত্যত্র "-উভয়ত্বাদ্য-" সোঃ সং; চৌঃ সং; ইত্যপি পাঠাঃ।

ব্যাখ্যা—এখন হইতে প্রথম লক্ষণটীর প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে রহস্য নিহিত আছে তাহাই কথিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই রহস্যটুকু না বুঝিতে পারিলে লক্ষণটীর প্রকৃত তাৎপর্য্যই হৃদয়ঙ্গম করা হইল না। পূর্ব্বে ইহার অতি স্থূলভাবে অর্থ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (৪।৫ পৃষ্ঠা); এক্ষণে টীকা অবলম্বনে ইহার নিগূঢ় অর্থ প্রকাশে যত্নবান্ হওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে এই স্থল হইতেই গ্রন্থারম্ভ।

এখন "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এইটী প্রথম লক্ষণ। সমাস-বিচারকালে দেখা গিয়াছে ইহার অর্থ হইয়াছে—"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব 'হেতুতে' থাকাই ব্যাপ্তি।" অর্থাৎ সাধ্যের যে অভাব, সেই অভাবের যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ দ্বারা নিরূপণ করা যায় এমন যে বৃত্তিতা বা আধেয়তা, সেই আধেয়তার অভাব যদি হেতুতে থাকে, তাহাহইলে তাহাই হইবে—ব্যাপ্তি।

এক্ষণে টীকাকার মহাশয় এই লক্ষণমধ্যস্থ অবৃত্তি অর্থাৎ আধেয়তার অভাব এই পদ-মধ্যে যে রহস্য নিহিত আছে, তাহাই উদ্ঘাটন করিতেছেন।

তিনি বলিতেছেন যে এস্থলে—

"আধেয়তার অভাবটী তাদৃশ আধেয়তাসামান্যের অভাব।"

কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে বিশেষাভাব ধরিয়া লক্ষণটীতে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখান যাইতে পারে।

এখন দেখা যাউক, "আধেয়তা-সামান্যের অভাব" পদের অর্থ কি, এবং উহা না বলিলে কি করিয়া লক্ষণমধ্যে অতিব্যাপ্তি দোষ প্রবেশ করে।

প্রথমতঃ, "আধেয়তা-সামান্যের অভাব বলিতে মোটামুটী কি বুঝায় দেখা যাউক। ইহার অর্থ—আধেয়তা বলিতে যত প্রকার আধেয়তা বুঝায় সেই সকল প্রকার আধেয়তা

"সামান্যভাবে" থাকে না বুঝায়; কোন "বিশেষ" বা নির্দ্দিষ্ট আধেয়তার অভাব বুঝায় না। যেমন, কোন গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের সামান্যাভাব বলিলে সেই গৃহমধ্যস্থ কোন নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যের অভাব, অথবা তত্রত্য মনুষ্য এবং মনুষ্যভিন্ন ঘট এই উভয়ের অভাব বুঝায় না, অথবা "গৃহমধ্যস্থ" এই বিশেষণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মনুষ্যের সামান্যাভাব বুঝায় না, পরন্তু সেই গৃহমধ্যস্থ কেবল মনুষ্যপদবাচ্য যাবৎ প্রাণীরই অভাব বুঝায়। ফলকথা, যাহার সামান্যাভাবে অভাব বলা হয়, তাহার ন্যূন অর্থাৎ অল্প এবং তদ্ভিন্ন অর্থাৎ তদিতরের সহিত তাহাকে মিশাইয়া বুঝিলে চলিবে না, পরন্তু ঠিক্ ঠিক্ তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং, কোন কিছুর সামান্যাভাব বলিলে এই ছোট বড় দুইপ্রকার দোষশূন্য করিয়া তাহাকে গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ, এই দুই প্রকার দোষশূন্য না করিতে পারিলে যাহারই সামান্যাভাব কথিত হইবে, তাহা ঠিক সামান্যাভাব হইবে না, তাহাতে লক্ষণবিশেষে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। তন্মধ্যে, এই ব্যাপ্তির লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষটী, ন্যূনতা-বারণ না করিলে ঘটে, এবং অতিব্যাপ্তি দোষটী, ইতর বা আধিক্যবারণ না করিলে ঘটে। এজন্য, সর্ব্বত্র সামান্যাভাবের দুইটী ভাগ (ন্যায়ের ভাষায় দুইটী দল) থাকে, একটীর নাম ন্যূন-বারক এবং অপরটীর নাম অধিক বা ইতর-বারক। উক্ত "গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের সামান্যাভাব" দৃষ্টান্তে ন্যূনতাবারণ করিলে উহা "মনুষ্যের সামান্যাভাব" হইতে পারিবে না, এবং ইতরবারণ করিলে "গৃহমধ্যস্থ কোন নির্দ্দিষ্ট মনুষ্য" অথবা "গৃহমধ্যস্থ মনুষ্য এবং ঘট এই উভয়ের অভাব" হইতে পারিবে না।

এখন, এতদনুসারে লক্ষণোক্ত বৃত্তিতাসামান্যের অভাব বলিতে কেবল উক্ত যাবৎ বৃত্তিতারই অভাব বুঝিতে হইবে, উহার সহিত অপর কিছু মিশ্রিত করিয়া অথবা উহা হইতে কিছু বাদ দিয়া বুঝিলে চলিবে না—বুঝা গেল।

টীকাকার মহাশয় এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব"

বলিতে যদি—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাসামান্যের অভাব"

না বলা যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-'জলহ্রদ'-নিরূপিত আধেয়তার অভাব"

এই প্রকার একটী বিশেষাভাব ধরিয়া এবং তৎপরে—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা ও জলত্ব 'এতদুভয়াভাব'"

এই প্রকার আর একটী বিশেষাভাব ধরিয়া লক্ষণটীর মধ্যে অতিব্যাপ্তি-দোষ-প্রদর্শন করা যাইতে পারিবে; যেহেতু ইহারা উভয়েই—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব"

পদবাচ্য হইতে পারে।

পরন্তু, এস্থলে সামান্যাভাব নিবেশ না করিলে অব্যাপ্তি দোষও হয়। টীকাকার মহাশয় বিষয়টী সহজ ভাবিয়া সে দোষের কথা আর উত্থাপন করেন নাই। তিনি কেবল সামান্যাভাবের ইতর-বারক অংশের উপর লক্ষ্য করিয়া সামান্যাভাব নিবেশ না করিলে লক্ষণটীর যে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় তাহার কথাই বলিয়াছেন। আমরা টীকাকার মহাশয়ের কথিত এই অতিব্যাপ্তি দোষটা বিবৃত করিয়া পরে উক্ত অব্যাপ্তি দোষটীর কথাও বলিব এবং তৎপরে এই সামান্যাভাবের ঐ অংশ দুইটীও পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করিব, যেহেতু অধ্যাপক-সমীপে ইহা সকলেই শিক্ষা করিয়া থাকেন। এখন দেখা যাউক

সামান্যাভাব নিবেশ না করিলে অতিব্যাপ্তি দোষটী কি করিয়া ঘটে।

অবশ্য অতিব্যাপ্তির অর্থ আমরা ৪।৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। ইহার সংক্ষেপে অর্থ—অলক্ষ্যে লক্ষণ যাওয়া। ইহা ইতর-ভেদানুমাপক লক্ষণের ব্যভিচার দোষ। অব্যাপ্তি শব্দের অর্থ—কোন কোন লক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়া। ইহা ঐ লক্ষণের ভাগাসিদ্ধি দোষ। এইরূপ লক্ষণের আর একটী দোষ আছে, তাহার নাম অসম্ভব, ইহা এস্থলে উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাহারও অর্থটী জানিয়া রাখা ভাল। ইহার অর্থ—লক্ষ্য মাত্রে লক্ষণ না যাওয়া। ইহা ঐ লক্ষণের স্বরূপাসিদ্ধি দোষ।

যাউক, এসব অবান্তর কথা। এখন দেখা যাউক, "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব" বলিতে

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদাদি-নিরূপিত আধেয়তার অভাব"

বুঝিলে অতিব্যাপ্তি দোষটী কি করিয়া হয়। এতদুদ্দেশ্যে একটী অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল গ্রহণ করা যাউক ; কারণ, এই অসদ্ধেতুক স্থলটী উক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণের অলক্ষ্য।

পূর্ব্বরীতি অনুসারে এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল একটী ধরা যাউক—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ।"

সুতরাং, এখন দেখিতে হইবে, এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে লক্ষণটী কিরূপে যায়।

এখন দেখ এখানে, সাধ্য=ধূম ; হেতু=বহ্নি।

সাধ্যাভাব=ধূমাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=ধূমাভাবাধিকরণ। ইহা অবশ্য জলহ্রদ, ঘট, পট, তপ্ত-অয়োগোলক প্রভৃতি যাবদ্ বস্তু। কারণ, ধূম তথায় থাকে না।

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা=ইহা, উক্ত জলহ্রদ, ঘট, পট তপ্ত-অয়োগোলকাদিতে যাহা থাকে সেই আধেয়ের ধর্ম্ম।

এখানে যদি "সামান্যাভাব" নিবেশ না করা যায়, তাহা হইলে উক্ত জলহ্রদাদির মধ্যে যে-কোন অধিকরণ, অথবা সমুদায় অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়ের ধর্ম্ম ধরা যাইতে পারে।

এতদনুসারে এখন যদি "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা" বলিতে জলহ্রদ-মাত্র-

নিরূপিত আধেয়তা ধরা যায়, তাহা হইলে, সেই আধেয়তার অভাব, হেতু যে বহ্নি, তাহাতে থাকিবে। কারণ, জলহ্রদের আধেয় মীন-শৈবাল প্রভৃতি। জলহ্রদ-নিরূপিত আধেয়তা, সুতরাং, মীন-শৈবালাদিতে থাকিবে, এবং সেই আধেয়তার অভাব, সেজন্য, মীন-শৈবাল-ভিন্ন অপরে থাকিবে, অর্থাৎ বহ্নিতেও থাকিবে। সুতরাং, দেখা গেল, সামান্যাভাব নিবেশ না করিলে লক্ষণটী অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে যাইবে, অর্থাৎ তাহা হইলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে।

কিন্তু, যদি "সামান্যাভাব" নিবেশ করা যায়, তাহা হইল "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা" বলিতে কেবল জলহ্রদ বা ঘট, পট, ইত্যাকার কোন নির্দ্দিষ্ট ধূমাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা ধরিতে পারা যাইবে না, পরন্তু সাধ্যাভাবাধিকরণ অর্থাৎ ধূমাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যাবৎ আধেয়তা ধরিতে হইবে। আর তাহার ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ যে তপ্ত-অয়োগোলক, তন্নিরূপিত আধেয়তার অভাব, হেতু যে বহ্নি, তাহাতে পাওয়া যাইবে না। সুতরাং, লক্ষণটী এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে যাইবে না, অর্থাৎ তাহা হইলে উক্ত অতিব্যাপ্তি দোষটী নিবারিত হইবে।

ঐরূপ যদি লক্ষণ-মধ্যে আধেয়তার অভাব বলিতে আধেয়তা-সামান্যের অভাব না বলা যায়, তাহা হইলে "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব" বলিতে

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব এতদুভয়াভাব"

ধরিয়া লক্ষণটীর অতিব্যাপ্তি দোষ দেখান যাইতে পারে।

দেখ, এখানে সাধ্য = ধূম ; হেতু = বহ্নি।

সাধ্যাভাব = ধূমাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = ধূমাভাবাধিকরণ। ইহা অবশ্য জলহ্রদ, ঘট, পট, তপ্ত-অয়োগোলক প্রভৃতি যাবদ্ বস্তু। কারণ, ধূম তথায় থাকে না।

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা = ইহা, উক্ত জলহ্রদ, ঘট, পট, তপ্ত-অয়োগোলকাদিতে যাহা থাকে তাহার ধর্ম্ম।

এখানে যদি "সামান্যাভাব" নিবেশ করা না যায়, তাহা হইলে "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব" ধরিতে সাধ্যাভাবের সমুদায় অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়ের ধর্ম্মের সহিত "হেতু বহ্নির" ধর্ম্ম-ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম, যথা—"জলত্বকে" মিশ্রিত করিয়া তাহাদের উভয়ের অভাবকে ধরা যাইতে পারে। কারণ, এই উভয়ের অভাব বলিলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাবটীও পাওয়া যায়।

এতদনুসারে এখন যদি "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব" বলিতে "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব এতদুভয়াভাব" ধরা যায়, তাহা হইলে, সেই "উভয়াভাব," বহ্নিতে থাকিবে ; কারণ, বহ্নিতে উক্ত বৃত্তিতা থাকিলেও জলত্বের অভাব থাকায় উভয়াভাব থাকে, যেহেতু বৃত্তিতা ও জলত্বকে লইয়া যে "উভয়" হইয়াছিল, উহাদের একের

অভাব ঘটিলে নিশ্চয়ই উভয়ের অভাব ঘটিবে। সুতরাং, দেখা গেল "সামান্যাভাব" নিবেশ না করিলে লক্ষণটী এইরূপেও অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে যাইতেছে, অর্থাৎ তাহা হইলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিতেছে।

কিন্তু, যদি "সামান্যাভাব" নিবেশ করা যায়, তাহা হইলে 'সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়ত্বাভাব' বলিতে সাধ্যাভাবের সমুদয় অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার সহিত হেতু-বহ্নির ধর্ম্ম-ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম, যথা—"জলত্বকে" মিশ্রিত করিয়া উভয়ের অভাবকে ধরা যাইতে পারিবে না ; পরন্তু, সাধ্যাভাবের সমুদায় অধিকরণ-নিরূপিত কেবল আধেয়তাকেই ধরিয়া তাহার অভাব ধরিতে হইবে। কারণ, সামান্যাভাব বলায় আধেয়তা-সামান্যেরই অভাব বুঝায়,আধেয়তা ও অপর এই উভয়ের অভাব বুঝায় না। সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ যে তপ্ত-অয়োগোলক, তন্নিরূপিত আধেয়তার অভাব, হেতু যে বহ্নি, তাহাতে পাওয়া যাইবে না। অতএব, লক্ষণটী এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে যাইবে না, অর্থাৎ তাহা হইলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষটী নিবারিত হইবে।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া দেখা গেল, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়ত্বা-ভাবকে "সামান্যাভাব" বলিয়া নিবেশ না করিলে কি করিয়া অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে ইহা সামান্যাভাবের ইতর-বারক দল না দিলে ঘটে। এইবার দেখা যাউক, এই সামান্যাভাবটী নিবেশ না করিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

অবশ্য এই অব্যাপ্তি, সামান্যাভাবের ইতর-বারক দল দেওয়াতেই ঘটিয়াছে। যাহা হইক, এখন একটী সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল গ্রহণ করিয়া দেখিতে হইবে লক্ষণ-মধ্যে সামান্যাভাব নিবেশ না করিলে লক্ষণটী কিরূপ হয় এবং পরিশেষে কি জন্য উহা উক্ত স্থলে প্রযুক্ত হয় না।

এতদনুসারে প্রথমতঃ সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল একটী ধরা গেল—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

তৎপরে দেখ, সামান্যাভাব নিবেশের পূর্ব্বে লক্ষণটী ছিল—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তানিষ্ঠপ্রতিযোগিতার অভাব"

এবং: সামান্যাভাব নিবেশ করিলে লক্ষণটী হয়—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাসামান্যের অভাব"

কিন্তু যদি সামান্যাভাব মধ্যে ন্যূনত্ববারক বিশেষণ নিবেশ না করা যায়, তাহা হইলে লক্ষণটী

"অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা-সামান্যের অভাব"

অথবা কেবল মাত্র—

"আধেয়তাসামান্যের অভাব—

ইত্যাদি প্রকারও হইতে পারে।

কারণ, যে আধেয়তার অভাবের কথা বলা হইতেছে, সেই আধেয়তার বিশেষণ প্রথমতঃ —"অধিকরণ" পদার্থটী, সেই অধিকরণের আবার বিশেষণ হইতেছে "সাধ্যাভাব" পদার্থটী। এবং এই সাধ্যাভাবের আবার বিশেষণ হইতেছে "সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা"। এখন উক্ত আধেয়তার অভাব, এই প্রকার বিশেষণে বিশেষিত হওয়ায় কেবল ইতরবারণ করিলে উক্ত বিশেষণগুলি পরিত্যাগ করিতে বাধা দিবার কেহ থাকে না। এজন্য ন্যূনবারক দলের প্রয়োজন। ইহা পরে বিস্তৃতভাবে কথিত হইতেছে। সুতরাং, এখন ধরা যাউক, যাহার সামান্যাভাবের কথা বলা হইতেছে, তাহাকে তাহার বিশেষণ-বিযুক্ত করিয়া অল্প বা ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার সামান্যাভাবের কথা বলা হয় না। অর্থাৎ এস্থলে

অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাসামান্যের অভাব

অথবা—

আধেয়তাসামান্যের অভাব

কখনই—

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাসামান্যাভাব হইতে পারে না।

এখন দেখ, একথা যদি স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে উক্ত লক্ষণ দুইটী কেন প্রযুক্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ লক্ষণের কেন অব্যাপ্তি হয়।

দেখ এখানে, সাধ্য = বহ্নি ; হেতু = ধূম।

সাধ্যাভাব = বহ্নির অভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = বহ্নির অভাবের অধিকরণ ; যথা—জলহ্রদাদি। কারণ, বহ্নি তথায় থাকে না।

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা = জলহ্রদাদি-নিরূপিত আধেয়তা, ইহা থাকে জলহ্রদের আধেয় মীন-শৈবলাদির উপর।

এখানে প্রথমতঃ দেখ "সাধ্যাভাব" অংশটুকু গ্রহণ না করিলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার পরিবর্ত্তে কেবল "অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটী" গ্রহণ করিতে হয়। আর সেরূপ করিলে ঐ বৃত্তিতা, পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাও হইতে পারিবে। কারণ, পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠাদি সকলই অধিকরণ-পদবাচ্য হইয়া থাকে। আর ইহার ফলে ইহাদের নিরূপিত বৃত্তিতা "হেতু ধূমে" থাকিতে পারিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না। কারণ, ধূম, পর্ব্বতাদিতে থাকে। সুতরাং, 'হেতু' ধূমে "অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যের অভাব" পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ লক্ষ্যস্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইল।

ঐরূপ কেবল "বৃত্তিতাসামান্যের অভাব" বলিলেও লক্ষণ যাইবে না। কারণ, হেতু ধূমে তখন বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যাইবে না। যেহেতু, ধূম, কোথাও না কোথাও থাকে বলিয়া উহাতে কোন-না-কোনরূপ বৃত্তিতাই থাকে, উহাতে বৃত্তিতাসামান্যের অভাব পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং, এস্থলেও লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইবে।

অতএব, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার সামান্যাভাবকে বুঝাইতে হইলে "অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার সামান্যাভাব" অথবা "বৃত্তিতাসামান্যাভাব" বলিলে চলিবে না। পূর্ব্বে যেমন অতিব্যাপ্তি-দোষ-কালে "সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব"কে অথবা "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব এতদুভয়াভাব"কে, সামান্যাভাব-নিবেশ দ্বারা নিষেধ করিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণ করা হইয়াছিল, এস্থলেও তদ্রূপ সামান্যাভাব-নিবেশ দ্বারা উক্ত অব্যাপ্তি দোষ নিবারণ করিবার জন্য লক্ষণের বিশেষণদ্বয়কে বিযুক্ত করিতে নিষেধ করা হইল। তবে, পার্থক্য এই যে, অতিব্যাপ্তি নিবারণ-কালে লক্ষণে অধিক কিছু গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল, এক্ষণে অব্যাপ্তি-নিবারণ-কালে তদপেক্ষা ন্যূন গ্রহণে নিষেধ করা হইল। সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব বলিতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাসামান্যেরই অভাব বুঝিতে হইবে।

এখন কথা হইতেছে, যে "সামান্যাভাব" নিবেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য এস্থলে এত কথা বলা হইল, সে সামান্যাভাব জিনিষটী কি, এবং তাহার দুইটী দলই বা কি? এইবার তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কারণ, ইহাতে শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে।

কিন্তু, এই কথাটী বলিবার পূর্ব্বে ন্যায়ের কতিপয় পারিভাষিক শব্দের জ্ঞান আমাদের আবশ্যক। কারণ, উক্ত সামান্যাভাবটী নিতান্তই পারিভাষিক-শব্দ-বহুল। এতদর্থে এস্থলে আমরা কেবল মাত্র কয়েকটী শব্দের অর্থ ও তাহাদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বুঝাইতে চাহি। সে শব্দ কয়টী এই—অবচ্ছিন্ন, অবচ্ছেদক, প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিতা।

অবচ্ছিন্ন—শব্দের অর্থ যাহাকে ছেদন করা হইয়াছে। অবশ্য এই ছেদন করা ছুরিকা-প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা ছেদন করা নহে। ইহা বিশেষণ-সাহায্যে তদ্ভিন্ন হইতে তাহাকে পৃথক্ করা। সুতরাং ইহার অর্থ—বিশিষ্ট। যেমন, শ্বেত হস্তী বলিলে শ্বেত পদার্থের দ্বারা কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি হস্তী হইতে কতিপয় হস্তীকে পৃথক্ করা হয়। যেমন, বিদ্বান্ মনুষ্য বলিলে সাধারণ মনুষ্য হইতে, কতিপয় মনুষ্যকে পৃথক্ করা হয়। তাহার পর যাহা অবচ্ছিন্ন হয়, তাহা কোন কিছুর ধর্ম্ম-বিশেষ হয়। কোন কিছু "ধর্ম্ম" রূপে প্রতিভাত না হইলে, তাহা অবচ্ছিন্ন পদবাচ্য হয় না। যেমন, বহ্নি যখন সাধ্য হয়, তখন সাধ্যের সাধ্যতা-ধর্ম্মটী হয়—বহ্নিত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন, পরন্তু সাধ্যকে অবচ্ছিন্ন বলা হয় না। ঐরূপ, দণ্ড যখন হেতু হয়, তখন হেতুতা হয়—দণ্ডত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন, হেতুকে অবচ্ছিন্ন বলা হয় না। তদ্রূপ,কোন কিছু যদি "প্রকার" প্রতিযোগী "বিশেষ্য" "বিশেষণ" "উদ্দেশ্য" "বিধেয়" "কার্য্য" "কারণ" "বিষয়" প্রভৃতি যে-কোনটী বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখন সেই প্রকারতা প্রতিযোগিতা, বিশেষ্যতা, বিশেষণতা, উদ্দেশ্যতা, বিধেয়তা, কার্য্যতা, কারণতা, বিষয়তা, প্রভৃতি, উক্ত "কোন কিছুর" দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলা হইয়া থাকে। এখানে প্রকারতা, প্রভৃতিগুলি 'প্রকার' প্রভৃতির ধর্ম্ম। সুতরাং, যাহা কিছু ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই অবচ্ছিন্ন হইবার যোগ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এখন ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় তাহাও এস্থলে জানা আবশ্যক। কারণ, সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলিতে আমরা গুণ বা গুণের মত কোন একটা কিছু বুঝি, এবং তাহা প্রায়ই "ত্ব" বা "তা" প্রত্যয়ান্ত শব্দ হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। ধর্ম্ম বলিতে দ্রব্যাদি সাতটী বৃত্তিমান্ পদার্থই বুঝাইতে পারে। পুস্তকখানি হস্তে রহিয়াছে, এস্থলে দ্রব্য-পুস্তকখানি হস্তের ধর্ম্ম পদবাচ্য হইতে পারে। জল শীতল, এস্থলে শীতলতা গুণটী জলের ধর্ম্ম হইতে পারে। ঘটত্ব একটী জাতিপদার্থ, ইহা যাবৎ ঘটে থাকে। এই ঘটত্বও ধর্ম্ম পদবাচ্য হইতে পারে; এইরূপ অন্যত্র বুঝিতে হইবে। সুতরাং, ধর্ম্ম বলিতে বৃত্তিমান্ সাতটী পদার্থ বুঝাইতে পারে। ফল কথা, যাহা বিশেষিত হইবার যোগ্য, তাহাই অবচ্ছিন্ন হইতে পারে। ন্যায়ের ভাষায় অবচ্ছিন্ন বলিতে "অবচ্ছেদকতা-নিরূপিত" বলা হয়।

অবচ্ছেদক—শব্দের অর্থ—যে ছেদন করে, অর্থাৎ তদ্ভিন্ন-হইতে তাহাকে পৃথক্ করে। ইহার প্রতিশব্দ বিশেষণ বা ব্যাবর্ত্তক। যেমন, বহ্নি যখন সাধ্য হয়, বহ্নিত্ব তখন সাধ্যতার অবচ্ছেদক হয়; বহ্নি সাধ্যতার, অথবা বহ্নিত্ব সাধ্যের অবচ্ছেদক হয়, এরূপ বলা হয় না। তদ্রূপ, বহ্নি যখন উক্ত প্রতিযোগী, প্রকার, বা বিশেষ্য প্রভৃতি হয়, তখন বহ্নিত্ব, প্রতিযোগিতার, প্রকারতার, বা বিশেষ্যতা প্রভৃতির অবচ্ছেদক হয়। প্রতিযোগীর বা প্রকার বা বিশেষ্য প্রভৃতির অবচ্ছেদক হয় না। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, যে যাহার অবচ্ছেদক হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত কোন কিছুর ধর্ম্ম বিশেষ হয় এবং তাহার পর, তাহা অপর কোন কিছুর ধর্ম্মকে অবচ্ছিন্ন করে। অবশ্য, ধর্ম্ম বলিতে বৃত্তিমান্ সকল পদার্থকেই বুঝায়, ইহা উপরে বলা হইয়াছে এবং কোনও পদার্থকে ধর্ম্ম রূপে না বুঝিলে তাহাকে অবচ্ছেদক বলা যাইতে পারে না। এখন যদি সংক্ষেপে স্থূলভাবে এই অবচ্ছেদকের লক্ষণ করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যায়—যেই ধর্ম্ম-প্রকারে যাহাকে যদ্ধর্ম্মবান্ করা হয়, সেই ধর্ম্মটী তদীয় তদ্ধর্ম্মের অবচ্ছেদক হয়। যেমন, 'বহ্নি সাধ্য'-স্থলে, 'বহ্নিত্ব' হয় 'সাধ্যতার' অবচ্ছেদক। এখানে "যেই-ধর্ম্ম" = বহ্নিত্ব; "যাহাকে" = বহ্নিকে; "যদ্ধর্ম্মবান্" = সাধ্যতারূপধর্ম্মবান্; "সেই-ধর্ম্মটী" = বহ্নিত্ব; "তদীয়" = বহ্নির; "তদ্ধর্ম্মের" = সাধ্যতার, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ন্যায়ের ভাষায় অবচ্ছেদক কাহাকে বলে, তাহা অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) ইহার একটী অর্থ—স্বরূপ-সম্বন্ধ বিশেষ, যথা—

ঘটকং চ অবচ্ছেদকত্বং স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ। ইতি অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তৌ শিরোমণিঃ।

(২) ইহার দ্বিতীয় অর্থ—অনতিরিক্তবৃত্তিত্ব, যথা—

অবচ্ছেদকত্বং চ ইহ অনতিরিক্তবৃত্তিত্বম্। তেন বিশিষ্টস্য অসম্বন্ধেঽপি ভ্রমাৎ প্রতিবন্ধেঽপি ন ক্ষতিঃ। ইতি সামান্যনিরুক্তৌ শিরোমণিঃ।

(৩) ইহার তৃতীয় অর্থ—অন্যূনানতিরিক্তবৃত্তিত্ব, যথা—

নমু তাদৃশ-প্রতিযোগিত্বানূ্যনানতিরিক্তবৃত্তিত্বং বাচ্যম্। বহ্নিত্বং ন ঘটবৃত্তিতাদৃশপ্রতিযোগিত্বা-ন্যূনানতিরিক্তবৃত্তি, অতঃ আহ তার্ণাতার্ণেতি। ইতি অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তৌ জগদীশঃ।

(৪) ইহার চতুর্থ অর্থ—অনতিরিক্তবৃত্তিত্বরূপ অবচ্ছেদকত্ব যথা—
তদবচ্ছিন্নাভাববদনম্বন্ধস্ববিশিষ্টসামান্যকত্বং স্ববিশিষ্টসম্বন্ধিনিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বৎকত্বং বা তদনতিরিক্তবৃত্তিত্বং ব্যক্তব্যম্। ইতি অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তৌ শিরোমণিঃ।

(৫) ইহার পঞ্চম অর্থ—অব্যাপ্যবৃত্তির অবচ্ছেদক, যথা—
অব্যাপ্যবৃত্তেরবচ্ছেদকত্বমপি স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ তদাশ্রয়াবচ্ছেদকঃ। তচ্চাবচ্ছেদকত্বম্। ইহ শিখরিণি নিতম্বে হুতাশনো ন শিখরে ইত্যাদি প্রতীতিবলাৎ কুত্রচিদব্যাপ্যবৃত্ত্যধিকরণদেশবিশেষাদিদানীং গোষ্ঠে গৌঃ ন তু গৃহে ইত্যাদিপ্রতীতিবলাৎ কুত্রচিৎ দেশবৃত্তিতায়াঃ কালে, কুত্রচিৎ কালবৃত্তিতায়া দেশে অপি অস্তি।

প্রতিযোগী=প্রতি+যুজ্+ঘিনুন্। ইহা অভাব ও সম্বন্ধভেদে দ্বিবিধ। অভাব-স্থলে ইহার অর্থ হয়—বিরোধী। যদিও যুজ্ ধাতুর প্রকৃত অর্থ—"যোগ", কিন্তু "প্রতি" উপসর্গবশতঃ ইহার অর্থ হইল—বিরোধী। সম্বন্ধ-স্থলে ইহার অর্থ—যোজক বা ঘটক। এখানে যুজ্ ধাতুর প্রকৃত অর্থই থাকে ; "প্রতি" উপসর্গবশতঃ অর্থের অন্যথা হয় না। তন্মধ্যে প্রথম অর্থের দৃষ্টান্ত—যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয় ঘট, অথবা ঘটাভাবাভাবের প্রতিযোগী হয় ঘটাভাব। কারণ, যেখানে ঘট বা ঘটাভাব থাকে; তথায় যথাক্রমে ঘটাভাব বা ঘটাভাবাভাব থাকে না।

দ্বিতীয় অর্থে, ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট আছে বলিলে ঘটটী হয় ঐ সম্বন্ধের প্রতিযোগী অর্থাৎ যোজক এবং ভূতলটী হয় অনুযোগী।

প্রতিযোগিতা শব্দের অর্থ—এই প্রতিযোগীর ধর্ম্ম বিশেষ। ঘটাভাব স্থলে ঘটটী হয় প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিতা থাকে ঘটের উপর এবং এই প্রতিযোগিতাকে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা বলা হয়।

এই প্রতিযোগিতার যাহা অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষণ হয় তাহা ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ। যেমন, যে ধর্ম্ম-পুরস্কারে যাহার অভাব গ্রহণ করা হয়, সেই ধর্ম্মটী হয় তাহার প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, এবং যে সম্বন্ধে অভাব ধরা হয়, সেই সম্বন্ধটী হয় ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। যেমন, ঘটাভাব স্থলে ঘটত্ব হয় ঘটাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক এবং সংযোগ সম্বন্ধটী হয় উহারই আবার অবচ্ছেদক। কিন্তু সম্বন্ধের উপরে যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা প্রভৃতি থাকে, তাহা কোনরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। যেমন, বহ্নি যখন সংযোগাদি সম্বন্ধে সাধ্য হয়, কিম্বা, বহ্নির যখন সংযোগাদি সম্বন্ধে অভাব ধরা হয়, তখন ঐ সংযোগাদির উপর যে অবচ্ছেদকতা থাকে বলা হয়, তাহা আর কোনরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। ধর্ম্মের উপরে যে অবচ্ছেদকতা থাকে, তাহা কোন-না-কোন সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। যেমন, বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা এবং বহ্নি-সাধ্যক-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা থাকে বহ্নিত্বের উপরে। এবং ঐ বহ্নিত্বনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতাটী সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। আবার বহ্নিমতের অভাব ধরিলে বা বহ্নিমান্‌কে সাধ্য করিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটী হয় সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা, এবং উহা তখন থাকে বহ্নিতে। প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক=প্রতিযোগ্যংশে ভাসমান ধর্ম্ম।

এই কয়েকটী শব্দ ন্যায়ের ভাষায় একরূপ প্রধান উপকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক এক্ষণে এই কয়েকটী শব্দ যেরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল। যেমন, "ঘটের অভাব" বলিতে হইলে "ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব" বলা হয়। যাঁহারা নব্যন্যায় জানেন না, তাঁহারা মনে করেন এরূপ করিয়া নৈয়ায়িকগণ, ন্যায়-শাস্ত্রকে বৃথা জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে। কারণ, এরূপ করিয়া যদি না বলা হয়, তাহা হইলে প্রকৃত কেবল ঘটের অভাবই পাওয়া যায় না। ইহাতে তখন দ্রব্যের অভাব, ঘট-পট-উভয়াভাব, এবং সেই ঘটের অভাব ; এই সকল অভাবও পাওয়া যাইতে পারে। যেহেতু, দ্রব্য বলিতে ঘটকেও বুঝায়, এবং ঘট-পট-উভয়ের মধ্যে ঘট বিদ্যমান থাকে, এবং সেই ঘট বলিলেও ঘটকেই পাওয়া যায়। ঘটের অভাব বলিতে এই সকলের অভাবকে বুঝাইতেও পারে বলিয়া এই সকল অভাবকে নিবারণ করিবার জন্য ঘটের অভাবকে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বলা হয়। এভাবে বলিলে আর দ্রব্যের অভাব বা ঘট-পট-উভয়ের অভাব অথবা সেই ঘটের অভাব বুঝায় না। এখন ইহার কারণ কি দেখ—ইহার কারণ, ঘটের অভাব বলিলে "ঘটটী" হয় এই অভাবের প্রতিযোগী এবং ঘটের ধর্ম্ম যে ঘটত্ব, তাহা হয় এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। সুতরাং, এই প্রতিযোগিতাটী ঘটত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু, ঘট-পট-উভয়াভাব বলিলে ঘট-পট-উভয়ের উপর এই অভাবের যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতিযোগিতাটী ঘটত্ব-পটত্ব ও উভয়ত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, পূর্ব্বের ন্যায় কেবল ঘটত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না। ঐরূপ দ্রব্যের অভাব বলিলে এই অভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা দ্রব্যত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, ঘটত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না। সেইরূপ তদ্ঘটের অভাব বলিলে এই অভাবের প্রতিযোগিতাটী তত্ত্ব ও ঘটত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, কেবল ঘটত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং, দেখা গেল, ন্যায়ের ভাষায়, ঘটের অভাব বলিতে "ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগি-তাক অভাব" কেন বলা হয়।

ঐরূপ ভূতলকে বা কোন কিছুকে ঘটবিশিষ্ট বা ঘটবৎ বলিতে গেলে "ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-বিশিষ্ট" বা "ঘটত্বাবচ্ছিন্নবৎ" বলিতে হয়। ইহা যদি না বলা হয়, তাহা হইলে ঘটবিশিষ্ট বা ঘটবৎ বলিতে দ্রব্যবৎ বা প্রমেয়বৎ ইত্যাদিও বুঝাইতে পারে। এখন এই সকলকে নিবারণ করিয়া যদি কেবল ঘট-বিশিষ্টই বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে "ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-বিশিষ্ট" বা ঘটত্বাবচ্ছিন্নবৎ" এইরূপ না বলিলে আর গত্যন্তর নাই! কারণ, ঘটত্বাবচ্ছিন্ন বলিলে ঘটত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন করা হয়, এবং দ্রব্যবৎ বা প্রেময়বৎ বলিলে দ্রব্যত্ব ও প্রেময়ত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন করা হয়। সুতরাং, ঘটবিশিষ্ট বলিতে গেলে ঘটত্বাবচ্ছিন্নবিশিষ্ট বলিলে আর কোন গোল হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এখন এই ভাষায় যদি"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতার অভাবের পরিচয় দিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে "সাধ্যাভাব" বলিতে "সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলিতেই হইবে এবং "বৃত্তিতার অভাব" বলিতে "বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক

অভাব” বলা আবশ্যক, এবং উভয়কে মিলিত করিলে হইবে “সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতাকাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব”। বস্তুতঃ পরে এইরূপ ভাষা স্থলে স্থলে প্রযুক্ত হইবে।

তদ্রূপ, বহুর মধ্যে কোন কিছুকে নির্দ্দেশ করিবার সময় এশাস্ত্রে কতিপয় স্থলে যেরূপ পথ অবলম্বন করা হয়, এস্থলে তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক ; কারণ, এতদ্দ্বারা বক্ষ্যমাণ সামান্যাভাবের দলদ্বয়ের রচনাভঙ্গী সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

মনে কর, একখানি গৃহে একরকমের অনেকগুলি পুস্তক আছে। একখানি পুস্তক রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণ এই তিন জনের, একখানি—মাত্র রামের, এবং অপরখানি রাম, শ্যাম, কৃষ্ণ ও যদু এই চারিজনের। অন্যগুলি অপরের। এখন যদি রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণ এই তিনজনের পুস্তক খানি কাহাকেও আনিতে বলা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে ব্যক্তি রাম নহে, যে ব্যক্তি শ্যাম নহে, এবং যে ব্যক্তি কৃষ্ণ নহে, সে ব্যক্তির নহে, অথচ রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণের যে পুস্তক খানি, সেই খানি আন। অন্য প্রকার বলিলে চলিবে না, অন্য প্রকারে ঠিক্ কথা বলা হইবে না, অর্থাৎ তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ইহার মধ্যে “যে ব্যক্তি রাম নহে, যে ব্যক্তি শ্যাম নহে ও যে ব্যক্তি কৃষ্ণ নহে, সে ব্যক্তির নহে” এই অংশটুকুকে অধিকবারক অংশ বলা হয়, এবং “অথচ রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণের যে পুস্তক খানি সেইখানি” এই অংশটুকু ন্যূনবারক অংশ বলা হয়। এই অংশদ্বয় যদি না বলা যায়, তাহা হইলে দোষ হয়। দেখ, যদি অধিকবারক অংশ না বলা হয়, তাহা হইলে রাম, শ্যাম, কৃষ্ণ ও যদুর যে-খানি, সে-খানি আনিতে পারা যায় ; কারণ, যাহা রাম, শ্যাম, কৃষ্ণ ও যদুর তাহা রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণেরত বটেই, এবং যদি ন্যূনবারক অংশ না বলা যায়, তাহা হইলে কেবল রামের পুস্তকখানি আনিতে পারা যায়। কারণ, রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণ এই তিনজনের ভিতর রাম ত আছেই। সুতরাং, রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণের পুস্তক আন বলিলেই রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণেরই পুস্তক আনা যায় না। অর্থাৎ ঐরূপ করিয়া ঘুরাইয়া বলিতেই হইবে। আমরা এখনই দেখিব সামান্যাভাব-মধ্যেও এইরূপ করিয়া ঘুরাইয়া বলিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

যাহা হউক, এইবার এই সকল পারিভাষিক শব্দ ও বর্ণনভঙ্গী সাহায্যে—দেখিতে হইবে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাসামান্যাভাবের আকারটী কিরূপ, এবং ইহার ন্যূন-বারক ও ইতরবারক দলদ্বয়ই বা কিরূপ।

ইতিপূর্ব্বে সামান্যাভাবের পরিচয় প্রদানকালে আমরা যে একটী দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে পুনরায় তাহারই সাহায্যে অবশিষ্ট কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

উক্ত দৃষ্টান্ত মধ্যে দেখা গিয়াছে, “গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের সামান্যাভাব” আছে বলিলে গৃহমধ্যস্থ কোন নির্দ্দিষ্ট বা কতিপয় মনুষ্যের অভাব বুঝায় না, অথবা উক্ত গৃহমধ্যস্থ যাবৎ মনুষ্য এবং ঘটপটাদির অভাব বুঝায় না, অথবা কেবল “মনুষ্যের সামান্যাভাব” বুঝায় না।

তন্মধ্যে "গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের সামান্যাভাব" বলিতে "কোন বা কতিপয় নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যের সামান্যাভাব" বলিলে, অথবা "গৃহমধ্যস্থ যাবৎ মনুষ্য এবং ঘট-পটাদির-অভাব" বলিলে আধিক্য-দোষ হয়, এবং কেবল "মনুষ্যের সামান্যাভাব" বলিলে ন্যূনতা-দোষ হয়, ইহাও দেখা গিয়াছে।

এক্ষণে আমরা এই ন্যূনাধিক্যটী বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারণ, এই ন্যূনতা ও আধিক্য কোন্ বিষয়ে ন্যূনতা ও আধিক্য তাহা সহজে বুঝা যায় না। ইহার কারণ, যখন গৃহমধ্যস্থ কোন নির্দ্দিষ্ট বা কপিতয় মনুষ্যের অভাব বলা যায়, তখন সহজেই মনে হয়, গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের সংখ্যা কমিয়া গেল, এবং যখন "গৃহমধ্যস্থ" বিশেষণটীকে পরিত্যাগ করিয়া, কেবল "মনুষ্যের" সামান্যাভাব বলা হয়, তখন সহজেই মনে হয়, মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। অথচ উপরে ইহার বিপরীত কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং, এই ন্যূনতাধিক্য জানিবার বিষয়।

এতদুত্তরে বলা হয়, এই ন্যূনতাধিক্য, পদার্থের ব্যক্তিগত সংখ্যার অল্পাধিক্য লইয়া নহে, পরন্তু প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের সংখ্যার অল্পাধিক্য লইয়া। অর্থাৎ "গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের অভাব" বলায় গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের সংখ্যা লইয়া এই অল্পাধিক্য বুঝিলে চলিবে না, পরন্তু মনুষ্যের উপর যে অভাবের প্রতিযোগিতা আছে, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মের সংখ্যা লইয়া এই অল্পাধিক্য বুঝিতে হইবে। এখানে দেখ "গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের অভাব" বলিলে মনুষ্যের উপর অভাবের যে প্রতিযোগিতা থাকে, তাহার অবচ্ছেদক হয় "গৃহমধ্যস্থতা" এবং "মনুষ্যত্ব"। এখন যদি "গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের অভাব" স্থলে বলা যায় "মনুষ্যের অভাব", তাহা হইলে ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় কেবলই "মনুষ্যত্ব"। সুতরাং এখানে ন্যূনতাই হয়। ঐরূপ যদি "গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের অভাব" স্থলে বলা যায় "গৃহমধ্যস্থ কতিপয় মনুষ্যের অভাব," তাহা হইলে ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের সংখ্যা হয় তিনটী যথা—"গৃহমধ্যস্থতা" "কতিপয়ত্ব" এবং "মনুষ্যত্ব"। আর যদি "গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যের অভাব" বলিতে "গৃহমধ্যস্থ মনুষ্য এবং ঘটপটের অভাব" বলা যায়, তাহা হইলেও ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় তিনটী, যথা—গৃহমধ্যস্থতা, ঘটপটত্ব এবং মনুষ্যত্ব। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, এই উভয় স্থলেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং তজ্জন্য ইহারা আধিক্য পদবাচ্য। স্থূলকথা, বিশেষণের অল্পাধিক্য লইয়া ন্যূনতা বা আধিক্য বিচার করিতে হইবে, বিশেষ্যের সংখ্যা ধরিয়া বিচার্য্য নহে।

এখন এতদনুসারে যদি "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব" এই ব্যাপ্তি লক্ষণের ন্যূনতাধিক্য বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব" এবং

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা ও জলত্ব এতদুভয়ের অভাব"—

ইহারা উভয়েই আধিক্য দোষ-দুষ্ট, এবং

"অধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব" এবং

"আধেয়তার অভাব"—

ইহারা উভয়েই ন্যূনতা দোষ-দুষ্ট।

এখন দেখ, এই আধিক্যের কারণ কি? দেখ, "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব" বলিলে এই অভাবের প্রতিযোগিতা থাকে বৃত্তিতার উপর, এবং

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়="বৃত্তিতাত্ব" এবং "সাধ্যাভাবাধিকরণ";

এবং প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হয়="সাধ্যাভাব" এবং "অধিকরণত্ব;"

এবং প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হয়="সাধ্যাভাবত্ব" এবং "সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা"।

এখন যদি বলা যায়—"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা এবং জলত্ব এতদ্ উভয়ের অভাব" তাহা হইলে—

ঐ অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়=সাধ্যাভাবাধিকরণ, বৃত্তিতাত্ব এবং উভয়ত্ব—এই তিনটী। বৃত্তিতা এবং জলত্ব এতদুভয়াভাব না বলিলে হইত দুইটী, যথা—সাধ্যাভাবাধিকরণ এবং বৃত্তিতাত্ব।

সুতরাং, এস্থলে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের সংখ্যাধিক্যই ঘটিল।

ঐরূপ যদি বলা যায়—"সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদ-নিরূপিত-বৃত্তিতাভাব" তাহা হইলে—

ঐ অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হয়=অধিকরণত্ব, জলহ্রদত্ব এবং সাধ্যাভাব—এই তিনটী। জলহ্রদ না বলিলে হইত দুইটী, যথা—সাধ্যাভাব এবং অধিকরণত্ব।

সুতরাং, এস্থলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেকের সংখ্যাধিক্যই ঘটিল।

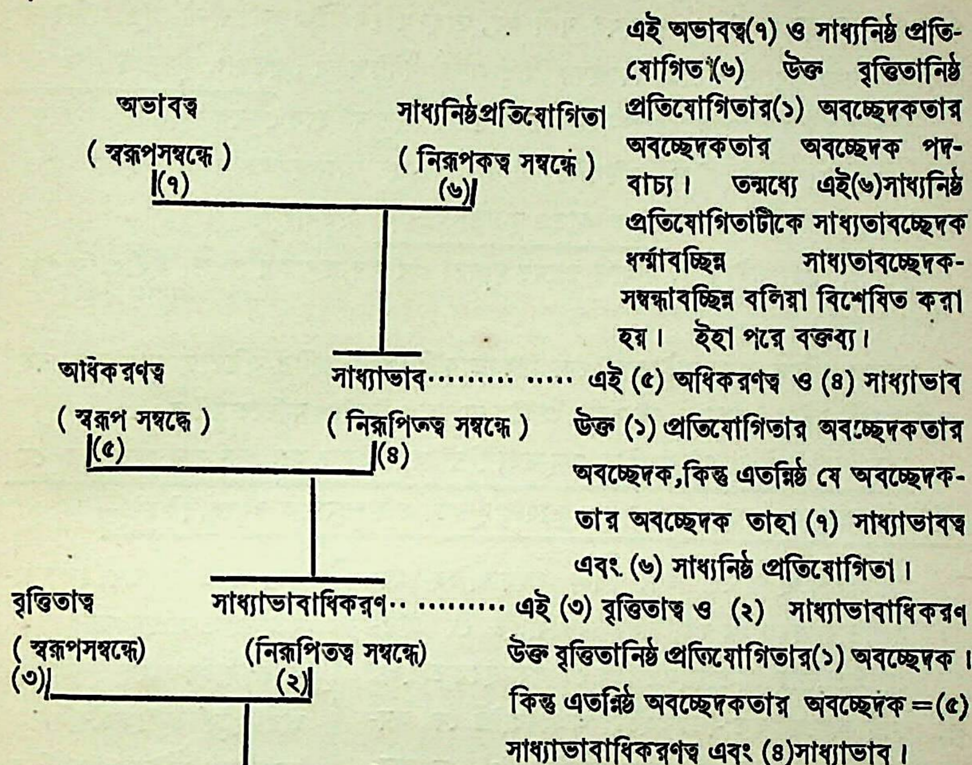
ঐরূপ যদি বলাযায় "হ্রদত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যাভাব, তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব" তাহা হইলেও অবচ্ছেদকেরই সংখ্যাধিক্য ঘটিবে। অবশ্য, টীকাকার মহাশয় এরূপ আধিক্য সম্বন্ধে এস্থলে কোন কথা বলেন নাই। তথাপি এখানে দেখ—

ঐ অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হয়= অভাবত্ব, প্রতিযোগিতা এবং হ্রদত্ববৈশিষ্ট্য। হ্রদত্ববিশিষ্ট না বলিলে হইত দুইটী, যথা—অভাবত্ব এবং প্রতিযোগিতা।

সুতরাং, এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকেরই সংখ্যাধিক্য হইল।

বলা বাহুল্য, এই আধিক্যবারণই উক্ত সামান্যাভাবীয় পর্য্যাপ্তির ইতরবারকদলের লক্ষ্য।

এক্ষণে উপরি উক্ত বিষয়ের মধ্যে কিরূপে কে কাহার অবচ্ছেদক হইতেছে, ইহা সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়া নিম্নে একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।



এই অভাবত্ব(৭) ও সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা(৬) উক্ত বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতার(১) অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক পদবাচ্য। তন্মধ্যে এই(৬)সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া বিশেষিত করা হয়। ইহা পরে বক্তব্য।

সাধ্যাভাব.......... ..... এই (৫) অধিকরণত্ব ও (৪) সাধ্যাভাব উক্ত (১) প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক, কিন্তু এতন্নিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক তাহা (৭) সাধ্যাভাবত্ব এবং (৬) সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

সাধ্যাভাবাধিকরণ.. .... এই (৩) বৃত্তিতাত্ব ও (২) সাধ্যাভাবাধিকরণ উক্ত বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতার(১) অবচ্ছেদক। কিন্তু এতন্নিষ্ঠ অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক =(৫) সাধ্যাভাবাধিকরণত্ব এবং (৪)সাধ্যাভাব।

বৃত্তিতাভাবের প্রতিযোগী বৃত্তিতা। এই বৃত্তিতার উপর বৃত্তিতাভাবের প্রতিযোগিতা (১) থাকে। এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক (৩) বৃত্তিতাত্ব এবং (২) সাধ্যাভাবাধিকরণ। এই বৃত্তিতাত্বনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম আর নাই, পরন্তু অবচ্ছেদক সম্বন্ধ আছে। ঐ সম্বন্ধটী এখানে "স্বরূপ"। এই বৃত্তিতাত্বের উপরে যে অবচ্ছেদকতা আছে, তাহার অবচ্ছেদকের ভান হয় না, যেহেতু বৃত্তিতাত্ব পদার্থ হয় অখণ্ডোপাধি ; কারণ, অনুল্লেখ্যমান জাতি ও অখণ্ডোপাধিরই স্বরূপতঃ ভান হয়, উহাদের উপর ধর্ম্মরূপে আর কিছু ভাসমান হয় না। কিন্তু "সাধ্যাভাবাধিকরণ"নিষ্ঠ অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ দুইই আছে। সে ধর্ম্মটী এখানে (৪) সাধ্যাভাব ও (৫) অধিকরণত্ব এবং সম্বন্ধটী নিরূপিতত্ব (২)। এইরূপ অবশিষ্ট বুঝিতে হইবে। এই ধর্ম্মদ্বয় ও সম্বন্ধটী বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের অবচ্ছেদক বলিয়া ইহাদিগকে উক্ত বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক বলা হয়।

অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার সামান্যাভাবের যে আকারটী হইবে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার ন্যূনতা ও আধিক্য নিবারণ করা আবশ্যক।

এইবার দেখা যাউক, উক্ত ন্যূনতার কারণ কি? ন্যূনতা যখন আধিক্যের বিপরীত শব্দ, তখনই বুঝা যাইতেছে, ইহাতে অবচ্ছেদকের সংখ্যা অল্প হওয়া আবশ্যক।

যেমন, যেখানে "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব" বলা হয়, সেখানে যদি

“অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব” বলা হয়, তাহা হইলে উক্ত বৃত্তিত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক আর আদৌ থাকিল না ; সুতরাং, ন্যূনতাই হইল।

আবার যদি সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব” স্থলে কেবল “বৃত্তিতার অভাব” বলা যায়, তাহা হইলে উক্ত বৃত্তিত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক আর আদৌ থাকিল না ; সুতরাং, এস্থলে আরও ন্যূনতা ঘটিল। ইত্যাদি।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, সামান্যাভাবের ন্যূনতা অর্থ অবচ্ছেদকের অল্পতা অর্থাৎ বিশেষণ কমিয়া যাওয়া।

অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার সামান্যাভাবের যে আকারটী হইবে, তাহাতে এই সকল প্রকার ন্যূনতাও নিবারণ করিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, এই আধিক্য ও ন্যূনতা নিবারণ করিবার জন্য উক্ত সামান্যাভাবের যে পর্য্যাপ্তি দেওয়া হয়, সেই পর্য্যাপ্তি এবং তাহার ন্যূনতা ও ইতরবারক দলদ্বয়, কিরূপ—

“সাধ্যতাবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতানিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা (৬), সেই অবচ্ছেদকতা-ভিন্ন হইয়া অভাবত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা-ভিন্ন (৭) যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার অনিরূপিত—	ইহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতার অধিকবারক অংশ। ইহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত “হ্রদত্ববৈশিষ্ট্য” অংশ-গ্রহণ-সম্ভাবনা নিবারিত হইবে।
অথচ সাধ্যতাবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতানিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, (৬)সেই অবচ্ছেদকতার নিরূপিত হইয়া যে অভাবত্বনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার (৭) নিরূপিত—	ইহা উহারই ন্যূনবারক অংশ। ইহা দ্বারা “সাধ্যাভাব” অংশটুকুকে পরিত্যাগ করা যাইবে না। উপরি উক্ত অধিকবারক বিশেষণ দিয়া ইহা না বলিলে অব্যাপ্তি হয়।
যে অভাবনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা, (৪) সেই অবচ্ছেদকতা ভিন্ন হইয়া অধিকরণত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা (৫) ভিন্ন যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার অনিরূপিত—	ইহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতার অধিকবারক অংশ। এতদ্দ্বারা “জলহ্রদের” গ্রহণ-সম্ভাবনা থাকে না।
অথচ অভাবনিষ্ঠ (৪) যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার নিরূপিত হইয়া অধিকরণত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার (৫) নিরূপিত—	ইহা উহারই ন্যূনবারক অংশ। এতদ্দ্বারা “সাধ্যাভাবাধিকরণ” অংশটুকু ত্যাগ করা যায় না।

যে অধিকরণনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা (২), সেই অবচ্ছেদকতা ভিন্ন হইয়া বৃত্তিতাত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা (৩) ভিন্ন যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার অনিরূপিত —	ইহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের অধিকবারক অংশ। এতদ্দ্বারা "জলত্ব" অংশের গ্রহণ-সম্ভাবনা নিবারিত হইবে।
অথচ অধিকরণনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার (২) নিরূপিত হইয়া বৃত্তিতাত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার (৩) নিরূপিত—	ইহা উহারই ন্যূনবারক অংশ। এতদ্দ্বারা বৃত্তিতা অংশটুকু ত্যাগ করা যায় না।

যে প্রতিযোগিতা (১) সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব, সেই অভাবই উক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার সামান্যাভাব।”

ইহাই হইল প্রস্তাবিত সামান্যাভাবের পর্য্যাপ্তি। ইহাই বুঝাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে আমরা কতিপয় পারিভাষিক শব্দের অর্থ, তাহাদের ব্যবহার রীতি প্রভৃতি এবং একটী চিত্র প্রদর্শন করিয়াছি। চিত্রমধ্যস্থ সংখ্যা ও তাহাদের সাহায্যে ইহা এখন সহজে বুঝা যাইবে আশা করা যায়; অবশ্য এই সামান্যাভাবের মধ্যে সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে, ধর্ম্ম-ও-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ আছে, তাহার পর্য্যাপ্তি আর এস্থলে কথিত হইল না, ইহা লক্ষণোক্ত "সাধ্যাভাব" পদের রহস্য উদ্‌ঘাটন-কালে কথিত হইবে।

যাহা হউক, এই সামান্যাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া টীকাকার মহাশয়প্রদত্ত দৃষ্টান্ত দুইটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি প্রথমে যে প্রকারটী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকের মধ্যে যদি কোন আধিক্য ঘটে, তাহা নিবারণের জন্য, এবং দ্বিতীয় প্রকারটী, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের মধ্যে যদি কোন আধিক্য প্রবেশ করে, তাহা নিবারণের জন্য। তন্মধ্যে প্রথমটীকে একাভাবের এবং দ্বিতীয়টীকে উভয়াভাবের দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। পরন্তু, ইহারা উভয়েই বিশেষাভাব পদবাচ্য হইয়া থাকে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই দুই প্রকার দোষের মধ্যে যে পারম্পর্য্য আছে, তাহাতে কোন রহস্য আছে কিনা? বিন্যাস-বিপর্য্যয়ে কি কোন হানি ঘটিত? এতদুত্তরে বলা হয় যে, প্রথম দৃষ্টান্তটী সাধ্যাভাবাধিকরণ-সংক্রান্ত, এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী উক্ত বৃত্তিতানিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত। এখন মূল লক্ষণে এই অধিকরণ পদটী বৃত্তিতা পদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতারও পূর্ব্ববর্ত্তী; এজন্য অধিকরণ-সংক্রান্ত প্রকারটীর স্থান অগ্রেই প্রদত্ত হইয়াছে। মূলের পারম্পর্য্য অনুসরণের জন্যই উক্ত "প্রকার" দ্বয়েরও এই পারম্পর্য্য, ইহাই এস্থলের রহস্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পরন্তু, তাহা হইলে, আর একটী কথা সহজেই মনে হইবে যে, লক্ষণমধ্যে প্রত্যেক পদের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া টীকাকার মহাশয় লক্ষণের প্রথমোক্ত সাধ্যাভাব সম্বন্ধে

কোন কথা না বলিয়া অগ্রেই বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? যথাক্রমে ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমেই "সাধ্যাভাবের" কথা বলা উচিত ছিল।

এতদুত্তরে বলা যায় যে, বৃত্তিতাভাবটীতে সামান্যাভাব নিবেশ না থাকিলে সাধ্যাভাবটীকে যে-কোন রূপে ধরিলেও লক্ষণে কোন দোষ হয় না। কিন্তু, বাস্তবিক যে-কোন রূপে ইহা ধরিলে চলিবে না। যেহেতু, বৃত্তিতার উভয়াভাবাদি ধরিয়া সর্ব্বত্রই লক্ষণ যাইতে পারে। সুতরাং, শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া টীকাকার মহাশয় বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়াছেন।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া "বৃত্তিতাভাব" সম্বন্ধে কতিপয় প্রয়োজনীয় কথা শেষ হইল, কিন্তু, তাহা হইলেও এস্থলে আরও দুই একটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

প্রথম কথাটী এই যে, এস্থলে টীকাকার মহাশয় "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব" বলিতে "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যের অভাব" বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে "বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতাটী" যে সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন তাহাই বলিলেন, বুঝিতে হইবে। কারণ, সবিকল্পকজ্ঞানমাত্রই কোন-না-কোন প্রকারতা এবং সম্বন্ধাবগাহী হয় ; সুতরাং, বৃত্তিতা-ভাবের রহস্যোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা কোন্‌ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলায় ইহার প্রকৃত স্বরূপেরই পরিচয় প্রদান করা হইল, বলিতে হইবে। কিন্তু, তাহা হইলেও সহজেই আকাঙ্ক্ষা হইবে, উক্ত বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতাটী কোন্‌ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাহা কখন কথিত হইবে ? কারণ, সবিকল্পকজ্ঞানের ইহাও ত একটী অঙ্গ-বিশেষ। বস্তুতঃ, এই বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতাটী যে, কোন্‌ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাহা আর তিনি এস্থলে বলিবেনও না। কারণ, বৃত্তিতার নিয়ামক সম্বন্ধই "স্বরূপসম্বন্ধ" ইহা সর্ব্বজনবিদিত-বিষয়। পরন্তু, তথাপি এ বিষয়টী প্রথম-শিক্ষার্থিগণের প্রায়ই ভুল হইয়া থাকে। এজন্য, এস্থলে বলা ভাল যে, ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধ। সুতরাং, দেখা গেল—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব" বলিতে

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন এবং স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতানিষ্ঠ যে প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক অভাব" বুঝিতে হইবে। সহজ কথায় উক্ত বৃত্তিতার অভাব বলিতে—

উক্ত বৃত্তিতার সামান্যভাবে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব" বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ উক্ত বৃত্তিতার উপর যে অভাবের প্রতিযোগিতাটী আছে, তাহা প্রথমতঃ সামান্য ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন এবং দ্বিতীয়তঃ তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, সকলে পর্য্যাপ্তি-নিবেশের রীতি সম্বন্ধে একমত নহেন ; সুতরাং, কাহারও মতে বলা হয় যে—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব" বলিতে "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাত্বাভিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কারণ, তাঁহারা বলেন যে "সামান্যাভাবীয় প্রতিযোগিতাই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়।"

যদিও এই কথাটী সকলে স্বীকার করেন না, তথাপি এই কথাটী এই প্রসঙ্গে জানিয়া রাখা ভাল। কারণ, বিচার-ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা যথেষ্ট দেখা যায়। যেহেতু, মতভেদ অবলম্বন করিয়া বিচার-ক্ষেত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিবার রীতি নাই, পরন্তু মতভেদ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার রীতি আছে। যেমন এই প্রথম লক্ষণে "বৃত্তিত্বাভাবটীর পর্য্যাপ্তি কিরূপ" জিজ্ঞাসিত হইলে, ইহা "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাত্বাভিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব" বলা যায়, কিন্তু, তজ্জন্য অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার পর্য্যাপ্তি প্রদত্ত হয় বলিয়া ইহাদের একটী মতের উপর নির্ভর করিয়া অন্য কোন প্রশ্ন করা চলিতে পারে না। ইহার কারণ, মতভেদ অবলম্বনে জিজ্ঞাসিত হইলেই প্রতিপক্ষ, তৎক্ষণাৎ বাদীকে বলিতে পারিবেন যে, উক্ত মত-বিশেষটীই যে সেস্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত তাহার প্রমাণ কি।

তৃতীয় কথা এই যে, পূর্ব্বোক্ত সামান্যাভাবের যে ইতরবারক ও ন্যূনবারক দলদ্বয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ন্যূনবারক দলকে সকলে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না। কারণ, এ সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। অবশ্য সে মতভেদের আবার কারণ কি, তাহা প্রসঙ্গান্তরে আলোচ্য।

এখন শেষ কথা এই যে,যদি "বৃত্তিতাভাব"পদে "বৃত্তিতাসামান্যাভাবই" বুঝা আবশ্যক, এবং উহা না বলিলে যদি দোষই হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের এটী একটী ত্রুটী হইয়াছে কি না, এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে। এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইহা তাহার ত্রুটী নহে। কারণ, গ্রন্থকার গঙ্গেশোপাধ্যায়, মহর্ষি গোতম এবং কণাদের সূত্রবদ্ধ গ্রন্থের দুর্ব্বোধ্যতা উপলব্ধি করিয়া তদপেক্ষাই বিস্তৃত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন মাত্র। সুতরাং, ইহাতে যে অনেক কথা লুক্কায়িত থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তিনি নিজেই গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন—

> অন্বীক্ষানয়মাকলয্য গুরুভির্জ্ঞাত্বা গুরূণাং মতম্‌
> চিন্তাদিব্যবিলোচনেন চ তয়োঃ সারং বিলোক্যাখিলম্‌।
> তন্ত্রে দোষগণেন দুর্গমতরে সিদ্ধান্তদীক্ষাগুরুঃ
> গঙ্গেশস্তনুতে মিতেন বচসা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিম্‌॥ ২॥

তাহার পর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—লক্ষণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য মুখ্যভাগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লক্ষণের আকৃতির লাঘবসম্পাদন; এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য—শিষ্যবুদ্ধির নিপুণতা সাধনের সুযোগ প্রদান। ইত্যাদি।

যাহা হউক, এতদূরে "বৃত্তিতাভাব" পদের রহস্য সম্বন্ধে কতিপয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলা শেষ হইল ; এক্ষণে টীকাকার মহাশয়, পরবর্ত্তী বাক্যে উক্ত বৃত্তিতাটী যে, কিরূপ:বৃত্তিতা, তাহাই বলিবেন ; যেহেতু, বৃত্তিতার অভাবটী কিরূপ অভাব বলায় বৃত্তিতাটী যে কিরূপ, তাহা বলা হয় নাই। সুতরাং, এতদর্থে তিনি উক্ত বৃত্তিতাটী যে কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাহাই বলিতেছেন।

বৃত্তিত্ব পদের রহস্য।

টীকামূলম্।

সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিশ্চ* হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন বিবক্ষণীয়া।

তেন বহ্ন্যভাববতি ধূমাবয়বে জল-হ্রদাদৌ চ, সমবায়েন কালিকবিশেষণ-†তাদিনা চ ধূমস্য বৃত্তৌ অপি ন ক্ষতিঃ।

* সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিশ্চ = বৃত্তিশ্চ; প্রঃ সং।
† বিশেষণতাদিনা চ = বিশেষণতয়া; সোঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিটী হেতুতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে বলিতে হইবে।

আর,তাহা হইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধূমাবয়ব কিংবা জল-হ্রদাদিতে, যথাক্রমে সমবায় এবং কালিকবিশেষণতাদি সম্বন্ধে ধূমের বৃত্তিতেও কোন ক্ষতি নাই।

জলহ্রদাদৌ চ = জলহ্রদাদৌ; সোঃ সং।

ব্যাখ্যা—এইবার উক্ত "বৃত্তি" অর্থাৎ, আধেয়তাটী কিরূপ, অর্থাৎ কোন্ সম্বন্ধ-বিশেষ দ্বারা অবচ্ছিন্ন তাহাই নিরূপণ করা যাইতেছে।

এই কথাটী বুঝিবার অগ্রে "বৃত্তি" শব্দের প্রতি একটু লক্ষ্য করা উচিত। কারণ, টীকাকার মহাশয় ইতিপূর্ব্বে "বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাবো বোধ্যঃ" এস্থলে আধেয়তা অর্থে "বৃত্তিত্ব" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং"বৃত্তিশ্চ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন বিবক্ষণীয়া"এস্থলে "বৃত্তি"শব্দটী উক্ত আধেয়তা অর্থেই আবার ব্যবহার করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "বৃৎ" ধাতু ভাবে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে "বৃত্ত" হয়, তাহার উত্তর 'অস্তি' অর্থে ইন্, এবং তৎপরে ভাবার্থে তদ্ধিত 'ত্ব' বা 'তা' প্রত্যয় করিয়া বৃত্তিত্ব বা বৃত্তিতা পদ হয়। ইহার অর্থ,—আধেয়তা। পরন্তু "বৃত্তি" শব্দে যেখানে আধেয়তা বুঝায়, সেখানে বৃৎ ধাতু ভাবে 'ক্তি' প্রত্যয় করা হয়, এই মাত্র বিশেষ। ফলতঃ, এই শাস্ত্রে সাধারণতঃ আধেয়তা অর্থে বৃত্তি বা বৃত্তিতা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

যাহা হউক, এই "বৃত্তি" পদের রহস্যোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, এই বৃত্তিতাটীকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ নানা প্রকার বৃত্তিতার মধ্যে যে সকল বৃত্তিতা, হেতুতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারা বিশেষিত,সেই সকল বৃত্তিতাই গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে সমবায় বা কালিক-বিশেষণতাদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিলে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়।

কিন্তু, এই কথাটী বুঝিতে হইলে অগ্রে দেখিতে হইবে, হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধটি কি ? এবং তৎপরে এই সম্বন্ধ দ্বারা আধেয়তাটীর অবচ্ছিন্ন হওয়াই বা কিরূপ।

হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের অর্থ—"পরামর্শ"মধ্যে 'পক্ষে' যে সম্বন্ধে হেতুমত্তা পড়ে,সেই সম্বন্ধটী"। সহজ কথায়—"যে সম্বন্ধে হেতু ধরা হয়,সেই সম্বন্ধটী হয় হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ।" যেমন পর্ব্বতে ধূম আছে জানিয়া বহ্নি অনুমানকালে ঐ ধূমটী হয় হেতু, ধূমে থাকে হেতুতা ধর্ম্মটী। ঐ ধূমটী সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে থাকে বলিয়া এই সংযোগ সম্বন্ধটী, ধূমের ধর্ম্ম যে হেতুতা, তাহার অবচ্ছেদক হয়, অর্থাৎ এস্থলে হেতুতাটীকে উক্ত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলা হয়।

এখন এই হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিতা ধরিতে হইবে, ইহার অর্থ কি দেখা যাউক। ইহার অর্থ—যে সম্বন্ধে হেতু ধরা হয়, সেই সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতাকেই ধরিতে হইবে। অর্থাৎ সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ, সেই অধিকরণে থাকে যে আধেয় সমূহ, সেই আধেয় সমূহের মধ্যে যে সব আধেয় হেতুতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে থাকে, সেই সব আধেয়ের ধর্ম্ম যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা ধরিতে হইবে। যেমন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ধূমকে সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু করা হইলে বহ্ন্যভাবাধিকরণের আধেয় সমূহের মধ্যে যে আধেয় সমূহ সংযোগ সম্বন্ধে থাকে, সেই আধেয় মীনশৈবাল-বৃত্তি আধেয়তা ধরিতে হয়। বস্তুতঃ, এইরূপ ভাবের আধেয়কে ধরিলেই আধেয়তাকে সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া ধরা হয়।

এখন দেখ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাটীকে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন না বলিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি দোষ হয়।

এই কথাটি বুঝাইবার জন্য টীকাকার মহাশয় যে দুইটী 'প্রকার' প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রথমটী, সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিয়া,এবং দ্বিতীয়টী,কালিকবিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিয়া। নিম্নে আমরা একে একে ইহা বিবৃত করিবার চেষ্টা করিলাম।

এতদর্থে প্রথমে সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিয়া অব্যাপ্তিটি বুঝিবার জন্য সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল একটী ধরা যাউক—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

এখানে, সাধ্য=বহ্নি। হেতু=ধূম।
হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ=সংযোগ।
সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব।
সাধ্যাভাবাধিকরণ=বহ্ন্যভাবাধিকরণ। ইহা এস্থলে জলহ্রদ, ঘট, পট প্রভৃতি যেমন হয়, তদ্রূপ ধূমাবয়বও হয়। কারণ, ধূমাবয়বে সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি থাকে না।
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা=ধূমাবয়ব-নিরূপিত আধেয়তা।

এই আধেয়তা হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তাকেও ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এই সম্বন্ধ ধরিলে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধূমাবয়বে হেতু ধূমটী সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। যেহেতু, অবয়বে অবয়বীর যে সম্বন্ধ, তাহাও সমবায় সম্বন্ধ। সুতরাং, এস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব পাওয়া গেল না, অর্থাৎ অব্যাপ্তি হইল।

কিন্তু যদি সাধ্যাভাবাধিকরণ, ধূমাবয়ব-নিরূপিত-আধেয়তাটীকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলা যায়, তাহা হইলে উক্ত অব্যাপ্তি আর হইবে না। কারণ, এস্থলে ঐ সম্বন্ধটী হয় সংযোগ; এই সংযোগ সম্বন্ধে ধূম কখন ধূমাবয়বে থাকে না; সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা

বলিলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ধূমাবয়ব-নিরূপিত আধেয়তার অভাব পাওয়া যাইবে, এবং তাহার ফলে লক্ষণ যাইবে—অর্থাৎ অব্যাপ্তি নিবারিত হইল।

এইবার কালিকবিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিয়া অব্যাপ্তিটি বুঝিবার জন্য উক্ত সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলটাই আবার ধরা যাউক। কালিক-বিশেষণতাবিশেষ সম্বন্ধের অর্থ—যে সম্বন্ধে বস্তুজাত কালের উপর থাকে। সংক্ষেপে ইহাকে কালিক সম্বন্ধ বলে।

পরন্তু, এস্থলে কালিক-সম্বন্ধ সম্বন্ধে দুই একটী কথা জানিয়া রাখা ভাল। কারণ,ইহাতে নানা মতভেদ বিদ্যমান। যথা—এক মতে মহাকালই একমাত্র কাল; অন্যমতে ক্রিয়া ও মহাকালই কাল; এবং অপরের মতে মহাকাল ও "জন্য" মাত্রই কাল-পদবাচ্য হয়। এই কালের উপর কালিক সম্বন্ধে নিত্যানিত্য সকল পদার্থই যে থাকে, সে বিষয়েও আবার মতান্তর আছে। যথা—আকাশ, দিক্, আত্মা ও মহাকাল এই কয়টী পদার্থ কালিক সম্বন্ধেও কোন স্থানে থাকে না, কেহ বলেন মহাকালে ইহারা কালিক সম্বন্ধে থাকে। ইহাদের যে অবৃত্তিত্ব-প্রবাদ, তাহা কালিক ভিন্ন অন্য সম্বন্ধেই তখন বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, উক্ত স্থলটী হউক—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

এখানে, সাধ্য=বহ্নি, হেতু=ধূম।

হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ=সংযোগ।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=বহ্ন্যভাবাধিকরণ। ইহা এস্থলে জল-হ্রদ, ঘট, পট প্রভৃতি।
কারণ, বহ্নি তথায় থাকে না।

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা=জলহ্রদাদি-নিরূপিত আধেয়তা।

এই আধেয়তা হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলে কালিক-বিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধেও ধরা যাইতে পারে। আর, তাহা ধরিলে জলহ্রদে কালিক সম্বন্ধে ধূম থাকায় হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাই পাওয়া যায়, বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যায় না, অর্থাৎ লক্ষণ যায় না; সুতরাং, অব্যাপ্তি হয়।

যদি বলা হয়, কালিক সম্বন্ধে জলহ্রদে ধূম কি করিয়া থাকে, স্বীকার করা হয়। তাহার উত্তর এই যে, "জন্য" মাত্রেরই কালোপাধিতা আছে, অর্থাৎ কাল-পদবাচ্য হয়। ওদিকে উপরে বলা হইয়াছে—কালে যে সম্বন্ধে সকল পদার্থ থাকে, তাহা কালিক সম্বন্ধ। এখন জলহ্রদও জন্য-পদার্থ; সুতরাং, তাহাও কাল পদবাচ্য; এবং তজ্জন্য তাহাতে কালিক সম্বন্ধে কোন কিছু থাকিবার কোন বাধা নাই। সুতরাং, ধূমও কালিক সম্বন্ধে জলহ্রদে থাকে স্বীকার করা হয়।

কিন্তু, যদি সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাটীকে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলা যায় তাহা হইলে, উক্ত অব্যাপ্তি আর হইবে না। কারণ, এস্থলে ঐ সম্বন্ধটী হয় সংযোগ, এবং

এই সংযোগ-সম্বন্ধে ধূম কখন জলহ্রদে থাকে না। সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব পাওয়া যাইবে, এবং তাহার ফলে লক্ষণ যাইবে, অর্থাৎ অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, টীকাকার মহাশয় এই অব্যাপ্তিটী বুঝাইবার জন্য দুইটী "প্রকার" প্রদর্শন করিলেন কেন? প্রথম প্রকারেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে।

এতদুত্তরে বলা হয় যে—না, তাহা নহে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম প্রকারে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলের যে প্রসিদ্ধ বিপক্ষ স্থল—জলহ্রদাদি, তাহা ধরিয়া অব্যাপ্তি দেওয়া হয় নাই। এজন্য দ্বিতীয় প্রকারে সেই প্রসিদ্ধ বিপক্ষ স্থল জলহ্রদাদি ধরিয়া অব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হইল, এই মাত্র বিশেষ। দৃষ্টান্তের প্রসিদ্ধাংশ পরিত্যাগ করা দোষ।

যাহা হউক, এতদূরে এই বৃত্তিতাটী যে, কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাহা বলা শেষ হইল, কিন্তু ইহা যে, কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন তাহা আর টীকাকার মহাশয় বলিলেন না। কারণ, ইহা যে কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। যেহেতু, তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, বলিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিয়া উঠিতে পারা যায় না। অধিক কি, নির্দ্দেশের কোন প্রয়োজনও হয় না। যাহা হউক, এই "বৃত্তিতা" পদের রহস্য ও পূর্ব্বোক্ত "বৃত্তিতাভাব" পদের রহস্য মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া রাখা উচিত। যেহেতু, এই বিষয়টী প্রথম শিক্ষার্থিগণের প্রায়ই ভুল হইয়া থাকে। ফলকথা পূর্ব্বে এই বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতাটী কোন্ সম্বন্ধ এবং কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন, তাহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে বৃত্তিতাটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাহাই বলা হইল। আর যদি এই পার্থক্যটুকু একটী দৃষ্টান্ত সাহায্যে বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—"কৃষ্ণবর্ণের পুস্তকের সামান্যাভাব বর্ণনাভিপ্রায়ে যদি "পুস্তক-সামান্যাভাব" পদটী প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে যেমন স্বতন্ত্র করিয়া আবার বলিতে হয় যে "ঐ পুস্তকগুলি কৃষ্ণবর্ণের", তদ্রূপ, এখানে বৃত্তিতাভাব পদে বৃত্তিতাসামান্যাভাব বলিয়া আবার বলা হইতেছে যে, উক্ত বৃত্তিতাগুলি হেতুতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইত্যাদি।

যাহা হউক এইবার আমরা এই হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তিটী কি, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব; কারণ, এই সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তিটী বুঝিতে পারিলে যাবৎ সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তি বিষয়ে একটা জ্ঞান লাভ করিতে পারা যাইবে, এবং বিষয়টীও যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়। ইহার কারণ, এই পর্য্যাপ্তি যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলিতে স্থল-বিশেষে যে সম্বন্ধটীকে পাওয়া যাইবে, সেই সম্বন্ধটীকে কমাইয়া বা বাড়াইয়া বৃত্তিতার অবচ্ছেদকরূপে ধরিতে পারা যাইবে। আর তাহা করিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটীতে অব্যাপ্তি দোষ প্রবেশ করিবে। টীকাকার মহাশয় এই কথাটী আর বলেন নাই, কিন্তু অধ্যাপক-সমীপে ইহা সকলেই শিক্ষা করেন। যেমন দেখ, দ্রব্যত্বকে সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া এবং দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধে সত্তাকে

হেতু করিয়া যদি সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতা ধরিবার সময় সেই বৃত্তিতাকে সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ সম্বন্ধটীকে কমাইয়া ধরিয়া একটী অনুমিতি-স্থল ধরা যায়—তাহা হইলে, লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

বলা বাহুল্য এতদনুসারে উক্ত স্থলটী হইবে—

"দ্রব্যং সত্ত্বাৎ।"

অর্থাৎ কোন কিছু দ্রব্য, যেহেতু ঐ সম্বন্ধে সত্তা রহিয়াছে।

এখন তাহা হইলে ইহা একটী সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল হইবে। কারণ, হেতু যে সত্তা তাহা দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে কেবল দ্রব্যেই থাকে, অন্যত্র থাকে না।

এখন, তাহা হইলে, সাধ্য=দ্রব্যত্ব। হেতু=সত্তা।

সাধ্যাভাব=দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=গুণ ও কর্ম্মাদি। কারণ, দ্রব্যত্ব, গুণাদিতে থাকে না, পরন্তু কেবল দ্রব্যেই থাকে।

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা=গুণ-কর্ম্মাদি-নিরূপিত আধেয়তা।

এই আধেয়তা যদি উক্ত দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন না ধরিয়া কেবল সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া ধরা যায়; কারণ, দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধটী সমবায় সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা হইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ গুণ ও কর্ম্মে সমবায় সম্বন্ধে সত্তাকে পাওয়া যাইবে; সুতরাং, গুণ-কর্ম্ম-নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, হেতু সত্তাতে থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না, লক্ষণ যাইবে না, অর্থাৎ অব্যাপ্তি হইবে।

কিন্তু, যদি এস্থলে উক্ত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত আধেয়তাকে দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়াই ধরিতে হইবে, কেবল সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া ধরিতে পারা যাইবে না; আর তাহার ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ গুণকর্ম্মাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা, হেতু সত্তাতে থাকিবে না; কারণ, সমবায় সম্বন্ধে গুণ ও কর্ম্মে সত্তা থাকিলেও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধে তথায় থাকে না। সুতরাং, হেতুতে বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ অব্যাপ্তি নিবারিত হইল।

এখন দেখ, দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধরূপে ধরায় কি করিয়া সম্বন্ধকে কমাইয়া ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ সম্বন্ধের ন্যূনতা দোষ ঘটিতেছে। একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে, দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধের মধ্যে দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব এই ধর্ম্মদ্বয় হয় সম্বন্ধের ধর্ম্ম যে সংসর্গতা, তাহার অবচ্ছেদক। সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী যেখানে দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধ হয়,—সেখানে কেবল সমবায় সম্বন্ধ ধরিলে সংসর্গতার অবচ্ছেদকের সংখ্যার অল্পতা হয়; সুতরাং, সম্বন্ধের ন্যূনতা দোষ হয় এবং পর্য্যাপ্তি প্রদান করিয়া এই ন্যূনতা নিবারণ করিতে হয়।

ঐরূপ পর্য্যাপ্তি দ্বারা যদি আলোচ্য সম্বন্ধের মধ্যে আধিক্য-গ্রহণ-সম্ভাবনা নিবারণ না করা যায়, তাহা হইলেও আবার অব্যাপ্তি হইবে। অবশ্য, ইতিপুর্ব্বে বৃত্তিতাভাবের মধ্যে যখন সামান্যাভাব নিবেশ করা হইয়াছিল, তখন সামান্যাভাবের যে পর্য্যাপ্তি দেওয়া হইয়াছিল, সেই পর্য্যাপ্তির মধ্যে, দেখা গিয়াছিল, আধিক্য বা ইতরবারক অংশ দিয়া ন্যুনবারক অংশ না দিলে অব্যাপ্তি হয়, এক্ষণে, কিন্তু দেখা যাইতেছে, পর্য্যাপ্তির উক্ত উভয় অংশের অভাবেই অব্যাপ্তি দোষ ঘটিতেছে। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিতাসামান্যাভাবের পর্য্যাপ্তি এবং আলোচ্য বৃত্তিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তি মধ্যে এইটুকু বিশেষত্ব। ইহা এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দেখ পূর্ব্ব প্রদর্শিত সদ্ধেতুক দৃষ্টান্ত হইতেছে—

"দ্রব্যং সত্ত্বাৎ।"

এখানে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব সাধ্য, এবং দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধে সত্তা হয় হেতু, এখানে যদি "কালিক ও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন" সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিয়া সম্বন্ধটীকে বাড়াইয়া ধরা যায়—তাহা হইলে লক্ষণটীতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

দেখ, এস্থলে, সাধ্য = দ্রব্যত্ব। হেতু = সত্তা।

সাধ্যাভাব = দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = ক্রিয়া। কারণ, দ্রব্যত্ব সমবায়-সম্বন্ধে ক্রিয়ার উপর থাকে না। পরন্তু দ্রব্যেরই উপর থাকে।

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা = ক্রিয়া নিরূপিত আধেয়তা।

এই আধেয়তাকে যদি "কালিক ও হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধে" ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অন্যতর সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, হেতু যে সত্তা, তাহাতে থাকিবে। কারণ, কালিক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ক্রিয়ার উপর সত্তা প্রভৃতি বস্তু মাত্রই থাকিতে পারে। যেহেতু, ক্রিয়াকেও কাল নামে অভিহিত করা হয়, এবং এই প্রকার অন্যতর সম্বন্ধ বলায়, দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধরূপ হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধকেও পাওয়া যায়। যেহেতু, "অন্যতর" শব্দের অর্থ দুই এর মধ্যে একটী; একটীকে কালিক সম্বন্ধ ধরিলে ক্রিয়ার উপর সত্তাকে ত পাওয়াই গেল এবং দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধকে ক্রিয়ার উপর না পাওয়া গেলেও কোন ক্ষতি হয় না। 'অন্যতর' শব্দের অর্থমধ্যে এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুতরাং, এই অন্যতর সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ক্রিয়া-নিরূপিত বৃত্তিতা, হেতু সত্তাতে থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যাইবে না, অর্থাৎ অব্যাপ্তি হইবে।

কিন্তু, যদি এস্থলে উক্ত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত আধেয়তাকে কালিক ও হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের অন্যতর-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া আর ধরিতে পারা যাইবে না, পরন্তু কেবলই হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ যে দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধ,

তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়াই ধরিতে হইবে। আর, তাহার ফলে, উক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ যে ক্রিয়া, তন্নিরূপিত উক্ত প্রকার বৃত্তিতা, হেতু যে সত্তা, সেই সত্তাতে থাকিবে না, সুতরাং বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ লক্ষণের অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে।

এখন দেখ, দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধকে "কালিক ও হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধ" ধরায় কি করিয়া সম্বন্ধকে বাড়াইয়া ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ সম্বন্ধের আধিক্য দোষ ঘটিতেছে। একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে—দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধের স্থলে দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব—এই দুইটী, সংসর্গতার অবচ্ছেদক; কিন্তু, কালিক ও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধ স্থলে সংসর্গতার অবচ্ছেদক হয়—কালিকত্ব, দ্রব্যানুযোগিকত্ব, সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব—এই চারিটী। সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ যেখানে দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধ হয়, সেখানে তাহাকে "কালিকও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধ" ধরিলে সংসর্গতার অবচ্ছেদকের সংখ্যার আধিক্য ঘটে; সুতরাং সম্বন্ধের আধিক্য দোষ হয় এবং পর্য্যাপ্তি প্রদান করিয়া এই আধিক্য নিবারণ করিতে হয়।

এইরূপে পর্য্যাপ্তির প্রয়োজন যদি বুঝা গেল তাহা হইলে এখন সেই পর্য্যাপ্তিটী কি, তাহা জানা আবশ্যক, কিন্তু—ন্যায়ের ভাষায় এই পর্য্যাপ্তিটীর আকার অবগত হইবার পূর্ব্বে, যে কৌশল অবলম্বন করিলে পূর্ব্বোক্ত ন্যূনতা ও আধিক্য বারণ করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয়ে একটু চেষ্টা করা যাউক। কারণ, এরূপ চেষ্টার ফলে বিষয়টী সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এতদনুসারে চিন্তা করিয়া এই কৌশলটী আবিষ্কার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে গৃহীত দৃষ্টান্তে কি করিয়া অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—তথায় যে "সম্বন্ধে" হেতু করা হইয়াছিল, বৃত্তিতার অভাব ধরিবার সময় সেই "সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন" বৃত্তিতাকে ধরা হয় নাই। কারণ, হেতু করা হইয়াছিল "দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধে," কিন্তু বৃত্তিতার অভাব ধরিবার সময় বৃত্তিতা ধরা হইয়াছিল—ন্যূনতাস্থলে একবার "সমবায় সম্বন্ধে" এবং অন্যবার আধিক্যস্থলে "কালিক ও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, যে সম্বন্ধে হেতু করা হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধের যে সংসর্গতা-ধর্ম্মটী, তাহার অবচ্ছেদক হইয়াছিল—দ্রব্যানুযোগিকত্ব এবং সমবায়ত্ব—এই দুইটী, এবং যে সম্বন্ধে আধেয় বা বৃত্তি ধরা হইয়াছিল, তাহার একবার অবচ্ছেদক হইয়াছিল—"সমবায়ত্ব"—এই একটী, এবং অন্যবার অবচ্ছেদক হইয়াছিল—কালিকত্ব, দ্রব্যানুযোগিকত্ব, সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব—এই চারিটী। এখন, তাহা হইলে নিয়ম করিয়া যদি এই ন্যূনতাধিক্য নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম, এই অবচ্ছেদকের সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে, এবং তৎপরে যে সম্বন্ধে বৃত্তিতা ধরা হইবে এবং যে সম্বন্ধে হেতু ধরা হইবে, সেই সম্বন্ধের ধর্ম্মদ্বয়ের অবচ্ছেদকের সংখ্যার ঐক্য সম্পাদন করিতে হইবে। যেহেতু, এই উভয় সংখ্যার ঐক্য সম্পাদন ভিন্ন উক্ত ন্যূনাধিক্য বারণের আর সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক এখনই আমরা দেখিব যে, ইহাই ন্যায় সম্মত কৌশলই বটে।

কিন্তু, এই কৌশলটী আবিষ্কৃত হইলেও একটী বাধা উপস্থিত হইবে। কারণ, এস্থলে এই কৌশলটী কার্য্যকারী হইলেও যাবৎ অনুমিতি-স্থলে যাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে, এমন ভাষায় যদি ইহাকে বলিতে পারা না যায়, তাহা হইলে এই কৌশলটী বিফল।

পরন্তু, ইহার উপায় আমরা আবিষ্কার করিতে পারি। দেখ, গৃহীত দৃষ্টান্তে "হেতু" ধরা হইয়াছিল—দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধে, এবং বৃত্তিতা ধরা হইয়াছিল—একবার সমবায়, এবং অন্যবার—কালিক ও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধে। এখন এস্থলে যদি এই সম্বন্ধদ্বয়ের "দ্রব্যানুযোগিক" প্রভৃতি বিশেষ নাম উল্লেখ না করিয়া ইহাদের কোন সাধারণ নাম গ্রহণ করি, তাহা হইলে সেই নামের সাহায্যে যে নিয়ম গঠন করা হইবে, তাহার দ্বারাই সর্ব্বস্থলে কার্য্য চলিতে পারিবে।

এখন দেখ, এই সাধারণ নাম কি হইতে পারে। আমরা দেখিতেছি, সকল অনুমিতির স্থলেই বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে একটী "হেতু" থাকে। এখন এই হেতুকে ধরিয়া ইহার "সম্বন্ধকে" যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধকে "হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ" বলিতে পারা যাইবে; এবং যদি এই হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারা কোন নিয়ম গঠন করা যায়, তাহা হইলে সেই নিয়মটী সকল অনুমিতি-স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

ঐরূপ সকল অনুমিতি-স্থলেই বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা থাকে। এখন যে বিশেষ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা থাকে, সেই সম্বন্ধকে সাধারণ ভাবে ধরিবার জন্য, যদি "বৃত্তিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ" বলা যায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা যাবৎ অনুমিতি-স্থলেই কার্য্য চলিতে পারিবে। সুতরাং, তাহা হইলে নিয়মটী হইবে এই—"হেতুতাবচ্ছেদক ও বৃত্তিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের যে সংসর্গতা তাহার অবচ্ছেদকের সংখ্যার ঐক্যই উক্ত পর্য্যাপ্তি"; আর তাহা হইলে ইহার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, এবং পূর্ব্বোক্ত বাধাবশতঃ আমাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

এখন তাহা হইলে পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে আমাদের প্রথমে দেখিতে হইবে, হেতুতাবচ্ছেদক এবং বৃত্তিতাবচ্ছেদক সংসর্গতাবচ্ছেদকের সংখ্যা কি করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, এই নির্দ্দেশব্যাপারটী বড় সহজ নহে। কারণ, কোন কিছুর সংখ্যা ব'লতে সাধারণতঃ বুঝায় যে, কোন কিছুর উপর থাকে বা ভাসমান হয় যে সংখ্যা তাহাই। কিন্তু, এই সংখ্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলে কোন কিছুর সংখ্যা ঠিক ঠিক নির্দ্দেশ করা হয় না; যেহেতু, সকলেরই উপর এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত যাবৎ সংখ্যাই থাকিতে পারে, এবং কোন কিছুর উপর ভাসমান যে কোন সংখ্যার উল্লেখ করিলে, অপর সংখ্যা পরিত্যাগ করিয়া যে আবশ্যক সংখ্যাকেই বুঝাইবে তাহারও কোন স্থিরতা থাকে না। যেমন, একটী ঘটকে যখন একক ধরা হয়, তখন ইহার উপর একত্ব সংখ্যা ভাসমান হয়; আবার ইহাকে যখন ঘট-পট-রূপে অর্থাৎ পটের সঙ্গে ধরা হয়, তখন ইহার উপর দ্বিত্ব সংখ্যা ভাসমান হয়;

আবার ইহাকে যখন পট ও মঠের সহিত ধরা হয়, তখন ইহার উপর ত্রিত্ব সংখ্যা ভাসমান হয়। এইরূপে যত সংখ্যক অপর বস্তুর সহিত ইহাকে ধরা যাইবে, তত সংখ্যানুসারে ইহার উপর অবশিষ্ট সকল সংখ্যাই ভাসমান হইতে পারে। এই জন্য ঘটনিষ্ঠ সংখ্যা অর্থাৎ ঘটের সংখ্যা—এইমাত্র বলিলে ঘটনিষ্ঠ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝাইতে পারে না, এবং এই জন্যই কোন কিছুর ঠিক ঠিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে হইলে, এই প্রকার অপরাপর সংখ্যা-বোধকতা-সম্ভাবনা-নিচয় নিবারণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

কিন্তু, নৈয়ায়িকগণ এই প্রকার সম্ভাবনা-নিচয়-নিবারণ করিয়া ঠিক ঠিক সংখ্যাকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য, যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা যার-পর-নাই সূক্ষ্ম। তাঁহারা, যাহার সংখ্যাকে নির্দ্দেশ করিবেন,তাহার ধর্ম্মকে তাহার সহিত "পর্য্যাপ্তি" নামক একটী সম্বন্ধ সাহায্যে গ্রহণ করেন। কারণ, এই সম্বন্ধটী তাঁহাদের মতে সংখ্যাবচ্ছেদে থাকে। অর্থাৎ পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের যাহা অনুযোগী, সেই অনুযোগীর ধর্ম্ম যে অনুযোগিতা, সেই অনুযোগিতার যাহা অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষণ হয়, তাহা সংখ্যা হইয়া থাকে ; এবং দ্বিতীয় কথা এই যে, কোন কিছুর ধর্ম্মকে তাহার সহিত পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে গ্রহণ করিলে অন্য পদার্থ-নিষ্ঠ কোন সংখ্যা আর তাহার উপর আসিতে পারে না ; যেমন ঘটের সংখ্যা ধরিবার সময় ঘটের উপর ঘট-পটাদিগত দ্বিত্বাদি সংখ্যা আসিতে পারে, কিন্তু ঘটত্বকে ঘটের উপর পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে ধরিলে আর পটাদি-গত সংখ্যা ঘটের উপর আসিতে পারে না। ইহার কারণটী বুঝা খুব সহজ ; যেহেতু, ঘটত্ব কখন পটের উপর থাকে না।

অবশ্য, সম্বন্ধের অনুযোগী বলিতে কি বুঝায়, তাহা ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তথাপি সংক্ষেপে পুনরুক্তি করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, সম্বন্ধ মাত্রেরই একটী অনুযোগী ও একটী প্রতিযোগী থাকে। আধারটী হয় অনুযোগী, এবং আধেয়টী হয় প্রতিযোগী। এবং অভাবের পরিচয় দিতে হইলে যেমন"কাহার" অভাব বলিয়া অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগীর উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিতে হয়, তদ্রূপ সম্বন্ধের পরিচয় দিতে হইলেও "কাহার সহিত সম্বন্ধ" বলিয়া অর্থাৎ সম্বন্ধের প্রতিযোগীর উল্লেখ করিয়া সম্বন্ধের পরিচয় দিতে হয়।

সুতরাং, এই নিয়মানুসারে যদি হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক-মাত্রের সংখ্যাকে নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাকে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতা-বচ্ছেদকের সহিত পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, এবং বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক-মাত্রের সংখ্যাকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাকে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকের সহিত পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহা হইলে এই পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের—

প্রতিযোগী হইবে— { হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা, এবং
বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা ;

এবং ঐ সম্বন্ধেরই তাহা হইলে যথাক্রমে

অনুযোগী হইবে— { হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক, এবং
বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক।

ঐরূপ যদি ঐ পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের পরিচয় দিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—

"হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এরূপ যে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ" অর্থাৎ সংক্ষেপে ইহা তাহা হইলে বলিতে হইবে—

"হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ।"

এবং"বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এরূপ যে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ" তাহা সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হইবে—

"বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ।"

আর যদি এই সম্বন্ধের সাহায্যে এই সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—

"হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতার অবচ্ছেদক যে "রূপ",এবং বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতার অবচ্ছেদক যে "রূপ" সেই "রূপ" দুইটীই উক্ত দুইটী সংখ্যা।

বলা বাহুল্য, এই ভাবে এই হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করায় "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে এই সংখ্যাটী হইল—সংযোগত্ব-গত একত্ব, এবং পূর্ব্বোক্ত "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" স্থলে ইহা হইল—দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব-গত দ্বিত্ব, ইত্যাদি।

কারণ, **"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"** স্থলে—

হেতু=বহ্নি,

হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ=সংযোগ।

হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক=সংযোগত্ব।

হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগী—সংযোগত্ব।

এবং, হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক=সংযোগত্ব-গত একত্ব সংখ্যা।

এইরূপ, **দ্রব্যং সত্ত্বাৎ** স্থলে—

হেতু=সত্ত্ব।

হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ=দ্রব্যানুযোগিক সমবায়।

হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক=দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব।

হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগী = দ্রব্যানুযোগিকত্ব এবং সমবায়ত্ব।

এবং, হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক = দ্রব্যানুযোগিকত্ব এবং সমবায়ত্ব-গত দ্বিত্ব সংখ্যা।

ঐরূপ বৃত্তিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকের সংখ্যা অর্থাৎ বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক হইবে, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে, সংযোগত্ব-গত একত্ব, এবং "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" স্থলে ন্যূনতাকালে হইবে সমবায়ত্ব-গত একত্ব, এবং ঐ স্থলে আধিক্যকালে হইবে—কালিকত্ব, দ্রব্যানুযোগিকত্ব, সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব-গত চতুষ্ট্ব সংখ্যা।

এখন তাহা হইলে পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে পূর্ব্বোক্ত হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক-নিষ্ঠ সংখ্যা এবং বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক-নিষ্ঠ সংখ্যার ঐক্য করিতে হইলে বলিতে হইবে—

"হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে "রূপ" তাহাই যদি বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক হয়—ইত্যাদি।

আর তাহা হইলে সম্বন্ধের ন্যূনতাধিক্য দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অর্থাৎ "ঘটের সংখ্যা" বলিলে যেমন ঘটের উপর যাবৎ সংখ্যার স্থিতি-সম্ভাবনা হয়, কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাইবার উপায় থাকে না, এখন আর উক্ত সম্বন্ধদ্বয়ের সংসর্গতার অবচ্ছেদকের উপর সেরূপ যাবৎ সংখ্যার স্থিতিসম্ভাবনা থাকিলেও কোন দোষ হইবে না।

এখন যদি বলা হয়, এরূপ সম্ভাবনা নিচয়-নিবারণ করিতে যাইয়া এত জটিলতার সৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা কি? কোন কিছুর সংখ্যা বলিতে যদি সেই সংখ্যা ভিন্ন অপর সংখ্যাকেও বুঝায় তাহাতে ক্ষতি কি? আর "সংখ্যেয়-ভেদে সংখ্যা যখন পৃথক্ পৃথক্" ইহা স্বীকার করা হয়, তখন কোন কিছুর একত্বাদি সংখ্যা অপরের একত্বাদি সংখ্যার সহিত অভিন্ন হইতে পারিবে না। সুতরাং, এই বৃথা আয়োজন কেন?

এতদুত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলিবেন—এরূপ না করিলে দোষ আছে। কারণ, সংখ্যেয়-ভেদে সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ হয় বলিয়া "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সংযোগ সম্বন্ধে হেতু ধরিয়া সমবায় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয় ধরিতে পারা যায় না। কারণ, সংযোগত্বগত একত্ব কখন সমবায়ত্বগত একত্ব নহে; তথাপি "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" স্থলে দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধে হেতু করিয়া কেবল 'সমবায়' অথবা 'কালিক ও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধে' সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতা ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। কিন্তু, যদি উক্ত সংখ্যাকে ঠিক ঠিক নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে আর এরূপ করিতে পারা যাইবে না, এবং তাহার ফলে অব্যাপ্তি দোষও হইবে না।

দেখ "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" স্থলে দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে সত্তাকে হেতু ধরিয়া সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা, অথবা উক্ত অন্যতর-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা ধরিলে সংখ্যাগত এক প্রকার ঐক্য হইতে পারে; পরন্তু, সম্পূর্ণ ঐক্য হইবে না। কারণ, প্রথমস্থলে, অর্থাৎ দ্রব্যানুযোগিক সম্বন্ধে হেতু ধরিয়া সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিতা ধরিলে, হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক হয়—দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব—এই দুইটী। ইহাদের মধ্যে যে সমবায়ত্বগত একত্ব, সে অবশ্যই বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক সমবায়ত্বগত একত্ব হইতে ভিন্ন হয় না, পরন্তু অভিন্নই হয়; আর তাহার ফলে উক্ত অবচ্ছেদকগত সংখ্যার এক প্রকার ঐক্যই ঘটে। আর তজ্জন্য এই স্থলে দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ-নিরূপিত শুদ্ধ-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা, হেতু সত্তাতে থাকে, অর্থাৎ অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়। কিন্তু, যদি উক্ত পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের সাহায্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে যে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয়—হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা এবং অনুযোগী হয়—হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক, সেই পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে দ্বিত্ব, তাহাকে ছাড়িয়া আর অন্য কিছু ধরিতে পারা যায় না; সুতরাং অব্যাপ্তি নিবারিত হয়।

ঐরূপ দ্বিতীয় স্থলে অর্থাৎ দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে হেতু গ্রহণ করিয়া কালিক ও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধে বৃত্তিতা ধরিলে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক হয়—দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব—এই দুইটী, এবং ইহাদের উপরিস্থিত যে দ্বিত্ব সংখ্যা তাহা, বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক যে, কালিকত্ব, দ্রব্যানুযোগিকত্ব, সমবায়ত্ব ও অন্যতরত্ব—এই চারিটীর মধ্যস্থ দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগত যে দ্বিত্ব, তাহা হইতে ভিন্ন হয় না; পরন্তু অভিন্নই হয়; আর তাহার ফলে উক্ত অবচ্ছেদকগত সংখ্যার এক প্রকার ঐক্যই হয়, এবং তজ্জন্য এস্থলে দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ-নিরূপিত দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, হেতু সত্তাতে থাকে, অর্থাৎ অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়। কিন্তু, যদি উক্ত পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের সাহায্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে যে পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয়—বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা, এবং অনুযোগী হয়—বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক, সেই পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে চতুষ্ট, তাহাকে ছাড়িয়া আর তাহা অপেক্ষা অল্প সংখ্যা ধরিতে পারা যায় না, সুতরাং অব্যাপ্তি নিবারিত হয়।

অতএব দেখা গেল, উক্ত অবচ্ছেদক-গত সংখ্যার ঐক্য-সম্পাদন-অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, এবং উক্ত জটিলতা-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাও আছে।

কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বাস্তবিক ইহাতেও দুইটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য নৈয়ায়িকের তাক্ষ্ণ তুল্যতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, আর তাঁহাদের দুর্ঘটঘটনপটীয়সী বুদ্ধিরই বলে তাহার উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে একে একে সেই দোষ দুইটী এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিবারণোপায়ও নির্দ্দেশ করিব।

প্রথম দোষটী এই—

দেখ, এই "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" স্থলেই পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তিটী থাকিয়া যায়। কারণ, ন্যূনতা-দোষ-স্থলে অর্থাৎ যেখানে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী হয়—দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়, এবং বৃত্তিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী হয়—কেবল সমবায়, সেখানে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক-নিষ্ঠ দ্বিত্ব সংখ্যাটী, পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধ-সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত হইলেও প্রতিযোগীরূপ হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাটী, অনুযোগীরূপ হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকের প্রত্যেকের উপরও থাকে ; সুতরাং, বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক সমবায়ত্বনিষ্ঠ যে একত্ব সংখ্যা তাহা, হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক—দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব—এই দুইটীর মধ্যস্থ সমবায়ত্ব-গত একত্বের সহিত অভিন্ন হইতেছে। সুতরাং অব্যাপ্তি পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যাইতেছে।

এতদুত্তরে যাহা কর্ত্তব্য, অসামান্যধী নৈয়ায়িক কর্ত্তৃক তাহাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকগণ, এস্থলে এমন কৌশল করিয়াছেন, যাহাতে উক্ত প্রতিযোগীরূপ অবচ্ছেদকতাটী অবচ্ছেদকের প্রত্যেকের উপর থাকিতে পারিবে না, পরন্তু সমুদায়েরই উপর থাকিবে। এই কৌশলটী আর কিছুই নহে, ইহা অবচ্ছেদকতার ধর্ম্ম যে অবচ্ছেদকতাত্ব, তদ্দ্বারা পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের অবচ্ছেদকতা-নিষ্ঠ প্রতিযোগীতাকে অবচ্ছিন্ন করিয়া ধরা। অর্থাৎ অবচ্ছেদকতাত্বরূপে অবচ্ছেদকতাকে ধরিয়া পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে অবচ্ছেদকের উপর স্থাপন করা। এরূপ করিলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষটী ঘটিবে না। কারণ, নিয়ম আছে যে, অবচ্ছেদকতা যদি অবচ্ছেদকতাত্বরূপে অবচ্ছেদকের উপর পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে, তাহা হইলে তাহা "ব্যাসজ্য বৃত্তি" হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকনিষ্ঠ না হইয়া সমগ্রমাত্রনিষ্ঠ হয়।

অবশ্য, একথা মহামহোপাধ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কার স্বীকার করেন না, কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি, যাঁহারা সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তি এই পথে প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বীকার করেন। সুতরাং, এই পর্য্যাপ্তিতে এই মতভেদ কোন ক্ষতি করে না।

যাহা হউক, এই কৌশল বশতঃ হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাকে কেবল দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও কেবল সমবায়ত্বরূপ প্রত্যেক অবচ্ছেদকনিষ্ঠ করিয়া আর ধরিতে পারা যাইবে না, উহা তখন কেবলই উক্ত দুইটী সমগ্রমাত্রনিষ্ঠ হইবে। আর তাহার ফলে কেবল সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক সমবায়ত্বনিষ্ঠ একত্বকে, হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক যে "দুইটী", সেই দুইটী মধ্যস্থ, মাত্র সমবায়ত্ব-গত একত্বের সহিত ঐক্য করিতে পারা যাইবে না, সুতরাং অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে, অবচ্ছেদকতাত্বরূপে অবচ্ছেদকতাকে অবচ্ছেদকের উপর পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে ধরায় এই ফল লাভ হইল। অবচ্ছেদকতাটী এরূপে প্রত্যেকের উপর থাকিল না বলিয়া পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক আর প্রত্যেকের সংখ্যাও হইতে পারিল না।

সুতরাং, দেখা গেল "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সম্বন্ধের ন্যূনতা দোষ নিবারণ করিতে

হইলে পূর্ব্বে যে-ভাবে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকের সংখ্যাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, এখন সে-ভাবে আর নির্দ্দেশ করিতে হইবে না, অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল—

"হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে "রূপ" তাহাই হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকের অভীষ্ট সংখ্যা।"

এমন বলা হইল, উহা—

"হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে "রূপ" তাহাই হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকের অভীষ্ট সংখ্যা।"

ঐরূপ দ্বিতীয় দোষটী দেখ এই—

"দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে,অর্থাৎ যেখানে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী হয়—দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়, এবং বৃত্তিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী হয়—কালিক ও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় এতৎ অন্যতর সম্বন্ধ ; সেখানে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক-নিষ্ঠ "চতুষ্ট্ব" সংখ্যাটী পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধ-সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত হইলেও প্রতিযোগীরূপ বৃত্তিতাবচ্ছেদক সংসর্গতাবচ্ছেদকতাটী, অনুযোগী-রূপ বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকের প্রত্যেকের উপরও থাকে ; সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক—দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগত যে দ্বিত্ব সংখ্যা তাহা, বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক—দ্রব্যানুযোগিকত্ব, সমবায়ত্ব, কালিকত্ব এবং অন্যতরত্ব—এই চারিটীর মধ্যস্থ দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগত দ্বিত্বের সহিত অভিন্ন হইতেছে। সুতরাং, অব্যাপ্তি পূর্ব্ববৎই, থাকিয়া যাইতেছে।

এই অব্যাপ্তি বারণার্থ নৈয়ায়িকগণ পূর্ব্বোক্ত কৌশলেরই প্রয়োগ এস্থলেও করিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রতিযোগীরূপ বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বরূপে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতা-বচ্ছেদকতাকে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকের উপর পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে ধরিয়া থাকেন, এবং তাহার ফলে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাকে কালিকত্ব, দ্রব্যানুযোগিকত্ব, সমবায়ত্ব ও অন্যতরত্ব—এই চারিটী অবচ্ছেদকের প্রত্যেকনিষ্ঠ আর বলিতে পারা যাইবে না ; উহা তখন কেবলই উক্ত চারিটী সমগ্র-মাত্র-নিষ্ঠ হইবে, আর তজ্জন্য বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে সংখ্যা, তাহাকেও প্রত্যেকনিষ্ঠরূপে আর গ্রহণ করা চলিবে না, এবং তাহার ফলে হেতুতাবচ্ছেদক, সংসর্গতাবচ্ছেদক—দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগত দ্বিত্বকে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক—কালিকত্ব, দ্রব্যানুযোগিকত্ব, সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব—এই চারিটীর মধ্যস্থ দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব-গত দ্বিত্বের সহিত ঐক্য করিতে পারা যাইবে না। সুতরাং অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে।

সুতরাং, দেখা গেল "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সম্বন্ধের আধিক্যদোষ নিবারণ করিতে হইলে পূর্ব্বে যে-ভাবে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকের সংখ্যাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, এখন সে-ভাবে আর নির্দ্দেশ করিতে হইবে না, অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল—

"বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাপ্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে "রূপ" তাহাই বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকের অভীষ্ট সংখ্যা";

এখন বলা হইল উহা—

"বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে "রূপ" তাহাই বৃত্তিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকের অভীষ্ট সংখ্যা।"

সুতরাং, এখন তাহা হইলে বলা চলে যে, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের যে পর্য্যাপ্তিটী হইবে, তাহাতে উক্ত রূপদ্বয়ের ঐক্য থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ "হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ, সেই পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে রূপটী তাহাই যদি বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ, সে পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক "রূপ" হয়, তাহা হইলে, যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধের ন্যূনতাধিক্য দোষ আর ঘটিবে না"।

পরন্তু, এই রূপদ্বয়ের ঐক্য-সম্পাদন করিয়া এই পদার্থটীকে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার বিশেষণ স্থানীয় করিবার জন্য নৈয়ায়িকগণ, যে-সব কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও বড় সহজবোধ্য নহে। তাহাতেও জানিবার ও বুঝিবার অনেক কথা আছে; আমরা সে সব কথা এস্থলে আর উত্থাপন না করিয়া নিম্নে দুই একটী প্রকার-মাত্র প্রদর্শন করিলাম। বলা বাহুল্য, এই পর্য্যাপ্তি-ঘটিত পদার্থটীকে ব্যাপ্তিলক্ষণোক্ত বৃত্তিতার বিশেষণ স্থানীয় করাই আবশ্যক; কারণ, এস্থলে প্রসঙ্গই উঠিয়াছে যে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে বৃত্তিতাভাবটী ব্যাপ্তি, সেই বৃত্তিতাটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন—তাহাই নির্ণয় করা।

যাহা হউক, ন্যায়ের ভাষায় হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের এই পর্য্যাপ্তি সমন্বিত ব্যাপ্তিলক্ষণটী যেরূপে বলিতে হয়, তাহার একটী প্রকার এই—

"হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে "রূপ" তাহাতে স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে বৃত্তি, যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতা-সামান্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অভাব, তাহাই ব্যাপ্তি"।

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত রূপদ্বয়ের ঐক্য-সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে বাক্যের প্রথম ভাগান্তর্গত রূপটীতে বৃত্তিতাকে স্থাপন করা হইয়াছে, এবং উক্ত বাক্যের দ্বিতীয় ভাগান্তর্গত রূপটীতে যে অবচ্ছেদকত্ব ধর্ম্মটী আছে, তাহাকে উহাদের মধ্যে সম্বন্ধরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে সম্বন্ধ-সাহায্যে নৈয়ায়িকগণ সকলকেই সকলের উপর স্থাপন করিতে পারেন। এমন কি, যাহাদিগকে সাধারণতঃ নিতান্ত অসম্বদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, নৈয়ায়িকগণ সম্বন্ধ-গঠন করিয়া তাহাদিগকে পরস্পরে সম্বদ্ধ করিতে পারেন—একের উপর অপরকে স্থাপন করিতে পারেন। যেমন, যে ব্যক্তি, একটী ঘট ব্যবহার

করিতেছে, সে ব্যক্তিকে স্বীয়-ঘট-জনক-পিতৃত্ব-রূপ একটী সম্বন্ধ সাহায্যে সেই ঘটের নির্ম্মাতা কুম্ভকারের পিতার সহিত সম্বদ্ধ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ উক্ত পিতার উপর স্থাপন করা যায়। অথবা, যে ভূতলে ঘট আছে, সেই ভূতলকে আধেয়তা সম্বন্ধে ঘটের উপর স্থাপন করিতে পারা যায়। অধিক কি, যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে অভাববত্ত্ব অর্থাৎ "না থাকা" সম্বন্ধে তাহাকে আছে বলা যায়। ফলতঃ, এই সম্বন্ধতত্ত্বটী এই শাস্ত্রের মধ্যে অতি গহন বিষয়; ইহাতে প্রথম-শিক্ষার্থীর বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। যাহা হউক, এস্থলে উক্ত অবচ্ছেদকত্ব ধর্ম্মকে "সম্বন্ধে" পরিণত করিয়া পর্য্যাপ্তিটী গঠিত করায় ইহাকে সম্বন্ধ-মুদ্রায় পরিণতি করা হইল বলা হয়। এইরূপ ধর্ম্ম-মুদ্রাতে ও পর্য্যাপ্তি গঠন করা যায়। নিম্নে দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা তাহা প্রদান করিলাম।

"হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্তির অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে "রূপ", সেই রূপাবচ্ছিন্ন যে অনুযোগিতা, সেই অনুযোগিতানিরূপক যে পর্য্যাপ্তি, সেই পর্য্যাপ্তির প্রতিযোগী যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতানিরূপক যে সংসর্গতা, সেই সংসর্গতার যাহা আশ্রয়, সেই আশ্রয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিত বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতাসামান্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অভাব, সেই অভাবই ব্যাপ্তি।"

এখন এই 'প্রকারের' সহিত প্রথম 'প্রকারের' যেটুকু প্রভেদ, সেটুকুও লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম 'প্রকারে' হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকগত যে সংখ্যা, সেই সংখ্যার সহিত বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকগত সংখ্যাকে মিলাইয়া দিতে বৃত্তিতাবচ্ছেদকসংসর্গতাবচ্ছেদকগত সংখ্যার দ্বারা একটী সম্বন্ধ গঠন করা হইয়াছিল, এক্ষণে কিন্তু এই দ্বিতীয় 'প্রকারে' উক্ত উভয়কেই ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া উক্ত সংখ্যাগত ঐক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে ন্যায়ের ভাষাতে ধর্ম্মমুদ্রায় পর্য্যাপ্তি বলে। যাঁহারা এইরূপ গঠিত-সম্বন্ধের সংসর্গতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে পর্য্যাপ্তি দিতে হইলে ঐরূপে দিতে হয়।

পরন্তু, এতদ্ব্যতীত অন্য অনেক উপায়েও এই পর্য্যাপ্তি গঠিত হইতে পারে, নিম্নে আমরা তাহার মধ্যে এক প্রকার প্রদান করিলাম। ইহা এইরূপ—

"হেতুতানিরূপিত-কিঞ্চিৎসম্বন্ধানবচ্ছিন্ন যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে পর্য্যাপ্তি, সেই পর্য্যাপ্তির অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে "রূপ", সেই "রূপে" স্বনিরূপিত কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে পর্য্যাপ্তি, সেই পর্য্যাপ্তির অনুযোগিতাবচ্ছেদকত্বরূপ যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে থাকে যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতার স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অভাব, সেই অভাবের নামই ব্যাপ্তি।"

এখানে পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের প্রতিযোগী হইল—"হেতুতানিরূপিত-কিঞ্চিৎ সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা", এবং অনুযোগী হইল—"হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী", এবং এই সম্বন্ধগত সংখ্যা

ধরিয়া পর্য্যাপ্তি গঠন করা হইয়াছে ; পূর্ব্বে কিন্তু সম্বন্ধের যে সংসর্গতা, তাহার অবচ্ছেদকের সংখ্যা ধরিয়া পর্য্যাপ্তি গঠন করা হইয়াছিল, এইমাত্র বিশেষ। হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটীকে বাদ দিয়া সম্বন্ধটীকে ধরিবার জন্য কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন বলা হইয়াছে ; কারণ, সম্বন্ধের উপর যে অবচ্ছেদকতা থাকে, তাহার অবচ্ছেদক আর কোন 'সম্বন্ধ' হয় না।

এখন দেখ এই পর্য্যাপ্তির ন্যূনবারক ও অধিকবারক-দলদ্বয় কিরূপ।

দেখ, প্রথম 'প্রকার' মধ্যে "হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক" এই অংশের পরিবর্ত্তে যদি "হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাপ্রতিযোগিতাক" বলা হয়, তাহা হইলে অধিকবারণ হয়, ন্যূনবারণ হয় না ; এবং "স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক" না বলিয়া যদি "স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদতা-প্রতিযোগিতাক" বলা যায়, তাহা হইলে অধিকবারণ হয় না, কেবল ন্যূনবারণ হয়। এজন্য, এই দুইটীই দিলে ন্যূনতা ও আধিক্য—এতদ্ উভয়ই নিবারিত হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্র। এক্ষণে সহজে কথাটী স্মরণ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া নিম্নে একটী কৌশল-বিশেষ প্রদত্ত হইল—

হেতুতাঘটিত-তাত্বাবচ্ছিন্ন ১	বলিলে ২	কেবল ন্যূনবারণ হয়। ৫	না বলিলে ২	কেবল অধিক বারণ হয়।৫	বলিলে ২	ন্যূনাধিক উভয়-বারণ হয়।৫
বৃত্তিতাঘটিত-তাত্বাবচ্ছিন্ন ৩	না বলিলে ৪		বলিলে ৪		বলিলে ৪	

এইবার দেখা যাউক, উক্ত পর্য্যাপ্তি-সমন্বিত হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধটী কি করিয়া একটী সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে প্রযুক্ত হয়। পূর্ব্বপ্রথানুসারে এই সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলটী ধরা যাউক—

"বহ্নিমান্ ধূমা।"

এখানে বহ্নি—সাধ্য, এবং সংযোগ-সম্বন্ধে ধূমটী—হেতু। সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সংযোগ। এই সংযোগ-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতাকে ধরিতে হইবে। পরন্তু, স্থল-বিশেষে এই হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী ন্যূনতাধিক্য-দোষ-দুষ্ট হয়, এজন্য ইহাতে যে পর্য্যাপ্তি প্রদত্ত হয় তাহা হইল—

"স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদকসংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক-বৃত্তি যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা সেই বৃত্তিতা" ইত্যাদি।

সুতরাং, এই পর্য্যাপ্তি-সাহায্যে যেমন বিভিন্ন স্থলের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের ন্যূনতাধিক্য নিবারণ করিয়া কেবল মাত্র তত্তৎ-সম্বন্ধের বোধক হইবার কথা, তদ্রূপ এস্থলে উক্ত সংযোগ সম্বন্ধেরও ন্যূনতাধিক্য-নিবারণ করিয়া কেবল উক্ত সংযোগ সম্বন্ধকেই বুঝাইবার কথা।

এখন দেখ, এই পর্য্যাপ্তিটী কি করিয়া প্রকৃত স্থলে প্রযুক্ত হয়। দেখ, এখানে বহ্ন্যভাবাধিকরণ-নিরূপিত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অভাবই হইবে ব্যাপ্তি।

এখানে "স্ব" = ঐ বৃত্তিতা।

স্বাবচ্ছেদকসংসর্গ = বৃত্তিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এখানে ইহা সংযোগ।

স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতার অবচ্ছেদক = সংযোগত্ব।

স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা = সংযোগত্ববৃত্তি ধর্ম্মবিশেষ।

স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্ব = সংযোগত্ববৃত্তিধর্ম্মবিশেষের ধর্ম্ম।

এতদবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ = ইহা সেই সম্বন্ধ যে সম্বন্ধে স্বাবচ্ছেদকসংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বরূপে স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাকে স্বাবচ্ছেদকসংসর্গতাবচ্ছেদকের উপর স্থাপন করা হয়।

এই সম্বন্ধের অনুযোগী = স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক অর্থাৎ সংযোগত্ব।

এই সম্বন্ধের অনুযোগিতা = সংযোগত্ববৃত্তি ধর্ম্মবিশেষ।

এই অনুযোগিতাবচ্ছেদক = সংযোগত্ববৃত্তি ধর্ম্মবিশেষের অবচ্ছেদক; ইহা এখানে সংযোগত্বগত একত্ব সংখ্যা।

এই অনুযোগিতাবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধ = উক্ত সংযোগত্বগত সংখ্যা-বৃত্তি-ধর্ম্ম-বিশেষ-রূপ সম্বন্ধ।

এখন এই সম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক-বৃত্তি সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত "বৃত্তিতা" বলায় বুঝিতে হইবে উক্ত সংযোগমাত্র সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন "বৃত্তিতা" গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ—

এখানে হেতু = ধূম।

হেতুতাবচ্ছেদকসংসর্গ—ধূমনিষ্ঠ ধর্ম্ম-বিশেষের অবচ্ছেদক সম্বন্ধ, ইহা এখানে সংযোগ।

হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক = সংযোগত্ব।

হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা = সংযোগত্ববৃত্তি ধর্ম্মবিশেষ।

হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্ব = সংযোগত্ববৃত্তি ধর্ম্মবিশেষের ধর্ম্ম।

এতদবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধ = ইহা সেই সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বরূপে হেতুতাবচ্ছেদকসংসর্গতাবচ্ছেদকতাটীকে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকের উপর স্থাপন করা হয়।

এই সম্বন্ধের অনুযোগী = হেতুতাবচ্ছেদকসংসর্গতাবচ্ছেদক অর্থাৎ সংযোগত্ব।

এই সম্বন্ধের অনুযোগিতা = সংযোগত্ববৃত্তি ধর্ম্মবিশেষ।

এই অনুযোগিতাবচ্ছেদক = সংযোগত্ববৃত্তি ধর্ম্মবিশেষের অবচ্ছেদক; ইহা এখানে সংযোগত্বগত একত্ব সংখ্যা।

সুতরাং, পুর্ব্বোক্ত সংযোগত্বগত-একত্ব-সংখ্যাবৃত্তি-ধর্ম্মবিশেষ-সম্বন্ধে এই সংযোগত্বগত একত্ব-সংখ্যাবৃত্তি যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা, তাহা সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইল, অথচ সেই সংযোগ-সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকের ন্যূনতাধিক্য-সম্ভাবনা নিবারিত হইল; আর ইহারই ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিতসমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, কিংবা কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা,

ঐ সংযোগত্ব-গত একত্ব সংখ্যার উপর থাকে না। পরন্তু, সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ঐ সম্বন্ধে সমবায়ত্ব-গত একত্বের উপর থাকে, এবং কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ঐ সম্বন্ধে কালিকত্ব-গত একত্বের উপর থাকে। সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণটী, অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি কোন দোষদুষ্ট হইল না। যাহা হউক, এই পর্য্যাপ্তি-সমন্বিত ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রয়োগটী একটু মনোযোগ-সহকারে অভ্যাস করা আবশ্যক; কারণ, এই সকল বিষয় বুঝিতে পারিলে আয়ত্ত হয় না, এবং আয়ত্ত হইলেও অপরকে বলিতে পারা যায় না।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, টীকাকার মহাশয় এস্থলে পূর্ব্বের ন্যায় 'অতিব্যাপ্তি' প্রভৃতির নামগ্রহণপূর্ব্বক দোষপ্রদর্শন না করিয়া "ন ক্ষতিঃ" এরূপ সাধারণভাবে দোষের উল্লেখ করিলেন কেন? নিশ্চয়ই তাহা হইলে ইহার মধ্যে কোনও রহস্য নিহিত আছে।

এতদুত্তরে বলা হয় যে, তাহা সত্য। কারণ, কোন মতে এস্থলে "অব্যাপ্তি" হয়, এবং কোন মতে এস্থলে "অসম্ভব" দোষ হয়। এজন্য, তিনি সাধারণভাবে দোষের কথাই বলিয়াছেন, কোন মতবাদ অবলম্বনে কিছু বলেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে।

দেখ, "অসম্ভব" বলিতে বুঝায় যে, লক্ষণটী কোন লক্ষ্যেই যায় না; এবং "অব্যাপ্তি" বলিতে বুঝায় যে, লক্ষণটী কোন-না-কোন লক্ষ্যে যায় না। দেখ, গগনভেদকে সাধ্য করিয়া ঘটত্বকে হেতু করিলে, ইহা একটী সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থল হয়; কারণ, যেখানে ঘটত্ব থাকে গগনভেদও তথায় থাকে; সুতরাং, ইহা ব্যাপ্তি লক্ষণের লক্ষ্য। এখানে দেখ, যে "মতে" বৃত্তি-নিয়ামক কতিপয় সম্বন্ধ ভিন্ন গঠিত-সম্বন্ধের সংসর্গতা স্বীকার করা হয় না, সেই মতে এস্থলে লক্ষণ যাইবে বলিয়া অব্যাপ্তি-দোষই হয়, অসম্ভব দোষটী স্বীকার্য্য হয় না। কারণ, এখানে, সাধ্যাভাব = গগনভেদাভাব, অর্থাৎ গগনত্ব। ইহার অধিকরণ, সুতরাং, গগন-ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। এখন, এই গগনে বৃত্তিনিয়ামক কোন সম্বন্ধেই ঘটত্ব থাকে না। কারণ, প্রথমতঃ গগন নিত্য বলিয়া ইহাতে কালিকসম্বন্ধে ঘটত্ব থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়, স্বরূপসম্বন্ধেও ঘটত্ব গগনে থাকিবে না, কারণ ঘটত্ব স্বরূপসম্বন্ধে কোথাও থাকে না। তৃতীয়, সংযোগসম্বন্ধেও ঐ কথা; যেহেতু ঘটত্ব হয় জাতি পদার্থ, এবং জাতিপ্রতিযোগিক সংযোগ সম্বন্ধই অসম্ভব। চতুর্থ, গগনের দিগ্‌-উপাধিতা নাই, এজন্য দিক্‌কৃত বিশেষণতাবিশেষ সম্বন্ধে ঘটত্ব, গগনে থাকিতে পারে না; পঞ্চম, সমবায় সম্বন্ধেও ঘটত্ব গগনে থাকিতে পারে না; কারণ, সমবায়-সম্বন্ধে ঘটত্ব ঘটেরই উপর থাকে। ষষ্ঠ, তাদাত্ম্য সম্বন্ধেও ঐ কথা; কারণ, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘটত্ব ঘটত্বেরই উপর থাকে, গগনে থাকিতে পারে না। এই প্রকারে বৃত্তি-নিয়ামক যাবৎ সম্বন্ধেই দেখা যাইবে, ঘটত্ব গগনে থাকিতে পারিবে না। সুতরাং, হেতু ঘটত্বে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-গগন-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অব্যাপ্তি হইল না। আর এরূপ এক স্থলে লক্ষণ যাইল বলিয়া, লক্ষণের "অসম্ভব" দোষ আর হইতে পারিল না। সুতরাং "ন ক্ষতিঃ" পদে অব্যাপ্তিই ধরিতে হইল।

কিন্তু, যাঁহারা "স্বাভাববত্তাদি" গঠিত-সম্বন্ধের সংসর্গতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে এরূপ স্থলেও লক্ষণ যাইবে না ; এবং তজ্জন্য "ন ক্ষতিঃ" পদের অর্থ "অসম্ভব" দোষ। কারণ, স্বাভাববত্তা সম্বন্ধের অর্থ—যে সম্বন্ধে কোন কিছু, কোন কিছুতে থাকে না, সেই "না থাকা" সম্বন্ধ। এই "না থাকা" সম্বন্ধে ঘটত্ব, গগনে থাকিতে পারিবে ; যেহেতু, ঘটত্ব গগনে থাকে না। সুতরাং, হেতু ঘটত্বে সাধ্যাভাবাধিকরণ-গগন-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যাইবে না, অর্থাৎ লক্ষণ যাইবে না। সুতরাং, এইরূপ সম্বন্ধ ধরিলে কোন লক্ষ্যেই লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ লক্ষণের অসম্ভব দোষ ঘটিল। যাহা হউক, "ন ক্ষতিঃ" বলিয়া টীকাকার মহাশয় বিদ্যার্থীকে এই সব কথা অধ্যাপকসমীপে শিক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিলেন—ইহাই বুঝা যাইতেছে।

অতঃপর দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃত্তিতাভাব মধ্যে সামান্যাভাব নিবেশকালে, আমরা দেখিয়াছি, সামান্যাভাবেরও ন্যূনতাধিক্য সম্ভাবনা থাকে, এবং তজ্জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিয়া সেই ন্যূনতাধিক্য নিবারণ করা হয়, তাহাকে পর্য্যাপ্তি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। এখানেও আবার যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিতে হইবে বলা হইল, তাহারও ন্যূনতাধিক্য-সম্ভাবনা থাকে, এবং তজ্জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিয়া সেই ন্যূনতাধিক্য নিবারণ করা হইল, তাহাকেও পর্য্যাপ্তি আখ্যায় অভিহিত করা হইল। অথচ, সামান্যাভাব-নিবেশ-স্থলে পর্য্যাপ্তি নামক কোন সম্বন্ধের ব্যবহার ঘটে নাই, কিন্তু এস্থলে তাহার ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং, প্রশ্ন হইতে পারে সামান্যাভাব-নিবেশকালে উক্ত পর্য্যাপ্তিকে পর্য্যাপ্তিপদে অভিহিত করা হয় কেন ?

এতদুত্তরে বলা যায় যে, পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের ব্যবহার ঘটিলেই যে কৌশলবিশেষকে পর্য্যাপ্তি আখ্যায় অভিহিত করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কোন কিছুর কোন প্রকার ন্যূনতাধিক্য সম্ভাবনা নিবারণ করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে বলিবার যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাহাই পর্য্যাপ্তিপদবাচ্য হইতে পারিবে। দেখ, পর্য্যাপ্তি শব্দের অর্থও তাহাই। কারণ, 'পরি'পূর্ব্বক আপ্ ধাতু 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া পর্য্যাপ্তি পদ সিদ্ধ হয়। আপ্ ধাতুর অর্থ—পাওয়া, ইহা উপসর্গ যোগে বুঝায়—"ঠিক ঠিক রূপে পাওয়া" বা "সম্পূর্ণরূপে পাওয়া"। পর্য্যাপ্তি শব্দের এই অর্থ লইয়া ইহাকে যখন পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়, তখন ইহা সম্বন্ধ-বিশেষকে বুঝায়। এই সম্বন্ধবলে কোন কিছু, কোন কিছুর উপর সংখ্যাবচ্ছেদে থাকে বলা হয়।

পরিশেষে তৃতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের শেষস্থ অবৃত্তিত্ব পদের "বৃত্তিত্বসামান্যাভাবরূপ" অর্থ স্থিরীকৃত না হইলে উহার আদিস্থিত "সাধ্যাভাব" পদের প্রকৃত অর্থের ব্যাবৃত্তি সংলগ্ন হয় না। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এক্ষণে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের বর্ণনে আবার প্রবৃত্ত হওয়া কেন ? একেবারে আদিস্থিত পদ "সাধ্যাভাব" পদের প্রকৃতার্থ বর্ণন করাই ত উচিত ছিল ?

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইহা দোষাবহ হয় নাই। কারণ,এস্থলেও অনুরূপ প্রয়োজন বিদ্যমান। বৃত্তিতাভাবপদে বৃত্তিতাসামন্যাভাব না বলিলে যেমন সাধ্যাভাব-সম্পর্কিত বক্ষ্যমাণ অব্যাপ্তি দান সম্ভব হইত না—অর্থাৎ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে তদ্‌বহ্ন্যভাব কিংবা বহ্নিজল উভয়াভাব ইত্যাদি যেরূপ অভাবই ধরা যাউক না কেন, তদধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা ও জলত্ব এই যে উভয়, সেই উভয়ের অভাব হেতুতে থাকায় অব্যাপ্তি হয় না। তদ্রূপ, বৃত্তিতার অর্থ নির্ণীত না হইলে অর্থাৎ ইহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধের নির্ণয় করা না থাকিলে, সাধ্যাভাব-সম্পর্কিত অব্যাপ্তি অনিবারিত থাকে; অর্থাৎ উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে তদ্-বহ্ন্যভাব কিংবা বহ্নিজল-উভয়াভাব ইত্যাদি অভাব না ধরিয়া যে ধর্ম্ম ও যে সম্বন্ধ অবলম্বনে বহ্নিকে সাধ্য করা হয়, বহ্নির সেই ধর্ম্ম ও সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ধরিলেও হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগকে ধরিতে হইবে, এরূপ নিয়ম না থাকায় বহ্ন্যভাবের অধিকরণ ধূমাবায়ব-নিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা এবং বহ্ন্যভাবাধিরণ জলহ্রদনিরূপিত কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, হেতু ধূমে থাকায় অব্যাপ্তি নিবারিত হয় না। এই কথা গুলি পরে আলোচিত হইবে, সুতরাং, এখানে যাহা বলা হইল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে পরবর্ত্তী কথাগুলি অধ্যয়ন করিয়া ইহা পুনরায় অধ্যয়ন করিতে হইবে। এজন্য বৃত্তিতাভাব পদের রহস্য-কথনের পরেই সাধ্যাভাব পদের রহস্যোদ্‌ঘাটন না করিয়া বৃত্তিতা-পদের রহস্যোদ্‌ঘাটন আবশ্যক।

পরন্তু, এই প্রশ্নের আরও একটী উত্তর আছে। ইহা এই যে, ব্যাপ্তি-লক্ষণে পূর্ব্বস্থিত "সাধ্যাভাব" পদের রহস্য-বর্ণনের পূর্ব্বে যখন "বৃত্তিতাভাব" পদের রহস্য-কথন প্রয়োজন হইল, তখন বৃত্তিতাপদের রহস্য-বর্ণনও সাধ্যাভাব পদের রহস্য-বর্ণনের পূর্ব্বেই প্রয়োজন। কারণ, যে বৃত্তিতার অভাব সম্বন্ধে প্রথমে বলা হইল, সেই বৃত্তিতার বিষয় যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, তাহাও তৎপূর্ব্বেই ব্যক্তব্য; যেহেতু, বৃত্তিতাভাবের সহিত বৃত্তিতার যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ,ব্যাখ্যাক্রম-রক্ষার্থ সাধ্যাভাব পদের সহিত তাহার তদপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে পারে না—অন্যথা করিলে অস্বাভাবিক দোষই ঘটিত।

কিন্তু তথাপি মতান্তরে এই নিবেশের ক্রটী লক্ষিত হয়। কারণ, "কম্বুগ্রীবাদিমৎ" এবংবিধ গুরুধর্ম্মরূপে সাধ্য ধরিলে তদবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধ হয়; সুতরাং, অব্যাপ্তি ঘটে। এজন্য ইহার উত্তরে বলা হয়, "সম্ভবতি লঘৌ ধর্ম্মে গুরৌ তদভাবাৎ" এ নিয়ম অনুসারে এই ব্যাপ্তি লক্ষণটী রচিত হয় নাই।

যাহা হউক, এতদূরে ব্যাপ্তি-লক্ষণের "বৃত্তিতা" পদের রহস্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় যৎকিঞ্চিৎ অবগত হওয়া গেল, অতঃপর "সাধ্যাভাব" পদের রহস্য কি তাহা অবগত হওয়া যাউক।

———

সাধ্যাভাব-পদের রহস্য।

টীকামূলম্।

সাধ্যাভাবশ্চ* সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধা-† বচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি-তাকো বোধ্যঃ।

তেন "বহ্নিমান্ ধূমাদ্" ইত্যাদৌ সমবায়াদিসম্বন্ধেন বহ্নিসামান্যাভাববতি সংযোগ-সম্বন্ধেন, তত্তদ্‌বহ্নিত্ব-বহ্নিজলো-ভয়ত্বাদ্যবচ্ছিন্নাভাববতি ‡ চ পর্ব্বতাদৌ, সংযোগেন ধূমস্য বৃত্তৌ অপি ন ক্ষতিঃ।

---

* সাধ্যাভাবশ্চ=সাধ্যাভাবঃ, চৌঃ সং।
† সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন=সম্বন্ধেন, সোঃ সং।
‡ তত্তদ্‌বহ্নিত্ব-বহ্নিজলোভয়ত্বাদ্যবচ্ছিন্নাভাববতি =তত্তদ্‌বহ্নিত্ব-বহ্নিজলোভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাববতি। চৌঃ সং। ইত্যপি পাঠঃ।

বঙ্গানুবাদ।

আর সাধ্যাভাবটী, সাধ্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতার অব-চ্ছেদক ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সুতরাং, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে সমবায়াদি সম্বন্ধে বহ্নিসামান্যের অভাবাধি-করণ পর্ব্বতাদিতে এবং সংযোগ সম্বন্ধে তত্তৎ বহ্নিত্ব, কিম্বা বহ্নি-জল-এতদ্-উভয়ত্বাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক যে অভাব, সেই অভাবাধিকরণ যে পর্ব্বতাদি, সেই পর্ব্বতাদিতে, সংযোগ-সম্বন্ধে ধূম থাকিলেও ক্ষতি হইল না। অর্থাৎ পর্ব্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা, হেতু ধূমে থাকি-লেও কোন দোষ হয় না।

ব্যাখ্যা—লক্ষণোক্ত "বৃত্তিতাভাব" এবং "বৃত্তিতা" পদের রহস্য কথিত হইল, এক্ষণে "সাধ্যাভাব" পদের রহস্য কি তাহাই কথিত হইতেছে।

পরন্তু, এই বিষয়টী টীকাকার মহাশয়ের ভাষা হইতে বুঝা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নহে। এজন্য, আমরা এস্থলে প্রথমতঃ টীকাকার মহাশয়ের ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দের অর্থ অবগত হইব, এবং তৎপরে তাঁহার কথিত বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থে এই পারিভাষিক শব্দটী আমরা বঙ্গভাষায় ইহা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম।

প্রথমতঃ দেখ, "সাধ্যাভাবকে সাধ্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং সাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে"—একথাটীর অর্থ কি?

কিন্তু, এ কথাটীর অর্থ বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে "সাধ্যতার অবচ্ছেক সম্বন্ধ এবং সাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম" বলিতে কি বুঝায়।

"সাধ্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ" বলিতে বুঝিতে হইবে, যেই সম্বন্ধে সাধ্যকরা হয় সেই সম্বন্ধ। সাধ্য শব্দের অর্থ অনুমিতির বিধেয়। যেমন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির

অনুমিতি করা হয় বলিয়া সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হয়, এবং এই সংযোগ সম্বন্ধটী সাধ্যের ধর্ম্ম যে সাধ্যতা, সেই সাধ্যতার অবচ্ছেদক অর্থাৎ একরূপ বিশেষণ হয়। অবচ্ছেদক শব্দের অর্থ ইতিপূর্ব্বে ৪৭ পৃষ্ঠায় কতিপয় পারিভাষিক শব্দের অর্থ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এজন্য এস্থলে আর পুনরুক্তি করা গেল না।

ঐরূপ "সাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম" বলিতে বুঝিতে হইবে যে, যে ধর্ম্ম পুরস্কারে অর্থাৎ যেই ধর্ম্মরূপে সাধ্য করা হয়, সেই ধর্ম্মটী। যেমন, 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে বহ্নি হয় বহ্নিত্ব-ধর্ম্ম পুরস্কারে সাধ্য, ধূম-জনকত্ব অথবা দাহজনকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মরূপে সাধ্য হয় নাই। ওদিকে বহ্নি সাধ্য হয় বলিয়া সাধ্যের ধর্ম্ম সাধ্যতাও বহ্নির উপর থাকে। এজন্য, এই বহ্নিত্ব ধর্ম্মটী সাধ্যতার অবচ্ছেদক অর্থাৎ একরূপ বিশেষণ হয়।

এই হেতু সংক্ষেপে বলা হয় যে কোন কিছুর যে ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া সাধ্য করা হয়, তাহা হয় সাধ্যতাবচ্ছেদক বা সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, এবং কোন কিছুর যে সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া সাধ্য করা হয়, তাহা হয় সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ।

এইবার এই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব বলিতে কি বুঝায় তাহা দেখা যাউক। ইতিপূর্ব্বে ৪৮ পৃষ্ঠায় "প্রতিযোগী" ও "প্রতিযোগিতা" শব্দের যে অর্থ কথিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা একবার স্মরণ করা আবশ্যক। এতদনুসারে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব" শব্দের অর্থ এই যে, যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধেই যদি সাধ্যের অভাব ধরা হয়, তাহা হইলে এই অভাবটী, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হয়। প্রতিযোগিতাটী সাধ্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় বলিয়া স্যধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। এই প্রতিযোগিতা হয় প্রতিযোগীর ধর্ম্ম। সাধ্যটী হয় এই প্রতিযোগী। এজন্য, প্রতিযোগিতাটী সাধ্যের উপর থাকে। পূর্ব্বে যেমন সংযোগ সম্বন্ধটী সাধ্যতার অবচ্ছেদক হয়, এখানে তদ্রূপ ইহা সাধ্যের উপরিস্থিত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়।

সুতরাং "সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব" শব্দের অর্থ এই যে, যে ধর্ম্ম পুরস্কারে সাধ্যকরা হয়, সেই ধর্ম্ম-পুরস্কারে যদি সাধ্যের অভাব ধরা হয়, তাহা হইলে সেই অভাবটী হয়—সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব, অথবা সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব। প্রতিযোগিতাটী, সাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটী প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। এই প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীর ধর্ম্ম, সাধ্যটী হয় এই প্রতিযোগী, এজন্য প্রতিযোগিতাটী সাধ্যের উপর থাকে। পূর্ব্বে যেমন বহ্নিত্ব ধর্ম্মটী সাধ্যের ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদক হয়, তদ্রূপ ইহা সাধ্যের উপরিস্থিত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়।

এইবার টীকাকার মহাশয়ের কথিত বিষয়টীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক :—

সাধ্যাভাব পদের রহস্য-কথনাভিপ্রায়ে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন—"সাধ্যাভাবটী

সাধ্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং সাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। সহজ কথায়—যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, এবং যে ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে ও সেই ধর্ম্ম-পুরস্কারে সাধ্যাভাবটীকেও ধরিতে হইবে।

কারণ, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে আর কোন দোষ থাকিবে না। কিন্তু যদি সাধ্যাভাবটীকে এরূপ করিয়া না বুঝা হয়, তাহা হইলে সাধ্যাভাবটীকে যে-কোন সম্বন্ধ এবং যে কোন ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব বলিয়া ধরিতে পারা যাইবে। সহজ কথায়—যে-কোন সম্বন্ধে ও যে-কোন ধর্ম্ম-পুরস্কারে ধরিতে পারা যাইবে; আর তাহার ফলে লক্ষণের দোষ ঘটিবে। টীকাকার মহাশয়, এই কথাটী তিন প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। নিম্নে আমরা একে একে সে গুলি বিবৃত করিলাম।

তন্মধ্যে প্রথম প্রকারটী এই—

সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে যদি সাধ্যের অভাব ধরা না হয়, পরন্তু যদি সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব ধরা যায়, অর্থাৎ যে ধর্ম্ম পুরস্কারে সাধ্য করা হয়, কেবল সেই ধর্ম্ম-পুরস্কারেই যদি সাধ্যের অভাব ধরা হয়, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নিকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সমবায়-সম্বন্ধে বহ্নিসামান্যের অভাবও ধরিতে পারা যায়; আর তাহা হইলে এই বহ্ন্যভাবের অধিকরণ বলিয়া পর্ব্বতকেও পাওয়া যায়। কারণ, সমবায়-সম্বন্ধে বহ্নি পর্ব্বতে থাকে না, পরন্তু নিজের অবয়বের উপরই থাকে। আর ইহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয়; কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ পর্ব্বতে সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু ধূম থাকে বলিয়া সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকিল, বৃত্তিতার অভাব থাকিল না।

কিন্তু যদি যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরা হয়, তাহা হইলে আর অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, তখন বহ্ন্যভাব আর সমবায়-সম্বন্ধে ধরা যায় না, পরন্তু সংযোগ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে, আর তজ্জন্য বহ্ন্যভাবাধিকরণ পর্ব্বতকে ধরিতে পারা যাইবে না, পরন্তু জলহ্রদাদিকে ধরিতে হইবে; কারণ, পর্ব্বতে বহ্নি, সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে, এবং জলহ্রদাদিতে বহ্নি, সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে না, এজন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে না। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা মীন-শৈবালাদিতে থাকে, বৃত্তিতার অভাব হেতু ধূমে থাকে। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলা আবশ্যক।

দ্বিতীয় প্রকারটী এই—

সাধ্যাভাবটীকে যদি সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব এইমাত্র বলা হয়, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে মাত্র যদি সাধ্যের অভাব ধরা হয়, কিন্তু যদি সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া ঐ প্রতিযোগিতাকে বিশেষিত করা না হয়, অর্থাৎ যে ধর্ম্ম-পুরস্কারে সাধ্য করা হয়, সেই ধর্ম্ম-পুরস্কারে যদি সাধ্যের অভাব ধরা না হয়, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নিকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সেই সংযোগ সম্বন্ধেই ধরা হয়, অথচ বহ্নি-সামান্যের অভাব না ধরিয়া যদি কোন নির্দ্দিষ্ট বহ্নিত্ব-ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যনিষ্ঠ যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব ধরা হয়, অর্থাৎ বহ্নি-সামান্যের অভাব না ধরিয়া যদি "সেই বহ্নির অভাব" অর্থাৎ "মহানসীয় বহ্নির অভাব" ইত্যাকার কোন নির্দ্দিষ্ট বহ্নির অভাব ধরা হয়, তাহা হইলে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিবার সময় "সেই বহ্যভাবের" অথবা "মহানসীয় বহ্যভাবের" অধিকরণ বলিতে পর্ব্বতকেও ধরিতে পারা যায়। কারণ, সেই বহ্নি, বা সেই মহানসীয় বহ্নি, পর্ব্বতে নাই; পরন্তু, যথা-স্থানে বা সেই মহানসেই—থাকে। আর ইহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয়; কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-পর্ব্বতে সংযোগ-সম্বন্ধে, হেতু ধূম থাকে, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকিল, বৃত্তিতার অভাব থাকিল না।

কিন্তু যদি, যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে এবং যে ধর্ম্ম-পুরস্কারে সাধ্য করা হয়, ঠিক সেই ধর্ম্ম-পুরস্কারে সাধ্যের অভাব ধরা হয়, তাহা হইলে আর অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, বহ্নিত্ব-ধর্ম্ম-পুরস্কারে বহ্নিকে সাধ্য করা হইয়াছিল, এক্ষণে সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সেই বহ্নিত্ব-ধর্ম্ম-পুরস্কারেই বহ্নির অভাব ধরা হইল। এজন্য সাধ্যাভাব যে "বহ্যভাব" তাহার স্থলে আর "কোন নির্দ্দিষ্ট বহ্যভাব" অর্থাৎ "মহানসীয় বহ্যভাব" হইতে পারিবে না; পরন্তু বহ্নি-সামান্যেরই অভাব হইবে, অর্থাৎ পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস প্রভৃতি যাবৎ-স্থলীয় বহ্নির অভাব হইবে; আর তাহার ফলে বহ্যভাবাধিকরণ পর্ব্বতকে ধরিতে পারা যাইবে না, পরন্তু জলহ্রদাদিকে ধরিতে হইবে; কারণ, পর্ব্বতে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নি থাকে এবং জলহ্রদাদিতে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নি থাকে না, এবং ইহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে না। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদ-নিরূপিত বৃত্তিতা, মীনশৈবালা-দিতে থাকে এবং ঐ বৃত্তিতার অভাব ধূম হেতুতে থাকে। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাব-চ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব বলা আবশ্যক।

তৃতীয় প্রকারটী এই—

উপরি উক্ত দ্বিতীয় প্রকারে যেমন বহ্নিত্বরূপে বহ্নিকে সাধ্য করিয়া বহ্যভাব ধরিবার সময় কোন নির্দ্দিষ্ট বহ্নির অভাব ধরা হইয়াছে, তদ্রূপ, যদি বহ্নি ও জল —এতদুভয়ত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন বহ্নি-নিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাক অভাব ধরা যায়, অর্থাৎ বহ্নি ও জল

—এতদুভয়ের অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিবার সময়, বহ্নি ও জল—এতদুভয়ের অভাবের অধিকরণ বলিয়া পর্ব্বতকেও ধরিতে পারা যায়। কারণ, বহ্নি ও জল—এতদুভয় একত্র হইয়া পর্ব্বতে থাকে না; বস্তুতঃ, এতদুভয় একত্র হইয়া কেবল পর্ব্বতে কেন, কোথাও থাকে না। আর ইহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ পর্ব্বতে, সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু ধূম থাকিতে পারে বলিয়া সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকিল, বৃত্তিতার অভাব থাকিল না।

কিন্তু, যদি যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে এবং যে ধর্ম্ম-পুরস্কারে সাধ্য করা হয়, ঠিক সেই ধর্ম্ম-পুরস্কারে সাধ্যের অভাব ধরা হয়, তাহা হইলে আর অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, তখন সাধ্যাভাব যে "বহ্যভাব" তাহার স্থলে আর "বহ্নি ও জল—এতদুভয়াভাব" হইতে পারিবে না, পরন্তু বহ্নি-সামান্য-মাত্রেরই অভাব হইবে। আর তাহার ফলে বহ্যভাবাধিকরণ ধরিতে পর্ব্বতকে ধরিতে পারা যাইবে না, পরন্তু, জলহ্রদাদিকে ধরিতে হইবে। ইহার কারণ, পর্ব্বতে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নি থাকে, এবং জলহ্রদাদিতে বহ্নি, সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে না। যাহা হউক, ইহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে না। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা, মীনশৈবালাদিতে থাকে, এবং বৃত্তিতার অভাব, ধূম হেতুতে থাকে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, সাধ্যাভাব বলিতে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়াও বুঝা আবশ্যক।

সুতরাং, উক্ত তিনটী স্থল হইতেই দেখা গেল—"সাধ্যাভাব" বলিতে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব না বলিলে যে দোষ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য টীকাকার মহাশয়, যে তিনটী 'প্রকার' প্রদর্শন করিলেন. তাহার প্রকৃতি কিরূপ। কারণ, উক্ত প্রকারত্রয়ের প্রকৃতিটী বুঝিতে পারিলে আমরা, উপরি উক্ত নিবেশের যদি কোন ত্রুটী থাকে, তাহা হইলে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব। এখন, পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিলে দেখা যায় যে, প্রথম 'প্রকারে' তিনি দেখাইতেছেন—

যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এক বলা না হয়,
তবে যখন সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হয় "সংযোগ",
এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হয় "সমবায়",
তখন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের দোষ ঘটে।

বলা বাহুল্য, এই দোষ-নিবারণ করিবার জন্য "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলা আবশ্যক। ইহার অর্থ "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ-নিষ্ঠ-অবচ্ছেদকতা-নিরূপক যে প্রতিযোগিতা, "সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব" বুঝিতে হইবে। অবশ্য

এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম যে অভিন্ন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় 'প্রকারে' তিনি দেখাইতেছেন—

যদি কেবল সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ সমান হয়;
এবং যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হয় "বহ্নিত্ব", কিন্তু,
সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হয় "তত্ত্ব" আর "বহ্নিত্ব",
সেখানে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে পূর্ব্ববৎ দোষ ঘটিবে।

ঐরূপ তৃতীয় 'প্রকারে' তিনি দেখাইতেছেন—

যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ সমান হয়,
এবং যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হয় "বহ্নিত্ব", কিন্তু,
সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হয়—"বহ্নিত্ব", "জলত্ব", এবং "বহ্নিজলোভয়ত্ব",
সেখানে উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে পূর্ব্ববৎ দোষ ঘটিবে।

বলা বাহুল্য,এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'প্রকারের' দোষ-নিবারণ-মানসে টীকাকার মহাশয়,"সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলিয়াছেন। অর্থাৎ—"সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মনিষ্ঠ-অবচ্ছেদকতা-নিরূপক যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব" বুঝিতে হইবে।

এইবার দেখা যাউক এই প্রকার-ত্রয়ের প্রকৃতি কিরূপ।

দেখা যায়, প্রথম প্রকারে তিনি যাহা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের প্রকারগত ঐক্য আবশ্যক—এইটুকু বুঝা গেল। অর্থাৎ একটী যদি 'সমবায়' হয়, তাহা হইলে অপরটীও 'সমবায়' হইবে, এবং একটী যদি 'সংযোগ' হয়, অপরটীও তাহা হইলে 'সংযোগ' হইবে; পরন্তু, একটী 'সমবায়' অপরটী 'সংযোগ' এরূপ বিভিন্ন প্রকার হইবে না, ইত্যাদি। কিন্তু, যদি উভয়টীই 'সমবায়' কিংবা উভয়টীই 'সংযোগ' ইত্যাদি এক সম্বন্ধ হয়, অথচ তাহাদের মধ্যে সংসর্গতার অবচ্ছেদকের সংখ্যাগত অনৈক্য ঘটে, যেমন সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতার অবচ্ছেদক-সংখ্যা যদি কোথায় অল্প হয়, এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতার অবচ্ছেদক-সংখ্যা তথায় অধিক হয়, অথবা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতার অবচ্ছেদক-সংখ্যা যদি কোথাও অধিক হয়, এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতার অবচ্ছেদক-সংখ্যা তথায় অল্প হয়, তাহা হইলে এই অবচ্ছেদক-সংখ্যাগত অনৈক্য নিবারণের যে 'প্রয়োজন' এবং 'উপায়'—এতদুভয়ের কোনটীই টীকাকার মহাশয় প্রদর্শন করেন নাই, বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ, এমন স্থল সম্ভব, যেখানে উক্ত সম্বন্ধদ্বয়ের প্রকারগত ঐক্য থাকিলেও উহাদের সংসর্গতাবচ্ছেদকের সংখ্যা-গত অনৈক্য ঘটিতে পারে, এবং এই অনৈক্য-নিবারণ করাও তথায় আবশ্যক হয়, নচেৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণে দোষ ঘটে।

প্রথম দেখ, এই সম্বন্ধের ন্যূনতা দোষটা কিরূপ, এবং তাহা নিবারণ না করিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে কি করিয়া দোষ ঘটে। দেখ, প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল একটী—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

এস্থলে "সংযোগ ও সমবায় এতদন্যতরসম্বন্ধে" যদি বহ্নিকে সাধ্য করা যায়, এবং "সংযোগ-সম্বন্ধে" ধূমকে হেতু ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যাভাব ধরিবার সময় "সমবায়-সম্বন্ধে" বহ্নির অভাব ধরিলে সম্বন্ধের ন্যূনতা দোষ হয়। কারণ, এস্থলে সাধ্য ধরিবার সময়, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকগত সংখ্যা হয়—সংযোগত্ব, সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব—এই ত্রিতয়গত ত্রিত্ব, এবং সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকগত সংখ্যা হয়—সংযোগত্বগত একত্ব। এখন, এক তিন হইতে অল্প; স্থতরাং, এস্থলে সম্বন্ধের ন্যূনতা ঘটিল।

এখন দেখ, সম্বন্ধের এই ন্যূনতা ঘটিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের কি করিয়া দোষ ঘটে। দেখ, "সমবায় ও সংযোগ এতদন্যতর সম্বন্ধে" বহ্নিকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি ঐ সম্বন্ধে না ধরিয়া কেবল "সমবায়" সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব ধরা যায়; তাহা হইলে এই বহ্ন্যভাবের অধিকরণটী পর্ব্বত হইতে পারিবে, এবং তাহাতে সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু ধূম থাকিবে, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা হেতুতে থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না; স্থতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। বস্তুতঃ, এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাহা এ শাস্ত্রে পর্য্যাপ্তি নামে অভিহিত করা হয়।

ঐরূপ এস্থলে সম্বন্ধের আধিক্য-দোষও সম্ভব, এবং তাহা নিবারণ না করিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে পূর্ব্ববৎ দোষ ঘটে। দেখ, প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল একটী—

"সত্তাবান্ জাতেঃ।"

এখানে যদি "সমবায় সম্বন্ধে" সত্তাকে সাধ্য করা যায়, এবং ঐ সম্বন্ধেই জাতিকে হেতু ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যাভাব ধরিবার সময় "দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে" সত্তার অভাব ধরিলে সম্বন্ধের আধিক্য-দোষ হয়। কারণ, এস্থলে সাধ্য ধরিবার সময় সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকগত সংখ্যা হয়—সমবায়ত্বগত একত্ব; এবং সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকগত সংখ্যা হয়—দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগত দ্বিত্ব। এখন, দুই এক হইতে অধিক; স্থতরাং, এস্থলে সম্বন্ধের আধিক্য ঘটিল।

এখন দেখ, সম্বন্ধের এইরূপ আধিক্য ঘটিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে কি করিয়া দোষ ঘটে। দেখ "সমবায়-সম্বন্ধে" সত্তাকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি ঐ সম্বন্ধে না ধরিয়া "দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে" সত্তাভাব ধরা যায়, তাহা হইলে এই সত্তাভাবের

অধিকরণরূপে গুণ ও কর্ম্মকে ধরিতে পারা যায়। কারণ, দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে সত্তাটী, গুণ ও কর্ম্মে থাকে না, পরন্তু দ্রব্যে থাকে। এখন এই সত্তাভাবাধিকরণ গুণ ও কর্ম্মে সমবায়-সম্বন্ধে হেতু জাতিটী থাকিবে, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা হেতুতে থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না। সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। বস্তুতঃ, এই দোষ-নিবারণ করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাহাও উক্ত পর্য্যাপ্তি নামে অভিহিত হয়। টীকাকার মহাশয়, এই পর্য্যাপ্তির কথা আর বলেন নাই। পরন্তু, অধ্যাপক-সমীপে সকলেই ইহা শিক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা যথাস্থানে ইহার উল্লেখ করিতেছি।

এইবার দেখ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'প্রকারে' তিনি যাহা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের ঐক্য থাকা আবশ্যক। কিন্তু, এই উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ব্বোক্ত 'সম্বন্ধের' ন্যায় কোন স্থল প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কেবল উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের অবচ্ছেদকের সংখ্যাগত ঐক্যসূচক স্থলই প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ, সম্বন্ধের ব্যাবৃত্তির সময়ে যেমন সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধকে ত্যাগ করিয়া অন্য প্রকারে অন্য সম্বন্ধ ধরিয়া ব্যাবৃত্তি দিলেন, সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের সময় আর সেরূপ করিলেন না। ইহার কারণ, অবশ্য এই যে, ব্যাপ্তি-লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম এবং সম্বন্ধের উল্লেখ নাই, কিন্তু সাধ্যপদের উল্লেখ রহিয়াছে। এজন্য, সাধ্যকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন বস্তুর অভাব ধরিয়া "সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন" নিবেশের ব্যাবৃত্তি দেওয়া চলে না।

কিন্তু, তাহা হইলেও তিনি যে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের অবচ্ছেদকের সংখ্যাগত-ঐক্য-প্রদর্শনও সুসিদ্ধ হয় নাই। কারণ, প্রথমতঃ দেখা যায় যে, তিনি যে প্রকারদ্বয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের উভয়ই অবচ্ছেদক-সংখ্যার আধিক্য-বোধক স্থল। কারণ, বহ্নিত্বরূপে বহ্নিকে সাধ্য করিয়া বহ্ন্যভাব ধরিবার সময় প্রথম স্থলে তদ্‌বহ্নির অভাব, এবং দ্বিতীয় স্থলে বহ্নি-জল-উভয়ের অভাব ধরায় সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-বহ্নিত্ব-গত সংখ্যা হয়—একত্ব, এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম, প্রথম স্থলে, যে তত্ত্ব ও বহ্নিত্ব—তদুভয়-গত সংখ্যা হয়—দ্বিত্ব, এবং দ্বিতীয় স্থলে, যে বহ্নিত্ব, জলত্ব এবং উভয়ত্ব—সেই ত্রিতয়গত সংখ্যা হয়—ত্রিত্ব। অবশ্য, দ্বি ও ত্রি সংখ্যা যে এক সংখ্যা হইতে অধিক, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং, দেখা গেল, এতদুভয় স্থলেই ধর্ম্ম-ঘটিত অবচ্ছেদকের সংখ্যাগত আধিক্যই ঘটিল।

তাহার পর, সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যায় যে, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব" পদে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মনিষ্ঠ-অবচ্ছেদকতা-নিরূপক-প্রতিযোগিতা-নিরূপক-অভাব" বলিলেও গৃহীত-দৃষ্টান্তদ্বয়ের এই আধিক্য-জন্য দোষ নিবারিত হয় না। কারণ, বহ্নিত্ব-ধর্ম্মরূপে বহ্নিকে সাধ্য করিয়া তদ্‌বহ্নির অভাব ধরিলে, অথবা বহ্নি-জল-উভয়ের অভাব ধরিলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম যে বহ্নিত্ব তাহা, সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মনিচয়

যে—তত্ত্ব ও বহ্নিত্ব, এবং অন্যস্থলে—বহ্নিত্ব, জলত্ব ও উভয়ত্ব—ইহাদের অন্তর্গতই হইয়া থাকে—ইহাদের সহিত সমান হয় না। সুতরাং, বলিতে পারা যায়, টীকাকার মহাশয়ের গৃহীত দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের ঐক্য-প্রয়োজন-প্রদর্শন-বাসনা পূর্ণ হয় না। পরন্তু, তথাপি পূর্ব্বে যেমন সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তি-প্রদান প্রয়োজন, তদ্রূপ এই ধর্ম্মেরও পর্য্যাপ্তি-প্রদান আবশ্যক—ইহাই এস্থলে টীকাকার মহাশয়ের অভিপ্রায়—এতদ্দ্বারা পণ্ডিতগণ এই রূপই বুঝিয়া থাকেন।

তাহার পর দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, তিনি ধর্ম্মের অবচ্ছেদকগত সংখ্যার ন্যূনতা-বোধক স্থলের দৃষ্টান্ত আদৌ গ্রহণই করেন নাই। বস্তুতঃ, এমন স্থল আছে, যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের সংখ্যা হইতে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের সংখ্যা অল্প হয়, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং, সংখ্যাগত-ঐক্য-প্রদর্শন-প্রয়াসটী তাঁহার যেন একদেশদর্শীর প্রয়াস হইয়া পড়িতেছে।

এখন কিন্তু এস্থলে একটী কথা উঠিতে পারে। কথাটী এই যে, টীকাকার মহাশয় ধর্ম্মের ন্যূনতা-বোধক স্থলের দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করায় উপরি উক্ত দোষ হয় নাই। কারণ,সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের সংখ্যা হইতে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের সংখ্যা যদি ন্যূনও হয়, তাহা হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের দোষ সম্ভব নহে। দেখ, যেখানে মহানসীয় বহ্নি—সাধ্য, এবং মহানসীয় ধূম—হেতু হয়, সেখানে সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি কেবল-'বহ্নির' অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মের অবচ্ছেদকগত সংখ্যার ন্যূনতাবোধক স্থলের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে না। কারণ, সেই বহ্ন্যভাবাধিকরণ হইবে জলহ্রদাদি; এবং এই জলহ্রদাদিতে মহানসীয় ধূম কেন, কোন ধূমই থাকে না বলিয়া সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই হেতুতে থাকিবে, লক্ষণ যাইবে, অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। এইরূপ সর্ব্বত্র। ফল কথা, সাধ্যতার অবচ্ছেদকের সংখ্যা যদি অধিক হয়, এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের সংখ্যা যদি অল্প হয়, তাহা হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের দোষ ঘটে না। আর তজ্জন্যই বলা যাইতে পারে, টীকাকার মহাশয় ধর্ম্মের ন্যূনতা-বোধক স্থলের উল্লেখ করিয়া লক্ষণের ব্যাবৃত্তি না দেওয়ায় কোন দোষ হয় নাই।

কিন্তু এ কথাটি ঠিক নহে। কারণ, এমন অনুমিতিস্থল প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, সেখানে ধর্ম্মের ন্যূনতা ঘটিতেছে, এবং তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিও ঘটিতেছে। দেখ, "প্রতিযোগিতা" ও "বিষয়িতা" নামক দুইটী সম্বন্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধের অর্থ—যে সম্বন্ধে কেহ কাহারও অভাবের উপর থাকে; যেমন, বহ্নিটী প্রতি-যোগিতা-সম্বন্ধে বহ্ন্যভাবের উপর থাকে বলা হয়। বিষয়িতা-সম্বন্ধের অর্থ—যে সম্বন্ধে কোন কিছু জ্ঞানের উপর থাকে; যথা, বহ্নিটী বিষয়িতা-সম্বন্ধে জ্ঞানের উপর থাকে। এই সম্বন্ধদ্বয়ের কোন সম্বন্ধে যদি কোন কিছুকে সাধ্য করিয়া পুনরায় এই সম্বন্ধেই

সাধ্যাভাব ধরা হয়, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকের সংখ্যা হইতে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সংখ্যা কমাইয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ এমন কিছু হইতে পারিবে, যেখানে হেতু থাকে, এবং তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে।

ইহার কারণ, এই সম্বন্ধদ্বয়ের বিশেষত্ব এই যে, যেই ধর্ম্মরূপে যাহার অভাব ধরা যায়, অথবা যাহার জ্ঞান করা হয়, সেই ধর্ম্মরূপেই সেই বস্তুটী প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে তাহার অভাবের উপর, অথবা বিষয়িতা-সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের উপর থাকে। যেমন বহ্নিত্ব-ধর্ম্মরূপে যদি বহ্নির অভাব ধরা হয়, তাহা হইলে বহ্নিত্ব-ধর্ম্মরূপেই বহ্নিটী প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে বহ্ন্যভাবের উপর থাকিবে; এবং বহ্নিত্ব-ধর্ম্মরূপে যদি বহ্নির জ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে, সেই বহ্নিত্ব-ধর্ম্মরূপেই বহ্নিটী বিষয়িতা-সম্বন্ধে বহ্নি-জ্ঞানের উপর থাকিবে। কিন্তু, দ্রব্যত্ব, প্রমেয়ত্বাদি-রূপ অন্য কোন ধর্ম্মরূপে বহ্নিটী কখনই প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে বহ্ন্যভাবের উপর, অথবা বিষয়িতা-সম্বন্ধে বহ্নিজ্ঞানের উপর থাকিবে না। অবশ্য, অন্য সম্বন্ধের সময় এ নিয়মটী খাটিবে না। যেমন, পর্ব্বতে সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি থাকে বলিয়া পর্ব্বতে, বহ্নিটী যেমন বহ্নিত্বরূপে থাকে, তদ্রূপ তথায় দ্রব্যত্ব, প্রমেয়ত্বাদি রূপেও থাকিতে পারে। সুতরাং, প্রতিযোগিতা বা বিষয়িতা-সম্বন্ধে যদি কোন কিছুকে কোন কতিপয় ধর্ম্মরূপে সাধ্য করা যায়, এবং সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি সেই সম্বন্ধেই অপেক্ষাকৃত অল্প ধর্ম্মরূপে সেই সাধ্যেরই অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অভাবের অধিকরণটী হেতুর অধিকরণ হইতে অভিন্ন হইয়া যায়; সুতরাং, অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, অন্য সম্বন্ধের কালে ঐ অভাবের অধিকরণটী হেতুর অধিকরণ হইতে অভিন্ন হয় না; সুতরাং, অব্যাপ্তি হয় না। ফলতঃ, প্রতিযোগিতা ও বিষয়িতা-সম্বন্ধের এইটুকু বিশেষত্ব; ইহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

এখন দেখ, এই সম্বন্ধদ্বয়-সাহায্যে এমন স্থল কল্পনা করা যাইতে পারে যে, সেখানে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। দেখ একটা স্থল হউক :—

"অয়ং মহানসীয়-বহ্নিমান্ { "মহানসীয়-বহ্ন্যভাববত্বাৎ।"
অথবা
"মহানসীয় বহ্নিবিষয়ক-জ্ঞানত্বাৎ।"

এখানে, সাধ্য=মহানসীয় বহ্নি। ইহা প্রতিযোগিতা বা বিষয়িতা-সম্বন্ধে, এবং মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব ধর্ম্মরূপে সাধ্য।

হেতু=মহানসীয় বহ্ন্যভাবত্ব অথবা মহানসীয় বহ্নিবিষয়ক-জ্ঞানত্ব।

সাধ্যাভাব=প্রতিযোগিতা ও বিষয়িতা-সম্বন্ধে এবং মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্ব-ধর্ম্মরূপে ধরিলে ইহা হয়—মহানসীয় বহ্ন্যভাব। কিন্তু, যদি বহ্নিত্ব-ধর্ম্মরূপে সাধ্যের অভাব ধরা যায়, অর্থাৎ "বহ্নির্নাস্তি" ইত্যাকারক অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে ইহা হইবে—"বহ্ন্যভাব" মাত্র।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = বহ্ন্যভাবের অধিকরণ। ইহা এস্থলে হইবে—"মহানসীয়-বহ্ন্যভাব" অথবা "মহানসীয়-বহ্নিবিষয়ক জ্ঞান।" কারণ, প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে বহ্নিটী "বহ্নির্নাস্তি" ইত্যাকারক বহ্ন্যভাবের উপর থাকে, "মহানসীয়-বহ্নির্নাস্তি" ইত্যাকারক মহানসীয়-বহ্ন্যভাবের উপর থাকে না, এবং বিষয়িতা-সম্বন্ধে বহ্নি, বহ্নি-বিষয়ক জ্ঞানের উপর থাকে, মহানসীয়-বহ্নি-বিষয়ক-জ্ঞানের উপর থাকে না।

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা = মহানসীয়-বহ্ন্যভাব-নিরূপিত বৃত্তিতা, অথবা, মহানসীয়-বহ্নিবিষয়ক-জ্ঞান-নিরূপিত বৃত্তিতা। এই বৃত্তিতা থাকে মহানসীয়-বহ্ন্যভাবত্ব অথবা মহানসীয়-বহ্নিবিষয়ক-জ্ঞানত্বের উপর।

ওদিকে "মহানসীয়-বহ্ন্যভাবত্ব" অথবা "মহানসীয়-বহ্নিবিষয়ক-জ্ঞানত্বই" হেতু; সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না, পরন্তু বৃত্তিতাই পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইল। সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মগত সংখ্যা হইতে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মগত সংখ্যা অল্প হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। বস্তুতঃ, এই অব্যাপ্তি-নিরারণ করিবার জন্য সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের ন্যূনবারক পর্য্যাপ্তি-প্রদান প্রয়োজন হয়।

অতএব বলা যাইতে পারে—ব্যাপ্তি-লক্ষণোক্ত "সাধ্যাভাব" পদের অর্থ যে, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলা হইয়াছে, তন্মধ্যগত যে ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের উল্লেখ আছে, সেই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ উভয়েরই পর্য্যাপ্তি-প্রদান করা আবশ্যক।

এখন দেখা যাউক, এই পর্য্যাপ্তি দুইটী কিরূপ—

অবশ্য, এই পর্য্যাপ্তি দুইটী অবগত হইবার পূর্ব্বে, ন্যায়ের ভাষা এবং কৌশল সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক, নচেৎ এই পর্য্যাপ্তি দুইটীর তাৎপর্য্যগ্রহ সহজে সম্ভব নহে। কিন্তু, তাহা হইলেও এস্থলে আমরা সে সকল কথা আর উত্থাপিত করিব না; কারণ, ইতিপূর্ব্বে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এবং সামান্যাভাবের পর্য্যাপ্তি-বর্ণনকালে যে সকল কথা আমরা বলিয়া আসিয়াছি,—তাহা স্মরণ করিলে বর্ত্তমান বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা উপস্থিত হইবে না। সুতরাং, সংক্ষেপে বলিতে হইলে সে পর্য্যাপ্তি দুইটী এই—

"স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক-রূপ-বৃত্তি হইয়া—

ইহাই সাধ্যতাবচ্ছেদক "সম্বন্ধের" পর্য্যাপ্তি। এতাদ্দারা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইতে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধকে অল্প বা অধিক করিয়া ধরিতে পারা যাইবে না। এখানে "স্ব"পদে প্রতিযোগিতা, এবং "রূপ" পদে সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

স্ব-নিরূপিত-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদ-কতাত্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনু-যোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে, সাধ্যতানিরূপিত-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাত্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক-রূপ-বৃত্তি যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতি-যোগিতা-নিরূপক যে অভাব—সেই অভাবাধি-করণ-নিরূপিত বৃত্তিতাভাবই ব্যাপ্তি।"

ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক "ধর্ম্মের" পর্য্যাপ্তি। এতদ্দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হইতে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মকে অল্প বা অধিক করিয়া ধরিতে পারা যাইবে না। এখানেও "স্ব"পদে প্রতিযোগিতা, এবং "রূপ"পদে সংখ্যা বুঝিতে হইবে। এ স্থলে উক্ত ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ উভয়স্থলেই সম্বন্ধ পর্য্যন্ত অংশে যথাক্রমে ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ-ঘটিত আধিক্য-বারণ, এবং অবশিষ্ট অংশে ন্যূনতা বারণ করা হইয়া থাকে।

ইহাই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ও ধর্ম্মের পর্য্যাপ্তি।

বলা বাহুল্য, এই স্থলে বৃত্তিতাটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সেই সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তি কি, এবং এই বৃত্তিতাভাবটী কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন এবং তাহারই বা পর্য্যাপ্তি কি, ইত্যাদি কথা পূর্ব্বে যেরূপ কথিত হইয়াছে, সেই রূপই বুঝিতে হইবে; বাহুল্য ভয়ে, এস্থলে তাহার আর পুনরুক্তি করা হইল না। এক্ষণে আমরা দেখিব, এই পর্য্যাপ্তি-সাহায্যে পূর্ব্বপ্রদর্শিত স্থলসমূহে সম্বন্ধ ও ধর্ম্মের ন্যূনতাধিক্য দোষগুলি কিরূপে নিবারিত হয়।

প্রথমে দেখা যাউক, এই পর্য্যাপ্তি-সাহায্যে উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের" ন্যূনতা-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত সম্বন্ধের ন্যূনতা-প্রদর্শনার্থ যে স্থলটী গৃহীত হইয়াছিল তাহা—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

এখানে "সংযোগ ও সমবায় অন্যতর-সম্বন্ধে" বহ্নিকে সাধ্য এবং সংযোগ-সম্বন্ধে ধূমটীকে হেতু করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় উক্ত "সংযোগ ও সমবায়-অন্যতর-সম্বন্ধে" না ধরিয়া কেবল "সমবায়" সম্বন্ধে ধরা হইয়াছিল; এক্ষণে উক্ত পর্য্যাপ্তি-প্রদান করিলে সাধ্যাভাবটীকে আর সেরূপ করিয়া ধরিতে পারা যাইবে না।

কারণ, "সংযোগ ও সমবায়-এতদন্যতর-সম্বন্ধে" বহ্নিকে সাধ্য করায় "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকরূপ" হইতে সংযোগত্ব, সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব—এই ত্রিতয়গত ত্রিত্ব সংখ্যা হইল, এবং "সমবায়েন বহ্নির্নাস্তি অভাবের" অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধে বহ্নির অভাব ধরিলে সেই অভাবের "প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকসংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক- পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকরূপ" হইল সমবায়ত্বগত একত্ব সংখ্যা। সুতরাং, "স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে" ঐ সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা থাকিল সমবায়ত্বগত একত্বের উপর; কিন্তু সমবায়ত্ব, সংযোগত্ব এবং অন্যতরত্ব—এতৎ-ত্রিতয়গত ত্রিত্বের উপর থাকিল না। অতএব, এস্থলে "সংযোগ ও সমবায়-অন্যতর-সম্বন্ধে" বহ্নিকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সমবায়-সম্বন্ধে বহ্নির অভাব আর

ধরিতে পারা গেল না, পরন্তু উক্ত অন্যতর-সম্বন্ধেই বহ্ন্যভাব ধরিতে হইবে—বুঝা গেল। অবশ্য, এস্থলে পর্য্যাপ্তির দ্বারা যখন ন্যূনতা-বারণ করা হইল, তখন বুঝিতে হইবে, এই বারণ-কার্য্যটী সম্বন্ধসংক্রান্ত পর্য্যাপ্তির যে অংশে ধর্ম্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই অংশটীর ফল। অর্থাৎ উপরি উক্ত পর্য্যাপ্তিটীর মধ্যস্থিত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতি-যোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব"—এই অংশমাত্র দ্বারা ধর্ম্মের উক্ত ন্যূনতা-দোষটী নিবারিত হইয়াছে।

এইবার দেখা যাউক, এই পর্য্যাপ্তি-সাহায্যে উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের আধিক্য-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধের এই আধিক্য প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা যে স্থলটী গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা—

"সত্তাবান্ জাতেঃ।"

এখানে "সমবায়" সম্বন্ধে সত্তাকে সাধ্য, এবং "সমবায়" সম্বন্ধেই জাতিকে হেতু ধরিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় উক্ত "সমবায়"-সম্বন্ধে না ধরিয়া "দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে" ধরা হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত পর্য্যাপ্তি-প্রদান করিলে সাধ্যাভাবটীকে আর সেরূপ করিয়া ধরিতে পারা যাইবে না।

কারণ, "সমবায়-সম্বন্ধে" সত্তাকে সাধ্য করায় "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বা-বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক-রূপ হইল সমবায়ত্বগত" একত্ব ; এবং "দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়েন সত্তা নাস্তি" অর্থাৎ দ্রব্যানুযোগিক-সমবায় সম্বন্ধে সত্তার অভাব ধরিলে সেই অভাবের "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্য-নুযোগিতাবচ্ছেদক-রূপ" হইল দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগত দ্বিত্ব। সুতরাং, "স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে" ঐ দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাটী থাকিল দ্রব্যানুযোগিকত্ব এবং সমবায়ত্বগত দ্বিত্বের উপর, সমবায়ত্বগত একত্বের উপর থাকিল না। অতএব এস্থলে সমবায় সম্বন্ধে সত্তাকে সাধ্য করিয়া সত্তাভাব ধরিবার সময় দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে আর ধরিতে পারা গেল না। অবশ্য, এস্থলে পর্য্যাপ্তি দ্বারা যখন আধিক্য-বারণ করা হইল, তখন বুঝিতে হইবে, এই বারণ-ব্যাপারটী, সম্বন্ধ-সংক্রান্ত উক্ত পর্য্যাপ্তিটীর "স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতা-বচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে" এই অংশের ফল।

এইবার দেখা যাউক, এই পর্য্যাপ্তি-সাহায্যে উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের ন্যূনতা-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে এই ধর্ম্মের এই ন্যূনতা-প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা যে স্থলটী গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা—

"অয়ং মহানসীয়-বহ্নিমান্ মহানসীয়-বহ্ন্যভাববত্ত্বাৎ।"

এখানে, প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে "মহানসীয়-বহ্নিকে" সাধ্য, এবং স্বরূপ-সম্বন্ধে "মহানসীয়-বহ্ন্যভাববত্ত্বকে" হেতু করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় ঐ সম্বন্ধেই, মহানসীয়-বহ্নিত্বরূপে বহ্ন্যভাব না ধরিয়া কেবল বহ্নিত্বরূপে বহ্ন্যভাব ধরা হইয়াছিল। এক্ষণে কিন্তু, উক্ত পর্য্যাপ্তি-প্রদান করায় সাধ্যাভাবটীকে আর সেরূপে ধরিতে পারা যাইবে না।

কারণ, এই মহানসীয়-বহ্নিকে সাধ্য করায় "সাধ্যতা-নিরূপিত-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক-রূপ" হইল মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্বগত দ্বিত্ব, এবং "বহ্নির্নাস্তি" ইত্যাকারক বহ্ন্যভাবের "প্রতিযোগিতা-নিরূপিত-কিঞ্চিৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক-রূপ" হইল বহ্নিত্বগত একত্ব। সুতরাং, "স্বনিরূপিত-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে" ঐ বহ্নিত্ব-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা থাকিল, বহ্নিত্বগত একত্বের উপর, মহানসীয়ত্ব ও বহ্নিত্বগত দ্বিত্বের উপর থাকিল না। অতএব দেখা যাইতেছে, মহানসীয়-বহ্নিকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় কেবল বহ্ন্যভাবকে সাধ্যাভাব বলিয়া ধরিতে পারা গেল না। অবশ্য, এস্থলে যখন ন্যূনতা-নিবারণ করা হইল তখন বুঝিতে হইবে, ইহা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পর্য্যাপ্তিটীর "সাধ্যতা-নিরূপিত-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক" ইত্যাদি অংশের ফল। এই দৃষ্টান্তে "মহানসীয়-বহ্নিবিষয়ক-জ্ঞানত্ব" হেতু দ্বারা আর একটী স্থল কল্পনা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ইহার অনুরূপ বলিয়া আর পৃথগ্ভাবে প্রদর্শিত হইল না।

এইবার দেখা যাউক, এই পর্য্যাপ্তি-সাহায্যে উক্ত ধর্ম্মের আধিক্য-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে, পর্য্যাপ্তির প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শন-উপলক্ষে আমরা দেখিয়াছি, ধর্ম্মের এই আধিক্য-দোষটী, টীকাকার মহাশয়ের গৃহীত দৃষ্টান্তেই পরিস্ফুট হইয়াছে, এই জন্য আমাদের পৃথক্ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হয় নাই; সুতরাং, এই স্থলটীতেই এই পর্য্যাপ্তি দ্বারা কি করিয়া আধিক্য-গ্রহণ-সম্ভাবনা নিবারিত হয়, তাহা এক্ষণে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। সে স্থলটী ছিল—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

এখানে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নিকে সাধ্য, এবং ঐ সম্বন্ধেই ধূমটীকে হেতু করিয়া সংযোগ-সম্বন্ধেই সাধ্যাভাব ধরিবার সময় বহ্নির অভাব না ধরিয়া একবার "তদ্বহ্নির অভাব" এবং অন্যবার "বহ্নি ও জল-উভয়ের অভাব" ধরা হইয়াছিল। এক্ষণে কিন্তু, উক্ত পর্য্যাপ্তি-প্রদান করাতে সাধ্যাভাবটীকে আর সেরূপে ধরিতে পারা যাইবে না। ইহার কারণ কি, এক্ষণে আমরা একে একে দেখিব।

প্রথম, বহ্নিকে বহ্নিত্ব-ধর্ম্মরূপে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় তদ্বহ্ন্যভাব ধরি-

বার কালে কি ঘটে দেখা যাউক। এখানে বহ্নিকে সাধ্য করায় "সাধ্যতা-নিরূপিত-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন -অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক-"রূপ" হইল—"বহ্নিত্ব"গত একত্ব, এবং "তদ্-বহ্নির্নাস্তি" ইত্যাকারক তদ্বহ্ন্যভাবের "প্রতিযোগিতা-নিরূপিত-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক "রূপ" হইল "তত্ত্ব" ও "বহ্নিত্ব"-গত দ্বিত্ব। সুতরাং, "স্বনিরূপিত-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে" ঐ তদ্বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা থাকিল তত্ত্ব ও বহ্নিত্ব—এতদুভয়গত দ্বিত্বের উপর, বহ্নিত্বগত একত্বের উপর থাকিল না। অতএব দেখা যাইতেছে, এই পর্য্যাপ্তি-বশতঃ বহ্নিকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় বহ্নির অভাব না ধরিয়া তদ্বহ্নির অভাব ধরিতে পারা গেল না। অবশ্য এস্থলে যখন ধর্ম্মের আধিক্য-বারণ করা হইল, তখন বুঝিতে হইবে, ইহা উক্ত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পর্য্যাপ্তিটীর "স্বনিরূপিত-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনু-যোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধ" ইত্যাদি অংশের তাত্বাবচ্ছিন্নের ফল।

এইবার দেখিতে হইবে, বহ্নিকে বহ্নিত্ব-ধর্ম্মরূপে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় বহ্নি ও জল এই উভয়াভাব ধরিলে কি ঘটে। কিন্তু, এ স্থলটী আর পৃথক্ করিয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, এস্থলে যেমন সাধ্যনিষ্ঠ-অবচ্ছেদকের সংখ্যা হইতে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকগত সংখ্যার আধিক্য ঘটিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত তদ্বহ্ন্যভাব স্থলেও তদ্রূপই ঘটিয়াছে। যেহেতু, এখানেও বহ্নিত্ব-ধর্ম্মরূপে বহ্নিকে সাধ্য করায় সাধ্যনিষ্ঠ অবচ্ছেদকের সংখ্যা হইতেছে বহ্নিত্বগত একত্ব, এবং সাধ্যাভাব ধরিবার সময় বহ্নি ও জল-উভয়াভাব ধরায় সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকগত সংখ্যা হইতেছে বহ্নিত্ব, জলত্ব এবং উভয়ত্বগত ত্রিত্ব; সুতরাং, পর্য্যাপ্তি-প্রয়োগটী পূর্ব্ববৎই হইবে।

পরন্তু, তাহা হইলেও এতৎ সংক্রান্ত একটী জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে। জিজ্ঞাস্য এই যে, বহ্নিকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময়, তদ্ বহ্ন্যভাব, অথবা বহ্নি ও জল-উভয়াভাব ধরিলে যদি সাধ্যতার অবচ্ছেদকগত সংখ্যা, এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকগত সংখ্যার আধিক্য অংশে তদ্বহ্ন্যভাব-ঘটিত দৃষ্টান্তটী বহ্নি ও জল-উভয়াভাব-ঘটিত দৃষ্টান্তটীর সহিত এক হইল, তাহা হইলে তদ্বহ্ন্যভাব-ঘটিত দৃষ্টান্তটী প্রদর্শন করিয়া আবার বহ্নি ও জল-উভয়াভাব-ঘটিত দৃষ্টান্তটী গ্রহণের উদ্দেশ্য কি? এক প্রকারের দুইটী স্থল প্রদর্শন করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

এতদুত্তরে বলা হয় যে, উক্ত স্থল দুইটী, ধর্ম্মের অবচ্ছেদক-গত-সংখ্যাধিক্য-অংশে একরূপ হইলেও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ, তদ্বহ্ন্যভাব-ঘটিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বহ্নি ও জল-উভয়াভাব-ঘটিত দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। দেখ, তদ্বহ্ন্যভাব ধরিবার কালে "সকল বহ্নিকে" ধরিয়া তাহার অভাব ধরা হয় নাই, কিন্তু বহ্নি ও জল-উভয়াভাব ধরিবার

কালে "সকল বহ্নিকে" ধরিয়াই তাহার অভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হইল। যদি, টীকাকার মহাশয়, এই প্রসঙ্গে কেবল তদ্‌বহ্ন্যভাব-ঘটিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পর্য্যাপ্তি-প্রদানের আবশ্যকতা যে, তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা বলিবার আর উপায় থাকিত না; কারণ, সাধ্যাভাবের অর্থ তাহা হইলে "সকল সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাক অভাব" এই পর্য্যন্ত বলিলেই "তদ্‌বহ্ন্যভাব"-ঘটিত-দৃষ্টান্ত-মূলক অব্যাপ্তি-দোষটী নিবারিত হইত। যেহেতু, "তদ্‌বহ্নির্নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগিতা সকল বহ্নিতে থাকে না, পরন্তু তদ্‌বহ্নিতেই থাকে। কিন্তু, সাধ্যাভাবের এরূপ অর্থ করিলে, বাস্তবিক পক্ষে বহ্নি-জল-উভয়াভাব-ঘটিত দৃষ্টান্তের অব্যাপ্তি নিবারিত হয় না; কারণ, বহ্নি-জল-উভয়াভাবের প্রতিযোগিতা সকল বহ্নিতে থাকে, অথচ এই উভয়াভাবের অধিকরণ পর্ব্বতকে ধরিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সুতরাং, তদ্‌বহ্ন্যভাব-ঘটিত দৃষ্টান্তটী মাত্র গ্রহণ করিলে টীকাকার মহাশয়ের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পর্য্যাপ্তি-প্রদানের আবশ্যকতা-প্রদর্শন-প্রয়াস সিদ্ধ হইত না।

এখন ইহার বিরুদ্ধে, যদি বলা হয়, ধর্ম্মের ন্যূনতা-বোধক-স্থল-ঘটিত অব্যাপ্তি-নিবারণ-জন্য পর্য্যাপ্তি যখন প্রয়োজন, পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, তখন উভয়াভাব-ঘটিত দৃষ্টান্ত না গ্রহণ করিলেও ন্যূনতা-নিবারক পর্য্যাপ্তির সঙ্গে আধিক্য-নিবারক পর্য্যাপ্তির প্রয়োজন হইবারই কথা। কিন্তু, একথাও ঠিক নহে। কারণ, ধর্ম্মের এই ন্যূনতা বোধক-স্থল-ঘটিত অব্যাপ্তি-নিবারণ জন্য যে প্রকার পর্য্যাপ্তির প্রয়োজন, তাহাতে পর্য্যাপ্তির ন্যূনবারক অংশ-মাত্রই গ্রহণ করিলে চলিতে পারে, এবং আধিক্য-বোধক স্থল ঘটিত অব্যাপ্তি-নিবারণের জন্য "সকল-সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলিলেই হইতে পারে, পর্য্যাপ্তির অন্তর্গত অধিক-বারক অংশ-গ্রহণের আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু "সকল-সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাক-অভাব" বলিলে "বহ্নি-জল-উভয়াভাব"-ঘটিত দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, ইহা ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এজন্য বলিতে হইবে টীকাকার মহাশয় "তদ্‌বহ্ন্যভাব" এবং "বহ্নি ও জল-উভয়াভাব" এই দুই প্রকারের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের আধিক্য-নিবারক পর্য্যাপ্তি-প্রদানের আবশ্যকতাও ঘোষণা করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সাধ্যাভাবটী কিরূপ,—এই কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" এইভাবে সাধ্যতাবচ্ছেদক "ধর্ম্ম" ও "সম্বন্ধকে" পৃথক্ করিয়া না বলিয়া "সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলিলেই ত "ধর্ম্ম" ও "সম্বন্ধ"—এতদুভয়-সাধারণ দোষই নিবারিত হইত। কারণ, সাধ্যতার যাহা অবচ্ছেদক হয়, তাহা ধর্ম্মও যেমন হয়, তদ্রূপ "সম্বন্ধও" হয়, এবং এই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধই আবার সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতারও অবচ্ছেদক হয়; সুতরাং "সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলায় অল্প

কথাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে—"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" এরূপ করিয়া পৃথক্ ভাবে বলিবার তাৎপর্য্য কি? আর যদি বলা যায়, এরূপ করিয়া "সম্বন্ধ" ও "ধর্ম্মকে" একত্র করিয়া বলিলে পূর্ব্বোক্ত "সম্বন্ধ" ও "ধর্ম্মের" পর্য্যাপ্তি-দ্বয়েরই বা দশা কি হইবে? কারণ, পূর্ব্বোক্ত পর্য্যাপ্তিও ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ অনুসারে পৃথক্ ভাবেই রচিত হইয়াছে; তাহা হইলে বলিব, এ ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্তিটীকেও একত্র করিয়া বলিলেই চলিতে পারিবে। যথা—"স্বাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক-রূপ-বৃত্তি যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাসামান্যাভাবই ব্যাপ্তি।"

এতদনুসারে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে "সংযোগ-সম্বন্ধ"-ও -"বহ্নিত্ব"-বৃত্তি যে "যাবত্ত্ব", তাহাই হয়— "উভয়-সাধারণ-সাধ্যতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদক-রূপ;" সেই যাবত্ত্বে "স্বাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সম্বন্ধে" বৃত্তি যে প্রতিযোগিতা, তাহাও "সংযোগেন বহ্নির্নাস্তি" এই অভাবীয় প্রতিযোগিতা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারিবে না। অতএব এই উভয়-সাধারণ-পর্য্যাপ্তি-প্রদান করিলে আর ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যাপ্তি-প্রদানের আবশ্যকতা থাকে না।

এপথ, কিন্তু, নিরাপদ নহে। কারণ, এমন স্থল গ্রহণ করা যাইতে পারে, যেখানে এই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যাপ্তি না দিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। মনে কর, যাহা কালিক-সম্বন্ধে থাকে, যথা কালিকী, তাহাকে যদি সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য করা যায়, এবং সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি, যাহা সমবায় সম্বন্ধে থাকে, যথা সমবায়ী, তাহার কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরা যায়, অর্থাৎ ন্যায়ের ভাষায় কালিকীকে সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া যদি সমবায়ীর কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরা যায়, এবং গগনত্বকে হেতু করা যায়, তাহা হইলে সেই অভাবের অধিকরণ গগনও হইতে পারে; কারণ, গগন নিত্য পদার্থ, তাহাতে কালিক-সম্বন্ধে কেহ থাকে না; সুতরাং, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা হেতুতে থাকায় অব্যাপ্তি হইল।

এখন দেখ, উভয়-সাধারণ পর্য্যাপ্তি দ্বারা এই দোষ নিবারিত হয় না; কারণ, কালিকীকে সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য করায় সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল—সমবায়, এবং ধর্ম্ম হইল—কালিকিত্ব অর্থাৎ কালিক; এবং সমবায়ীর কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরায় সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল—কালিক সম্বন্ধ, এবং ধর্ম্ম হইল—সমবায়িত্ব অর্থাৎ সমবায়। সুতরাং,

সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হইল "কালিক", এবং সম্বন্ধ হইল "সমবায়"। এবং
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হইল "সমবায়" এবং সম্বন্ধ হইল "কালিক"।

এক্ষণে উভয়-সাধারণ পর্য্যাপ্তির দ্বারা সাধ্যতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-

পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকরূপ যে কালিক ও সমবায়গত সংখ্যা তাহাই, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকরূপ সমবায় ও কালিকগত সংখ্যা হইল, অর্থাৎ কালিক ও সমবায়গত সংখ্যার সহিত তদ্বিপরীত-ক্রমাপন্ন সমবায় ও কালিকগত সংখ্যার মধ্যে কোন ভেদ থাকিল না।

কিন্তু, এস্থলে যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংখ্যার সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংখ্যার ঐক্যের আবশ্যকতা, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের সংখ্যার সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের সংখ্যার ঐক্যের আবশ্যকতা পৃথক্‌ভাবে কথিত হয়, তাহা হইলে আর উহাদের 'ঐরূপ' সংখ্যাগত ঐক্য সম্ভাবনা থাকে না; কারণ, পৃথক্‌ভাবে কথিত হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে সমবায়, সেই সমবায়গত সংখ্যার সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে কালিক, সেই কালিকগত সংখ্যার ঐক্য-সম্ভাবনা-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারা যায় না এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম যে কালিক, সেই কালিকগত সংখ্যার সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম যে সমবায়, সেই সমবায়গত সংখ্যার ঐক্য-সম্ভাবনা কখনও হয় না। যেহেতু "সংখ্যেয়-ভেদে সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্" এইরূপ নিয়ম সর্ব্বদা সর্ব্ববাদি-সম্মত; সুতরাং, দেখা যাইতেছে, উক্ত ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের নিবেশ ও তাহাদের পর্য্যাপ্তি, সকলই পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হওয়া প্রয়োজন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইবে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রত্যেক পদের রহস্য-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া টীকাকার মহাশয় লক্ষণের অন্ত্যস্থ বৃত্তিতাভাব পদের রহস্য-বর্ণন প্রথম করিলেন, তৎপরে বৃত্তিতাপদের রহস্য-বর্ণন করিয়া তৎপরে লক্ষণের আদিস্থিত সাধ্যাভাব পদের রহস্য-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন —এই ক্রম-ভঙ্গ করিলেন কেন!

এতদুত্তরে যাহা বক্তব্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে ৫৬ এবং ৭৮ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে; সুতরাং, এক্ষণে তাহাকে স্মরণ করিবার একটী কৌশল-চিত্র দিয়া ক্ষান্ত হওয়া গেল।

প্রকৃত-সাধ্যাভাব-নিবেশের
হেতুভূত ব্যাবৃত্তি-সূচক অব্যাপ্তি

সংঘটন মানসে 'বৃত্তিতাভাব' পদের রহস্যকথন প্রয়োজন,	নিবারণ মানসে 'বৃত্তিতা'পদের রহস্যকথন প্রয়োজন।

অর্থাৎ সাধ্যাভাব পদে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবাচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব না বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে যে অবাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা, বৃত্তিতাভাবপদে বৃত্তিতা-সামান্যাভাব না বলিলে ঘটিয়া উঠে না, এবং তৎপরে বৃত্তিতাপদে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা না বলিলে উক্ত অব্যাপ্তি উক্ত নিবেশ সত্ত্বেও নিবারিত হয় না।

যাহা হউক, এতদূরে সাধ্যাভাবপদের রহস্য-সংক্রান্ত যৎকিঞ্চিৎ অবগত হওয়া গেল, এক্ষণে সাধ্যাভাবাধিকরণ পদের রহস্য কি, তাহা দেখা যাউক।

সাধ্যাভাববৎ পদের রহস্য।

টীকামূলম্।

তাদৃশ-সাধ্যাভাববত্ত্বং চ অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষেণ বোধ্যম্।

তেন "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ," "সত্তাবান্ জাতেঃ"ইত্যাদৌ বিষয়িত্বাব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধেন তাদৃশ-সাধ্যাভাববতি জ্ঞানাদৌ জ্ঞানত্ব-জাত্যাদেঃ বর্ত্তমানত্বাৎ ন অব্যাপ্তিঃ।

বঙ্গানুবাদ।

উক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ আবার অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" এবং "সত্তাবান্ জাতেঃ" ইত্যাদি স্থলে বিষয়িতা এবং অব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধে ঐ সাধ্যাভাবাধিকরণ-জ্ঞানাদিতে জ্ঞানত্ব এবং জাতি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকাতেও অব্যাপ্তি হইল না।

দ্রষ্টব্য—এই স্থলে এবং ইহার পরবর্ত্তী কতিপয় পঙ্ক্তি মধ্যে অত্যধিক পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, অথচ ইহাতে তাৎপর্য্য-বিরোধ ঘটে না। যাহা হউক, আমরা উভয় প্রকার পাঠেরই অর্থ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। উপরের পাঠটী সোসাইটী সংস্করণের মূল মধ্যে এবং নিম্নের পাঠটী অন্যান্য সংস্করণের মূলমধ্যে এবং সোসাইটী সংস্করণের পাঠান্তর মধ্যে দৃষ্ট হয়।

নন্থ তথাপি "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ", "সত্তাবান্ জাতেঃ" ইত্যাদৌ বিষয়িত্বাব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধেন তাদৃশসাধ্যাভাববতি জ্ঞানাদৌ জ্ঞানত্বজাত্যাদেঃ বর্ত্তমানত্বাৎ অব্যাপ্তিঃ। ন চ সাধ্যাভাবাধিকরণত্বম্ অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন † বিবক্ষিতম্ ইতি বাচ্যম্।

আচ্ছা, তাহা হইলেও ত "গুণবান্ জ্ঞানত্বাৎ" এবং "সত্তাবান্ জাতেঃ" ইত্যাদি স্থলে বিষয়িত্ব এবং অব্যাপ্যত্বাদি সম্বন্ধে উক্তপ্রকার সাধ্যাভাবাধিকরণ যে জ্ঞানাদি, তাহাতে জ্ঞানত্ব এবং জাতি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকায় অব্যাপ্তি হয়? আর সাধ্যাভাবাধিকরণত্ব অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে অভিপ্রেত—একথাও ত বলা যায় না।

---

† -বিশেষ সম্বন্ধেন = -বিশেষেণ, ইত্যপি পাঠঃ। চৌঃ সং; প্রঃ সং; সোঃ সং।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় "সাধ্যাভাববৎ" পদের রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতেছেন, এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি 'কোন্ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণটী' এস্থলে কেবল তাহাই নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন। বস্তুতঃ এই কথাটী এস্থলে অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ, সম্বন্ধভেদে সকল পদার্থই বিভিন্ন অধিকরণে থাকিতে পারে। যেমন, ঘট, ভূতলে সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে, এবং কপালে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে; গুণ, সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যের উপর থাকে, কিন্তু তদাত্ম্য-সম্বন্ধে নিজেরই উপর থাকে, ঘটাভাবটী স্বরূপাদি-সম্বন্ধে নির্ঘট ভূতলে থাকে, কিন্তু অন্য সম্বন্ধে আবার অন্যত্রও থাকে, ইত্যাদি। এজন্য সাধ্যাভাবটীও সম্বন্ধভেদে বিভিন্ন অধিকরণে থাকিতে পারে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, "সাধ্যাভাববৎ"

পদের রহস্য-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলে সাধ্যাভাবটী উহার অধিকরণে কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বলা আবশ্যক।

এতদুদ্দেশ্যে, টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে সেই অধিকরণটী ধরিতে হইবে, যে অধিকরণে সাধ্যাভাবটী অভাবীয়-বিশেষণতা বিশেষ-সম্বন্ধে থাকে। ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে, লক্ষণটীতে পুনরায় অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে, অর্থাৎ তাহা হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটি কোন কোন সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলে যাইবে না।

এখন, কোথায় অব্যাপ্তি হইবে—এই কথাটি বুঝাইবার জন্য টীকাকার মহাশয় দুইটী স্থলে দুইটি বিভিন্ন সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিয়া ইহার আবশ্যকতা দেখাইয়া দিয়াছেন। সেই স্থল দুইটী, দুইটী বিভিন্ন সম্বন্ধে এই চারি প্রকার হইতে পারে, যথা—

১। গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ——বিষয়িতা-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিয়া।
২। " " ——অব্যাপ্যত্ব " " "
৩। সত্তাবান্ জাতেঃ ——বিষয়িতা " " "
৪। " " ——অব্যাপ্যত্ব " " "

এখন তাহা হইলে আমাদের "প্রথমতঃ" দেখিতে হইবে এই চারিটী প্রকার মধ্যে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়, এবং "তৎপরে" দেখিতে হইবে "অভাবীয়-বিশেষণতা বিশেষ"-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া সেই অব্যাপ্তি নিবারিত হয়।

পরন্তু, একার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের আর একটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, উক্ত অনুমিতিস্থল দুইটী সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল কিনা? কারণ, উহারা যদি সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল না হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

যাহা হউক, সে চিন্তা এস্থলে নাই। কারণ, উক্ত স্থল দুইটীই সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল। দেখ, সদ্ধেতুক অনুমিতির লক্ষণ এই যে, "হেতু যেখানে যেখানে থাকে সাধ্যও যদি সেই সেই স্থানে থাকে, তাহা হইলে তাহা সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থল হয়।" এতদনুসারে দেখ, "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" ইহা সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল। কারণ, "হেতু" জ্ঞানত্ব যেখানে যেখানে থাকে, "সাধ্য" গুণত্ব সেই সেই স্থানেও থাকে। যেহেতু, জ্ঞানত্ব জ্ঞানের ধর্ম্ম, উহা জ্ঞানে থাকে, এবং গুণত্ব গুণের ধর্ম্ম, উহা গুণে থাকে; ওদিকে জ্ঞান আবার গুণ; সুতরাং, জ্ঞানত্ব যেখানে যেখানে থাকে, গুণত্ব সেই সেই স্থানেও থাকে। ঐরূপ "সত্তাবান্ জাতেঃ"—ইহাও সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল। কারণ, হেতু জাতি, যেখানে যেখানে থাকে, "সাধ্য" সত্তা, সেই সেই স্থানেই থাকে। ইহার কারণ, জাতি থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপর, এবং সত্তাও থাকে সেই দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপর। সুতরাং, দেখা গেল, উক্ত অনুমিতির স্থল দুইটী সদ্ধেতুক অনুমিতিরই স্থল।

এখন দেখা যাউক—

"গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ"

এই দৃষ্টান্তে সাধ্যাভাবাধিকরণকে বিষয়িতা-সম্বন্ধে ধরিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

বিষয়িতা সম্বন্ধের অর্থ ৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এখানে, সাধ্য=গুণত্ব। ইহা সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য। হেতু=জ্ঞানত্ব, ইহাও সমবায়-সম্বন্ধে হেতু। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ ও হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ উভয়ই এস্থলে সমবায়।

সাধ্যাভাব=গুণত্বাভাব।

বিষয়িতাসম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ=জ্ঞান। কারণ, গুণত্বাভাববিষয়ক জ্ঞানে বিষয়িতা-সম্বন্ধে গুণত্বাভাব থাকে।

তন্নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা=উক্ত জ্ঞান-নিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা। ইহা জ্ঞানত্বেও থাকে। কারণ, জ্ঞানত্ব জাতিটী ঐ সম্বন্ধে জ্ঞানে থাকে। সুতরাং, জ্ঞানত্ব হইল জ্ঞান-বৃত্তি এবং জ্ঞান-নিরূপিত "বৃত্তিতা" থাকিল জ্ঞানত্বের উপর। এজন্য গুণত্বাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিল জ্ঞানত্বের উপর।

এই জ্ঞানত্বই হেতু, সুতরাং হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাই থাকিল, বৃত্তিতার অভাব থাকিল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

ঐরূপ অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে ও ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

কিন্তু, এই কথাটী বুঝিতে হইলে "অব্যাপ্যত্ব" সম্বন্ধের অর্থ কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। ইহার এক মতে অর্থ—স্বাভাববত্ত্ব-সম্বন্ধ অর্থাৎ যাহা যাহাতে থাকে না, সেই "না থাকা" সম্বন্ধ। ইহার ফল এই যে, এই "না থাকা" সম্বন্ধে যে যাহাতে থাকে না, সে তাহাতে থাকে। যেমন কোন ভূতলে ঘট না থাকিলে এই "না থাকা" সম্বন্ধে সেই ভূতলে ঘট আছে বলা হয়। কিন্তু অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধের বাস্তবিক অর্থ ওরূপ নহে। ইহার বাস্তবিক অর্থ "স্বাভাববদ্-বৃত্তিত্ব" সম্বন্ধ। অর্থাৎ নিজের অভাবের অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতারূপ একটী সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধে বহ্নি, (যাহা মীন-শৈবালের উপর থাকে না, তাহা) উক্ত মীন-শৈবালের উপরও থাকে। কারণ, "স্ব"পদে এখানে বহ্নি। "স্বাভাব" পদে বহ্ন্যভাব। "স্বাভাববৎ" পদে বহ্ন্যভাবের অধিকরণ জল-হ্রদাদি। "স্বাভাববদ্-বৃত্তিত্ব" পদে উক্ত জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা। এই বৃত্তিতা জলহ্রদাদির আধেয়—মীন-শৈবালাদিতে থাকে। সুতরাং, স্বাভাববদ্-বৃত্তিত্ব অর্থাৎ অব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধে বহ্নি, মীন-শৈবালাদিতে থাকে।

এখন দেখ এই "অব্যাপ্যত্ব"-সম্বন্ধে "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়।

দেখ এখানে, সাধ্য = গুণত্ব। (অবশিষ্ট কথা পূর্ব্ববৎ।)

সাধ্যাভাব = গুণত্বাভাব।

অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ = জ্ঞান। কারণ, অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধের অর্থ— স্বাভাববদ্ বৃত্তিত্ব। ইহার "স্ব"পদের অর্থ এখানে গুণত্বাভাব। "স্বাভাব" পদের অর্থ গুণত্বাভাবাভাব অর্থাৎ গুণত্ব। "স্বাভাববৎ"-পদে গুণত্ববৎ। অর্থাৎ গুণ; কারণ, গুণে গুণত্ব থাকে। "স্বাভাববদ্-বৃত্তি" অর্থ যাহা গুণে থাকে। এখনগুণে যেমন গুণত্ব থাকে, তদ্রূপ নানা সম্বন্ধে নানা পদার্থও থাকে; সুতরাং, বিষয়তা-সম্বন্ধে গুণে জ্ঞানও থাকে; কারণ, যাহা জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাতে বিষয়তা-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে; সুতরাং, স্বাভাববদ্‌বৃত্তি-পদে জ্ঞানকেও পাওয়া গেল, এবং স্বাভাববদ্-বৃত্তিত্ব থাকিল জ্ঞানে। এজন্য, স্বাভাববদ্-বৃত্তিত্ব-সম্বন্ধে গুণত্বাভাবের অধিকরণ "জ্ঞান" হইল।

তন্নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা = জ্ঞান-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা। ইহা থাকে জ্ঞানত্বে। কারণ, জ্ঞানত্ব থাকে জ্ঞানে। সুতরাং, এই জ্ঞানত্বে গুণত্বাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাই থাকিল, বৃত্তিতার অভাব থাকিল না।

ওদিকে এই জ্ঞানত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

কিন্তু, এস্থলে "অভাবীয়-বিশেষণতা বিশেষ-সম্বন্ধে" সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে এই অব্যাপ্তি হইবে না।

এখানেও কিন্তু এই কথাটী বুঝিতে হইলে আমাদিগের প্রথমে জানিতে হইবে— "অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধের" অর্থ কি ? ইহার অর্থ মোটামুটী "স্বরূপ-সম্বন্ধ।" যেমন, সুন্দর মনুষ্য বলিলে সৌন্দর্য্য, যে সম্বন্ধে মনুষ্যের উপর থাকে, সেই জাতীয় সম্বন্ধ। যাহা হউক, এই স্বরূপ-সম্বন্ধটী, ভাব ও অভাব-পদার্থ-ভেদে দ্বিবিধ। যথা, ভাব-পদার্থ, যখন ঐ সম্বন্ধে থাকে তখন তাহা "ভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধ," এবং অভাব-পদার্থ, যথা ঘটাভাব প্রভৃতি, ঐ সম্বন্ধে যখন ভূতলাদিতে থাকে, তখন তাহা "অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধ" নামে কথিত হয়। ফলতঃ, অল্প কথায় এই সম্বন্ধকে "বিশেষণতা-বিশেষ" বা "স্বরূপ"-সম্বন্ধ বলা হয়।

এইবার দেখা যাউক, এই বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষটী নিবারিত হয়। দেখ স্থলটী ছিল—

"গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ।"

এখানে সাধ্য = গুণত্ব। (অবশিষ্ট কথা পূর্ব্ববৎ।)

সাধ্যাভাব=গুণত্বাভাব।

বিশেষণতা বিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ=স্বরূপ সম্বন্ধে গুণত্বাভাবাধিকরণ। ইহা গুণভিন্ন যাবৎ পদার্থ। কারণ, গুণত্বের অভাব গুণে থাকে না। সুতরাং, ইহার অধিকরণ হয়—দ্রব্য, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব পদার্থ।

তন্নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা=উক্ত দ্রব্যাদি-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধারচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা। ইহা থাকে দ্রব্যত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতির উপর; কারণ, দ্রব্যত্ব প্রভৃতি দ্রব্য প্রভৃতিরই উপর থাকে; উহারা থাকে না কেবল গুণত্ব ও জ্ঞানত্ব প্রভৃতি সামান্যের উপর। সুতরাং, দ্রব্যাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকে দ্রব্যত্বাদির উপর।

এই বৃত্তিতার অভাব=গুণত্বাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবাচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে জ্ঞানত্বের উপর। কারণ, জ্ঞান একটী গুণ; এবং এই গুণের ধর্ম্ম যে গুণত্ব, তাহা গুণত্বাভাবের অধিকরণে ঐ সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। সুতরাং, গুণত্বাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা, যথা দ্রব্যত্বাদি-নিরূপিত-বৃত্তিতা তাহা, জ্ঞানত্বের উপর থাকিতে পারে না।

ওদিকে এই "জ্ঞানত্বই" হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

এইবার দেখা যাউক, সাধ্যাভাবের অধিকরণটীকে স্বরূপ-সম্বন্ধে না ধরিয়া বিষয়িতা-সম্বন্ধে ধরিলে—

"সত্তাবান্ জাতেঃ"

ইত্যাদি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়।

দেখ এখানে, সাধ্য=সত্তা। ইহা সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য; সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এস্থলে সমবায়। হেতু এখানে জাতি। ইহাকে এস্থলে উপলক্ষণ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া "জাতি"পদে জাতির অধিকরণতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইবে "স্বরূপ।" কারণ, জাতির অধিকরণতা জাতিমতের উপর স্বরূপ-সম্বন্ধেই থাকে। অবশ্য, এরূপ করিয়া জাতিকে উপলক্ষণ করিয়া উহার অধিকরণতাকে না ধরিলে বক্ষ্যমাণ এবং অভীষ্ট বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলেও অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে না। ইহার কারণ, একটু পরেই কথিত হইবে, উপস্থিত, জাতিকে জাতির অধিকরণতা বলিয়া বুঝিয়া অগ্রসর হওয়া যাউক।

সাধ্যাভাব — সত্তাভাব।

বিষয়িতা-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ=জ্ঞান। ইহার কারণ, বিষয়িতা-সম্বন্ধে সকল জিনিষই জ্ঞানের উপর থাকে।

তন্নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা — জ্ঞান-নিরূপিত স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা। ইহা জাতির অধিকরণতার উপর থাকে। যেহেতু, জ্ঞানের উপর, সত্তা, গুণত্ব প্রভৃতি জাতি থাকে। সেজন্য, জ্ঞান-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিল জাতির অধিকরণতার উপর। সুতরাং, সত্তাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিল জাতির অধিকরণতার উপর।

ওদিকে এই জাতির অধিকরণতাই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাই থাকিল, বৃত্তিতার অভাব থাকিল না, লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

এইরূপ এই স্থলে অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

দেখ এখানে, সাধ্য=সত্তা। হেতু=জাতির অধিকরণতা। সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ= সমবায় এবং হেতুতাবচ্ছেক-সম্বন্ধ=স্বরূপ।

সাধ্যাভাব=সত্তাভাব।

অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ= — জ্ঞান। কারণ, অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধের অর্থ— স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব-সম্বন্ধ। এখানে স্ব=সত্তাভাব। স্বাভাব=সত্তাভাবাভাব — সত্তা। স্বাভাববৎ=সত্তার অধিকরণ — দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম। তাহাতে যেমন সমবায়-সম্বন্ধে সত্তা থাকে, অপরাপর সম্বন্ধে অপরাপর পদার্থও তদ্রূপ থাকিতে পারে। সুতরাং,বিষয়তা-সম্বন্ধে তাহাতে জ্ঞানও থাকিতে পারে। এজন্য,স্বাভাব বদ্-বৃত্তি বলিতে জ্ঞানকে পাওয়া গেল, এবং স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব জ্ঞানের উপর থাকিল। সুতরাং, স্বাভাববদ্-বৃত্তিত্ব-সম্বন্ধে সত্তাভাব জ্ঞানের উপর থাকিল। অর্থাৎ অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধে সত্তাভাবের অধিকরণ হইতে জ্ঞানই হইল।

তন্নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা=উক্ত জ্ঞান-নিরূপিত-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা। ইহা থাকে জাতির অধিকরণতার উপর। কারণ, জাতির অধিকরণতা জ্ঞানের উপরও থাকে। যেহেতু জ্ঞানে জাতি থাকে। সুতরাং, সত্তাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা জাতির অধিকরণতার উপর থাকিল, বৃত্তিতার অভাব থাকিল না।

ওদিকে এই জাতির অধিকরণতাই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

এই বার দেখা যাউক, উক্ত বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হয়। দেখ উক্ত স্থলটী হইতেছে—

"সত্তাবান্ জাতেঃ।"

এখানে, সাধ্য=সত্তা। হেতু=জাতির অধিকরণতা। সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=সমবায়, এবং হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ=স্বরূপ।

সাধ্যাভাব=সত্তাভাব।

বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ=স্বরূপ-সম্বন্ধে সত্তাভাবাধিকরণ। ইহা সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব পদার্থ। কারণ, সত্তা, সমবায়-সম্বন্ধে থাকে—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপর। এজন্য, সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সত্তার যাহা অভাব, তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়ের উপর। সুতরাং, এই অধিকরণটী হইল—সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।

তন্নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা=উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা। ইহা থাকে—সামান্যত্ব, বিশেষত্ব, সমবায়ত্ব, অভাবত্ব এবং বাচ্যত্ব প্রভৃতির উপর। কারণ, ইহারা সামান্যাদির উপর থাকে। সুতরাং, সামান্যাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকে সামান্যত্বাদির উপর। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইতি পূর্ব্বে যে "জাতিকে" উপলক্ষণ জ্ঞান করিয়া "জাতির" অধিকরণতাকে হেতু করা হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য এস্থলের অব্যাপ্তি-নিবারণ। কারণ, জাতির অধিকরণতাকে হেতু করায় হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল স্বরূপ; কিন্তু তাহা না করিলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইত সমবায়, এবং এই সমবায়-সম্বন্ধে সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হইত, এবং তজ্জন্য বৃত্তিতার অভাবও অসম্ভব হইত। অবশ্য, হেতু "জাতি"কে উপলক্ষণ না করিয়া কিরূপে এস্থলের জাতি হেতুতে অব্যাপ্তি নিবারিত হইতে পারে, তাহা টীকাকার মহাশয়ই পরে বলিবেন।

এই বৃত্তিতার অভাব=সত্তাভাবাধিকরণ-নিরূপিত স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে জাতির অধিকরণতার উপর। কারণ, জাতির অধিকরণতা থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে, অন্যত্র নহে। সুতরাং, জাতির অধিকরণতাতে সত্তাভাবাধিকরণ-নিরূপিত স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল।

ওদিকে এই জাতির অধিকরণতাই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইল।

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যাভাবের অধিকরণটী অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা আবশ্যক। নচেৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে।

এইবার আমরা এতদুপলক্ষে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার উত্তর প্রদান করিব। কারণ, এতদ্দ্বারা এই স্থানের অনেক রহস্য অবগত হইতে পারা যাইবে।

প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, টীকাকার মহাশয় কর্ত্তৃক গৃহীত "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" এবং "সত্তাবান্ জাতেঃ" এই দৃষ্টান্ত দ্বয়ে প্রথমে বিষয়িতা-সম্বন্ধে অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করিয়া পুনরায় অব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধে আবার অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইল কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, বিষয়িতা-সম্বন্ধটী বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ নহে। কারণ, বিষয়িতা-সম্বন্ধের অর্থ বিষয়তা-নিরূপকত্ব। যেহেতু, ঘট-জ্ঞানে ঘটটী বিষয় হয় বলিয়া বিষয়িতা থাকে জ্ঞানে এবং বিষয়তা থাকে ঘটে। এজন্য, এই বিষয়িতা-সম্বন্ধে ঘট থাকে জ্ঞানে, এবং বিষয়তা-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে ঘটে। এখন, ঘটে যে বিষয়তা থাকে, তাহার যাহা নিরূপক, সেই নিরূপকের ভাবরূপ সম্বন্ধে কখন কোন কিছু কোথাও থাকে বলিতে গেলে "জ্ঞান-বৃত্তি-ঘট" অর্থাৎ ঘটটী জ্ঞানে আছে এইরূপ ব্যবহার স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। এজন্য, বিষয়িতা-সম্বন্ধটী বৃত্তি-নিয়ামক নহে। আর এই জন্যই বিষয়িতা-সম্বন্ধকে পরিত্যাগ এবং অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে।

আর যদি বলা হয়, অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধটীও বৃত্তি-নিয়ামক নহে; কারণ, তাহার অর্থ—স্বাভাববদ্-বৃত্তিত্ব, এবং এই সম্বন্ধে বাস্তবিক পক্ষে কোন কিছু কোথাও থাকে না। যেহেতু এই সম্বন্ধে কোন কিছু থাকে স্বীকার করিলে "বহ্নিবৃত্তি ধূমঃ" অর্থাৎ বহ্নিতে ধূম আছে এইরূপ ব্যবহারও পরিদৃষ্ট হইত, কিন্তু বাস্তবিক এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না; এজন্য, এই অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধটী বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ হইতে পারে না।

এতদুত্তরে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, "যাহা তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, তাহা তৎ-সম্বন্ধ স্বরূপ," যেমন, যাহা সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা তাহা, সংযোগ সম্বন্ধস্বরূপ—এইরূপ নিয়ম থাকায় এখানে যে অব্যাপ্যত্ব অর্থাৎ স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব, তাহা হইল বিষয়ত্ব-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব। কারণ, ইহা না বলিলে পূর্ব্বের "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" এই স্থলে অব্যাপ্তিই সম্ভব হইত না। সুতরাং, উক্ত নিয়ম অনুসারে এই বৃত্তিতাটী হইল—বিষয়ত্ব-স্বরূপ, সুতরাং ঐ সম্বন্ধটী হইল—বিষয়ত্ব। কিন্তু, বিষয়ত্ব-সম্বন্ধটী বৃত্তিনিয়ামক—বৃত্ত্যনিয়ামক নহে; এজন্য, এস্থলে অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধটীও বৃত্তি-নিয়ামক হইল। বস্তুতঃ, এই জন্যই পূর্ব্বোক্ত "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" স্থলে বিষয়িতা সম্বন্ধটী ত্যাগ করিয়া অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধটী গ্রহণ করা হইয়াছে।

এক্ষণে, দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, এস্থলে "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" এই দৃষ্টান্তটী দিবার পর আবার "সত্তাবান্ জাতেঃ" এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিবার তাৎপর্য্য কি ? সাধারণতঃ দেখা যায়, এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রথম স্থলটীতে কোনরূপ অরুচি বা ত্রুটী আশঙ্কিত হয়, এবং সেই

ত্রুটী বা অরুচির আশংকা নিবারণার্থ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে সে ত্রুটী বা অরুচি কোথায়?

এতদুত্তরে বলা যায় যে, এস্থলে তুইটী দৃষ্টান্তেরই সাধ্যটী সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, কিন্তু, এই সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" নহে, পরন্তু তাহা "সত্তাবান্ জাতেঃ।" এজন্য, একটী অপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার পর প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তটী গৃহীত হইয়াছে।

অতঃপর এতৎ-সংক্রান্ত তৃতীয় জিজ্ঞাস্য এই—যে, ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বত্র, অনুমিতি-সম্বন্ধীয় কোন দৃষ্টান্ত দিতে হইলে, টীকাকার মহাশয় প্রসিদ্ধ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিতে ছিলেন; এক্ষণে কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইল; সুতরাং, ইহার কারণ কি, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা হইতে পারে।

ইহার উত্তর এই যে, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণটীকে, কালিক-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে ধরিয়া কখনই অব্যাপ্তি প্রদান করা যায় না, অথচ এই সম্বন্ধটীও এস্থলে সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপেও গ্রহণ করা যায় না। কারণ, এই সম্বন্ধ ধরিয়া "জন্য-মাত্রের কালোপাধিতা" স্বীকার (৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) করিলেই সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে জন্য-কালরূপ পর্ব্বতকে ধরা যায়, আর তাহাতে হেতু ধূমের কালিক-সম্বন্ধে বৃত্তিতা থাকে বলিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে পারা যায়। ফলতঃ, কালিক-সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ উত্থিত হয় বলিয়া এই সম্বন্ধের সাহায্যে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থল গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করিবার চেষ্টা সফল বলিতে পারা যায় না, এবং এই জন্যই টীকাকার মহাশয় ইহাকে গ্রহণ না করিয়া ব্যাবৃত্তি-প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর চতুর্থ জিজ্ঞাস্য এই যে, "জাতেরিত্যাদৌ" এবং তৎপরে "বিষয়িত্বাব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধেন" এই তুইটী স্থলে তুইটী "আদি" পদ গ্রহণ করিলেন কেন?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, প্রথম "আদি" পদে "সত্তাবান্ জাতেঃ" এই স্থলে "জাতি" পদে যে, জাতির অধিকরণতাকে বুঝিতে হইবে, তাহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" এই স্থলটী সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত নহে। বস্তুতঃ, প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত-গ্রহণ এক প্রকার দোষের মধ্যে গণ্য হয়। এজন্য, 'এতদ্দ্বারা সাধ্যাভাবের অধিকরণটী বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে', একথা সিদ্ধ হইলেও প্রশস্ত পথে সিদ্ধ হয় নাই—ইহা বলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, "সত্তাবান্ জাতেঃ" এই স্থলটী সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত হইলেও বিষয়িতা ও অব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে যে অব্যাপ্তি হয়, তাহা বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলেও নিবারিত হয় না। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ যে জাত্যাদি, তন্নিরূপিত যে বৃত্তিতা তাহা, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে সমবায়,

সেই সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। যেহেতু, জাত্যাদির উপরে কেহই সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, কিন্তু "জাতি"-পদে 'জাতির অধিকরণতা' ধরিলে আর কোন দোষ হয় না। কারণ, তখন হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হয় 'স্বরূপ'; যেহেতু, অধিকরণতাটী, স্বরূপ-সম্বন্ধেই অধিকরণের উপর থাকে; এবং উক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ-জাত্যাদি-নিরূপিত এই স্বরূপ-সম্বন্ধে বৃত্তিতা আর তখন অপ্রসিদ্ধ হয় না। এইজন্য পণ্ডিতগণ বলেন, ' "জাতেরিত্যাদৌ" এই স্থলে "আদি" পদের অর্থ—"জাতির অধিকরণতা" এবং ইহাই টীকাকার মহাশয়ের অভিপ্রায়।'

দ্বিতীয় "আদি" পদের অর্থ এই যে, সাধ্যাভাবাধিকরণকে বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে না ধরিলে যে অব্যাপ্তি হয়, তাহা "সত্তাবান্ জাতেঃ" এই স্থলে প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা করিলে সাধ্যাভাবাধিকরণকে কালিক-সম্বন্ধে না ধরিলে আর সম্ভব হয় না। কারণ, বিষয়িতা-সম্বন্ধটী ত বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধই নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এক্ষণে আবার বলিতে পারা যায় যে, অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধটীও সকলের মতে বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ নহে। ইহার কারণ, যাঁহারা অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধকে বৃত্তিনিয়ামক-সম্বন্ধ বলেন, তাঁহারা "তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা তৎসম্বন্ধ-স্বরূপ" এইরূপ একটী মত স্বীকার করেন। পরন্তু, এই মতটী সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। এজন্য, উক্ত অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করিতে হইলে এস্থলে কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে আর কোন বাধা উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ, এই সম্বন্ধে তখন সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে মহাকাল, তাহাতে হেতুরূপ জাতি বা জাতির অধিকরণতা অবাধে হেতুতাবচ্ছেদক স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকিতে পারিবে; সুতরাং, অব্যাপ্তি ঘটিবে। এইজন্য, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, "বিষয়িতাব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধেন" এস্থলে "আদি" পদে কালিক-সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।

এস্থলে এই প্রসঙ্গে একটী কথা জানিয়া রাখা ভাল যে, কেহ কেহ "সত্তাবান্ জাতেঃ" এই স্থলটীতে বিষয়িতা-সম্বন্ধ ধরিয়া অব্যাপ্তি দেন না। তাঁহারা "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ"কে বিষয়িতা-সম্বন্ধে এবং "সত্তাবান্ জাতেঃ"-স্থলটীকে অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধ ধরিয়া অব্যাপ্তি দেন। কিন্তু, তাহা হইলেও "আদি" পদে কালিক-সম্বন্ধ ধরা আবশ্যক হয়।

অতঃপর পঞ্চম জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, এস্থলে যে অধিকরণটী স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে বলা হইল, তাহার অর্থ কি? কারণ, "অধিকরণটী স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে" এই কথায় সাধারণতঃ মনে হয় যে, অধিকরণতাটী উক্ত সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে। কিন্তু, বস্তুতঃ তাহা নহে—অধিকরণতাটীকে কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা হয় না। যেহেতু ইহাতে গৌরব দোষ হয়।

যদি বলা হয়, ইহাতে গৌরব দোষ কি করিয়া ঘটে? তাহা হইলে আমরা ইহার একটী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই এস্থলে ক্ষান্ত হইতে চাহি। কারণ, ন্যায়ের অপর কতিপয় গ্রন্থ পড়িবার পূর্ব্বে ইহার ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত উত্তরটী নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য হইবে। যাহা হউক, সে সংক্ষিপ্ত উত্তরটী এই যে, "অধিকরণতা" শব্দের অর্থ "আধেয়তা-নিরূপিতত্ব", অর্থাৎ যাহা

আধেয়ের ধর্ম্মদ্বারা নিরূপিত হয় তাহার ভাব। সুতরাং, অধিকরণতাকে কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিতে হইলে প্রথমে আমরা আধেয়তাকেই পাই, অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে আধেয়তাকেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া ধরি। এখন এই আধেয়তা দ্বারাই অধিকরণতা নিরূপিত হয় বলিয়া অধিকরণতাকে আর কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া ধরিবার প্রয়োজন হয় না; এবং যেহেতু প্রয়োজন হয় না, সেই হেতু অনাবশ্যক যাহা ধরা যাইবে, তাহাতেই গৌরব দোষ নিশ্চিতই ঘটিবে। এজন্য, এস্থলে "সাধ্যাভাবের অধিকরণটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে" এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, সাধ্যাভাবের উপর যে আধেয়তা আছে, তাহাকে বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া ধরিয়া তাহার দ্বারা যে অধিকরণতাকে নিরূপণ করা যায়, সেই অধিকরণতা যাহার ধর্ম্ম, সেই অধিকরণকে ধরিতে হইবে।

বাস্তবিক কথা এই যে, কোন কিছুকে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, উহার প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব নির্ণয় করিয়া বলা, ইহা না করিলে পদার্থ-নির্ণয় হয় না। এখন দেখ "ঘটবদ্ভূতলং", অথবা "বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" ইত্যাদির প্রতিবধ্য বা প্রতিবন্ধক "ঘটাভাববদ্ভূতলং" অথবা "বহ্ন্যভাববান্ পর্ব্বতঃ" ইত্যাদি হয়। এস্থলে আধেয়তা বা অধিকরণতা যাহাকেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলা হউক না কেন, তাহাতে লাঘব-গৌরবাদি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। পরন্তু, বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত উভয়কেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলিতে পারে। কিন্তু, তথাপি এমন স্থল আছে, যেখানে লাঘবরূপ বিনিগমনা আছে। দেখ "সমবায়েনাবৃত্তি গগনং" ইত্যাদির প্রতিবধ্য বা প্রতিবন্ধক হয়, নির্দ্ধর্ম্মিক "সমবায়েন গগনবান্।" এই স্থলে প্রতিবধ্যতা বা প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় করিতে অধিকরণতাকে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অধিকরণতা অধিক আবশ্যক হয় বলিয়া গৌরব দোষ হয়। ইহাতেও যদি আপত্তি করা যায় যে, আধেয়তাকে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে "সমবায়েনানধিকরণকং গগনং" এইস্থলে আধেয়তা অন্তর্ভাবে গৌরব হয় বলিয়া উভয় পক্ষই সমান হইল। তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, "সমবায়েনানধিকরণকং গগনং" এইরূপ স্বারসিক প্রত্যয় হয় না। আর যদি ইহাতেও আপত্তি করা হয়, তাহা হইলে বলিব আধেয়তানিরূপকত্ব ভিন্ন অধিকরণতা বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, ঐ আধেয়তাতেই "সমবায়েন" ইহার অন্বয়।

যাহা হউক, পরিশেষে এই প্রসঙ্গে আর একটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রত্যেক পদার্থ, একটী ধর্ম্ম ও একটী সম্বন্ধদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে ছিল। যেমন, বৃত্তিতাভাবটী—সামান্য-ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং স্বরূপ-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন, ঐরূপ সাধ্যাভাবটী—সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, ইত্যাদি। এক্ষণে এস্থলেও দেখা গেল, টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, সাধ্যাভাবাধিকরণটী অর্থাৎ সাধ্যাভাবের আধেয়তাটী স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে। সুতরাং, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারিবে যে, সাধ্যাভাবের আধেয়তাটী কোন ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন কি নহে?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, সাধ্যাভাবের আধেয়তাটী কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন তাহা টীকাকার মহাশয় এস্থলে বলেন নাই বটে, কিন্তু একটু পরেই একথা তিনি বলিবেন। তিনি কিয়দ্দূরে যাইয়া "গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্ট-সত্তাভাববান্ গুণত্বাৎ" ইত্যাদি স্থল প্রদর্শন করিয়া বলিবেন যে, সাধ্যাভাবের আধেয়তাটী সাধ্যাভাবত্ব-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইবে।

এক্ষণে পরবর্ত্তী বাক্যে নব্য মতেই একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

"স্বরূপসম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণতা-মতে আপত্তি ও উত্তর।"

টীকামূলম্।

জাত্যত্যন্তাভাব-তদ্বদ্-অন্যোন্যাভাবয়োঃ অত্যন্তাভাবো ন প্রতিযোগি-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপঃ, কিন্তু অতিরিক্তঃ।

তেন "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্, ঘটান্যোন্যাভাববান্ বা —পটত্বাৎ" ইত্যাদৌ বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণস্য অপ্রসিদ্ধ্যা ন অব্যাপ্তিঃ।

বঙ্গানুবাদ।

জাতির অত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব তাহা প্রতিযোগিস্বরূপ নহে, কিংবা জাতি-বিশিষ্টের অন্যোন্যাভাবের যে অত্যন্তাভাব তাহাও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ নহে, কিন্তু অতিরিক্ত।

অতএব "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ", অথবা "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"—ইত্যাদি স্থলে বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না।

দ্রষ্টব্য—পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলেও অত্যধিক পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অবশ্য এস্থলেও তাৎপর্য্য-বিরোধ ঘটে নাই, কিন্তু, তাহা হইলেও নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। উপরের পাঠটী সোসাইটী সংস্করণের মূলমধ্যে গৃহীত, এবং নিম্নের পাঠটী তথায় পাঠান্তররূপে এবং অন্যান্য সংস্করণে মূলমধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

তথা সতি* "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্, ঘটান্যোন্যাভাববান্ বা পটত্বাৎ" ইত্যাদৌ সাধ্যাভাবস্য ঘটত্বাদেঃ বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন অধিকরণস্য ‡ অপ্রসিদ্ধ্যা অব্যাপ্তিঃ ইতি চেৎ? ন। অত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবয়োঃ অত্যন্তাভাবস্য সপ্তম-পদার্থ-স্বরূপত্বাৎ। †

তাহা হইলে "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ" অথবা "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যাদিস্থলে সাধ্যাভাব ঘটত্বাদির বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয়—ইহা যদি বল, তাহা হইবে না। কারণ, ভাবের অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব সপ্তম পদার্থ স্বরূপ।

---

* "তথা সতি" ইতি ন দৃশ্যতে, প্রঃ সং। ‡ অধিকরণস্য অপ্রসিদ্ধ্যা = অধিকরণত্বাপ্রসিদ্ধ্যা; সোঃ সং; প্রঃ সং = -বিশেষত্বসম্বন্ধেন অধিকরণাপ্রসিদ্ধ্যা চৌঃ সং। † "অত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবয়োঃ...স্বরূপত্বাৎ" ইতি ন দৃশ্যতে, প্রঃ সং, চৌঃ সং; অত্র তু "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নস্য অত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবয়ো...স্বরূপত্বাৎ" ইত্যপি পাঠঃ দৃশ্যতে; জীঃ সং; তত্র "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নস্য" ইতি পাঠঃ মসিসম্পাতেন আয়াতঃ।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"সাধ্যাভাবের অধিকরণটী স্বরূপ অর্থাৎ বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধে" ধরিতে হইবে। এক্ষণে তাহার উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া সেই আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

প্রথমে দেখা যাউক এই আপত্তিটী কি? আপত্তিটী এই যে, যদি সাধ্যাভাবের অধিকরণ স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-প্রদর্শিত "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" অথবা "সত্তাবান্ জাতেঃ" ইত্যাদি স্থলে কোন দোষ হয় না বটে, কিন্তু—

"ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ" এবং "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"——

ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। কারণ, প্রাচীনকাল হইতে একটী মত চলিয়া আসিতেছে যে, "অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ", এবং "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ" —এক কথায় "ভাবের অভাবের অভাব হয়—ভাবপদার্থ"। সুতরাং, সাধ্যাভাবের অধিকরণ যে, স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না। ইহাই হইল আপত্তি।

এখন এই আপত্তির উত্তরে বলা হইল যে, যেহেতু নব্যগণের মত এই যে,—

"ভাব-পদার্থের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ নহে, এবং
ভাব-পদার্থের অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-স্বরূপ হয় না,
পরন্তু তাহাও একটী অভাব পদার্থ হয়,
কিন্তু
অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ, এবং
অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবও প্রতিযোগিস্বরূপ, এক কথায়
অভাবের অভাবের অভাব হয় প্রথম অভাবস্বরূপ—"

সেই হেতু উপরি উক্ত দুইটী স্থলে উক্ত স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ প্রসিদ্ধ হইবে, এবং তজ্জন্য সর্ব্বত্রই সাধ্যাভাবের অধিকরণটী স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিলে ব্যাপ্তি লক্ষণের কোন দোষ হইবে না। টীকা মধ্যে (সোসাইটীর সংস্করণে) যে, জাতি ও জাতিমতের অভাবের অত্যন্তাভাবকে অতিরিক্ত বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, "ভাবপদার্থের অভাবের অত্যন্তাভাব ভাবপদার্থ নহে, পরন্তু, তাহা অভাবস্বরূপ"—এই নিয়মকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। যেহেতু "জাতি" বা "জাতিমৎ" উভয়ই ভাব পদার্থ। যাহা হউক, ইহাই হইল উত্তর।

এখন এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বয়ে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়।

প্রথম ধরা যাউক—

"ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ।"

অর্থাৎ কোন কিছু ঘটত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট, যেহেতু তাহাতে পটত্ব রহিয়াছে। এখন দেখ, ইহা একটী সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল; কারণ, হেতু পটত্ব যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য যে ঘটত্বের অত্যন্তাভাব, তাহাও সেই সেই স্থানে থাকে।

তাহার পর দেখ এখানে, সাধ্য=ঘটত্বাত্যন্তাভাব। যথা—"ঘটোনাস্তি"। হেতু=পটত্ব।

সাধ্যাভাব=ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব। কারণ, প্রাচীন মতে অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগি-স্বরূপ, অর্থাৎ ঘটত্বের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব ধরিলে, পুনরায় ঘটত্বই হয়, যেহেতু ঘটত্বাভাবের প্রতিযোগী হয় ঘটত্ব।

স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ=ঘটত্বের স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ। ইহা কিন্তু অপ্রসিদ্ধ; কারণ, ঘটত্ব সমবায়-সম্বন্ধেই ঘটের উপর থাকে, স্বরূপ-সম্বন্ধে ঘটত্ব কোথাও থাকে না।

সুতরাং, দেখা গেল সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, সেই ঘটত্বের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অধিকরণ, তাহা পাওয়া গেল না, এবং তজ্জন্য তন্নিরূপিত বৃত্তিতা অথবা বৃত্তিতার অভাব, কিছুই পটত্ব হেতুতে পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না,—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে—এই যে অব্যাপ্তি দেওয়া হইল, ইহা "অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ"—এই প্রাচীন মতটী অবলম্বন করিয়া। নব্য মতে ইহা অস্বীকার করা হয় বলিয়া এই অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে—ইহা আমরা এখনই দেখিতে পাইব।

সুতরাং, দেখা গেল "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ" এস্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়।

এইবার দ্বিতীয় স্থলটী ধরা যাউক। সে স্থলটী হইতেছে—

"ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ।"

ইহার অর্থ, কোন কিছু ঘটের অন্যোন্যাভাববিশিষ্ট, যেহেতু তাহাতে পটত্ব রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাও সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল; কারণ, হেতু পটত্ব যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদও সেই সেই স্থানে থাকে।

এখন দেখ এখানে, সাধ্য=ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ; যথা—"ঘটো ন"। হেতু=পটত্ব।

সাধ্যাভাব=ঘটভেদাত্যন্তাভাব; যথা—"ঘটভেদো নাস্তি।" ইহা ঘটত্ব। কারণ, প্রাচীন মতে "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ।" অর্থাৎ ঘটের অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব ধরিলে ঘটের ধর্ম্ম যে ঘটত্ব তাহাকে পাওয়া যায়। ইহার কারণ, ঘটভেদের প্রতিযোগী হয়—ঘট, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয়—ঘটত্ব। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে—ঘটভেদটি স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে পটাদিতে, কিন্তু এই ঘটভেদের অভাব, প্রাচীন মতে ঘটত্ব স্বরূপ বলিয়া ইহা থাকে সমবায়-সম্বন্ধে ঘটের উপর। কিন্তু, নব্য মতে ঘটভেদাভাবটী ঘটত্ব স্বরূপ হয় না, পরন্তু উহা অভাব স্বরূপই থাকে এবং তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে ঐ ঘটেরই উপর।

স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ=ঘটত্বের স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ। ইহা কিন্তু অপ্রসিদ্ধ; কারণ, ঘটত্ব, সমবায়-সম্বন্ধেই ঘটের উপর থাকে। স্বরূপ-সম্বন্ধে ঘটত্ব কোথাও থাকে না। যেহেতু, যে সকল পদার্থ, সংযোগ বা সমবায়-সম্বন্ধে থাকিতে পারে, তাহা আর স্বরূপ-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না।

সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ যে ঘটত্ব, সেই ঘটত্বের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অধিকরণ, তাহা

পাওয়া গেল না বলিয়া তন্নিরূপিত বৃত্তিতা অথবা বৃত্তিতাভাব কিছুই, হেতু পটত্বে পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইল। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে—এই যে অব্যাপ্তি দেওয়া হইল, "ইহা অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকস্বরূপ" এই প্রাচীন মত অবলম্বন করিয়া, এবং নব্য মতে ইহা অস্বীকার করা হয় বলিয়া এই অব্যাপ্তি নিবারিত হয়—ইহা আমরা এখনই দেখিতে পাইব।

যাহা হউক দেখা গেল "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" এস্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়। অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণ সর্ব্বত্র স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিলে চলিতে পারে না। ইহাই হইল পূর্ব্বোক্ত আপত্তির বিবরণ।

এক্ষণে এই আপত্তির উত্তরে বলা হয় যে, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলেও উপরি উক্ত দুইটি স্থলে বা অন্য কোন স্থলে দোষ হয় না। ইহার কারণ নব্য মতে বলা হইয়াছে যে, সাধ্যাভাবের অধিকরণ স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, কিন্তু, প্রাচীন মতের কথা লইয়া বলা হইল যে, অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগি-স্বরূপ, এবং অন্যোন্যাভাবের যে অত্যন্তাভাব তাহা, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ; সুতরাং, সাধ্যাভাবের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হইল—লক্ষণ যাইল না ইত্যাদি, কিন্তু যদি এস্থলে নব্য মতটি গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ "ভাব-পদার্থের অত্যন্তাভাবের অথবা অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব এক প্রকার অভাব পদার্থ, ইহা সুতরাং প্রতিযোগী বা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয় না, এবং অত্যন্তাভাবের বা অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব তাহা "প্রথম" অভাব পদার্থ স্বরূপ, সুতরাং তাহা প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়, তাহা হইলে আর উক্ত অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হইবে না। সুতরাং লক্ষণ যাইবে—অব্যাপ্তি হইবে না।

কারণ দেখ, প্রথম স্থলটী ছিল—

"ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ।"

এস্থলে সাধ্য—ঘটত্বাভাব।

সাধ্যাভাব—ঘটত্বাভাবাভাব। ইহা পূর্ব্বের ন্যায় আর ঘটত্ব হইল না, পরন্তু এক প্রকার অভাবই হইল। কারণ, অভাবের অভাব অতিরিক্ত।

স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ=ঘট; কারণ, এই ঘটত্বাভাবাভাবটী ঘটেরই উপর স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং, পূর্ব্বের ন্যায় এই অধিকরণ আর অপ্রসিদ্ধ হইল না।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে পটত্বে; কারণ, পটত্ব ঘটে থাকে না।

ওদিকে এই পটত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অব্যাপ্তি হইল না।

ঐরূপ দেখ, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে—

"ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"

এই দ্বিতীয় স্থলেও আর অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। কারণ, এখানে—

সাধ্য=ঘটভেদ।

সাধ্যাভাব=ঘটভেদাভাব। ইহা পূর্ব্বের ন্যায় আর ঘটত্ব হইল না, পরন্তু এক প্রকার অভাবই হইল। কারণ, অভাবের অভাব অতিরিক্ত।

স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ=ঘট। কারণ, স্বরূপসম্বন্ধে ঘটভেদাভাবটী ঘটের উপর থাকে। সুতরাং, পূর্ব্বের ন্যায় এই অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হইল না।

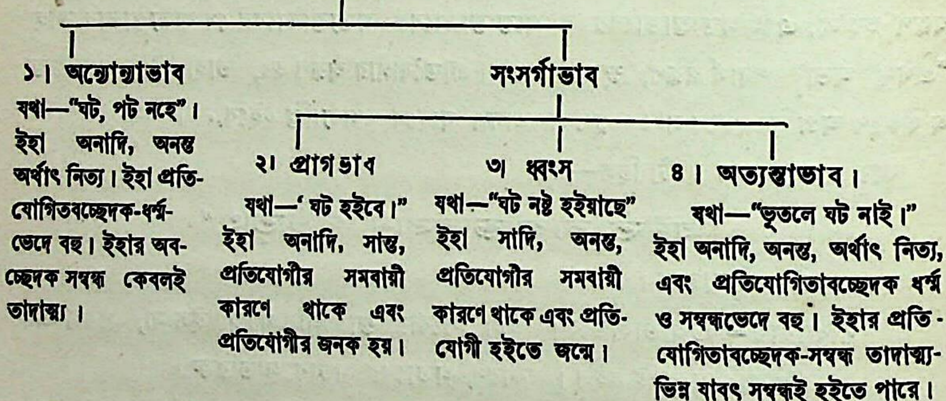
তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে পটত্বে, কারণ, পটত্ব ঘটে থাকে না।

ওদিকে এই পটত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অব্যাপ্তি হইল না। ইহাই হইল পূর্ব্বোক্ত উত্তরের বিবরণ।

অতএব বলা যাইতে পারে যে সাধ্যাভাবের অধিকরণটী স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে।

এক্ষণে এই প্রসঙ্গে অভাব-পদার্থের প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে একটু পরিচয় গ্রহণ করা যাউক; কারণ, এই স্থলে এই কথা প্রথম উত্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, সে প্রকার-ভেদ এই;—



"সোন্দড়" পণ্ডিতের মতে আর একপ্রকার অভাব আছে, তাহার নাম ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব। যথ—"ঘটত্বরূপে পট নাই"। প্রচলিত মতে ইহা "পটে ঘটত্ব নাই" ইত্যাকার অত্যন্তাভাবের রূপান্তর। কোন * বৌদ্ধ * মতে "সাময়িক অভাব" নামক আর এক প্রকার অভাব আছে; ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ই স্বীকার করা হয়। প্রচলিত মতে ইহাও অত্যন্তাভাবেরই অন্তর্গত।

যাহা হউক, এইবার প্রাচীন মত অর্থাৎ যে মতে "অভাবের অভাব ভাবস্বরূপ" সেই মত অবলম্বন করিয়া যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরা উচিত তাহাই বলিতেছেন।

প্রাচীন মতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে—

টীকামূলম্।

অত্যন্তাভাবাদেঃ † অত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগ্যাদি-স্বরূপত্ব-নয়ে তু ‡ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন§-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বং বক্তব্যম্।*

বৃত্ত্যন্তং প্রতিযোগিতা-বিশেষণম্।

তাদৃশ-সম্বন্ধশ্চ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-ইত্যাদি-ভাব-সাধ্যক-স্থলে বিশেষণতা-বিশেষ এব, "ঘটত্বাভাববান্ ¶ পটত্বাৎ"-ইত্যাদি-অভাব-সাধ্যক-স্থলে তু ‡‡ সমবায়াদিঃ এব।

† "অত্যন্তাভাবাদেঃ"=অত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবয়োঃ। জীঃ সং। ‡ "অত্যন্তাভাবাদেঃ অত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগ্যাদিস্বরূপত্ব নয়ে তু" ইতি ন দৃশ্যতে, প্রঃ সং; চৌঃ সং। § "সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন" ইতি অধিকো পাঠো দৃশ্যতে; জীঃ, সং, ; তদত্র ন যুক্তম্; * "সাধ্যাভাবাধিকরণত্বং বক্তব্যম্"=সাধ্যাভাবাধিকরণত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। প্রঃ সং; চৌঃ সং। ¶ "ঘটত্বাভাববান্"=ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্, চৌঃ সং। ‡‡ "যথাযথম্" ইতি অধিকো পাঠো দৃশ্যতে। প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

"অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকস্বরূপ" এই মতে কিন্তু, সাধ্যাভাবের অধিকরণতাটীকে, সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবে থাকে যে সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে "সম্বন্ধটী" হয়, সেই "সম্বন্ধে" বুঝিতে হইবে।

উহার বৃত্তি পর্য্যন্ত অংশটুকু অর্থাৎ "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশটুকু, প্রতিযোগিতার অর্থাৎ সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতার, বিশেষণ বুঝিতে হইবে।

আর ঐ প্রকার সম্বন্ধটী, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি ভাবসাধ্যক-অনুমিতিস্থলে বিশেষণতা-বিশেষই হয়, এবং "ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ" অর্থাৎ "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ" এবং "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"——ইত্যাদি অভাবসাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে কিন্তু সমবায়াদিই হয়।

ব্যাখ্যা—এইবার প্রাচীন মতানুসারে সাধ্যাভাবের অধিকরণতাটী যে সম্বন্ধে ধরিতে হইবে তাহাই এই স্থলে বলা হইতেছে।

এই প্রাচীন মতটী আর কিছুই নহে, পরন্ত ইহা—

"অভাবের অভাব ভাবস্বরূপ" অর্থাৎ

"অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ" এবং

"অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মস্বরূপ"—

এই মতানুসারে সাধ্যাভাবের অধিকরণটী যে সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বোক্ত নব্য-মতের ন্যায় বিশেষণতা-বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপ নামক কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ নহে, পরন্ত

তাহা—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি ভাবসাধ্যক-অনুমিতিস্থলে "স্বরূপ-সম্বন্ধ", এবং "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ" অথবা "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যাদি অভাবসাধ্যক-অনুমিতিস্থলে, সাধ্য যখন স্বরূপ সম্বন্ধে ধরা হয়, তখন সমবায় প্রভৃতি নানা সম্বন্ধের মধ্যে যে সম্বন্ধটী যেখানে খাটিবে সেইটী। অর্থাৎ অত্যন্তাভাব-সাধ্যকস্থলে ইহা "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ" এবং অন্যোন্যাভাব-সাধ্যকস্থলে ইহা "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ" হয়। কিন্তু যদি উক্তবিধ অভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্যকে স্বরূপ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে ধরা হয়, তাহা হইলে উক্ত সম্বন্ধটী প্রায় সর্ব্বত্রই "স্বরূপ-সম্বন্ধ" হইয়া যায়।

কিন্তু, প্রাচীনগণ এই সম্বন্ধগুলিকে একটী সাধারণ নামে অর্থাৎ অনুগতরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য যে কৌশলে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যা-
ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ।"

অর্থাৎ—সাধ্যাভাবের যে সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সমগ্র সাধ্যস্বরূপ হয়,সেই সম্বন্ধই ঐ সম্বন্ধ। অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সাধ্য ধরা হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব ধরিয়া সেই সাধ্যাভাবের আবার যে সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সাধ্য-সামান্যকে অর্থাৎ সমগ্র সাধ্যকে পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধটীই ঐ সম্বন্ধ। ফল কথা, এই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের আর কোন দোষ হয় না।

এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—

১। উক্ত ন্যায়ের ভাষা হইতে কি করিয়া উক্ত অর্থটী লাভ করা যাইতে পারে ;
২। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"স্থলে কি করিয়া উক্ত সম্বন্ধটী বিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধ হয় ;
৩। "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ"স্থলে কি করিয়া ঐ সম্বন্ধটী সমবায় হয় ;
৪। "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"স্থলে কি করিয়া ঐ সম্বন্ধটী আবার সেই সমবায়ই হয় ;
৫। অভাব-সাধ্যক-অন্য-অনুমিতিস্থলে উহা কি করিয়াই বা অন্য সম্বন্ধ হয়। কারণ, তাহা হইলে বর্ত্তমান প্রসঙ্গটীর একপ্রকার সকল কথাই জানা যাইবে।

১। এতদনুসারে তাহা হইলে প্রথমতঃ আমাদের দেখিতে হইবে উক্ত ন্যায়ের ভাষাটী হইতে কি করিয়া উপরি উক্ত অর্থটী লব্ধ হইল,—

দেখ, "সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ" অর্থ—যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধ।

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা" অর্থ—যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী যে সাধ্য, তাহার উপর সাধ্যাভাবের যে প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা।

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব" অর্থ—যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী যে সাধ্য, তাহার উপর সাধ্যাভাবের যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয় যে অভাব, সেই সাধ্যাভাব, অন্য সাধ্যাভাব নহে। কারণ, নানা সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব ধরা যাইতে পারে বলিয়া সাধ্যের উপর নানা প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে, এবং সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক নানা সাধ্যাভাব হইতে পারে, কিন্তু তাহা অভিপ্রেত নহে।

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" অর্থ—এই প্রকার সাধ্যাভাবে যাহা থাকে, তাহা। ইহা এখানে সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা।

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবিচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতি-যোগিতা" অর্থ—উক্ত প্রকার সাধ্যাভাবে থাকে যে সকল প্রতিযোগিতা, সেই সকল প্রতিযোগিতার মধ্যে যে প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়—সমগ্র-সাধ্য, সেই প্রতিযোগিতা। সমগ্র-সাধ্য পদের মধ্যে যে রহস্য আছে, তাহা গ্রন্থকারই পরে বলিবেন। যাহা হউক, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, সাধ্যাভাবের আবার অভাব ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই "সাধ্যাভাবাভাব" অর্থাৎ সাধ্যের প্রতিযোগিতা সাধ্যাভাবের উপর থাকিবে।

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" অর্থ—উক্ত সাধ্যাভাবের যেসম্বন্ধে অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবের উপরিস্থিত প্রতিযোগিতাটী সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা হইতে পারে, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাভাবটী সাধ্যসামান্যস্বরূপ হইতে পারে, অন্য কথায়, সাধ্যাভাবের অভাব ধরিলে সমগ্র-সাধ্যকে পাওয়া যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের" অর্থ "যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয় সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব ধরিয়া সেই সাধ্যাভাবের আবার যে সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সমগ্রসাধ্যকে পাওয়া যায়,—সেই সম্বন্ধটী। এখন, তাহা হইলে এই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, ইহাই টীকাকার মহাশয় আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন।

২। এইবার দ্বিতীয় বিষয়টী আলোচ্য, এবং এতদর্থে দেখা যাউক—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

স্থলে উপরি উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী" কি করিয়া "বিশেষণতা-বিশেষ" অর্থাৎ "স্বরূপ" সম্বন্ধ হয়?

দেখ, এস্থলে সাধ্য = বহ্নি।

সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ = সংযোগ। কারণ, সংযোগ-সম্বন্ধেই বহ্নি এখানে সাধ্য।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা = উক্ত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ ঐ সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নির অভাব ধরিলে বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগী যে বহ্নি, তাহার উপর যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতিযোগিতা মাত্র, অন্য প্রতিযোগিতা নহে। ইহা না বলিলে অন্য সম্বন্ধে বহ্নির অভাব ধরিলে বহ্নির উপর অন্য যে সব প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে, তাহা গ্রহণ করিতে পারা যাইত।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব = ঐ সংযোগ-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক যে বহ্ন্যভাব, তাহা। অর্থাৎ উক্ত বহ্নির অন্য সম্বন্ধে অভাব ধরিলে যে বহ্ন্যভাব পাওয়া যায়, সে বহ্ন্যভাব নহে, পরন্তু ঐ প্রকার প্রতিযোগিতাকে, যে বহ্ন্যভাব নিরূপণ করিয়া দেয়, সেই বহ্ন্যভাব মাত্র।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি = উক্ত প্রকার বহ্ন্যভাবে যাহা থাকে তাহা। ইহা এস্থলে বহ্নি-সামান্যীয় প্রতিযোগিতা।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়--প্রতিযোগিতা = উক্ত প্রকার বহ্ন্যভাবে থাকে বহ্ন্যভাবাভাবের অর্থাৎ সমগ্র বহ্নির যে প্রতিযোগিতা, তাহা। কারণ, 'ভাবের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতি-যোগীর স্বরূপ' হয় বলিয়া বহ্ন্যভাবের অভাব হয় বহ্নিস্বরূপ, এবং বহ্ন্যভাবের উপর বহ্নির প্রতিযোগিতা থাকে। সুতরাং, উক্ত বহ্ন্যভাবের উপর বহ্নির যে প্রতিযোগিতা থাকে, ইহা সেই প্রতিযোগিতা।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক-সম্বন্ধ = বিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধ অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধ। কারণ, সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নিকে সাধ্য করিয়া সেই সাধ্যরূপ বহ্নির সংযোগ-সম্বন্ধেই অভাব ধরিলে যে সাধ্যাভাব অর্থাৎ বহ্ন্যভাবকে পাওয়া যায়, সেই বহ্ন্যভাব-টীর স্বরূপ-সম্বন্ধেই অভাব ধরিলে সমগ্র সাধ্যস্বরূপ সমগ্র বহ্নিকে পাওয়া যায়। ইহার কারণ, বহ্নি যেখানে থাকে, সেখানে বহ্ন্যভাব থাকে না, কিন্তু, বহ্ন্যভাবের অভাব থাকে। সুতরাং, বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলেই বহ্নিকে পাওয়া যাইবার কথা, অন্য সম্বন্ধে নহে; এবং এইজন্য, এই সম্বন্ধটীই, বহ্ন্যভাবের উপর বহ্ন্যভাবাভাবের অর্থাৎ সমগ্র বহ্নির যে প্রতিযোগিতা আছে, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়।

নিম্নের চিত্র টী এ বিষয়ে হয়ত কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে—

বহ্নি =সাধ্য } ...ইহার অভাব...... { বহ্ন্যত্যন্তাভাব =সাধ্যাভাব } ...ইহার অভাব... { বহ্ন্যত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাব =সমগ্রবহ্নি=সাধ্য।}

ইহা বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগী; সুতরাং, ইহার উপর বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিতা আছে। এই বহ্নি, সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্য বলিয়া এই সংযোগ-সম্বন্ধই হয় সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ, এবং এই সম্বন্ধেই বহ্নির অভাব ধরায় উক্ত বহ্নিনিষ্ঠ প্রতি যোগিতাটীও সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, এবং এই বহ্নির অভাবটী এই প্রতিযোগিতারই নিরূপক হয়, কিন্তু বহ্নির উপরিস্থিত অন্য যে সব প্রতিযোগিতা আছে, তাহার নিরূপক হয় না।

ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধা-বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বহ্ন্যভাব। ইহা বহ্ন্যভাবাভাব অর্থাৎ বহ্নির প্রতিযোগী; সুতরাং, ইহার, উপর বহ্ন্যভাবাভাবের অর্থাৎ বহ্নির প্রতিযোগিতা আছে। এই বহ্ন্য-ভাবের অভাব স্বরূপসম্বন্ধে ধরায়, এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল স্বরূপ। সুতরাং, এই স্বরূপ সম্বন্ধটীই হইল—সাধ্যতা-চ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ।

বহ্ন্যভাবের অভাব যে, বহ্নিস্বরূপ, ইহা প্রাচীন মতের কথা। নব্য-মতে ইহা এক প্রকার অভাব বিশেষ হয়।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া বুঝা গেল, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী "হইল "স্বরূপ সম্বন্ধ।"

এইবার দেখা যাউক, এই স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে উক্ত

বহ্নিমান্ ধূমাৎ।

স্থলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণটী নির্দোষভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে—

দেখ এখানে, সাধ্য=বহ্নি। ইহা সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব। ইহা সংযোগ-সম্বন্ধে ধরা হইয়াছে বলিয়া ইহার প্রতি যোগিতা, সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন।

স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ=জলহ্রদ। কারণ, বহ্নি সেখানে থাকে না। পরন্তু বহ্ন্যভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে সেখানে থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=জলহ্রদ-নিরূপিত বৃত্তিতা; ইহা থাকে জলহ্রদবৃত্তি মীন-শৈবালাদির উপর।

উক্ত বৃত্তিত্বাভাব=জলহ্রদ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে জলহ্রদে যাহা থাকে না, তাহার উপর। জলহ্রদে যাহা থাকে না, তাহা ধূমও হয়; সুতরাং, এই বৃত্তিত্বাভাব ধূমের উপর থাকে।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের কোন দোষ হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" অর্থ "স্বরূপ" ধরায়, উক্ত "বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ" স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী নির্দ্দোষভাবে প্রযুক্ত হইতে পারিল।

এই রূপ সমস্ত ভাবসাধ্যক-অনুমিতি স্থলেই এই সম্বন্ধটী "স্বরূপ" হইবে। কারণ, ভাবাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলেই ভাবস্বরূপ হয়, অপর কোন সম্বন্ধে অভাব ধরিলে তাহা হয় না। যদিও "প্রমেয়" প্রভৃতি ভাবসাধ্যক-অনুমিতিস্থলে অন্য সম্বন্ধ গ্রহণ করিলে যৎকিঞ্চিৎ ভাবস্বরূপ হয়, তথাপি সমগ্র ভাবস্বরূপকে লাভ করিতে হইলেই অভাবের ঐ স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিতে হয়। ইহা "সাধ্যসামান্য" পদ দ্বারা স্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে।

সুতরাং, দেখা গেল, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী" সমস্ত ভাবসাধ্যক-অনুমিতিস্থলেই হয় "বিশেষণতা-বিশেষ" অর্থাৎ "স্বরূপ-সম্বন্ধ।"

৩। এইবার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় বিষয়টী গ্রহণ করা যাউক। অর্থাৎ এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—

"ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্‌ পটত্বাৎ।"

স্থলে উপরি উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী" কি করিয়া "সমবায়" হয়?

দেখা যায় এখানে, সাধ্য=ঘটত্বাত্যন্তাভাব। অর্থাৎ ঘটত্বের-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবকে, স্বরূপ-সম্বন্ধ সাধ্য করা হইয়াছে।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=স্বরূপ। কারণ, ঘটত্বাত্যন্তাভাবকে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করা হইয়াছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে—ঘটত্ব, সমবায়-সম্বন্ধে ঘটের উপর থাকে ; এজন্য, ঘটত্বাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘটত্বের উপর ঘটত্বাত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। কিন্তু এই সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ঘটত্বাত্যন্তাভাবকে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করায় সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইয়াছে—স্বরূপ।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা=উক্ত স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবের ঐ স্বরূপ-সম্বন্ধেই অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাবের প্রতিযোগী যে সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাব, তাহার উপর যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতিযোগিতা মাত্র—অন্য প্রতিযোগিতা নহে। যেহেতু সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবের অন্য সম্বন্ধে, অভাব ধরিলে

সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবের উপরে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাবের অন্য প্রতিযোগিতাও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার গ্রহণ অভিপ্রেত নহে।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব = ঐ স্বরূপ সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক যে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব, তাহা। অর্থাৎ, সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবের অন্য সম্বন্ধে অভাব ধরিলে যে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাবকে পাওয়া যায়, সে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাব নহে, পরন্তু ঐ প্রকার প্রতিযোগিতাকে যে ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাব নিরূপণ করিয়া দেয়, সেই ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাব মাত্র।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি = উক্ত প্রকার সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাবে অর্থাৎ ঘটত্বে, যাহা থাকে তাহা। ইহা এখানে সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবের উপরিস্থিত প্রতিযোগিতাই হইবে।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা = উক্ত প্রকার সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবে অর্থাৎ ঘটত্বে থাকে সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবের অর্থাৎ ঘটত্বাত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা। কারণ, অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ হয় বলিয়া ঘটত্বাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবও হয় ঘটত্বাত্যন্তাভাব-স্বরূপ, এবং ঘটত্বাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাব হয় ঘটত্ব-স্বরূপ। সুতরাং, সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বের উপর সাধ্যরূপ ঘটত্বাভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহাই এই সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা। সাধ্যসামান্যীয় পদ মধ্যস্থ সামান্য পদের কি প্রয়োজন, তাহা গ্রন্থকারই পরে বলিবেন।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ = সমবায়। কারণ, স্বরূপসম্বন্ধে ঘটত্বাত্যন্তাভাবকে সাধ্য করিয়া সেই সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধেই অভাব ধরিলে, যে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাব অর্থাৎ ঘটত্বের সমবায়সম্বন্ধে অভাব ধরিলে, সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবকে পাওয়া যায়। যেহেতু সমবায় সম্বন্ধেই ঘটত্বের অত্যন্তাভাব ধরিয়া তাহাকে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করা হইয়াছে। অবশ্য এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ অভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, এবং এই স্বরূপসম্বন্ধটী সাধ্যীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ নহে, পরন্তু ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ, এবং সাধ্যাভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। যাহা সাধ্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে, তাহা সমবায় ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ নহে।

নিম্নের চিত্রটী এ বিষয়ে হয়ত কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে।

ঘটত্বাত্যন্তাভাব =সাধ্য	...ইহার অভাব...	ঘটত্বাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাব = ঘটত্ব=সাধ্যাভাব	...ইহার অভাব...	ঘটত্বাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাব= ঘটত্বাত্যন্তাভাব=সাধ্য
ইহা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব। ইহাকে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করা হইয়াছে বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় স্বরূপ। ইহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিয়া সাধ্যাভাব করা হইয়াছে বলিয়া ইহাতে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাব অর্থাৎ ঘটত্বের যে প্রতিযোগিতা আছে, তাহাও স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন।		ইহাকে স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা হইয়াছে বলিয়া ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক-অভাব, এবং ইহা ঘটত্ব-স্বরূপ বলিয়া ইহার সমবায়-সম্বন্ধে অভাবটীই সাধ্যস্বরূপ হয়। আর এই জন্যই এই সমবায়-সম্বন্ধটীই উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক - সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ।		এস্থলে পূর্ব্ববৎ "ভাব্ পদার্থের অত্যন্তা ভাবের অত্যন্তাভাব প্রতি যোগীর স্বরূপ"— এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া বুঝা গেল, "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ" স্থলে উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী হইল "সমবায়।"

এইবার দেখা যাউক, এই সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে উক্ত

"ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ"

স্থলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণটী নির্দ্দোষ ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে।

দেখ এখানে, সাধ্য=ঘটত্বাত্যন্তাভাব। ইহা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব, কিন্তু স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যাভাব=ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাব=ঘটত্ব। উক্ত সাধ্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরায় এখানে ঘটত্বক সাধ্যাভাবরূপে পাওয়া গেল।

সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ=ঘট। কারণ, সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, তাহা সমবায়-সম্বন্ধে ঘটের উপর থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে ঘটে যাহা থাকে তাহার উপর। ঘটে ঘটত্বও থাকে; সুতরাং ইহা ঘটত্বেও থাকিতে পারে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে ঘটে যাহা থাকে না তাহার উপর। পটত্ব, ঘটে থাকে না; সুতরাং, ইহা পটত্বেরও উপর থাকিতে পারে।

ওদিকে, এই পটত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ আর হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল, উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী"র অর্থ এস্থলে সমবায় ধরায় উক্ত অত্যন্তাভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারিল।

এইরূপ, সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সমস্ত অত্যন্তাভাবই যখন স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য হয়, তখন এই সম্বন্ধটী সমবায় হইয়া থাকে। কারণ, ভাবের অত্যন্তাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সেই অভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়, এবং সেই প্রতিযোগী বস্তুটীর সমবায়-সম্বন্ধে অভাবই সমগ্র সাধ্যস্বরূপ হয় ; যেহেতু, সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অত্যন্তাভাবই সাধ্য। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করায় এই ফল লাভ হইল। এরূপ স্থলে অন্য সম্বন্ধে সাধ্য করিলে যাহা হইবে, তাহা পরে কথিত হইতেছে।

৪। এইবার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট চতুর্থ বিষয়টী গ্রহণ করা যাউক। অর্থাৎ এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—

"ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"

স্থলে উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ"টী—কি করিয়া সমবায় হয়।

দেখা যায় এখানে, সাধ্য=ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=স্বরূপ। কারণ, ঘটভেদকে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করা হইয়াছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, ঘট নিজের উপর তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে থাকে ; এজন্য, ঘটভেদের প্রতিযোগি-ঘটের উপর ঘটভেদের যে প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। এই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক-ঘটাভাবকে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করায় সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইয়াছে "স্বরূপ"।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা = উক্ত স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যরূপ ঘটভেদের অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবরূপ ঘটভেদাভাবের প্রতিযোগী যে সাধ্যরূপ ঘটভেদ, তাহার উপর যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতিযোগিতা মাত্র— অন্য প্রতিযোগিতা নহে। যেহেতু, অন্য সম্বন্ধে সাধ্যরূপ ঘটভেদের অভাব ধরিলে, সাধ্যরূপ ঘটভেদের উপর সাধ্যাভাবরূপ ঘটভেদাভাবের অন্য প্রতিযোগিতাও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার গ্রহণ অভিপ্রেত নহে।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব = ঐ স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক যে সাধ্যাভাবরূপ ঘট-ভেদাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব, তাহা। অর্থাৎ সাধ্যরূপ ঘটভেদের অন্য সম্বন্ধে অভাব ধরিলে যে সাধ্যাভাবরূপ ঘটভেদাভাবকে পাওয়া যায়, সে সাধ্যাভাবরূপ ঘটভেদাভাব নহে।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি = উক্ত প্রকার সাধ্যাভাবরূপ ঘটভেদাভাবে অর্থাৎ ঘটত্বে যাহা থাকে, তাহা। ইহা এস্থলে সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা =উক্ত প্রকার সাধ্যাভাবে অর্থাৎ ঘটত্বে থাকে সাধ্যের যে প্রতিযোগিতা, তাহা। এই প্রতিযোগিতা লাভ করিতে হইলে সাধ্যাভাবের অভাব এমন সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, যাহাতে ঐ অভাবটি সমগ্র-সাধ্য-স্বরূপ হয়।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক সম্বন্ধ=সমবায়। কারণ, সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বের সমবায়-সম্বন্ধে অত্যন্তাভাব হয় ঘটভেদ-স্বরূপ; এবং ঘটত্ব, ঘটে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে; সুতরাং, সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বের সমবায়-সম্বন্ধে অভাব ধরিলেই সাধ্যরূপ ঘটভেদকে পাওয়া যাইবে।

নিম্নের চিত্রটী এ বিষয়ে হয়ত কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে।

ঘটভেদ –সাধ্য } ইহার অভাব {	ঘটভেদাত্যন্তাভাব= ঘটত্ব=সাধ্যাভাব } ইহার অভাব {	ঘটভেদাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাব =ঘটভেদ=সাধ্য।
ইহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব; ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য; ইহাতে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বের যে প্রতিযোগিতা আছে তাহাও ঐ স্বরূপ-সম্বন্ধা-বচ্ছিন্ন হইবে।	ইহাকে স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা হইয়াছে; ইহা ঘটত্ব-স্বরূপ বলিয়া সমবায়-সম্বন্ধে ইহার অভাব ঘটভেদ-স্বরূপ হয়। এজন্য, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ হয়, তাহা সমবায়।	এস্থলেও পূর্ব্ববৎ ভাব-পদার্থের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ—এই নিয়মানুসারে কার্য্য করা হইয়াছে।

এইবার দেখা যাউক, এই সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে উক্ত

"ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"

স্থলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারে।

দেখ এখানে, সাধ্য=ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ। ইহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব, কিন্তু স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য হইয়াছে।

সাধ্যাভাব=ঘটভেদাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব। উক্ত সাধ্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরায় এখানে ঘটত্বকে সাধ্যাভাবরূপে পাওয়া গেল।

সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ=ঘট। কারণ, সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, তাহা সমবায়-সম্বন্ধে ঘটের উপর থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে ঘটে যাহা থাকে, তাহাতে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে ঘটে যাহা থাকে না, তাহার উপর। পটত্ব, ঘটে থাকে না; সুতরাং, ইহা পটত্বেরও উপর থাকিতে পারে।

ওদিকে, এই পটত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ আর রহিল না।

সুতরাং, দেখা গেল, উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটীর" অর্থ সমবায় ধরায় উক্ত অন্যোন্যাভাবসাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারিল।

এইরূপ, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সমস্ত অভাবই যখন "স্বরূপ" সম্বন্ধে সাধ্য হয়, তখন উক্ত সম্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইয়া থাকে। কারণ, অন্যোন্যা-ভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকস্বরূপ, এবং অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়। এ সম্বন্ধে এস্থলে অনেক কথা জানিবার আছে, টীকাকার মহাশয় পরে তাহা বলিবেন। তথাপি, এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এস্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করায় এই ফল লাভ হইল, এস্থলে অন্য সম্বন্ধে সাধ্য করিলে যাহা হয়, তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে।

৫। এইবার অবশিষ্ট পঞ্চম বিষয়টীর প্রতি মনোনিবেশ করা যাউক। অর্থাৎ অভাব-সাধ্যক অন্য অনুমিতিস্থলে উক্ত সম্বন্ধটী কি করিয়া অন্য সম্বন্ধ হয়, তাহাই দেখিতে হইবে।

এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে যাবৎ অভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলের একটী তালিকা করিয়া দেখিতে হয়, এবং প্রত্যেক স্থলের কারণানুসন্ধান করিতে হয়। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে একার্য্য অসম্ভব। কারণ, অভাব পদার্থটী প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্মভেদে অনন্ত হইয়া থাকে, এবং একই সাধ্যক অনুমিতি, ধর্ম্ম-সম্বন্ধ-হেতু-প্রভৃতি-ভেদে অসংখ্য হইতে পারে। সুতরাং, এস্থলে আমরা কতিপয় প্রচলিত সম্বন্ধভেদে কতিপয় প্রসিদ্ধ অনুমিতিস্থলের উল্লেখ করিয়া একটী তালিকা নির্ম্মাণ করিব, এবং তাহারই সাহায্যে অবশিষ্ট স্থলের বিষয়ে একটী ধারণা করিয়া লইতে চেষ্টা করিব।

এই তালিকাটী, যে কয়টী বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইতেছে, এক্ষণে তাহার একটু পরিচয়প্রদান করা যাউক। কারণ, এতদ্দ্বারা বিষয়টী বুঝিতে তত কষ্ট হইবে না।

প্রথম; এই তালিকাকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম, একটী অত্যন্তাভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলের জন্য, অপরটী অন্যোন্যাভাবসাধ্যক-অনুমিতিস্থলের জন্য। ইহার কারণ, স্বরূপ-সম্বন্ধে যখন অত্যন্তাভাবকে সাধ্য করা যায়, তখন যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অত্যন্তাভাবটী সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধটীই সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হয়; এবং ঐ স্বরূপ-সম্বন্ধে যখন অন্যোন্যাভাবকে সাধ্য করা যায়, তখন যে সম্বন্ধটী উক্ত অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হয়, সেই সম্বন্ধটীই উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়। সুতরাং, এ বিষয়ে এই অভাবদ্বয়কে এক প্রকারে আলোচনা করা যায় না, অর্থাৎ তালিকা-মধ্যে এই বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া একটী সাধারণ নামে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয়; উক্ত উভয় তালিকামধ্যে আমরা উক্ত অভাবদ্বয়কে যে সম্বন্ধে সাধ্য করিব, সেই সম্বন্ধের উল্লেখের জন্য প্রথমেই একটী প্রকোষ্ঠ রচনা করিব; ইহাতে ঐ সম্বন্ধের নাম মাত্র উক্ত হইবে। কারণ, এই সম্বন্ধভেদে আমাদের অভীষ্ট সম্বন্ধটী বিভিন্ন হইয়া যাইবে। তৎপরে, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ রচনা করিয়া অত্যন্তাভাবের তালিকামধ্যে, যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব সাধ্য হইবে, সেই সম্বন্ধের নামোল্লেখ করিব; এবং অন্যোন্যাভাবের তালিকামধ্যে যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাক-প্রতিযোগিতাক-অভাব সাধ্য হইবে, সেই সম্বন্ধের নামোল্লেখ করিব। কারণ, এই সম্বন্ধটী কেবল স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবসাধ্যক-স্থলে আমাদের অভীষ্ট সম্বন্ধের ভেদ-হেতু হয়। ইহার পর, তৃতীয় প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রত্যেক অনুমিতির আকার প্রদর্শন করিব, এবং পরিশেষে চতুর্থ প্রকোষ্ঠমধ্যে আমাদের নির্ণেয় সম্বন্ধের নাম লিপিবদ্ধ করিব।

তৃতীয়; এই তালিকাদ্বয়মধ্যে, যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হইবে, তাহা আমরা, "স্বরূপ" "কালিক" ও "তাদাত্ম্য"—এই তিনটী মাত্র গ্রহণ করিতেছি। কারণ, উক্ত অভাবদ্বয়ের বৃত্তিনিয়ামক-প্রভৃতি সম্বন্ধ, সাধারণতঃ এই তিনটীই হইয়া থাকে।

চতুর্থ; এই তালিকাদ্বয়ের অত্যন্তাভাবের তালিকামধ্যে যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব সাধ্য হইবে, সেই সম্বন্ধ, আমরা কেবল চারিটী এস্থলে গ্রহণ করিলাম। যথা,—সমবায়, সংযোগ, কালিক ও বিষয়িতা। কারণ, ইহারাই সাধারণতঃ এতদুদ্দেশে গৃহীত হয়। এবং অন্যোন্যাভাবের তালিকামধ্যে যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাক-প্রতিযোগিতাক অভাব সাধ্য হইবে, সেই সম্বন্ধ আমরা মাত্র পাঁচটী ধরিলাম। যথা,—সমবায়, সংযোগ, কালিক, বিষয়িতা এবং তাদাত্ম্য। অত্যন্তাভাবের তালিকামধ্যে এই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধটী গ্রহণ না করিবার কারণ এই যে, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধটী কেবলই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়।

যাহা হউক, এক্ষণে এতদনুসারে তালিকা দুইটী রচনা করা হউক——

১। অত্যন্তাভাব যখন সাধ্য হয়—

যে সম্বন্ধে অত্যন্তাভাবকে সাধ্যকরা হয়, তাহার নাম।	যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবকে সাধ্যকরা হয়, সেই সম্বন্ধের নাম।	অনুমিতিস্থলের দৃষ্টান্ত।	যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার নাম।
স্বরূপ ..	সমবায় ...	ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্, পটত্বাৎ ...	সমবায়।
ঐ ...	সংযোগ ...	বহ্ন্যত্যন্তাভাববান্, পটত্বাৎ ...	সংযোগ।
ঐ ...	কালিক ...	ঐ ঐ ...	কালিক।
ঐ ...	বিষয়িতা ...	ঐ ঐ ...	বিষয়িতা।
কালিক ...	সমবায় ...	ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্, পটত্বাৎ ...	স্বরূপ।
ঐ ...	সংযোগ ...	বহ্ন্যত্যন্তাভাববান্, পটত্বাৎ ...	ঐ
ঐ ...	কালিক ...	ঐ ঐ ...	ঐ
ঐ ...	বিষয়িতা ...	ঐ ঐ ...	ঐ
তাদাত্ম্য ...	সমবায় ...	ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্, তদভাবত্বাৎ ...	ঐ
ঐ ...	সংযোগ ...	বহ্ন্যত্যন্তাভাববান্, তদভাবত্বাৎ ...	ঐ
ঐ ...	কালিক ...	ঐ ঐ ...	ঐ
ঐ ...	বিষয়িতা ...	ঐ ঐ ...	ঐ

২। অন্যোন্যাভাব যখন সাধ্য হয়—

যে সম্বন্ধে অন্যোন্যাভাবকে সাধ্য করা হয়, তাহার নাম।	যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাক-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাবকে সাধ্য করা হয়, তাহার নাম।	অনুমিতিস্থলের দৃষ্টান্ত।	যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে তাহার নাম।
স্বরূপ ...	সমবায় ...	ঘটান্যোন্যাভাববান্, পটত্বাৎ ...	সমবায়।
ঐ ...	সংযোগ ...	বহ্নিমদ্ভিন্নম্, জলত্বাৎ ...	সংযোগ।
ঐ ...	কালিক ...	ঐ ঐ ...	কালিক।
ঐ ...	বিষয়িতা ...	ঐ ঐ ...	বিষয়িতা।
ঐ ...	তাদাত্ম্য ...	ঐ ঐ ...	তাদাত্ম্য।
কালিক ...	সমবায় ...	ঘটান্যোন্যাভাববান্, পটত্বাৎ ...	স্বরূপ।
ঐ ...	সংযোগ ...	বহ্নিমদ্ভিন্নম্, জলত্বাৎ ...	ঐ
ঐ ...	কালিক ...	ঐ ঐ ...	ঐ
ঐ ...	বিষয়িতা ...	ঐ ঐ ...	ঐ
ঐ ...	তাদাত্ম্য ...	ঐ ঐ ...	ঐ
তাদাত্ম্য ...	সমবায় ...	ঘটভিন্নম্, তদ্ব্যক্তিত্বাৎ ...	ঐ
ঐ ...	সংযোগ ...	বহ্নিমদ্ভিন্নম্, তদ্ব্যক্তিত্বাৎ ...	ঐ
ঐ ...	কালিক ...	ঐ ঐ ...	ঐ
ঐ ...	বিষয়িতা ...	ঐ ঐ ...	ঐ
ঐ ...	তাদাত্ম্য ...	ঐ ঐ ...	ঐ

এই তালিকাদ্বয় হইতে দেখা গেল যে, যে কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অত্যন্তাভাব সাধ্য হউক, অথবা যে কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাক-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব সাধ্য হউক, তাহা যদি স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য হয়; তাহা হইলে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা বিভিন্ন হয়, কিন্তু, উক্ত অভাবদ্বয় যদি অন্য সম্বন্ধে সাধ্য হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলেই ঐ সম্বন্ধটী স্বরূপ হইয়া যায়। অবশ্য, ইহার কারণ কি, তাহা আর এস্থলে নির্দ্ধারণ করা গেল না, কারণ, তাহা হইলে প্রকৃত প্রসঙ্গ হইতে আমাদিগকে বহু দূরে যাইয়া পড়িতে হইবে।

যাহা হউক, এক্ষণে কিরূপ অভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে, কোন্ সম্বন্ধটী হইবে, তাহা এক প্রকার জানা হইল। এক্ষণে এ বিষয়ে অন্যান্য কথা আলোচনা করা যাউক।

এস্থলে একটী প্রশ্নটী এই যে, এস্থলে অন্যোন্যাভাব এবং অত্যন্তাভাবেরই কথা বলা হইল, ধ্বংস ও প্রাগভাবের কোন কথাই বলা হইল না, ইহার কারণ কি?

ইহার উত্তর এই যে, যেমন অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগীর স্বরূপ, এবং অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ হয়, তদ্রূপ ধ্বংস ও প্রাগভাবের অভাব, প্রতিযোগী বা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ হয় না, পরন্তু, ইহারা পৃথক্ অভাব পদার্থই থাকে। এজন্য, ধ্বংস বা প্রাগভাবকে সাধ্য করিলে কোনরূপ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি হয় না, সুতরাং, এস্থলে ধ্বংস ও প্রাগভাব-সাধ্যকস্থলের কথা আর উত্থাপন করা হয় নাই।

যাহা হউক, এক্ষণে যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণ-মধ্যস্থ পদার্থগুলি যে যে ধর্ম্ম ও যে যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, তাহার একটী সার-সংকলন করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইবে এইরূপ—

পদার্থ।	ধর্ম্ম।	সম্বন্ধ।
বৃত্তিত্বাভাব	=সামান্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন	এবং স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন।
বৃত্তিতা	=(নির্ণয় অসম্ভব)	হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। (১)
সাধ্যাভাব-প্রতিযোগিতা	=সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন „	সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন।
সাধ্যাভাবাধিকরণ	=সাধ্যাভাবত্ব-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন (২) „	স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। (৩)

পরন্তু, এই (১) স্থলের সম্বন্ধটী একটু পরে একটু পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিবে, এবং (২) ইহার কথাও পরে কথিত হইবে এবং (৩) ইহার বিষয়, নব্য ও প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। নব্যমতে এই সম্বন্ধটী বিশেষণতা-বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপ, এবং প্রাচীন-মতে ইহা "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক" সম্বন্ধ, এইমাত্র বিশেষ।

এক্ষণে পরবর্ত্তিবাক্যে উক্ত সম্বন্ধবোধক বাক্য মধ্যস্থিত সাধ্যসামান্যীয় পদস্থিত "সামান্য" পদের প্রয়োজন প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে টীকাকার মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহা এই,—

সামান্য পদের প্রয়োজন।

টীকামূলম্।

সমবায়-বিষয়িত্বাদি-সম্বন্ধেন প্রমেয়াদি-সাধ্যকে জ্ঞানত্বাদি-হেতৌ,সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-†প্রমেয়াদ্যভাবস্য কালিকাদি-সম্বন্ধেন যোঽভাবঃ, সোঽপি প্রমেয়তয়া সাধ্যান্তর্গতঃ, তদীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-কালিকাদি-সম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণে‡ জ্ঞানত্বাদের্বৃত্তেঃ অব্যাপ্তি-বারণায় সামান্য-পদোপাদানম্।

† "সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন"="সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক" প্রঃ সং। ইতি পাঠান্তরম্।

‡ "সাধ্যাভাবাধিকরণে"=সাধ্যাভাবাধিকরণে জ্ঞানে"; প্রঃ সং। ইতি পাঠান্তরম্।

বঙ্গানুবাদ।

সমবায় ও বিষয়িত্বাদি সম্বন্ধে প্রমেয়াদি যখন সাধ্য, এবং জ্ঞানত্বাদি হয় হেতু, তখন সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে সমবায়াদি সম্বন্ধ, তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক যে প্রমেয়াদির অভাব, সেই অভাবের আবার কালিকাদি সম্বন্ধে যে অভাব, সেও প্রমেয় বলিয়া সাধ্যের অন্তর্গত হয়। এখন এই প্রকার সাধ্যের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে কালিকাদি-সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ-জ্ঞানে, জ্ঞানত্বাদি হেতু থাকে বলিয়া যে অব্যাপ্তি হয়, সেই অব্যাপ্তি-নিবারণ করিবার জন্য "সামান্য" পদটী প্রদান করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্ব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন মতানুসারে সাধ্যাভাবের অধিকরণটী যে সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহা "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ"। এক্ষণে বলা হইতেছে, এই সম্বন্ধের মধ্যে যে "সাধ্যসামান্যীয়" পদটী আছে, সেই পদ-মধ্যস্থ "সামান্য" পদের প্রয়োজন কি ?

এতদুদ্দেশে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, এস্থলে যদি "সামান্য" পদটী না দেওয়া যায়, তাহা হইলে এমন অনুমিতির স্থল আবিষ্কার করা যাইতে পারে, যেখানে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে, কিন্তু, "সামান্য" পদটী দিলে আর সে দোষটী ঘটিবে না। ইহাই হইল মোটামুটী এই প্রসঙ্গের আলোচ্য বিষয়।

এইবার এ বিষয়ে টীকাকার মহাশয় যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া একে একে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। দেখা যাইতেছে, তিনি উপরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা তিনটী কথা দেখিতে পাই ; যথা—

১। টীকাকার মহাশয়ের প্রথম কথা এই যে, সাধ্যাভাবের অধিকরণ যে সম্বন্ধে ধরিতে হইবে তাহা—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ"—না বলিয়া—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ"—বলা যায়—

তাহা হইলে উক্ত সম্বন্ধটীর লাঘব সাধন করা হয় বটে, কিন্তু, তাহা হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, তাহাতে বৃত্তি যে সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা, তাহার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ তাহা, এবং তাদৃশ সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ, সর্ব্ব স্থলে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় না।

২। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে সব স্থলে উক্ত সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এবং উক্ত সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ এক হয় না, তাহার একটী দৃষ্টান্ত—

"প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ।"

এখানে যদি প্রমেয়কে সমবায় অথবা বিষয়িতা-সম্বন্ধে সাধ্য করা যায়, এবং যথাক্রমে সেই সমবায় অথবা বিষয়িতা-সম্বন্ধেই তাহার অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যাভাবরূপ প্রমেয়াভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব হইল বটে, কিন্তু, সেই সাধ্যাভাবরূপ প্রমেয়াভাবের উপরিস্থিত সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ অভিন্ন হয় না। কারণ, সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ "কালিক" এবং "স্বরূপ" দুইই হইতে পারে, এবং সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ কেবলই "স্বরূপ" হইয়া থাকে। যেহেতু, সাধ্যাভাব যে প্রমেয়াভাব, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সমগ্র সাধ্যরূপী প্রমেয়কে পাওয়া যায়, এবং তাহার কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সমগ্র সাধ্যরূপী প্রমেয়কে পাওয়া যায় না, পরন্তু, তাহা একটী অভাব পদার্থ হয় বলিয়া তাহা এক প্রকার অভাবরূপ প্রমেয় হয়। এখন, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অভাব ধরিলে ঠিকঠিক সমগ্র সাধ্যস্বরূপ হয়, তাহাকে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ, এবং যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অভাব ধরিলে কোন প্রকার সাধ্যস্বরূপ হয়, অর্থাৎ সাধ্যসম্পর্কীয় কেহ হয়, তাহাকে সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ বলা হয় বলিয়া উপরি উক্ত "স্বরূপ" সম্বন্ধটী এস্থলে কেবল সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ, এবং "স্বরূপ" "কালিকাদি" সম্বন্ধগুলি এস্থলে মাত্র সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ-পদ-বাচ্য হয়। সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ, উক্ত "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ" স্থলে অভিন্ন হইল না।

৩। এইবার টীকাকার মহাশয়ের এ সম্বন্ধে তৃতীয় কথা এই যে, উক্ত প্রকার সাধ্যাভাবের অর্থাৎ প্রমেয়াভাবের উক্ত কালিকাদি-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়, এবং স্বরূপ-সম্বন্ধে উক্ত প্রকার সাধ্যাভাবের অর্থাৎ প্রমেয়াভাবের অধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় না।

সুতরাং, উপরি উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে, তাহাতে "সামান্য" পদের প্রয়োজন আছে। যাহাহউক, টীকাকার মহাশয়ের উপরি উক্ত বাক্যাবলীকে এইরূপে আমরা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারিলাম। এইবার আমরা দেখিব উক্ত "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ" স্থলে—

১। যখন সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয় সাধ্য, তখন সাধ্যের সেই সম্বন্ধে যে অভাব, তাহার কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়?

২। যখন বিষয়িতা-সম্বন্ধে প্রমেয় সাধ্য, তখন সাধ্যের সেই সম্বন্ধে যে অভাব, তাহার কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়?

৩। যখন সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয় সাধ্য, তখন সাধ্যের সেই সম্বন্ধে যে অভাব, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া উক্ত অব্যাপ্তি নিবারিত হয়?

৪। যখন বিষয়িতা-সম্বন্ধে প্রমেয় সাধ্য, তখন সাধ্যের সেই সম্বন্ধে যে অভাব, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া উক্ত অব্যাপ্তি নিবারিত হয়?

৫। সমবায়-সম্বন্ধের পর বিষয়িতা-সম্বন্ধের গ্রহণ কেন?

৬। "সমবায়-বিষয়িত্বাদি" বাক্যমধ্যে "আদি" পদের প্রয়োজন কি?

৭। "জ্ঞানত্বাদি-হেতৌ" বাক্যে "আদি" পদ কেন?

৮। "কালিকাদি"-পদ-মধ্যস্থ "আদি"-পদের তাৎপর্য্য কি?

৯। "প্রমেয়াদি"-পদ-মধ্যস্থ "আদি"-পদের অর্থ কি?

১০। এস্থলে প্রসিদ্ধস্থল "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-কে পরিত্যাগ করিবার কারণ কি?

যাহা হউক এক্ষণে, এই দশটী বিষয় আমাদের একে একে আলোচ্য; তন্মধ্যে—

১। প্রথম দেখা যাউক উক্ত—

"প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-

স্থলে সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরিয়া কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

কিন্তু, এ বিষয়টী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, এই স্থলটী সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল কি না? কারণ, সদ্ধেতুকস্থল না হইলে অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-প্রয়াস বৃথা। বস্তুতঃ, ইহা একটী সদ্ধেতুক অনুমিতিরই স্থল; কারণ, হেতু "জ্ঞানত্ব" যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য প্রমেয়, সেই সেই স্থানেও থাকে; যেহেতু, জ্ঞানত্ব থাকে জ্ঞানে এবং জ্ঞানত্বাদি প্রমেয়ও সমবায়-সম্বন্ধে ঐ জ্ঞানে থাকে। সুতরাং, এই স্থলটী একটী সদ্ধেতুক অনুমিতিরই স্থল।

এইবার দেখা যাউক, এস্থলে উক্ত অব্যাপ্তিটী কি করিয়া ঘটে। দেখ, এখানে

সাধ্য=প্রমেয়। ইহা সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য বলিয়া যে সব প্রমেয় অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয় সমবায়-সম্বন্ধে থাকিতে পারে, কেবল তাহাদিগকেই অবলম্বন

করিয়া প্রমেয়ত্ব-ধর্ম্ম-পুরস্কারে প্রমেয়কে সাধ্য করা হইল। সুতরাং, ইহারা সমবেত-পদার্থ-ভিন্ন অপর কেহই নহে বুঝিতে হইবে।

সাধ্যাভাব=উক্ত প্রকার প্রমেয়ের সমবায়-সম্বন্ধে অভাব। অর্থাৎ, যে সব প্রমেয় পদার্থ সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, তাহাদেরই সমবায়-সম্বন্ধে অভাব।

সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ=জন্য-জ্ঞান। কারণ, উক্ত প্রমেয়ের যে সমবায়-সম্বন্ধে অভাব, তাহা কালিক-সম্বন্ধে থাকে "কালে"; সুতরাং, এই অধিকরণ হয় "কাল"। কিন্তু, ঈশ্বরজ্ঞান-ভিন্ন সকল জ্ঞানই জন্য-পদার্থ, এবং জন্য-পদার্থ মাত্রেরই কালোপাধিতা থাকায়, জ্ঞানকেও কাল-পদে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই জন্য, এই অধিকরণ ধরা যাউক—জন্য-জ্ঞান।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=জন্য-জ্ঞান-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে জ্ঞানত্বাদিতে। কারণ, জ্ঞানত্ব থাকে জ্ঞানের উপর, এবং তজ্জন্য জ্ঞানত্বটী "জ্ঞানবৃত্তি" পদবাচ্য হয়। অবশ্য, এই বৃত্তিতা হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক, এবং এস্থলে তাহাই হইয়াছে। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সমবায়, এবং হেতু যে জ্ঞানত্ব, তাহা এই সমবায়-সম্বন্ধেই জ্ঞানের উপর থাকে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=জ্ঞান-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা আর জ্ঞানত্বে থাকিতে পারিল না।

ওদিকে, এই জ্ঞানত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

২। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে উক্ত—

"প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-

স্থলে বিষয়িতা-সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরিয়া কালিক-সম্বন্ধে সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

দেখ এখানে, সাধ্য=প্রমেয়। ইহা বিষয়িতা-সম্বন্ধে সাধ্য। বিষয়িতা-সম্বন্ধে থাকে না এমন পদার্থই নাই; সুতরাং, প্রমেয়ত্বরূপে সমুদয়-পদার্থই এই স্থলে সাধ্য হইল।

সাধ্যাভাব=উক্ত প্রমেয়ের বিষয়িতা-সম্বন্ধে অভাব।

উক্ত সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ=জন্য-জ্ঞান। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সকল জিনিষই কালে থাকে; কিন্তু, কোন কোন জ্ঞান—জন্য-পদার্থ, এবং জন্য-পদার্থের কালোপাধিতা থাকায় জন্য-জ্ঞানও কাল-পদবাচ্য হয়; সুতরাং, এই অধিকরণ হইল জন্য-জ্ঞান।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=ঐ জ্ঞান-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে জ্ঞানত্বাদিতে। কারণ, জ্ঞানত্ব থাকে জ্ঞানে। অবশ্য, এই বৃত্তিতা, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন

হওয়া আবশ্যক, এবং এস্থলে তাহাই হইয়াছে; কারণ, জ্ঞানত্ব সমবায়-সম্বন্ধে জ্ঞানে থাকে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=জ্ঞান-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা আর জ্ঞানত্বে থাকিতে পারিল না।

ওদিকে, এই জ্ঞানত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

৩। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে উক্ত—

"প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-

স্থলে সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া ঐ সম্বন্ধেই সাধ্যাভাব ধরিয়া "স্বরূপ"-সম্বন্ধে যদি সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে উক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়?

দেখ এখানে, সাধ্য=প্রমেয়। ইহা সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য, এবং ইহা এস্থলে সেই সব পদার্থ, যাহারা সমবায়-সম্বন্ধে থাকিতে পারে। পূর্ব্ববৎ।

সাধ্যাভাব=প্রমেয়াভাব। ইহাও সমবায়-সম্বন্ধে ধরা হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ।

সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ = উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ। ইহা এখানে সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়। কারণ, ইহাদের উপর কেহই সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না। (পূর্ব্বে কিন্তু, কালিক-সম্বন্ধে এই অধিকরণ হইয়াছিল "জ্ঞান"।)

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত আধেয়তা। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই বৃত্তিতাটী হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু, এই সম্বন্ধ এখানে "সমবায়" হওয়ায় সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হয়, এবং তজ্জন্য এই অনুমিতির স্থলটী নির্দ্দোষ হয় না। অবশ্য, এই ত্রুটী, একটু পরে টীকাকার মহাশয় স্বয়ংই সংশোধিত করিবেন; কিন্তু, যতক্ষণ উহা না করা হয়, ততক্ষণ ইহাতে দোষ থাকে, এজন্য প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়-বিশেষ ও মীমাংসক-মতে এই দৃষ্টান্তটী গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইহার নির্দ্দোষতা স্বীকার করা হয়। যেহেতু, উক্ত মতদ্বয়ানুসারে অপ্রসিদ্ধেরও অভাব স্বীকার করা হয়।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তার অভাব। এই অভাব থাকে জ্ঞানত্বাদিতে; কারণ, জ্ঞানত্ব, সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়ে থাকে না।

ওদিকে, এই জ্ঞানত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইল।

৪। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে উক্ত—

"প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-

স্থলে বিষয়িতা-সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া সেই সম্বন্ধে আবার উহার অভাব ধরিয়া স্বরূপ-সম্বন্ধে যদি সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে উক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়।

দেখ এখানে, সাধ্য=প্রমেয়। ইহা এখানে বিষয়িতা-সম্বন্ধে সাধ্য। বিষয়িতা-সম্বন্ধে না থাকে এমন পদার্থই নাই, এজন্য প্রমেয়ত্বরূপে সমুদয় পদার্থই এই স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ সাধ্যপদ-বাচ্য হইল। পূর্ব্ববৎ।

সাধ্যাভাব=উক্ত প্রকার প্রমেয়ের অভাব। অর্থাৎ সাধ্যরূপ প্রমেয়ের সাধ্যতাবচ্ছেদক বিষয়িতা-সম্বন্ধে অভাব। পূর্ব্ববৎ।

সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ=উক্ত প্রকার প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ। ইহা এখানে জ্ঞানাদি-ভিন্ন যাবৎ পদার্থ। কারণ, বিষয়িতা-সম্বন্ধে যাবৎ পদার্থই জ্ঞানাদিতে থাকে, এবং তজ্জন্য উক্ত প্রমেয়ও বিষয়িতা সম্বন্ধে জ্ঞানাদিতে থাকে। এখন, প্রমেয়, বিষয়িতা-সম্বন্ধে যেখানে থাকে, সেখানে বিষয়িতা-সম্বন্ধে প্রমেয়ের অভাব স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকিতে পারে না; কারণ, ইহারা পরস্পরে বিরোধী হয়। সুতরাং, বিষয়িতা-সম্বন্ধে প্রমেয়াভাবের অধিকরণ হইল জ্ঞানাদি ভিন্ন যাবৎ পদার্থ।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=উক্ত জ্ঞানাদি-ভিন্ন-যাবৎ-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতা। অবশ্য, এস্থলে এই বৃত্তিতা হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবার পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় আর কোন বাধা নাই। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সমবায়, এবং জ্ঞানাদিভিন্ন-যাবৎ-পদার্থ বলিতে দ্রব্যাদিও হয়, সেই দ্রব্যাদির উপর সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাদি থাকে বলিয়া এই বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হইল না।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=উক্ত জ্ঞানাদিভিন্ন-যাবৎ-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে জ্ঞানত্বাদির উপর; কারণ, জ্ঞানত্ব থাকে জ্ঞানে; সুতরাং, জ্ঞান-ভিন্ন পদার্থে ইহা থাকে না।

ওদিকে এই জ্ঞানত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ আর হইল না।

এই রূপে দেখা গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরিতে হইবে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যস্থিত "সামান্য" পদের প্রয়োজন আছে। আর সংক্ষেপে ইহার কারণ এই যে, "সামান্য" পদ দিলে ঐ সম্বন্ধ বলিতে স্বরূপ-ভিন্ন কালিকাদি কোন সম্বন্ধকেই ধরা যায় না, এবং না দিলে তাহা ধরিতে পারা যায়, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে। যাহা হউক, উপরে

যে দশটী বিষয় আলোচনা করিতে হইবে বলা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথম চারিটী হইতে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, এক্ষণে অবশিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা করা যাউক।

৫। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, সমবায়-সম্বন্ধে উক্ত প্রমেয়-সাধ্যক দৃষ্টান্তটী গ্রহণ করিবার পর, আবার বিষয়িতা-সম্বন্ধে সেই দৃষ্টান্তটীকেই গ্রহণ করা হইল কেন?

ইহার উত্তর দুইটী হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটী এই যে, সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া সেই সম্বন্ধে প্রমেয়ের অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবাধিকরণ অর্থাৎ প্রমেয়াভাবের অধিকরণ হয়—জাত্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়,(১৩১পৃষ্ঠা)। কিন্তু, সেই জাত্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতাটী অপ্রসিদ্ধ হয়। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সমবায়, এবং সমবায়-সম্বন্ধে জাত্যাদির উপর কেহই থাকে না। সুতরাং, অপ্রসিদ্ধ পদার্থের অভাবও অপ্রসিদ্ধ হয়, আর তাহার ফলে উক্ত লক্ষণটীই প্রযুক্ত হইতে পারে না। অবশ্য, এই ত্রুটী-নিবারণ করিবার জন্য টীকাকার মহাশয়ই পরে বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু যতক্ষণ, তাহা না করা হয় ততক্ষণ, যে অব্যাপ্তি-দোষ হয়, তাহা নিবারণ করিবার ইচ্ছা হইলে সমবায়-সম্বন্ধের পর এই বিষয়িতা-সম্বন্ধকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ, বিষয়িতা-সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরিয়া স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে উক্ত অধিকরণ হয় জ্ঞানাদিভিন্ন যাবৎ পদার্থ; তন্নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হয় না; সুতরাং, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবও অপ্রসিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী আর থাকে না। সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয়-সাধ্যক দৃষ্টান্তটী গ্রহণ করিবার পর বিষয়িতা-সম্বন্ধে পুনরায় গ্রহণের ইহাই একটী তাৎপর্য্য।

এইবার ইহার দ্বিতীয় উত্তরটী কি, তাহা দেখা যাউক। বলা বাহুল্য, এই উত্তরটী উক্ত প্রথম উত্তর অপেক্ষা উত্তম, কিন্তু একটু কঠিন। যাহা হউক—উত্তরটী এই যে, সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয়-সাধ্যক স্থলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধ-মধ্যে পূর্ব্বোক্ত "সামান্য"-পদ না দিয়া যদি সামান্য-পদার্থ অপেক্ষা লঘু-অর্থ-বোধক একটী নিবেশ করা যায়, অর্থাৎ "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ যে সাধ্য, সেই সাধ্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ" ধরিতে হইবে বলা যায়, তাহা হইলে সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয়-সাধ্যকস্থলে কালিক-সম্বন্ধকে পাওয়াই যায় না। পরন্তু, স্বরূপ-সম্বন্ধকে, পাওয়া যায়। কারণ, সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয়াভাবের যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব তাহা, কদাপি কোথাও সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না; যেহেতু, এই প্রমেয়াভাবাভাবটী একটী অভাব পদার্থ; এবং অভাব-প্রতিযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ" বলিতে কালিককে ধরিতে পারা গেল না, এবং এই কালিক-সম্বন্ধকে পাওয়া গেল না বলিয়া কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণও ধরিতে পারা গেল না।

আর তাহার ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-পদে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকেও পাওয়া গেল না। কিন্তু, প্রমেয়ের সমবায়-সম্বন্ধে অভাবের যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, সে নিখিল প্রমেয়-স্বরূপ হওয়ায় সেই অভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিমৎও হইল, এবং সাধ্যস্বরূপও হইল, তদীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ যে "স্বরূপ", সেই স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ "জ্ঞান" হইল না; সুতরাং, উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না। কিন্তু, বিষয়িতা-সম্বন্ধে উক্ত প্রমেয়-সাধ্যক-স্থলে "সাধ্যসামান্যীয়" না বলিয়া "সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ সাধ্যীয়" বলিলেও অব্যাপ্তি হয়। কারণ, প্রমেয়ের যে বিষয়িতা-সম্বন্ধে অভাব, তাহার যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, সে সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপ বিষয়িতা-সম্বন্ধে বৃত্তিমান্ হইল, অথচ যৎকিঞ্চিৎ সাধ্য-স্বরূপও হইল। এখন, তদীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ বলিতে কালিক-সম্বন্ধকেও পাওয়া গেল; এবং তজ্জন্য সেই কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ হইতে জন্য-জ্ঞানও হইল, এবং তন্নিরূপিত বৃত্তিতা জ্ঞানত্বে থাকিল। ওদিকে, এই জ্ঞানত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। ফলকথা সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয়-সাধ্যক-স্থলে কালিক-সম্বন্ধ ধরিয়া অব্যাপ্তি দিতে পারা গেল না, কিন্তু, বিষয়িতা-সম্বন্ধে তাহা পারা গেল। সুতরাং, সমবায়-সম্বন্ধে উক্ত দৃষ্টান্তটী গ্রহণের পর পুনরায় বিষয়িতা-সম্বন্ধে গ্রহণের সার্থকতা আছে

৬। <u>এইবার আমাদের দেখিতে হইবে "সমবায়-বিষয়িত্বাদি"-পদমধ্যস্থ "আদি"-পদ-গ্রহণের তাৎপর্য্য কি ?</u>

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সকলে, বিষয়িতা-সম্বন্ধকে বৃত্তি-নিয়ামক-সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাও মানেন না। সুতরাং, কাহার মতে এই বিষয়িতা-সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করায়, বিষয়িতা-সম্বন্ধে অভাবই অপ্রসিদ্ধ হয়, আর তজ্জন্য সাধ্যাভাব যে প্রমেয়াভাব, তাহাও অপ্রসিদ্ধ হয়; আর তাহার ফলে উক্ত লক্ষণে, কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের ন্যায় বিষয়িতা-সম্বন্ধ-সাধ্যক অনুমিতিস্থলে অব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে। টীকাকার মহাশয়, বিষয়িতা-সম্বন্ধেরও এই ত্রুটী দেখিয়া "আদি"-পদে এস্থলে কালিক-সম্বন্ধকে ধরিতে ইঙ্গিত করিলেন। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া কালিক-সম্বন্ধে তাহার অভাব ধরিলে এই প্রমেয়াভাবের পুনরায় কালিক-সম্বন্ধে যে অভাব, তাহাও যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়-স্বরূপ হয়। সুতরাং, এই কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে, জন্য-জ্ঞানকে পাওয়া গেল, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিল জ্ঞানত্বে; ঐ জ্ঞানত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যাইবে না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে। আবার, উক্ত কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে এই অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না, অথচ এই স্বরূপ-সম্বন্ধটী উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইবে। সুতরাং, "আদি"-পদের অর্থ কালিক-সম্বন্ধই বুঝিতে হইবে। অবশ্য, তাহা হইলে উক্ত অনুমানটী অসদ্ধেতুক অনুমান বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু, পরবর্ত্তি-বাক্যদ্বারা সে আশঙ্কা নিবারিত হইতেছে।

৭। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে "জ্ঞানত্বাদি"-পদমধ্যস্থ "আদি"-পদের অর্থ কি? এই "আদি"-পদের অর্থ "জন্যত্ব" অথবা "জন্য-জ্ঞানত্ব"। কারণ, বিষয়িত্ব-সম্বন্ধটী বৃত্ত্য-নিয়ামক বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, আর তজ্জন্য যদি "বিষয়িত্বাদি"-পদের "আদি"-পদে কালিক-সম্বন্ধ ধরা যায়, তাহা হইলে এই কালিক-সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া জ্ঞানত্বকে হেতু ধরিলে এই অনুমিতিস্থলটাই একটা ব্যভিচারিস্থল, অর্থাৎ অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল হইয়া উঠে। কারণ, "জ্ঞানত্ব" হেতুটী যেখানে যেখানে থাকে, কালিক-সম্বন্ধে সাধ্য প্রমেয় সেই সকল স্থানে থাকে না। যেহেতু, "জ্ঞানত্ব" ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞানেও থাকে, কিন্তু, কালিক-সম্বন্ধে প্রমেয়টী জন্য-পদার্থেই থাকায়, এবং নিত্য-পদার্থে না থাকায়, সাধ্য প্রমেয়টি উক্ত নিত্যজ্ঞানে থাকিতে পারিল না, কিন্তু "জ্ঞানত্বাদি"-পদে জন্যজ্ঞানত্বাদি ধরিলে আর এই দোষ হইবে না। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে প্রমেয়, জন্যপদার্থে থাকায় এবং জন্যত্বও জন্যপদার্থে থাকায় উহারা সর্ব্বত্রই একত্র থাকিবে। সুতরাং, জ্ঞানত্বাদি-পদ-মধ্যস্থ "আদি"-পদের অর্থ "জন্যত্ব" অথবা "জন্য-জ্ঞানত্ব" বুঝিতে হইবে।

৮। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে "কালিকাদি"-পদমধ্যস্থ "আদি"-পদের অর্থ কি? ইহার অর্থ—বিষয়িতা-সম্বন্ধ। কারণ, জন্যমাত্রের কালোপাধিতা স্বীকার করিলেই সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ "জন্যজ্ঞান" হয়, এবং তখনই অব্যাপ্তি-দোষ হয়। কিন্তু, যদি জন্যমাত্রের কালোপাধিতা স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে সাধ্যাভাবাধি-করণ আর "জন্যজ্ঞান" হয় না, এবং তজ্জন্য অব্যাপ্তি-দোষও ঘটে না। কালিক-সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ থাকায় কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষটীও সর্ব্ববাদিসম্মত হয় না। এইজন্য, টীকাকার মহাশয় "কালিকাদি"-পদমধ্যস্থ"আদি"-পদে বিষয়িতা-সম্বন্ধ ধরিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন। কারণ, সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবরূপ প্রমেয়াভাবের বিষয়িতা-সম্বন্ধে অভাবও যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়-স্বরূপ হয়; সুতরাং, উক্ত সাধ্যাভাবরূপ প্রমেয়াভাবের এই বিষয়িতা-সম্বন্ধে অধিকরণ হইতে "জ্ঞান" হইবে, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা, হেতু জ্ঞানত্বে থাকিবে; সুতরাং, উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে, অথচ ইহাতে আর কোন দোষস্পর্শ করিবে না। অবশ্য, বিষয়িতা-সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহা যদি ধরা যায়, তাহা হইলে এস্থলেও ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু, তাহা এ স্থলে অভীষ্ট নহে। যেহেতু, সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদিসম্মত কথা অসম্ভব।

৯। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে "প্রমেয়াদি"-পদমধ্যস্থ "আদি"-পদ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য কি?

ইহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রমেয়সাধ্যক-স্থলে যেমন "সামান্য"-পদ না দিলে দোষ হয়, তদ্রূপ, বাচ্য, অভিধেয়, জ্ঞেয় প্রভৃতিকে সাধ্য করিলেও অনুরূপ দোষ হয়। সুতরাং, সামান্য-পদের প্রয়োজনীয়তা যে কেবল প্রমেয়সাধ্যক-স্থল হইতেই সিদ্ধ হয়, তাহা নহে, ইহা সিদ্ধ করিবার অপরাপর বহু স্থলও আছে। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই "আদি"-পদটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থলের ন্যায় প্রমেয়সাধ্যক-স্থলের কোন ত্রুটি সূচনা করে না, পরন্তু অনুরূপ স্থল বহু আছে—তাহাই বুঝাইয়া দেয়।

আর যদি কোন অরুচি-প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা একান্তই প্রবল হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, প্রমেয় অর্থাৎ (প্রমাজ্ঞানের বিষয়) হইতে লঘু পদার্থ যে "বিষয়", তাহাকে সাধ্য করিলেও যখন সমান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তখন, প্রমেয়সাধ্যক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকতা হয় না। অবশ্য, প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইতে যে 'কেবল বিষয়' লঘু, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং, প্রমেয়কে সাধ্য করায় সহজপথ-পরিত্যাগ-জন্য কিঞ্চিৎ ত্রুটী হয়, বলিতে পারা যায়। টীকাকার মহাশয় প্রমেয়াদি-পদমধ্যস্থ "আদি"-পদদ্বারা ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন—এরূপও বলা যাইতে পারে।

১০। <u>এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, প্রসিদ্ধ অনুমিতিস্থল "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"কে পরিত্যাগ করিয়া এস্থলে "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ" দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য কি ?</u>

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলটী গ্রহণ করিলে "সাধ্যসামান্যীয়"-পদমধ্যস্থ-"সামান্য"-পদের সার্থকতা-প্রদর্শন করিতে পারা যায় না, সুতরাং, প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ, বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে অভাব ধরিলে বহ্ন্যভাবাভাবটী আদৌ বহ্নি-স্বরূপই হয় না, উহা একটী পৃথক্ অভাব-পদার্থরূপেই থাকিয়া যায়। এজন্য, সাধ্যাভাবাভাবের যৎকিঞ্চিৎ বা আংশিক-ভাবে সাধ্যস্বরূপ হইবার কথা এস্থলে আদৌ উঠিতেই পারে না। ইহার ফল এই যে, বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে, যথা—কালিক-প্রভৃতি সম্বন্ধে, অভাব ধরিলে সাধ্যাভাববৃত্তি যে প্রতিযোগিতাকে পাওয়া যায়, তাহা আদৌ সাধ্যীয় প্রতিযোগিতাই হয় না। বাস্তবিক পক্ষে সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা একাধিক সংখ্যক হইলেই, উহার কোন্‌টী সাধ্যীয়, কোন্‌টী সাধ্যসামান্যীয়—ইত্যাদি বিচার সম্ভব, অন্যথা নহে। সুতরাং, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ" স্থলে তাহা হয়। যেহেতু, প্রমেয়াভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাব যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়স্বরূপ, এবং স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব সমগ্র-প্রমেয়স্বরূপ হয়, এবং তজ্জন্য উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা এখানে দুইটী হয়, এবং তাদৃশ সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা মাত্র একটীকে পাওয়া যায়। অতএব, এস্থলে "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"কে গ্রহণ করিয়া "সামান্য"-পদের ব্যাবৃত্তি দেখাইতে পারা গেল।

যাহা হউক, এতদূর আসিয়া বুঝা গেল, প্রাচীন মতে যে-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধ-মধ্যে "সামান্য"-পদ গ্রহণ করা আবশ্যক। এক্ষণে টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তি-বাক্যে ইহার যে অর্থনির্ণয় করিতেছেন, আমরা তাহাই বুঝিব।

সাধ্যসামান্যীয় পদের অর্থ।

টীকামূলম্।

"সাধ্যসামান্যীয়ত্বং"চ—'যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিতত্বম্' 'স্বানিরূপক-সাধ্যকভিন্নত্বম্ ইতি যাবৎ।

বঙ্গানুবাদ।

"সাধ্যসামান্যীয়"-পদে যাবৎ সাধ্য-নিরূপিতের ভাব বুঝিতে হইবে। পরন্তু, ইহার প্রকৃত অর্থ—নিজের অনিরূপক হয় সাধ্য যাহাদের তত্তদ্ ভিন্ন।

ব্যাখ্যা—যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে সেই সম্বন্ধ মধ্যে "সাধ্য সামান্যীয়"-পদের অন্তর্গত "সামান্য"-পদ না দিলে কি দোষ হয়, তাহা দেখান হইয়াছে, এক্ষণে "সাধ্যসামান্যীয়"-পদের প্রকৃত অর্থ কি, তাহাই কথিত হইতেছে।

ইহার অর্থ টীকাকার মহাশয়, দুই প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে—

প্রথম প্রকার—"যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিত" এবং

দ্বিতীয় প্রকার—"স্বানিরূপক-সাধ্যকভিন্ন"।

এক্ষণে পূর্ব্বপ্রসঙ্গ স্মরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত আটটী বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। সে বিষয় আটটী এই ;—

১। "যাবৎ-সাধ্যনিরূপিতত্ব" বাক্যের অর্থ।

২। এতদ্দ্বারা প্রসিদ্ধ অনুমিতি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই কি করিয়া সমগ্রসাধ্য-নিরূপিত হয় ?

৩। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই কি করিয়া সমগ্রসাধ্য-নিরূপিত হয় ?

৪। "স্বানিরূপক-সাধ্যকভিন্নত্ব" বাক্যের অর্থ।

৫। এতদ্দ্বারা প্রসিদ্ধ অনুমিতি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাই কি করিয়া "স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন" প্রতিযোগিতা হয়।

৬। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই কি করিয়া "স্বানিরূপক-সাধ্যকভিন্ন" প্রতিযোগিতা হয় ?

৭। সাধ্যসামান্যীয়-পদের "যাবৎ-সাধ্যনিরূপিতত্ব" অর্থে কি দোষ ঘটায় পুনরায় উহার "স্বানিরূপক-সাধ্যকভিন্নত্ব" অর্থ গ্রহণ করিতে হইল ?

৮। এই দ্বিতীয় অর্থেও কোন আপত্তি হইতে পারে কি না, এবং হইলে তাহার উত্তরই বা কি হইতে পারে ?

বস্তুতঃই এই কয়টী বিষয় বুঝিতে পারিলে প্রকৃত প্রসঙ্গের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এক প্রকার মোটামুটী ভাবে অবগত হইতে পারা যাইবে। যাহা হউক, এক্ষণে একে একে উক্ত বিষয়-গুলি আলোচনা করা যাউক। তন্মধ্যে প্রথমটী এই—

১। "যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিতত্ব" বাক্যের অর্থ কি ?

ইহার অর্থ—যাহা সমুদয় সাধ্যদ্বারা নিরূপিত হয়, তাহার ভাব। অর্থাৎ, সাধ্যাভাবের যে সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবাভাব-রূপে সমগ্র সাধ্যকে পাওয়া যায়, সেই সমগ্র সাধ্যরূপ সাধ্যাভাবাভাবের দ্বারা নিরূপিত, যে সাধ্যাভাববৃত্তি প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার যে ভাব বা ধর্ম্ম, তাহাই 'যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিতত্ব' বা 'সাধ্যসামান্যীয়ত্ব'। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাধ্যাভাবের উপর যে সাধ্যাভাবাভাবের প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা সমগ্র সাধ্য দ্বারা নিরূপিত হইলে, সেই প্রতিযোগিতার যে অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, কিন্তু যে প্রতিযোগিতা আদৌ সাধ্যদ্বারা নিরূপিত হয় না, অথবা স্থল-বিশেষে যৎকিঞ্চিৎ সাধ্যদ্বারা নিরূপিত হয়, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে চলিবে না। এইবার দেখা যাউক—

২। এতদ্দ্বারা প্রসিদ্ধ অনুমিতি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই, কি করিয়া সমগ্র সাধ্য-নিরূপিত প্রতিযোগিতা হয় ?

দেখ এখানে, সাধ্য = বহ্নি।

সাধ্যাভাব = বহ্নির অভাব।

সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব = সমগ্র বহ্নি। যে হেতু, বহ্ন্যভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে যেখানে যেখানে থাকে, সেই সেই স্থানেই বহ্নি থাকে না ; এবং যে যে সম্বন্ধে বহ্নিটী যেখানে যেখানে থাকে, বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবটীও সেই সেই সম্বন্ধে সেই সেই স্থানে থাকে। সুতরাং, বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সমস্ত বহ্নি অর্থাৎ সাধ্য-স্বরূপ হয়, এবং সাধ্যরূপ বহ্ন্যভাবাভাবের যে প্রতিযোগিতা বহ্ন্যভাবের উপর থাকে, তাহাই যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিত প্রতিযোগিতা হয়।

সাধ্যাভাবের স্বরূপভিন্ন অন্য সম্বন্ধে অভাব = বহ্ন্যভাবাভাব। ইহা বহ্নিস্বরূপই হয় না। কারণ, বহ্ন্যভাবের যদি কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অভাবটী বহ্নিস্বরূপ হয় না ; যেহেতু, বহ্ন্যভাবটী কালিক-সম্বন্ধে থাকে "জন্য" এবং "মহাকালের" উপর ; তাহার অভাব থাকে নিত্য-পদার্থের উপর। বহ্নি, কিন্তু, নিত্যপদার্থের উপর থাকে না ; সুতরাং, সমান সমান স্থানে না থাকায়, বহ্ন্যভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী বহ্নিস্বরূপ হইল না। এজন্য, বহ্ন্যভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগিতাটী সাধ্যীয় প্রতিযোগিতাই হইল না, এবং তাহার ফলে যাবৎ-সাধ্য-নিরূ'পতত্ও হইল না।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই সমগ্র-সাধ্য-নিরূপিত প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু, অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা ধরিলে তাহা

হয় না। "বস্তুতঃ সাধ্যসামান্যীয়-পদমধ্যস্থ "সামান্য"-পদের সার্থকতা "প্রমেয়বান জ্ঞানত্বাৎ"-স্থলে দেখা যায়, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে ইহার সার্থকতা বুঝা যায় না। ইহার কারণ, পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে ; সুতরাং, এক্ষণে পরবর্ত্তী বিষয়টী আলোচনা করা যাউক। সেটী এই—

৩। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই কি করিয়া সমগ্র-সাধ্য-নিরূপিত হয়, কিন্তু অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, সমগ্র-সাধ্য-নিরূপিত হয় না।

দেখ এখানে, সাধ্য=প্রমেয়। ইহা সমবায় বা বিষয়িতা-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যাভাব=প্রমেয়াভাব। ইহা প্রমেয়ের সমবায় বা বিষয়িতা-সম্বন্ধে অভাব।

সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব—নিখিল প্রমেয়। যেহেতু, প্রমেয়ের সমবায় বা বিষয়িতা-সম্বন্ধে অভাবটী, স্বরূপ-সম্বন্ধে যেখানে যেখানে থাকে, সেই সেই স্থানেই প্রমেয়, সমবায় বা বিষয়িতা-সম্বন্ধে থাকে না, এবং যে যে সম্বন্ধে প্রমেয়টী যেখানে যেখানে থাকে, প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবটীও সেই সেই সম্বন্ধে সেই সেই স্থানেই থাকে। সুতরাং, প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলেই সমস্ত প্রমেয় অর্থাৎ যাবৎ-সাধ্য-স্বরূপ হয়, এবং এই সাধ্যরূপ প্রমেয়াভাবাভাবের যে প্রতিযোগিতা প্রমেয়াভাবের উপর থাকে, তাহাই যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিত প্রতিযোগিতা হয়, এবং তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়।

সাধ্যাভাবের স্বরূপভিন্ন অন্য সম্বন্ধে অভাব=যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়-স্বরূপ। কারণ, প্রমেয়া-ভাবের যদি কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অভাবটী নিখিল প্রমেয়-স্বরূপ হয় না ; যেহেতু, প্রমেয়াভাবটী কালিক-সম্বন্ধে থাকে "জন্য" এবং "মহাকালের" উপর, তাহার অভাব থাকে মহাকাল ভিন্ন নিত্যপদার্থের উপর। প্রমেয়, কিন্তু, জন্য, মহাকাল, এবং অন্য নিত্যেও থাকে ; সুতরাং, প্রমেয়াভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে যে প্রমেয়া-ভাবাভাবকে পাওয়া যায়, তাহা নিখিল প্রমেয়ের সহিত সমান সমান স্থানে না থাকায়, প্রমেয়াভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী নিখিল অর্থাৎ সমগ্র প্রমেয়-স্বরূপ হইল না। এজন্য, প্রমেয়াভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগিতাটী, সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা হইল, কিন্তু যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিত প্রতিযোগিতা হইল না।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই সমগ্র-সাধ্য-নিরূপিত প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু অন্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা তাহা হয় না।

কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে "সাধ্যসামান্যীয়"-পদে "যাবৎ সাধ্যনিরূপিত" অর্থ বুঝিলেও সম্পূর্ণ ঠিক ঠিক ভাবে বুঝা হয় না ; এজন্য, টীকাকার মহাশয় "সাধ্যসামান্যীয়"-পদের দ্বিতীয় অর্থ

প্রদান করিয়াছেন। আমরা ইহার উপযোগিতা বুঝিবার পূর্ব্বে ইহার অর্থটী বুঝিতে চেষ্টা করি, এবং তৎপরে ইহার উপযোগিতা বুঝিতে চেষ্টা করিব, অর্থাৎ ইহাও "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এবং "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ" এই দুই স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে দেখিব। সুতরাং, এখন দেখা যাউক—

৪। "স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব" বাক্যের অর্থ কি ?

ইহার অর্থ—নিজের অনিরূপক হয় সাধ্য যাহাদের তত্তদ্‌ভিন্ন। কিন্তু, এই অর্থটী বুঝিবার অগ্রে উক্ত বাক্যের সমাসটী কিরূপ, তাহা একবার দেখা উচিত। কারণ, কাহারও কাহারও পক্ষে প্রথম প্রথম এটী আবশ্যক বোধ হয়। ইহার সমাস যথা—

স্বস্য অনিরূপকম্=স্বানিরূপকম্; ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ।

স্বানিরূপকং সাধ্যং যেষাং তানি=স্বানিরূপক-সাধ্যকানি ; বহুব্রীহি।

স্বানিরূপক-সাধ্যকেভ্যঃ ভিন্নম্=স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নম্; ৫মী তৎপুরুষ।

তস্য ভাবঃ=স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্বম্। ভাবার্থে "ত্ব" প্রত্যয়।

এখন দেখ, এই সমাসে "স্বস্য" পদের অর্থ—নিজের, ইহা এখানে প্রতিযোগিতাকে বুঝাই-তেছে। "অনিরূপক" পদে—যাহা নিরূপণ করিয়া দেয় না; ইহা সাধ্য পদের বিশেষণ। "যেষাং" পদের অর্থ—যাহাদের ; অর্থাৎ উক্ত "স্ব"-পদ-বাচ্য প্রতিযোগিতাদিগের। কারণ, বহুব্রীহি সমাসে অপরকে বুঝায়, কিন্তু স্বগর্ভ-বহুব্রীহি-স্থলে স্বপদবাচ্যকেই বুঝায়। "ভিন্ন" পদে উক্ত প্রতিযোগিতা সকল হইতে ভিন্ন যে প্রতিযোগিতা তাহা। সুতরাং, সমগ্রের অর্থ হইল—

"যাদৃশ যাদৃশ প্রতিযোগিতার অনিরূপক হয় সাধ্য, তাদৃশ তাদৃশ প্রতিযোগিতা ভিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহাই স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা ; এবং ইহার যে ভাব, তাহাই স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধ্যাভাবের সাধ্যরূপ অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবের উপর সাধ্যস্বরূপ সাধ্যাভাবাভাবের যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতিযোগিতার অনিরূপক যদি সাধ্য না হয়, তাহা হইলে সেই প্রতিযোগিতাই স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা পদবাচ্য হইবে, এবং সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, অন্য সম্বন্ধে ধরিলে চলিবে না ; অর্থাৎ যে প্রতিযোগিতা, কোন সাধ্যের নিরূপিত, এবং কোন সাধ্যের অনিরূপিত এইরূপে উভয়বিধ হয়, অথবা কেবলই অনিরূপিত হয়, সে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে চলিবে না। যাহাহউক এইবার দেখা যাউক—

৫। এতদ্দ্বারা প্রসিদ্ধ অনুমিতি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাটী কি করিয়া স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা হয় ? কিন্তু অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতা, তাহা হয় না।

দেখ এখানে, সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব=সমগ্র বহ্নি। যেহেতু, বহ্ন্যভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে যেখানে যেখানে থাকে, সেই সেই স্থানেই বহ্নি থাকে না, এবং যে যে সম্বন্ধে বহ্নিটী যেখানে যেখানে থাকে, বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবটীও সেই সেই স্থানে সেই সেই সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং, বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবটীই বহ্নি-স্বরূপ, হয়।

সাধ্যাভাবের স্বরূপ-ভিন্ন-সম্বন্ধে অভাব=বহ্ন্যভাবাভাব। ইহা বহ্নিস্বরূপ হয় না। কারণ, এই বহ্ন্যভাবাভাব যেখানে যেখানে থাকে, বহ্নি সেখানে সেখানে থাকে না; অর্থাৎ পরস্পর সমনিয়ত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত, কালিক-সম্বন্ধকে ধরিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখন এই বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব রূপ বহ্নির যে প্রতিযোগিতা, এই বহ্ন্যভাবের উপর থাকে,তাহাই স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা, এবং অপরাপর অভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহারা স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা নহে; পরন্তু, তাহা স্বানিরূপক-সাধ্যক প্রতিযোগিতা। কারণ,"স্ব" পদের লক্ষ্য প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা, অবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-ও-সম্বন্ধ-ভেদে বিভিন্ন; সুতরাং অসংখ্য। কারণ, প্রতিযোগিতাটী অতিরিক্ত পদার্থ। এখন, প্রত্যেক অভাব, এক একটী প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয়, এজন্য, একটী অভাব অপর অভাবের প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয় না। সুতরাং, একটী অভাব, যেমন একটী প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়, তদ্রূপ অন্যান্য প্রতিযোগিতার অনিরূপক হয়। যেমন, ঘটাভাব, যে প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয়, পটাভাব, সে প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয় না। অধিক কি, ঘটের এক ধর্ম্মরূপে অথবা এক সম্বন্ধে যে অভাব, তাহা যে প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয়, ঘটের অন্য সম্বন্ধে বা অন্য ধর্ম্মরূপে অভাব, সেই প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয় না।

এখন তাহা হইলে, সাধ্য বহ্ন্যভাবাভাবরূপ বহ্নি, যে প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়, বহ্নি-ভিন্ন অপর কেহই সে প্রতিযোগিতার নিরূপক হয় না, এবং অপর কিছু, যে সব প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়, সাধ্য বহ্ন্যভাবাভাবরূপ বহ্নি, সে সকল প্রতিযোগিতার অনিরূপক হয়। আর, তাহা হইলে সাধ্য বহ্নি, যে প্রতিযোগিতার অনিরূপক হয়, সে প্রতিযোগিতা ভিন্ন যে প্রতি-যোগিতা, তাহার নিরূপক আবার উক্ত বহ্নিই হয়। যেমন "রামাপিতৃক-ভিন্ন" অর্থাৎ "রাম যে সকল ব্যক্তির পিতা নহে, সেই সকল ব্যক্তি ভিন্ন" বলিলে রামের পুত্রকে পাওয়া যায়। সুতরাং, স্বপদবাচ্য যে প্রতিযোগিতার অনিরূপক হয় সাধ্য বহ্নি, সেই প্রতিযোগিতাকে স্বানিরূপক-সাধ্যক প্রতিযোগিতা বলা যায়, এবং যে কোন প্রতিযোগিতার অনিরূপক হয় সাধ্যরূপ বহ্নি, তদ্‌ভিন্ন অপর যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাই স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। এখন এই বহ্নি, এখানে বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব; সুতরাং, স্বানিরূপক-সাধ্যক-

ভিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহা বহ্ন্যভাবের উপর থাকে, এবং ঐ প্রতিযোগিতাই স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। বহ্ন্যভাবের অন্য সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগিতা, বহ্ন্যভাবের উপর থাকিলেও তাহা স্বানিরূপক-সাধ্যক প্রতিযোগিতা হয়,এবং সেই প্রতিযোগিতা স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং, বহ্ন্যভাবের স্বরূপভিন্ন-সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগিতা-ভিন্ন অপরাপর যে সব প্রতিযোগিতা, তাহারাই স্বানিরূপক-সাধ্যক প্রতিযোগিতা হয়, স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা হয় না।

অবশ্য, এখন একটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এরূপ করিয়া শিরোবেষ্টন ন্যায়ে একথাটী বলিবার তাৎপর্য্য কি? দেখ "যে প্রতিযোগিতার অনিরূপক সাধ্য হয়, সেই প্রতিযোগিতা-ভিন্ন প্রতিযোগিতা" এরূপ করিয়া না বলিয়া "সাধ্য যে প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়, সেই প্রতিযোগিতা" এইরূপ বলিলেই ত চলিতে পারিত?

ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, ইহাতে এমন প্রতিযোগিতাকে স্থলবিশেষে পাওয়া যাইতে পারিবে যে, তাহা কোন কোন সাধ্যদ্বারা নিরূপিত হয়, এবং কোন কোন সাধ্য দ্বারা অনিরূপিতও হয়, কিন্তু এরূপ করিয়া ঘুরাইয়া বলায় এজাতীয় প্রতিযোগিতাকে ধরিতে পারা যাইবে না; যেহেতু,"প্রমেয়বান্, জ্ঞানত্বাৎ" স্থলে উক্ত কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকেও পাওয়া যায়; সুতরাং, অব্যাপ্তি নিবারিত হয় না,। অর্থাৎ তাহা হইলে "সামান্য"-পদ দিলেও ঐ অব্যাপ্তি অনিবারিত থাকে। একথা "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-স্থলে বিশদ ভাবে কথিত হইয়াছে। ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখন, এ প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় জানিবার আছে। দেখ, যদি বলা যায়, প্রমেয়ের সংযোগ-সম্বন্ধে অভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অভাব, কিংবা দ্রব্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অভাব, অথবা তেজোভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অভাব, সকলই বহ্নির স্বরূপ হয়; কারণ, বহ্নিটী প্রমেয়, দ্রব্য এবং তেজঃ পদবাচ্যও হয়, এবং তাহা হইলে এই সকল অভাবের প্রতিযোগিতা স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়, আর এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধও ত তাহা হইলে "স্বরূপ" হয়; কিন্তু তাহা হইলেও এপথে স্বরূপ-সম্বন্ধকে লাভ করা অভীষ্ট নহে। কারণ, এই সকল অভাবের প্রতিযোগিতা, পূর্ব্বোক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাববৃত্তি নহে; যেহেতু, এস্থলে বহ্নিটী বহ্নিত্ব-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়া সাধ্য হইয়াছে, উপরি উক্ত স্থলে. কিন্তু বহ্নিটী প্রমেয়ত্ব, দ্রব্যত্ব ও তেজস্ত্ব-প্রভৃতি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়া অভাবের প্রতিযোগিরূপে ভাসমান অর্থাৎ সাধ্য হইয়াছে। অবশ্য, এই পথটী কেন অভীষ্ট নহে তাহা, পরে যথাস্থানে কথিত হইবে। এক্ষণে পরবর্ত্তী বিষয়টী আলোচনা করা যাউক—

৬। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই কি করিয়া স্বানিরূপক সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়?

দেখ এখানে,সাধ্য=প্রমেয়। ইহা প্রমেয়ত্ব ধর্ম্মপুরস্কারে সমবায় বা বিষয়িতা-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যাভাব=প্রমেয়াভাব। ইহা উক্ত সাধ্যের সমবায় বা বিষয়িতা-সম্বন্ধে অভাব।

সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব=নিখিল প্রমেয় পদার্থ। কারণ, উক্ত প্রমেয়াভাব স্বনিয়ামক স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে। এখন এই স্বরূপ-সম্বন্ধেই আবার তাহার অভাব ধরিলে সেই সাধ্য-রূপ প্রমেয়কেই পাওয়া গেল। কারণ, প্রমেয়ও যে যে সম্বন্ধে যেখানে যেখানে থাকে, উক্ত প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবও সেই সেই সম্বন্ধে সেই সেই স্থানে থাকে।

সাধ্যাভাবের স্বরূপ-ভিন্ন-সম্বন্ধে অভাব=যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয় পদার্থ। কারণ, ইহা হয়—প্রমেয়াভাবাভাবরূপ একটী অভাব পদার্থ। নিখিল প্রমেয় বলিলে ভাব এবং অভাব সকল পদার্থই বুঝায়। ইহা, কিন্তু, সেরূপ বুঝায় না।

এখন দেখ, প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবরূপ যে নিখিল প্রমেয়, তাহার প্রতিযোগিতা যেমন ঐ প্রমেয়াভাবের উপর আছে, তদ্রূপ প্রমেয়াভাবের কালিকাদি সম্বন্ধে অভাবরূপ যে যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়, তাহার প্রতিযোগিতাও ঐ প্রমেয়াভাবের উপরই আছে। কিন্তু নিখিল প্রমেয়রূপ ঐ প্রমেয়াভাবাভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা, এবং যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়রূপ প্রমেয়াভাবাভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা স্বানিরূপক-সাধ্যক প্রতিযোগিতা,—স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা হয় না। কারণ, যৎকিঞ্চিৎ-প্রমেয়রূপ যে প্রমেয়াভাবাভাব, তাহা একটী অভাব পদার্থ, তাহা যে প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয়, তাহাকে সাধ্যরূপ কোনও প্রমেয় পদার্থে নিরূপণ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু সাধ্যরূপ সমগ্র প্রমেয় পদার্থ, যে প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয়, ঐ অভাবরূপ প্রমেয় পদার্থটী তাহাকে নিরূপণ করিয়া দেয় না। যেহেতু, সাধ্যরূপ-প্রমেয়-পদার্থ মধ্যে ঘট-পটাদি-ভাব-পদার্থ এবং অপরাপর অভাব পদার্থও আছে, কিন্তু, উক্ত অভাবরূপ প্রমেয়-পদার্থ-মধ্যে ঘটপটাদি ভাবপদার্থ নাই। সুতরাং, প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-ভিন্ন-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে, ঐ অভাব, যে প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয় তাহা, স্বানিরূপক-সাধ্যকই হয়, তদ্‌ভিন্ন হয় না। কিন্তু, প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে ঐ অভাব, যে প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়া দেয়, তাহা স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। সুতরাং, "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-স্থলে স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলিতে স্বরূপ-সম্বন্ধকেই পাওয়া গেল, কালিকাদি সম্বন্ধকে পাওয়া গেল না, এবং তাহা হইলে সাধ্যাভাবের এই সম্বন্ধেই অধিকরণ ধরিতে হইবে।

৭। এইবার দেখা যাউক, "সাধ্যসামান্যীয়"-পদের "যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিতত্ব" অর্থে কি দোষ ঘটায় পুনরায় উহার "স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব" অর্থ গ্রহণ করিতে হইল?

ইহার উত্তর এই যে, যেখানে সাধ্য একব্যক্তি-বোধক সাধ্য হয়, অর্থাৎ তজ্জাতীয় অনেককে বুঝায় না, সেখানে "যাবৎ-সাধ্য" অপ্রসিদ্ধ হয়; সুতরাং, "যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিতত্ব" অর্থটী

কিঞ্চিদ্-দোষ-দুষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব" অর্থে সে দোষ সংঘটিত হয় না। দেখ, একটী স্থল ধরা যাউক—

"গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ।"

এখানে সাধ্য হয়—গুণত্ব। এই গুণত্বটী একব্যক্তি বোধক। কারণ, ইহা জাতি পদার্থ; যেহেতু, গুণত্বাভাবাভাবপদে, গুণত্বজাতিকেই বুঝায়। এবং এই জাতি-পদার্থ কখনও বহু হয় না। পক্ষান্তরে, "স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব" অর্থে সাধ্যটী একব্যক্তিবোধক কিনা, সে কথা আদৌ উঠে না; কারণ, ইহাতে প্রতিযোগিতাটী সাধ্যকর্তৃক নিরূপিত কিনা—ইহাই চিন্তনীয়; অন্য কিছু নহে; সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যসামান্যীয়-পদের "যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিতত্ব" রূপ প্রথম অর্থে একটু দোষ ঘটে, কিন্তু, "স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব" রূপ দ্বিতীয় অর্থে সে দোষ আর ঘটে না।

৮। এইবার দেখা যাউক, উক্ত দ্বিতীয় অর্থেও কোন আপত্তি হইতে পারে কি না, এবং যদি হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরই বা কি হইতে পারে।

বস্তুতঃ, নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার উপরও নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন, এবং অপরে তাহাদের উত্তরও নানা প্রকারে প্রদান করিয়া থাকেন। নিম্নে আমরা একটীমাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম।

আপত্তিটী এই যে, "স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব" পদমধ্যস্থ "স্ব"-পদে যখন বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রতিযোগিতাকে বুঝায় না, তখন তাহাকে অবলম্বন করিয়া সাধারণ ভাবে বলা কি করিয়া চলিতে পারে। যেহেতু, কোন কোন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মতে "স্বত্ব" অনুগত পদার্থ নহে। অর্থাৎ "স্ব"পদে একবার একটীকে বুঝাইলে, তাহা পুনরায় অন্য স্থলে অন্যকে বুঝাইতে পারে না। অনুগত শব্দের অর্থ—তজ্জাতীয় যাবৎ ব্যক্তির প্রতি অবাধে প্রযুক্ত হইবার উপযোগিতাশালী।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী পণ্ডিতগণ যাহা বলেন তাহা এই—তাঁহারা বলেন, "স্বত্ব"কে অননুগত স্বীকার করিয়াও "স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব" পদের অর্থই প্রকারান্তরে এমন ভাবে ব্যক্ত করিতে পারা যায় যে, তাহার মধ্যে আর "স্ব"পদটী থাকিবে না, অথচ, অর্থটী অন্যরূপ হইবে না। এই কার্য্যকে ন্যায়ের ভাষায় "অনুগম" করা বলে। এক্ষণে আমরা দেখিব, উপরি উক্ত আপত্তির উত্তরে যে অনুগম করা হয়, তাহা কিরূপ? সে অনুগমটী এই—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক সমানাধিকরণ যে ভেদ, সেই ভেদের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপকত্বসম্বন্ধে অবচ্ছেদকভিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহাই সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা। সুতরাং; "সাধ্যসামান্যীয়" পদের ইহাই এখন প্রকৃত অর্থ।

এইবার দেখা যাউক, এই অনুগমটীর অর্থ কি? এবং ইহা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এবং "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলেই বা কি করিয়া প্রযুক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম দেখা যাউক, এই অনুগমটীর অর্থ কি ?

সাধ্যতাবচ্ছেদক=যে ধর্ম্মরূপে কোন কিছুকে সাধ্য করা হয়,সেই ধর্ম্ম বিশেষ। যেমন, বহ্নিত্বরূপে যখন বহ্নিকে সাধ্য করা হয়, তখন বহ্নিত্ব হয়—সাধ্যতাবচ্ছেদক।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সমানাধিকরণ যে ভেদ=উক্ত বহ্নিত্ব যেখানে থাকে, সেখানে যে ভেদ থাকে, সেই ভেদ। বহ্নিত্ব, কিন্তু, বহ্নির উপর থাকে; সুতরাং, বহ্নির উপর যে ভেদ থাকে, তাহাই ঐ ভেদ। কিন্তু, বহ্নির উপর "নিরূপকত্ব"-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাক-প্রতিযোগিতাক যে ভেদ স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, তাহা ঘটাভাবীয়-প্রতিযোগিতাবদ্-ভেদ, পটাভাবীয়-প্রতি-যোগিতাবদ্-ভেদ, ইত্যাদি। সুতরাং, ইহারাই ঐ সকল ভেদ-পদ-বাচ্য।

ঐ ভেদের প্রতিযোগিতা=ইহা থাকে ঘটাভাবীয়-প্রতিযোগিতাবানে, অর্থাৎ ঘটাভাবে। কারণ, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে ঐ প্রতিযোগিতা, ঘটভাব ভিন্ন অন্যত্র থাকে না। অবশ্য, এখানে ঘটভেদ, পটভেদ প্রভৃতিও ধরা যায়, কিন্তু তাহা এস্থলে ধরিলে চলিবে না; কারণ, তাহারা নিরূপকত্ব-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদক-তাক-প্রতিযোগিতাক ভেদ নহে। যেহেতু, এরূপ ভেদই এস্থলে লক্ষ্য।

এই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতা=এই কথাটী বুঝিতে হইলে প্রথমে নিরূপকত্ব-সম্বন্ধটী কি, তাহা বুঝা আবশ্যক; তৎপরে প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতাই বা কি, তাহা বুঝিতে হইবে।

এতদনুসারে প্রথম দেখা যাউক, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধটী কিরূপ? দেখ, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাটী অভাবের উপর থাকে, অর্থাৎ অভাবটী প্রতিযোগিতাবান্ হয়। ইহার কারণ—অভাবটী হয় প্রতিযোগিতার নিরূপক। তাহার পর দেখ, যে যে অভাব-নিরূপিত যে যে প্রতিযোগিতা হয়, সেই সেই অভাবই সেই সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক হয়, অপর কেহই আর তাহার নিরূপক হয় না; সুতরাং, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে সেই সেই প্রতিযোগিতা, সেই সেই অভাবের উপর থাকে, অর্থাৎ সেই সেই অভাবটী সেই সেই প্রতিযোগিতাবান্ হয়। যেমন, ঘটাভাবটী ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ হয়, ঘটাভাবাভাবটী ঘটাভাবাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ হয়, ইত্যাদি। ইহাই হইল নিরূপকত্ব-সম্বন্ধের অর্থ।

এইবার দেখা যাউক, এই নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতাটী কি রূপ? ইহার অর্থ—"যেই প্রতিযোগিতারূপে যেই ভেদকে ধরা হয়, সেই প্রতিযোগিতাটী, সেই ভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়, এবং অন্য প্রতিযোগিতাগুলি সেই ভেদের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হয়।"

কিন্তু, এই কথাটী বুঝিতে হইলে "প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরা কিরূপ? ইহাও বুঝা আবশ্যক হয়। দেখ, "ভেদ ধরার" অর্থ "ঘট নয়" "পট নয়"—এইরূপ করিয়া "ঘটভেদ",

"পটভেদ", প্রভৃতি ভেদ ধরা বুঝায়। কিন্তু, এই প্রতিযোগিতারূপে ঘটভেদ বা পটভেদ ধরিলে ঘটত্বরূপে ঘটের ভেদ, বা পটত্বরূপে পটের ভেদ ধরা হয় না। কারণ, 'ঘট নয়' বা 'পট নয়' অর্থ 'ঘটত্ববান্ নয়, বা পটত্ববান্ নয়'। ঐরূপ, প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরিতে হইলে "প্রতিযোগিতাবান্ নয়" এইরূপেই ভেদ ধরিতে হইবে। সুতরাং, "ঘটভেদ" ধরিবার সময় যেমন ঘটত্বরূপে ঘটের ভেদ ধরা হয়, অর্থাৎ "ঘটত্ববান্ নয়" এইরূপে ধরা হয়, তদ্রূপ "প্রতিযোগিতাবান্ নয়" এইরূপে ভেদ ধরিলে প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরা হয়।

তাহার পর দেখ, ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয় ঘট; এই প্রতিযোগীর ধর্ম্ম প্রতিযোগিতা থাকে ঘটে, এবং এই থাকাও স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকা। সুতরাং, স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরিলে অর্থাৎ "প্রতিযোগিতাবান্ নয়" বলিলে "ঘট নয়" বলা হইল, অর্থাৎ প্রতি-যোগিতারূপে ঘটের ভেদ ধরা হইল। কিন্তু, উপরে যে নিরূপকত্ব-সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে এই প্রতিযোগিতা আর ঘটে থাকে না, পরন্তু, ঘটাভাবের উপরে থাকে। সুতরাং, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরিলে অর্থাৎ "প্রতিযোগিতাবান্ নয়" বলিলে এস্থলে আর "ঘট নয়" বলা হয় না, অর্থাৎ নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরা হয় না, পরন্তু, প্রতিযোগিতারূপে ঘটাভাবের ভেদ ধরা হয়, অর্থাৎ ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতারূপে ঘটাভাবের ভেদ ধরা হইল; ফলতঃ, "ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ নয়" বলা হইল। সুতরাং, বুঝা গেল, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরার অর্থ কোন অভাবীয় প্রতিযোগিতাবদ্ অভাবের ভেদ ধরা।

এখন দেখ, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ও অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতা কিরূপ? ইহার অর্থ—উপরে যে প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরার কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরিলে এই ভেদের প্রতিযোগিতাটি ঐ প্রতিযোগিতা কর্ত্তৃক অবচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ যে প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরা হয়, সেই প্রতিযোগিতাটী ভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়, এবং যে সব প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরা হয় নাই, সেই সব প্রতিযোগিতা, ঐ ভেদের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হয়। যেমন, ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরিলে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাটী, ঐ ভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়, এবং পট-মঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাগুলি, উহার অর্থাৎ ঐ ভেদের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হয়। কারণ "ঘটা-ভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ নয়" বলিলে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবত্ত্বই ঘটাভাবীয় প্রতি-যোগিতাবদ্-ভেদের অবচ্ছেদক হয়। যেমন, জ্ঞানবদ্-ভেদের অবচ্ছেদক হয়—জ্ঞানবত্ত্ব ইত্যাদি। এখন, "এই ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবত্ত্ব" আর "ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতা"— ইহারা উভয়েই এক পদার্থ। কারণ, একটি নিয়ম আছে—"যদ্বিশিষ্টের উত্তর ভাববিহিত প্রত্যয় হয়, প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের অর্থে তাহাকেই বুঝায়" যেমন, জ্ঞানবত্ত্ব বলিলে জ্ঞানকেই বুঝায়, ইত্যাদি। সুতরাং, বুঝা গেল, পূর্ব্বোক্ত "প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক

প্রতিযোগিতা" এই বাক্যের অর্থ—যেই প্রতিযোগিতারূপে যেই ভেদকে ধরা হয়, সেই প্রতিযোগিতাটী সেই ভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়, এবং তদ্ভিন্ন প্রতিযোগিতাগুলি অনবচ্ছেদক হয়।

যাহা হউক, এখন তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত "অনুগমটীর" অর্থ হইল;—"যে ধর্ম্মপুরস্কারে সাধ্য করা হয়, সেই ধর্ম্ম যেখানে থাকে, সেই স্থানে থাকে যে ভেদ, যেমন, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে "প্রতিযোগিতাবান্ নয়"—এই ভেদ, সেই ভেদের যে "প্রতিযোগী, সেই প্রতিযোগি-বৃত্তি যে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, সেই "প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় যে প্রতিযোগিতা, সেই অবচ্ছেদক-প্রতিযোগিতা ভিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহাই সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতা; এবং এই অর্থ ই তাহা হইলে স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন-প্রতিযোগিতা বাক্যের বাচ্য।"

যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, এই অনুগমটী, কি করিয়া—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এই প্রসিদ্ধ অনুমিতি-স্থলে প্রযুক্ত হইয়া অভীষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে।

দেখ, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হয়—"বহ্নিত্ব"। তাহার সমানাধিকরণ ভেদ বলিতে "ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ ন", "পটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ ন" প্রভৃতি যাবৎ ভেদই পাওয়া যায়। যে ভেদটী তাহার সমানাধিকরণ হয় না, তাহা কেবল বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অভাব, সেই অভাবের (নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে) "প্রতিযোগিতাবান্ ন"—এই ভেদটী মাত্র, অন্য ভেদ নহে। ইহার কারণ, বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগিতা, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে সমস্ত বহ্নির উপর থাকে। যেহেতু, ঐ অভাব হয় সমগ্র বহ্নি-স্বরূপ। এখন যদি "বহ্নিত্ব-সমানাধিকরণ-ভেদ" বলিতে "ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ ন," "পটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ ন," ইত্যাদি সমুদয় ভেদই পাওয়া গেল, এবং "বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ ন," ইত্যাদি ভেদকে পাওয়া গেল না, তাহা হইলে ঐ বহ্নিত্ব-সমানাধিকরণ-ভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল—ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতা, পটাভাবীয় প্রতিযোগিতা, প্রভৃতি অপরাপর যাবৎ প্রতিযোগিতা। এবং "বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে" যে অভাব, সে অভাবের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা প্রভৃতিই উক্ত বহ্নিত্ব-সমানাধিকরণ-ভেদের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইল। বস্তুতঃ, এই অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতাটীই সাধ্য-সামান্যীয় প্রতিযোগিতা, এবং ইহাই পূর্ব্বোক্ত স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা-পদের লক্ষ্য। আর, এখন তাহা হইলে এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধ হওয়ায়, এই স্বরূপ-সম্বন্ধেই "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, বুঝা গেল।

যদি বল, এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ "স্বরূপ" হইল কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, এই প্রতিযোগিতাটী বহ্ন্যভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগিতা, এজন্য

ইহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ "স্বরূপ"ই হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই প্রতিযোগিতার সহিত বহ্ন্যভাবাভাবীয় "প্রতিযোগিতাবান্ ন" এই ভেদের প্রতিযোগিতাকে প্রথম-শিক্ষার্থিগণ মিশ্রিত করিয়া ফেলে, এজন্য উক্ত সন্দেহের উদয় হয়।

যাহা হউক, সাধ্য-সামান্যীয়-পদের "স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব"রূপ দ্বিতীয় অর্থের যে অনুগম করা হইয়াছে, তাহা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—এই প্রসিদ্ধ অনুমিতি-স্থলে অবাধে প্রযুক্ত হইতে পারিল—দেখা গেল।

এইবার দেখা যাউক, উক্ত "অনুগমটী" কি করিয়া—

"প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"

স্থলে প্রযুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে।

দেখা যায়, এখানে "প্রমেয়টী" সমবায় কিংবা বিষয়িতা-সম্বন্ধে সাধ্য, এবং ইহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতেছে—"প্রমেয়ত্ব"। এই প্রমেয়ত্বের সমানাধিকরণ-ভেদ বলিতে—"ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ ন," "পটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ ন" ইত্যাদি প্রতিযোগিতাবতের ভেদ, এমন কি, প্রমেয়াভাবের কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবতের ভেদ পর্য্যন্তও পাওয়া গেল। কেবল, যে ভেদটী পাওয়া গেল না, তাহা "প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের "প্রতিযোগিতাবান্ ন"—এই ভেদটী। ইহার কারণ, প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগিতা, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে সমগ্র প্রমেয়ের উপর থাকে। যেহেতু, ঐ অভাবটী হয়—সমগ্র প্রমেয়-স্বরূপ; সুতরাং, তাহার ভেদই অপ্রসিদ্ধ। এইরূপে, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলের ন্যায় এস্থলেও প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অভাব, সেই অভাবের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাটী প্রমেয়ত্ব-সমানাধিকরণ-ভেদের প্রতিযোগিতার-অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতা হইল, এবং তাহাই সাধ্য-সামান্যীয় প্রতিযোগিতা হইল।

কিন্তু, প্রমেয়াভাবের কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা উক্ত প্রকারে সাধ্য-সামান্যীয় প্রতিযোগিতা হইতে পারিবে না। কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতেছে প্রমেয়ত্ব। তাহা, ভাব এবং অভাব, এই উভয়বিধ পদার্থেরই উপর থাকে। তাহার সমানাধিকরণ-ভেদ বলিতে প্রমেয়াভাবের যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, সেই অভাবের "প্রতিযোগিতাবান্ ন," এই ভেদ হইল। ইহার কারণ, প্রমেয়ত্বটী, ঘট-পটাদি ভাবপদার্থেও থাকে, এবং সেই ভাবপদার্থে প্রমেয়াভাবের কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবের "প্রতিযোগিতাবান্ ন" এই ভেদও থাকে। এই ভেদ থাকে না, কেবল প্রমেয়াভাবের কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবরূপ অভাব পদার্থের উপর। অধিক কি, এই অভাব-পদার্থ ভিন্ন সর্ব্বত্রই এই ভেদ থাকিতে পারে। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সমানাধিকরণ যে ভেদ, সেই ভেদের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক প্রতিযোগিতা হইল—প্রমেয়াভাবের ঐ কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবের প্রতিযোগিতা, এবং অনবচ্ছেদক হইল—উক্ত প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবের

প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে তাহাতে আপত্তির উত্তর এবং তৎপরে তাহার উপসংহার।

টীকামূলম্।

অস্য একোক্তি-মাত্র-পরতয়া † গৌরবস্য অদোষত্বাৎ, অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদকে ‡ চ ভাবসাধ্যকস্থলে অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন § সাধ্যাভাবাধিকরণত্বম্, অভাবসাধ্যকস্থলে চ যথাযথং সমবায়াদি-সম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বম্ উপাদেয়ম্। সাধ্যভেদেন* কার্য্য-কারণ-ভাবভেদাৎ।¶

† "মাত্রপরতয়া"="মাত্রতয়া"। জীঃ সং, সোঃ সং।

‡ "অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদকে"="কারণতাবচ্ছেদকে;" সোঃ সং, প্রঃ সং, চৌঃ সং।

§ "বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন"="বিশেষণতা-বিশেষেণ।" সোঃ সং, চৌঃ সং।

* "সাধ্য-ভেদেন"="সাধ্য-সাধন-ভেদেন" চৌঃ সং।

¶ "কার্য্য-কারণ-ভাবভেদাৎ"="কারণতা-ভেদাৎ", প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

ইহার, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধের একোক্তি-মাত্র-পরতা-বশতঃ, অর্থাৎ এক রকমে সর্ব্বত্র ধরা গেল বলিয়া, যে গৌরব হয়, তাহা দোষাবহ নহে। এজন্য, অনুমিতির যে কারণ, সেই কারণতার যে অবচ্ছেদক, সেই অবচ্ছেদকের ঘটক যে সাধ্যাভাবের অধিকরণতা, তাহা ভাবসাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, এবং অভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে সমবায়াদি সম্বন্ধের মধ্যে যে সম্বন্ধটী যেখানে সঙ্গত হইবে, সেই সম্বন্ধে সেখানে ধরিতে হইবে। কারণ, সাধ্যভেদে কার্য্য-কারণ-ভাবের ভেদ হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

প্রতিযোগিতা। কারণ, প্রমেয়াভাবাভাবের যে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে সেই "প্রতিযোগিতাবান্ ন" এতাদৃশ ভেদই অপ্রসিদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, প্রতি-যোগিতাবান্ বলিতে প্রমেয়রূপ সমস্ত পদার্থই হইল, এবং সমস্ত পদার্থের ভেদ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং, "প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল—স্বরূপ, অন্য নহে; এবং তজ্জন্য উক্ত অনুগমটীও অবাধে প্রযুক্ত হইতে পারিল; আর সেই নিমিত্ত সাধ্যসামান্যীয়ত্ব-পদে "স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব" অর্থের পূর্ব্বোক্ত স্বত্ব-অননুগতরূপ-আপত্তিটী নিরাকৃত হইল।

যাহা হউক, এতদূরে "সাধ্যসামান্যীয়"পদের অর্থ-নির্ণয় সমাপ্ত হইল, এক্ষণে পরবর্ত্তী বাক্যে টীকাকার মহাশয়, উক্ত প্রাচীন মতানুসারে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধের উপর আপাততঃ একটী ক্ষুদ্র আপত্তি মনে মনে আশঙ্কা করিয়া কেবল তাহার উত্তরটী মাত্র লিপিবদ্ধ করিতেছেন, এবং তৎপরে এই সম্বন্ধের উপসংহার করিয়া পুনঃরায় একটী গুরুতর আপত্তির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবেন। সুতরাং, আমরাও এক্ষণে প্রথমোক্ত দুইটী বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইব, তৎপরে উক্ত গুরুতর আপত্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে তাহাতে আপত্তির উত্তর এবং তৎপরে তাহার উপসংহার।

ব্যাখ্যা—"সাধ্যসামান্তীয়"-পদের অর্থ কথিত হইয়াছে, এক্ষণে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধের উপর একটী আপত্তি আশঙ্কা করিয়া টীকাকার মহাশয় তাহার উত্তরটী লিপিবদ্ধ করিতেছেন, এবং তৎপরে এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত কথার উপসংহার করিতেছেন। এখন দেখা যাউক, সে আপত্তিটী কি, এবং তাহার উত্তরই বা কি ?

আপত্তিটী এই যে, "পূর্ব্বে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, বলা হইয়াছে, সে সম্বন্ধটী হইতেছে—"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ"। কিন্তু, এদিকে দেখা যাইতেছে—ভাব-সাধ্যক অনুমিতিস্থলে ইহা হয়—অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধ, এবং অভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে কোথাও সংযোগ, কোথাও স্বরূপ প্রভৃতি নানা সম্বন্ধের মধ্যে যেখানে যেটী সঙ্গত হইবে, সেখানে সেইটী হইবে।" ১১৩পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সুতরাং, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাকে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ" বলিলে লক্ষণটীতে গৌরব-দোষ ঘটে। কারণ, এস্থলে যদি বলা হইত যে, "ভাব-সাধ্যকস্থলে এই সম্বন্ধটী হইবে "স্বরূপ", এবং অভাব-সাধ্যকস্থলে ইহা হইবে "যথাযথ সমবায়াদি", তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পকথায় বলা হইত। সুতরাং, এই সম্বন্ধটী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণিত হওয়ায় গৌরব-দোষই ঘটিল।

এই প্রকার আপত্তি আশঙ্কা করিয়া টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, এই গৌরব-দোষটী প্রকৃতপক্ষে দোষই নহে। কারণ, এই সম্বন্ধটীকে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ" বলায় "এক-কথাতেই" ভাব-সাধ্যক-অনুমিতি এবং অভাব-সাধ্যক-অনুমিতি—এতদুভয় স্থলেরই কথা বলা হইল। ভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে ঐ সম্বন্ধটী "স্বরূপ", এবং অভাব-সাধ্যক-স্থলে "যথাযথ সমবায়াদি"—এরূপ করিয়া পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইল না। বস্তুতঃ, এই লাভটী উক্ত গৌরব-দোষ হইতে অধিক, এবং তজ্জন্য এই গৌরব-দোষটী প্রকৃতপক্ষে দোষই নহে। যাহা হউক, ইহাই হইল টীকাকার মহাশয়ের আশঙ্কিত আপত্তি এবং তাহার উত্তর; এক্ষণে দেখা যাউক, তিনি এতৎসংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত কথার উপসংহারে কি বলিতেছেন ?

এই উপসংহারে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব উপসংহার-বাক্যের পুনরুক্তি মাত্র, কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে প্রধান ও নূতন কথা এই যে,—

১। যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার সহিত অনুমিতির সম্বন্ধ কি, তাহা নির্ণয় করা। যেহেতু, অনুমিতির কারণ নির্দ্ধারিত করিবার জন্য এই ব্যাপ্তিবাদ গ্রন্থ আরব্ধ হইয়াছে। আরও দেখ, অনুমিতি করিবার আবশ্যক হইলে "পরামর্শ" এবং "ব্যাপ্তিজ্ঞান" প্রয়োজন হয়; এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় যে ব্যাপ্তি, তাহার লক্ষণ হইতেছে

—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" ; সেই লক্ষণ-মধ্যে সাধ্যাভাবের যে অধিকরণের কথা রহিয়াছে, সেই অধিকরণটী কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, ইহাই উপরে বলা হইয়াছে। সুতরাং, সহজেই এক জনের মনে জিজ্ঞাসু হইবে যে, এই যে সম্বন্ধের কথা বলা হইল, ইহার সহিত অনুমিতির সম্বন্ধ কি ? এক্ষণে, এই উপসংহার-মধ্যে টীকাকার মহাশয়ের ইহাই হইল প্রধান ও নূতন ব্যক্তব্য।

২। তৎপরে এই উপসংহার-মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় কথা এই যে, উক্ত সুদীর্ঘ সম্বন্ধটী, সকল প্রকার অনুমিতি-স্থলে এক কি না ? এতদর্থে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে। ইহা ভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে হইবে "স্বরূপ-সম্বন্ধ" এবং অভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে হইবে সমবায়, সংযোগাদি নানা সম্বন্ধের মধ্যে যেটী যেখানে সঙ্গত, সেইটী"। অবশ্য, পূর্ব্বেও এই কথাই বলা হইয়াছিল, কিন্তু তথায় কেবল "সমবায়াদি" বলিয়াই টীকাকার মহাশয় উপসংহার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি তাহাতে একটী "যথাযথ" পদ সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার পূর্ণতা-সাধন করিলেন। বাস্তবিক "যথাযথ" পদটী না দিলে এক স্থলেই সমবায়াদি নানা সম্বন্ধই ধরিতে পারা যাইত, এক্ষণে সে সম্ভাবনা নিবারিত হইল। বলা বাহুল্য, এস্থলে তিনি "যথাযথ" পদটী মাত্র ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্ত, তিনি তাহার "হেতু" পর্য্যন্তও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই হেতুটী কি, বলিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন—"সাধ্য-ভেদেন কার্য্য-কারণ-ভাবভেদাৎ" অর্থাৎ সাধ্য-ভেদে কার্য্য-কারণ-ভাবভেদ হয়।

যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, টীকাকার মহাশয় উক্ত উপসংহার-মধ্যস্থ প্রথম ব্যক্তব্য-মধ্যে কি বলিলেন।

ইহাতে তিনি বলিলেন যে, এই সম্বন্ধটী—অনুমিতির যে কারণ, সেই কারণে যে কারণতা ধর্ম্ম আছে, সেই কারণতা ধর্ম্মের বিষয়িতা-সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদক, সেই অবচ্ছেদকের ঘটক অর্থাৎ অন্তর্গত যে সাধ্যাভাবাধিকরণতা, সেই সাধ্যাভাবাধিকরণতার যে অবচ্ছেদক সম্বন্ধ, তাহা।

কিন্তু, এই কথাটী বুঝিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে, যথা ;—

১। করণ ও কারণমধ্যে পার্থক্য কি ?

২। অনুমিতির কারণ ও করণ কি ?

৩। অনুমিতির কারণতাবচ্ছেদক কি ?

৪। এই কারণতাবচ্ছেদকের ঘটক কি ?

৫। এই কারণতাবচ্ছেদক-ঘটক সাধ্যাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কি ?

যেহেতু, এই বিষয় পাঁচটী বুঝিতে পারিলে উপরি-উক্ত "অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক-ঘটক-সাধ্যাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদক" বলিতে কি বুঝায়,তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে।

১। প্রথম দেখা যাউক, করণ ও কারণের মধ্যে পার্থক্য কি ?

"করণ" শব্দের অর্থ—অসাধারণ কারণ ; এই অসাধারণ কারণ বলিতে ব্যাপারযুক্ত যে কারণ, তাহা ; যেহেতু ; কারণ হইলেই যে ব্যাপারযুক্ত হইবে, তাহা বলা যায় না। যেমন, বৃক্ষছেদনরূপ কার্য্যের কারণসমূহ মধ্যে দাত্রকুঠারাদিই, বৃক্ষ ও পত্র এবং কুঠারাদির সংযোগ-রূপ ব্যাপারযুক্ত হইয়া কারণ হয়, এবং তজ্জন্যই ইহাদিগকে "করণ" বলা হয়।

"কারণ" শব্দের অর্থ এই যে, যাহা কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং আবশ্যক, তাহাই কারণ। যেমন ঘটকার্য্যের প্রতি কপাল, কুম্ভকার, দণ্ড, কপাল-সংযোগ প্রভৃতি। এ বিষয় অধিক আলোচনা আবশ্যক হইলে ন্যায়ের প্রথম-পাঠ্য ভাষাপরিচ্ছেদাদি গ্রন্থ পড়িলেই চলিতে পারিবে। এস্থলে বিস্তার অনাবশ্যক। সুতরাং, এইবার আমরা দ্বিতীয় বিষয়টী আলোচনা করি। সেটী এই—

২। অনুমিতির কারণ ও করণ কি ?

একথা, ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থের ২।৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং, সংক্ষেপে, ইহার কারণ—পরামর্শ এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান। পরামর্শ কি, বুঝিবার জন্য "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই প্রসিদ্ধ অনুমিতিস্থলের পরামর্শের আকারটী স্মরণ করিলেই চলিতে পারে। আমরা দেখিয়াছি, এই স্থলে পরামর্শটী হইতেছে "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ অয়ং পর্ব্বতঃ" অর্থাৎ এই পর্ব্বতটী বহ্নির ব্যাপ্য যে ধূম, সেই ধূমবিশিষ্ট। ব্যাপ্তিজ্ঞানটী এই পরামর্শের জনক হইয়া অনুমিতির কারণ হয়। কারণ, উক্ত পরামর্শ-মধ্যে "বহ্নিব্যাপ্য"-বোধ জন্মিতে যে নিয়মের জ্ঞান আবশ্যক হয়, সেই নিয়মটীই ব্যাপ্তি। তাহার পর, এই ব্যাপ্তিজ্ঞানটী পরামর্শের জনক হইয়া অনুমিতিরও জনক হয়, অথচ, ঘট-কার্য্যের প্রতি কুম্ভকারের জনকের ন্যায়, কারণের কারণ হইয়াও কারণ হয়, অন্যথা-সিদ্ধ হয় না। কারণ, একটী নিয়ম আছে যে, "ব্যাপার দ্বারা ব্যাপারী অন্যথা সিদ্ধ হয় না"। সুতরাং, ইহা পরামর্শের জনক হইয়া আবার অন্যরূপে সাক্ষাৎভাবে অনুমিতির জনক হইতে পারিল। এখন দেখ, এই পরামর্শই অনুমিতির ব্যাপার; ব্যাপ্তিজ্ঞান এই ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া অনুমিতির কারণ হয়, এজন্য, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে ইহাকে করণ বলা যাইতে পারে। সুতরাং, ব্যাপ্তিজ্ঞানটী অনু-মিতির করণ-পদবাচ্য হইয়া কারণ হইল। এখন, দেখা যাউক, তৃতীয় বিষয়টী, অর্থাৎ—

৩। অনুমিতির কারণতাবচ্ছেদকটী কি ?

ইতিপূর্ব্বে ৪৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে "যেই ধর্ম্মপুরস্কারে যাহাকে যদ্-ধর্ম্মবান্ করা হয়, সেই ধর্ম্মটী তদীয় ধর্ম্মের অবচ্ছেদক হয়" ; সুতরাং, যে ধর্ম্মরূপে যাহা কারণ হইবে, তাহার সেই ধর্ম্মই, কারণের ধর্ম্ম কারণতার অবচ্ছেদক হইবে। এখন, ব্যাপ্তিজ্ঞান যখন অনুমিতির কারণ হইল, তখন ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধর্ম্ম যে ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব, তাহাই কারণের ধর্ম্ম কারণতার সমবায়-সম্বন্ধে অবচ্ছেদক হইবে। কিন্তু, ব্যাপ্তিজ্ঞানে, সমবায়-সম্বন্ধে জ্ঞানত্বের ন্যায়, বিষয়িতা-সম্বন্ধে ব্যাপ্তিটীও ভাসমান হয়, এজন্য বিষয়িতা-সম্বন্ধে ব্যাপ্তিও অনুমিতির কারণতাবচ্ছেদক হইতে

পারিল। টীকামধ্যে "অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক"-পদে এই ব্যাপ্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, বিষয়িত্ব-সম্বন্ধে অনুমিতির কারণতার অবচ্ছেদক যে, সেই এই কারণতাবচ্ছেদক-পদবাচ্য। এখন, টীকামধ্যে অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক-পদে ৭মী বিভক্তির অর্থ সাহায্যে সমুদয়ের অর্থ হইল—অনুমিতি-কারণাতাবচ্ছেদক-ঘটক। যেহেতু, ৭মী বিভক্তির "ঘটকত্ব" অর্থও প্রসিদ্ধ, এবং এই অর্থই এস্থলে সঙ্গত হয়। সুতরাং, এখন দেখা যাউক—

৪। এই কারণতাবচ্ছেদক-ঘটকটী কি ?

এই অবচ্ছেদক-ঘটক হইতেছে—সাধ্যাভাবের অধিকরণতা। কারণ, "ঘটক" শব্দের মোটামুটী অর্থ হয়—"অন্তর্গত" এবং এই অবচ্ছেদকটী হইয়াছে "ব্যাপ্তি", সেই ব্যাপ্তি আবার "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম"। সুতরাং, এই "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম" লক্ষণের ঘটকই এই অবচ্ছেদক-ঘটক হইবে। বস্তুতঃ, উপরি উক্ত "সাধ্যাভাবের অধিকরণতা" উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণ "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্"এর অন্তর্গত "সাধ্যাভাববৎ" পদেরই ধর্ম্ম। সুতরাং, জিজ্ঞাসিত অবচ্ছেদক-ঘটকটী সাধ্যাভাবের অধিকরণতা হইল।

এতদ্ব্যতীত, টীকার ভাষা হইতেও এই অর্থই লাভ করা যায়। কারণ, টীকামধ্যস্থ "অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক" পদে যে সপ্তমী বিভক্তি আছে, তাহার অর্থ করিলে সমগ্র পদটী হয়—অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক-ঘটকম্। সুতরাং, সমগ্র বাক্যটী হইল "অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক-ঘটকং চ ভাবসাধ্যক-স্থলে অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন সাধ্যা-ভাবাধিকরণত্বম্, অভাবসাধ্যকস্থলে চ যথাযথং সমবায়াদি-সম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বম্ উপাদেয়ম্।" এখন, তাহা হইলে "অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক-ঘটকম্" পদটী "সাধ্যা-ভাবাধিকরণত্বম্" পদের বিশেষণ হইল, অর্থাৎ এই অবচ্ছেদক-ঘটকটী তাহা হইলে "সাধ্যাভাবাধিকরণতা" হইল। "ঘটক" শব্দের ন্যায়ানুমোদিত অর্থ "তদ্বিষয়িতার ব্যাপক-বিষয়িতাকত্ব"। কিন্তু, ইহাতে কি বুঝায়, তাহা আর এস্থলে বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, "ব্যাপক" শব্দটী বড় সহজ নহে, এবং চতুর্থ লক্ষণটী পড়িলে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক—

৫। এই কারণতাবচ্ছেদক-ঘটক-সাধ্যাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদকটী কি ?

এই অবচ্ছেদকটী ভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে হয় "স্বরূপ-সম্বন্ধ", এবং অভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে "যথাযথ সমবায়াদি-সম্বন্ধ"; এক কথায়, এই অবচ্ছেদকটী, হইতেছে—"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক সম্বন্ধ"।

আরও দেখ, এই সম্বন্ধটী যে উক্ত প্রকার সাধ্যাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদক, তাহার হেতু "বিশেষণতাবিশেষ-সম্বন্ধেন" এবং "সমবায়াদি-সম্বন্ধেন" এই দুই স্থলে উক্ত সম্বন্ধ-পদের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি। যেহেতু, তৃতীয়া বিভক্তি অবচ্ছিন্নত্ব-বাচী, এবং এই বিষেষণত্ব অর্থটী তৃতীয়ার্থরূপে প্রসিদ্ধই আছে। যথা—"জটাভি স্তাপসঃ", অর্থাৎ জটাধারী তপস্বী, ইত্যাদি;

এখানে "জটাগুলি" তাপসের অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষণ, এবং তৃতীয়া বিভক্তির সাহায্যে তাহাই বলা হইয়াছে। সুতরাং, এই কারণতাবচ্ছেদক-ঘটক সাধ্যাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদকটী হইল—উক্ত স্বরূপাদি-সম্বন্ধ,অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধ।

এখন, তাহা হইলে টীকাকার মহাশয় এই উপসংহার মধ্যে যে নূতন কথা বলিলেন, তাহা এই যে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধটী, অনুমিতির যে কারণ—ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপর যে কারণতা আছে, সেই কারণতার বিষয়িতা-সম্বন্ধে অবচ্ছেদক যে ব্যাপ্তি, সেই ব্যাপ্তির ঘটক অর্থাৎ অন্তর্গত পদার্থ যে সাধ্যাভাবাধিকরণতা, সেই সাধ্যাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষণ বিশেষ।

পরন্তু, এক্ষণে একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্যাপ্তি-লক্ষণে "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" পদের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া টীকাকার মহাশয় ইতি পূর্ব্বে "অবৃত্তিত্ব", "বৃত্তিত্ব","সাধ্যাভাব" প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা কালে যে সকল নিবেশাদি করিয়াছেন, সেই সকল স্থলে তাহাদের সহিত অনুমিতি-কারণের যে কি সম্পর্ক, তাহার কোন কথাই উত্থাপিত করেন নাই, এক্ষণে "সাধ্যাভাববৎ" পদের ব্যাখ্যাকালে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? "সাধ্যাভাববৎ"পদ-সম্পর্কীয় নিবেশাদির সহিত অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদকের যেরূপ সম্পর্ক, "অবৃত্তিত্ব" প্রভৃতি পদের নিবেশাদির সহিত তাহারও সেইরূপ সম্পর্ক থাকিবারই কথা। সুতরাং, এস্থলে এ বিষয়ের উল্লেখ কেন?

ইহার উত্তর, কিন্তু, অতি সহজ। বাস্তবিকই ইহার ভিতর কোন গূঢ় অভিসন্ধি অথবা রহস্য কিছুই নাই। অর্থাৎ, একথা সকলের পক্ষেই সমান ভাবে প্রযুক্ত হইবে, তবে এখানে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই স্থলেই টীকাকার মহাশয় ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর সকল পদেরই ব্যাখ্যা শেষ করিলেন; সুতরাং, প্রত্যেক স্থলে পুনরুক্তি না করিয়া এই স্থলেই ইহার উল্লেখ করিলে পাঠক একটু চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন।

অতঃপর, এই প্রসঙ্গে আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে। প্রশ্নটী এই যে, ইতিপূর্ব্বে, "সামান্য" পদের প্রয়োজন-প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা ভাব-সাধ্যক ও অভাব-সাধ্যক-ভেদে যেরূপ হইবে, তাহাই বলা হইয়াছে, এক্ষণে আবার সেই কথারই পুনরুক্তি করা হইল; সুতরাং, সহজেই জিজ্ঞাস্য হয় যে, এ পুনরুক্তির তাৎপর্য্য কি?

ইহার উত্তর, এই প্রসঙ্গেই ১৫১পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মতে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার উপসংহার করিলেন, এক্ষণে পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে তিনি ইহার বিরুদ্ধে একটী সুদীর্ঘ আপত্তির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছেন; সুতরাং, আমরাও এক্ষণে তৎপ্রতি মনোযোগী হইব।

প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে তাহাতে আপত্তি।

টীকামূলম্।

ন চ তথাপি "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যত্র* অন্যোন্যাভাবসাধ্যকস্থলে † ঘটত্বাদিরূপে ‡ সাধ্যাভাবে ন সাধ্য-প্রতিযোগিত্বং, ন বা সমবায়াদি-সম্বন্ধঃ তদবচ্ছেদকঃ, তাদাত্ম্যস্য এব তদবচ্ছেদকত্বাৎ—ইতি অব্যাপ্তিঃ § তদবস্থা—ইতি ¶ বাচ্যম্।

* "ইত্যত্র" = "ইত্যাদৌ।" চৌঃ সং।
† "সাধ্যকস্থলে" = "সাধ্যকে" প্রঃ সং। ‡ "-রূপে" = "-রূপ-" প্রঃ সং। § "অব্যাপ্তিঃ" = "অব্যাপ্তেঃ।" প্রঃ সং। ¶ "তদবস্থেতি" = "তাদবস্থ্যমিতি।" প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর তাহা হইলেও, "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" এই অন্যোন্যাভাবসাধ্যকস্থলে যে ঘটত্বাদিকে সাধ্যাভাবরূপে পাওয়া যায়, তাহাতে সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা থাকে না, অথবা সমবায়াদি-সম্বন্ধও তাহার অবচ্ছেদক হয় না; যেহেতু, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধই তাহার অবচ্ছেদক হয়; সুতরাং, অব্যাপ্তি পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যাইতেছে—এই প্রকার আপত্তিও করা যায় না।

ব্যাখ্যা—এইবার প্রাচীনমতানুসারে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে, টীকাকার মহাশয় সেই সম্বন্ধের উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া ক্রমে তাহার উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

আপত্তিটী এই যে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধটী প্রাচীন মতানুসারে যদি হয়,—

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যা-
ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ"

তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতাই পাওয়া যায় না, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে। ইহার কারণ এই যে, এই—

"ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে দেখা যায়—

সাধ্য = ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ।

সাধ্যাভাব = ঘটান্যোন্যাভাবাভাব অর্থাৎ ঘটভেদাভাব। এই ঘটভেদাভাবটী প্রাচীন মতানুসারে হয় "ঘটত্ব" স্বরূপ। কারণ, প্রাচীনগণ বলেন "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব—সেই ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বরূপ"; যেহেতু, ঘট, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে যেখানে থাকে, ঘটভেদ সেখানে থাকে না, পরন্তু, ঘটভেদের অত্যন্তাভাব সেখানে থাকে।

সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা=ইহা এস্থলে অপ্রসিদ্ধ। কারণ, সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, তাহার যে অত্যন্তাভাব, তাহা হইল ঘটত্বাভাব। তাহা, সাধ্য যে ঘটভেদ, তাহার স্বরূপ হইল না। সুতরাং, এই ঘটত্ববৃত্তি যে প্রতিযোগিতা, তাহা সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা হইল না।

সুতরাং, "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাই অপ্রসিদ্ধ হইল, এবং ইহার ফলে উক্ত সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধও পাওয়া গেল না, আর তজ্জন্য কোনও সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে পারা গেল না, এবং তাহার ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাভাবও পাওয়া গেল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষই ঘটিল। ফলতঃ, ইহাই হইল উপরি উক্ত আপত্তি-বাক্যের মধ্যে "ন চ তথাপি ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যত্র অন্যোন্যাভাব-সাধ্যকস্থলে ঘটত্বাদিরূপে সাধ্যাভাবে ন সাধ্য-প্রতিযোগিত্বম্" এই পর্য্যন্তের অর্থ।

এখন যদি কেহ বলেন যে,—একটু পরেই যখন, টীকাকার মহাশয়ই, স্থলবিশেষের অব্যাপ্তি-নিবারণ-মানসে বলিয়াছেন যে, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" তখন এস্থলে "ঘটান্যোন্যাভাবের" অভাবটী "ঘট"স্বরূপও হইতে পারিল; সুতরাং, সাধ্যাভাব-রূপ ঘটের উপর সাধ্য-সামান্যীয় প্রতিযোগিতাও থাকিল। অতএব, সাধ্যাভাব-বৃত্তি সাধ্য-সামান্যীয় প্রতিযোগিতা পূর্ব্ববৎ আর অপ্রসিদ্ধ হইল না; আর তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষও হইল না। কারণ, সাধ্যাভাব ঘট হইলে, সেই ঘটের অন্যোন্যাভাব যদি ধরা যায়, তবে সাধ্যকে পাওয়া যায়; সুতরাং, সাধ্যাভাবরূপ ঘটে বৃত্তি যে সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা, তাহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ উক্ত সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ বলিতে তখন তাদাত্ম্যকে পাওয়া যায়। এখন যদি, এই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে, সেই অধিকরণ হইবে ঘট। কারণ, ঘট, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে ঘটেরই উপর থাকে। তন্নিরূপিত-বৃত্তিতা থাকিল ঘটত্বে; কারণ, ঘটত্ব, ঘটের উপর থাকে অর্থাৎ ঘটবৃত্তি হয়। এই বৃত্তিতার অভাব থাকে ঘটে। যাহা তাহার উপর থাকে না, বস্তুতঃ, এরূপ পদার্থ কিন্তু পটত্বাদি। কারণ, পটত্বাদি, ঘটের উপর থাকে না। সুতরাং, হেতু পটত্বে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না, ইত্যাদি;—(এই পর্য্যন্ত টীকাকার মহাশয়ের পরবর্ত্তী বাক্যের আশয়।)

তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে—না, এরূপ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী হইবে—তাদাত্ম্য,—সমবায়াদি হইবে না। কারণ, এস্থলে সাধ্যাভাব যে ঘট, তাহার অন্যোন্যাভাবই হয় সাধ্য স্বরূপ, এবং অন্যোন্যাভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা নিয়তই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়,

সমবায়াদি-অন্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। ইহাই লক্ষ্য করিয়া টীকাকার মহাশয় বলিয়াছেন "ন বা সমবায়াদি-সম্বন্ধঃ তদবচ্ছেদকঃ তাদাত্ম্যস্যৈব তদবচ্ছেদকত্বাৎ"। এস্থলে "তদবচ্ছেদক' শব্দের অর্থ,—প্রতিযোগী ঘটরূপ যে সাধ্যাভাব, তাহার অভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ।

এখন কথা হইতেছে—এই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলেই বা ক্ষতি কি? ইহাতে যখন অব্যাপ্তি নিবারিত হইতেছে, তখন ইহার বিরুদ্ধে আপত্তির উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপে অব্যাপ্তি নিবারিত করিলে চলিতে পারে না। কারণ, টীকাকার মহাশয়ই আর একটু পরেই বলিবেন যে, ঐ সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাকে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" নামক একটী বিশেষণে বিশেষিত করিতে হইবে। আর তাহার ফলে সমগ্রের অর্থ হইবে যে, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য-সামান্যীয় যে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে যে সাধ্যাভাবাধিকরণ, সেই সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি।" ইহা না করিলে স্থলবিশেষে আবার ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। কিন্তু, উক্ত সাধ্য-সামান্যীয় প্রতিযোগিতায় এই "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" বিশেষণটী দিলে আর উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ হয় না। কারণ, উক্ত "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" শব্দের অর্থই হয়—"তাদাত্ম্য-ভিন্ন-সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব"। যেহেতু, একটী নিয়ম আছে যে, "কোন কিছুর অন্যোন্যাভাব ধরিলে তাহার উপর যে প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা নিয়তই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়;—অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা কখনই অন্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। (এই পর্য্যন্ত টীকাকার মহাশয়ের পরবর্ত্তী বাক্যের আশয়।)

এখন, সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে তাদাত্ম্য, সেই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ ধরিয়া উপরি উক্ত প্রকারে অব্যাপ্তি-নিবারণ করিলে চলিতে পারে না; আর তজ্জন্য "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যাকার অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধই রহিল; আর তাহার ফলে পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী পূর্ব্ববৎ অবস্থাপন্নই রহিল, অর্থাৎ অব্যাপ্তি-দোষটী নিবারিত হইল না। ইহাই হইল "ইতি অব্যাপ্তিঃ তদবস্থেতি" এই পর্য্যন্তের অর্থ। আর এই অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-রূপ-আপত্তিটী যুক্তি-যুক্ত নহে, ইহাই ব্যক্ত করিবার জন্য উপরি উক্ত বাক্যাবলীর আদিতে "ন চ" এবং অন্তে "বাচ্যম্" এই পদ দুইটী ব্যবহৃত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, টীকাকার মহাশয়, ইহার পরবর্ত্তী বাক্যেই এই আপত্তির নিরাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা এখনই দেখিতে পাইব।

এখন উপরে যে সব কথা বলা হইল, তাহাতেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, টীকাকার মহাশয় স্থলবিশেষের অব্যাপ্তি-বারণ করিবার মানসে যে "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতি-

যোগীর স্বরূপও হয়” স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কোথায়, এবং কিরূপেই বা স্বীকার করিয়াছেন।

ইহার উত্তর এই যে, যে স্থলে তিনি ইহা যে রূপে স্বীকার করিয়াছেন তাহা এই,—

“প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৎ প্রতিযোগী অপি অন্যোন্যাভাবাভাবঃ, তেন তাদাত্ম্য-সম্বন্ধেন সাধ্যতায়াং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিত্বস্য ন অপ্রসিদ্ধিঃ।

অর্থাৎ “অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব, যেমন অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ হয়, তদ্রূপ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়। ইহাও প্রাচীনগণের মতেই স্বীকার্য্য। যেহেতু, এই মতটী স্বীকার না করিলে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে যেখানে সাধ্য হয়, সেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিত্বের অপ্রসিদ্ধি হইবে। যথা—

“অয়ং গোমান্ গোত্বাৎ”

অর্থাৎ “ইহা গো, যে হেতু গোত্ব রহিয়াছে, ইত্যাদি সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধ হয়, অর্থাৎ উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়। কারণ, দেখ এখানে,—

সাধ্য=গো, ইহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব=গোর অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ গোভেদ।

তাহাতে বৃত্তি সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা=ইহা অপ্রসিদ্ধ। কারণ, প্রাচীন মতানুসারে অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়, তজ্জন্য গোভেদের অত্যন্তাভাব সাধ্য-সামান্য অর্থাৎ “গো”র স্বরূপ হয় না; পরন্তু, তাহা উক্ত নিয়মানুসারে “গোত্ব” স্বরূপই হয়। এই গোত্ব এখানে জাতিপদার্থ এবং “গো”টী এখানে দ্রব্য পদার্থ। এতদুভয় কখনও এক হইতে পারে না।

সুতরাং, সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাই অপ্রসিদ্ধ হইল, এবং তজ্জন্য তাহার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর তাহার ফলে সেই সম্বন্ধে যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবও অপ্রসিদ্ধ হইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

কিন্তু, যদি এস্থলে অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবকে অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আর অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এখানে—

সাধ্য=গো। ইহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব=গো-ভেদ।

তাহাতে বৃত্তি সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা=গোভেদাভাবস্বরূপ যে সাধ্য গো,

তাহার প্রতিযোগিতা। সুতরাং, এই প্রতিযোগিতা আর অপ্রসিদ্ধ হইল না। এখন এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল স্বরূপ; সুতরাং, এই স্বরূপ-সম্বন্ধে, এখন যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে—

সাধ্যাভাবের অধিকরণ=এই স্বরূপ-সম্বন্ধে গোভেদের অধিকরণ। অর্থাৎ গোভিন্ন পদার্থ। কারণ, গোভিন্ন পদার্থেই গোভেদ থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=গোভিন্ন পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকিল গোভিন্ন পদার্থের ধর্ম্মের উপর।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহা থাকিল, সুতরাং, গোত্বের উপর।

ওদিকে, এই গোত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইল।

সুতরাং, দেখা গেল, স্থল-বিশেষের অব্যাপ্তি-নিবারণ জন্য অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবকে অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। যাহাহউক, এই সিদ্ধান্তটী লইয়া "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাব বলিতে ঘটকে ধরিলে যে ফলাফল হয়, তাহা উপরে কথিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে, এই প্রসঙ্গে আর একটী জিজ্ঞাস্য আছে। ইহা এই যে, টীকাকার মহাশয় যে স্থল-বিশেষের অব্যাপ্তি-বারণ-মানসে যে, সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাকে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" দ্বারা বিশেষিত করিবেন বলা হইয়াছে, তাহা কোথায়, এবং কি রূপেই বা করা হইয়াছে?

ইহার উত্তর এই যে, যে স্থলে তিনি ইহা যেরূপে স্বীকার করিয়াছেন তাহা এই,—

"ইত্থং চ অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্বেন অপি সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতা-বিশেষণীয়া; অন্যথা "ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ" ইত্যাদৌ অব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধস্য অপি সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ।"

ইহার অর্থ এই যে, "অন্যোন্যাভাবের অভাবকে প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিলে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব দ্বারা সেই সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে বিশেষিত করিতে হইবে। নচেৎ, "ঘটান্যোন্যাববান্ ঘটত্বত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি ঘটিবে। যেহেতু, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধও সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ রূপে পরিগণিত হইতে পারিল।"

এখন দেখা যাউক উক্ত—

"ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ"

স্থলে উক্ত অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব-বিশেষণটী না দিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়, এবং দিলেই বা কি করিয়া উক্ত অব্যাপ্তি নিবারিত হয়। দেখ এখানে—

সাধ্য=ঘটভেদ। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যাভাব=ঘটভেদাভাব অর্থাৎ ঘট ও ঘটত্ব। এখন, যদি "ঘট" ধরিয়া সাধ্যাভাববৃত্তি-

সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ গ্রহণ করা যায়, এবং "ঘটত্ব" ধরিয়া এই স্থলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযোগ করা যায়, অর্থাৎ ঘটত্বরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আবার ব্যাপ্তি-লক্ষণে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। এখন দেখ, এতদুদ্দেশ্যে এস্থলে সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ধরিবার জন্য সাধ্যাভাবরূপে ঘটকেই ধরা যাউক। সুতরাং ;—

তাহাতে বৃত্তি সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা=ইহা ঘটভেদীয় প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ ঘটবৃত্তি ঘটভেদের প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ=তাদাত্ম্য। কারণ, ঘট, এই সম্বন্ধে নিজের উপর থাকে। এখন সেই ঘটভিন্ন বলিলে এই ভেদের যে প্রতিযোগিতা, তাহা ঘটের উপর থাকে, এবং তাহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নই হয়।

সুতরাং, সাধ্যাভাব "ঘট" ধরিয়া উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধটী পাওয়া গেল, তাহা হইল তাদাত্ম্য।

এখন যদি উক্ত সাধ্যাভাব ঘট ও ঘটত্বের মধ্যে ঘটকে না ধরিয়া ঘটত্বকে ধরিয়া এই "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা করা হয়, অর্থাৎ উক্ত তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিয়া তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব, হেতুতে আছে কি না দেখা যায়, তাহা হইলে, দেখা যাইবে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। বস্তুতঃ, সাধ্যাভাব যখন ঘট ও ঘটত্ব দুইটিই হয়, এবং যখন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাভাবে সামান্যাভাব-নিবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইয়াছে (৭৯ পৃষ্ঠা), তখন যে-কোন সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিয়া যদি একবার সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা হেতুতে দেখান যায়, তাহা হইলেও বৃত্তিতাভাবটি সামান্যাভাব হইবে না ; সুতরাং, অব্যাপ্তি-দোষটি যে অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এখন দেখ, এই সাধ্যাভাবটী ঘট ও ঘটত্ব—দুইটীই হওয়ায় সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিবার সময় উক্ত দুইটীর মধ্যে যাহার যেটী ধরিবার ইচ্ছা হইবে, তাহাকে সেটী ধরিতে বাধা দিবার কোন পথ পাওয়া যায় না। সুতরাং, যদি কেহ, এই "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ধরিবার সময় ঘটস্বরূপ সাধ্যাভাবকে ধরিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধকে গ্রহণ করে, এবং ব্যাপ্তি-লক্ষণ-প্রয়োগকালে সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি ঘটত্বস্বরূপ সাধ্যাভাবকে ধরে, তাহা হইলে, তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার ফলে দেখা যাইবে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষই ঘটিবে।

যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, কি করিয়া এই অব্যাপ্তি-দোষটি ঘটে। দেখ এখানে,—

সাধ্য=ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ।

সাধ্যাভাব=ঘটত্ব। মনে রাখিতে হইবে, উপরে যখন সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ধরা হইয়াছিল, তখন এই সাধ্যাভাব হইয়াছিল ঘট, আর তাহার ফলে ঐ সম্বন্ধটী হইয়াছিল তাদাত্ম্য। এখন,—

উক্ত তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ=ঘটত্ব। কারণ, ঘটত্বটী তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বের উপর থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=ঘটত্ব-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে ঘটত্বত্বাদিতে। কারণ, ঘটত্বত্বাদি থাকে ঘটত্বের উপরে। সুতরাং, ঘটত্বত্বে এই বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না।

ওদিকে এই ঘটত্বত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু, যদি এস্থলে উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" দ্বারা বিশেষিত করা হয়, তাহা হইলে, এস্থলে, আর অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, তখন উক্ত সম্বন্ধটী ধরিবার জন্য সাধ্যাভাবরূপে ঘটত্ব ভিন্ন আর ঘটকে ধরা যায় না। যেহেতু, ঘটনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাটী এস্থলে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত হয় না। সুতরাং, তখন সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ-নির্ণয় করিবার জন্য আর সাধ্যাভাব-"ঘট"কে ধরিয়া তাদাত্ম্য-সম্বন্ধকে পাওয়া যায় না; আর, তজ্জন্য ঘটত্বরূপী সাধ্যাভাবের অধিকরণ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে আর ধরা যায় না; সুতরাং, হেতু ঘটত্বত্বে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ঘটত্ব-নিরূপিত বৃত্তিতা প্রদর্শন করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দেখান যায় না; পরন্তু, তখন সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধকে ধরিবার জন্য সাধ্যাভাব ঘটত্বকেই ধরিতে হইবে, আর তাহার ফলে সমবায়-সম্বন্ধকেই পাওয়া যাইবে, তাদাত্ম্যকে পাওয়া যাইবে না; আর এই রূপে এখন সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী সমবায় হওয়ায়, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধটী সমবায় হওয়ায়, উক্ত "ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ"-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর পূর্ব্বের ন্যায় অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে না।

এখন দেখ, কেন আর এস্থলে অব্যাপ্তি ঘটে না, অর্থাৎ ঐ সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ কি রূপে নিবারিত হয়?—

দেখ এখানে, সাধ্য=ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ।

সাধ্যাভাব=ঘটভেদাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব। অবশ্য, পূর্ব্বে, অব্যাপ্তি-কালেও এই ঘটত্বকেই সাধ্যাভাবরূপে ধরা হয়, এবং সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ ধরিবার সময় অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব বিশেষণ দিয়া সাধ্যাভাব ধরা হয় কেবল ঘটত্ব, কিন্তু বিশেষণ দিবার পূর্ব্বে ইহা হইয়াছিল ঘট। এখন ঐ বিশেষণটী দিয়া ঘটত্বকেই পাওয়ায়, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা হইল সমবায়।

উক্ত সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ=ঘট ও কপাল। কারণ, সাধ্যাভাব ঘটত্ব, সমবায়-সম্বন্ধে ঘটের উপর থাকে, এবং সাধ্যাভাব ঘট, কপালের উপর থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=ঘট বা কপাল-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা ঘটত্বাদির উপর থাকে; ঘটত্বত্বের উপর থাকে না। কারণ, ঘটত্বত্ব ঘটত্বে থাকে, ঘট বা কপালে থাকে না। সুতরাং, ঘটত্বত্বাদির উপর এই বৃত্তিতার অভাবই পাওয়া গেল।

ওদিকে, এই ঘটত্বত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অর্থাৎ ব্যাপ্তি লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইল।

সুতরাং, দেখা গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধ-নির্ণয় করিবার জন্য যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের" উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধ-মধ্যে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" রূপ একটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা আবশ্যক। আর এই "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" বিশেষণটী দিলে উক্ত "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"-স্থলে অব্যাপ্তিটী পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যায়। অবশ্য কেন অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়, তাহা ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, এক্ষণে বর্ত্তমান প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি-সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। কারণ, এস্থলে টীকাকার মহাশয়ের উপরি উক্ত বাক্যের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, একটু লক্ষ্য করিলে, তাহাতে দেখা যাইবে যে, এই প্রসঙ্গের বাক্যাবলীর আশয়মধ্যে টীকাকার মহাশয়ের পশ্চাদুক্ত বাক্যের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়, নচেৎ "গোমান্ গোত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়", এবং "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব দ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে, নচেৎ "ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়।" ইত্যাদি কথাগুলি টীকাকার মহাশয় এখনও পর্য্যন্ত বলেন নাই, পরে বলিবেন। বস্তুতঃ, পশ্চাদুক্ত বাক্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অর্থ নির্ণয় আবশ্যক হইলে, টীকাকার মহাশয়ের রচনাকৌশলের উপরই দোষারোপ করা হয়। এই জন্য, কেহ কেহ, টীকাকার মহাশয়ের বাক্যের মোটামুটিভাবে স্পষ্টার্থ ধরিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা অন্যরূপে করিয়া থাকেন। কিন্তু, একটু মনোযোগ-সহকারে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, অস্মৎ-প্রদত্ত উপরি উক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন, এবং যেখানে কোন সিদ্ধান্ত ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিতে হয়, সেখানে এরূপ ভাবে পশ্চাদুক্ত বাক্যের সাহায্য গ্রহণও দোষাবহ নহে, প্রত্যুত ইহা সেস্থলে অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই অন্যথা-ব্যাখ্যাটী টীকার বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে; এজন্য, ইহার সহিত অস্মৎ-প্রদত্ত উপরি উক্ত ব্যাখ্যার আর তুলনা করা হইল না। ফলতঃ, ইহাই হইল প্রাচীন মতানুসারে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধের উপর অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল-সংক্রান্ত একটী আপত্তি; এক্ষণে, টীকাকার মহাশয় ইহার উত্তর কি প্রদান করেন, তাহাই দেখা যাউক।

যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার উপর অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল-সম্পর্কীয় আপত্তির উত্তর।

টীকামূলম্।

অত্যন্তাভাবাভাবস্য প্রতিযোগিরূপত্বেন ‡ ঘটভেদস্য ঘটভেদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবরূপতয়া † ঘটভেদাত্যন্তাভাবরূপস্য* ঘটভেদ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-ঘটত্বস্য অপি সমবায়-সম্বন্ধেন § ঘটভেদ-প্রতিযোগিত্বাৎ।

‡ "—রূপত্বেন"="—স্বরূপত্বেন", প্রঃ সং।
† "ঘটভেদা…তয়া" = "ঘটভেদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্নাভাবরূপতয়া", সোঃ সং ; প্রঃ সং ; চৌঃ সং।
* "-রূপস্য ঘটভেদপ্রতি-"="-রূপস্য প্রতি--" ; চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগীর স্বরূপ হয় বলিয়া ঘটভেদটী, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবস্বরূপ হয়, আর তজ্জন্য ঘটভেদের অত্যন্তাভাবরূপ, এবং ঘটভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে ঘটত্ব, তাহা সমবায়-সম্বন্ধে ঘটভেদের প্রতিযোগী হয়। অর্থাৎ ঘটত্বেও সাধ্যরূপ ঘটভেদের সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা থাকিল।

§ "সমবায়-সম্বন্ধেন" = সমবায়াদি-সম্বন্ধেন" ;প্রঃ সং।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত আপত্তিটীর উত্তর দিতেছেন। কিন্তু, এই উত্তরটী বুঝিতে হইলে উক্ত আপত্তিটী এস্থলে একবার স্মরণ করা আবশ্যক। এজন্য, নিম্নে আমরা সেই আপত্তিটী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব, এবং তৎপরে তাহার উত্তরটী বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আপত্তিটী ছিল এই যে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সে সম্বন্ধটী যদি "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ"—এইরূপ হয়, তাহা হইলে "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"-স্থলে অব্যাপ্তি হয়; কারণ, সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধ হয়। যেহেতু, এস্থলে সাধ্যাভাব হয় "ঘটত্ব", তাহার অত্যন্তাভাব হয় "ঘটত্বাভাব" ; তাহা, সাধ্য ঘটভেদ স্বরূপ হয় না। আর, সাধ্যাভাব ঘটত্বের উপর সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা না থাকায় সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ সমবায়কেও পাওয়া যায় না; আর তাহার ফলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণে উক্ত স্থলে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে।

এক্ষণে ইহার উত্তরে বলা হইল যে, "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাবটী ঘটত্ব হইলেও ইহা যে "ঘটভেদাত্যন্তাভাব"-স্বরূপ তাহাতে ত কোন সন্দেহই নাই। কারণ, একটী নিয়মই আছে যে, অন্যোন্যাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ। কিন্তু, তাহা হইলেও ঘটভেদাত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা যে আবার ঘটভেদ-স্বরূপ তাহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত। ইহারও কারণ, একটী সাধারণ নিয়ম, যথা,—"অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব হয় প্রতিযোগীর স্বরূপ।" যেমন, ঘটত্বের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব হয় ঘটত্ব-স্বরূপ, পটত্বের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব হয় পটত্ব স্বরূপ,

ইত্যাদি। সুতরাং, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহাও ঘটভেদ-স্বরূপ অবশ্যই হইবে। আর, তজ্জন্য সাধ্যাভাব যে ঘটভেদাত্যন্তাভাবরূপ "ঘটত্ব", তাহা ঘটভেদের অর্থাৎ সাধ্যের প্রতিযোগী হইল, এবং তজ্জন্য সেই ঘটত্বের উপর সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাও থাকিল। আর, এইরূপে সাধ্যাভাব ঘটত্বের উপর সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা থাকায় এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধটীও সমবায় হইতে পারিল; সুতরাং, উক্ত আপত্তিটী এস্থলে থাকিতে পারিল না।

এখন দেখা যাউক, টীকাকার মহাশয়ের ভাষা হইতে উক্ত অর্থটী কি রূপে লাভ করা যায়। কারণ, এস্থলে ভাষাটী প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথম প্রথম একটু জটিল বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং দেখ,—

"অত্যন্তাভাবাভাবস্য প্রতিযোগিরূপত্বেন"—এই বাক্য দ্বারা টীকাকার মহাশয়, উভয়বাদি-সম্মত একটী সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। সে নিয়মটী এই যে "অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়। যেমন, ঘটের যে অত্যন্তাভাব, তাহার আবার যে অত্যন্তাভাব, তাহা হয় ঘটস্বরূপ। এই নিয়মের বলে তিনি বলিতেছেন যে, ঘটভেদের যে অত্যন্তাভাব, তাহার আবার যে অত্যন্তাভাব, তাহা অবশ্যই ঘটভেদ স্বরূপ হইবে। সুতরাং, এই বাক্যার্থটী পরবর্ত্তী বাক্যার্থের হেতুস্বরূপ।

"ঘটভেদস্য ঘটভেদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবরূপতয়া"—ইহার অর্থ, ঘটভেদটী, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব স্বরূপ বলিয়া। কারণ, ঘটভেদাত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব ধরিলে যে ঘটভেদাভাবাভাবকে পাওয়া যায়, তাহার প্রতিযোগিতা থাকে ঘটভেদাত্যন্তাভাবের উপর, এবং তাহা ঘটভেদের অত্যন্তাভাবত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। আর এই ঘটভেদাভাবাভাবটী দ্বারা এই "ঘটভেদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করা যায় বলিয়া এই ঘটভেদাভাবাভাবকে ধরিতে হইলে "ঘটভেদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে হয়। বস্তুতঃ, এইরূপ ভাবে নির্দ্দেশ করায় "ঘটত্বং নাস্তি" এই অভাবটী, ঘটভেদ-স্বরূপ হয় না, পরন্তু, "ঘটভেদাভাবো নাস্তি" এই অভাবই ঘটভেদ-স্বরূপ হয়, ইহাই বলা হইল। সুতরাং, ঘটত্বত্বরূপে ঘটত্বের অভাব ঘটভেদ-স্বরূপ হয় না, কিন্তু, ঘটভেদাভাবত্বরূপে ঘটত্বের অভাবই ঘটভেদ স্বরূপ হয়, ইহাই বুঝা গেল; সুতরাং, উক্ত বাক্যের অর্থ হইল এই যে,—ঘটভেদটী, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবস্বরূপ বলিয়া। এখন এই বাক্যার্থটী আবার পরবর্ত্তী বাক্যার্থের হেতু, অর্থাৎ ঘটভেদাভাবরূপ উক্ত ঘটত্বে যে, ঘটভেদের প্রতিযোগিতা থাকে, তাহার প্রতি হেতু।

"ঘটভেদাত্যন্তাভাবরূপস্য"—ইহার অর্থ, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবরূপের। এই পদটী পরবর্ত্তী "ঘটত্বস্য" পদের বিশেষণ। সুতরাং, সমগ্রের অর্থ হইল, ঘটভেদের

অত্যন্তাভাবরূপ যে ঘটত্ব, তাহার। এখন "ঘটভেদের অত্যন্তাভাবরূপ ঘটত্বের" এই কথা বলায় বুঝিতে হইবে—অন্যরূপে যে ঘটত্বকে পাওয়া যায়, সে ঘটত্বের নহে। যেহেতু, "ঘটত্বং নাস্তি" বলিলে অন্যরূপে অর্থাৎ ঘটত্বত্বরূপে ঘটত্বকে ধরিয়া 'নাস্তি' বলা হয়। বস্তুতঃ, "ঘটত্বং নাস্তি" বলিলে যে ঘটত্বকে লক্ষ্য করা হয়, "ঘটভেদাত্যন্তাভাবো নাস্তি" বলিলে সেই রূপে ঘটত্বকে লক্ষ্য করা হয় না। যেহেতু "ঘটত্বং নাস্তি" বলিলে ঘটত্বত্বরূপে ঘটত্বের জ্ঞান হয়, এবং "ঘটভেদাত্যন্তাভাবো নাস্তি" বলিলে ঘটভেদাভাবত্বরূপে ঘটত্বের জ্ঞান হয়। এস্থলে "ঘটত্বকে" ঘটভেদাত্যন্তাভাবত্বরূপে পাইবার জন্য এবং "ঘটত্বত্ব" রূপে না পাইবার জন্য "ঘটভেদাত্যন্তাভাবরূপস্য" এই বিশেষণটী প্রদত্ত হইয়াছে।

"ঘটভেদ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-ঘটত্বস্যাপি"—ইহার অর্থ—ঘটভেদের প্রতিযোগী যে ঘট, সেই ঘটের উপর থাকে যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ঘটত্ব, সেই ঘটত্বেরও। "অপি" শব্দদ্বারা বলা হইল যে, এই ঘটটাই যে কেবল ঘটভেদের প্রতিযোগিতার আশ্রয় হয়, তাহা নহে। পরন্তু, ঘটত্বও ঘটভেদের প্রতিযোগী হয় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঘট ও ঘটত্ব—এই দুইই ঘটভেদের প্রতিযোগী হয়; এবং ঘটত্ব, ঘটভেদের প্রতিযোগী ও ঘটভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক—দুইই হয়।

"সমবায়-সম্বন্ধেন ঘটভেদপ্রতিযোগিত্বাৎ"—অর্থাৎ ঘটভেদাভাবরূপ যে ঘটত্ব, তাহা সমবায়সম্বন্ধে ঘটভেদের প্রতিযোগী হয়। সুতরাং, ঘটভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী সমবায়ও হয়। অবশ্য, ইহাতে ঘটভেদের প্রতিযোগী যে ঘট, তাহাতে যে প্রতিযোগিতা আছে, তাহা হয় তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, সেই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব বলিয়াই উহা ভেদ বা অন্যোন্যাভাব নামে অভিহিত হয়।

সুতরাং বুঝা গেল, সাধ্যাভাবটী ঘটত্ব হওয়ায় এবং ঘটত্বাভাবটীও সাধ্য-স্বরূপ হওয়ায় সাধ্যাভাব ঘটত্বের উপর সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা থাকিল, এবং সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়কে পাওয়া গেল, এবং এই সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে না। যথা;—

সাধ্য=ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ। হেতু—পটত্ব।

সাধ্যাভাব=ঘটভেদাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=সমবায়।

সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ=ঘট।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=ঘটনিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে ঘটত্বাদিতে।

এই বৃত্তিতার অভাব=ইহা থাকে পটত্বাদিতে।

ওদিকে এই পটত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল;—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইল।

এখন, এস্থলে একটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, "ঘটভেদস্য ঘটভেদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবরূপতয়া" বলিবার তাৎপর্য্য কি? কারণ, "ঘটভেদস্য ঘটভেদাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবরূপতয়া" এই কথা বলিলেই ত অল্প কথায় কার্য্য সমাধা হইত?

ইহার উত্তর ইহার অর্থ-নির্ণয়কালে কথিত হইয়াছে, তথাপি সংক্ষেপে তাহা এই যে, এরূপ বলিলে ঘটভেদটী, ঘটত্বত্বরূপে ঘটত্বের অত্যন্তাভাবস্বরূপও হইতে পারিবে। আর তাহা হইলে "ঘটত্বং নাস্তি" এই অভাব এবং "ঘটভেদাভাবো নাস্তি" এই অভাব, এই উভয়ই ঘটভেদ-স্বরূপ হইয়া উঠিবে; যেহেতু, ঘটভেদাভাবও ঘটত্ব স্বরূপ হয়; কিন্তু, ওরূপ করিয়া প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের সাহায্য লইয়া ঘুরাইয়া বলায় "ঘটত্বং নাস্তি" এই অভাবটী ঘটভেদ-স্বরূপ হইতে পারিল না; কারণ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিভিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা পৃথক পৃথক হয়। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণনের আবশ্যকতা আছে। অবশ্য, ইহাতে যে এই আপত্তি হইতে পারে, তাহা একটু পরেই টীকাকার মহাশয় স্বয়ং উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। ফলতঃ, এই আপত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কথিত হইয়াছে। নিম্নে আমরা সেই আপত্তি ও তাহার উত্তরটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহার ব্যাখ্যাদি যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। যথা :—

"ন চ এবং ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ঘটত্বাত্যন্তাভাবস্য অপি ঘটভেদস্বরূপত্বাপত্তিঃ ইতি বাচ্যম্? তদ্-অত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবস্য এব তৎ-স্বরূপত্বাভ্যুপগমাৎ তদ্বত্তাগ্রহে তাদৃশ তদ্-অত্যন্তাভাবাভাবস্য এব ব্যবহারাৎ। উপাধ্যায়ৈঃ ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ঘটত্বাত্যন্তাভাবস্য অপি ঘটভেদস্বরূপত্বাভ্যুপগমাৎ চ।"

অর্থাৎ ঘটত্বত্বরূপে "ঘটত্বং নাস্তি" এই অভাবটী, তাহা হইলে ঘটভেদ-স্বরূপ হউক? এ কথা বলা যায় না। কারণ, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবই, ঘটভেদ স্বরূপ হয়। আর, এই জন্যই যেখানে ঘটভেদ-জ্ঞান হয়, সেখানে ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবের জ্ঞান হয়। কিন্তু, উপাধ্যায়গণ, ঘটত্বত্বরূপে "ঘটত্বং নাস্তি" ও ঘটভেদ অভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করেন।

যাহা হউক, এই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয়, প্রতিবাদীর কথার যে উত্তরটী দিলেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ, ইহাতে তিনি প্রতিবাদীর কথার ভুল দেখাইলেন না, অথচ নিজের কথাও যে সত্য, তাহা প্রমাণিত করিলেন। এখন, কিরূপ স্থলে এরূপ পন্থা অবলম্বনীয় তাহারই জন্য এই স্থলটী লক্ষ্য করা আবশ্যক।

এক্ষণে, উক্ত মূল উত্তরের উপরেও কোন প্রতিবাদী, আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন, এই ভাবিয়া টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তী বাক্যে স্বয়ংই একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া ত্রিবিধ উপায়ে তাহার নিরাস করিতেছেন। সুতরাং, এক্ষণে আমরা উহাদের মধ্যে প্রথম আপত্তিটী কি, তাহাই আলোচনা করিব।

পূর্ব্বোক্ত উত্তরের উপর আপত্তি ও তাহার প্রথম উত্তর।

টীকামূলম্।

ন চ অন্যত্র অত্যন্তাভাবাভাবস্য প্রতিযোগিরূপত্বেঽপি ঘটাদিভেদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবো ন ঘটাদিভেদস্বরূপঃ ; কিন্তু তৎ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-ঘটত্বাত্যন্তাভাবস্বরূপ এব —ইতি সিদ্ধান্তঃ,—ইতি-বাচ্যম্।

যথা হি, ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-ঘটবত্তাগ্রহে ঘটাত্যন্তাভাবাগ্রহাৎ ঘটাত্যন্তাভাবাভাবব্যবহারাৎ চ, ঘটাত্যন্তাভাবাভাবো ঘটস্বরূপঃ ; তথা ঘটভেদবত্তাগ্রহে ঘটভেদাত্যন্তাভাবাগ্রহাৎ ঘটভেদাত্যন্তাভাবাভাব ব্যবহারাৎ চ, ঘটভেদ এব তদত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবঃ— ইতি তৎ-সিদ্ধান্তঃ ন যুক্তিসহঃ।

="ঘটাদিভেদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবঃ"=ঘটভেদাত্যন্তাভাবাভাবঃ,প্রঃ সং; চৌঃ সং;
=ঘটাদি-ভেদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্নাভাবঃ, জীঃ সং;
=ঘটাদি ভেদাত্যন্তাভাবাভাবঃ, সোঃ সং।
"ঘটাদিভেদ-"="ঘটভেদ-"। প্রঃ সং।
"-স্বরূপঃ"="-রূপঃ"=চৌঃ সং।
"কিন্তু তৎ"="কিন্তু"। চৌঃ সং। প্রঃ সং।
"ভাবস্বরূপঃ"="ভাবরূপঃ ; চৌ ; সং। প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর অন্যত্র অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ হইলেও ঘটাদিভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী ঘটাদিভেদস্বরূপ হয় না, কিন্তু, ঘটাদিভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ঘটত্ব, সেই ঘটত্বের অত্যন্তাভাবস্বরূপ হয়—এই রূপই সিদ্ধান্ত—এ কথাও বলা যায় না।

যেহেতু, ঘটত্বাবচ্ছিন্ন ঘটবিশিষ্টের জ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে যেমন ঘটের অত্যন্তাভাবের জ্ঞান হয় না, এবং "ঘটের অত্যন্তাভাবাভাব আছে"—ইত্যাকার ব্যবহার হয়; আর তজ্জন্য ঘটের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী ঘটস্বরূপ হয়; তদ্রূপ, ঘটভেদবিশিষ্টের জ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের জ্ঞান হয় না, এবং "ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব আছে" ইত্যাকার ব্যবহার হয়; সুতরাং, ঘটভেদই ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব স্বরূপ হইবে। এজন্য, উক্ত সিদ্ধান্তটী যুক্তিসহ নহে।

"তৎ সিদ্ধান্তঃ"="তাদৃশসিদ্ধান্তঃ"। চৌঃ সং।
"ঘটবত্তাগ্রহে"="ঘটবত্ত্বগ্রহে"। প্রঃ সং।
"ঘটভেদবত্তাগ্রহে"="ঘটভেদবত্ত্বগ্রহে। প্রঃ সং।
"প্রতিযোগিতাকাভাবঃ"="প্রতিযোগিতাকোঽভাবঃ"। প্রঃ সং।

ব্যাখ্যা—ইতি পূর্ব্বে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধের উপর অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থল-সংক্রান্ত আপত্তিটীর যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, সেই উত্তরের উপর এক্ষণে আবার একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া টীকাকার মহাশয় একে একে তাহার তিনটী উত্তর প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু উপরে যে উত্তরটী লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা তন্মধ্যে প্রথম। এখন, দেখা যাউক, এই আপত্তিটী কি, এবং তাহার উত্তরই বা কি?

আপত্তিটী এই যে, ইতিপূর্ব্বে যে উত্তরটী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে

"অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগীর স্বরূপ" এই সাধারণ নিয়ম-বলে "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ "স্থলে সাধ্যাভাব ঘটত্ব হইলেও তাহাতে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা থাকে; অতএব, এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে সমবায়, সেই সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে আর অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না, ইত্যাদি।"

কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। কারণ, "কোন কিছুর অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ অর্থাৎ উক্ত কোন কিছুর স্বরূপ হয়" এই নিয়মটী অন্যত্র সঙ্গত বটে, কিন্তু, অন্যোন্যাভাবের সময় স্বীকার্য্য নহে। অর্থাৎ, কোন কিছুর অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা প্রতিযোগীর স্বরূপ অর্থাৎ উক্ত কোন কিছুর অন্যোন্যাভাব-স্বরূপ হয় না, পরন্তু, তাহা প্রথম অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব-স্বরূপ হয়। যেমন, ঘটের যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের আবার যে অত্যন্তাভাব তাহা ঘট-স্বরূপ হয়, অথবা যেমন, ঘটত্বাত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা ঘটত্বাত্যন্তাভাব-স্বরূপ হয়; কিন্তু, ঘটভেদের যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের আবার যে অত্যন্তাভাব, তাহা ঘটভেদ-স্বরূপ হয় না, পরন্তু, তাহা ঘটত্বাত্যন্তাভাব-স্বরূপ হয়। যেহেতু, এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত আছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে যে, "অন্যোন্যাভাবের যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের আবার যে অত্যন্তাভাব, তাহা অন্যোন্যাভাব-স্বরূপ নহে; পরন্তু, অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের অত্যন্তাভাব-স্বরূপ হয়। যেহেতু, অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব হয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ। সুতরাং, উপরি উক্ত উত্তরটী সঙ্গত হয় নাই। ইহাই হইল আপত্তি।

এক্ষণে ইহার উত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, তাহা হইতে পারে না। আমাদের পূর্ব্বোক্ত উত্তরটী সঙ্গতই হইয়াছে। কারণ, যে যুক্তিবলে ঘটের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটি ঘটস্বরূপ হয়, অথবা ঘটত্বাত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী ঘটত্বাত্যন্তাভাব-স্বরূপ হয়, সেই যুক্তিবলেই উক্ত ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী ঘটভেদ-স্বরূপ হইয়া থাকে।

দেখ, যেখানে ঘটস্বরূপে ঘটজ্ঞান হয়, সেখানে সেই "ঘট নাই" বা সেখানে ঘটাভাববত্তা এরূপ জ্ঞান হয় না, এবং সেখানে ঘটের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব অর্থাৎ ঘটাভাবাভাব আছে এরূপ ব্যবহার হয়। সুতরাং, জ্ঞানোৎপত্তির প্রকৃতি, এবং লোক-ব্যবহার-পদ্ধতি—এতদুভয় অনুসারেই দেখা যায় যে, ঘটত্বের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটি ঘটস্বরূপই হয়। আর, যদি ঘটাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবটী এইরূপে ঘট স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ঘটভেদাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবটী ঐরূপেই ঘটভেদ স্বরূপ হইবে না কেন? বস্তুতঃ, এই দুই স্থলের মধ্যে যুক্তিগত কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং, আপত্তিকারীর উপরি উক্ত সিদ্ধান্তটী কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ইহাই উপরি উক্ত আপত্তিটির তিনটি উত্তরের মধ্যে প্রথম উত্তর। অর্থাৎ যে, সম্বন্ধে

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির দ্বিতীয় উত্তর।

টীকামূলম্।

বিনিগমকাভাবেন অপি ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাববদ্ ঘটভেদস্য অপি ঘটভেদাত্যন্তাভাবাভাবত্ব-সিদ্ধেঃ অপ্রত্যূহত্বাৎ চ।

বঙ্গানুবাদ।

আর বিনিগমকের অভাব অর্থাৎ একপক্ষ-পাতিনী যুক্তির অভাব প্রযুক্তও ঘটত্বত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতি-যোগিতা-নিরূপক যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের ন্যায়, ঘটভেদেরও ঘটভেদা-ত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবত্ব-সিদ্ধির প্রতি কোন বাধা ঘটিতে পারে না।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধের উপর, অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থল-সংক্রান্ত যে আপত্তিটী উত্থাপিত করা হইয়াছিল, এবং সেই আপত্তির যে উত্তরটী প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই উত্তরের উপর আবার যে আপত্তি করা হইয়াছিল,অর্থাৎ, ঘটভেদাভাবাভাবটী ঘটত্বাভাব-স্বরূপ, ঘটভেদ-স্বরূপ নহে, ইত্যাদি যে আপত্তি করা হইয়াছিল, ইহাই হইল সেই আপত্তির প্রথম উত্তর।

যাহা হউক, এইবার আমরা দেখিব, টীকাকার মহাশয় আবার দ্বিতীয় প্রকারে ইহার কি রূপ একটী উত্তর প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা—এইবার পূর্ব্বোক্ত আপত্তির দ্বিতীয় প্রকারে একটী উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। উত্তরটী এই যে, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা তোমার মতে যে ঘটভেদ-স্বরূপ হইবে না, কিন্তু ঘটত্বাত্যন্তাভাব-স্বরূপই হইবে, এরূপ কোন বিনিগমনা আছে কি? অর্থাৎ আপত্তিকারী, তাঁহার কথাটী ঠিক, আর আমাদের কথাটী ভুল, এরূপ কোন প্রমাণ-প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহার ফল এই যে, অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী সর্ব্বত্র প্রতিযোগীর স্বরূপ হইবে, কিন্তু, অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাব-স্বরূপ হইবে না, পরন্তু, অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের অত্যন্তাভাব-স্বরূপই হইবে, এরূপ কোন প্রমাণ, আপত্তিকারী প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আর যদি, আপত্তিকারী নিজ উত্থাপিত আপত্তির কোন প্রমাণ না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার আপত্তিই অমূলক হইয়া যাইবে, আমাদের সযুক্তিক কথা আর তাঁহার কথায় খণ্ডিত হইতে পারিবে না, প্রত্যুত তাহা আমাদের পক্ষে প্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইবে। সুতরাং, আপত্তিকারীর কথার বিনিগমনার অভাব-প্রদর্শনই এস্থলে আমাদের কথার অন্য একরূপ প্রমাণ বলিতে পারা যায়। আর, এই জন্যই, ইহাই হইল পূর্ব্বোক্ত আপত্তির দ্বিতীয় উত্তর। অবশ্য, এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী বাক্যে টীকাকার মহাশয়, আচার্য্য উদয়নের বাক্য উদ্ধৃত

করিয়া স্বপক্ষে পুনঃরায় একটী বিনিগমনা প্রদর্শন করিবেন ; সুতরাং, আমাদের কথায় কোন রূপ দুর্ব্বলতাই নাই—ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

এইবার দেখা যাউক, টীকাকার মহাশয়ের ভাষা হইতে এই অর্থটী কি রূপে লাভ করা যাইতে পারে। দেখা যায়—

"বিনিগমকাভাবেন অপি"—অর্থ, বিনিগমকের অভাব প্রযুক্তও। "বিনিগমক" শব্দের অর্থ—বিনিগমনার জনক। "বিনিগমনা" শব্দের অর্থ—"বিবাদাস্পদীভূতয়োঃ অর্থয়োঃ একত্র প্রমাণ-সম্ভাবঃ"=বিবাদাস্পদীভূত অর্থদ্বয়ের মধ্যে একটীতে প্রমাণের সম্ভাব। অর্থাৎ একপক্ষপাতিনী যুক্তিকেই বিনিগমনা বলা হয়।

"ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অত্যন্তাভাববৎ"—অর্থাৎ "ঘটত্বং নাস্তি" ইত্যাকারক ঘটত্বাত্যন্তাভাবের ন্যায়। কারণ, ঘটত্বাত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা থাকে ঘটত্বের উপর। এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম হয় ঘটত্বত্ব। সুতরাং, ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অত্যন্তাভাব বলিতে ঐ ঘটত্বাত্যন্তাভাবকেই পাওয়া গেল। "বৎ" শব্দের অর্থ সাদৃশ্য ; ইহা অস্ত্যর্থে বতুপ্ নহে ; সুতরাং, সমগ্রের অর্থ হইল, ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-নিরূপক-অত্যন্তাভাবের ন্যায়, এবং এতদ্দ্বারা বুঝা গেল যে, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবকে তুমি যেমন ঘটত্বের অত্যন্তাভাব-স্বরূপ বলিলে সেই রূপ—

"ঘটভেদস্যাপি ঘটভেদাত্যন্তাভাবাভাবত্ব-সিদ্ধেঃ অপ্রত্যূহত্বাৎ চ"—অর্থাৎ ঘটভেদেরও ঘটভেদাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবত্ব-সিদ্ধির প্রতি প্রত্যূহ অর্থাৎ বাধা ঘটে না। অর্থাৎ, ঘটভেদটী তাহার অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবও হইতে পারিবে।

সুতরাং, সমুদায়ের অর্থ হইল এই যে, প্রতিবাদীর পক্ষে একপক্ষপাতিনী যুক্তি নাই বলিয়া, তিনি যে বলিয়াছিলেন "ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব ঘটত্বাত্যন্তাভাব-স্বরূপ হয়, ঘটভেদ-স্বরূপ হয় না" তাহা তিনি সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। আর তজ্জন্য, আমরা যে বলিয়াছিলাম যে, ঘটত্বাত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব যেমন ঘটত্বাত্যন্তাভাব-স্বরূপ হয়, তদ্রূপ ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবও ঘটভেদ-স্বরূপ হয়,"—ইহা প্রমাণিতই হইল। অর্থাৎ, প্রতিবাদী, বিনিগমনা দেখাইতে না পারায় আমাদের পূর্ব্বোক্ত সযুক্তিক-বাক্যটী দৃঢ়তরই হইল।

এক্ষণে, এস্থলে একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রথম উত্তরের পর এই দ্বিতীয় উত্তর-প্রদানের আবশ্যকতা কি ? প্রথম উত্তরই যথেষ্ট হয় নাই কি ?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, প্রথম উত্তর-মধ্যে যে লোক-ব্যবহারের উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ "ঘটবান্"-জ্ঞান যেখানে হয় সেখানে যে, লোকে "ঘটাভাবাভাববান্" ব্যবহার করে —ইত্যাদি, সেখানে যে ব্যবহারের প্রামাণ্য-স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবাদী আপত্তি করিতে পারেন। কারণ, ব্যবহার-সম্বন্ধে সর্ব্ববাদি-সম্মত কথা খুব দুর্লভ। দেশ-

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির তৃতীয় উত্তর।

টীকামূলম্।

অতএব তাদৃশ-সিদ্ধান্তঃ ন উপাধ্যায়-সম্মতঃ। অতএব চ—

"অভাব-বিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা"
—ইতি আচার্য্যাঃ।

অন্যথা ঘটভেদাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিনি ঘটভেদে তল্লক্ষণাব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ, অন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ঘটত্বাত্যন্তাভাবে তল্লক্ষণস্য অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ চ।

পাঠান্তরম্—"অতএব চ" = "অতএব", প্রঃসং।
"অন্যোন্যাভাবঃ ... চ" = "অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকে তল্লক্ষণস্য অপি ঘটভেদাত্যন্তাভাবত্বসিদ্ধৌ অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেশ্চ" জীঃ সং।
= "অন্যোন্যাভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকঘটত্বাত্যভাবে তল্লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তেশ্চ, ন বা অন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকে তল্লক্ষণস্য অতিব্যাপ্ত্যাপত্তিঃ, ইষ্টাপত্তেঃ", প্রঃ সং।
= "অন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকে তল্লক্ষণস্য অতিব্যাপ্ত্যাপত্তিশ্চ," চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

অতএব ওরূপ সিদ্ধান্ত উপাধ্যায়-সম্মত নহে, আর এই জন্যই আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন "অভাব-বিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা" অর্থাৎ বস্তুর যে প্রতিযোগিতা, তাহা অভাবের 'অভাবত্ব'-স্বরূপ।

নচেৎ, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যে ঘটভেদ, তাহাতে ঐ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে, এবং ঐ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ঘটত্ব, তাহার অত্যন্তাভাবে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটে।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

কাল-পাত্র-ভেদে ব্যবহার-ভেদ সময়ে সময়ে অত্যধিক হইয়া উঠে। এজন্য, টীকাকার মহাশয় দ্বিতীয় উত্তর দ্বারা প্রতিবাদীর পক্ষে বিনিগমনা-বিরহ-দোষ-প্রদর্শন করিলেন, এবং প্রকারান্তরে নিজ পক্ষই সুদৃঢ় করিলেন।

ফলতঃ, এই দ্বিতীয় উত্তর হইতে জানা যায় যে, স্থল-বিশেষে প্রতিবাদীর আপত্তির উত্তরে বিনিগমনা-বিরহ-প্রদর্শন করিতে পারিলেও বিচারে জয়ী হওয়া যায়।

যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, এই প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয় তৃতীয় প্রকারে ইহার কি রূপ একটী উত্তর প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত আপত্তির তৃতীয় প্রকারে একটী উত্তর দিতেছেন।

উত্তরটী এই যে, প্রতিবাদীর সিদ্ধান্তটী অপর কাহারও সিদ্ধান্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু এই শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক-উপাধ্যায়গণ-সম্মত-সিদ্ধান্ত নহে। কারণ, যাঁহাকে উপাধ্যায়গণ "আচার্য্য" বলিয়া সম্মান করেন, সেই মহামতি উদয়নাচার্য্য নিজ "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে যে প্রতিযোগিতার লক্ষণ করিয়াছেন, সেই প্রতিযোগিতার লক্ষণে, তাহা হইলে, অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি এই উভয়বিধ দোষই প্রবেশ করিবে। দেখ, তিনি বলিয়াছেন—

(ব্যাবর্ত্ত্যাভাববত্তৈব ভাবিকী হি বিশেষ্যতা।)
"অভাব-বিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা ॥"
কুসুমাঞ্জলি, ৩য় স্তবক, ২য় শ্লোক।

অর্থাৎ, বস্তুর যে প্রতিযোগিতা তাহা, অভাবের যে অভাব, সেই অভাবের অভাবত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন, ঘটাভাবের যে প্রতিযোগিতা, যাহা ঘটের উপর থাকে, তাহা ঘটাভাবের আবার যে অভাব, সেই অভাবের ধর্ম্ম যে অভাবত্ব, অর্থাৎ ঘটাভাবাভাবত্ব, তদ্-ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ঘটাভাবাভাবত্ব, ঘটের উপর থাকে; কারণ, ঘটাভাবাভাব ও ঘট অভিন্ন।

এখন, এই যদি প্রতিযোগিতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে, উক্ত ঘটভেদস্থলে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, দেখ, ঘটভেদাভাবের প্রতিযোগিতা, যাহা ঘটভেদের উপর থাকে, তাহা, উক্ত লক্ষণানুসারে তাহাহইলে, ঘটভেদাভাবাভাবত্ব হইবে, এবং ঘটভেদের উপর থাকিবে। কিন্তু, যদি, ঘটভেদের অভাবের অভাব, আপত্তিকারীর মতে ঘটত্বাভাব হয়, তাহাহইলে ঐ ঘটভেদাভাবাভাবত্ব-রূপ প্রতিযোগিতাটী থাকিল ঘটত্বাভাবের উপর, ঘটভেদের উপর থাকিল না। এখন দেখ, ঐ প্রতিযোগিতাটী, ঘটভেদের উপর না থাকায় লক্ষ্যের উপর থাকিল না; স্থতরাং, উক্ত আচার্য্যোক্ত প্রতিযোগিতা-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল; পক্ষান্তরে উক্ত প্রতিযোগিতাটী ঘটত্বাভাবের উপর থাকায়, অলক্ষ্যের উপর লক্ষণ যাইল; কারণ, ঘটভেদই এস্থলে লক্ষ্য; স্থতরাং, আচার্য্যোক্ত উক্ত প্রতিযোগিতা-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষও হইল।

কিন্তু, যদি ঘটভেদের অভাবের অভাবকে ঘটভেদ-স্বরূপ বলা হয়, তাহা হইলে আর এই অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না; কারণ, উক্ত প্রতিযোগিতা-লক্ষণানুসারে উক্ত ঘটভেদাভাবাভাবত্বরূপ প্রতিযোগিতাটী তখন ঘটভেদের উপরই থাকিবে এবং ঐ ঘটভেদই লক্ষ্য। স্থতরাং, দেখা গেল, নৈয়ায়িক-কুলগুরু মহামতি উদয়নাচার্য্যের মতে অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব সর্ব্বত্রই প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়; অর্থাৎ, আপত্তিকারীর মতে অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব ধরিলে যে, অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের অত্যন্তাভাব-স্বরূপ হয়, এবং অন্যত্র অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়—এ কথা ঠিক নহে।

এখন, এই সিদ্ধান্তটী লইয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করিলে দেখা যাইবে যে," ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" স্থলে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতার অসম্ভাব হইবে না, আর তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না; অর্থাৎ, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধটী যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কোন দোষ ঘটে নাই।

এখন কিন্তু, একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তরে দ্বিতীয় প্রকারে একটী উত্তর প্রদত্ত হইলেও আবার এই তৃতীয় প্রকারে এই উত্তরের প্রয়োজনীয়তা কি? পূর্ব্বের উত্তরে কি কোন ন্যূনতা সম্ভাবনা আছে?

ইহার উত্তর এই যে, দ্বিতীয় উত্তরে বলা হইয়াছে যে, প্রতিবাদী তাঁহার আপত্তির অনুকূলে যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই; সুতরাং, তাঁহার যুক্তিতে বিনিগমনা-বিরহ-দোষ ঘটিয়াছে, এবং তজ্জন্য অস্মৎ-প্রদত্ত লোক-ব্যবহার-মূলক সযুক্তি প্রথম উত্তরটী সুদৃঢ় হইয়া উঠে। কিন্তু, যদি প্রতিবাদী, লোক-ব্যবহার-মূলক আমাদের উক্ত প্রথম উত্তরটী স্বীকার না করিয়া আমাদের কথাতেও বিনিগমনা-বিরহ-দোষ-প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, আমরাও সমান-দোষে দোষী হইব; এজন্য, টীকাকার মহাশয় এই তৃতীয় উত্তরে দেখাইতেছেন যে, প্রতিবাদী যেমন "সিদ্ধান্ত" শব্দের উল্লেখ করিয়া আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ উপাধ্যায় ও আচার্য্যগণের "সিদ্ধান্ত" উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বিনিগমনা-বিরহ-দোষটী বিদূরিত করিতে সমর্থ। অধিক কি, আপত্তিকারী সিদ্ধান্ত-প্রবর্ত্তকের নাম বা বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই, আমরা তাহাও করিলাম; সুতরাং, আপত্তিকারীর আপত্তিটী সর্ব্বপ্রকারেই সুচারুরূপে খণ্ডিত হইল।

এখন, এ সম্বন্ধে আরও একটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। জিজ্ঞাস্য এই যে, এই "উপাধ্যায়" শব্দের অর্থ কি? ইহার অর্থ সাধারণভাবে পণ্ডিত-সমাজকে লক্ষ্য করে? অথবা, গ্রন্থকার গঙ্গেশোপাধ্যায়, তৎপুত্র বর্দ্ধমান্ উপাধ্যায়-প্রমুখ কোন পণ্ডিত-সম্প্রদায়-বিশেষকে বুঝায়? কারণ, এস্থলে "উপাধ্যায়" শব্দে সাধারণভাবে পণ্ডিত-সমাজকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া অনেকে ব্যাখ্যা করেন। যেহেতু, মনুতেও দেখা যায়—

"অধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থং উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে।"

অর্থাৎ, বৃত্তির জন্য যিনি অধ্যাপনা করেন, তিনিই উপাধ্যায়, ইত্যাদি। এতদ্ ভিন্ন গঙ্গেশের দেশ মিথিলা অঞ্চলেও এক শ্রেণী ব্রাহ্মণকেই উপাধ্যায় বলে। সুতরাং, "উপাধ্যায়" অর্থ এখানে পণ্ডিতই বুঝিতে হইবে।

এতদুত্তরে, এস্থলে "উপাধ্যায়" শব্দে গ্রন্থকার গঙ্গেশ-প্রমুখ নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় বিশেষকেই সম্ভবতঃ লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ, উপাধ্যায় শব্দটী পণ্ডিতবাচী হইলেও ইহা গঙ্গেশ ও তৎপুত্র বর্দ্ধমান প্রভৃতির উপাধি; দ্বিতীয়তঃ, এই উপাধ্যায় শব্দটী ব্যবহার করিয়াই আচার্য্য উদয়নের বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে; তৃতীয়তঃ, গঙ্গেশের পূর্ব্বে উপাধ্যায় উপাধিধারী কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নাম শুনা যায় না; চতুর্থতঃ, গঙ্গেশের পর নব্যনৈয়ায়িক-সম্প্রদায়-ধারা মিথিলাদেশে "উপাধ্যায়" উপাধিধারী জনগণমধ্যে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল; পঞ্চমতঃ, একটু পরেই টীকাকার মহাশয় "উপাধ্যায়ৈঃ" বলিয়া একটী মত-বিশেষের উল্লেখ করিবেন; সুতরাং, উপাধ্যায় শব্দে প্রসিদ্ধ নব্য নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়-বিশেষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, বলিতে হইবে।

তাহার পর, এই প্রসঙ্গে আর এক কথা। টীকাকার মহাশয়, আপত্তিকারীর মুখ দিয়া যে সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন, ইহাও সম্ভবতঃ কোন পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের কথা হইতে পারে। কারণ, তাহা না হইলে, আপত্তিকারী সিদ্ধান্তের নাম করিয়া কেবল প্রতিবাদ করিয়া ক্ষান্ত

উক্ত উত্তরের উপর পুনঃরায় আপত্তি ও তাহার উত্তর।

টীকামূলম্।

ন চ এবং ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ঘটত্বাত্যন্তাভাবস্য অপি ঘটভেদ-স্বরূপত্বাপত্তিঃ—ইতি বাচ্যম্ ?

তদ্-অত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবস্য এব তৎ-স্বরূপত্বাভ্যুপগমাৎ, তদ্বত্তাগ্রহে তাদৃশ-তদ্-অত্যন্তাভাবাভাবস্য এব ব্যবহারাৎ।

উপাধ্যায়ৈঃ ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ঘটত্বাত্যন্তাভাবস্য অপি ঘটভেদ-স্বরূপত্বাভ্যুপগমাৎ চ।

বঙ্গানুবাদ।

আর এই রূপে ঘটত্বত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক ঘটত্বাত্যন্তাভাবও ঘটভেদ-স্বরূপ হউক, এ কথা বলা যায় না।

কারণ, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাবই ঘটভেদ-স্বরূপ হয় —এই রূপই স্বীকার করা হয়; যেহেতু, ঘটভেদবত্তা অর্থাৎ ঘটভেদজ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে ঘটভেদাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবেরই ব্যবহার হইয়া থাকে।

আর উপাধ্যায়গণ, ঘটত্বত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক ঘটত্বাত্যন্তাভাবকেও ঘটভেদের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

হইতেন না, পরন্তু, তিনি নিজ-কথার অনুকূলে যুক্তি প্রদান করিতেন। যেহেতু, পণ্ডিত-সমাজে প্রবাদই আছে যে "নির্য্যুক্তিকস্তু প্রবাদো ন শ্রদ্ধেয়ঃ"। যাহা হউক, ইহাও কোন সম্প্রদায়ের কথা কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

যাহা হউক, এতদ্দূরে, পূর্ব্বোক্ত আপত্তি-খণ্ডনার্থ টীকাকার মহাশয়ের তিনটী উত্তর একে একে আলোচিত হইল; এক্ষণে, পরবর্ত্তী বাক্যে টীকাকার মহাশয় পুনঃরায় একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার যেরূপ উত্তর প্রদান করিতেছেন, আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত উত্তরের উপর পুনঃরায় আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার দুই প্রকারে সমাধান করিতেছেন। সুতরাং, অগ্রে দেখা যাউক, এই আপত্তিটী কি ?

আপত্তিটী এই যে, ঘটভেদাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাব যদি ঘটভেদ-স্বরূপ হয় সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে ঘটভেদাত্যন্তাভাব যে ঘটত্ব, সেই ঘটত্বের অত্যন্তাভাবই ঘটভেদ-স্বরূপ হইল, আর, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, "ঘটত্বং নাস্তি", এই যে ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে ঘটত্বাত্যন্তাভাব, তাহা ঘটভেদ-স্বরূপ হউক ? কিন্তু, এরূপ ত হয় না,

এবং এরূপ ব্যবহারও ত পরিদৃষ্ট হয় না; সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটী ভুল, অর্থাৎ ঘট-ভেদাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবটী কখন ঘটভেদ-স্বরূপ হয় না।

এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় দুইটী কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে, প্রথমটী এই যে, ঘট-ভেদের অত্যন্তাভাবকে ধরিয়া যে ঘটত্বকে পাওয়া যায়, সেই ঘটত্বের যে অত্যন্তাভাব, তাহা ঘটভেদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাব, এবং এই প্রকার ঘটত্বাত্যন্তাভাবই ঘটভেদ-স্বরূপ হইবে, পরন্তু, "ঘটত্বং নাস্তি" এই রূপে অর্থাৎ ঘটত্বত্বরূপে যে ঘটত্বকে পাওয়া যায়, সেই ঘটত্বের যে অত্যন্তাভাব, অর্থাৎ ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে ঘটত্বাত্যন্তাভাব, তাহা ঘটভেদ স্বরূপ হয় না। যেহেতু, যেখানে ঘটভেদের জ্ঞান হয়, সেখানে ঘটভেদের অত্যন্তা-ভাবের অত্যন্তাভাবেরই ব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু, "ঘটত্বং নাস্তি" এই রূপ ঘটত্বত্বরূপে ঘটত্বাত্যন্তাভাবের ব্যবহার হয় না। সুতরাং, "ঘটত্বং নাস্তি" এই ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে ঘটত্বাত্যন্তাভাব তাহা যে, ঘটভেদ-স্বরূপ হয়, এ কথা অভিপ্রেতই নহে। ইহাই হইল উক্ত আপত্তির প্রথম উত্তর। এইবার দেখা যাউক, ইহার দ্বিতীয় উত্তরটী কি?—

এই আপত্তির দ্বিতীয় উত্তর এই যে, উপাধ্যায়গণের মত যদি ধরা যায়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, উক্ত আপত্তিটাই আমাদের অভীষ্ট। অর্থাৎ "ঘটত্বং নাস্তি" ইত্যাকারক যে ঘটত্বাত্যন্তাভাব এবং "ঘটো ন" এই প্রকার যে ঘটভেদ, ইহারা উভয়ে অভিন্নই বটে। যেহেতু, উপাধ্যায়গণ, ধর্ম্মীর ভেদ ও ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবকে এক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। অর্থাৎ, এখানে ধর্ম্মী যে ঘট, তাহার ভেদ, এবং ধর্ম্ম যে ঘটত্ব, তাহার অত্যন্তাভাব; ইহারা উভয়ে এক, উভয়েই সমনিয়ত।

আর যদি, একটু ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও, উপাধ্যায়গণ যে কেন এরূপ মতাবলম্বী তাহা, অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, দেখ, যেখানে ঘটভেদ বিদ্যমান, সেখানে ঘটত্ব-জাতির অভাবও যে বিদ্যমান, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? ঘট-ভেদটী পটাদিতে থাকে, সেখানে ঘটত্ব-জাতি কস্মিন্ কালেও থাকিতে পারে না। যেহেতু, ঘটত্ব-জাতি নিয়তই ঘটের উপর থাকে। সুতরাং, ঘটভেদ বলিলে ঘটত্ব-জাতির অত্যন্তা-ভাবই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয়। তাহার পর, আরও দেখা যায়, ব্যক্তিজ্ঞানের পূর্ব্বে জাতিজ্ঞানটী জন্মে, নচেৎ ব্যক্তিজ্ঞানটীই জন্মিতে পারে না। যেমন, ঘটজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে ঘটত্ব-জাতির জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং, যাহাতে ব্যক্তিজ্ঞানের ভেদ বিদ্যমান থাকে, তাহাতে সেই ব্যক্তি-সম্পর্কীয় জাতিজ্ঞান যে পূর্ব্ব হইতেই নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহা হউক, দেখা গেল, উপাধ্যায়গণের মতে এই আপত্তিটী আপত্তি-পদবাচ্যই হইতে পারে না। আর উপাধ্যায়গণের মতের সাহায্য গ্রহণ না করিলেও যে, এই আপত্তিটী অমূলক তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে "উপাধ্যায়" শব্দের অর্থ পণ্ডিত, অথবা কোন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়-বিশেষ তাহা পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। ১৭৩ পৃষ্ঠা।

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি"-পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন।

টীকামূলম্।

ন চ এবং সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন এব সাধ্যাভাবাধিকরণত্বং বিবক্ষ্যতাং, কিং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাববৃত্তিত্বস্য প্রতিযোগিতা-বিশেষণত্বেন ?—ইতি বাচ্যম্।

কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাত্মত্বং†-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যত্বাভাবস্য বিশেষণতা-বিশেষেণ সাধ্যত্বে আত্মত্বাদি-হেতৌ অব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ ; কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবস্য বিশেষণতা-বিশেষেণ‡ সম্বন্ধেন যঃ অভাবঃ, তস্য অপি সাধ্য-স্বরূপতয়া§ কালিক-সম্বন্ধবদ্ বিশেষণতা-বিশেষঃ অপি সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধঃ, তেন সম্বন্ধেন আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যত্বরূপ-সাধ্যাভাববতি আত্মনি হেতোঃ* আত্মত্বস্য বৃত্তেঃ।

বঙ্গানুবাদ।

আর সেই রূপ সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ দ্বারাই সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে বলা হউক, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাববৃত্তি"কে সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতার বিশেষণ করিবার আবশ্যকতা কি ? এরূপ কথা বলিতে পার না।

যেহেতু, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবকে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করিলে আত্মত্বাদি হেতুতে অব্যাপ্তিরূপ আপত্তি হয়। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যের যে অভাব, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে আবার যে অভাব, তাহাও সাধ্য-স্বরূপ হয় ; এজন্য, কালিক-সম্বন্ধের ন্যায় স্বরূপ-সম্বন্ধটীও সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়, আর সেই সম্বন্ধে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতারূপ যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ যে আত্মা, তাহাতে হেতু আত্মত্বের বৃত্তি থাকে। (সুতরাং, উক্ত বিশেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে।)

† "-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাত্মত্ব-" = "-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাত্মত্ব-"। প্রঃ সং।
‡ "-বিশেষেণ সম্বন্ধেন" = "-বিশেষসম্বন্ধেন"। প্রঃ সং। চৌঃ সং।
§ "সাধ্যস্বরূপতয়া" = "সাধ্যরূপতয়া"। প্রঃ সং। চৌঃ সং। সোঃ সং। * "হেতোঃ" = "হেতৌ"। চৌঃ সং।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া টীকাকার মহাশয়, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে বলিয়াছেন, সেই সম্বন্ধ-মধ্যস্থ "সাধ্যসামান্যীয়"পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন উপলক্ষে ঐ সম্বন্ধের উপর অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে, যে প্রকার আপত্তি-সমূহ উঠিতে পারে, তাহাদের মীমাংসা করিলেন, এক্ষণে, পরবর্ত্তী বাক্যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিতেছেন।

ব্যাখ্যা—এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে "সাধ্যসামান্যীয়" পদের ব্যাবৃত্তি এবং তৎসংক্রান্ত নানা

জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সম্বন্ধ-মধ্যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

সুতরাং, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" ইহার মধ্যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশের প্রয়োজন কি? কেবল, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে" সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে বলিলে কি দোষ হয়?

এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন, যে, যদি ইহা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে এমন সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল আছে, যেখানে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। এবং যদি ইহা দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর ঐ দোষ ঘটে না।

এখন, এই কথাটী যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগের দেখিতে হইবে—

১। এই অনুমিতি-স্থলটী কি?

২। ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল কি না?

৩। এস্থলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী কোন্ সম্বন্ধ হয়?

৪। এই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণ প্রযুক্ত হয়?

৫। এস্থলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশটুকু না দিয়া কেবল "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" বলিলে অপর কোন্ সম্বন্ধকে পাওয়া যায়?

৬। ঐ অপর সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়?

৭। কেবল সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ বলিলে যদি দুইটী সম্বন্ধকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটী সম্বন্ধ অনুসারে অব্যাপ্তি হইলেই বা লক্ষণ-সমন্বয়ের পক্ষে ক্ষতি কি? সেই অন্য সম্বন্ধে ত লক্ষণ প্রযুক্ত হইতে পারে?

৮। বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তে প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি কি রূপ?

যেহেতু, এই আটটী বিষয় অবগত হইতে পারিলে বর্ত্তমান প্রসঙ্গের প্রায় সকল কথাই যথাক্রমে বর্ণিত হইতে পারিবে।

যাহা হউক, এখন একে একে দেখা যাউক, এই বিষয় আটটী কি? অতএব প্রথম দ্রষ্টব্য ;—

১। এই অনুমিতি-স্থলটী কি?

অর্থাৎ, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশটুকু না দিলে যে স্থলে অব্যাপ্তি হয়, সে স্থলটী কি?

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, সেই স্থলটী হইতেছে—

"কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-আত্মত্বপ্রকারক-প্রমাবিশেষ্যত্বাভাববান্ } আত্মত্বাৎ।

অর্থাৎ, "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী, যখন স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, এবং আত্মত্বটী হেতু" হয়, তখন যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশটুকু না দিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

এখন দেখ, এই অনুমিতি-স্থলটীর অর্থ কি? যেহেতু, অনেকের পক্ষে প্রথম প্রথম ইহার অর্থই দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হয়।

"আত্মত্ব-প্রকারক" শব্দের অর্থ—আত্মার ধর্ম্ম যে আত্মত্ব, তাহা হইয়াছে প্রকার যাহার, তাহা আত্মত্ব-প্রকারক। অর্থাৎ "এইটী আত্মা" এই প্রকার আত্ম-বিষয়ক সবিকল্পক-জ্ঞানে আত্মত্বটী হয় "প্রকার"; যেমন, সবিকল্পক-ঘট-জ্ঞানে ঘটত্বটী হয় "প্রকার"। এই জ্ঞান দুই প্রকার হইতে পারে; যথা, প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান, এবং অপ্রমা অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞান। সুতরাং, "এইটী আত্মা" এই প্রকার সবিকল্পক-জ্ঞান যখন প্রমা হয়, তখন তাহা আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমা-পদবাচ্য হয়; আর এই প্রমাজ্ঞানের যে বিশেষ্যতা তাহাই, "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা। বলা বাহুল্য, এই বিশেষ্যতাটী স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে আত্মার উপর। যেহেতু, এই বিশেষ্যতাটী স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে বিশেষ্যের উপর এবং এই বিশেষ্য হয় "আত্মা"। যেমন, সবিকল্পক-ঘট-জ্ঞানে ঘটটী হয় ঐ জ্ঞানের বিশেষ্য। এ স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সবিকল্পক জ্ঞান মাত্রেরই "প্রকারতা" ও "বিশেষ্যতা" থাকে; তন্মধ্যে, প্রকারতা থাকে ধর্ম্মের উপর, এবং বিশেষ্যতা থাকে ধর্ম্মীর উপর। যেমন, সবিকল্পক-ঘট-জ্ঞানে প্রকারতা থাকে ঘটত্বে, এবং বিশেষ্যতা থাকে ঘটে। তাহার পর দেখ, এই আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাটী স্বরূপ-সম্বন্ধে যেমন আত্মার উপর থাকে, তদ্রূপ কালিক-সম্বন্ধে থাকে "জন্য" ও "মহাকালের" উপর; অর্থাৎ, তখন আর ইহা আত্মার উপর থাকে না। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সকল জিনিষই থাকে "জন্য" ও "মহাকালের" উপর। সুতরাং, "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব" বলিতে বুঝিতে হইবে যে, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা কালিক-সম্বন্ধে যেখানে থাকে না, সেই স্থানে সেই না থাকা রূপ অভাবটী। এখন, এই অভাবকে সাধ্য করায় এবং আত্মত্বকে হেতু করায় বুঝিতে হইবে যে, এই অভাবটী "জন্য" ও "মহাকাল" ভিন্ন নিত্য আত্মায় আছে; যেহেতু; আত্মত্ব সেখানে বিদ্যমান,—এইরূপ একটী অনুমিতি করা হইতেছে। ফলকথা—"এইটী আত্মা" এই প্রকার আত্মবিষয়ক-সবিকল্পক-যথার্থ-জ্ঞানে আত্মার উপর যে বিশেষ্যতা থাকে, সেই বিশেষ্যতা যে, কালিক-সম্বন্ধে আত্মার উপর থাকে না, অর্থাৎ বিশেষ্যতার যে অভাব, তাহাই আত্মস্বরূপ হেতুকে অবলম্বন করিয়া এস্থলে অনুমান করা হইতেছে। সুতরাং, সংক্ষেপে ইহার অর্থ হইল এই রূপ;—

আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমা="এইটী আত্মা" এইরূপ সবিকল্পক-যথার্থ-জ্ঞান।

আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্য=আত্মা।

আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা=আত্মার ধর্ম্মবিশেষ। ইহা থাকে আত্মাতে।

ইহার কালিক-সম্বন্ধে অভাব=আত্মা প্রভৃতি নিত্য পদার্থে ইহার যে অভাব তাহা।

যাহা হউক ইহাই হইল উপরি উক্ত অনুমিতি-স্থলটীর অর্থ।

এক্ষণে দেখা যাউক—

২। ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল কি না?

কারণ, ইহা সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল না হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-প্রয়াস বৃথা হইয়া যায়।

ইহার উত্তরে এই বলা হয় যে, ইহা একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলই বটে। কারণ, এখানেও দেখা যায়—হেতু আত্মত্ব যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য যে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহা সেই সেই স্থলেও স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে। কারণ, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাটী স্বরূপ-সম্বন্ধে আত্মার উপর থাকিলেও ইহা কালিক-সম্বন্ধে থাকে জন্য-পদার্থ এবং মহাকালের উপর। যেহেতু, কালিক-সম্বন্ধে সকল পদার্থই থাকে জন্য-পদার্থ ও মহাকালের উপর। সুতরাং, এই আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব থাকে কাল-ভিন্ন নিত্য পদার্থের উপর। কারণ, কাল-ভিন্ন নিত্য-পদার্থের উপর কালিক-সম্বন্ধে কেহই থাকে না। ওদিকে, আত্মা, নিত্য-পদার্থ, এবং হেতু আত্মত্ব থাকে আত্মার উপর; সুতরাং, হেতু আত্মত্ব যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, সেই সেই স্থানেও থাকিল। অর্থাৎ অনুমিতিটী সদ্ধেতুক অনুমিতিরই স্থল হইল।

এইবার দেখা যাউক—

৩। এস্থলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী" কোন্ সম্বন্ধ হয়? দেখ এখানে—

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=স্বরূপ। কারণ, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবই স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য।

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব=স্বরূপ-সম্বন্ধে ঐ সাধ্যের অভাব। ইহা এখানে "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা"। কারণ, উক্ত আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধেই সাধ্য; তাহার যে স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব, তাহা আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্য-তার সমনিয়ত।

"এই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা"=আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্য-তার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগিতা। কারণ, সাধ্যাভাব যে আত্মত্ব-

প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা, তাহার কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরিলেই উক্ত সাধ্যকে পাওয়া যায়। সুতরাং, এই প্রতিযোগিতা থাকে সাধ্যাভাবের উপর।

"এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ"=কালিক। কারণ, সাধ্যাভাব যে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা, তাহার কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরায় সাধ্যকে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং, সাধ্যের প্রতিযোগিতাটী সাধ্যাভাবে থাকিল ও তাহা কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইল।

নিম্নের চিত্রটী এতদুদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে। যথা ;—

সাধ্য	সম্বন্ধ	সাধ্যাভাব	সম্বন্ধ	সাধ্যাভাবাভাব=সাধ্য।
আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমা-বিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য। (ঘ)	=ইহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব= (ক)	=আত্মত্ব-প্রকা-রক-প্রমা-বিশেষ্যতা। (খ)	=ইহার কালিক-সম্বন্ধে অভাব= (গ)	আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমা-বিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য। (ঘ)

(ক) এই সম্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ। কারণ, এই সম্বন্ধে সাধ্য করা হইয়াছে।

(খ) ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব।

(গ) এই সম্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ। বস্তুতঃ, এই সম্বন্ধের প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি নিমিত্তই বর্ত্তমান প্রসঙ্গ।

(ঘ) ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাক অভাব।

সুতরাং দেখা গেল, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী হইল এস্থলে "কালিক"।

এক্ষণে দেখা যাউক—

৪। এই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হয়? দেখ এখানে—

সাধ্য=আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল "স্বরূপ"।

সাধ্যাভাব=আত্মত্ব প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা। কারণ, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে যে অভাব, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলেই, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাকে পাওয়া যায়। আর এই সাধ্যাভাব ধরিবার সময়, এস্থলে এই স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে; যেহেতু, এই সম্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ, এবং ব্যাপ্তি-লক্ষণ-প্রয়োগকালে সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেই তাহা ধরিতে হইবে, ইহা টীকাকার মহাশয় "সাধ্যাভাব" পদের রহস্য-বর্ণনকালে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=জন্য-পদার্থ ও মহাকাল। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সকল পদার্থই থাকে জন্য-পদার্থ ও মহাকালের উপর। এবং এই কালিক-সম্বন্ধেই এস্থলে সাধ্যাভাবের

অধিকরণ ধরিতে হইবে; যেহেতু, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" এবং ইহা যে এখানে কালিক-সম্বন্ধ, তাহা ইতি-পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = জন্য-পদার্থ বা মহাকাল-নিরূপিত বৃত্তিতা।

এই বৃত্তিতার অভাব = ইহা থাকে, জন্য ও মহাকাল ভিন্ন পদার্থের ধর্ম্মের উপর। আর এই পদার্থ যদি এস্থলে "আত্মা" ধরা যায়, তাহা হইলে এই বৃত্তিত্বাভাব থাকিবে আত্মত্বের উপর। কারণ, আত্মত্ব থাকে আত্মার উপর।

ওদিকে, এই আত্মত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণটী এই স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারিল।

এইবার দেখা যাউক—

৫। এস্থলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই বিশেষণ-টুকু না দিয়া কেবল "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" বলিলে অপর কোন্ সম্বন্ধকে পাওয়া যায়?

এতদুত্তরে পাওয়া যায় যে, ঐ বিশেষণটুকু না দিলে ঐ সম্বন্ধটী "কালিক" অথবা "স্বরূপ" এই দুইটী সম্বন্ধের মধ্যে যে কোনটিকেই ধরা যাইতে পারে। কারণ, দেখ এখানে—

সাধ্য = আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা = সাধ্যাভাবের যে অভাব ধরিলে সমগ্র সাধ্য-স্বরূপ হয়, সেই অভাবের প্রতিযোগিতা; সুতরাং, যে প্রতিযোগিতা সাধ্যাভাবের উপর থাকে, ইহা সেই প্রতিযোগিতা। অতএব দেখা যাইতেছে, এই প্রতিযোগিতা-নির্ণয় করিতে হইলে অগ্রে সাধ্যাভাবটী নির্ণয় করিতে হইবে; কারণ, এস্থলে সেই সকল সাধ্যাভাবই প্রয়োজন, যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাকে পাওয়া যায়। যেহেতু, সাধ্যাভাবও সাধ্যের নানা সম্বন্ধে অভাব ধরিয়া লাভ করা যাইতে পারে। সুতরাং, এই সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা-নির্ণয়-নিমিত্ত অগ্রে সাধ্যাভাবটী নির্ণয় করা যাউক—

সাধ্যাভাব = এস্থলে এই সাধ্যাভাব দুইটী হইতে পারে। কারণ, উক্ত সাধ্যের দুইটী বিভিন্ন সম্বন্ধে অভাব ধরিয়া সেই দুইটী সাধ্যাভাবের পুনরায় দুইটী সম্বন্ধে অভাব ধরিলে উক্ত দুইটী সাধ্যাভাবের উপরেই সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা থাকে। কারণ, দেখ, সাধ্য = আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, ইহার যদি স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যাভাব হইল "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা," এখন, এই সাধ্যাভাবের আবার যদি কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে এই সাধ্যাভাবাভাবটী হইল "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার

কালিক-সম্বন্ধে অভাব"। বস্তুতঃ, ইহাই হইতেছে সাধ্য-স্বরূপ ; সুতরাং, সাধ্যের যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, এবং তাহার যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহা হয় সাধ্য-স্বরূপ। আর তজ্জন্য, সাধ্যের যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহার উপর সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা পাওয়া গেল। সুতরাং, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা লাভের জন্য স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক একটী সাধ্যাভাব পাওয়া যায়।

ঐরূপ সাধ্য যে, "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব" সেই সাধ্যের যে কালিক-সম্বন্ধে আবার অভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহাও হয় "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব"। সুতরাং, সাধ্যের, যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহার যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহাও হয় সাধ্য-স্বরূপ। আর তজ্জন্য, সাধ্যের যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহার উপর সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা পাওয়া গেল। সুতরাং, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা লাভের জন্য কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব-রূপ আর একটী সাধ্যাভাব পাওয়া যায়। ফলতঃ,—

প্রথম, সাধ্যাভাব = আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা, এবং

দ্বিতীয়, সাধ্যাভাব = আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাব।

এবং সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা থাকিল এই দুইটী সাধ্যাভাবের উপর। সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = "স্বরূপ" এবং "কালিক"। কারণ, প্রথম প্রকার সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে হয় সাধ্য-স্বরূপ, এবং দ্বিতীয় প্রকার সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে হয় সাধ্য-স্বরূপ।

নিম্নের চিত্রটী এ বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে। যথা ;—

সাধ্য	সম্বন্ধ	সাধ্যাভাব	সম্বন্ধ	সাধ্য
আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমা-বিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য। (ছ)	= ইহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব = (ক)	= আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা (গ)	= ইহার কালিক সম্বন্ধে অভাব = (ঙ)	আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমা-বিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য। (ছ)
	= ইহার কালিক সম্বন্ধে অভাব = (খ)	= আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমা-বিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের কালিক সম্বন্ধে অভাব (ঘ)	= ইহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব = (চ)	

(ক) এই সম্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। কারণ, সাধ্যটী স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরা হইয়াছে। উক্ত বৃত্ত্যন্ত বিশেষণটী দিলে এই সম্বন্ধ ধরিয়া (গ) চিহ্নিত সাধ্যাভাবকে ধরিয়া সেই সাধ্যাভাবের আবার (ঙ) চিহ্নিত কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরিয়া (ছ) চিহ্নিত সাধ্যকে পাওয়া যায়। এবং উক্ত বৃত্ত্যন্ত বিশেষণটী না দিলেও একার্য্য করিতে বাধা থাকে না।

(খ) এই সম্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ নহে। কারণ, সাধ্যটী স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা হইয়াছে। উক্ত বিশেষণটী দিলে এই সম্বন্ধে (ঘ) চিহ্নিত সাধ্যাভাবকে ধরিয়া সেই সাধ্যাভাবের আবার (চ) চিহ্নিত স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিয়া (ছ) চিহ্নিত সাধ্যকে পাওয়া যায় না। পরন্তু, উক্ত বিশেষণটী না দিলে এ পথে সাধ্যকে পাওয়া যায়।

(গ) এই সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব। উক্ত বিশেষণটী দিলে এই সাধ্যাভাবকে ধরিতে পারা যায়, আর তজ্জন্য ইহাকে ধরিয়া (ছ) চিহ্নিত সাধ্যকে লাভ করা যায়, এবং উক্ত বিশেষণটী না দিলেও এ কার্য্যে বাধা দিবার কেহ নাই।

(ঘ) এই সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব নহে। উক্ত বিশেষণটী দিলে এই সাধ্যাভাবকে ধরিতে পারা যায় না, আর তজ্জন্য ইহাকে ধরিয়া (ছ) চিহ্নিত সাধ্যকে পাওয়া যায় না, কিন্তু না দিলে এ পথে সাধ্যকে পাওয়া যায়।

(ঙ) এই সম্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। উক্ত বিশেষণটী দিলে এই সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ আর ইহার স্থানীয় হইতে পারে না। কিন্তু, উক্ত বিশেষণটী না দিলে এই সম্বন্ধটীকেও ধরিবার পক্ষে কোন বাধা থাকে না।

(চ) এই সম্বন্ধটী মাত্র সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ। উক্ত বিশেষণটী দিলে এই সম্বন্ধকে পাওয়া যায় না, কিন্তু, উক্ত বিশেষণটী না দিলে এই সম্বন্ধটীকেও পাওয়া যায়।

(ছ) ইহা সাধ্য, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাভাব, অথবা ইহাকে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাক অভাব", অথবা সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাক অভাব—দুইই বলা যাইতে পারে। ইহারই প্রতিযোগিতা সাধ্যাভাববৃত্তি হয়।

সুতরাং, দেখা গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাতে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই বিশেষণটুকু না দিয়া কেবল "সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" বলিলে "স্বরূপ" এবং "কালিক"—এই দুইটী সম্বন্ধকেই পাওয়া যায়, এবং পূর্ব্বোক্ত বিশেষণটুকু দিলে যে সম্বন্ধকে পাওয়া যায়, তাহা কালিক ভিন্ন আর কেহ যথা স্বরূপাদি) হয় না। সুতরাং, এখানে উক্ত অপর সম্বন্ধটী হইল "স্বরূপ"।

এস্থলে, এইটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত বিশেষণটী দিলে যে সম্বন্ধকে পাওয়া যায়, উক্ত বিশেষণটী না দিলে সেই সম্বন্ধটী এবং তদ্ভিন্ন অপর একটী সম্বন্ধও পাওয়া গেল। কারণ, বিশেষণ দিলে পদার্থের পূর্ব্বাপেক্ষা সংকীর্ণতা ঘটে, এবং বিশেষণ-বিযুক্ত করিলে পদার্থের প্রসার বৃদ্ধি হয়। যেমন, "ধার্ম্মিক মনুষ্য" বলিলে যত মনুষ্যকে বুঝায়, "মনুষ্য" বলিলে তদপেক্ষা অধিক মনুষ্যকে বুঝায়।

যাহা হউক এইবার পরবর্ত্তী বিষয়টী আলোচনা করা যাউক, অর্থাৎ দেখা যাউক—

৬। উক্ত অপর সম্বন্ধে অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে? দেখ এখানে—

সাধ্য = আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য।

সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী হইল "স্বরূপ"।

সাধ্যাভাব = আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা। কারণ, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার

কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য হওয়ায় স্বরূপ-সম্বন্ধে ঐ সাধ্যের অভাব ধরিলে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাকেই পাওয়া যায়। আর এই সাধ্যাভাব যে স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইল, তাহার কারণ, ব্যাপ্তি-লক্ষণের সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে, ইহা টীকাকার মহাশয় ইতি পূর্ব্বে "সাধ্যাভাব"-পদের রহস্য-কথন-কালে বলিয়াছেন। ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = আত্মা। কারণ, সাধ্যাভাব যে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা, তাহা, উক্ত স্বরূপ-সম্বন্ধে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যের উপর থাকে, এবং আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্য হয়—আত্মা।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = আত্ম-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে আত্মত্বাদির উপর। কারণ, আত্মত্বাদি আত্মবৃত্তি হয়।

এই বৃত্তিতার অভাব = ইহা থাকে আত্মত্বাদি-ভিন্নের উপর।

ওদিকে, এই আত্মত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

অতএব, দেখা গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধ-মধ্যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই বিশেষণটুকু না দিয়া কেবল "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে" বলিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

এখন, কিন্তু, এ কথায় একটী আপত্তি উঠিতে পারে এই যে,—

৭। উক্ত বিশেষণটী না দিলে যদি "স্বরূপ" এবং "কালিক" এই দুইটী সম্বন্ধকেই পাওয়া যায়, এবং যদি তন্মধ্যে একটী সম্বন্ধ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, কিন্তু, অন্য সম্বন্ধে তাহা হয় না, তখন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যে সম্বন্ধে ধরিলে লক্ষণ যায়, সেই সম্বন্ধ ধরিয়া লক্ষণ-সমন্বয় করিব?

ইহার উত্তর এই যে, ইহাতেও দোষ আছে। কারণ, একটী লোককে কোন স্থানে যাইবার জন্য যদি এমন একটী পথ-নির্দ্দেশ করা যায় যে, সে পথে কিয়দ্দূর যাইয়া সে ব্যক্তি অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে যেমন সেই পথটী সেই স্থানের প্রকৃত পথ নহে, তদ্রূপ, এস্থলেও তাহা হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রকৃত ব্যাপ্তির লক্ষণ হইতে পারে না।

দেখ, ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইতেছে,—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।" ইহার অবৃত্তিত্ব অর্থাৎ বৃত্তিতাভাবটী সামান্যাভাব হওয়া আবশ্যক, ইহা টীকাকার মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন ৪০পৃষ্ঠা। এক্ষণে, যদি "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকীভূত যে-কোন সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা" হেতুতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব হেতুতে থাকিবে না। কারণ, "কোন এক রূপে" যদি বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে থাকে, তাহা হইলে

তাহা বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব না হইয়া বিশেষাভাব হইয়া উঠিবে। ইহার কারণ, বৃত্তিত্বাভাবকে "কোন এক রূপে" বিশেষিত করা হইল। অর্থাৎ, যাহার সামান্যাভাব কথিত হয়, তাহাকে কোন রূপেই বিশেষিত করা চলে না।

সুতরাং, দুইটী সম্বন্ধের মধ্যে একটীর সাহায্যে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী আর নির্দ্দোষ হইতে পারে না। অগত্যা, উক্ত বিশেষণটী দিয়া দুইটী সম্বন্ধের সম্ভাবনা-নিবারণ করা আবশ্যক।

যাহা হউক এইবার দেখা যাউক—

৮। উক্ত "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, এবং আত্মত্ব হেতু" এই অনুমিতি-স্থলের প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি কি রূপ ? অর্থাৎ, দেখা যাউক—

(ক) "আত্মত্ব-প্রকারক" পদটী কেন ?

(খ) "প্রমা" পদটী কেন ?

(গ) "বিশেষ্যতা" পদটী কেন ?

যেহেতু, পণ্ডিত-সমাজে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে, এবং ইহাতে ন্যায়-বিচারের কৌশল-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে ; অতএব দেখা যাউক, প্রথম—

(ক) "আত্মত্ব-প্রকারক" পদটী কেন ?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলে যদি "আত্মত্ব-প্রকারক" পদটী না দেওয়া যায়, অর্থাৎ কেবল "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া আত্মত্বকে হেতু" করা হয়, তাহা হইলে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার অন্তর্গত অর্থাৎ 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক-সম্বন্ধের' অন্তর্গত 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি' এই অংশটী না দিলে উক্ত উভয় স্থলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ-প্রদর্শন করিতে পারা যায় ; কিন্তু, ঐ অংশের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু লঘুনিবেশ করিয়া ঐ সম্বন্ধটীর যদি বিশেষণান্তর দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত অনুমিতি-স্থলে "আত্মত্ব-প্রকারক" এই বিশেষণটী দিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষটী নিবারিত হয় না ; কিন্তু, "আত্মত্ব-প্রকারক" এই বিশেষণটী না দিলে উক্ত লঘুনিবেশ বশতঃই সে অব্যাপ্তি নিবারিত হয়। ফলে, এই দাঁড়াইল যে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে ঐ অংশটী না দিয়া উহার স্থলে লঘুনিবেশ করিলেও "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি থাকে, দেখান যায়। কিন্তু, কেবল "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলে উক্ত অব্যাপ্তি ঘটে না, দেখান যায়। সুতরাং, উক্ত সম্বন্ধের উক্ত বিশেষণটীর প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শন-জন্য উক্ত অনুমিতি-স্থলে "আত্মত্ব-প্রকারক" বিশেষণটী আবশ্যক।

এখন, দেখা যাউক, ইহার কারণ কি ? কিন্তু, এই কারণটী বুঝিবার জন্য এই বিষয়টীকে নিম্ন-লিখিত ভাগে বিভক্ত করিলে বোধ হয় বিষয়টী সহজে বুঝা যাইতে পারিবে। যথা ;—

১। যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশটী না দিলে "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

২। ঐ "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" অংশটী না দিলে কেবল "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

৩। উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি"-অংশটীর পরিবর্ত্তে যে লঘুনিবেশ করা হইবে. সেই নিবেশ-সম্বলিত-সম্বন্ধের আকার কি রূপ ?

৪। উক্ত নিবেশ-শতঃ সম্বন্ধটী লঘু কিসে ?

৫। উক্ত লঘুনিবেশ-সম্বলিত-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কেবল "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভব স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলে কেন অব্যাপ্তি হয় না ?

৬। উক্ত লঘুনিবেশ-সম্বলিত সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলে কেন অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়?

৭। উক্ত লঘুনিবেশের পরিবর্ত্তে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" বিশেষণটী দিলে কি করিয়া "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার-কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলটীতে অব্যাপ্তি হয় না, এবং কেবল "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলটীর অব্যাপ্তিও নিবারিত হয়।

যাহা হউক, এইবার এই বিষয়গুলি একে একে আলোচনা করা যাউক :—

১। এ বিষয়টী ইতিপূর্ব্বে ১৭৬-১৮৪ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং, দ্বিতীয় বিষয়টী এখন আলোচনা করা যাউক, অর্থাৎ দেখা যাউক্—

২। "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশটী, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধ-মধ্যে না দিলে কেবল "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়।

দেখ, এখানে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে,তাহা হইতেছে "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" এবং এই সম্বন্ধ এখানে "কালিক" ও "স্বরূপ" দুইই হইবে; কারণ, সাধ্যরূপ "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের" যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহার আবার যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহা হয় সাধ্যরূপ "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব" ;

এবং সাধ্যরূপ "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের" যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহার আবার কালিক-সম্বন্ধে অভাবও হয় সাধ্যরূপ "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক সম্বন্ধে অভাব"। সুতরাং, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল এস্থলে—"কালিক" ও "স্বরূপ"।

এখন, এই দুইটী সম্বন্ধের মধ্যে যদি স্বরূপ-সম্বন্ধকে লইয়া উক্ত "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর প্রয়োগ করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে অব্যাপ্তি-দোষ হইবে। কারণ, দেখ এই স্থলটী হইল—

"প্রমাবিশেষ্যত্বাভাববান্ আত্মত্বাৎ।"

এখানে, সাধ্য=প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে হইল "স্বরূপ"। এই স্বরূপ-সম্বন্ধে—

সাধ্যাভাব=প্রমাবিশেষ্যতা। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে অভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়—এরূপ একটী নিয়ম আছে, এবং সাধ্যাভাবও যে স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহা ৭৯ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। এখন, স্বরূপ-সম্বন্ধে—

সাধ্যাভাবের অধিকরণ=প্রমাজ্ঞানের যাবৎ বিষয়, অর্থাৎ সকল পদার্থ। কারণ,যাহা জ্ঞানের বিশেষ্য হয় তাহাতে বিশেষ্যতা থাকে। সুতরাং,এই অধিকরণ এখানে আত্মা হউক।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=আত্ম-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে আত্মত্বাদির উপর।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহা আত্মত্বের উপর থাকিল না।

ওদিকে, এই আত্মত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

বলা বাহুল্য, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এস্থলে "কালিকটী" অবশিষ্ট থাকিলেও এবং সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি না ঘটিলেও উভয় সম্বন্ধকে পাওয়ায় বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব পাওয়া যায় না; সুতরাং; উক্ত অব্যাপ্তি অনিবারিতই থাকে।

এইবার দেখা যাউক—

৩। উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" অংশটীর পরিবর্ত্তে যে লঘুনিবেশ করা হইবে, সেই নিবেশ-সম্বলিত উক্ত আলোচ্য সম্বন্ধের আকারটী কি রূপ?

এতদুত্তরে বলা হয় ইহার আকার এই;—

"সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি-যোগিতার আশ্রয় হয় লক্ষণ ঘটক সাধ্যাভাব, সেই সম্বন্ধটীই ঐ সম্বন্ধ।"

অর্থাৎ, যেখানে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত সম্বন্ধ একাধিক হইবে, সেখানে ঐ একাধিক সম্বন্ধের মধ্যে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের আবার অভাব সম্ভব হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে; আর যেখানে ঐ সম্বন্ধটী একটী হইবে, সেখানে

যদি ঐ সম্বন্ধেই সাধ্যাভাবের আবার অভাব সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে। বস্তুতঃ, ঐ সম্বন্ধ একটী হইলে সাধ্যাভাবের আবার ঐ সম্বন্ধে অভাব সর্ব্বত্রই সম্ভব হয়।

এইবার দেখা যাউক—

৪। উক্ত নিবেশবশতঃ সম্বন্ধটী লঘু কিসে ?

ইহার উত্তর এই যে, উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধ-মধ্যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই বিশেষণটী দিলে উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (৮৯ পৃষ্ঠা) পর্য্যাপ্তি-প্রদান প্রয়োজন হয় ; কিন্তু, ঐ বিশেষণটী না দিয়া উক্ত নিবেশটী মাত্র করিলে আর পর্য্যাপ্তি-প্রদান প্রয়োজন হয় না ; কারণ, যে সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তি প্রয়োজন হয়, সেই সম্বন্ধটী নিবেশ-মধ্যে নাই। সুতরাং, নিবেশ বশতঃ সম্বন্ধটী লঘুই হয়।

এইবার দেখা যাউক :—

৫। উক্ত লঘু-নিবেশ-সম্বলিত-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কেবল "প্রমা-বিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু"-স্থলে কেন অব্যাপ্তি হয় না ?

দেখ এখানে, সাধ্য=প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য।

সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল "স্বরূপ"।

সাধ্যাভাব=প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, অর্থাৎ প্রমাবিশেষ্যতা। ইহা যে স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহা লক্ষণ-ঘটক "সাধ্যাভাব"-পদের রহস্য-কথন-কালে কথিত হইয়াছে। ৭৯ পৃষ্ঠা।

সাধ্যাভাবের অধিকরণ=জন্য-পদার্থ ও মহাকাল। কারণ, এই অধিকরণ এখানে কালিক-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, এবং কালিক-সম্বন্ধে সকল জিনিষই জন্য পদার্থ ও মহাকালে থাকে। এখন, দেখা আবশ্যক, এই অধিকরণটী উক্ত নিবেশ-সমন্বিত-সম্বন্ধে ধরিলেও কি করিয়া "কালিক" হয়। দেখ, উক্ত নিবেশ-সম্বলিত-সম্বন্ধ হইতেছে—

> "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত, যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতার আশ্রয় হয়, লক্ষণঘটক সাধ্যাভাব সেই সম্বন্ধটীই ঐ সম্বন্ধ।"

সুতরাং, এখানে সাধ্যরূপ "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের" যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহার আবার যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহা হয় সাধ্যরূপ "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব" ; এজন্য, এরূপে "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-সম্বন্ধ" হইল "স্বরূপ"। ঐরূপ, উক্ত সাধ্যরূপ "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের" যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহার আবার যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব ; তাহা হয় সাধ্যরূপ "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব।" সুতরাং, উক্ত "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-সম্বন্ধটী" এইরূপে হইল

"কালিক"। কিন্তু, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-সম্বন্ধ এই "স্বরূপ" ও "কালিকের" মধ্যে স্বরূপ-সম্বন্ধটীর দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহার আশ্রয় লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব হয় না; কারণ, লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে "স্বরূপ" সেই স্বরূপ-সম্বন্ধেই সাধ্যের অভাব; আরঐ স্বরূপ-সম্বন্ধে ঐ সাধ্যাভাব এখানে "প্রমাবিশেষ্যতা", এবং প্রমাবিশেষ্যতা সর্ব্বত্র থাকে। সুতরাং, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব অপ্রসিদ্ধ। অতএব, এই স্বরূপ-সম্বন্ধটী "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার আশ্রয় হয় লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব, সেই সম্বন্ধ হইতে পারিল না। অগত্যা, অবশিষ্ট কালিক-সম্বন্ধটীই ঐরূপ সম্বন্ধ হয়। আর বাস্তবিক, এই কালিক-সম্বন্ধটীই ঐ সম্বন্ধ হয়। কারণ, দেখ, ইহা সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত সম্বন্ধ হইয়া 'যে প্রতিযোগিতার' অবচ্ছেদক হয়, সেই প্রতিযোগিতাটীরই আশ্রয় হয় লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব, অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব। যেহেতু, লক্ষণ-ঘটক অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব হয় "প্রমাবিশেষ্যতা", এবং তাহার কালিক-সম্বন্ধে অভাব অপ্রসিদ্ধ হয় না। যেহেতু, ঐ অভাব থাকে নিত্যে। এক কথায়, এই কালিক-সম্বন্ধটী সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত সম্বন্ধ হইল, এবং লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবের এই সম্বন্ধে অভাবও পাওয়া গেল। অতএব, উক্ত নিবেশ-সম্বলিত-সম্বন্ধটী হইল "কালিক", এবং সেই সম্বন্ধেই সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ, তাহা হইল "জন্য-পদার্থ" ও "মহাকাল"।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = জন্য-পদার্থ ও মহাকাল-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে জন্য-পদার্থ ও মহাকালের ধর্ম্মের উপর।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = ইহা থাকে আত্মত্বাদির উপর। কারণ, আত্মত্বাদি, জন্য-পদার্থ বা মহাকালের উপর থাকে না।

ওদিকে, এই আত্মত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

অতঃপর দেখিতে হইবে,—

৬। উক্ত লঘু-নিবেশ-সম্বলিত-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলে কেন অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়? দেখ, এখানে স্থলটী হইতেছে;—

"আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যত্বাভাববান্ আত্মত্বাৎ"

এখানে, সাধ্য = আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল—"স্বরূপ"।

সাধ্যাভাব = স্বরূপ-সম্বন্ধে ঐ সাধ্যের অভাব, অর্থাৎ আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা। ইহা যে, স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহা লক্ষণ-ঘটক "সাধ্যাভাব"-পদের রহস্য-কথন-কালে কথিত হইয়াছে। ৭৯ পৃষ্ঠা।

সাধ্যাভাবের অধিকরণ = আত্মা, এবং জন্য-পদার্থ ও মহাকাল—সকলই হইবে; কারণ, স্বরূপ-সম্বন্ধে এই অধিকরণ ধরিলে ইহা হয় আত্মা, এবং কালিক-সম্বন্ধে ধরিলে ইহা হয় জন্য-পদার্থ ও মহাকাল। এখন দেখ, এই অধিকরণ, উক্ত নিবেশ-সম্বলিত-সম্বন্ধে ধরিলে কি করিয়া "কালিক" ও "স্বরূপ" এই দুই সম্বন্ধেই ধরা যায়। দেখ, নিবেশ-সম্বলিত-সম্বন্ধটী হইতেছে,—

সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার আশ্রয় হয় লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব, সেই সম্বন্ধটীই ঐ সম্বন্ধ।"

সুতরাং, এখানে সাধ্যরূপ "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের" যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহার আবার যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব তাহা হয় সাধ্যরূপ "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব"। এজন্য, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-সম্বন্ধ হইল "স্বরূপ"। ঐরূপ, উক্ত সাধ্যরূপ "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের" যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহা হয় "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা"। তাহার আবার যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহা হয়—সাধ্যস্বরূপ "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব"। সুতরাং, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-সম্বন্ধটীও এরূপে হইল—"কালিক"। এখন, তাহা হইলে, এই সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-সম্বন্ধ হইল স্বরূপ ও কালিক, এবং লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাটী, যেমন স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার আশ্রয় হয়, তদ্রূপ কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতারও আশ্রয় হয়। কারণ, লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে স্বরূপ-সম্বন্ধ, সেই স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে; সুতরাং,তাহা আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা-স্বরূপই হয়। এখন এই আত্মত্ব প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার স্বরূপ ও কালিক এতদুভয় সম্বন্ধেই অধিকরণ প্রসিদ্ধ হয়। কারণ, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার স্বরূপ-সম্বন্ধে আশ্রয় হয় কেবল "আত্মা", এবং কালিক-সম্বন্ধে হয়, জন্য-পদার্থ ও মহাকাল। সুতরাং, "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার আশ্রয় হয় সাধ্যাভাব, সেই সম্বন্ধ" উক্ত স্বরূপ ও কালিক এই উভয় সম্বন্ধই হইতে পারিল। আর তাহার ফলে, যদি স্বরূপ-সম্বন্ধে লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব যে "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা", তাহার অধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা হইবে আত্মা; এবং কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিলে তাহা হইবে "জন্য" ও "মহাকাল"। এখন দেখ যদি, এই

স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে—
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা=আত্ম-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে আত্মত্বাদির উপর। কারণ, আত্মত্বাদি আত্মাদিবৃত্তি হয়।
উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহা থাকে আত্মত্বাদি-ভিন্নের উপর। কারণ, আত্মত্বাদির উপর উক্ত বৃত্তিতাই থাকে।
ওদিকে, এই আত্মত্বই হেতু; স্থতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

অবশ্য, কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে অব্যাপ্তি হইত না বলিয়া কালিক-সম্বন্ধ ধরিয়া লক্ষণ-সমন্বয় করা চলে না; কারণ, তাহাতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব পাওয়া যাইবে না। একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। স্থতরাং, এরূপে অব্যাপ্তিই থাকিয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যখন "আত্মত্ব-প্রকারক" পদটী ছিল না, অর্থাৎ, কেবল প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী সাধ্য হইয়াছিল, সেখানে তখন সাধ্যাভাবরূপ যে প্রমাবিশেষ্যতা, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব অপ্রসিদ্ধ ছিল; এজন্য ঐ সম্বন্ধটী সেখানে কেবলই "কালিক" হইয়াছিল। কারণ, প্রমাবিশেষ্যতাটী স্বরূপ-সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই থাকে। তাহার ঐ সম্বন্ধে অভাব অসম্ভব। এস্থলে, সেরূপ হয় না বলিয়া স্বরূপ ও কালিক উভয় সম্বন্ধকেই পাওয়া গেল, এবং তজ্জন্য স্বরূপ-সম্বন্ধ ধরিয়া অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল। কিন্তু যদি,—

৭। উক্ত লঘুনিবেশের পরিবর্ত্তে—"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই বিশেষণটী দেওয়া যায়, তাহা হইলে "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলে অব্যাপ্তি হয় না, এবং "প্রমা-বিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু" স্থলেও তদ্রূপ অব্যাপ্তি হয় না।

কারণ, উক্ত "সাধ্যাভাববৃত্তি" পর্য্যন্ত অংশটী বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিলে উভয় স্থলেই ঐ সম্বন্ধ আর স্বরূপ ও কালিক—এতদুভয়ই হইতে পারিবে না; প্রত্যুত, তখন উহা কেবল মাত্র কালিকই হইবে। কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপ স্বরূপ-সম্বন্ধে উক্ত উভয় স্থলেই সাধ্যাভাব "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা", অথবা কেবল "প্রমাবিশেষ্যতা" হয়। তাহার কালিক-সম্বন্ধে অভাবই হয় সাধ্য-স্বরূপ, অন্য সম্বন্ধে অভাব সাধ্য-স্বরূপ হয় না। স্থতরাং, উক্ত সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ কেবল মাত্র কালিকই হয়। এখন, উক্ত উভয় স্থলেই উক্ত সাধ্যাভাব-দ্বয়ের কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ হইবে "জন্য ও মহাকাল"। তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব, হেতু আত্মত্বে থাকিবে, অর্থাৎ লক্ষণ যাইবে—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। একথা, ইতিপূর্ব্বে—যথাস্থানে সবিস্তারে কথিত হইয়াছে; স্থতরাং, এস্থলে ইহার বিস্তৃত আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

অতএব দেখা গেল, "আত্মত্ব-প্রকারক" এই বিশেষণটীর প্রয়োজনীয়তা আছে। কেবল "প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবকে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া আত্মত্বকে হেতু" করিলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিতে পারা যায় না।

কিন্তু "আত্মত্ব-প্রকারক" পদের এই ব্যাবৃত্তিটী কেহ কেহ প্রকারান্তরেও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এস্থলে "আত্মত্ব-প্রকারক" এই বিশেষণটী প্রদান করায় কৌশলে দুই প্রকার "আশঙ্কার" উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত আশঙ্কা দুইটী এই যে—"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যৎকিঞ্চিৎ (অর্থাৎ যে কোন) সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে," অথবা "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-সম্বন্ধ-সামান্যে (অর্থাৎ সেই রূপ যে যে সম্বন্ধ হয়, তাহার প্রত্যেক সম্বন্ধে) সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে ? এস্থলে, বৃত্ত্যন্ত অংশটুকু না থাকিলেও এই সন্দেহই থাকিয়া যাইবে। বস্তুত; এই দ্বিবিধ আশঙ্কারই উত্তর এক স্থল দ্বারা প্রদান করা গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। অর্থাৎ অনুমিতি-স্থলে "আত্মত্ব-প্রকারক" বিশেষণটী দিলে উক্ত উভয় আশঙ্কারই উত্তর হয়। কারণ, দেখ অনুমিতি-স্থলে "আত্মত্ব-প্রকারক" বিশেষণটী না দিলে এবং সম্বন্ধ-মধ্যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই বৃত্ত্যন্ত-অংশটুকু না দিলে উক্ত "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভুত যৎ-কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ" হয়,— স্বরূপ ও কালিক-সম্বন্ধ মধ্যে যে-কোন একটী মাত্র সম্বন্ধ, এবং উক্ত সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভুত সম্বন্ধ-সামান্য হয়—স্বরূপ এবং কালিক এতদুভয় সম্বন্ধই।

এখন যদি, উক্ত "যৎ-কিঞ্চিৎ"-পক্ষ অবলম্বন করা যায়, অর্থাৎ স্বরূপ ও কালিক-সম্বন্ধের মধ্যে কোন একটী সম্বন্ধে-সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে কেবল প্রমাবিশেষ্যতা-রূপ যে সাধ্যাভাব, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে-অধিকবণ হইবে "আত্মা"। কারণ, আত্মারও প্রমা জ্ঞান হয়—আত্মা-বিশেষ্যক প্রমাজ্ঞান সম্ভব। এই আত্ম-নিরূপিত বৃত্তিতাই থাকে আত্মত্বে, ঐ আত্মত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব থাকিল না, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

অবশ্য, এস্থলে কালিক-সম্বন্ধে প্রমাবিশেষ্যতা-রূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে পারা যাইত, এবং তাহাতে ঐ অব্যাপ্তি হইত না; কিন্তু, বৃত্তিত্বাভাবটী যখন সামান্যাভাব হইবার কথা, তখন এই কালিক-সম্বন্ধ ধরিয়া লক্ষণ-সমন্বয়-চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। সুতরাং, "যৎ-কিঞ্চিৎ" পক্ষ অবলম্বন করিলে "আত্মত্ব-প্রকারক" বিশেষণ দিলে অথবা না দিলে উভয় অর্থেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে।

ঐরূপ যদি উক্ত "সম্বন্ধ-সামান্য"-পক্ষ অবলম্বন করা যায়, অর্থাৎ, স্বরূপ ও কালিক এতদুভয় সম্বন্ধেই সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে কেবল প্রমাবিশেষ্যতারূপ

যে সাধ্যাভাব, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ "কাল"ও হয়; কারণ, কালেরও প্রমাজ্ঞান হয়—কাল-বিশেষ্যক প্রমাজ্ঞান সম্ভব; এবং তাহার কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণও হয় সেই "কাল"; সুতরাং, স্বরূপ ও কালিক এতদুভয় সম্বন্ধেই অধিকরণ হইল "কাল"। অধিক কি, এই উভয় সম্বন্ধে অধিকরণ কালভিন্ন আর কেহই হয় না। এখন, এই কাল-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব থাকে আত্মত্বে; এবং এই আত্মত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

যাহা হউক, দেখা গেল, উক্ত "সম্বন্ধ-সামান্য"-পক্ষ অবলম্বন করিলে এস্থলে অব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু, অনুমিতি-স্থলে যদি "আত্মত্ব-প্রকারক" বিশেষণটী দেওয়া যায়, এবং উক্ত "বৃত্ত্যন্ত" অংশটী সম্বন্ধ-মধ্যে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতারূপ সাধ্যাভাবের উক্ত যৎ-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইতে পারে; কারণ, উক্ত যৎ-কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধকে "স্বরূপ" ধরিলে ঐ অধিকরণ হয় "আত্মা"; তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতু আত্মত্বে পাওয়া যায় না; সুতরাং, অব্যাপ্তি হয়। এবং যদি উক্ত সম্বন্ধ-সামান্যে অধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা অপ্রসিদ্ধ হয়; কারণ, কালিক ও স্বরূপ—এতদ্ উভয় সম্বন্ধে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার অধিকরণ কেহই নাই। কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ হয় "কাল", স্বরূপ-সম্বন্ধে হয় "আত্মা", পরন্তু, উভয় সম্বন্ধে কোন একটী অধিকরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণের অপ্রসিদ্ধি বশতঃই "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাভাববান্ আত্মত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়; কিন্তু, "প্রমাবিশেষ্যতা-ভাববান্ আত্মত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি থাকে না। অতএব দেখা গেল, অনুমিতি-স্থলে "আত্মত্ব-প্রকারক" বিশেষণটী দিলে এবং সম্বন্ধ-মধ্যে "বৃত্ত্যন্ত" অংশটুকু না দিলে উক্ত "সম্বন্ধ-সামান্য"-পক্ষেও ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে; কিন্তু "আত্মত্ব-প্রকারক" বিশেষণটী না দিলে এবং সম্বন্ধ-মধ্যে "বৃত্ত্যন্ত" অংশটুকু না দিলে সে অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-প্রয়াস সফল হয় না। সুতরাং, "আত্মত্ব-প্রকারক" পদটী দিয়া উক্ত দুইটী আশঙ্কারই উত্তর করা টীকাকার মহাশয়ের অভিপ্রেত। ইহাই হইল মতান্তরে "আত্মত্ব-প্রকারক" পদের ব্যাবৃত্তি।

কিন্তু, এই উত্তরটী তত ভাল নহে; কারণ, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাব-বৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" কোন স্থলেও দুইটী হয় না। এজন্য, উক্ত আশঙ্কা-দ্বয়ের সম্ভাবনাও হয় না। বস্তুতঃ, উক্ত সম্বন্ধ-মধ্যে উক্ত "বৃত্তি" পর্য্যন্ত অংশটুকু না দিলেই উক্ত আশঙ্কা-দ্বয় হইতে পারে। এই জন্যই বলা হয়—এই উত্তরটী তত ভাল নহে।

এইবার দেখা যাউক, উক্ত "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার" মধ্যে—

২। "প্রমা"-পদটী কেন?

ইহার উত্তর এই যে, "প্রমা"-পদটী না দিলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তন্মধ্যস্থ "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিতে পারা যায় না।

কারণ, "প্রমা"-পদটী তুলিয়া লইলে অনুমিতি-স্থলটী হয়—"আত্মত্ব-প্রকারক 'যে জ্ঞান' তদ্‌বিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে যে অভাব, তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, এবং আত্মত্ব হেতু।" এখন, উক্ত "জ্ঞান"-পদে যদি ভ্রম-জ্ঞানও ধরা যায়, তাহা হইলে, তাহাতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না; যেহেতু, জ্ঞান-পদে প্রমা ও ভ্রম উভয়কেই পাওয়া যায়।

এখন দেখ, এই "আত্মত্ব-প্রকারক-জ্ঞান-বিশেষ্যতা" সকল পদার্থেরই উপরে থাকিতে পারে; যেহেতু, জ্ঞানটী, প্রমা ও অপ্রমা-ভেদে দ্বিবিধ, এবং এই দ্বিবিধ জ্ঞানের বিষয় হয় না, এমন কোন বিষয়ই কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। দেখ, "আত্মত্ববান্ আত্মা" এই প্রমা-জ্ঞানের বিশেষ্য হয় আত্মা; এবং "আত্মত্ববান্ ঘট, পট" ইত্যাদি-প্রকারক ভ্রম-জ্ঞান-বিশেষ্যতা আত্মভিন্ন সর্ব্বত্রই থাকে। সুতরাং, জ্ঞান-বিশেষ্যতা থাকে না, এমন কোন বিষয়ই নাই।

তাহার পর দেখ, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধ-মধ্যে উক্ত "বৃত্ত্যন্ত"-অংশটুকু না দিলে "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা" স্থলে যে স্বরূপ-সম্বন্ধকে লইয়া সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিয়া অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, এখন, "আত্মত্ব-প্রকারক-জ্ঞান-বিশেষ্যতার" সেই স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিতে পারা যায় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত লঘু-নিবেশ-বশতঃ এই স্বরূপ-সম্বন্ধটী বাধিত হয়। যেহেতু, "আত্মত্ব-প্রকারক-জ্ঞান-বিশেষ্যতাটী" হয় সাধ্যাভাব-স্বরূপ, এবং এই সাধ্যাভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে কেবলান্বয়ী হয়, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই থাকে। এজন্য, ইহার অভাব অপ্রসিদ্ধ হয়। সুতরাং, অগত্যা কালিক-সম্বন্ধেই সাধ্যাভাবের অধি-করণ ধরিতে হয়, আর তাহার ফলে অব্যাপ্তি হয় না। অথচ, এই স্থলটী অব্যাপ্তি-প্রদর্শনো-দ্দেশ্যেই গৃহীত। এই জন্য বলিতে হয়, প্রমা-পদটী তুলিয়া লইলে অভিপ্রেত ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন-প্রয়াসই সিদ্ধ হয় না।

এইবার উক্ত অনুমিতি-স্থলের প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে আর একটী মাত্র পদ অবশিষ্ট; সুতরাং, এখন দেখা যাউক, উক্ত অনুমিত-স্থলে—

৩। "বিশেষ্যতা"-পদটী কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, "বিশেষ্যতা" পদটী না দিলে অনুমিতি-স্থলটী হয়—"আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমা-বিষয়তার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু।" যেহেতু, ইহাতে লাঘব এই যে, এই "বিশেষ্যতা" শব্দে "বিষয়তা-বিশেষ।" এখন, "বিশেষ্য-তার" পরিবর্ত্তে "বিষয়তা" বলিলে আর "বিশেষ" পদার্থটী আবশ্যক হয় না; সুতরাং, ইহাতে লাঘব কিঞ্চিৎ যে ঘটে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

এখন দেখ, এই স্থলে উক্ত "বৃত্ত্যন্ত" অংশটুকু যদি ত্যাগ করা যায়, অর্থাৎ উক্ত "বৃত্ত্যন্ত" অংশটুকু ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত লঘুনিবেশটীর সাহায্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অভীপ্সিত অব্যাপ্তিটী নিবারিতই হইয়া যায়।

কারণ, দেখ, "সাধ্যাভাব যে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিষয়তা" তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সর্ব্বত্র-স্থায়ী হয়। যেহেতু, "অয়মাত্মা, বাচ্যত্ববৎ প্রমেয়ং চ" অর্থাৎ "এই আত্মা, এবং বাচ্যই

প্রমেয়" এই প্রকার সমূহালম্বন-জ্ঞান যখন হয়, (অর্থাৎ নানা-মুখ্য-বিশেষ্যতাশালী জ্ঞান যখন হয়,) তখন, আত্মত্ব প্রকারক-প্রমাজ্ঞানের বিষয়তা সকল পদার্থেরই উপর থাকে, এবং তজ্জন্য "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার আশ্রয় হয় সাধ্যাভাব সেই সম্বন্ধে" অর্থাৎ এই লঘুনিবেশ-লব্ধ-সম্বন্ধে, অর্থাৎ কালিক-সম্বন্ধে (যেহেতু, উক্ত লঘুনিবেশ-বশতঃ স্বরূপ-সম্বন্ধকে পাওয়া যায় না,) আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমা-বিশেষ্যতার অধিকরণ হইবে "জন্য-পদার্থ" ও "মহাকাল"। এই "জন্য" ও "মহাকাল"-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব, হেতু আত্মত্বে থাকিবে; যেহেতু, আত্মত্ব কখন "জন্য" ও "মহাকালের" উপর থাকে না। সুতরাং, অব্যাপ্তি হইল না।

অথচ, যদি বিষয়তার পরিবর্ত্তে বিশেষ্যতা বলা যায়, তাহা হইলেও 'বিশেষ্যতা' শব্দের সাধারণ অর্থে যে এই দোষ থাকে না, তাহা নহে। এই জন্য, এই বিশেষ্যতার অর্থ করা হয়,—"আত্মত্বনিষ্ঠ-প্রকারতা-নিরূপিত যে আত্মত্বব্যাপ্য বিশেষ্যতা তাহাই ঐ বিশেষ্যতা"। যেহেতু, এরূপ অর্থ না করিলে উক্ত নিবেশসত্ত্বেও অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, তখন আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাকে উক্ত সমূহালম্বন-জ্ঞান ধরিয়া সকল পদার্থের উপর রাখা যায়। পরন্তু, তাহা কেবল আত্মারই উপর থাকা চাই; যেহেতু, উক্ত সমূহালম্বন প্রমাজ্ঞানটী আত্মত্ব-নিষ্ঠ-প্রকারতা-নিরূপিত-আত্মত্বব্যাপ্য-বিশেষ্যতাশালী জ্ঞান হইলেও প্রমেয়-নিষ্ঠ বিশেষ্যতাটী আত্মত্ব-নিষ্ঠ-প্রকারতা-নিরূপিত-আত্মত্বব্যাপ্য হয় না। ফল কথা, "বিশেষ্যতা" পদের কথিত-প্রকার অর্থ-লাভের জন্যই এস্থলে "বিশেষ্যতা" পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে, নচেৎ অপেক্ষাকৃত লঘু-অর্থ-বোধক "বিষয়তা" পদটী প্রয়োগ করিলে তুল্য ফল হইত।

অবশ্য, এরূপ করিলে "প্রমা"পদটী আর না দিলেও চলিতে পারে—এরূপ আপত্তি হইতে পারে; কিন্তু, সে আপত্তি অমূলক। কারণ, সে স্থলে উক্ত অর্থমধ্যস্থ "ব্যাপ্য" পদটী সে ত্রুটী নিবারিত করিবে; যেহেতু, "প্রমা" পদার্থটী তখন উক্ত ব্যাপ্যত্বার্থক হইয়া থাকে। অধিক কি, "আত্মত্ববৎ প্রমেয়ম্" অর্থাৎ "আত্মত্ববিশিষ্ট প্রমেয়" এই জ্ঞানের বিশেষ্যতা ধরিয়াও কোন দোষ ঘটে না, ইত্যাদি। যাহা হউক, ইহার বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে আর সম্ভবপর নহে,এজন্য এই বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য মাত্র রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ।

পরন্তু, তাহা হইলেও এস্থলে বিষয়তা ও বিশেষ্যতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা জানিয়া রাখা উচিত; কারণ, এ বিষয়ে এস্থলে অনেকেরই জিজ্ঞাসা হইতে পারে। বিষয়তাটী, জ্ঞান ইচ্ছা, কৃতি, ও দ্বেষেরই হইয়া থাকে। ইহার অর্থ—প্রকারতা, বিশেষ্যতা, বিধেয়তা, ধর্ম্মিতা, অবচ্ছেদকতা, ইত্যাদি। 'শব্দের' নিজের বিষয়তা না থাকিলেও "যাচিত-মণ্ডন-ন্যায়-ক্রমে কখন কখন বিষয়তা স্বীকার করা হয়। সুতরাং, প্রকারতা এবং বিশেষ্যতা, ঘট-পটাদিরও থাকুক—এরূপ সন্দেহ হওয়া উচিত নহে।

এখন কিন্তু, এস্থলে একটী কথা উঠিতে পারে এই যে, যদি এই রূপে উক্ত আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা-ঘটিত অনুমিতি-স্থলটীর প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিয়া যে সম্বন্ধে

সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার নির্দ্দোষতা প্রমাণিত হইল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা হইবে যে, কালিক-সম্বন্ধে ত' বস্তু-মাত্রই অব্যাপ্য-বৃত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে বস্তু যে কালে কালিক-সম্বন্ধে থাকে, তাহা তাহার অধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে যেমন থাকে, তদ্রূপ তাহার অভাবও তাহার অনধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে বর্ত্তমান থাকে। যেমন, যে সময়ে ঘট নিজ অধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে থাকে, ঘটাভাবও সেই সময়ে ঘটানধিকরণ দেশাবচ্ছেদে থাকে।

সুতরাং, কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব-রূপ আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার যে অধিকরণ, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হইতে পারে না; অন্য কথায়, এরূপ অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ হইবে; অথচ,একটু পরেই টীকাকার মহাশয়, "কপিসংযোগী,—এতদ্‌ বৃক্ষত্বাৎ" এইরূপ এক অনুমিতি-স্থলের কথা উত্থাপিত করিয়া প্রমাণিত করিবেন যে, সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হওয়া আবশ্যক, নচেৎ, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে। সুতরাং, এস্থলেও নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, পুনরায় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ থাকিয়া যাইবে ?

এতদুত্তরে নৈয়ায়িক-মণ্ডলী যে উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহা এই ;—তাঁহারা বলেন যে, এই নিরবচ্ছিন্নত্বের অর্থটা সাধারণ অর্থ নহে,ইহার অর্থটী পারিভাষিক। অর্থাৎ, ইহার অর্থ তখন—"সাবচ্ছিন্নত্ব ও কালিকান্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব—এতদুভয়াভাববত্ত্ব"। ইহার মোটা মুটী অর্থ হইল এই যে, কালিক-ভিন্ন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে সাবচ্ছিন্ন অধিকরণ হইবে, সেই অধিকরণই কেবল ধরিতে পারা যাইবে না। সুতরাং, কালিক-সম্বন্ধে সাবচ্ছিন্ন অধিকরণ হইলে কোন ক্ষতি নাই। অর্থাৎ, তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে না।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা-ঘটিত অনুমিতি-স্থলের প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শিত হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব প্রস্তাবিত, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যস্থ "সাধ্যসামান্যীয়" পদ, এবং "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন-প্রসঙ্গও সমাপ্ত হইল; কিন্তু, তথাপি এখনও ঐ সম্বন্ধান্তর্গত কতিপয় পদের ব্যাবৃত্তি অবশিষ্ট রহিয়াছে; সেগুলি, টীকাকার মহাশয়ও আর প্রদর্শন করিবেন না; অথচ গুরুমুখে সকলেই ইহা শিক্ষা করিয়া থাকেন, এজন্য এস্থলে সে গুলি আমরা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিলাম। দেখ, সেই ব্যাবৃত্তি গুলি এই ;—

১। "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এতন্মধ্যস্থ "প্রতি-যোগিতা" পদটী কেন ?

২। "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এতন্মধ্যস্থ "সাধ্যাভাব" পদটী কেন ?

৩। "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযো-গিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" এতন্মধ্যস্থ দ্বিতীয় 'প্রতিযোগিতা "পদটী কেন ?

এখন একে একে এই বিষয় গুলি আলোচনা করা যাউক। অর্থাৎ দেখা যাউক—

১। "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এতন্মধ্যস্থ "প্রতিযোগিতা" পদটী কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, এই "প্রতিযোগিতা" পদটী না দিলে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধটী হইবে—"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন 'যে', তন্নিরূপক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ"; আর তাহার ফলে উক্ত "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা"-ঘটিত অনুমিতি-স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধকেও পাওয়া যায়; এবং এই স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে।

কারণ, "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে যে অভাব" স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য হইয়াছে, সেই সাধ্যের আবার কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে যে সাধ্যাভাবকে পাওয়া যায়, সেই সাধ্যাভাবের উপর উক্ত সাধ্যরূপ "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী", সা ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে থাকে। এজন্য, উক্ত সাধ্যরূপ "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী" হয় "আধেয়," এবং সাধ্যাভাবরূপ "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী" হয় "অধিকরণ"। এখন সাধ্যরূপ অভাবটীতে যে আধেয়তাকে পাওয়া যায়, সেই আধেয়তাটী "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন" হইল এবং এই সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার যাহা নিরূপক হইবে, তাহা উক্ত সাধ্যাভাবরূপ "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক সম্বন্ধে অভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী।" কারণ, অধিকরণতাটী যেমন আধেয়তার নিরূপক হয়, তদ্রূপ, অধিকরণও আধেয়তার নিরূপক হইয়া থাকে। আর, তাহা হইলে, উক্ত সাধ্যের যে কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী, সেই অভাববৃত্তি যে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী হইল "স্বরূপ"। কারণ, এই অভাবের, অর্থাৎ সাধ্যের কালিক-সম্বন্ধে অভাবের যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহা সাধ্যসামান্য-স্বরূপ হয়। আর, এখন এই স্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধকে-পাওয়ায় যে ফল হয়, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে ১৮০ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। সুতরাং, উক্ত "প্রতিযোগিতা" পদটী আবশ্যক।

এইবার দেখা যাউক—

২। "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এতন্মধ্যস্থ "সাধ্যাভাব" পদটী কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, যদি "সাধ্যাভাব" পদটী না দেওয়া যায়, তাহা হইলে—

"অনুযোগিত্বাভাববান্ কালত্বাৎ"

অর্থাৎ, অনুযোগিতার কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব কালিক-সম্বন্ধে সাধ্য, কালত্ব হেতু" স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়। কারণ, উক্ত "সাধ্যাভাব" পদটী না দিলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা হইবে—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক "যে," তাহাতে বৃত্তি যে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ।"

এখন দেখ, সাধ্য=অনুযোগিতাভাব। ইহা কালিক-সম্বন্ধে এবং অনুযোগিতাভাবত্বরূপে সাধ্য। এই সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের কথা ২০১ পৃষ্ঠায় কথিত হইতেছে।

সাধ্যাভাব=অনুযোগিতাভাবাভাব, অর্থাৎ অনুযোগিতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের কালিক সম্বন্ধে অভাব। সুতরাং, ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবই হইল।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=জন্য-পদার্থ ও মহাকাল। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সকলই থাকে 'জন্য' ও মহাকালের উপর। এখন দেখ, এখানে উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক 'যে' তাহাতে বৃত্তি সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী" কি করিয়া কালিক-সম্বন্ধ হয়।

দেখ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহার নিরূপক ধরা গেল সাধ্যাভাবস্বরূপ অনুযোগিতা। যেহেতু, অভাবের ন্যায় অভাবত্বও প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়, এবং এই অভাবত্বেরই নামান্তর অনুযোগিতা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে "সাধ্যাভাব" পদটী তুলিয়া লইবার পূর্ব্বে উক্ত অনুমিতি-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে প্রতি-যোগিতা তাহার নিরূপক হইয়াছিল 'সাধ্যাভাব' পদার্থ, এক্ষণে "সাধ্যাভাব" পদটী তুলিয়া লওয়ায় এই সাধ্যাভাবের পরিবর্ত্তে উক্ত প্রতিযোগিতার নিরূপক হইল সাধ্যাভাবস্বরূপ অনুযোগিতাটী। এখন এই অনুযোগিতার উপর সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাও আছে; কারণ, অনুযোগিতারই অভাবকে সাধ্য করা হইয়াছে। যেমন, বহ্ন্যভাবকে সাধ্য করিলে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা থাকে বহ্নির উপর। তাহার পর, এই অনুযোগিতাবৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইতেছে "কালিক"। কারণ, অনুযোগিতারই কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাবই সাধ্য। সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক "যে" তাহাতে বৃত্তি যে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল "কালিক।" এবং তজ্জন্যই লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরা হইয়াছে "জন্য-পদার্থ" ও "মহাকাল।"

সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা=জন্য-পদার্থ ও মহাকাল-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে জন্য-পদার্থ ও মহাকালের উপর যাহারা থাকে, তাহাদের উপর; সুতরাং, ইহা থাকে কালত্বের উপর।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=জন্য-পদার্থ ও মহাকাল-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা কালত্বের উপর থাকে না। কারণ, কালত্বটী জন্য-পদার্থ ও মহাকালের উপর থাকে।

ওদিকে, এই কালত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু, যদি এস্থলে "সাধ্যাভাব" পদটী দেওয়া যাইত, তাহা হইলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব" বলিতে সাধ্যাভাবস্বরূপ "অনুযোগিতা"কে আর ধরিতে পারা যাইত না, পরন্তু, উক্ত সাধ্যাভাবকেই পাওয়া যাইত। ঐ সাধ্যাভাব হইতেছে "অনুযোগিতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাব।" তাহাতে বৃত্তি যে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা, তাহা আর কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা হয় না; যেহেতু, উক্ত সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে আর সাধ্যসামান্য-স্বরূপকে পাওয়া যায় না। সুতরাং, উক্ত সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ আর কালিক হইবে না; পরন্তু, যদি ঐ সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে, তাহা সাধ্যসামান্য-স্বরূপ হইবে; সুতরাং, সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা বলিতে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকে পাওয়া যাইবে, এবং তজ্জন্য উক্ত সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ "স্বরূপ" হইবে।

এখন, সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ = কাল-ভিন্ন-নিত্য-পদার্থ। কারণ, অনুযোগিতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের আবার যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব রূপ সাধ্যাভাব, তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে কাল-ভিন্ন-নিত্য-পদার্থে।

সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা = কাল-ভিন্ন-নিত্য-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে কাল-ভিন্ন-নিত্য-পদার্থের উপর যাহারা থাকে, তাহাদের উপর। সুতরাং, ইহা কালত্বের উপর থাকে না।

উক্ত বৃত্তিত্বাভাব = উক্ত কাল-ভিন্ন-নিত্য-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা থাকে কালত্বের উপর। কারণ, কালত্ব কালেরই উপর থাকে।

ওদিকে, এই কালত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না।

অতএব দেখা গেল, উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যস্থ "সাধ্যাভাব" পদটী প্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য "সাধ্য" পদটীরও প্রয়োজনীয়তা এইরূপেই বুঝিতে হইবে। যেহেতু, ঐ অনুযোগিতা হয় তাহার অভাবের অভাব।

এইবার দেখা যাউক—

৩। "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক" মধ্যে দ্বিতীয় "প্রতিযোগিতা" পদটী কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, যদি উক্ত দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা পদটী না দেওয়া যায়, তাহা হইলে

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এই প্রসিদ্ধ-অনুমিতি-স্থলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে। কারণ, উক্ত দ্বিতীয়

"প্রতিযোগিতা" পদটী যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধটী হইবে,—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয় 'যে' তাহার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ।"

এখন দেখ, সাধ্য=বহ্নি। ইহা সংযোগ-সম্বন্ধে এবং বহ্নিত্বরূপে সাধ্য।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব। ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=পর্ব্বতাদি-জন্য-পদার্থ। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সকল জিনিসই জন্য-পদার্থ ও মহাকালের উপর থাকে। প্রথম দেখ, এখানে উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয় 'যে,' তাহার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী "কালিক" কি করিয়া হয়? দেখ, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব" বলিতে বহ্ন্যভাবকে পাওয়া যায়। কারণ, এই বহ্ন্যভাবটী সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নির অভাব, এবং বহ্নিত্বধর্ম্ম-পুরস্কারে বহ্নির অভাব। এখন, এই বহ্ন্যভাববৃত্তি যে আধেয়তা তাহা, দেখ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয়ও হয়। কারণ, উক্ত প্রকার সাধ্যাভাব যে বহ্ন্যভাব, তাহা কালিক-সম্বন্ধে বহ্নিরও উপর থাকিতে পারে, অতএব বহ্ন্যভাবটী আধেয়, এবং বহ্নিটী হয় অধিকরণ; এবং বহ্ন্যভাবের উপর যে আধেয়তা আছে, তাহা হয় অধিকরণরূপ বহ্নি-নিরূপিত। কারণ, সর্ব্বত্রই আধেয়তাটী অধিকরণতা বা অধিকরণ নিরূপিত হয়। সুতরাং, সাধ্যাভাব যে বহ্ন্যভাব, তাহাতে বৃত্তি যে কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা, তাহা তদধিকরণ বহ্নি-নিরূপিত হয়। কিন্তু, ঐ বহ্নিই আবার সাধ্য; সুতরাং, উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি আধেয়তাটী সাধ্যসামান্তীয়ও হয়। এখন, এই আধেয়তাটী, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয় হইয়া কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হওয়ায়,—"কালিক"-সম্বন্ধটী উক্ত সম্বন্ধ হইল, এবং তজ্জন্য উপরে কালিক-সম্বন্ধেই লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরা হইয়াছে "জন্য-পদার্থ পর্ব্বতাদি।"

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=জন্য-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতা। এখন, এই জন্য-পদার্থ পর্ব্বতাদিও হয় বলিয়া এই বৃত্তিতা পর্ব্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাও হইতে পারিবে, এবং ইহা পর্ব্বতাদিতে যাহা থাকে, তাহার উপর থাকিবে। সুতরাং, এই বৃত্তিতা ধূমাদিতেও থাকিতে পারিবে। কারণ, ধূমাদি পর্ব্বতাদিতে থাকে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=উক্ত জন্য-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা, সুতরাং, ধূমাদিতে থাকিবে না, পরন্তু, নিত্যপদার্থে যাহারা থাকে, তাহাতে থাকিবে।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু, যদি এস্থলে দ্বিতীয় "প্রতিযোগিতা" পদটী দেওয়া যাইত, তাহা হইলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয়-প্রতিযোগিতা" বলিতে আর উক্ত "আধেয়তাকে" ধরিতে পারা যাইত না। কারণ, আধেয়তা ও প্রতিযোগিতা এক পদার্থ নহে। সুতরাং, আধেয়তার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কালিককেও পাওয়া যাইত না; পরন্তু, উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে "স্বরূপ", তাহাকেই পাওয়া যাইত, এবং তাহার ফলে হইত—

সাধ্যাভাবাধিকরণ = জলহ্রদ। কারণ, সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ হয় জলহ্রদ। যেহেতু, জলহ্রদে বহ্নির অভাব স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = জলহ্রদ-নিরূপিত অর্থাৎ মীন-শৈবালাদি নিষ্ঠ বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = ইহা থাকে ধূমে। কারণ, ধূম, জলহ্রদে থাকে না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

অতএব দেখা গেল, উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তন্মধ্যস্থ দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা পদটীর প্রয়োজন আছে।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া আমরা দেখিলাম, উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তন্মধ্যস্থ যে কতিপয় পদের ব্যাবৃত্তি টীকাকার মহাশয় প্রদর্শন করেন নাই, তাহাদের ব্যাবৃত্তি কি রূপ। এক্ষণে, এই সম্বন্ধ-সংক্রান্ত একটী অতীব প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করা আবশ্যক।

কথাটী এই যে, এই সম্বন্ধটী যে ভাবে টীকাকার মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহার মধ্যে কোন ত্রুটী আছে কি না?

বস্তুতঃই, এই সম্বন্ধটী কেবল "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" বলিলে ইহা নির্দ্দোষ হয় না, এবং এজন্য ইহার প্রথম প্রতিযোগিতাটীকে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব"-রূপ একটী বিশেষণ দ্বারাও বিশেষিত করা আবশ্যক। অর্থাৎ, সমগ্র সম্বন্ধটী তাহা হইলে—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ"

এইরূপ হইবে, এবং ইহাই সর্ব্বত্র প্রযুজ্য হইবে।

কারণ, এই বিশেষণটী যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা-ঘটিত অনুমিতি-স্থলেই পুনরায় অন্যরূপে অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করিতে পারা যাইবে। দেখ, উক্ত অনুমিতি স্থলটী ছিল—

"প্রতিযোগিতা" পদটী যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধটী হইবে,—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতি-যোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় 'যে' তাহার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ।"

এখন দেখ, সাধ্য=বহ্নি। ইহা সংযোগ-সম্বন্ধে এবং বহ্নিত্বরূপে সাধ্য।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব। ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=পর্ব্বতাদি-জন্য-পদার্থ। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সকল জিনিসই জন্য-পদার্থ ও মহাকালের উপর থাকে। প্রথম দেখ, এখানে উক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় 'যে,' তাহার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী "কালিক" কি করিয়া হয়? দেখ, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব" বলিতে বহ্ন্যভাবকে পাওয়া যায়। কারণ, এই বহ্ন্যভাবটী সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নির অভাব, এবং বহ্নিত্বধর্ম্ম-পুরস্কারে বহ্নির অভাব। এখন, এই বহ্ন্যভাববৃত্তি যে আধেয়তা তাহা, দেখ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়ও হয়। কারণ, উক্ত প্রকার সাধ্যাভাব যে বহ্ন্যভাব, তাহা কালিক-সম্বন্ধে বহ্নিরও উপর থাকিতে পারে, অতএব বহ্ন্যভাবটী আধেয়, এবং বহ্নিটী হয় অধিকরণ; এবং বহ্ন্যভাবের উপর যে আধেয়তা আছে, তাহা হয় অধিকরণরূপ বহ্নি-নিরূপিত। কারণ, সর্ব্বত্রই আধেয়তাটী অধিকরণতা বা অধিকরণ নিরূপিত হয়। সুতরাং, সাধ্যাভাব যে বহ্ন্যভাব, তাহাতে বৃত্তি যে কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা, তাহা তদধিকরণ বহ্নি-নিরূপিত হয়। কিন্তু, ঐ বহ্নিই আবার সাধ্য; সুতরাং, উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি আধেয়তাটী সাধ্যসামান্যীয়ও হয়। এখন, এই আধেয়তাটী, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় হইয়া কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হওয়ায়,—"কালিক"-সম্বন্ধটী উক্ত সম্বন্ধ হইল, এবং তজ্জন্য উপরে কালিক-সম্বন্ধেই লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরা হইয়াছে "জন্য-পদার্থ পর্ব্বতাদি।"

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=জন্য-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতা। এখন, এই জন্য-পদার্থ পর্ব্বতাদিও হয় বলিয়া এই বৃত্তিতা পর্ব্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাও হইতে পারিবে, এবং ইহা পর্ব্বতাদিতে যাহা থাকে, তাহার উপর থাকিবে। সুতরাং, এই বৃত্তিতা ধূমাদিতেও থাকিতে পারিবে। কারণ, ধূমাদি পর্ব্বতাদিতে থাকে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=উক্ত জন্য-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা, সুতরাং, ধূমাদিতে থাকিবে না, পরন্তু, নিত্যপদার্থে যাহারা থাকে, তাহাতে থাকিবে।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু, যদি এস্থলে দ্বিতীয় "প্রতিযোগিতা" পদটী দেওয়া যাইত, তাহা হইলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা" বলিতে আর উক্ত "আধেয়তাকে" ধরিতে পারা যাইত না। কারণ, আধেয়তা ও প্রতিযোগিতা এক পদার্থ নহে। সুতরাং, আধেয়তার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কালিককেও পাওয়া যাইত না; পরন্তু, উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে "স্বরূপ", তাহাকেই পাওয়া যাইত, এবং তাহার ফলে হইত—

সাধ্যাভাবাধিকরণ=জলহ্রদ। কারণ, সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ হয় জলহ্রদ।

যেহেতু, জলহ্রদে বহ্নির অভাব স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=জলহ্রদ-নিরূপিত অর্থাৎ মীন-শৈবালাদি নিষ্ঠ বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহা থাকে ধূমে। কারণ, ধূম, জলহ্রদে থাকে না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

অতএব দেখা গেল, উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তন্মধ্যস্থ দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা পদটীর প্রয়োজন আছে।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া আমরা দেখিলাম, উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তন্মধ্যস্থ যে কতিপয় পদের ব্যাবৃত্তি টীকাকার মহাশয় প্রদর্শন করেন নাই, তাহাদের ব্যাবৃত্তি কি রূপ। এক্ষণে, এই সম্বন্ধ-সংক্রান্ত একটী অতীব প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করা আবশ্যক।

কথাটী এই যে, এই সম্বন্ধটী যে ভাবে টীকাকার মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহার মধ্যে কোন ত্রুটী আছে কি না?

বস্তুতঃই, এই-সম্বন্ধটী কেবল "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" বলিলে ইহা নির্দ্দোষ হয় না, এবং এজন্য ইহার প্রথম প্রতিযোগিতাটীকে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব"-রূপ একটী বিশেষণ দ্বারাও বিশেষিত করা আবশ্যক। অর্থাৎ, সমগ্র সম্বন্ধটী তাহা হইলে—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ"

এইরূপ হইবে, এবং ইহাই সর্ব্বত্র প্রযুজ্য হইবে।

কারণ, এই বিশেষণটী যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা-ঘটিত অনুমিতি-স্থলেই পুনরায় অন্যরূপে অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করিতে পারা যাইবে। দেখ, উক্ত অনুমিতি স্থলটী ছিল—

আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য,	}	আত্মত্ব হেতু।

এস্থলে সম্বন্ধ-ঘটক সাধ্যাভাব ধরিবার সময় "পূর্ব্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্টত্ব" রূপ একটী বিশেষণ দ্বারা সাধ্যকে বিশেষিত করিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অভাব ধরিলে যে সাধ্যাভাবকে পাওয়া যায়, তাহা হয় "পূর্ব্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, সেই অভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব", তাহা "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার স্বরূপ" হয় না। কারণ, "পূর্ব্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট-আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী" এখন সর্ব্বত্র-স্থায়ী, এবং "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা"টী কেবল আত্মাতে থাকে; সুতরাং, সমনিয়ত না হওয়ায় উহারা এক হয় না। এখন সেই সাধ্যাভাবের আবার স্বরূপ-সম্বন্ধে যদি অভাব ধরা হয়, তাহা হইলে, তাহাও সাধ্য-স্বরূপ হয়; অর্থাৎ তাহা "পূর্ব্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট-আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব"-স্বরূপ হয়। ইহা প্রকৃত সাধ্য হইতে অনতিরিক্ত। যেমন, 'সেই দিনের মনুষ্য' বলিলে 'মনুষ্য' হইতে অতিরিক্ত প্রাণীকে লক্ষ্য করা হয় না, তদ্রূপ "পূর্ব্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট-আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী" কখনই "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব" হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হয় না। সুতরাং, তাদৃশ সাধ্যাভাবের উপর "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা" পাওয়া গেল; এবং তজ্জন্য, উক্ত পূর্ব্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্টত্ব-বিশেষণ-বিযুক্ত-প্রকৃত-অনুমিতি-স্থলে অর্থাৎ কেবল "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যক" স্থলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধটীকে কেবল "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" বলিলে উক্ত "স্বরূপ"-সম্বন্ধকেও পাওয়া যায়। আর তাহার ফলে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্ববৎ অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে।

দেখ এস্থলে—

সাধ্য=আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব;

সাধ্যাভাব=আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা। ইহা "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব। এখন, উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাতে উক্ত "ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব" বিশেষণটী না দিলে তাহা উপরি উক্ত প্রকারে হয় "স্বরূপ-সম্বন্ধ", আর তাহার ফলে—

স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ=আত্মা। যেহেতু, লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবটী হয়—"আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা। বিস্তৃত বিবরণ ১৮১-১৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা—আত্ম-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে আত্মবৃত্তি-ধর্ম্মের উপর, অর্থাৎ আত্মত্বাদির উপর।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব—আত্ম-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা থাকে আত্মত্বাদি-ভিন্নে।

ওদিকে, এই আত্মত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু, যদি উক্ত সম্বন্ধ-মধ্যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব"কে প্রথম প্রতিযোগিতার বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক" ইত্যাদি রূপে বলা যায়, তাহা হইলে আর "পূর্ব্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্টত্ব" বিশেষণ দিয়া সাধ্যের অভাব ধরা চলিবে না। কারণ,পূর্ব্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্টত্বটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম নহে,পরন্তু, "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবত্বই" কেবল সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম। সুতরাং, এই সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মরূপে, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-স্বরূপ-সম্বন্ধে, যে সাধ্যাভাব, অর্থাৎ সাধ্যরূপ কেবল "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের" যে আবার অভাব, তাহা হয় "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার" স্বরূপ; তাহা পূর্ব্বের ন্যায় আর "পূর্ব্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব"-স্বরূপ হইল না; ওদিকে "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা"রূপ সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাবই হয় প্রকৃত সাধ্যস্বরূপ। অতএব, উক্ত বিশেষণের ফলে এখন যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা আর "স্বরূপ-সম্বন্ধ" হইবে না, পরন্তু, তাহা এখন কালিক-সম্বন্ধ হইবে; আর তজ্জন্য উক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। দেখ—

সাধ্য = আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব।

সাধ্যাভাব = আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা। এখন যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাতে উক্ত "ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব" বিশেষণ দেওয়ায় তাহা, উপরি উক্ত প্রকারে হয়—কালিক। এখন সেই—

কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ = জন্য-পদার্থ ও মহাকাল।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = জন্য-পদার্থ ও মহাকালে যাহারা থাকে, তাহাদের বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = জন্য-পদার্থ ও মহাকাল-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা থাকে আত্মত্বের উপর; কারণ,আত্মত্বটী জন্য-পদার্থ ও মহাকালের উপর থাকে না।

ওদিকে, এই আত্মত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না।

অতএব দেখা গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাকে কেবল—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যা-
ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ"

বলিলে চলিবে না, পরন্তু, তাহাকে—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতি-
যোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ"

বলিতে হইবে, এবং ইহাই সর্ব্বত্র প্রযুজ্য হইবে।

অবশ্য, এই নিবেশটী এতই প্রয়োজনীয় যে, টীকাকার মহাশয় গ্রন্থমধ্যে ইহা লিপিবদ্ধ না করিলেও কোন কোন পুস্তকে ইহাকে টীকাকার মহাশয়ের ভাষার মধ্যেই প্রবিষ্ট রূপে দেখা যায়। কিন্তু, টীকাকার মহাশয়ই যে ইহাকে লিপিবদ্ধ করেন নাই, তাহার প্রমাণ, তাঁহার প্রদত্ত এই সম্বন্ধান্তর্গত প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি-মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। যেহেতু, তিনি যখন উক্ত সম্বন্ধান্তর্গত 'বৃত্ত্যন্ত' অংশের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করেন, তখনও তিনি উক্ত নিবেশটীকে পরিত্যাগ করিয়াই উক্ত 'বৃত্ত্যন্ত' অংশের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহা সকল পুস্তকেই দেখা যায়। ১৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ফলতঃ, এই নিবেশটী যে টীকাকার মহাশয়েরও অভিপ্রেত, তাহাতে কিন্তু কোন সন্দেহ নাই; কারণ, গুরুমুখে ইহা এই রূপেই শিক্ষা করা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এত দূরে আসিয়া, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধান্তর্গত 'বৃত্ত্যন্ত' অংশের ব্যাবৃত্তি-সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এক প্রকারে আলোচিত হইল। কিন্তু, তথাপি বিষয়ান্তর গ্রহণের পূর্ব্বে আরও একটী বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। যেহেতু, এই বিষয়টী অধ্যাপকসমীপে অনেকেই শিক্ষা করিয়া থাকেন। দেখ, সে বিষয়টী এই;—

উক্ত, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যে বৃত্ত্যন্ত-অংশটী না দিলে "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব সাধ্য, এবং আত্মত্ব হেতু" স্থলে যে অব্যাপ্তি হয় বলা হইয়াছে, সেই অব্যাপ্তি-দোষটী এস্থলে হইতে পারে না। কারণ, এই দৃষ্টান্তটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থলের দৃষ্টান্ত। এজন্য, ইহা এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকোক্ত পাঁচটী লক্ষণের কোন লক্ষণেরই লক্ষ্য নহে। যেহেতু, মূল-গ্রন্থ-চিন্তামণিকারই, একথা "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" এই বাক্য দ্বারা স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এস্থলে টীকাকার মহাশয় কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থলের এই দৃষ্টান্তটী গ্রহণ করিলেন কেন?

যদি বল, ইহা কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থল হইল কিসে?

ইহার উত্তর এই যে "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী" স্বরূপ-সম্বন্ধে সর্ব্বত্রস্থায়ী একটী পদার্থ। যেহেতু, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা, কালিক-সম্বন্ধে যে কালের উপর থাকে, সেই সকল কালেও অনধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে অর্থাৎ আত্ম-ভিন্ন অপর পদার্থাবচ্ছেদে আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার অভাবটী থাকে। সুতরাং, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যত্বাভাব যেখানে থাকে না, এমন স্থানই নাই। যেমন, কপিসংযোগ যে বৃক্ষে থাকে, সেই বৃক্ষেই অগ্র-দেশাবচ্ছেদে অর্থাৎ মূল-দেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাবও থাকে, ইত্যাদি। বিশেষ এই যে, কপিসংযোগাভাব দৈশিক-অব্যাপ্যবৃত্তি, আর কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী, কালিক-অব্যাপ্যবৃত্তি। অতএব, এই কেবলান্বয়ী স্থলটীকে এস্থলে গ্রহণ করায় টীকাকার মহাশয় কোন কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন বলিতে হইবে।

প্রচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে তাহাতে পুনরায় আপত্তি ও উত্তর।

টীকামূলম্।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৎ প্রতিযোগী অপি অন্যোন্যাভাবাভাবঃ, তেন তাদাত্ম্য-সম্বন্ধেন সাধ্যতায়াং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতি-যোগিত্বস্য ন অপ্রসিদ্ধিঃ।

সাধ্যীয়=সাধ্যসামান্যীয়। জী-সং।

বঙ্গানুবাদ।

অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকের ন্যায় প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়। এজন্য, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যক-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা, তাহার অপ্রসিদ্ধি হয় না।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

ইহার উত্তর এই যে, সকল কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থলেই যে ব্যাপ্তি-পঞ্চকোক্ত লক্ষণ পাঁচটীর অব্যাপ্তি থাকিবে, ইহা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে। টীকাকার মহাশয়ও পঞ্চম লক্ষণে "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" এই বাক্যের ব্যাখ্যাকালে "দ্বিতীয়াদি-লক্ষণ-চতুষ্টয়ে তু" ইত্যাদি বাক্যে এই কথাই বলিয়াছেন। ইহা, আমরা যথাস্থানে সবিস্তরে আলোচনা করিব। ফলতঃ, এই জন্যই "আত্মত্ব-প্রকারক-ঘটিত অনুমিতি-স্থলটী কেবলান্বয়ী হইলেও ইহাকে গ্রহণ করিয়া টীকাকার মহাশয় উক্ত "বৃত্ত্যন্ত" অংশের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

কেহ কেহ কিন্তু, ইহার অন্যরূপেও উত্তর দিয়া থাকেন। যেহেতু, তাঁহারা বলেন যে, এই "আত্মত্ব-প্রকারক"-ঘটিত অনুমিতি-স্থলটী একটী উপলক্ষণ মাত্র। বস্তুতঃ,—

"গগনাভাবাভাববান্ আত্মত্বাৎ"

অর্থাৎ গগনাভাবের যে কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব, তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, ও আত্মত্ব হেতু, এইটী এস্থলেই লক্ষ্য। কারণ, এ স্থলটীতে উক্ত "বৃত্ত্যন্ত" অংশের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিতে পারা যায়, অথচ এ স্থলটী কেবলান্বয়ী হয় না। যদি বল, ইহা কেবলান্বয়ী কেন হয় না? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, গগনাভাবের অনধিকরণ দেশ অপ্রসিদ্ধ। যেহেতু, ঘট-পট-মঠ-প্রভৃতি সর্ব্বত্রই গগনাভাব আছে। সুতরাং, ইহা কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থল হয় না।

অবশ্য, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল কি না, এবং "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি-তাক-সাধ্যাভাববৃত্তি" এই অংশটুকু পরিত্যাগ করিলে কি করিয়া সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদক-সম্বন্ধরূপে স্বরূপ ও কালিক—এই দুইটীকেই পাওয়া যায়, এবং ঐ অংশটুকু দিলে কি করিয়া কেবল কালিককেই পাওয়া যাইবে, তাহা "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা"-ঘটিত-স্থলের অনুসরণ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, ইহার সবিস্তর আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

ব্যাখ্যা—প্রাচীনমতে "যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে" তাহার প্রত্যেক

পদের ব্যাবৃত্তি-উপলক্ষে এপর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধের উপর নানা আপত্তি ও তাহাদের উত্তর প্রদত্ত হইল। এক্ষণে, সেই প্রাচীন-মতানুমোদিত সম্বন্ধের উপরও সমগ্রভাবে একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

আপত্তিটী এই যে, যদি "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-স্বরূপই হয়" অর্থাৎ,ঘটভেদের অত্যন্তাভাবটী ঘটত্ব-স্বরূপই হয়,তাহা হইলে যেখানে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাববৃত্তি যে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা, তাহার অপ্রসিদ্ধি হয়। সুতরাং, ঐ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর, তজ্জন্য সাধ্যাভাবের অধিকরণ কোনও সম্বন্ধেই ধরিতে পারা গেল না। ফলে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল। ইহাই হইল আপত্তি।

এতদুত্তরে বলা হয় যে, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী যেমন অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-স্বরূপ হয়, তদ্রূপ, ঐ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়। যেমন, ঘটান্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব ঘটত্ব-স্বরূপ হয়, তদ্রূপ "ঘট"-স্বরূপও হয়। আর, তাহার ফলে, যেখানে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধ হইবে না ; সুতরাং, তাহার অবচ্ছেদকরূপে স্বরূপ-সম্বন্ধকে পাওয়া যাইবে, এবং সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত অব্যাপ্তি-দোষ আর থাকিবে না। ইহাই হইল উক্ত আপত্তির উত্তর।

এখন একটী দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া এই আপত্তি ও তাহার উত্তরটী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক ; ধরা যাউক দৃষ্টান্তটী—

"অয়ং গোমান্, গোত্বাৎ"

অর্থাৎ "ইহা গো, যেহেতু গোত্ব রহিয়াছে"। বলা বাহুল্য, ইহাও সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল ; যেহেতু, 'গোত্ব' হেতুটী যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য "গো"-বস্তুও তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সেই সেই স্থানে থাকে।

এখন দেখ, এখানে—

সাধ্য — গো। ইহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য। (এই সম্বন্ধে সব, নিজে নিজের উপর থাকে।)

সাধ্যাভাব — গোভেদ। এই সাধ্যাভাবটী সাধ্যের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধেই ধরিতে হইল ; যেহেতু, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হয় "তাদাত্ম্য" এবং এই সম্বন্ধে যে সাধ্যাভাব ধরিবার কথা, তাহা "সাধ্যাভাব"-পদের রহস্য-কথন-কালে কথিত হইয়াছে। ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=ইহা এস্থলে অপ্রসিদ্ধ। কারণ, ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, এবং এই সম্বন্ধ এখানে অপ্রসিদ্ধ। যেহেতু,—

সাধ্য=গো। ইহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=তাদাত্ম্য।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা=তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা। ইহা, 'গো'র ভেদ ধরিলে গো-বস্তুর উপর থাকে।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব=গোভেদ।

এই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্তীয়-প্রতিযোগিতা=অপ্রসিদ্ধ। কারণ, উক্ত সাধ্যাভাব, গোভেদের আবার অভাব ধরিলে যদি "গো"বস্তুকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ঐ প্রতিযোগিতা প্রসিদ্ধ হইত। কিন্তু, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকধর্ম্ম-স্বরূপ" এই নিয়ম-বলে গোভেদের অভাব গোত্ব-স্বরূপ হয়, "গো"-বস্তুর স্বরূপ হয় না। সুতরাং, সাধ্যাভাব গো-ভেদ-বৃত্তি যে প্রতিযোগিতা, তাহা সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা হয় না, অর্থাৎ সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধ হয়।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ=ইহাও, সুতরাং, অপ্রসিদ্ধ।

সুতরাং, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা না পাওয়ায় সাধ্যাভাবাধিকরণই অপ্রসিদ্ধ হইল। অতএব—

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা=ইহাও অপ্রসিদ্ধ।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহাও অপ্রসিদ্ধ। যেহেতু, অপ্রসিদ্ধের অভাবও অপ্রসিদ্ধ।

সুতরাং, দেখা গেল, 'অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব, যদি কেবলই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়' বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়। অতএব বলিতে হইবে, প্রাচীন মতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সে সম্বন্ধটী অভ্রান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। ইহাই হইল উক্ত আপত্তির তাৎপর্য্য।

এক্ষণে, এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, এই আপত্তি-বশতঃ প্রাচীন-মতের কোন দোষ ঘটে নাই; অর্থাৎ তাঁহারা যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সদোষ নহে। যেহেতু, তাঁহারা বলেন "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব যে কেবল প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়, তাহা নহে, পরন্তু, তাহা প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়"; সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব-বৃত্তি, সাধ্যসামান্তীয়-প্রতিযোগিতার অপ্রসিদ্ধি ঘটিবে না, এবং তজ্জন্য তাহার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধও অপ্রসিদ্ধ হইবে না, অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে না।

দেখ, উপরি উক্ত অনুমিতি-স্থলে—

সাধ্য=গো। ইহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যাভাব = গোভেদ। এই সাধ্যাভাবটী সাধ্যের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে-ধরিতে হইল। যেহেতু, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হয় তাদাত্ম্য, এবং এই সম্বন্ধে যে সাধ্যাভাব ধরিবার কথা তাহা, সাধ্যাভাব-পদের রহস্যকথন-কালে বলা হইয়াছে। ৭৯ পৃষ্ঠা।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=গোভিন্ন পদার্থ। যেহেতু, ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে ; এবং এই সম্বন্ধটী এখানে "স্বরূপ"। কারণ,—

সাধ্য = গো। ইহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = তাদাত্ম্য।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা = তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা। ইহা 'গো'র ভেদ ধরিলে গো-বস্তুর উপর থাকে।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব=গোভেদ।

এই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা=গোভেদবৃত্তি সাধ্যাভাবাভাব-রূপ যে গো, সেই 'গো'র প্রতিযোগিতা। পূর্ব্বে এই প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধ ছিল, এক্ষণে ইহা প্রসিদ্ধ হইল। কারণ, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" স্বীকার করায় সাধ্যাভাব যে গো-ভেদ, সেই গো-ভেদের আবার যে অত্যন্তাভাব, তাহা সাধ্য 'গো'র স্বরূপ হইল।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = স্বরূপ। কারণ, সাধ্যাভাব যে গোভেদ, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলেই সাধ্য গোকে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহাও অপ্রসিদ্ধ ছিল ; এক্ষণে উক্ত নিয়মটী, অর্থাৎ, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব, প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" স্বীকার করায় প্রতিযোগি-স্বরূপ ধরিয়া ইহা আর অপ্রসিদ্ধ হইল না। সুতরাং, এই সম্বন্ধটী হইল—"স্বরূপ"।

সুতরাং, স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব যে গোভেদ, সেই গোভেদের অধিকরণ হইল গোভিন্ন পদার্থ। যেহেতু, গোভেদ-পদার্থটী স্বরূপ-সম্বন্ধে গোভিন্নের উপরই থাকে, 'গো'তে থাকে না।

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা=গোভিন্ন-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে ঘট-পটাদির ধর্ম্মের উপর।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=গোভিন্ন-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা থাকে গোত্বের উপর। কারণ, গোত্ব উক্ত গোভিন্ন-পদার্থ ঘট-পটাদির উপর থাকে না।

ওদিকে, এই গোত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না!

প্রাচীন মতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উত্তরের উপর পুনরায় আপত্তি ও উত্তর।

টীকামূলম্।

ইত্থং চ অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্বেন অপি সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা বিশেষণীয়া।

অন্যথা, "ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ" ইত্যাদৌ অব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধস্য অপি নিরুক্ত-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ।

অবচ্ছেদকত্বাৎ = অবচ্ছেদক সম্বন্ধত্বাৎ। প্রঃ সং। অপি নিরুক্ত-সাধ্যাভাব = অপি সাধ্যাভাব। প্রঃ সং, জীঃ সং, সোঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর এইরূপে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব-রূপ একটা বিশেষণ দ্বারাও সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে বিশেষিত করিতে হইবে।

নচেৎ "ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ" অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধে "ঘটভেদ সাধ্য, ঘটত্বত্ব হেতু" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়। যেহেতু তাদাত্ম্য-সম্বন্ধটীও পূর্ব্বোক্ত "সাধ্যাভাববৃত্তি যে সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা, তাহার অবচ্ছেদক হইতে পারে।

পূর্ব্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

সুতরাং, দেখা গেল, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" বলিলে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যক অনুমিতি-স্থলে, প্রাচীনমতে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরা হয়, সেই সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ বিধায় উপরি উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। ইহাই হইল উক্ত আপত্তির উত্তর।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয় আপত্তিকারীর প্রতি যে উত্তর দিলেন, তাহাতে আপত্তিকারীর কথার ভ্রমপ্রদর্শন করা হইল না; পরন্তু, নিজ কথার সত্যতা প্রমাণিত করা হইল। অথচ ইহাতে কোন সিদ্ধান্ত-হানি ঘটিবে না।

তাহার পর দ্বিতীয় কথা এই যে, এস্থলে, অন্যান্য স্থলের ন্যায় টীকাকার মহাশয় কোন অনুমিতির স্থল উল্লেখ করিয়া নিজ বক্তব্য বলিলেন না। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া অনুমিতি-স্থল গঠন করা খুব সহজ। যেহেতু, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সকল জিনিষই নিজে, নিজের উপর থাকে; সুতরাং, সকল জিনিষকেই সাধ্য করিয়া, সেই জিনিষের নিত্যসহচর কোন গুণাদি পদার্থকে হেতু করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন, ঘট সাধ্য, ঘটীয়-রূপ হেতু, ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে "অয়ং গোমান্, গোত্বাৎ" এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া সেই কার্য্যই সিদ্ধ করিয়াছি মাত্র।

যাহা হউক, প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাতে উত্থাপিত আপত্তি নিরস্ত হইল; এক্ষণে পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে পুনরায় এই উত্তরের উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

ব্যাখ্যা—অব্যবহিত-পূর্ব্বে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাতে

একটী আপত্তির যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে সেই উত্তরের উপর আবার একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

আপত্তিটী এই যে, পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য অনুসারে যদি "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে "ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ" এই সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে আবার ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। কারণ, এস্থলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধও হইতে পারিবে; যেহেতু, এই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধটী এস্থলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়। আর তাহার ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ "ঘটত্ব" হইবে—এবং এই ঘটত্ব-নিরূপিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকিবে, বৃত্তিতাভাব থাকিবে না। সুতরাং ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে।

ইহার উত্তর এই যে, "যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে" তাহার মধ্যস্থ "সাধ্য-সামান্যীয়-প্রতিযোগিতা"কে "অত্যন্তাভাবত্ব নিরূপিতত্ব" রূপ একটী বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে। কারণ, তাহা হইলে উক্ত সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধরূপে আর তাদাত্ম্য-সম্বন্ধকে পাওয়া যাইবে না, আর তাহার ফলে উক্ত অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে না।

যাহা হউক, এইবার উপরি উক্ত অনুমিতি-স্থলটীকে অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। দেখ, স্থলটী হইতেছে—

"ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ।"

অর্থাৎ 'ইহা ঘটভেদবিশিষ্ট, যেহেতু ইহাতে ঘটত্বত্ব বিদ্যমান'। বলা বাহুল্য, ইহাও সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলের দৃষ্টান্ত ; কারণ, ঘটত্বত্ব অর্থাৎ ঘটত্বের ধর্ম্ম যেখানে যেখানে থাকে, ঘটভেদ সেই সেই স্থানেও থাকে। যেহেতু, ঘটভেদ থাকে ঘটভিন্নে। সুতরাং, ঘটভেদটী ঘটত্ব-জাতির উপরও থাকে। যেহেতু, ঘটত্বজাতি ও ঘট এক নহে। ওদিকে, সেই ঘটত্বের উপর আবার ঘটত্বত্বও থাকে ; সুতরাং, হেতু ঘটত্বত্ব যেখানে থাকে সাধ্য ঘটভেদ সেখানেও থাকে। সুতরাং, ইহাও যে সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলের দৃষ্টান্ত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

এখন দেখ, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" বলিলে 'যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে', তাহা কি করিয়া তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ হয়, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়। দেখ এখানে—

সাধ্য=ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, এজন্য সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল "স্বরূপ", এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হইল ঘটভেদত্ব। এই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধানুসারে—

সাধ্যাভাব=ঘটত্ব। কারণ, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতি-যোগিতার অবচ্ছেদক-স্বরূপ হয়" এই সর্ব্বসাধারণ নিয়মানুসারে ঘটভেদাত্যন্তা-

ভাবটী ঘটত্ব-স্বরূপই হয়। অবশ্য, পূর্ব্বপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়," কিন্তু, তদ্দ্বারা উক্ত সাধারণ নিয়মের কোন বাধা উৎপাদন করা হয় নাই। সুতরাং, যিনি এস্থলে অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-মানসে সাধ্যাভাবকে ঘটত্ব ধরিবেন, তাহাকে বাধা দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ, অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-উদ্দেশ্যেই এস্থলে সাধ্যাভাব ধরা হইল "ঘটত্ব"।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = ঘটত্ব। কারণ, সাধ্যাভাব ঘটত্বের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে অধিকরণ ঘটত্বই হইবে। এখন দেখ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী এস্থলে "তাদাত্ম্য" হয় কি করিয়া ? দেখ এখানে—

সাধ্য = ঘটভেদ।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = স্বরূপ।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম = ঘটভেদত্ব।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব = ঘট। কারণ, পূর্ব্বপ্রসঙ্গে যে নিয়মটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়," ইত্যাদি, তদনুসারে ঐরূপ সাধ্যাভাব যে ঘটভেদাত্যন্তাভাব, তাহা ঘট-স্বরূপও হইতে পারিল।

উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা = ঘটবৃত্তি সাধ্যরূপ-ঘটভেদের প্রতিযোগিতা। কারণ, সাধ্য ঘটভেদের প্রতিযোগিতা ঘটে আছে, এবং ঐ ঘটই সাধ্যাভাব হইয়াছে।

উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ = তাদাত্ম্য। কারণ, সাধ্য ঘটভেদের প্রতিযোগিতা ঘটের উপর থাকে, এবং তাহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নই হয়। যেহেতু, নিয়ম আছে যে, "অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নই হয়।"

সুতরাং, দেখা গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী হইল এখানে "তাদাত্ম্য"।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = ঘটত্ব-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে ঘটত্বত্বাদিতে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = ঘটত্ব-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা ঘটত্বত্বাদিতে থাকে না। ওদিকে, এই ঘটত্বত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

এখন দেখ, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" বলিলেও যদি সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" দ্বারা

বিশেষিত করা যায়, তাহা হইলে 'যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে', তাহা আর তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ হয় না, পরন্তু, তাহা "সমবায়"-সম্বন্ধ হয়, এবং সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া উক্ত অনুমিতি-স্থলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় না। দেখ এখানে—

সাধ্য=ঘট-ভেদ। অবশিষ্ট কথা পূর্ব্ববৎ। ২১১ পৃষ্ঠা।

সাধ্যাভাব=ঘটত্ব। অবশিষ্ট কথা পূর্ব্ববৎ। ২১১ পৃষ্ঠা।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=ঘট। ইহা পূর্ব্বের ন্যায় আর ঘটত্ব হইল না। কারণ, এস্থলে সাধ্যাভাব ঘটত্বের সমবায়-সম্বন্ধেই অধিকরণ ধরা হইবে। এখন দেখ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী সমবায় কি করিয়া হয়? সংক্ষেপে, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এস্থলে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব-রূপ একটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত-করা হইয়াছে। যাহা হউক, এখন দেখ এই বিশেষণটী বশতঃ এই সম্বন্ধটী কেবল সমবায় হয় কি করিয়া? দেখ এখানে,—

সাধ্য=ঘটভেদ।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=স্বরূপ।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=ঘটভেদত্ব।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, তাহা=ঘটত্ব। ইহা পূর্ব্বে ধরা হইয়াছিল ঘট। এখন দেখ, এখানে ঘটকে পাওয়া গেল না কেন? ইহার কারণ, প্রথম, এই যে —অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়" এইরূপ একটী যে সাধারণ নিয়ম আছে, তাহা পূর্ব্বপ্রসঙ্গে কথিত "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" এই নিয়মবশতঃ বাধিত হয় না, এবং, দ্বিতীয়-কারণ এই যে—

উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতা=ঘটত্বরূপ সাধ্যাভাববৃত্তি ঘটভেদের প্রতিযোগিতা। কারণ, উপরি উক্ত সাধারণ নিয়ম, এবং পূর্ব্ব-প্রসঙ্গোক্ত নিয়মানুসারে সাধ্য ঘটভেদের অত্যন্তাভাব, যথাক্রমে হয় "ঘটত্ব" এবং "ঘট"। এখন, সাধ্যাভাবরূপ ঘটের অন্যোন্যাভাব ধরিলে সাধ্য-ঘটভেদকে পাওয়া যায় বলিয়া সাধ্যাভাব-ঘটবৃত্তি-প্রতিযোগিতাটী অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা-পদবাচ্য হয়, এবং সাধ্যাভাব ঘটত্বের

অত্যন্তাভাব ধরিলে সাধ্য ঘটভেদকে পাওয়া যায় বলিয়া সাধ্যাভাব-ঘটত্ববৃত্তি-প্রতিযোগিতাটী অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা-পদবাচ্য হয়। ঘটত্বাত্যন্তাভাব যে ঘটভেদ স্বরূপ হয়, একথা ইতিপূর্ব্বে সবিস্তর কথিত হইয়াছে; ১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তথাপি, সংক্ষেপে, তাহা এই যে—ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব হয় ঘটভেদ-স্বরূপ; কারণ, "অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব হয় প্রতিযোগীর স্বরূপ" এরূপ একটী নিয়মই আছে। তাহার পর, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবটী আবার ঘটত্ব-স্বরূপ হয়। যেহেতু, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ হয়" এরূপও একটী নিয়ম আছে। সুতরাং, ঘটত্বের অত্যন্তাভাবটী ঘটভেদ-স্বরূপ হয়। অতএব "সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতা" বলায় ঘটত্ব-বৃত্তি-প্রতিযোগিতাকেই পাওয়া গেল।

এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = সমবায়। কারণ, সাধ্যাভাব-ঘটত্ব-বৃত্তি যে প্রতিযোগিতা, তাহা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। যেহেতু, ঘটত্বের, সমবায়-সম্বন্ধে অভাবই ঘটভেদ-স্বরূপ হয়।

সুতরাং, সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাকে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" দ্বারা বিশেষিত করায়, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা হইবে ওখানে "সমবায়" এবং সেই সমবায় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বের অধিকরণ হইল "ঘট"।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে, ঘটে যাহা থাকে, তাহার উপর। ঘটত্ব ঘটে থাকে; সুতরাং, ইহা ঘটত্বেও থাকে।

উক্ত বৃত্তিত্বাভাব = ঘট-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা ঘটত্বে থাকে না, কিন্তু, ঘটত্বত্বে থাকিতে পারে।

ওদিকে, এই ঘটত্বত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না।

অতএব দেখা গেল, পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" ইত্যাদি নিয়মানুসারে "ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তি-দোষ দেখান হইয়াছিল, তাহা নিবারণ করিতে হইলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধ-মধ্যে "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে" "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" দ্বারা বিশেষিত করিলে আর ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় না।

এইবার আমরা একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিব।

কথাটী এই যে, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয়ের কথা এই স্থলেই শেষ হইল, তাঁহার ভাষা দেখিলে এই রূপই মনে হয়। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। কারণ,

উক্ত ব্যবস্থাদি সত্ত্বেও এমন স্থল আবিষ্কার করিতে পারা যায়, যেখানে পুনরায় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে। ইহার কারণ, অব্যবহিত-পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" বলায় অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্যাভাব দুইটী পাওয়া যায়। একটী, সাধ্যের প্রতিযোগী, অপরটি, সাধ্যের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। এখন, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অন্তর্গত সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি উহাদের মধ্যে একটিকে ধরা যায়, এবং সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিবার কালে,—যে সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধের অন্তর্গত যে সাধ্যাভাব আছে, সেই সাধ্যাভাব ধরিবার সময়—যদি অপরটীকে ধরা যায়, তাহা হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। অথচ, যদি উক্ত দুইটী সাধ্যাভাব এক হয়, তাহা হইলে আর অব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু, এই দুইটী সাধ্যাভাব যে এক হইবে, তাহা কোথাও বলা হয় নাই। এজন্য, এস্থলে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" দ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে, বলাতেও অব্যাপ্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে পারা যায় না। ফলতঃ, এজন্য বর্ত্তমান-প্রসঙ্গের আবার অর্থান্তর-নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়, এবং অধ্যাপক-সমীপে ইহা শিক্ষা করিতে হইবে—ইহাই টীকাকার মহাশয়ের অভিপ্রায়।

এখন তাহা হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—

১। যে স্থলটীতে ঐরূপে অব্যাপ্তি হয় সে স্থলটী কি?

২। কি করিয়া সেই স্থলটীতে অব্যাপ্তি হয়?

৩। সে অর্থ-নির্দ্দেশটি কিরূপ?

৪। সেই অর্থ-সাহায্যে কি করিয়া উক্ত অব্যাপ্তি নিবারিত হয়?

১। প্রথম দেখ, সে স্থলটী হইতেছে—

"ঘটভিন্নম্ কপালত্বাৎ।"

অর্থাৎ, ইহা ঘট নহে, যেহেতু, ইহাতে কপালের ধর্ম্ম বিদ্যমান। আর, ইহা সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলও বটে। কারণ, কপালত্ব, যেখানে যেখানে থাকে, ঘটভেদ সেই সকল স্থানেও থাকে। যেহেতু, কপালত্ব কপালে থাকে, ঘটভেদ ঘটভিন্নে অর্থাৎ কপালাদিতে থাকে।

২। এখন দেখ, এখানে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" বিশেষণটী দিলেও কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়? দেখ এখানে—

সাধ্য = ঘটভেদ।

সাধ্যাভাব = ঘট। ইহা, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়"—এই নিয়মানুসারে লব্ধ। অবশ্য, অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ হয়"—এই সাধারণ নিয়মানুসারে ইহা ঘটত্বও হইতে পারিত, কিন্তু, বিকল্প-বিধান থাকায় আপত্তিকারী ইহাকে "ঘট" ধরিলে আপত্তি করা চলে না। এজন্য, এস্থলে সাধ্যাভাব "ঘট"ই ধরা যাউক।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = কপাল। কারণ, সমবায়-সম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ হয় "কপাল"।

এখন দেখ, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী কি করিয়া "সমবায়" হয়। দেখ এখানে—

সাধ্য = ঘটভেদ।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = স্বরূপ।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম = ঘটভেদত্ব।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব = ঘটত্ব। ইহা পূর্ব্বপ্রসঙ্গোক্ত "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়" এই নিয়মানুসারে আর "ঘট" ধরা যায় না। যেহেতু তদ্বৃত্তি প্রতিযোগিতাতে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" বিশেষণটী আছে।

উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা = ঘটত্ববৃত্তি সাধ্যরূপ ঘট-ভেদের প্রতিযোগিতা। কারণ, সাধ্য ঘটভেদের প্রতিযোগিতা, যেমন ঘটে আছে, তদ্রূপ ঘটত্বেও থাকে; ১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ = সমবায়। কারণ, ঘটত্বের সমবায়-সম্বন্ধে অভাবই হয় সাধ্যস্বরূপ, এবং এই ঘটত্বই সাধ্যাভাব। সুতরাং, এই ঘটত্ব-বৃত্তি প্রতিযোগিতাটী সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নই হয়।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = কপাল-নিরূপিত বৃত্তিতা। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ হয় কপাল। ইহা থাকে কপালত্বে। কারণ, কপালত্ব কপালে থাকে।

উক্ত বৃত্তিত্বাভাব = কপাল-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা কপালত্বে থাকে না।

ওদিকে, এই কপালত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা-ভাব পাওয়া গেল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

সুতরাং, দেখা গেল, উক্ত অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব প্রভৃতি বিশেষণ দিলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণটী নির্দ্দোষ হয় নাই।

এখন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, উক্ত অর্থান্তরটী কিরূপ, এবং তাহার দ্বারা কি করিয়া এই দোষ নিবারিত হয়।

৩। দেখ সেই অর্থান্তরটী এই;—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব-বিশিষ্ট যে অধিকরণ, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি।" অবশ্য, এই বৈশিষ্টটী যে সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহা—স্ববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-স্বনিরূপিতত্ব—এতদুভয় সম্বন্ধ।

ইহার তাৎপর্য্য হইবে—যেই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক

যেই সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে সেই সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই উক্ত "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব"-রূপ বিশেষণের অর্থ।

৪। এখন দেখ এই অর্থান্তর সাহায্যে কি করিয়া উক্ত অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হয়।

দেখ, এতদনুসারে লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব এবং সম্বন্ধ-ঘটক সাধ্যাভাব আর পৃথক হইল না; সুতরাং, উক্ত "ঘটভিন্নং কপালত্বাৎ" দৃষ্টান্তে লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব বলিতে "ঘট" ধরিয়া সম্বন্ধ-ঘটক সাধ্যাভাব বলিতে আর "ঘটত্ব"কে ধরিতে পারা যাইবে না, পরন্তু, তখন সম্বন্ধ-ঘটক "সাধ্যাভাব" "ঘট"কেই ধরিতে হইবে। আর তাহার ফলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা তখন "তাদাত্ম্য"ই হইবে। এখন এই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে—

সাধ্যাভাবাধিকরণ = ঘট।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে ঘটত্বাদিতে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = ঘট-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা থাকে কপালত্বের উপর।

ওদিকে, এই কপালত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

আর যদি, লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব "ঘটত্ব" ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ অর্থান্তর বলে সম্বন্ধ-ঘটক সাধ্যাভাবও "ঘটত্ব"ই ধরিতে হইবে, আর তাহা হইলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা হইবে "সমবায়" এবং তাহার ফলে সমবায়-সম্বন্ধে—

সাধ্যাভাবাধিকরণ = ঘট।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিত্বাভাব = ঘট-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা থাকিবে কপালত্বের উপর।

ওদিকে, এই কপালত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল—উক্ত অর্থান্তরের ফলে লক্ষণ-ঘটক ও সম্বন্ধ-ঘটক সাধ্যাভাবটী এক হওয়া চাই; এবং ইহাই অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্বের অর্থ, এবং ইহাই গ্রন্থকারেরও অভিপ্রেত।

এখন এই প্রসঙ্গে আরও একটী জ্ঞাতব্য আছে।

বিষয়টী এই যে, উপরি উক্ত "ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বাৎ"-স্থলে যে অব্যাপ্তি দেখাইয়া "সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা"কে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব দ্বারা বিশেষিত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা 'ত' সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব ঘটত্বের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে অধিকরণ ঘটত্বকে ধরায় উক্ত অব্যাপ্তি ঘটে, নচেৎ নহে। ২১১পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু, এস্থলে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিয়া অব্যাপ্তি-প্রদর্শন অসঙ্গত। যেহেতু, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধটী 'বৃত্ত্যনিয়ামক' সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধে অধিকরণতা অস্বীকার্য্য। সুতরাং, উক্ত অব্যাপ্তি হয় না, এবং তজ্জন্য সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব দ্বারা বিশেষিত করিবার আবশ্যকতা নাই।

এতদুত্তরে বলা হয় যে, লক্ষণ-মধ্যে যে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিবার কথা আছে, ঠিক তাহা অধিকরণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। তাহাতে "সম্বন্ধিতাকে" ধরিবার কথাই বলা হইয়াছে; যেহেতু, সকল সম্বন্ধেই ইহা সম্ভব। সুতরাং, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব-ঘটত্বের "সম্বন্ধী" হইবে "ঘটত্ব", এবং তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে হেতু-ঘটত্বত্বে; সুতরাং, হেতুতে উক্ত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যাইবে না, আর তাহার ফলে পূর্ব্ববৎ অব্যাপ্তি দোষই ঘটিবে। যেহেতু, বৃত্ত্যনিয়ামক তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে অধিকরণতা অস্বীকার্য্য হইলেও সম্বন্ধিতা অবলম্বনে লক্ষণ গঠিত হওয়ায় অব্যাপ্তি হইল।

যদি বলা হয়, এ লক্ষণে "অধিকরণ" পদে যে "সম্বন্ধীকে" বুঝাইতেছে, তাহাতে প্রমাণ কি? ইহার উত্তর এই যে, অধিকারিত্ব অর্থে "স্বামিত্ব" নামে যে একটী সম্বন্ধ আছে, তাহা বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ। এখন, এই "স্বামিত্ব"-সম্বন্ধে ধনের অভাবকে যদি স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল গ্রহণ করা যায়, যথা,—

"অয়ং নির্ধনী মুনিত্বাৎ"

অর্থাৎ, কোন একজন নির্ধনী, যেহেতু তিনি মুনি, এইরূপ অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণেরই উক্ত প্রকার অধিকরণ-ঘটিত অব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

কারণ, এখানে উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধই হয় "স্বামিত্ব," সেই স্বামিত্ব-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হইবে। যেহেতু, স্বামিত্ব-সম্বন্ধটী বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু, যদি এস্থলে "অধিকরণ" পদে "সম্বন্ধী" ধরা হয়, তাহা হইলে আর এস্থলে অব্যাপ্তি হইবে না; কারণ, স্বামিত্ব-সম্বন্ধে অধিকরণতা না থাকিলেও "সম্বন্ধিতা" যে আছে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য।

সুতরাং, প্রস্তাবিত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অধিকরণ-পদে "সম্বন্ধী" বুঝিতে হইবে। আর তাহার ফলে, উক্ত "ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ"-স্থলে যে প্রকারে অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করিয়া সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" দ্বারা বিশেষিত করিবার প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাও তাহা হইলে অসঙ্গত হইতে পারে না।

সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণের "সাধ্যাভাববৎ"-পদে সাধ্যাভাবের "অধিকরণকে" লক্ষ্য করা হয় নাই, পরন্তু, সাধ্যাভাবের "সম্বন্ধীকেই" লক্ষ্য করা হইয়াছে; এবং এই প্রসঙ্গে যেখানে অধিকরণ-পদটী ব্যবহৃত হইতেছে, সেখানে সেই অধিকরণের অর্থ "সম্বন্ধী" বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যস্থ সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" দ্বারা বিশেষিত করিলে অব্যবহিত-পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তদনুসারে "ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ" স্থলে উত্থাপিত আপত্তিটী বিদূরিত করিতে পারা যায়।

এক্ষণে, পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয়, উক্ত প্রাচীনমতে 'যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে' তাহার মধ্যস্থ "সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা সাধ্যাভাববৃত্তি হয় না" এই কথা অবলম্বন

প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তন্মধ্যস্থ "সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতার অপ্রসিদ্ধি"-সংক্রান্ত পূর্ব্ব আপত্তির অন্য প্রকারে উত্তর।

টীকামূলম্।

যদ্ বা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-নিরুক্ত-প্রতিযোগিত্ব-তদবচ্ছেদকত্বান্যতরাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন এব সাধ্যাভাবাধিকরণত্বং বিবক্ষণীয়ম্।

বৃত্ত্যন্তম্ অন্যতর-বিশেষণম্।

এবং চ "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যাদৌ সাধ্যাভাবস্য ঘটত্বাদেঃ সাধ্যীয়-প্রতিযোগিত্ব-বিরহে অপি ন ক্ষতিঃ, তাদৃশান্যতরস্য সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বস্য এব তত্র সত্ত্বাৎ।

সাধ্যসামান্যীয়-নিরুক্ত=সাধ্যসামান্যীয়। সোঃ সং।
সাধ্যীয়=সাধ্য। সোঃ সং। প্রঃ সং। চৌঃ সং।
অন্যতরস্য সাধ্যীয়=অন্যতরস্য। সোঃ সং।
প্রঃ সং। চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

অথবা, সাধ্যতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববৃত্তি-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-সাধ্যসামান্যীয় যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা; কিংবা সেই প্রতিযোগিতার যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা ও উক্ত প্রতিযোগিতা—এই দুয়ের মধ্যে যে অন্যতর, সেই অন্যতরের অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রেত।

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাব-বৃত্তি" পর্য্যন্ত অংশটী অন্যতরের বিশেষণ।

আর এইরূপে "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সাধ্যাভাব যে ঘটত্বাদি, তাহাতে সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ, উক্ত প্রকার অন্যতর-পদবাচ্য যে সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকত্ব, তাহা সেস্থলে বর্ত্তমান।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

করিয়া "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যাদি অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে পূর্ব্বে যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার অন্য প্রকারে উত্তর প্রদান করিতেছেন।

ব্যাখ্যা—এইবার, টীকাকার মহাশয়, বহুপূর্ব্বে উত্থাপিত একটী আপত্তির অন্যরূপ একটী উত্তর প্রদান করিতেছেন, অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে, প্রাচীনমতে "যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে" বলা হইয়াছে, তন্মধ্যস্থ "সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা" পদার্থকে অবলম্বন করিয়া "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যাদি অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থল-সংক্রান্ত যে আপত্তি উত্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহার অন্যপ্রকারে একটী উত্তর প্রদান করা হইতেছে।

কিন্তু, এখন এই উত্তরটী বুঝিতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বের আপত্তি ও উত্তরটী একবার স্মরণ করিতে হইবে, নচেৎ, উপস্থিত উত্তরটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে না।

পূর্ব্বের আপত্তি ছিল এই যে, যদি "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হয়, তাহা হইলে যেখানে ঘটভেদটী স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য, সেখানে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা পাওয়া যায় না। কারণ, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতাক-সাধ্যাভাব হয়—ঘটত্ব; যেহেতু, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়" এইরূপ একটী নিয়ম আছে। এখন দেখ, এই সাধ্যা-ভাবরূপ ঘটত্বে সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা থাকে না। কারণ, সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, তাহার অত্যন্তাভাব ধরিলে ঘটত্বের উপর যে প্রতিযোগিতাকে পাওয়া যায়, তাহা সাধ্য-ঘটভেদের অর্থাৎ সাধ্যের প্রতিযোগিতা হয় না। যেহেতু, সাধ্য-ঘটভেদের প্রতিযোগিতা থাকে ঘটে, এবং ঘটত্বাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা থাকে ঘটত্বে। ঘটত্ব ও ঘট, কিছু এক পদার্থ নহে। এখন, সাধ্যাভাবের উপর সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাকে না পাওয়ায়, তাহার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধও পাওয়া গেল না; সুতরাং, কোন সম্বন্ধেই সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে পারা গেল না, আর তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল। ইহাই ছিল পূর্ব্বের আপত্তি। ১৫৫ পৃষ্ঠা।

তাহার পর, এই আপত্তির উপর সেখানে যে উত্তরটী দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও এইবার স্মরণ করা যাউক।

সে উত্তরটী ছিল এই যে, সাধ্য-ঘটভেদের অত্যন্তাভাব ঘটত্ব-স্বরূপ হইলেও তাহার উপর সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা থাকিতে কোন বাধা নাই। কারণ, এই সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, তাহা যে ঘটভেদাত্যন্তাভাব-স্বরূপ, তাহাতে ত কোন সন্দেহ নাই; আর সেই ঘটভেদাত্যন্তাভাবের আবার যে অত্যন্তাভাব, তাহাও যে ঘটভেদ-স্বরূপ, তাহাও ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যেহেতু, "অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগীর স্বরূপ" ইহাও সর্ব্ববাদি-সিদ্ধান্ত কথা। সুতরাং, সাধ্যাভাব ঘটত্বের উপর যে সাধ্য-ঘটভেদের প্রতিযোগিতা থাকিবে, তাহাতে কোন বাধা ঘটিতে পারে না। এখন, এস্থলে, সাধ্যা-ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা লাভ করিতে পারায়, তাহার অবচ্ছেদক সমবায়-সম্বন্ধকেও পাওয়া গেল, পূর্ব্বের ন্যায় এই সম্বন্ধ আর অপ্রসিদ্ধ হইল না। আর এই সম্বন্ধ এখানে "সমবায়" হওয়ায় সেই সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ হইল "ঘট"। এই সাধ্যাভাবাধিকরণ ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিল ঘটত্বাদিতে, এবং বৃত্তিতার অভাব থাকিল পটত্বাদিতে, ওদিকে ঐ পটত্বই হেতু। সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বা-ভাব লাভ করিতে পারায় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না। ইহাই হইয়াছিল সেস্থলে উক্ত আপত্তির উত্তর। ১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখন এই পূর্ব্বোক্ত উত্তরের পরিবর্ত্তে বলা হইতেছে যে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা যদি "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববৃত্তি যে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা, সেই 'প্রতি-

যোগিতা' অথবা সেই প্রতিযোগিতার যে অবচ্ছেদকতা সেই 'অবচ্ছেদকতা', এই দুয়ের মধ্যে যে অন্যতর, সেই অন্যতরের অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা ও অবচ্ছেদকতার মধ্যে যে-কোন-একটীর অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ," সেই সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে উক্ত—

"ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ"

এই স্থলে উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা না পাওয়া যাইলেও কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

কারণ, সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, তাহাতে উক্ত সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা" না থাকিলেও উক্ত সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতার "অবচ্ছেদকতা" এবং "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা"—এই দুইটীর মধ্যে যে অন্যতর, সেই "অন্যতর" এখানে আছে। কারণ, এই অন্যতর এখানে "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা" অথবা "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা"। ইহাদের মধ্যে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা" সাধ্যাভাব ঘটত্বের উপর আছে। যেহেতু, উক্ত ঘটভেদ-সাধ্য-স্থলে "সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা" ঘটের উপর থাকে, এবং ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় "ঘটত্ব"; সুতরাং, "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা" থাকে ঘটত্বের উপর। আর, এখন তাহা হইলে, উক্ত প্রকার সাধ্যাভাববৃত্তি যে অন্যতর, সেই অন্যতরের অবচ্ছেদক "সম্বন্ধ" হইবে এস্থলে "সমবায়"। কারণ, ঘটত্ব-জাতিটীই এস্থলে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্ম হইতেছে; ওদিকে এই "সমবায়"-সম্বন্ধটীই এস্থলে অভিপ্রেত। ইহা ইতিপূর্ব্বে "তু সমবায়াদিরেব" ইত্যাদি বাক্যে অতি স্পষ্ট ভাবেই কথিত হইয়াছে। ১১৩ পৃষ্ঠা। যাহা হউক, ইহাই হইল এস্থলে প্রকারান্তরে উত্তর।

এখন দেখ, এতদনুসারে যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণটীকে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে, এই সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে সেই অধিকরণ হয়—"ঘট"। তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকে ঘটত্বে, এবং বৃত্তিত্বাভাব থাকে ঘটত্ব-ভিন্নে অর্থাৎ পটত্বাদিতে। এদিকে, এই "পটত্ব"ই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না। ইত্যাদি।

এখন এস্থলে একটী কথা জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, পূর্ব্বের উত্তরে (অর্থাৎ সাধ্যাভাব-ঘটত্বেও সাধ্য-ঘটভেদের প্রতিযোগিতা থাকে এই উত্তরে) এমন কি ত্রুটি ছিল যে, এখানে টীকাকার মহাশয় অপর কতিপয় প্রসঙ্গের পর পুনরায় পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া এই উত্তরটী প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন?

ইহার উত্তর এই যে "ঘটান্যোন্যাভাববান্, পটত্বাৎ" স্থলে সাধ্যাভাব "ঘটত্ব" হওয়ায় তাহাতে সাধ্য ঘটভেদের যে প্রতিযোগিতা আছে, একথা মন না বুঝিলেও যেন বাধ্য হইয়া পূর্ব্বে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এজন্য, ইহাতে ব্যক্তি-বিশেষের অরুচি জন্মিতে পারে; এবং যাঁহারা একথা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে যে, দুই এক

যে প্রকার সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে।

টীকামূলম্।

ন চ তথাপি "কপিসংযোগী এতদ্-বৃক্ষত্বাৎ"—ইত্যাদ্যব্যাপ্য-বৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতৌ অব্যাপ্তিঃ—ইতি বাচ্যম্।

নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিতা যা নিরুক্ত-সম্বন্ধ-সংসর্গক-নিরবচ্ছিন্নাধিকরণতা তদাশ্রয়াঽবৃত্তিত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

"গুণ-কর্ম্মান্যত্ব বিশিষ্ট-সত্ত্বাভাববান্ গুণত্বাৎ"—ইত্যাদৌ সত্ত্বাত্মক-সাধ্যাভাবাধিকরণত্বস্য গুণাদি-বৃত্তিত্বে অপি সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিতাধিকরণত্বস্য গুণাদ্যবৃত্তিত্বাৎ ন অব্যাপ্তিঃ।

"-সাধ্যক-"="-সাধ্যকে"। চৌঃ সং।

"-সম্বন্ধ-সংসর্গক-"="-সংসর্গক-"। প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর তাহা হইলেও "কপিসংযোগী এতদ্-বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি হয়—একথা বলা যায় না।

যেহেতু, উক্ত সম্বন্ধে সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার যে আশ্রয়, সেই আশ্রয়-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই এস্থলে অভিপ্রেত।

আর তাহা হইলে "গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাভাববান্ গুণত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সত্তারূপ যে সাধ্যাভাব, তাহার অধিকরণতা, গুণে থাকিলেও সাধ্যাভাবত্ব বিশিষ্টের যে অধিকরণতা, তাহা গুণে থাকে না; সুতরাং, অব্যাপ্তি হয় না।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

কথা বলিতে পারেন না, তাহা নহে। যেহেতু, প্রতিবাদী এ ক্ষেত্রে বলিতে পারেন যে, একই অভাবের প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা কখনও এক পদার্থের উপর থাকে না। এখন যদি, ঘটভেদাভাবাভাবটী ঘটভেদ-স্বরূপ হয়, তবে ঘটভেদাভাবরূপ ঘটত্বে ঘটভেদের প্রতিযোগিতাটী যেমন থাকিল, তদ্রূপ ঘটভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাও থাকিল। ইহা কিন্তু অননুভূত। অতএব, ঘটভেদাভাবাভাবটী ঘটভেদ-স্বরূপ—একথা অসঙ্গত। টীকাকার মহাশয় প্রতিবাদীর এ জাতীয় আপত্তি অনুমান করিয়াই কতিপয় প্রসঙ্গান্তর পুনরায় এই চরম উত্তরটী প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অবশ্য, এই উত্তরে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধটী, যে আকারে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা নির্দ্দোষই হয়। ইহাই হইল পুনরায় এই উত্তর-প্রদানের উদ্দেশ্য।

যাহা হউক, এতদূরে, প্রাচীন মতে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার কথা শেষ হইল, এক্ষণে পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে যে প্রকার সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার বিষয় কথিত হইতেছে।

ব্যাখ্যা—"সাধ্যাভাববৎ"-পদের রহস্য-কথন-প্রসঙ্গে সাধ্যাভাবের অধিকরণ, যে সম্বন্ধে

ধরিতে হইবে, তাহা কথিত হইল, এক্ষণে, যে প্রকার অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাই কথিত হইতেছে।

সংক্ষেপে কথাটী এই যে;—(১) সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হওয়া আবশ্যক; এবং

(২) সাধ্যাভাবটী সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাব হওয়া আবশ্যক।

(৩) কারণ, নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ না ধরিলে "কপিসংযোগী এতদ্ বৃক্ষত্বাৎ" এই স্থলে অব্যাপ্তি হয়; এবং

(৪) 'সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাব' না বলিলে "গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাভাববান্ গুণত্বাৎ" এই স্থলে অব্যাপ্তি হইবে।

এইবার টীকাকার মহাশয়ের, এই কথাটী আমরা সবিস্তর বুঝিতে চেষ্টা করিব—

দেখ এতদুদ্দেশ্যে, তিনি বলিতেছেন যে, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন হইয়া, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা-নিরূপিত, যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার যে আশ্রয়, সেই আশ্রয়-নিরূপিত যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবই ব্যাপ্তি, ইহাই এস্থলে অভিপ্রেত। অর্থাৎ, সাধ্যাভাবের এই রূপই অধিকরণ ধরিতে হইবে।

[আর যদি, আধেয়তা-নিরূপিতত্বই অধিকরণতা, এই মতটীর আশ্রয় গ্রহণ করা যায়—অর্থাৎ, অধিকরণতাকে আধেয়তা-নিরূপিতত্ব হইতে অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে, উক্ত প্রকার প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ,সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা সেই আধেয়তা-নিরূপিত যে, তন্নিরূপিত যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি, এই মাত্র বিশেষ হইবে। অবশ্য, ইহাতে এস্থলে ফলের কোন তারতম্য হইবে না। পরন্তু, তথাপি এই মত-ভেদটী জানিয়া রাখা ভাল।]

এখন তাহা হইলে "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" অর্থাৎ "এই বৃক্ষটী কপিসংযোগ-বিশিষ্ট, যেহেতু, ইহাতে এই বৃক্ষত্ব রহিয়াছে" ইত্যাকার অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা-নিরূপিত যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাটী প্রতিযোগী কপিসংযোগের অধিকরণে না থাকায়, অর্থাৎ কপিসংযোগ যেখানে থাকে, সেই বৃক্ষে না থাকায়, সেই অধিকরণতার আশ্রয়

যে গুণাদি, সেই গুণাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে লাভ করিতে পারা যায়, আর তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের ঐস্থলে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে না।

এবং "গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাভাববান্ গুণত্বাৎ" অর্থাৎ "ইহা, গুণ ও কর্ম্মের ভেদবিশিষ্ট যে সত্তা, সেই সত্তার অভাব যুক্ত, যেহেতু ইহাতে গুণত্ব বিদ্যমান" এইরূপ সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব," তাহা হয় "গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট সত্তা; সুতরাং, তাহা হয় সত্তা-স্বরূপ, এবং তাহার অধিকরণ হয়, "দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম"। এখন, ইহাদের মধ্যে গুণে, হেতু গুণত্বাদি থাকায় অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাভাবাভাবত্ব-রূপ সাধ্যাভাবত্ব বিশিষ্টের যে অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা ধরিলে (অর্থাৎ সেই সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা-নিরূপিত যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা ধরিলে) সেই অধিকরণতার যে আশ্রয়, সেই আশ্রয়রূপে আর গুণ ও কর্ম্মকে পাওয়া যাইবে না। পরন্তু, কেবল দ্রব্যকেই পাওয়া যাইবে; সুতরাং, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব গুণত্বে পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না। ইহাই হইল টীকাকার মহাশয়ের বাক্যের স্পষ্টার্থ।

এইবার আমরা দেখিব টীকাকার মহাশয়ের বাক্য হইতে কি করিয়া উপরি উক্ত অর্থটী লব্ধ হইল। দেখ—

এস্থলে, প্রথম "নিরুক্ত" পদের অর্থ—পূর্ব্বোক্ত। অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে তাহা। ইহা সাধ্যাভাবের বিশেষণ।

দ্বিতীয় "নিরুক্ত" পদের অর্থ—পূর্ব্বোক্ত। অর্থাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে তাহা। ইহা সম্বন্ধের বিশেষণ।

"সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিতা"-পদের অর্থ—সাধ্যাভাবত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা-নিরূপিত যে তাহা, অর্থাৎ অধিকরণতা। কিন্তু, অধিকরণতাটী অবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া (১০৭ পৃষ্ঠা) এবং অধিকরণতাটী আধেয়তা-নিরূপিত হয় বলিয়া, আধেয়তাকেই অবচ্ছিন্ন করিয়া অধিকরণতা ধরা হইল।

"অব্যাপ্যবৃত্তি"-পদের অর্থ—স্বাধিকরণবৃত্তি-অভাব-প্রতিযোগী। অর্থাৎ, নিজে যেখানে থাকে, সেখানে যে অভাব থাকে, সেই অভাবের প্রতিযোগী আবার যদি নিজেই হয়, অর্থাৎ নিজের অধিকরণে যদি নিজের অভাব থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলা হয়।

"নিরুক্ত-সম্বন্ধ সংসর্গক"-পদের অর্থ—পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ হইয়াছে সংসর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ যাহার। ইহা অবশ্য এখানে অধিকরণতা।

"নিরবচ্ছিন্ন"-পদের অর্থ—কোন অবচ্ছেদে না থাকা, অর্থাৎ সমগ্র-ভাবে বৃত্তি।

"তদাশ্রয়াহবৃত্তিত্বস্য"-পদের অর্থ—সেই অধিকরণতার আশ্রয় যে অধিকরণ, তন্নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাবের।

"গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা"-অর্থ—গুণ ও কর্ম্মের ভেদাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা। ভেদ, নিজাধিকরণে সাধারণতঃ স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে; কিন্তু, এই গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-স্থলে ইহার বৈশিষ্ট্য সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। কারণ, এই ভেদটী স্বরূপ-সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সত্তাতে থাকে; সুতরাং, "ভেদ-বিশিষ্ট-সত্তা"-পদের অর্থই হয় না। এজন্য, উক্ত বিশিষ্টটী এস্থলে ঐ সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধেই ধরিতে হইল। "অন্যত্ব"-পদের অর্থ—ভেদ। সুতরাং, সমগ্রের অর্থ হইল—গুণ ও কর্ম্মের ভেদ, যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্য-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে সত্তা, সেই সত্তাই গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা।

যাহা হউক, এই কয়েকটী পদার্থের উপর লক্ষ্য করিয়া টীকার বঙ্গানুবাদটী একটু মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই আমাদের ব্যাখ্যাত স্পষ্টার্থটি বুঝিতে পারা যাইবে।

এইবার, আমরা উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় অবলম্বন করিয়া একটু বিস্তৃতভাবে বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুতরাং—

১। প্রথম দেখিতে হইবে "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এই স্থলে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ না ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়, এবং ধরিলে কি করিয়া তাহা নিবারিত হয়?

২। তৎপরে দেখিতে হইবে, "গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাববান্ গুণত্বাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাবত্ব বিশিষ্টের অধিকরণ না ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়, এবং ধরিলে কি করিয়া তাহা নিবারিত হয়?

১। এখন, তাহা হইলে প্রথম দেখা যাউক, সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ না ধরিলে

"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"

এই অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়?

ইহার অর্থ—এই বৃক্ষটী কপিসংযোগ-বিশিষ্ট; যেহেতু, ইহাতে এতদ্-বৃক্ষত্ব রহিয়াছে।

তাহার পর ইহা যে, সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, হেতু—এতদ্বৃক্ষত্ব, যেখানে থাকে, সাধ্য কপিসংযোগটী সেই সেই স্থানেও থাকে। যেহেতু, কপিসংযোগ এই বৃক্ষে রহিয়াছে।

এখানে দেখ, সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ না ধরিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়—

সাধ্য=কপিসংযোগ। ইহা অব্যাপ্যবৃত্তি; কারণ, ইহা যেখানে থাকে, সেখানে কোন দেশাবচ্ছেদে ইহা থাকে, এবং কোন দেশাবচ্ছেদে ইহার অভাবও থাকে। তাহার পর, সংযোগটী গুণপদার্থ, এবং গুণ, দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে; অতএব, ইহাকে সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য ধরা হইল; এবং এজন্য সাধ্যতাবচ্ছেদক

যে সম্বন্ধ তাহা হইবে "সমবায়", এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, তাহা হইবে এস্থলে "কপিসংযোগত্ব"।

সাধ্যাভাব=কপিসংযোগাভাব। ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবত্ব রূপে গৃহীত।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=এতদ্-বৃক্ষ। কারণ, বৃক্ষের অগ্রদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকে, এবং মূলদেশাবচ্ছেদে তাহার অভাব থাকে। বলা বাহুল্য, এই অধিকরণটী পূর্ব্বোক্ত "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি--সাধ্যসামান্যীয়--প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে "স্বরূপ" সেই স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিয়াই লাভ করা হইয়াছে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=এতদ্-বৃক্ষ-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে এতদ্বৃক্ষত্বে।

এই বৃত্তিতার অভাব=এতদ্বৃক্ষ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা থাকে এতদ্বৃক্ষত্ব-ভিন্নে।

ওদিকে, এই "এতদ্বৃক্ষত্ব"ই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

এইবার দেখা যাউক, সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ যদি ধরা যায়, তাহা হইলে, উক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়? দেখ এখানে—

সাধ্য=কপিসংযোগ। (অবশিষ্ট কথা পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য।)

সাধ্যাভাব=কপিসংযোগাভাব। ইহা ব্যাপ্যবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি উভয়-বিধই হয়, কারণ, কপিসংযোগি-দ্রব্যে ইহা অব্যাপ্যবৃত্তি, এবং তদ্ভিন্নে ইহা ব্যাপ্যবৃত্তি হয়। সুতরাং, গুণাদিতে ইহা কেবলই ব্যাপ্যবৃত্তি হইয়া থাকে; যেহেতু, গুণের উপর সংযোগ কখনই থাকে না, এবং সংযোগ একটী গুণ-পদার্থ। (অবশিষ্ট কথা পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য।)

সাধ্যাভাবাধিকরণ=কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ। ইহা, প্রথমতঃ সাবচ্ছিন্ন এতদ্বৃক্ষ, তৎপরে অপরাপর কপিসংযোগ-বিহীন-দ্রব্য, এবং তৎপরে গুণাদিও হইতে পারে। কারণ; এই সকল স্থলেই কপিসংযোগের অভাব আছে। এখন যদি, এই অধিকরণে 'নিরবচ্ছিন্নত্ব' বিশেষণটী দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা আর, এতদ্বৃক্ষ আদৌ হইবে না। কারণ, এতদ্বৃক্ষে কোন দেশাবচ্ছেদেই কপিসংযোগাভাব থাকে। পরন্তু, ইহা তখন এমন অপরাপর দ্রব্য হইবে, যাহাতে কপিসংযোগ কোনরূপেই নাই, অথবা ইহা তখন গুণাদি হইবে। যেহেতু, ইহাদের উপর নিরবচ্ছিন্ন হইয়া কপিসংযোগাভাব থাকে। অতএব, ধরা যাউক, এই অধিকরণ হইল "গুণাদি।"

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=গুণাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে গুণত্বাদিতে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = উক্ত গুণাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা থাকে গুণত্বাদি-ভিন্নে, অর্থাৎ, এতদ্বৃক্ষত্বাদিতে।

ওদিকে, এই "এতদ্বৃক্ষত্বই" হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না।

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হওয়া আবশ্যক।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই অব্যাপ্তি-নিবারণার্থ কেবল উক্ত নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-ঘটিত নিবেশটীরই প্রয়োজন হইল, সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট নিবেশের প্রয়োজন হইল না।

২। এইবার দেখা যাউক, সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা না ধরিলে অর্থাৎ সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা না ধরিলে—

"গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাববান্ গুণত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ কি করিয়া ঘটে?

ইহার অর্থ—কোন কিছু, গুণ ও কর্ম্মের ভেদবিশিষ্ট যে সত্তা, সেই সত্তার অভাব যুক্ত; যেহেতু, ইহাতে গুণত্ব রহিয়াছে।

অবশ্য, ইহা যে, সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, গুণত্ব যেখানে যেখানে থাকে, গুণ ও কর্ম্মের ভেদবিশিষ্ট-সত্তার অভাব সেই সেই স্থানেও থাকে। যেহেতু, গুণ ও কর্ম্মের ভেদবিশিষ্ট-সত্তা থাকে দ্রব্যে, সেই সত্তার অভাব থাকে গুণ ও কর্ম্মাদিতে। এখন, ইহাদের মধ্যে গুণে থাকে গুণত্ব, এবং ঐ গুণত্বই হেতু। সুতরাং, হেতু যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য সেই সেই স্থানেও থাকায় ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতিরই স্থল হইল।

এখন দেখ, সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা না ধরিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়, দেখ—

সাধ্য = গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাব। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে এবং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাবত্ব-রূপে সাধ্য।

সাধ্যাভাব = সত্তা। কারণ, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাবাভাব অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব। এখন, লক্ষণ-মধ্যে সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা ধরিবার কথা না বলিলে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তার কেবল সত্তাত্ব-রূপে অধিকরণতা ধরিতে পারা যায়। আর, তাহার ফলে সাধ্যাভাব হইল "সত্তা"।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম। কারণ, সাধ্যাভাব যে সত্তা, তাহা সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপর থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = গুণ-নিরূপিত বৃত্তিতা। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ হইয়াছে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম; আর এই তিনের অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার মধ্যে

গুণ-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকায় উহাকে গ্রহণ করিতে কোন বাধা হইতে পারে না। সুতরাং, ধরা গেল এই বৃত্তিতাটী গুণ-নিরূপিত বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = গুণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে গুণত্বাদি-ভিন্নের উপর। অর্থাৎ, ইহা যেখানেই থাকুক, গুণত্বের উপরে ইহা কখনই থাকিবে না।

ওদিকে, এই গুণত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

এইবার দেখা যাউক, যদি সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা ধরা যায়, অর্থাৎ সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা ধরা যায়, তাহা হইলে এস্থলে আর অব্যাপ্তি-দোষ কেন হইবে না। দেখ এখানে—

সাধ্য = গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাব। (অবশিষ্ট কথা পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য।)

সাধ্যাভাব = গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাবাভাব অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা। ইহাও সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব। এখন, লক্ষণ-মধ্যে 'সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা ধরিতে হইবে' বলায় গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তার আর সত্তাত্বরূপে সত্তাধিকরণতা গ্রহণ করা যায় না। আর তাহার ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ গুণাদি হইবে না; পরন্তু, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাবাভাবত্ব-রূপে অধিকরণটী কেবল "দ্রব্য"ই হইবে।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = দ্রব্য। কারণ, গুণ ও কর্ম্ম হইতে 'অন্য' হয়—দ্রব্য। যেহেতু, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব থাকে দ্রব্যে। এই দ্রব্যবৃত্তি উক্ত অন্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী সুতরাং, দ্রব্যে থাকে। অবশ্য, সত্তাত্বরূপে সত্তাও দ্রব্যে থাকে, এবং এই উভয় সত্তাই এক; কিন্তু, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাবাভাবত্ব-রূপে যে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তার অধিকরণতা, অর্থাৎ সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের যে অধিকরণতা, তাহা ধরায় সেই অধিকরণতার আশ্রয় হইবে কেবল 'দ্রব্য'।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = দ্রব্য-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে দ্রব্যত্বে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = দ্রব্য-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে দ্রব্যত্ব-ভিন্নে। যথা, গুণত্বাদিতে।

ওদিকে, এই গুণত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না।

সুতরাং, দেখা গেল ব্যাপ্তি-লক্ষণে উক্ত সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা ধরাও আবশ্যক।

এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই অব্যাপ্তি-নিবারণার্থ কেবল সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট নিবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইল, এবং নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-ঘটিত-নিবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইল না, ইহার প্রয়োজন-স্থল পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

তথাপি, এই দুইটী নিবেশই যে, লক্ষণ মধ্যে প্রয়োজন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু, ইহাদের উপযোগিতা সর্ব্বত্র উপলব্ধ না হইলেও প্রদর্শিত-প্রকার-স্থলে পরিদৃষ্ট হইবে।

যাহা হউক, এতদূরে উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় অবলম্বনে টীকাকার মহাশয়ের বক্তব্যটী সবিস্তরে বুঝা গেল, এক্ষণে এতৎ-প্রসঙ্গ-সংক্রান্ত কতিপয় অপর জ্ঞাতব্য-বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাউক।

প্রথম—এস্থলে "কপি" পদটী কেন ?

দ্বিতীয়— „ এতদ্বৃক্ষত্ব-পদান্তর্গত "এতৎ" পদটী কেন ?

তৃতীয়— „ "সদ্ধেতু" পদটী কেন ?

চতুর্থ— „ গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-পদান্তর্গত "কর্ম্ম" পদটী কেন ?

পঞ্চম— „ সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা বলিলেই বা উক্ত অব্যাপ্তি-বারণ হয় কি রূপে ? কারণ, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট সত্তাভাবাভাবও যে সত্তাস্বরূপ, তাহাতে ত কোন বাধা ঘটিল না। সুতরাং, সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা বলিলেও উক্ত "গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাববান্ গুণত্বাৎ"-স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ হইল না।

যাহা হউক, এইবার একে একে ইহাদের উত্তর গুলির বিষয় আলোচনা করা যাউক—

১। প্রথম দেখা যাউক, এস্থলে 'কপি' পদটী কেন ?

ইহার উত্তর এই যে—'কপি' পদটী না দিলে প্রাচীন-মতানুসারে এস্থানে অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, তাঁহারা দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যের অভাব মানেন না। যেহেতু, দ্রব্যের মধ্যে সংযোগটী কোন-না-কোন রকমে থাকে। অথচ, এদিকে, সংযোগাভাবকে বুকে রাখিতে না পারিলে আর অব্যাপ্তি দেখানও যায় না, এবং তজ্জন্য এখানে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ না ধরিলে যে অব্যাপ্তি হয়, তাহাও বলা চলে না। কারণ, দেখ, সকল দ্রব্যেই অন্ততঃপক্ষে, গগন-সংযোগ আছে ; সুতরাং, সংযোগ-সামান্যাভাব সেখানে থাকিল না; বস্তুতঃ, সকল দ্রব্যেই বিশেষ বিশেষ সংযোগের অভাব থাকে। আর, উক্ত বিশেষ-অভাব যে 'দ্রব্যে' থাকে—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত কথা। এই জন্যই কপি-পদ দ্বারা সংযোগকে বিশেষিত করিয়া তাহার অভাব ধরা হইল। সুতরাং, 'কপি' পদটী গ্রহণ করিলে নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা প্রদর্শন করিতে পারা গেল।

২। এইবার দেখা যাউক "এতদ্বৃক্ষত্ব"-পদমধ্যস্থ "এতৎ" পদটী কেন ?

এতদুত্তরে বলা হয় যে—'এতৎ' পদটী না দিলে অনুমিতি-স্থলটী ব্যভিচারী হয়, অর্থাৎ ইহা তখন সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলই হয় না। দেখ, "এতৎ" পদটী না দিলে "বৃক্ষত্ব" হেতুটী কপিসংযোগি-ভিন্ন যে বৃক্ষ, সেই বৃক্ষেও থাকে, অথচ সেখানে সাধ্য কপিসংযোগ কোন কালেই থাকে না। সুতরাং, হেতু যেখানে থাকে সাধ্য সেখানে না থাকায় অনুমিতি-স্থলটী ব্যভিচারী হইয়া উঠে। অতএব দেখা গেল, এস্থলে "এতৎ" পদের প্রয়োজনীয়তা আছে।

৩। এইবার দেখা যাউক, "সদ্ধেতু" পদটী কেন ?

ইহার উত্তর এই যে,—এস্থলে "সদ্ধেতু" না বলিলে "অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-হেতৌ" এইরূপ বলিতে হইত। এদিকে কিন্তু, একটী নিয়ম আছে যে, "অসতি বাধকে অবচ্ছেদাবচ্ছেদেন অন্বয়ঃ" অর্থাৎ "কোন বাধক না থাকিলে সার্ব্বত্রিক রূপেই গ্রহণ করিতে হয়।" যেমন, "মনুষ্য জ্ঞানী" বলিলে মনুষ্যত্বাবচ্ছেদে মনুষ্যকে জ্ঞানী বুঝায়, অর্থাৎ সকল মনুষ্যকেই জ্ঞানী বলা হয়। তদ্রূপ, "সদ্ধেতু" না বলিলে এখানেও অব্যাপ্য-বৃত্তি-সাধ্যক যত 'হেতু' হইতে পারে, তাহাতেও অব্যাপ্তি হওয়া উচিত হয়। কারণ, "অবৃত্তি-হেতুর লক্ষ্যতা" মতে, (অর্থাৎ "হেতু যেখানে অবৃত্তি পদার্থ হয়, সেরূপ স্থলও এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য" এই মতে) অব্যাপ্তি হয়। অর্থাৎ, তাহা হইলে "কপিসংযোগী—গগনাৎ" এস্থলেও অব্যাপ্তি হওয়া উচিত হয়। কিন্তু, তাহা ত অভিপ্রেত নহে। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ যাহাকেই ধরা হউক, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই হেতুতে থাকে। কারণ, গগন অবৃত্তি পদার্থ। আর যদি, "সৎ"-পদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে 'সৎ' হেতু অর্থাৎ বৃত্তিমৎ হেতু অর্থ হয়। সুতরাং, এ অর্থে "কপিসংযোগী গগনাৎ" স্থলটী ত্যাগ করিতে হয়। যেহেতু, "গগন" বৃত্তিমৎ হেতু হয় না। অতএব, "সদ্ধেতু" বলা আবশ্যক।

৪। এইবার দেখা যাউক "গুণ-কর্ম্মান্যত্ব" ইত্যাদি স্থলে "কর্ম্ম" পদটী কেন?

ইহার উত্তর এই যে—'কর্ম্ম'পদ না দিলে কোন ফলের তারতম্য হয় না, কিন্তু দেওয়ার ফল হয় এই যে, "গুণান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাববান্ গুণত্বাৎ" স্থলে যেমন অব্যাপ্তি হয়, সেই রূপ "কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাববান্ কর্ম্মত্বাৎ" বলিলেও অব্যাপ্তি হয়, দেখান যায়। অর্থাৎ, দৃষ্টান্ত-বাহুল্য লাভ করা যায়; অতএব "কর্ম্ম" পদও প্রয়োজনীয়।

৫। এই বার দেখা যাউক, "সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা" বলিলে উক্ত অব্যাপ্তি কি রূপে নিবারিত হয়।

ইহার উত্তর এই যে "সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা" বলিলে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাবাভাবত্বাবচ্ছিন্ন যে অধিকরণতা, তাহা সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা হইতে বিলক্ষণ হয়। যেমন, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব—এতদ্ধর্ম্ম-দ্বয়াবচ্ছিন্ন অধিকরণতাটী সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, এস্থলেও তদ্রূপ। সুতরাং, সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা বলায় উক্ত গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাবাভাবত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাকে পাওয়া গেল, এবং এই অধিকরণতাটী আর সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার সহিত অভিন্ন হইল না; সুতরাং, এইরূপে যে সাধ্যাভাবাধিকরণ পাওয়া গেল, তাহা কেবল দ্রব্যই হইল, আর পূর্ব্বের ন্যায় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিনই হইল না, আর তাহার ফলে উক্ত অব্যাপ্তিও হয় না; অতএব, ওরূপ আপত্তি এস্থলে নিষ্ফল।

যাহা হউক, এই প্রসঙ্গটী এখানেই শেষ হইল। অর্থাৎ, সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হওয়া আবশ্যক, এবং সাধ্যাভাবটীও সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন—ইহা বুঝা গেল। এইবার পরবর্ত্তি প্রসঙ্গে বর্ত্তমান-প্রসঙ্গের উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া টীকাকার মহাশয় তাহার মীমাংসা করিতেছেন।

নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-সংক্রান্ত আপত্তি ও তাহার উত্তর এবং এই লক্ষণের লক্ষ্য নির্ণয়।

টীকামূলম্।

ন চ এবং "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদৌ নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণত্বাঽপ্রসিদ্ধ্যা অব্যাপ্তিঃ—ইতি বাচ্যম্।

"কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" ইত্যনেন গ্রন্থকৃতা এব অস্য দোষস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ।

সত্ত্বাৎ=প্রমেয়ত্বাৎ। প্রঃ সং।
অস্য দোষস্য=তদ্দোষস্য। প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর এইরূপে "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি-স্থলে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয়—একথাও বলিতে পারা যায় না।

কারণ, "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" অর্থাৎ কেবলান্বয়ি-স্থলে অব্যভিচরিতত্বের অভাব হয়—ইত্যাদি বাক্যে গ্রন্থকারই এই দোষের কথা বলিবেন।

ব্যাখ্যা—ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সাধ্যাভাবের অধিকরণটী নিরবচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক, নচেৎ "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এক্ষণে, টীকাকার মহাশয়, এই নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-সংক্রান্ত একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেছেন, এবং সেই উপলক্ষে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য নির্ণয়ও করিতেছেন।

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, এতদুপলক্ষে টীকাকার মহাশয়ের আপত্তিটী কি ?

আপত্তিটী এই যে, "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি অনুমিতি-স্থলের জন্য, পূর্ব্ব প্রসঙ্গানুসারে, যদি সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি অনুমিতি-স্থলে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়; আর তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, ব্যাপ্তি লক্ষণটী নির্দ্দোষ হইতে পারিতেছে না। ইহাই হইল আপত্তি।

এতদুত্তরে বলা হয় যে, না, এই আপত্তিটী সঙ্গত হয় নাই। কারণ, এরূপ স্থলে আলোচ্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ যে ঘটিবে, তাহাই অভীষ্ট। যেহেতু, এই স্থলটী একটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল, এবং কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে যে, এই লক্ষণের অব্যাপ্তি থাকিবে, তাহা অভিপ্রেত। কারণ, (১ পৃষ্ঠা) মূল "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থেই গ্রন্থকার, মহামতি গঙ্গেশ উপাধ্যায় "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" অর্থাৎ "কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অব্যভিচরিতত্ব-রূপ এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকোক্ত-পাঁচটী-লক্ষণেরই অভাব ঘটে" এই বাক্যে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। সুতরাং, এ দোষ, দোষই নহে। ইহাই হইল উক্ত আপত্তির উত্তর।

এখন এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে,—

১। উক্ত "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ"-স্থলে কি করিয়া সাধ্যাভাবের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়, এবং তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় ?

২। এই স্থলটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল কিসে ?
যেহেতু, এই দুইটী বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে এ প্রসঙ্গের প্রায় সকল কথাই এক প্রকার বুঝিতে পারা যাইবে।

১। যাহা হউক, এতদনুসারে আমাদিগকে প্রথম দেখিতে হইবে,—

"কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়া সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়, এবং তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে ?

ইহার অর্থ "কোন কিছু, কপিসংযোগের অভাব-বিশিষ্ট ; যেহেতু, ইহাতে সত্তা রহিয়াছে।"

বলা বাহুল্য, ইহাও একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল ; যেহেতু, হেতু সত্তা যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য কপিসংযোগের অভাব সেই সেই স্থানেও থাকে। কারণ, কপিসংযোগ যেই বৃক্ষে থাকে, কপিসংযোগাভাব সেই বৃক্ষে এবং অন্যত্রও থাকে। অর্থাৎ, ইহা সর্ব্বত্রস্থায়ী পদার্থ হয়। ওদিকে, হেতু সত্তা থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে ; সুতরাং, এ সকল স্থলেও কপি-সংযোগাভাব থাকিল ; অর্থাৎ, হেতু যেখানে যেখানে থাকিল, সাধ্য সেই সেই স্থলেও থাকিল।

এখন দেখ, এস্থলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় কি রূপে ? দেখ এখানে——

সাধ্য—কপিসংযোগাভাব। ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধে এবং কপিসংযোগাভাবত্ব-রূপে সাধ্য।

সাধ্যাভাব=কপিসংযোগাভাবাভাব অর্থাৎ কপিসংযোগ। ইহা, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব। তাহার পর, ইহা অব্যাপ্যবৃত্তি ; কারণ, ইহা কোথাও নিরবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না। যেহেতু, ইহা যখন বৃক্ষে থাকে, তখন ইহা সেই বৃক্ষের কোন দেশাবচ্ছেদে থাকে, এবং কোন দেশাবচ্ছেদে থাকে না।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=অপ্রসিদ্ধ। কারণ, পূর্ব্ব প্রসঙ্গানুসারে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরিবার কথা ; এস্থলে, কিন্তু সাধ্যাভাব কপিসংযোগটী অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় ইহার নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হইল। যেহেতু, অব্যাপ্যবৃত্তির অধিকরণ কখনই নিরবচ্ছিন্ন হয় না।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা—ইহাও, সুতরাং, অপ্রসিদ্ধ।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব—ইহাও, তজ্জন্য, অপ্রসিদ্ধ।

সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

অতএব দেখা গেল, সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরিতে হইবে, বলিলেও কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষই থাকিয়া যায়। ইহাই হইল এস্থলে আপত্তি।

অবশ্য, এই আপত্তির উত্তরে যাহা বলা হয়, তাহা উপরেই কথিত হইয়াছে, তথাপি তাহার সার মর্ম্ম এই যে, এস্থলে এই অব্যাপ্তিই বাঞ্ছনীয়; যেহেতু, কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলগুলি এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্যই নহে, এবং এই "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এই স্থলটী একটী প্রকৃত কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলেরই দৃষ্টান্ত বটে। যাহাই হউক, ইহাই হইল উক্ত আপত্তির উত্তর। এইবার দেখা যাউক—

২। এই "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি স্থল কিসে?

ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে সাধ্য হইতেছে "কপিসংযোগাভাব"। এই "কপিসংযোগাভাবটী একটী সর্ব্বত্রস্থায়ী পদার্থ অর্থাৎ কেবলান্বয়ী"। কারণ, কপিসংযোগটী, বৃক্ষ, ভূতল ইত্যাদি নানা স্থানে থাকিতে পারে। এখন যদি, ইহাকে বৃক্ষে আছে বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও ইহার অভাব সেই বৃক্ষ এবং ভূতলাদি সর্ব্বত্র থাকিবে। যেহেতু, সেই বৃক্ষের মূল-দেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকে না, এবং কপিসংযোগী ভিন্ন সর্ব্বত্র যে ইহা থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, কপিসংযোগাভাব থাকে না, এমন স্থানই নাই, আর তজ্জন্যই ইহা কেবলান্বয়ী পদবাচ্য হয়।

অতএব, দেখা গেল, "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এই কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি স্থলে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের কোন দোষ ঘটিতে পারে না।

এস্থলে, লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যাহা কোন স্থলে অব্যাপ্যবৃত্তি, এবং কোন স্থলে ব্যাপ্যবৃত্তি—এতদুভয় প্রকারই হয়, তাহাদের মধ্যে যাহা কেবলান্বয়ী হয়, তাহার একটী দৃষ্টান্ত 'কপিসংযোগাভাব', এবং যাহা কেবল ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা কেবলান্বয়ী হয়, তাহার দৃষ্টান্ত 'বাচ্যত্ব' বা 'জ্ঞেয়ত্ব' ইত্যাদি; আর, যাহারা কেবল অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, তাহাদের মধ্যে কেহই কেবলান্বয়ী হয় না।

ব্যাপ্যবৃত্তির অর্থ, যাহা যেখানে থাকে, তাহা যদি কোন অবচ্ছেদে না থাকে, অর্থাৎ তথায় যদি তাহার অভাব না থাকে, তাহা হইলে তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি হয়।

অব্যাপ্যবৃত্তির অর্থ, যাহা যেখানে থাকে, তাহা যদি কোন অবচ্ছেদে থাকে, অর্থাৎ তথায় যদি তাহার অভাবও থাকে, তাহা হইলে তাহা অব্যাপ্যবৃত্তি হয়।

কেবলান্বয়ী অর্থ সর্ব্বত্রস্থায়ী, অর্থাৎ যাহার অধিকরণ সকল পদার্থই হয়, তাহাই "কেবলান্বয়ী" পদবাচ্য হয়।

যাহা হউক, উক্ত নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-সংক্রান্ত একটী আপত্তি, তাহার উত্তর এবং এই লক্ষণের লক্ষ্য কি, তাহা কথিত হইল, এক্ষণে পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে উক্ত নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-সংক্রান্ত পুনরায় একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-সংক্রান্ত আপত্তির পূর্ব্বোক্ত উত্তরের উপর আপত্তি ও তাহার উত্তর।

টীকামূলম্।

ন চ তথাপি "কপিসংযোগিভিন্নং, গুণত্বাৎ" ইত্যাদৌ নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণত্বাঽপ্রসিদ্ধ্যা অব্যাপ্তিঃ, অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব-নিয়মবাদি-নয়ে তস্য কেবলান্বয্যনন্তর্গতত্বাৎ—ইতি বাচ্যম্ ?

অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতা-নিয়মবাদি-নয়ে অন্যোন্যাভাবান্তরাত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপত্বে অপি অব্যাপ্যবৃত্তিমদ্-অন্যোন্যাভাবাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তি-স্বরূপস্য অতিরিক্তস্য অভ্যুপগমাৎ, তৎ চ অগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতি।

"কপিসংযোগি" = "সংযোগি"। সোঃ সং।
"বৃত্তিত্ব" = "বৃত্তিতা"। প্রঃ সং। চৌঃ সং।
"বৃত্তিতা" = "বৃত্তিত্ব"। প্রঃ সং।
"অন্যোন্যাভাবান্তরা" = "অন্যোন্যাভাবা"। প্রঃ সং, চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর, তাহা হইলেও "কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অব্যাপ্তি হয়, যেহেতু, "অব্যাপ্যবৃত্তিমন্তের অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি" এই নিয়মবাদীর মতে তাহা কেবলান্বয়ীর অন্তর্গত হয় না—একথা বলা যায় না।

কারণ, "অব্যাপ্যবৃত্তিমন্তের অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি"—এই নিয়মবাদীর মতেই অন্যোন্যাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ হইলেও অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টের যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি এবং অতিরিক্ত—এরূপ স্বীকার করা হয়। অবশ্য, একথা অগ্রে স্পষ্ট করিয়াই কথিত হইবে।

ব্যাখ্যা—এখন পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া টীকাকার মহাশয় তাহার উত্তর দিতেছেন। অর্থাৎ, পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে,সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরিলেও "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এই অনুমিতি-স্থলে যে অব্যাপ্তি হয়, তাহাতে এই লক্ষণের দোষ হয় না ; কারণ, এটী একটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি স্থলের দৃষ্টান্ত ; সুতরাং, ইহা এই লক্ষণের লক্ষ্যই নহে ; ইত্যাদি। এক্ষণে, এই সিদ্ধান্তের উপর টীকাকার মহাশয় পুনরায় একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেছেন,—

এস্থলে সে আপত্তিটী এই যে, "সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরিতে হইবে"—ইহাই যদি নিয়ম হইল, তাহা হইলে যেখানে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ, অথচ সাধ্যটী কেবলান্বয়ী হয় না, সেখানে এ নিবেশটী খাটিবে কি করিয়া ? দেখ,—

"কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ"

অর্থাৎ "ইহা কপিসংযোগীর ভেদবিশিষ্ট, যেহেতু ইহাতে গুণত্ব বিদ্যমান,—এইরূপ একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এখানে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন

অধিকরণত্ব অপ্রসিদ্ধ হইবে। কারণ, এস্থলে সাধ্য হইবে "কপিসংযোগিভেদ"। ইহার অত্যন্তাভাব হয় কপিসংযোগিত্ব। যেহেতু, নিয়ম আছে যে, "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব হয় অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ"। এখন "কপিসংযোগিত্ব" ও "কপিসংযোগ" এক পদার্থ। যেহেতু, একটী নিয়ম আছে যে, "যদ্বিশিষ্টের উত্তর ভাবে বিহিত প্রত্যয় (যথা, "তা" ও "ত্ব" প্রভৃতি) হয়, তাহা তৎস্বরূপ হয়। "সুতরাং, এস্থলে কপিসংযোগকেই সাধ্যাভাব রূপে পাওয়া গেল; এই কপিসংযোগের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ নাই, ইহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, এবং এস্থলের সাধ্য "কপিসংযোগিভেদ"টীও কেবলান্বয়ী হয় না। আর ইহার ফলে, পূর্ব্ব প্রসঙ্গে যে "সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা ধরিতে" বলা হইয়াছিল, তাহা এস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারিল না, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তি-লক্ষণ-সংক্রান্ত এই নিবেশটীই তাহা হইলে ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ইহাই হইল টীকামধ্যস্থ "তথাপি" হইতে "অব্যাপ্তিঃ" পর্য্যন্ত অংশের তাৎপর্য্য।

এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার অভিপ্রায়টী এস্থলে অগ্রে প্রকাশ করিব। যেহেতু, তাহা হইলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। যাহা হউক, এস্থলে তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোক্ত আপত্তিবশতঃ এস্থলে কোন দোষ হয় না। কারণ, এস্থলে এক মতানুসারে সাধ্যটী কেবলান্বয়ী হয়, তজ্জন্য ইহা এই লক্ষণের লক্ষ্যই হয় না, সুতরাং উক্ত অব্যাপ্তিও ঘটে না; এবং অন্য মতানুসারে সাধ্যটী কেবলান্বয়ী না হইলেও সাধ্যাভাবটী কপিসংযোগ-স্বরূপ হয় না, পরন্তু তাহা কপি-সংযোগিভেদাভাব-রূপ একটী অতিরিক্ত ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব-পদার্থ হয়, আর তজ্জন্য তাহার নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ উক্ত অব্যাপ্তিও ঘটে না। ফলতঃ, সকল মতেই দেখা যায় যে, সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা ধরিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। ইহাই হইল টীকাকার মহাশয়ের এস্থলে অভিপ্রায়।

কিন্তু, এই কথাটী টীকাকার মহাশয়, একটু কৌশল করিয়া নিতান্ত অল্প কথায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি, উক্ত আপত্তির, এক মতানুসারে, একটী সম্ভাবিত উত্তর প্রথমে যেন মনে মনে আশঙ্কা করিয়াছেন, তৎপরে অন্য মতানুসারে উক্ত উত্তরের প্রতিবাদটী লিপিবদ্ধ করিয়া সেই মতেই প্রকারান্তরে উক্ত আপত্তিটীর নিরাশও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

যাহা হউক সে বিচারটী এই—

যদি কেহ বলেন যে, এস্থলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না; কারণ, পূর্ব্ব-প্রসঙ্গোক্ত "কপিসংযোগা-ভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলের ন্যায়, এই "কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ" স্থলটীও একটী কেবলান্বয়ী সাধ্যক-অনুমিতির স্থল। কারণ, এ স্থলের কপিসংযোগিভেদ-রূপ সাধ্যটী কেবলান্বয়ী অর্থাৎ, সর্ব্বত্রস্থায়ী একটী পদার্থ। যেহেতু, কপিসংযোগটী, যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্যে অন্যদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাবের ন্যায় কপিসংযোগিভেদও থাকে, এবং অন্য

যেখানে কপিসংযোগ নাই, সেখানেও যে তাহা আছে, তাহা ত সর্ব্ববাদী সম্মতই কথা; সুতরাং, কপিসংযোগিভেদ-রূপ সাধ্যটী থাকে না, এমন স্থানই নাই। এখন এইরূপে এই স্থলটী একটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি হওয়ায় আলোচ্য ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর, ইহা, লক্ষ্যই হইল না; সুতরাং, এস্থলের সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের কোন দোষই ঘটিতে পারিল না। ইহাই হইল টীকাকার মহাশয়ের মনে মনে আশঙ্কিত এক মতানুসারে উক্ত আপত্তির উত্তর, এবং তাঁহার পরবর্ত্তি-বাক্যের আশয়।

এক্ষণে তিনি, অন্য মতানুসারে এই উত্তরের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে—"না, তাহা হইতে পারে না"। যেহেতু, এতদনুসারে উক্ত আপত্তিটী সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে বিদূরিত করিতে পারা যায় না। কারণ, কপিসংযোগাভাবের ন্যায় কপিসংযোগিভেদটী কোন মতানুসারে কেবলান্বয়ী হয় না। যেহেতু, এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বলেন যে, সর্ব্বত্রই অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি; সুতরাং, কপিসংযোগিভেদটীও ব্যাপ্যবৃত্তি; অর্থাৎ ইহা যেখানে থাকে, সেখানে ইহা নিরবচ্ছিন্ন হইয়াই থাকে। সুতরাং, যে বৃক্ষে কপিসংযোগ থাকে, সে বৃক্ষে আর কপিসংযোগীর ভেদ থাকে না, পরন্তু, তাহা অন্যত্রই থাকে। অতএব, ইহা আর সর্ব্বত্রস্থায়ী অর্থাৎ কেবলান্বয়ী হইতে পারিল না, অর্থাৎ এই মতানুসারে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তিটী পূর্ব্ববৎই থাকিয়া গেল। এই কথাটী তিনি "অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতা নিয়মবাদি-নয়ে তস্য কেবলান্বয়্যনন্তর্গতত্বাৎ" এই বাক্য দ্বারা বলিয়াছেন।

এক্ষণে এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন "ন চ—বাচ্যম্"। অর্থাৎ—"না, তাহা হইতে পারে না।" অর্থাৎ এই মতেও উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের কোন দোষ ঘটিতে পারে না। কারণ, যাঁহাদের মতে এই স্থলটী কেবলান্বয়ী হয় না, (যেহেতু, কপিসংযোগিভেদটী ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, সুতরাং, আপাততঃ এস্থলে অব্যাপ্তি থাকিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়,) তাঁহাদের মতেই "অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী, অন্যত্র অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ হইলেও, অব্যাপ্যবৃত্তিমন্তের যে অন্যোন্যাভাব,তাহার আবার যে অত্যন্তাভাব,তাহা আর এই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-স্বরূপ হয় না, পরন্তু, তাহা একটী ব্যাপ্যবৃত্তি এবং অতিরিক্ত অভাব পদার্থ হয়; সুতরাং, এস্থলে সাধ্যাভাব যে কপিসংযোগিভেদাভাব, তাহা কপিসংযোগিত্ব-স্বরূপ অর্থাৎ কপিসংযোগ-স্বরূপ হয় না; আর তজ্জন্য তাহা অব্যাপ্যবৃত্তি হয় না, পরন্তু, তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি ও অতিরিক্ত একটী অভাব পদার্থ হয়। এখন, এই ব্যাপ্যবৃত্তি অথচ অতিরিক্ত পদার্থরূপ যে সাধ্যাভাব, অর্থাৎ কপিসংযোগিভেদাভাব, তাহার নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ আর অপ্রসিদ্ধ হয় না; যেহেতু, ইহা সেই সকল স্থানেই থাকে, যেখানে কপিসংযোগ থাকে না; সুতরাং, এই মতে ইহা কেবলান্বয়ী না হইলেও সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হয় না; আর তাহার ফলে পূর্ব্ব-প্রদর্শিত অব্যাপ্তিও ঘটে না। ইহাই হইল মতান্তর অবলম্বনে উক্ত আপত্তির উত্তর, এবং ইহাই তিনি "অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব-নিয়মবাদি-নয়ে" হইতে আরম্ভ করিয়া, "তৎ চ অগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতি" পর্য্যন্ত বাক্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সুতরাং, দেখা গেল, উক্ত "কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ"-স্থলে যে আপত্তি হইয়াছিল, তাহার সর্ব্ববাদি-সম্মত একটী উত্তর না পাইলেও কোন মতেই আলোচ্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের কোন দোষ হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রসঙ্গে "সাধ্যাভাবের-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণ" ধরিবার যে কথা বলা হইয়াছিল, তাহা, এমন কি, মতান্তর অবলম্বন করিয়াও সদোষ প্রমাণিত করিতে পারা যায় না।

যাহা হউক, এস্থলে, টীকাকার মহাশয়ের উত্তর-প্রদান-কৌশলটী প্রণিধান-যোগ্য। তিনি অতি অল্প কথায় অনেক বিষয় বলিয়াছেন, অথচ সর্ব্বতোভাবে পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তিত বিষয়ের সংরক্ষণ করিলেন। ফলতঃ, ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, শেষোক্ত উত্তরটী তাঁহার অপেক্ষাকৃত অভিপ্রেত। যেহেতু, ইহা শেষে কথিত, এবং শেষকালেই সাধারণতঃ স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, শেষোক্ত উত্তরেই দেখা যায়, যে অংশে আপত্তি হইয়াছিল, সেই অংশেরই উত্তর সাক্ষাৎ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। যেহেতু, সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অংশে আপত্তি করা হইয়াছিল, এক্ষণে উত্তরে তাহার নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা যে সম্ভব, তাহাই প্রদর্শিত হইল। পক্ষান্তরে, প্রথম উত্তরে, অনুমিতি-স্থলটীকে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক বলিয়া দোষ-স্খালনের চেষ্টা করা হইয়াছিল মাত্র, সাক্ষাৎ ভাবে আপত্তির উত্তর দেওয়া হয় নাই। অতএব, শেষোক্ত উত্তরটীই ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়।

এইবার এই প্রসঙ্গে একটী অবান্তর কথা আলোচ্য।

কথাটী এই যে,—অব্যাপ্যবৃত্তিমন্তের অর্থাৎ কপিসংযোগী প্রভৃতি পদার্থের অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব যদি অতিরিক্ত ও ব্যাপ্যবৃত্তি হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, কপিসংযোগী যখন তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য, এবং এতদ্বৃক্ষত্ব-হেতু, সেখানে সাধ্যাভাব-বৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়; যেহেতু, ঐ স্থলে সাধ্যতা-বচ্ছেদক-সম্বন্ধে অর্থাৎ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব হইল কপিসংযোগিভেদ, তাহাতে সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা পাওয়া গেল না। কারণ, কপিসংযোগিভেদের যদি আবার অভাব ধরা হয়, তাহা উক্ত কথানুসারে অতিরিক্ত হইবে, সাধ্য-স্বরূপ হইবে না। সুতরাং, সাধ্যাভাব-বৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধ হইল, তাহার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর তজ্জন্য কোনও সম্বন্ধেই সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে পারা গেল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

এতদুত্তরে বলা হয় যে, টীকাকার মহাশয়ের বাক্যমধ্যে "ব্যাপ্যবৃত্তি-স্বরূপস্য অতিরিক্তস্য অভ্যুপগমাৎ" এই বাক্যে যে "অতিরিক্ত"-শব্দটী আছে, সেই "অতিরিক্ত"-শব্দের অর্থ সাধ্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি এবং স্বতন্ত্র যে একটী অভাব, তাহা নহে। পরন্তু, পূর্ব্বে (২০৫ পৃষ্ঠায়) যে অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং প্রতিযোগীর স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত অর্থাৎ প্রতিযোগী-স্বরূপ, ইহাই উক্ত "অতিরিক্ত" শব্দের অর্থ।

কিন্তু, একথা বলিলেও আশংকা হয়। কারণ "কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ"-স্থলে এই নিয়মানুসারে সাধ্যাভাব যে কপিসংযোগী, তাহাতে সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতা আবার অপ্রসিদ্ধ হইবে। অথচ, এই অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব-রূপ বিশেষণের প্রয়োজনীয়তা ইতিপূর্ব্বে "ঘটভিন্নং ঘটত্বত্বাৎ"-স্থলে (২০৯ পৃষ্ঠায়) দেখান হইয়াছে। সুতরাং, এই "সংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ"-স্থলে অব্যাপ্তিও থাকিয়া গেল।

এতদুত্তরে বলা হয়—একথা ঠিক নহে। কারণ, "ঘটভিন্নং কপালত্বাৎ" এই স্থলে অব্যাপ্তিবারণার্থ ২১৫ পৃষ্ঠায় যে, উক্ত অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব-রূপ বিশেষণটীর অর্থান্তর করা হইয়াছে, অর্থাৎ তথায় যে "যৎ-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যৎ-সম্বন্ধ, সেই সাধ্যাভাবের যে সেই সম্বন্ধে অধিকরণ, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্বরূপ বিশেষণটীর তাৎপর্য্য" বলা হইয়াছে, তাহারই দ্বারা সে দোষ নিবারিত হইবে। কারণ, "কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ"-স্থলে এখন সাধ্যাভাব আর কপিসংযোগ-স্বরূপ হইল না; যেহেতু, অব্যাপ্যবৃত্তিমত্তের যে ভেদ, তাহার যে অত্যন্তাভাব, তাহাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে অতিরিক্ত বলা হইয়াছে; সুতরাং, এখন কপিসংযোগিভেদাভাবরূপ সাধ্যাভাবটী হইল, "কপিসংযোগি"স্বরূপ, অর্থাৎ প্রতিযোগির স্বরূপ; "যৎসাধ্যাভাববৃত্তি" হইল, ঐ প্রতিযোগিরূপ সাধ্যাভাববৃত্তি; "সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা" হইল—কপিসংযোগিভেদ-রূপ সাধ্যের প্রতিযোগিতা; তাহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য; সেই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে ঐ সাধ্যাভাবরূপ কপিসংযোগীর অধিকরণ হয় কপিসংযোগবান্ দ্রব্য, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব, হেতু গুণত্বে থাকিল, আর তজ্জন্য এস্থলে অব্যাপ্তি হইল না। তাহার পর এই অর্থে, এখন স্বতন্ত্র সহজার্থক "অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" বিশেষণ না থাকায়, "কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাব বলিয়া কপিসংযোগীকেও ধরিলে কোন দোষ হইবে না। সুতরাং, উক্ত অতিরিক্ত-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

এস্থলে "অগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতি" বাক্যে যে স্থলটীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা টীকাকার মহাশয়, চতুর্থ লক্ষণে "অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতা-নিয়মবাদি-নয়ে...সংযোগবদ্-ভিন্নত্বাভাবস্যাপি নিরচ্ছিন্নবৃত্তিমত্ত্বাৎ" এই বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অর্থ আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

যাহা হউক, এতদূরে যে প্রকার সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা আলোচিত হইল; এক্ষণে পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত একটী নিবেশের ত্রুটী সংশোধন করা হইতেছে, অর্থাৎ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটী যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাকে অন্য যে ভাবে ধরিতে হইবে—তাহাই কথিত হইতেছে।

বৃত্তিতা-পদের রহস্য সংক্রান্ত অবশিষ্ট কথা।

টীকামূলম্।

নমু তথাপি সমবায়াদিনা গগনাদি-হেতুকে "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, বহ্ন্যভাববতি হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়াদি-সম্বন্ধেন গগনাদেঃ অবৃত্তেঃ?

ন চ তৎ লক্ষ্যম্ এব, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন পক্ষ-ধর্ম্মত্বাভাবাৎ চ অসদ্ধেতুত্ব-ব্যবহারঃ—ইতি বাচ্যম্। তত্রাপি ব্যাপ্তি-ভ্রমেণ এব অনুমিতেঃ অনুভবসিদ্ধত্বাৎ। অন্যথা, "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদেঃ অপি লক্ষ্যত্বস্য সুবচত্বাৎ।

এবং "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ" ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ, বিশিষ্ট-সত্ত্বস্য কেবল-সত্ত্বানতিরেকিতয়া দ্রব্যত্বাভাববতি অপি গুণাদৌ তস্য বৃত্তেঃ, "গুণে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা" ইতি প্রতীতেঃ সর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ।

"সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ চ, সত্তাভাববতি সামান্যাদৌ হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধেন বৃত্তেঃ অপ্রসিদ্ধেঃ—ইতি চেৎ ? ন।

সমবায়াদি = সমবায়-। প্রঃ সং।
চ অসদ্ধেতুত্ব = ন সদ্ধেতুত্ব। পাঠান্তরম্।
তত্রাপি - তত্র। সুবচত্বাৎ = সুবচত্বাৎ চ। দ্রব্যং-গুণকর্ম্ম = গুণকর্ম্ম। অপি গুণাদৌ = গুণাদৌ। সর্ব্বসিদ্ধত্ব ৎ = সর্ব্বসম্মতত্বাৎ। সামান্যাদৌ হেতুতাবচ্ছেদক = সামান্যাদৌ। প্রঃ সং।
লক্ষ্যত্বস্য = লক্ষ্যস্য। ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ = ইত্যাদৌ অপি অব্যাপ্ত্যাপত্তিঃ। চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আচ্ছা, তাহা হইলেও ত সমবায়াদি-সম্বন্ধে গগনাদিকে হেতু ধরিলে "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" ইত্যাদি-স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় ? যেহেতু, বহ্ন্যভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে সমবায়াদি, সেই সমবায়াদি-সম্বন্ধে গগনাদির বৃত্তিতাই নাই।

আর যদি বল, উহা লক্ষ্যই, তবে হেতুতে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে পক্ষ-বৃত্তিতার অভাব থাকায়, উহা অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল এই মাত্র বিশেষ; তাহা হইলে বলিব - না, তাহা নহে। কারণ, এখানে ব্যাপ্তির ভ্রম-প্রযুক্তই অনুমিতি হইতেছে, এইরূপ অনুভব হয়, এবং এই জন্যই ইহা অলক্ষ্য হয়। নচেৎ, "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি অসদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলকেও লক্ষ্য বলিতে পারা যায়। (সুতরাং উহা অলক্ষ্যই হয়, এবং তজ্জন্য অতিব্যাপ্তিই থাকিয়া যায়।)

এবং "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি-স্থলে অব্যাপ্তি হয় ; যেহেতু, বিশিষ্ট-সত্তা, কেবল-সত্তা হইতে অতিরিক্ত হয় না বলিয়া দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ-গুণাদিতে সত্তার বৃত্তিতাই থাকে। কারণ, 'গুণে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা আছে', এইরূপ প্রতীতি সকলেরই হয়।

ঐরূপ, "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদি-স্থলেও অব্যাপ্তি হয়। কারণ, সত্তাভাবাধিকরণ যে সামান্যাদি, তন্নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হয়।

——ইত্যাদি যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে।

বৃত্তিতা-পদের রহস্য-সংক্রান্ত অবশিষ্ট কথা।

ব্যাখ্যা—"সাধ্যাভাববৎ"-পদের রহস্য কি, তাহা কথিত হইল, এবং ইহাতেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের সমুদায় পদের রহস্যই একরূপে কথিত হইল; কিন্তু, তাহা হইলেও সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা-পদের রহস্য-সংক্রান্ত অনেক কথা এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, এজন্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উক্ত "বৃত্তিতা"-পদের রহস্য-কথনে টীকাকার মহাশয় পুনরায় প্রবৃত্ত হইতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে টীকাকার মহাশয় 'যে সম্বন্ধে বৃত্তিতাকে ধরিতে হইবে' প্রথমে বলিয়াছিলেন, (৫৮ পৃষ্ঠা), তাহার উপর তিনটী স্থলে আপত্তি উত্থাপিত করিয়া একে একে তাহার উত্তর দিতেছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই আপত্তিস্থল-তিনটীর কথা আলোচনা করিব, এবং পরবর্ত্তী কতিপয় প্রসঙ্গে তাহার উত্তরটী বুঝিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তথাপি, এই আপত্তি-তিনটী ভাল করিয়া সবিস্তরে বুঝিবার পূর্ব্বে আমরা ইহাদিগকে প্রথমে সংক্ষেপে আলোচনা করিব, এবং পরে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিব। কারণ, ইহার মধ্যে অবান্তর জ্ঞাতব্য-বিষয় যথেষ্ট আছে।

অতএব দেখ, উক্ত আপত্তির স্থল-তিনটী সংক্ষেপতঃ এই ;—

"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাটী হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে ধরিতে হইবে" বলায়, প্রথম, সমবায়-সম্বন্ধে গগনাদিকে যদি হেতু করা যায়, এবং "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" এইরূপ একটী অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল গঠন করা যায়, তাহা হইলে, উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটে। দ্বিতীয়, "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ" এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি-দোষ হয়। এবং, তৃতীয়, "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" এইরূপ আর একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলেও অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে। সুতরাং, যে সম্বন্ধে উক্ত বৃত্তিতা ধরিতে হইবে, বলা হইয়াছে, তাহা নির্দ্দোষ নহে, তাহার সংশোধন আবশ্যক।

যাহা হউক, সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গের প্রতিপাদ্য বিষয়টী বুঝা গেল, এক্ষণে আমরা একে একে এই আপত্তি স্থল-তিনটী সবিস্তরে আলোচনা করিব।

১। অর্থাৎ প্রথম, দেখিব—

"ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"

এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলটীতে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটে ?

দেখ, এখানে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য, এবং সমবায়-সম্বন্ধে গগনটী হেতু। সুতরাং,—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=জলহ্রদাদি।

তন্নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা=জলহ্রদাদি-নিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সমবায়। ইহার

কারণ, গগনকে এখানে সমবায়-সম্বন্ধে হেতু ধরা হইয়াছে। সুতরাং, এই বৃত্তিতা থাকে, জলহ্রদাদিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে যে সব পদার্থ, তাহাদের উপর। অর্থাৎ, গুণ, সত্তা প্রভৃতির উপর।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = উক্ত জলহ্রদাদি-নিরূপিত, সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে জলহ্রদাদিতে সমবায়-সম্বন্ধে যাহা থাকে না, তাহার উপর। সুতরাং, ইহা গগনের উপরও থাকিতে পারিবে। কারণ, গগন সমবায়-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না,ইহা ঐ সম্বন্ধে সর্ব্ববাদি-সম্মত অবৃত্তি-পদার্থ।

ওদিকে, এই গগনই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু, এই অতিব্যাপ্তি-দোষটী ঘটিতে গেলে ইহা অসদ্ধেতুক-অনুমিতি স্থল হওয়া আবশ্যক। কারণ, ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, "যেটী সদ্ধেতু তাহাতে লক্ষণ যায়, অর্থাৎ তাহা ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য ; যেটী অসদ্ধেতু তাহা অলক্ষ্য, তাহাতে লক্ষণ যায় না, যাইলে অতিব্যাপ্তি হয় ; এবং যেটী সদ্ধেতু তাহাতে লক্ষণ না যাইলে অব্যাপ্তি-দোষ হয়", ইত্যাদি। সুতরাং, এখন দেখা আবশ্যক ; "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" এই স্থলটী অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল কিসে ?

দেখ, এখানে "হেতু" গগনটী সমবায়-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না, এজন্য "ইদং"-পদবাচ্য "পক্ষে"ও থাকে না। আর "পক্ষে" হেতুটী না থাকায় ইহা 'নয়' প্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে "স্বরূপাসিদ্ধি" নামক একটী দোষে দূষিত বলিয়া বিবেচিত হয়। যেমন "হ্রদো দ্রব্যং ধূমাৎ" বলিলে দোষ হয়, এস্থলেও তদ্রূপ। বস্তুতঃ, হেত্বাভাস-দোষদুষ্ট অনুমিতিকেই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি বলা হয়, এবং, নির্দ্দোষ-হেতুক অনুমিতিকেই সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থল বলা হয়। সুতরাং, ইহাও যে অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

অবশ্য, ইতিপূর্ব্বে, যাহাকে আমরা অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল বলিয়া আসিয়াছি, তাহা কথঞ্চিৎ অন্যরূপ ছিল। সেখানে আমরা হেত্বাভাসের অন্তর্গত "সাধারণ অনৈকান্ত" অর্থাৎ "ব্যভিচার" নামক দোষদুষ্ট-হেতুক অনুমিতিকেই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি বলিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ 'হেতু' যেখানে যেখানে থাকে, 'সাধ্য' সেই সেই স্থানে না থাকিলেই আমরা তাহাকে অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল বলিয়া গণ্য করিয়াছি ; হেতুটী, সে স্থলে অন্যরূপ কোন হেত্বাভাস-দুষ্ট হইল কি না, তাহার প্রতি দৃষ্টি করি নাই। কিন্তু, তাহা হইলেও এস্থলটী যে অসদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থল, তাহাতে কোন বাধাই ঘটিতে পারে না।

যাহা হউক, দেখা গেল, এস্থলে এই অনুমানটী ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট না হইলেও স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ-দুষ্ট হওয়ায় দুষ্টহেতুক বা অসদ্ধেতুক অনুমিতিই হইল ; এবং হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরায় ব্যাপ্তি-লক্ষণটী এই অসদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারিল অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-দোষ-দুষ্টই হইল, আর তাহার ফলে "হেতু-

তাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিতে হইবে"—এই পূর্ব্বোক্ত নিয়মটী যে নির্ভুল হয় নাই, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। ইহাই হইল "নমু" হইতে "অবৃত্তেঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

অতঃপর, এই প্রসঙ্গে "ন চ" হইতে "স্বচত্বাৎ" এই অংশ-মধ্যে টীকাকার মহাশয়, একটী অবান্তর কথার আলোচনা করিয়াছেন ; অর্থাৎ, তিনি এইবার ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্যালক্ষ্য-সংক্রান্ত একটী বিচার মনে মনে লক্ষ্য করিয়া তাহার দুই একটী এমন প্রয়োজনীয় অংশ মাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন যে, একটু চিন্তা করিলে তাহাতেই উক্ত সমুদায় বিচারটীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি পড়িবে, এবং তদুপলক্ষে ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্যালক্ষ্য লইয়া একটী জটীল মতভেদও আয়ত্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় বিচার্য্য-বিষয়টী গ্রহণের পূর্ব্বে আমরাও এই বিষয়টীর প্রতি মনোযোগী হই।

সে বিচারটী এই ;—

এস্থলে এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বলেন যে, উপরি উক্ত বাক্যে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিতে হইবে," এই পূর্ব্বোক্ত নিয়মের কোন দোষ হয় নাই। কারণ, এই স্থলে উক্ত অতিব্যাপ্তি-দোষই ঘটে নাই। ইহার কারণ, এই স্থলটী উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য ; যেহেতু, উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী এস্থলে অবাধে যাইতেছে, লক্ষ্যে লক্ষণ যাইলে কখনও অতিব্যাপ্তি-দোষ হইতে পারে না।

আর যদি ইহার বিরুদ্ধে কেহ বলেন,—এস্থলে "পক্ষে" গগন-হেতুটী না থাকায়, হেত্বাভাসের অন্তর্গত "স্বরূপাসিদ্ধি" নামক দোষ ঘটিয়াছে, আর তজ্জন্য ইহা অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল হইতেছে ; অতএব এস্থলটীকে যদি লক্ষ্য বলা হয়, তাহা হইলে অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইল ? কিন্তু, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহাতে ত এরূপ হওয়া উচিত নহে ; যেহেতু, পূর্ব্বে পূর্ব্বে অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে লক্ষণ যাইলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষের কথা শুনা গিয়াছে। সুতরাং, ইহার অসদ্ধেতুত্ব-প্রযুক্ত ইহাকে লক্ষ্য বলা উচিত নহে।

তাহা হইলে এতদুত্তরে তাঁহারা বলেন,—না, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই। ইহা অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল হইলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য হইতে পারে। যাহা, অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল হইবে, তাহাই যে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য হইবে—এরূপ কোন নিয়ম হইতে পারে না। দেখ, যে অনুমিতি-স্থলটী ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য হইবে, তাহার হেতুটী ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট হওয়া আবশ্যক। কারণ, ব্যভিচারটীই ব্যাপ্তির বিরোধী হইয়া থাকে। যেহেতু, ব্যাপ্তির লক্ষণ হইতেছে "হেতুর সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব", এবং ব্যভিচারের লক্ষণ হইতেছে "হেতুর সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব"। এস্থলে, অবৃত্তিত্ব এবং বৃত্তিত্ব পরস্পরে বিরোধী হওয়ায় ইহারা পরস্পর-বিরোধী ; এজন্য, ইহারা কখন একত্র থাকিতে পারে না। কিন্তু, যাহারা এই

প্রকার পরস্পর-বিরোধী নহে, তাহারা কেন একত্র থাকিবে না? দেখ, ব্যভিচারের অর্থ, হেতুর কোনও অধিকরণে সাধ্য না থাকা; এবং পূর্ব্বোক্ত স্বরূপাসিদ্ধি-দোষটীর অর্থ, পক্ষে হেতু না থাকা; সুতরাং, ইহা ত ব্যাপ্তি-বিরোধী হইল না। অতএব, ইহারা একত্র থাকিতে পারিবে না কেন? সুতরাং, উক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" এই অনুমিতি-স্থলটীকে স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ-বশতঃ অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলমধ্যে গণ্য করিয়া তাহার অসদ্ধেতুত্ব-প্রযুক্ত তাহাকে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য বলা উচিত নহে; প্রত্যুত, উহার হেতুমধ্যে ব্যভিচার-দোষ না থাকায় এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইতেছে বলিয়া উহা উক্ত প্রকৃত ব্যাপ্তি-লক্ষণেরই লক্ষ্য, তবে "পক্ষে" হেতু না থাকায় উহা স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ-বশতঃ অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল হইতেছে—এইমাত্র বিশেষ।

সুতরাং, এই স্থলটী উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য হওয়ায় লক্ষ্যে লক্ষণ যাইল—উক্ত প্রকৃত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না, এবং তাহার ফলে পূর্ব্বোক্ত যে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন দোষস্পর্শ করে নাই,—ইত্যাদি। ইহাই হইল উক্ত এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের আপত্তি, এবং ইহাই "তৎ লক্ষ্যম্" হইতে "ব্যবহারঃ" পর্য্যন্ত অংশের তাৎপর্য্য।

এখন, এই প্রকার আপত্তির উত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে,—না, তাহা নহে। এই স্থলটীতে ব্যভিচার-দোষ না থাকিলেও এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইলেও ইহা প্রকৃত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্যই বলিতে হইবে, এবং তজ্জন্য এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষই ঘটিয়াছে; আর তাহার ফলে পূর্ব্বে যে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধি-করণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ ত্রুটীই আছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল।—ইহাই হইল "ন চ—বাচ্যম্" বাক্যের তাৎপর্য্য।

যদি বল, তাহা হইলে, আমরা অলক্ষ্যের কিরূপ লক্ষণানুসারে ইহাকে অলক্ষ্য বলিতেছি—আমাদের মতে লক্ষ্যালক্ষ্যের লক্ষণ কি? তবে, তাহা শুন। আমরা বলি "যেখানে ভ্রমাত্মক-ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ, তাহা অলক্ষ্য", এবং "যেখানে প্রমাত্মক-ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ, তাহা ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য"।

এখন দেখ, এই লক্ষণানুসারে উক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলটী প্রকৃত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্যই হইবে। কারণ, এখানে ভ্রমাত্মক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়, ইহাই অনুভবসিদ্ধ; আর আমরা এই অনুভব অনুসারে ব্যাপ্তি-লক্ষণ স্থির করিতে চাই।

আর যদি বল, তাহা হইলে আপত্তিকারীর মতানুমোদিত অলক্ষ্য-লক্ষণের সহিত আমাদের মতানুমোদিত অলক্ষ্য-লক্ষণের পার্থক্য কি? তাহা হইলে বলিব (১) অনুমিতির হেতুতে ব্যভিচার-দোষ থাকিলে উভয় মতেই অনুমিতির স্থলটী ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য হয়; (২) অসদ্ধেতুত্ব, উভয় মতেই অলক্ষ্যের কারণ নহে; (৩) আপত্তিকারীর মতে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণ না যাইলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য হয়, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মতে ইহার

লক্ষণই নির্ণয় করা হয় নাই। কারণ, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী এখনও নির্দ্দোষ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। (৪) আমাদের মতে প্রকৃত ব্যাপ্তির ভ্রম হইতে অনুমিতি হইতেছে, এইরূপ অনুভব হইলেই তাহা ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য হয়। ইহাই হইল উভয় মতের ঐক্য ও পার্থক্য।

আর যদি বল, এখানে ব্যাপ্তির ভ্রম হইতে অনুমিতি হয়, ইহা কিরূপে অনুভবসিদ্ধ হয়? তাহা হইলে বলিব যে, সমবায়-সম্বন্ধে যে গগন-দ্রব্যটী সর্ব্ববাদি-সম্মত অবৃত্তি-পদার্থ, তাহার সহিত বহ্নির যে ব্যাপ্তি-নির্ণয় করা হয়, তাহা তৎকালে গগনকে বৃত্তিমান্ পদার্থ মনে করিয়াই করা হয়। তাহা না হইলে গগন যেখানে থাকে, বহ্নি সেখানেও থাকে, এইরূপ ব্যাপ্তির কথা মনে উদয়ই হইতে পারে না। বস্তুতঃ, অবৃত্তি গগনকে বৃত্তিমান মনে করাই এস্থলে ভ্রম, এবং তজ্জন্য ঐ ব্যাপ্তি-জ্ঞানটীও ভ্রম। আর এই ব্যাপ্তি-ভ্রম হইতে এস্থলে যে এই অনুমিতিটী হয়, ইহা কে না বুঝিতে পারে? এইজন্য বলি, এস্থলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণ যাইলেও, প্রকৃত ব্যাপ্তি-লক্ষণের ইহা অলক্ষ্যই হওয়া উচিত।

অতএব, এই সকল কারণে বলিতে হইবে উক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলটী ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য। ইহাই হইল "তত্রাপি" হইতে "সিদ্ধত্বাৎ" পর্য্যন্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।

এইবার টীকাকার মহাশয় নিজ মতটী দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন—আর যদি, আমাদের অভিমত লক্ষ্যালক্ষ্যের লক্ষণ অস্বীকার কর, অর্থাৎ "ব্যাপ্তির ভ্রম প্রযুক্তই অনুমিতি হয়—যেখানে অনুভব হয়, সেস্থলটীকে অলক্ষ্য, এবং প্রমাত্মক-ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতেই অনুমিতি হয়—যেখানে অনুভব হয়, সে স্থলটী লক্ষ্য" এই নিয়মটী অমান্য কর, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, সর্ব্ববাদি-সম্মত ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলটীও কেন তাহা হইলে লক্ষ্য হইবে না? যেহেতু, উভয়বাদি-সম্মত ব্যাপ্তি-লক্ষণ এখনও স্থির না হওয়ায় তোমার মতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্যালক্ষ্যই এখনও পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই—বলিতে পারা যায়। আর তদ্ব্যতীত, বল দেখি, এস্থলটীতে তোমার মতেও ব্যাপ্তি-ভ্রম হইতেই অনুমিতি হয়—ইহা কি অনুভবসিদ্ধ নহে? অতএব, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী এই "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলটীতে যাইতেছে বলিয়া ইহাকে ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য বলা উচিত নহে, ইহা উক্ত অনুভব-বলে অলক্ষ্যই বলিতে হইবে। আর এখন তাহা হইলে এই অলক্ষ্যে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাওয়ায় উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষই ঘটিতেছে, এবং তাহার ফলে পূর্ব্বে যে নিবেশ করা হইয়াছিল যে, "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিতে হইবে" ইত্যাদি, তাহা নির্দ্দোষ নিবেশ হয় নাই, এবং তজ্জন্য সেই নিবেশের সংশোধন আবশ্যক। ইহাই হইল "অন্যথা" হইতে "সুবচত্বাৎ" এই পর্য্যন্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।

এস্থলে এই কয়টী কথা জানিয়া রাখা ভাল; প্রথম—জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতে উক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" প্রভৃতি অবৃত্তি-হেতুক স্থলগুলি ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য নহে। কারণ, তিনি বলেন যে, এখানে প্রমাত্মক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতেই অনুমিতি হইতেছে—এই রূপই অনুভব হয়। সুতরাং, এস্থলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। এবং দ্বিতীয়—এস্থলে ব্যাপ্তি-

লক্ষণের লক্ষ্যালক্ষ্য লইয়া দুইটী মতভেদ আলোচিত হইল যথা—(ক) ব্যভিচার-দোষশূন্য অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইলেই সেই অনুমিতি-স্থলটী ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য ; তদ্ভিন্ন অলক্ষ্য। (খ) প্রমাত্মক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে যেখানে অনুমিতি হয়—অনুভবসিদ্ধ, তাহাই ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য ; এবং ভ্রমাত্মক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে যেখানে অনুমিতি হয় অনুভবসিদ্ধ, তাহাই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য। অবশ্য, শেষোক্ত মতই টীকাকার মহাশয়ের অভিমত।

২। যাহা হউক, এইবার আমরা দ্বিতীয় বিষয়টীর কথা আলোচনা করিব। অর্থাৎ দেখিব—

"দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

দেখ, এস্থলটী যে একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এস্থলে "হেতু" গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী যে দ্রব্যে থাকে, সাধ্য দ্রব্যত্বও সেই দ্রব্যে থাকে। সুতরাং, হেতু যেখানে যেখানে আছে সাধ্য সেখানে সেখানে থাকায় ইহা যে সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলই হইল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন দেখ, এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় কি রূপে ?

দেখ এখানে ;—

সাধ্য=দ্রব্যত্ব। হেতু=গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা।

সাধ্যাভাব=দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ। ইহা, সুতরাং, গুণ ও কর্ম্মাদি। যেহেতু, দ্রব্যত্ব তথায় থাকে না ; দ্রব্যত্ব থাকে দ্রব্যে।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা=সমবায়-সম্বন্ধে গুণ ও কর্ম্মাদি-নিরূপিত-বৃত্তিতা। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সমবায় ; যেহেতু, হেতু গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যের উপর থাকে, এবং এই সমবায়-সম্বন্ধেই তাহাকে হেতু করা হইয়াছে। তাহার পর, ঐ বৃত্তিতা থাকে গুণ ও কর্ম্মে যাহা থাকে, তাহার উপর। সুতরাং, ইহা থাকে গুণত্ব, কর্ম্মত্ব, সত্তা প্রভৃতির উপর।

এই বৃত্তিতার অভাব=ইহা থাকে সমবায়-সম্বন্ধে গুণ ও কর্ম্মাদিতে যাহা থাকে না, তাহার উপর। কিন্তু, 'জ্ঞানী মনুষ্য' ও 'মনুষ্য' যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ গুণ ও কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী কেবল সত্তা হইতে অনতিরিক্ত বলিয়া উভয়ই এক ; অতএব, এই সত্তা, সমবায়-সম্বন্ধে গুণ ও কর্ম্মের উপর থাকে। আর তাহার ফলে সত্তার উপর এই বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না।

ওদিকে, এই সত্তা অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যা-

ভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

যদি বল, গুণে কি করিয়া গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা থাকিতে পারে? কারণ,গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা অর্থ—গুণ ও কর্ম্মের ভেদযুক্ত সত্তা; গুণ ও কর্ম্মের ভেদ থাকে দ্রব্যে, সুতরাং, ইহার অর্থ দ্রব্যনিষ্ঠ সত্তা। অতএব, এই দ্রব্যনিষ্ঠ সত্তা কি করিয়া গুণে থাকিতে পারে?

তাহা হইলে বলিব, ইহা সম্ভব। কারণ, দ্রব্যনিষ্ঠ-সত্তা ও গুণ-কর্ম্মনিষ্ঠ সত্তা কিছু পৃথক্ নহে; সত্তা যখন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনেরই উপর থাকে, তখন দ্রব্যনিষ্ঠ সত্তা কেন গুণ ও কর্ম্মের উপর থাকিতে পারিবে না? অবশ্যই পারিবে। বস্তুতঃ, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ কথা; সুতরাং, ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি নিরর্থক।

অতএব, দেখা গেল "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিতে হইবে," এই পূর্ব্বোক্ত নিবেশটী অনুসারে চলিতে গেলে "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ" এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

৩। এইবার অবশিষ্ট তৃতীয় বিষয়টী আমাদের আলোচ্য। অর্থাৎ দেখিতে হইবে—

"সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

ইহার অর্থ—কোন কিছু সত্তাবিশিষ্ট; যেহেতু, ইহাতে দ্রব্যত্ব বিদ্যমান।

অবশ্য, ইহাও যে সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, হেতু দ্রব্যত্ব থাকে যে দ্রব্যে, সাধ্য সত্তা সেই দ্রব্যেও থাকে। সুতরাং, হেতু যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য সেই সেই স্থানেও থাকায় ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতিরই স্থল হইল।

এইবার দেখা যাউক, উক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী কি করিয়া হয়? দেখ এখানে—

সাধ্য = সত্তা। হেতু = দ্রব্যত্ব।

সাধ্যাভাব = সত্তাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = সত্তাভাবাধিকরণ। ইহা, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব—এই পদার্থ-চতুষ্টয়। কারণ, সত্তা তথায় সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা = সমবায়-সম্বন্ধে সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত-বৃত্তিতা। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সমবায়। যেহেতু, এখানে সমবায়-সম্বন্ধেই হেতু ধরা হইয়াছে। এখন দেখ, এই বৃত্তিতা এখানে অপ্রসিদ্ধ। কারণ, সামান্যাদির উপর সমবায়-সম্বন্ধে এমন কেহই থাকে না যে, তাহার উপর উক্ত বৃত্তিতা থাকিবে। সুতরাং, ঐ সম্বন্ধে এই বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = ইহাও, সুতরাং, অপ্রসিদ্ধ।

লক্ষণের লক্ষ্যালক্ষ্য লইয়া দুইটী মতভেদ আলোচিত হইল যথা—(ক) ব্যভিচার-দোষশূন্য অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইলেই সেই অনুমিতি-স্থলটী ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য ; তদ্ভিন্ন অলক্ষ্য। (খ) প্রমাত্মক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে যেখানে অনুমিতি হয়—অনুভবসিদ্ধ, তাহাই ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য ; এবং ভ্রমাত্মক-ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে যেখানে অনুমিতি হয় অনুভবসিদ্ধ, তাহাই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য। অবশ্য, শেষোক্ত মতই টীকাকার মহাশয়ের অভিমত।

২। যাহা হউক, এইবার আমরা দ্বিতীয় বিষয়টীর কথা আলোচনা করিব। অর্থাৎ দেখিব—

"দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

দেখ, এস্থলটী যে একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এস্থলে "হেতু" গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী যে দ্রব্যে থাকে, সাধ্য দ্রব্যত্বও সেই দ্রব্যে থাকে। সুতরাং, হেতু যেখানে যেখানে আছে সাধ্য সেখানে সেখানে থাকায় ইহা যে সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলই হইল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন দেখ, এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় কি রূপে ?

দেখ এখানে ;—

সাধ্য=দ্রব্যত্ব। হেতু=গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা।

সাধ্যাভাব=দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ। ইহা, সুতরাং, গুণ ও কর্ম্মাদি। যেহেতু, দ্রব্যত্ব তথায় থাকে না ; দ্রব্যত্ব থাকে দ্রব্যে।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা=সমবায়-সম্বন্ধে গুণ ও কর্ম্মাদি-নিরূপিত-বৃত্তিতা। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সমবায় ; যেহেতু, হেতু গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যের উপর থাকে, এবং এই সমবায়-সম্বন্ধেই তাহাকে হেতু করা হইয়াছে। তাহার পর, ঐ বৃত্তিতা থাকে গুণ ও কর্ম্মে যাহা থাকে, তাহার উপর। সুতরাং, ইহা থাকে গুণত্ব, কর্ম্মত্ব, সত্তা প্রভৃতির উপর।

এই বৃত্তিতার অভাব=ইহা থাকে সমবায়-সম্বন্ধে গুণ ও কর্ম্মাদিতে যাহা থাকে না, তাহার উপর। কিন্তু, 'জ্ঞানী মনুষ্য' ও 'মনুষ্য' যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ গুণ ও কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী কেবল সত্তা হইতে অনতিরিক্ত বলিয়া উভয়ই এক ; অতএব, এই সত্তা, সমবায়-সম্বন্ধে গুণ ও কর্ম্মের উপর থাকে। আর তাহার ফলে সত্তার উপর এই বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না।

ওদিকে, এই সত্তা অর্থাৎ গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যা-

ভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

যদি বল, গুণে কি করিয়া গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা থাকিতে পারে? কারণ,গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা অর্থ—গুণ ও কর্ম্মের ভেদযুক্ত সত্তা; গুণ ও কর্ম্মের ভেদ থাকে দ্রব্যে, সুতরাং, ইহার অর্থ দ্রব্যনিষ্ঠ সত্তা। অতএব, এই দ্রব্যনিষ্ঠ সত্তা কি করিয়া গুণে থাকিতে পারে?

তাহা হইলে বলিব, ইহা সম্ভব। কারণ, দ্রব্যনিষ্ঠ-সত্তা ও গুণ-কর্ম্মনিষ্ঠ সত্তা কিছু পৃথক্ নহে; সত্তা যখন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনেরই উপর থাকে, তখন দ্রব্যনিষ্ঠ সত্তা কেন গুণ ও কর্ম্মের উপর থাকিতে পারিবে না? অবশ্যই পারিবে। বস্তুতঃ, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ কথা; সুতরাং, ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি নিরর্থক।

অতএব, দেখা গেল "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিতে হইবে," এই পূর্ব্বোক্ত নিবেশটী অনুসারে চলিতে গেলে "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ" এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের-অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

৩। এইবার অবশিষ্ট তৃতীয় বিষয়টী আমাদের আলোচ্য। অর্থাৎ দেখিতে হইবে—

"সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়?

ইহার অর্থ—কোন কিছু সত্তাবিশিষ্ট; যেহেতু, ইহাতে দ্রব্যত্ব বিদ্যমান।

অবশ্য, ইহাও যে সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, হেতু দ্রব্যত্ব থাকে যে দ্রব্যে, সাধ্য সত্তা সেই দ্রব্যেও থাকে। সুতরাং, হেতু যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য সেই সেই স্থানেও থাকায় ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতিরই স্থল হইল।

এইবার দেখা যাউক, উক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী কি করিয়া হয়? দেখ এখানে—

সাধ্য=সত্তা। হেতু=দ্রব্যত্ব।

সাধ্যাভাব=সত্তাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=সত্তাভাবাধিকরণ। ইহা, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব—এই পদার্থ-চতুষ্টয়। কারণ, সত্তা তথায় সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা=সমবায়-সম্বন্ধে সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত-বৃত্তিতা। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সমবায়। যেহেতু, এখানে সমবায়-সম্বন্ধেই হেতু ধরা হইয়াছে। এখন দেখ, এই বৃত্তিতা এখানে অপ্রসিদ্ধ। কারণ, সামান্যাদির উপর সমবায়-সম্বন্ধে এমন কেহই থাকে না যে, তাহার উপর উক্ত বৃত্তিতা থাকিবে। সুতরাং, ঐ সম্বন্ধে এই বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহাও, সুতরাং, অপ্রসিদ্ধ।

ওদিকে, হেতু হইল দ্রব্যত্ব; সুতরাং, দ্রব্যত্বের উপর সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

অতএব দেখা গেল, "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিতে হইবে" এই পূর্ব্বোক্ত নিয়মটীর অনুসারে চলিতে গেলে উক্ত "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

সুতরাং, উপরি উক্ত সমুদায় বাক্যের সার সংকলন করিলে দেখা যায় যে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিতে হইবে বলিলে উপরি উক্ত তিনটী অনুমিতি-স্থলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের দোষ হয়। যথা,—

"ইদং বহ্নিমদ্ গগণাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তি,
"দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি, এবং
"সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলেও অব্যাপ্তি হয়।

সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত নিবেশটীর সংশোধন আবশ্যক। ইহাই হইল "ননু" হইতে "অপ্রসিদ্ধেঃ" এই পর্য্যন্ত বাক্যাবলীর অর্থ।

কিন্তু, এইরূপ আপত্তির উত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, না, এ আপত্তিটী সমীচীন নহে, উক্ত লক্ষণের অর্থই অন্যরূপ, ইত্যাদি। ইহাই হইল "ইতি চেৎ ন" এই বাক্যের তাৎপর্য্য। (ইহার উত্তর, অবশ্য, পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে।)

যাহা হউক, এইবার এই প্রসঙ্গে কতিপয় অবান্তর বিষয় আলোচ্য। যথা;—

১। "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিতে হইবে" বলিলে যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণের দোষ হয়, তাহা হইলে, তদুদ্দেশ্যে "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" স্থলটীর অতিব্যাপ্তি-দোষটীই যথেষ্ট হইতে পারে, আবার "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ" অথবা "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থল গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি-প্রদর্শনের প্রয়োজন কি ?

২। যদি অব্যাপ্তি-প্রদর্শনই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ"-স্থল-সাহায্যে অব্যাপ্তি-প্রদর্শনের পর আবার "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলটীর সাহায্যে অব্যাপ্তি-প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কি ?

৩। "সমবায়াদিনা"-পদ-মধ্যস্থ "আদি" পদটী কেন ?

৪। "গগনাদিহেতুকে"-পদ-মধ্যস্থ "আদি" পদটী কেন ? ইত্যাদি।

যাহা হউক, এইবার একে একে এই বিষয়গুলি আমরা আলোচনা করিব। সুতরাং, এক্ষণে দেখা যাউক—

১। উক্ত অতিব্যাপ্তি-প্রদর্শনের পর আবার অব্যাপ্তি-প্রদর্শন কেন ?

ইহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম, সর্ব্বত্রই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ অপেক্ষা অব্যাপ্তি-দোষটী প্রবল। কারণ, কেবল অতিব্যাপ্তি-স্থলে লক্ষ্যে লক্ষণ যাইয়াও অলক্ষ্যে লক্ষণ যায়, কিন্তু, কেবল অব্যাপ্তি-স্থলে লক্ষ্যেই লক্ষণ যায় না। অর্থাৎ, প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক লাভ হইলে

যেমন অল্প দোষাবহ হয়, কিন্তু প্রয়োজন অপেক্ষা অল্প লাভ হইলে তাহা যেমন তদপেক্ষা অধিক দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয়, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অতএব, প্রবল-অব্যাপ্তি-দোষ প্রদর্শন-মানসেই, "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলের অতিব্যাপ্তি-প্রদর্শনের পর আবার "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ" প্রভৃতি স্থল-সাহায্যে অব্যাপ্তি-দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, কেহ বলেন, মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার যে সম্প্রদায়-ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের মতে উক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" ইত্যাদি অবৃত্তি-হেতুক স্থলগুলিতে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষই হয় না; কারণ, এরূপ স্থলগুলি ওরূপ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্যই হয় না। যেহেতু, তাঁহারা বলেন, এস্থলেও প্রমাত্মক-ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়, ইহা তাঁহাদের অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং, ইহা ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য—অলক্ষ্য নহে। যাহাই হউক, এই প্রকার উদ্দেশ্যদ্বয়-বশতঃ অতিব্যাপ্তি-প্রদর্শনের পর আবার অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে বলা হয়।

২। অতঃপর দেখা যাউক, "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থল-সাহায্যে অব্যাপ্তি-প্রদর্শনের পর আবার "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলের সাহায্যে অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্য কি?

ইহার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থলটীতে হেতুটী সমবায়-সম্বন্ধে গৃহীত হওয়ায়, কোন কোন মতানুসারে এই স্থলটী আদৌ সদ্ধেতুক-অনুমিতিরই স্থল হয় না। একথা একটু পরে টীকাকার মহাশয়ই স্বয়ং উত্থাপিত করিবেন; সুতরাং, আমরাও সেস্থলে ইহা সবিস্তরে আলোচনা করিব। ফলতঃ, এতদ্দ্বারা অভীষ্ট অব্যাপ্তি-প্রদর্শনই সিদ্ধ হয় না, পরন্তু, "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলে তাহা হয়; অতএব, "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থলে অব্যাপ্তি-প্রদর্শনের পরও আবার "সত্তাবান দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলটী গৃহীত হইয়াছে।

৩। এইবার দেখা যাউক, "সমবায়াদিনা"-পদ-মধ্যস্থ "আদি"-পদটী কেন?

ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে "সমবয়াদি"-পদ-মধ্যস্থ "আদি"-পদে "স্বরূপ-সম্বন্ধকে"ও গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে কতকগুলি লোকের কতকগুলি আপত্তি আর স্থান পায় না। এস্থলে কাহাদের কি আপত্তি, তাহা বাহুল্য ভয়ে আর আলোচিত হইল না।

৪। এইবার দেখা যাউক "গগনাদি-হেতুকে"-পদ-মধ্যস্থ "আদি"-পদটী কেন?

ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে অবৃত্তি-পদার্থ গগনকে যেমন হেতু করা হইয়াছে, তদ্রূপ, অন্য অবৃত্তি পদার্থ, যথা, দিক্, কাল ও আত্মাকেও হেতু করিলে সমান ফললাভ হইবার কথা। অর্থাৎ, দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের ইঙ্গিত করিবার জন্য এস্থলে "আদি"-পদের গ্রহণ।

যাহা হউক, ইহাই হইল, "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা" ধরিলে যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহার একটী নিদর্শন। এক্ষণে পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে ইহার যেরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতেছে, আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাগ্রহণে পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর।

টীকামূলম্।

হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-প্রতিযোগিক-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়তা-নিরূপিত-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিত-নিরুক্ত-সম্বন্ধ-সংসর্গক-নিরবচ্ছিন্নাধিকরণতাশ্রয়-বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

বৃত্তিত্বং চ ন হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন বিবক্ষণীয়ম্।

বৃত্তিত্বং—বৃত্তিঃ। প্রঃ সং। চৌঃ সং।
বিবক্ষণীয়ম্—বিবক্ষণীয়া। প্রঃ সং। চৌঃ সং।
নিরুক্তসম্বন্ধ—নিরক্ত। চৌঃ সং। প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে, হেতুর অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা-নিরূপিত যে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন আধেয়তা, সেই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে, পূর্ব্বোক্ত সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট দ্বারা নিরূপিত যে পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার যে আশ্রয়, সেই আশ্রয়-নিরূপিত যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতার যে সামান্যাভাব, তাহাই ব্যাপ্তি, ইহাই সেস্থলে অভিপ্রেত।

বৃত্তিতাটী, এখন আর হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে বিবক্ষিত নহে।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়, এই প্রসঙ্গে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাটী গ্রহণ করিলে যে আপত্তি তিনটী উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন।

আমরা কিন্তু, এস্থলে টীকাকার মহাশয়ের ভাষা অবলম্বন করিয়া ইহার সবিশেষ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থটী বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারণ, এতদ্দ্বারা বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইবে।

অতএব, ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থটী এই যে, ইতিপুর্ব্বে "বৃত্তিতা"-পদের রহস্য-কথন-কালে যে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাকে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরিয়া সেই বৃত্তিতার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিতে হইবে, বলা হইয়াছিল, এক্ষণে কিন্তু এই বৃত্তিতাকে যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে ধরিয়া——

"হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা অর্থাৎ বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে"

তাহার অভাব ধরিতে হইবে, বলা হইতেছে। আর ইহার ফলে, উক্ত তিনটী আপত্তি স্থলেরই দোষ তিনটী নিবারিত হইবে। অর্থাৎ, এই নূতন সম্বন্ধ-মধ্যে "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-নিরূপিত" এই অংশ দ্বারা "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলের অতিব্যাপ্তি এবং "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থলের অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে, এবং "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক" এই অংশদ্বারা "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ হইবে। টীকাকার মহাশয়ের বাক্যের ইহাই সংক্ষিপ্তার্থ।

যাহা হউক, এইবার এই বিষয়টী আমরা সবিস্তরে আলোচনা করিব; এবং তজ্জন্ত ইহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটী জ্ঞাতব্য-বিষয়-মধ্যে বিভক্ত করিব; কারণ, ইহাতে এতন্মধ্যস্থ জ্ঞাতব্য-বিষয়গুলি যথাক্রমে আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে, এবং তাহার ফলে বিষয়টীও ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথম—এই স্থলের উপযোগী এই শাস্ত্রের কয়েকটী কৌশল।

দ্বিতীয়—এই স্থলে টীকাকার মহাশয়ের বাক্যের শব্দার্থ প্রভৃতি।

তৃতীয়—উক্ত শব্দার্থ প্রভৃতি সাহায্যে টীকাকার মহাশয়ের বাক্যের স্পষ্টার্থ।

চতুর্থ—প্রসিদ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে ইহার প্রয়োগ।

পঞ্চম—প্রসিদ্ধ-অসদ্ধেতুক-অনুমিতি "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলে ইহার প্রয়োগ।

ষষ্ঠ—এতদ্দ্বারা "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলের অতিব্যাপ্তি-বারণ।

সপ্তম—এতদ্দ্বারা "দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থলের অব্যাপ্তি বারণ।

অষ্টম—এতদ্দ্বারা "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ।

নবম—এতৎ-সংক্রান্ত অবান্তর কথা।

যাহা হউক, এইবার এতদনুসারে আমাদিগকে দেখিতে হইবে,—

প্রথম—এই স্থলের উপযোগী এই শাস্ত্রের রচনা-কৌশল-সম্বন্ধে উক্ত জ্ঞাতব্য-বিষয়গুলি কি?

প্রথম কৌশল। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সকল জিনিষই সম্বন্ধভেদে প্রায় সকল জিনিষেরই উপর থাকিতে পারে; এবং যে জিনিষটী থাকে তাহা হয় আধেয়, এবং যেখানে থাকে, তাহা হয় আধার বা অধিকরণ। এজন্য, প্রত্যেক সম্বন্ধেই বস্তুর আধার ও অধিকরণ থাকে। আর এই আধেয় হয় সম্বন্ধের প্রতিযোগী, এবং আধারটী হয় অনুযোগী। এখন কোন কিছুর সম্বন্ধটী নির্দ্দোষ ও নিখুঁতরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগীর সাহায্যে তাহা করিতে হয়। যেমন ঘট, যে সংযোগ-সম্বন্ধে ভূতলে থাকে, সেই সংযোগ-সম্বন্ধটীকে ঐরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে "ঘট-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধ" বলিতে হয়। পট, যে সংযোগ-সম্বন্ধে ভূতলে থাকে, তাহাকে ঐরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে পট-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধ" বলিতে হয়, ইত্যাদি। ইহার কারণ, এক প্রকার সম্বন্ধে নানা জিনিষ নানা স্থানে থাকিতে পারে; যেমন ঘট, সংযোগ-সম্বন্ধে ভূতলে থাকে, বহ্নিও সংযোগ-সম্বন্ধে পর্ব্বতে থাকে, পক্ষীও সংযোগ-সম্বন্ধে বৃক্ষে থাকে; কিন্তু ঘট, বহ্নি বা পক্ষি-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না, বহ্নিও ঘট অথবা পক্ষি-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না, এবং পক্ষীও ঘট বা বহ্নি-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। এই জন্য বলা হয় "সামান্যরূপে সংসর্গতা থাকিলেও স্বস্বপ্রতিযোগিক-সম্বন্ধই নিজ-নিজ সম্বন্ধ হইয়া থাকে।"

দ্বিতীয় কৌশল। যে সম্বন্ধে যাহা যেখানে থাকে না, তাহা তাহার ব্যধিকরণ-সম্বন্ধ।

যেমন ঘট, যে সংযোগ-সম্বন্ধে ভূতলে থাকে, বহ্নি সেই সংযোগ-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না; এজন্য, ঘট-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধটী বহ্নির ব্যধিকরণ-সম্বন্ধ, এবং বহ্নি-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধটী ঘটের ব্যধিকরণ-সম্বন্ধ হয়, ইত্যাদি। আর এই ব্যধিকরণ-সম্বন্ধে কোন কিছুর অভাব, স্বরূপ-সম্বন্ধে সর্ব্বত্রস্থায়ী হয় বলিয়া কেবলান্বয়ী হয়। যেমন, ঘট-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নির যে অভাব, তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই থাকে বলিয়া কেবলান্বয়ী হয়। যেমন, সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব সর্ব্বত্রস্থায়ী হয় বলিয়া কেবলান্বয়ী হয়; যেমন, বহ্নি প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধে ঘটের যে অভাব, তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধে সর্ব্বত্রস্থায়ী হয় বলিয়া কেবলান্বয়ী হয়; ইত্যাদি।

তৃতীয় কৌশল। এক প্রকারের নানা জিনিষ কোন স্থানে থাকিলে এবং তাহাদের মধ্যে একটীকে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে যেমন, তাহার অধিকরণ-সাহায্যেও নির্দ্ধারণ করা যায়, তদ্রূপ, কোন কিছুর অধিকরণের ধর্ম্ম যে অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা-নিরূপিত যে আধেয়তা, তাহার দ্বারাও করা যায়, অর্থাৎ তাহা কেবল তাহারই অর্থাৎ উক্ত কোন কিছুরই আধেয়তা হয়; তাহা আর তাহার সঙ্গের অপর কোন কিছুর আধেয়তা হয় না। যেমন, বহ্নি ও ধূম উভয়ই পর্ব্বতে আছে, কিন্তু বহ্নির অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তা বহ্নিতেই থাকে, ধূমে থাকে না; এবং ধূমের অধিকরণতা-নিরূপিত আধেয়তা ধূমেই থাকে, বহ্নিতে থাকে না। আর এইরূপে নির্দ্ধারিত আধেয়তার অবচ্ছেদক-ধর্ম্ম বা সম্বন্ধও তখন আর অপরের আধেয়তার অবচ্ছেদক-ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ হয় না। সুতরাং, এক প্রকারের নানা জিনিষ কোন স্থানে থাকিলে, তাহাদের মধ্যে একটী যে ধর্ম্মরূপে বা যে সম্বন্ধে থাকে, সেই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে হইলে এই আধেয়তার সাহায্যে তাহা করা হয়।

চতুর্থ কৌশল। আধেয়তা বলিলে আধেয়ের ধর্ম্ম বুঝায়। ইহা আধেয়ের উপর স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে। যেহেতু, ইহার নিয়ামক সম্বন্ধই হয় "স্বরূপ"। এখন, যে সম্বন্ধে বা ধর্ম্মরূপে আধেয় ধরা হয়, সেই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ তাহার আধেয়তার অবচ্ছেদক হয়, আর যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম বা সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা, যে স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, সেই স্বরূপ-সম্বন্ধে অন্য কোন ধর্ম্ম বা সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা থাকে না। যেমন, সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেতা-প্রতি-যোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধটী সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ হইতে পৃথক্ হয়। যেমন, বহ্নি-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধটী, ঘট-প্রতিযোগিক-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ হইতে পৃথক্ হয়; ইত্যাদি। আর এইরূপ এক স্বরূপ-সম্বন্ধে আধেয়তা ধরিয়া অপর এক স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অভাব ধরিলে তাহা ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবের ন্যায় সর্ব্বত্রস্থায়ী বা কেবলান্বয়ী হয়।

যাহা হউক, এই চারিটী কৌশল-সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ, আপাততঃ, আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতি যথেষ্ট; এক্ষণে, দ্বিতীয় বিষয়টীর প্রতি মনোনিবেশ করা যাউক, অর্থাৎ দেখা যাউক,—

২। টীকাকার মহাশয়ের বাক্যের শব্দার্থ প্রভৃতি মধ্যে জ্ঞাতব্য কিছু আছে কি না?

"হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা"—অর্থ=যে ধর্ম্ম-পুরস্কারে হেতু করা হয়, তাহা হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম। আর এই ধর্ম্ম-পুরস্কারে যদি হেতুর অধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতাকে পাওয়া যায়। যেমন, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে, ধূমটী হয় হেতু; ধূমত্বরূপে ধূমকে হেতু করা হয় বলিয়া ধূমত্ব হয় হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম; এই ধূমত্বরূপে ধূমের অধিকরণ, যথা,—পর্ব্বত,চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানসাদি ধরিলে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতাটী পাওয়া যায়; অর্থাৎ পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাটীকে ধূমত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া ধরা হয়। ইহার ফল এই যে, ধূমের যে অধিকরণ ধরা হইল, তাহা এখন ঠিক "হেতু" ধূমেরই অধিকরণ হইল, ধূমকে অগ্নিজনকত্ব প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মরূপে ধরিয়া তাহার অধিকরণ ধরিবার আর উপায় থাকিল না।

অবশ্য, অধিকরণতা শব্দের অর্থ আধেয়তা-নিরূপিতত্ব। এজন্য, আধেয়তাই অবচ্ছিন্ন হয়; সুতরাং, এস্থলেও হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা সেই আধেয়তা-নিরূপিত যে, তাহা—এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে; এস্থলে সংক্ষেপে বলিবার উদ্দেশ্যে টীকাকার মহাশয় একেবারেই অধিকরণতাকে অবচ্ছিন্নত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

"হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-প্রতিযোগিক-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা"—অর্থ=হেতুর যে ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া হেতু করা হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম পুরস্কারে হেতুকে গ্রহণ করিয়া হেতুর অধিকরণতা ধরিলে যে হেত্বধিকরণতাকে পাওয়া যায়, সেই অধিকরণতার দ্বারা হেতুরূপ আধেয়ের যে আধেয়তা ধর্ম্মকে নিরূপণ করা যায়, তাহা আবার সম্বন্ধভেদে নানা হয়; সুতরাং, সেই সকল আধেয়তার মধ্যে যে আধেয়তাটী হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে হেতু ধরা হয়, সেই সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, সেই আধেয়তাই ঐ আধেয়তা। বলা বাহুল্য, এই আধেয়তা, সুতরাং হেতুরই উপর থাকে। যেমন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে ধূমত্বরূপে ধূমের অধিকরণ পর্ব্বতাদি ধরিয়া এবং তৎপরে সেই পর্ব্বতাদির উপর যে অধিকরণতাকে পাওয়া যায়, সেই অধিকরণতা-নিরূপিত যে ধূমের আধেয়তা পাওয়া যায়, তাহা কালিকাদি-সম্বন্ধভেদে নানা হয়, এবং তজ্জন্য যদি সেই আধেয়তা-সমূহ মধ্যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে সংযোগ, সেই সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তাটী ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাই ঐ আধেয়তা হইবে। অর্থাৎ, এরূপ আধেয়তা ঠিক ঠিক হেতুনিষ্ঠ উক্ত অভিপ্রেত আধেয়তা ভিন্ন হেতুর ধর্ম্ম ও সম্বন্ধভেদে হেতুসম্পর্কীয় অন্য কোনরূপ আধেয়তা হইতে পারিবে না। এস্থলে, "প্রতিযোগিক"পদের অর্থ "নিরূপিত"।

"উক্ত আধেয়তা-নিরূপিত-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন"—অর্থ=ঐ প্রকার হেতুনিষ্ঠ-আধেয়তাটী যে-প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে হেতুরূপ আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে। অর্থাৎ, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব ধরিতে হইবে। এখানে "নিরূপিত" অর্থ "প্রতিযোগিক"। এখন এই বৃত্তিতাটী কিরূপ বৃত্তিতা, এবং ইহার অভাবই বা কিরূপ অভাব, এই সব পূর্ব্বোক্ত কথা বলিবার জন্য "নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিত-নিরুক্ত-সম্বন্ধ-সংসর্গক" প্রভৃতি পরবর্ত্তি-বাক্যের অবতারণা করা হইতেছে। যথা ;—

"নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিত"—অর্থ=পূর্ব্বোক্ত সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিত। অর্থাৎ"সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট যে, তদ্দ্বারা নিরূপিত। অর্থাৎ, তদ্দ্বারা নিরূপিত যে অধিকরণতা, তাহা। অবশ্য, এই নিবেশ তিনটীর যে কি প্রয়োজন, তাহা "বহ্নি-মান্ ধূমাৎ" ৭৯ পৃষ্ঠা এবং "গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাভাববান্ গুণত্বাৎ" ২২১ পৃষ্ঠায় যে ভাবে বলা হইয়াছে, সেই ভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে ; প্রস্তাবিত তিনটী স্থলের কোনটীতেই ইহার প্রয়োজন হইবে না, তথাপি লক্ষণের পূর্ণতার জন্য এস্থলে উহা কথিত হইল মাত্র।

"নিরুক্ত-সম্বন্ধ-সংসর্গক-নিরবচ্ছিন্নাধিকরণতাশ্রয়-বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ"—অর্থ=পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতার যে আশ্রয়, সেই আশ্রয়-নিরূপিত যে বৃত্তিত্ব, সেই বৃত্তিতার সামান্যাভাবই অভিপ্রেত। এস্থলে "নিরুক্ত" পদে নব্য-মতে "স্বরূপ-সম্বন্ধ," এবং প্রাচীনমতে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ"টী বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ইহাও আবার ইহার বিশেষণাদি অর্থাৎ নিবেশাদি সহিত গ্রহণীয়, নচেৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থলে যে সব দোষ হইয়াছিল, তাহা থাকিয়া যাইবে। তাহার পর, নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতাটীও এস্থলে প্রয়োজনীয় নহে ; ইহার প্রয়োজন "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলেই ঘটিয়া থাকে। তথাপি যে এস্থলে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা লক্ষণের পরিপূর্ণতা সাধনাভিপ্রায়েই বুঝিতে হইবে। অবশিষ্ট কথার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

"বৃত্তিত্বং চ ন হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন বিবক্ষণীয়ম্—অর্থ=সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটী আর হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে অবচ্ছিন্ন করিয়া ধরিতে হইবে না ; অর্থাৎ এখন যে-কোন সম্বন্ধে ধরিতে পারা যাইবে, তাহাতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের কোন ক্ষতি হইবে না।

৩। যাহা হউক, এইবার আমরা উক্ত শব্দার্থ প্রভৃতি সাহায্যে টীকাকার মহাশয়ের সমগ্র বাক্যটীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

টীকাকার মহাশয়ের সমগ্র বাক্যের অর্থ এই ;—যে ধর্ম্মরূপে হেতু করা হয়, সেই ধর্ম্মরূপে হেতুর আধেয়তা ধরিয়া সেই আধেয়তা-নিরূপিত যদি অধিকরণতা ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অধিকরণতা দ্বারা নিরূপণ করা যায় যে আধেয়তা, তাহা কেবল হেতুরই আধেয়তা হইলেও অর্থাৎ কেবল হেতুরই উপর থাকিলেও সম্বন্ধভেদে নানা হয় ; এজন্য এই আধেয়তা-সমূহ-মধ্যে যাহা হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা অর্থাৎ যে সম্বন্ধে হেতু করা হয়, সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে, অর্থাৎ সেই আধেয়তা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে হেতুরূপ আধেয়ের উপর থাকে, সেই স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার সামান্যাভাব ধরিতে হইবে। অবশ্য, এই যে সাধ্যাভাবাধিকরণ তাহা, সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাবের অধিকরণ, এবং এই যে অধিকরণতা, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা হওয়া আবশ্যক ; আর তাহার পর, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা নব্যমতে "অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ" অর্থাৎ "স্বরূপ-সম্বন্ধ", এবং প্রাচীনমতে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" হইবে, আর যাহা সাধ্যাভাব হইবে, তাহা আবার সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব হওয়া আবশ্যক। আর এখন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা-সমূহ-মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় কেবল হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাটীকে ধরিতে হইবে না। পূর্ব্বে এই বৃত্তিতাকে যে ঐরূপে ধরিবার কথা বলা হইয়াছিল, তাহা তখন মোটামুটীভাবে বলা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত অভিপ্রায়টী এক্ষণে উপরে কথিত হইল। সুতরাং, এই অর্থানুসারে ব্যাপ্তি লক্ষণে, উক্ত তিনটী স্থলে আর কোন দোষস্পর্শ করিতে পারিবে না। ইহাই হইল পূর্ব্বোক্ত আপত্তি তিনটীর উত্তরে টীকাকার মহাশয়ের বাক্যের স্পষ্টার্থ।

৪। এইবার দেখা আবশ্যক, এই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে বৃত্তিত্বাভাব ধরিলে প্রসিদ্ধ অনুমিতি

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

স্থলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারে। যেহেতু,এতাদৃশ সুদীর্ঘ লক্ষণটির প্রয়োগ করা, প্রথম প্রথম অনেকেরই পক্ষে কঠিন বোধ হয়। কিন্তু, তাহা হইলেও এই বিষয়টীর প্রতি দৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের একটী কার্য্য করা আবশ্যক। আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে, পূর্ব্বে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা না ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইয়াছিল,, এবং ধরিলেই বা তাহা কি করিয়া নিবারিত হইয়াছিল। নচেৎ, এ স্থলের দোষ-বারণটী ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সুতরাং, প্রথম দেখ, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা না ধরিলে কি হয় ? দেখ এস্থলে—

সাধ্য=বহ্নি। হেতু=ধূম। হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=সংযোগ।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=জলহ্রদ এবং ধূমাবয়বাদি।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=জলহ্রদ ও ধূমাবয়বাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা। এখন, এই বৃত্তিতা যদি হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে না ধরা যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরা যাউক, এবং তাহার ফলে ধূমাবয়ব-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা থাকিবে ধূমে, এবং দ্বিতীয়, কালিক-সম্বন্ধ ধরা যাউক, এবং তাহার ফলে, জলহ্রদ-নিরূপিত-কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা থাকিবে ধূমে ; কারণ, জলহ্রদাদি জন্য-পদার্থ, এবং তজ্জন্য "কাল" পদবাচ্য হয়, এবং কালিক-সম্বন্ধে সকল পদার্থই কালে থাকে। সুতরাং, উক্ত উভয় প্রকার সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা থাকিল ধূমের উপর।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ধূমের উপর পাওয়া গেল না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

আর যদি, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাকে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে ধরা যায়, তাহা হইলে আর উক্ত অব্যাপ্তি থাকে না। দেখ এখন—

সাধ্য=বহ্নি। হেতু=ধূম। হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=সংযোগ।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=জলহ্রদ এবং ধূমাবয়বাদি।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=জলহ্রদ ও ধূমাবয়বাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা। এখন এই বৃত্তিতা, যদি হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে অর্থাৎ সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে ধরা যায়, তাহা হইলে, প্রথমতঃ জলহ্রদ-নিরূপিত-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা থাকিবে মীন আর শৈবালাদিতে, এবং দ্বিতীয়, ধূমাবয়ব-নিরূপিত-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা থাকিবে ধূমাবয়বের উপর সংযোগ-সম্বন্ধে যাহা থাকে, তাহার উপর। সুতরাং,—

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহা ধূমের উপর পাওয়া যাইল। কারণ, ধূম, জলহ্রদে অথবা ধূমাবয়বে সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না। এ সব কথা ৫৮ পৃষ্ঠায় সবিস্তরে কথিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি মাত্র করা হইল।

এইবার দেখা যাউক, উক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাকে যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে ধরিয়া তাহার অভাবকে যদি উক্ত পরিবর্ত্তিত সম্বন্ধে, অর্থাৎ "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" ধরা যায়, তাহা হইলে উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে পূর্ব্বের ন্যায় আর ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না।

কারণ, দেখ এখানে—

সাধ্য = বহ্নি। হেতু = ধূম।

সাধ্যাভাব = বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = জলহ্রদ এবং ধূমাবয়বাদি। কারণ, লক্ষণ-প্রয়োগ-কালে এবং অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-কালে ইহাদিগকেই ধরা হইয়াছিল। ২৫৪ পৃষ্ঠা।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = জলহ্রদ এবং ধূমাবয়বাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা। তন্মধ্যে, জলহ্রদ-নিরূপিত-বৃত্তিতাকে একবার কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরিয়া এবং অপরবার হেতুতাবচ্ছেদক-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরিয়া এবং ধূমাবয়ব-নিরূপিত-বৃত্তিতাকে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরিয়া তাহাদের অভাবকে সামান্যতঃ স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এখন কিন্তু, এই সকল প্রকার বৃত্তিতারই অভাবকে পূর্ব্বের ন্যায় সামান্যতঃ "স্বরূপ-সম্বন্ধে" না ধরিয়া "হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" ধরিবার ব্যবস্থা করায় এস্থলে নির্ব্বিঘ্নে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারিবে। কারণ, দেখ এখানে—

"হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম" = ধূমত্ব। যেহেতু, ধূমত্বরূপে ধূমই এখানে হেতু।

"হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা" = ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত হেতু-ধূমের অধিকরণতা। ইহা থাকে ধূমের অধিকরণ পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদির উপর। যেহেতু, অধিকরণতা শব্দের অর্থ আধেয়তা-নিরূপিতত্ব।

এই "প্রকার অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা" = উক্ত প্রকার অধিকরণতা-নিরূপিত-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা। ইহা থাকে একমাত্র ধূমেরই উপর। ইহার কারণ, আমরা তৃতীয় কৌশলে ২৫০ পৃষ্ঠায় বলিয়া আসিয়াছি। হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সংযোগ; যেহেতু, ধূমকে এখানে সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু করা হইয়াছে।

এই "আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ" = এই আধেয়তা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে ধূমরূপ আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ। অর্থাৎ, ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত যে ধূমাধিকরণ-পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ-অধিকরণতা, সেই পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে ধূমনিষ্ঠ-আধেয়তা, সেই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। আধেয়তা ও বৃত্তিতা অভিন্ন।

উক্ত বৃত্তিতার ঐ প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব = ধূমাবয়ব ও জলহ্রদাদি-নিরূপিত সংযোগ, কালিক ও সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অর্থাৎ আধেয়তার ঐ প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। ইহা এখন সর্ব্বত্র-স্থায়ী অর্থাৎ কেবলান্বয়ী পদার্থ হইবে। কারণ, ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত যে ধূমাধিকরণ-রূপ-পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ অধিকরণতা, সেই পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে ধূমনিষ্ঠ আধেয়তা, সেই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে, (১) সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদ-নিরূপিত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অভাব ধরিলে, অথবা (২) সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদ-নিরূপিত-কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অভাব ধরিলে, কিংবা (৩) সাধ্যাভাবাধিকরণ-ধূমাবয়ব-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অভাব ধরিলে যে তিনটী অভাবকে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হয়। আর ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব যে সর্ব্বত্র-স্থায়ী অর্থাৎ কেবলান্বয়ী হয়, তাহা দ্বিতীয় কৌশলমধ্যে ২৪৯ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। সুতরাং, এই অভাব তিনটী, ধূমেরও উপর থাকে। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যখন ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হয়, তখন লক্ষণ-ঘটক বৃত্তিতা ও সম্বন্ধ-ঘটক বৃত্তিতা বিভিন্ন হয়। উহারা এক হইলেই লক্ষণ যায় না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাকে যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে ধরিয়া তাহার অভাবকে উক্ত পরিবর্ত্তিত সম্বন্ধে অর্থাৎ "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" ধরায় "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে পূর্ব্বের ন্যায় আর অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না।

৫। এইবার দেখা যাউক, প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক অনুমিতি—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ"

স্থলে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাকে যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে ধরিয়া তাহার অভাবকে যদি উক্ত পরিবর্ত্তিত সম্বন্ধে অর্থাৎ "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" ধরা যায়, তাহা হইলে এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী আর প্রযুক্ত হইবে না।

কারণ, দেখ এখানে—

সাধ্য = ধূম। হেতু = বহ্নি।

সাধ্যাভাব = ধূমাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = জলহ্রদ, অয়োগোলক প্রভৃতি। এস্থলে ইহাদের মধ্যে অয়োগোলকই এখন ধরা যাউক। কারণ, এস্থলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-নিবারণ করিতে হইলে এই অয়োগোলক-অন্তর্ভাবেই করিতে হইবে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = অয়োগোলক-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা এখন উক্ত নিয়মানুসারে যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে ধরিতে পারা যাইবে; কিন্তু, তথাপি এস্থলে সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপেই ইহাকে ধরা যাউক। কারণ, অয়োগোলক-নিরূপিত যে বৃত্তিতা ধরিয়া অতিব্যাপ্তি-বারণ করা হয়, তাহা সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নই হয়। এখন দেখ, এই সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার উক্ত পরিবর্ত্তিত-সম্বন্ধে, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক স্বরূপ-সম্বন্ধে, অভাব ধরায় আর এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। কারণ এখানে—

"হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম" = বহ্নিত্ব।

"হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা" = বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত হেতু-বহ্নির অধিকরণতা। ইহা পর্ব্বত চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস এবং অয়োগোলকেও আছে।

এই প্রকার "অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা" = উক্ত প্রকার অধিকরণতা-নিরূপিত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা। ইহা থাকে একমাত্র বহ্নিরই উপর। ইহার কারণ, আমরা তৃতীয় কৌশল-মধ্যে ২৫০ পৃষ্ঠায় বলিয়া আসিয়াছি। হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সংযোগ; যেহেতু, বহ্নিকে এখানে সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু করা হইয়াছে।

এই "আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ" = এই আধেয়তা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে বহ্নিরূপ আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ। অর্থাৎ, বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত যে বহ্ন্যধিকরণ-অয়োগোলকনিষ্ঠ-অধিকরণতা, সেই অয়োগোলকনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে বহ্নিনিষ্ঠ আধেয়তা, সেই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।

উক্ত বৃত্তিতার এই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব - সাধ্যাভাবাধিকরণ-অয়োগোলক-নিরূপিত-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার বহ্নিত্ব-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বহ্নির অধিকরণতা-নিরূপিত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্নিনিষ্ঠ যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। ইহা আর সর্ব্বত্র-স্থায়ী হইল না।

কারণ, এস্থলে এই উভয় বৃত্তিতাই এক, অর্থাৎ অভিন্ন, এবং নিজের অভাব নিজের অধিকরণে থাকে না বলিয়া লক্ষণ-ঘটক অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা যেখানে থাকে, সেখানে উক্ত সম্বন্ধ-ঘটক অর্থাৎ হেতুতা-বচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাও থাকে। সুতরাং, লক্ষণ-ঘটক বৃত্তিতার সম্বন্ধ-ঘটক বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব আর বহ্নির উপর থাকিল না।

ওদিকে, এই বহ্নিই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, লক্ষণঘটক-বৃত্তিতা ও সম্বন্ধঘটক-বৃত্তিতা এক হওয়ায় লক্ষণ যাইল না। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে এক না হওয়ায় লক্ষণ গিয়াছিল। এইমাত্র বিশেষ।

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাকে যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব রূপে ধরিয়া তাহার অভাবকে উক্ত পরিবর্ত্তিত সম্বন্ধে অর্থাৎ "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরায় "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলে আর ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না।

৬। এইবার দেখা যাউক, উত্থাপিত আপত্তি তিনটীর মধ্যে প্রথম—

"ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"

এই অসদ্ধেতুক অলক্ষ্য-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার উক্ত পরিবর্ত্তিত সম্বন্ধে অর্থাৎ "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতা-বচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" অভাব ধরিলে আর ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইবে না। কারণ, দেখ এখানে——

সাধ্য = বহ্নি। হেতু = সমবায়-সম্বন্ধে গগন।

সাধ্যাভাব = বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = জলহ্রদাদি।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা, এখন উক্ত নিবেশ-বশতঃ যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরা যায়। সুতরাং, ধরা যাউক, ইহা সমবায়-সম্বন্ধা-বচ্ছিন্ন বৃত্তিতা। কারণ, জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাটী পূর্ব্বে অতিব্যাপ্তি-প্রদর্শন-কালে এই সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপেই ধরা হইয়াছিল।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = উক্ত জলহ্রদাদি-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার "হেতুতা-বচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধে-য়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" অভাব। ইহা এখন অপ্রসিদ্ধ; সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণটী আর এস্থলে প্রযুক্ত হইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর আর অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

যদি বল, এস্থলে ঐ প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে জলহ্রদাদি-নিরূপিত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাটীর অভাব অপ্রসিদ্ধ কিসে ? তাহা হইলে শুন ;—

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=গগনত্ব।

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা = গগনত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা, অর্থাৎ গগনত্বাবচ্ছিন্ন গগনের অধিকরণতা। কিন্তু, গগনের ঐ অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ, কারণ, গগন কোন স্থানে থাকে না, সুতরাং—

এই অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা=ইহাও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর তজ্জন্য—

এই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ=ইহাও অপ্রসিদ্ধ হইল।

সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অভাব ধরিবার জন্য যে সম্বন্ধের প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় ব্যাপ্তি-লক্ষণটী আর এস্থলে প্রযুক্ত হইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর আর অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

আর যদি বল, গগন ত কালিক-সম্বন্ধে অথবা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে মহাকালে অথবা নিজেরই উপর থাকে ; সুতরাং, গগনের গগনত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হইবে কেন ? তাহা হইলে বলিব যে, গগনের এই অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ না হইলেও ঐ অধিকরণতা-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে সমবায়, সেই সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা ত প্রসিদ্ধ হয় না ; কারণ, গগন অন্য সম্বন্ধে কোথাও থাকিলেও কখনও সমবায়-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না, অর্থাৎ আধেয় হয় না। অতএব, ঐ আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ আবার অপ্রসিদ্ধ হইবে ; সুতরাং, পুনরায় পূর্ব্ববৎই ব্যাপ্তি-লক্ষণ যাইবে না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে না। অতএব, দেখা যাইতেছে, যে সম্বন্ধে বৃত্তিতার অভাব ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যে "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-অংশটী বলায় প্রথমতঃ "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-নিবারিত হয়। আর যদি, ইহাতেও কেহ তাদাত্ম্য বা কালিকসম্বন্ধে গগন বৃত্তিমান্ হয় বলিয়া আপত্তি করেন, তাহা হইলে এই অংশটীর পর যে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক" অংশটীর উল্লেখ দেখা যায়, তাহা অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় তাহার দ্বারা সে অতিব্যাপ্তি সম্পূর্ণরূপেই নিবারিত হয়।

তাহার পর, এস্থলে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ব্বে যখন এস্থলে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়া ছিল, তখন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার শুদ্ধ স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবই লক্ষণ ছিল, এজন্য কিছুই অপ্রসিদ্ধ হয় নাই, লক্ষণ গিয়াছিল ; এখন কিন্তু হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবটী লক্ষণ হওয়ায় এই স্বরূপস-ম্বন্ধটীই অপ্রসিদ্ধ হইল, এবং তাহার ফলে লক্ষণ যাইল না।

সুতরাং, দেখা গেল, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছিল, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিতে হইবে" ইহার অর্থ—"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিতে হইবে" স্থির করায় আর অবৃত্তি-হেতুক অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

৭। এইবার দেখা যাউক, উক্ত—

"দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" অভাব ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়।

ইহা যে সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল তাহা ২৪৪ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে।

এখন দেখ এখানে—

সাধ্য=দ্রব্যত্ব। হেতু=গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা।

সাধ্যাভাব=দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ গুণ ও কর্ম্মাদি।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=গুণ ও কর্ম্মাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা। এই বৃত্তিতা এখন আমর উক্ত নিবেশবলে যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরিতে পারি। কিন্তু, তাহা হইলেও পূর্ব্বে যখন অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তখন ইহাকে হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে গ্রহণ করা হয় বলিয়া এস্থলেও আমরা ইহাকে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে গ্রহণ করিয়া দেখিব—উক্ত হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-প্রতিযোগিব-স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অভাব ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যায় কি না?

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=গুণ-কর্ম্মাদি-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। কিন্তু, এই অভাব এখন কেবলান্বয়ী হইল বলিয়া হেতুর উপরও থাকিল; সুতরাং, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

যদি বল, এই অভাব কেবলান্বয়ী হইল কি করিয়া? কি করিয়াই বা হেতুরও উপর থাকিল? তবে দেখ, এখানে,—

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব—এতদ্‌ ধর্ম্মদ্বয়।

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা=গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য এবং সত্তাত্ব—এতদ্-ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতা। ইহা থাকে কেবল মাত্র দ্রব্যেরই উপর;—গুণ ও কর্ম্মের উপর থাকে না। কারণ, ঐ ধর্ম্মাদ্বয়াবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাটী সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা হইতে বিলক্ষণ। যেহেতু, সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপর।

এই অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা= দ্রব্যনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঐ ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন ঐ সত্তানিষ্ঠ আধেয়তা। অর্থাৎ, কেবল মাত্র দ্রব্যেরই উপর যে বিশিষ্ট-অধিকরণতা আছে, তন্নিরূপিত-সত্তানিষ্ঠ, সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং ঐ ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন আধেয়তা ইহা আর "বিশিষ্ট-সত্তাটী কেবল সত্তা হইতে অনতিরিক্ত" এই নিয়ম-বশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় গুণ-কর্ম্মনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-শুদ্ধ-সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-সত্তানিষ্ঠ-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা হইল না। ইহার কারণ, আমরা দ্বিতীয় কৌশল মধ্যে ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছি। ২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ=উক্ত দ্রব্যনিষ্ঠ যে অধিকরণতা, তন্নিরূপিত আধেয়তা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে ঐ সত্তারূপ আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ। অর্থাৎ, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য এবং সত্তাত্ব—এতদ্ ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-দ্রব্যনিষ্ঠ যে অধিকরণতা, সেই দ্রব্যনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তার যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা যে স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ হয়।

এখন, এই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে অর্থাৎ দ্রব্য-মাত্রনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে গুণ ও কর্ম্মাদি-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা কোথাও কখনই থাকে না। সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ-গুণকর্ম্মাদি-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার, দ্রব্য-মাত্রনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও ঐ ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবটী ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হইল। আর এই ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব যে সর্ব্বত্রস্থায়ী অর্থাৎ কেবলান্বয়ী হয়,

সুতরাং, দেখা গেল, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছিল, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিতে হইবে" ইহার অর্থ—"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিতে হইবে" স্থির করায় আর অবৃত্তি-হেতুক অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

৭। এইবার দেখা যাউক, উক্ত—

"দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" অভাব ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়।

ইহা যে সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল তাহা ২৪৪ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে।

এখন দেখ এখানে——

সাধ্য=দ্রব্যত্ব। হেতু=গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা।

সাধ্যাভাব=দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ গুণ ও কর্ম্মাদি।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=গুণ ও কর্ম্মাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা। এই বৃত্তিতা এখন আমরা উক্ত নিবেশবলে যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরিতে পারি। কিন্তু, তাহা হইলেও পূর্ব্বে যখন অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তখন ইহাকে হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে গ্রহণ করা হয় বলিয়া এস্থলেও আমরা ইহাকে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে গ্রহণ করিয়া দেখিব—উক্ত হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অভাব ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যায় কি না?

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=গুণ-কর্ম্মাদি-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। কিন্তু, এই অভাব এখন কেবলান্বয়ী হইল বলিয়া হেতুর উপরও থাকিল; সুতরাং, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

যদি বল, এই অভাব কেবলান্বয়ী হইল কি করিয়া? কি করিয়াই বা হেতুরও উপর থাকিল? তবে দেখ, এখানে,—

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব—এতদ্ ধর্ম্মদ্বয়।

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা=গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য এবং সত্তাত্ব—এতদ্-ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-অধিকরণতা। ইহা থাকে কেবল মাত্র দ্রব্যেরই উপর;—গুণ ও কর্ম্মের উপর থাকে না। কারণ, ঐ ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাটী সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা হইতে বিলক্ষণ। যেহেতু, সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপর।

এই অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা= দ্রব্যনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঐ ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন ঐ সত্তানিষ্ঠ আধেয়তা। অর্থাৎ, কেবল মাত্র দ্রব্যেরই উপর যে বিশিষ্ট-অধিকরণতা আছে, তন্নিরূপিত-সত্তানিষ্ঠ, সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং ঐ ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন আধেয়তা ইহা আর "বিশিষ্ট-সত্তাটী কেবল সত্তা হইতে অনতিরিক্ত" এই নিয়ম-বশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় গুণ-কর্ম্মনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-শুদ্ধ-সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-সত্তানিষ্ঠ-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা হইল না। ইহার কারণ, আমরা দ্বিতীয় কৌশল মধ্যে ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছি। ২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ=উক্ত দ্রব্যনিষ্ঠ যে অধিকরণতা, তন্নিরূপিত আধেয়তা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে ঐ সত্তারূপ আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ। অর্থাৎ, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য এবং সত্তাত্ব—এতদ্ ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-দ্রব্যনিষ্ঠ যে অধিকরণতা, সেই দ্রব্যনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তার যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা যে স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ হয়।

এখন, এই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে অর্থাৎ দ্রব্য-মাত্রনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে গুণ ও কর্ম্মাদি-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা কোথাও কখনই থাকে না। সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ-গুণকর্ম্মাদি-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার, দ্রব্য-মাত্রনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও ঐ ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবটী ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হইল। আর এই ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব যে সর্ব্বত্রস্থায়ী অর্থাৎ কেবলান্বয়ী হয়,

তাহা আমরা দ্বিতীয় কৌশলমধ্যে ২৫০ পৃষ্ঠায় বলিয়া আসিয়াছি ; সুতরাং, এই অভাব উক্ত গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তারও উপর থাকিল।

ওদিকে, এই গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া যাইল—লক্ষণ যাইল—অর্থাৎ, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ আর হইল না।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই সম্বন্ধ মধ্যে "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত" এই অংশ মাত্র দ্বারাই এস্থলের অব্যাপ্তিটী প্রকৃতপক্ষে নিবারিত হইয়াছে। কারণ,ইহারই দ্বারা কেবলই দ্রব্য-নিষ্ঠ-বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব-এতদ্-ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা পাওয়া গিয়াছে ; আর তাহার ফলে এই অধিকরণতা-নিরূপিত যে আধেয়তা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্রব্যমাত্র-বৃত্তি-অধিকরণতা-নিরূপিত সত্তানিষ্ঠ উক্ত ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন-আধেয়তা হইয়াছে,—তাহা গুণ-কর্ম্মবৃত্তি-অধিকরণতা-নিরূপিত-সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন সত্তানিষ্ঠ-আধেয়তা হইতে পারে নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে উক্ত "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত" এই অংশের ফলে এই "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি, এবং পূর্ব্বোক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল।

৮। এইবার দেখা যাউক, উক্ত—

"সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" অভাব ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়।

অবশ্য, ইহা যে সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহা ২৪৫ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে।

দেখ এখানে——

সাধ্য = সত্তা। হেতু = দ্রব্যত্ব।

সাধ্যাভাব = সত্তাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = সত্তাভাবাধিকরণ, অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা পূর্ব্বে হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরা হইয়াছিল বলিয়া অপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, এখন ইহাকে যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরিবার অধিকার পাওয়ায় আর ইহা অপ্রসিদ্ধ হইবে না ; কারণ, সামান্যাদির উপর সমবায়-সম্বন্ধে কেহ না থাকিলেও স্বরূপাদি-সম্বন্ধে জ্ঞেয়ত্বাদি নানা পদার্থ থাকে। সুতরাং, এখন, পূর্ব্বের ন্যায় এই বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হইল না।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত বৃত্তিতার, হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। এই অভাব এখন কেবলান্বয়ী হইল বলিয়া হেতু দ্রব্যত্বের উপরও থাকিল ; সুতরাং, লক্ষণ যাইল—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের আর অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

যদি বল, এই অভাব কেবলান্বয়ী হইল কি করিয়া ? কি করিয়াই বা হেতুরও উপর থাকিল ? তবে দেখ, এখানে ;—

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম = দ্রব্যত্বত্ব।

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা = দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতা। ইহা থাকে দ্রব্যে। কারণ, দ্রব্যত্বত্বরূপে দ্রব্যত্বটী দ্রব্যে থাকে বলিয়া দ্রব্যগুলী হয় দ্রব্যত্বের অধিকরণ।

এই অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা = উক্ত দ্রব্যনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা। ইহা থাকে দ্রব্যত্বাদিতে। কারণ, দ্রব্যত্ব, দ্রব্যের উপর থাকে বলিয়া দ্রব্যের আধেয়-পদ-বাচ্য হয়।

এই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ = উক্ত দ্রব্যত্বনিষ্ঠ আধেয়তা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে দ্রব্যত্বরূপ আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ। অর্থাৎ, দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন-দ্রব্যত্বনিষ্ঠ-আধেয়তা-নিরূপিত দ্রব্যনিষ্ঠ যে অধিকরণতা, সেই দ্রব্যনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত যে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-দ্রব্যত্বনিষ্ঠ-আধেয়তা, সেই আধেয়তা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে দ্রব্যত্বরূপ আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ।

এখন, এই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে অর্থাৎ উক্ত হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অর্থাৎ দ্রব্যনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে মাত্র দ্রব্যত্বরূপ আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা কোথায়ও কখনই থাকে না। সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ-সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার উক্ত দ্রব্যত্বনিষ্ঠ-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবটী ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হইল। আর এই ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব যে সর্ব্বত্রস্থায়ী অর্থাৎ কেবলান্বয়ী, তাহা

আমরা দ্বিতীয় কৌশল মধ্যে ২৫০ পৃষ্ঠায় বলিয়া আসিয়াছি ; সুতরাং, এই অভাবটী দ্রব্যত্বেরও উপর থাকিল।

ওদিকে, এই দ্রব্যত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এস্থলে উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত" অংশটীর কোন প্রয়োজন নাই, কেবল অবশিষ্টাংশেরই প্রয়োজন আছে।

সুতরাং, দেখা গেল, পূর্ব্বে যে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাব স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিবার কথা বলা হইয়াছিল, তাহার অর্থ, "হেতুতা-বচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযো-গিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অভাব" ধরিতে হইবে বলায় উক্ত "দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ" এবং "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" এই উভয় প্রকার সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

অর্থাৎ, যে প্রকার বৃত্তিতার যেরূপ সম্বন্ধে অভাব ধরিবার কথা বলা হইল, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত তিনটী স্থলেরই আপত্তি নিবারিত হইল।

৯। যাহা হউক, এইবার আমাদিগকে এতৎ-সংক্রান্ত অবান্তর দুই একটী জ্ঞাতব্য-বিষয় আলোচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ দেখিতে হইবে—

প্রথম—"হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা"-পদ-মধ্যস্থ দ্বিতীয় হেতু-পদটী কেন ? কেবলই "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা" বলিলে কি দোষ হইত ?

দ্বিতীয়—উক্ত সম্বন্ধ-মধ্যে যে "আধেয়তা-প্রতিযোগিক-বিশেষণতা-বিশেষ" অর্থাৎ "স্বরূপ-সম্বন্ধ" প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে "বিশেষণতা বিশেষ" অর্থাৎ "স্বরূপ-সম্বন্ধ" বলিবার উদ্দেশ্য কি ? কেবল মাত্র—"আধেয়তা-প্রতিযোগিক-সম্বন্ধ" বলিলে কি দোষ হইত ?

তৃতীয়—এস্থলে "হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা" বলিবার তাৎপর্য্য কি ? কেবল "হেত্বধিকরণ-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা" বলিলে কি দোষ হইত ?

ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, যদি "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা" না বলিয়া "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা" মাত্র বলা যায়, তাহা হইলে "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলে উক্ত অতিব্যাপ্তি-বারণ করিতে পারা যায় না। কারণ, এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদক হয় গগনত্ব, এই গগনত্ব দ্বারা কালিক-সম্বন্ধে ঘটাদি পদার্থ যে অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এখন, এই ঘটের অধিকরণ হইবে ভূতল, আর এই ভূতলের

উপর ক্ষিতিত্বটী সমবায়-সম্বন্ধে থাকে; সুতরাং, ক্ষিতিত্বের উপর যে আধেয়তাটী আছে, তাহা হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা; সুতরাং, এই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে উক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ যে জলহ্রদাদি, তন্নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অভাব, হেতু-গগনে থাকে; যেহেতু, সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে গগনে কোন বৃত্তিতাই থাকে না; কারণ, গগন সমবায়-সম্বন্ধে কোথাও বৃত্তিমান হয় না। এবং তাহার ফলে উক্ত অতিব্যাপ্তিই থাকিয়া যায়। যদি বল, ভূতলনিষ্ঠ ঘটের যে ঐ অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা-নিরূপিত যে আধেয়তা, তাহা কখনও ঘটবৃত্তি হয় না; সুতরাং, সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না, পরন্তু, সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়; সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা হয় না; তাহা হইলে বলিব যে, কালিক-সম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদক-গগনত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) যে ঘট, সেই ঘটের অধিকরণ কপাল ধরিলে ঘটের যে ঐ কপালনিষ্ঠ-অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা-নিরূপিত যে ঘটনিষ্ঠ-আধেয়তা, তাহা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা হইতে পারিবে; অর্থাৎ, এই আধেয়তাটী তাহা হইলে "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা হইবে; সুতরাং, ইহা অবলম্বন করিলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অতিব্যাপ্তিই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু, যদি "হেতু"পদটী দেওয়া যায়, অর্থাৎ "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা" ইত্যাদি বলা যায়, তাহা হইলে এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-গগনত্বাবচ্ছিন্ন হেতু-গগনকেই পাওয়া যায়, কালিক-সম্বন্ধ-সাহায্যে ঘটকে পাওয়া যায় না; সুতরাং, ঘটের অধিকরণ কপালকে ধরিয়া সেই কপাল-বৃত্তি-অধিকরণতা ধরিয়া হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তাকেও পাওয়া যাইবে না। আর, এইরূপে গগনকে পাওয়ায় গগনের অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তা ধরিতে হইবে। কিন্তু, গগনের অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ; সুতরাং, লক্ষণ যাইল না, অতিব্যাপ্তিও হইল না। আর যদি, গগন কালিক-সম্বন্ধে মহাকালে থাকে বলিয়া ইহার অধিকরণতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও সেই অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা অপ্রসিদ্ধ হইবে; কারণ, গগন সমবায়-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না; সুতরাং, আবার লক্ষণ যাইবে না, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তিও হইবে না। এই জন্য, বলা হয় হেতুতাবচ্ছেদক-নিষ্ঠ "হেতুতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতা"-লাভের জন্য উক্ত "হেতু"-পদটীর আবশ্যকতা আছে। দেখ, এখানে হেতুতাবচ্ছেদক হয় গগনত্ব, ইহার উপর হেতুতাবচ্ছেদকতা থাকে। উহা যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, সেই সম্বন্ধটীই হেতুতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ। অবশ্য, এখানে ইহা সমবায় বা স্বরূপ হইবে। কারণ, যে মতে গগনত্ব হয় শব্দ, সে মতে ঐ অবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী হয় সমবায়, এবং যে মতে গগনত্ব শব্দ নহে, সে মতে ঐ অবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী হয় স্বরূপ, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর ঐ সম্বন্ধটী কালিক হয় না; সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম যে গগনত্ব, সেই গগনত্বনিষ্ঠ ঐরূপ অবচ্ছেদকতা লাভ করায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আর অতিব্যাপ্তি হইল না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, যদি উক্ত সম্বন্ধ-মধ্যে "আধেয়তা-প্রতিযোগিক-বিশেষণতা-বিশেষ" অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধ না বলা যায়, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলেই অব্যাপ্তি হয়। কারণ, টীকাকার মহাশয়, একটু পরেই "প্রতিযোগিকান্তম্ আধেয়তা-বিশেষণং ন উপাদেয়ম্ এব" এই বাক্যে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিতত্ব-রূপ বিশেষণটী পরিত্যাগ করিয়াই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গঠন করিয়াছেন। আর তাহার ফলে উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদাদি-নিরূপিত মীন-শৈবালাদি-নিষ্ঠ-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-কালিক-সম্বন্ধকেও ধরা যাইতে পারে। এখন,এই মীন-শৈবালাদি-নিষ্ঠ-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদাদি-নিরূপিত-বৃত্তিতা, তাহা ধূমে থাকিতে কোন বাধা হয় না। যেহেতু,স্বরূপ-সম্বন্ধে মীন-শৈবালাদি-বৃত্তি-আধেয়তাও ধূমের উপর কালিক-সম্বন্ধে থাকে। কারণ, ধূম জন্য-পদার্থ, এবং জন্য-মাত্রের কালোপাধিতা প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাই ধূমে পাওয়া গেল, বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না। কিন্তু, যদি স্বরূপ-সম্বন্ধের নাম করিয়া বলা হয়,তাহা হইলে আর কালিককে পাওয়া যায় না; কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদাদি-নিরূপিত স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন মীন-শৈবালাদিনিষ্ঠ-বৃত্তিতা কিছু স্বরূপ-সম্বন্ধে ধূমে থাকে না, মীন-শৈবালাদিতেই থাকে; সুতরাং, বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল; অতএব, স্বরূপ-সম্বন্ধের নাম করিয়া বলার সার্থকতা আছে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, "হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত" না বলিয়া যদি "হেত্বধিকরণ-নিরূপিত" মাত্র বলা যাইত, তাহা হইলে "দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থলেই অব্যাপ্তি-বারণ হইত না। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণ যে দ্রব্য, সেই দ্রব্য-নিরূপিত-আধেয়তা বলিতে শুদ্ধ সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তাকেও ধরিতে পারা যায়। সেই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-গুণাদি-নিরূপিত-বৃত্তিতা, তাহা হেতুতে থাকে, বৃত্তিতার অভাব থাকে না; যেহেতু, সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা এক, অর্থাৎ যেই দ্রব্য-নিরূপিত হয়, সেই আবার গুণাদি-নিরূপিতও হয়। সুতরাং; বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে লাভ করিতে না পারায় অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়। কিন্তু, যদি অধিকরণতা বলা যায়, তাহা হইলে বিশিষ্ট-সত্তাত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তা কিছু সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা হইবে না। সুতরাং, অব্যাপ্তিও থাকিবে না।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আধেয়তাটী অধিকরণ-নিরূপিত হয়, ইহাই সর্ব্বত্র টীকাকার মহাশয় বলিয়া আসিয়াছেন। পরন্তু, আধেয়তাটী যে অধিকরণতা-নিরূপিতও হয় —একথা তিনি এই স্থলটীতেই কেবল স্বীকার করিয়াছেন।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে উক্ত সংশোধিত নিবেশটীর উক্ত তিনটী আপত্তি-স্থলের শেষোক্ত আপত্তি-স্থলে অর্থাৎ "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলে প্রয়োগ করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিতেছেন।

উক্ত তৃতীয় আপত্তি-স্থলটীতে উক্ত উত্তরের প্রয়োগ-প্রদর্শন।

টীকামূলম্।

অস্তি চ "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদৌ সত্তাভাবাধিকরণতাশ্রয়-বৃত্তিত্বস্য হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়তা-নিরূপিত-বিশেষণতা বিশেষ-সম্বন্ধেন সামান্যাভাবো দ্রব্যত্বাদৌ,হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়তা-নিরূপিত-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সত্তাভাবাধিকরণতাশ্রয়-বৃত্তিত্বাভাবস্য ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবতয়া সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-গুণাভাবাদেঃ ইব কেবলান্বয়িত্বাৎ।

"দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" ইত্যাদৌ চ দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ-গুণাদি-বৃত্তিত্বস্য এব সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়তা-নিরূপিত-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন সত্তায়াং সত্ত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ।

"-তাশ্রয়-"="তাবদ্-"। প্রঃ সং। চৌঃ সং। বৃত্তিত্বাভাবস্য =বৃত্ত্যভাবস্য। প্রঃ সং। প্রতিযোগিতাকাভাবতয়া= অভাবতয়া। প্রঃ সং। সোঃ সং। চৌঃ সং। ইত্যাদৌ চ =ইত্যাদৌ। প্রঃ সং। বিশেষ-সম্বন্ধেন=বিশেষেণ। প্রঃ সং।=বিশেষণতা-সম্বন্ধেন। চৌঃ সং। জীঃ সং। সোঃ সং। বৃত্তিত্বস্য=বৃত্তেঃ। চৌঃ সং। দ্রব্যত্বাদৌ হেতুতাবচ্ছেদক=দ্রব্যত্বাদৌ, জীঃ সং। সোঃ সং। প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর তাহা হইলে "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সত্তাভাবাধিকরণতার আশ্রয় যে সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়, তন্নিরূপিত বৃত্তিতার, "হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে"সামান্যাভাবটী দ্রব্যত্বাদিরূপ হেতুতে থাকে। কারণ, হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে, সাধ্য-রূপ সত্তার অভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবটী, ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হয় বলিয়া, গুণের সংযোগ-সম্বন্ধে অভাবের ন্যায়, কেবলান্বয়ী হয়। (সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাবটী হেতু দ্রব্যত্বের উপরও থাকে। আর তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না।)

আর "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্য যে দ্রব্যত্ব, সেই দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ যে গুণাদি, সেই গুণাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাই, হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে হেতু-রূপ সত্তার উপর থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল না।

করণতাশ্রয়-বৃত্তিত্বাভাবস্য=করণত্বাশ্রয়-বৃত্তিত্বাভাবস্য। জীঃ সং। সোঃ সং।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়, পূর্ব্বে যে নিবেশটীর কথা বলিলেন, তাহারই প্রয়োগ-প্রদর্শন করিতেছেন। অর্থাৎ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার যদি "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি তিনটীর মধ্যে শেষোক্ত "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে যেরূপে ব্যাপ্তি-

লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারে,—এবং "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে যেরূপে প্রযুক্ত হয় না, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

আমরা এই বিষয়টী ইতিপূর্ব্বেই আমাদের ব্যাখ্যা মধ্যে প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং, এস্থলে টীকাকার মহাশয় সবিস্তরে আলোচনা করিলেও এবিষয়টী আর আমাদের সবিস্তরে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই; এজন্য, এস্থলে আমরা সংক্ষেপে দুই একটী কথায় তাহা স্মরণ করিয়া টীকাকার মহাশয়ের ভাষাটী বুঝিতে চেষ্টা করিব মাত্র।

প্রথম দেখ "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলে আপত্তিটী ছিল কি রূপ?

আপত্তিটী ছিল এই যে, যদি এস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরা যায়, তাহা হইলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর অব্যাপ্তি-দোষ হয়। কারণ, দেখ এখানে অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে——

"সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"।

অতএব এস্থলে——

সাধ্য=সত্তা। হেতু=দ্রব্যত্ব। হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=সমবায়।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়।

তন্নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা=সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা।

কিন্তু, এই বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় ইহার অভাবও অপ্রসিদ্ধ হইল, এবং তজ্জন্য এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইল না। ইহাই ছিল সেই আপত্তি।

এক্ষণে, ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, উক্ত "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটীকে যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে ধরিয়া উহার অভাবটীকে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিলে আর অব্যাপ্তি থাকিবে না। কারণ, উক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতার এতাদৃশ বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবটী ব্যধিকরণ-সম্বন্ধে অভাব বলিয়া কেবলান্বয়ী হয়, আর তজ্জন্য ইহা হেতু-দ্রব্যত্বের উপরও থাকে। দেখ এখানে—

সাধ্য=সত্তা, হেতু=দ্রব্যত্ব। হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ=সমবায়।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=সত্তাভাবাধিকরণ; ইহা টীকাকার মহাশয়ের ভাষায় "সত্তাভাবাধিকরণতাশ্রয়" পদে লক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সত্তাভাবাধিকরণ হইতেছে সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা, টীকাকার মহাশয়ের ভাষায় "সত্তাভাবাধিকরণতাশ্রয়-বৃত্তিত্ব" পদে লক্ষিত হইয়াছে। এই বৃত্তিতা, পূর্ব্বে আপত্তিকালে অপ্রসিদ্ধ ছিল; কারণ, তখন ইহাকে হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে গ্রহণ করিবার কথা ছিল।

এখন, কিন্তু, ইহা আর অপ্রসিদ্ধ হইল না; কারণ, এখন ইহাকে যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে গ্রহণ করিবার অধিকার পাওয়া গিয়াছে, এবং ইহা স্বরূপাদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে বলিয়া অপ্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং, ইহাকে এখন স্বরূপাদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে গ্রহণ করা যাউক।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = উক্ত সামান্য-বিশেষাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে—অভাব। ইহা, বস্তুতঃ সর্ব্বত্র থাকে; সুতরাং, দ্রব্যত্বাদির উপরও থাকে। ইহা টীকাকার মহাশয়ের "হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়তা-নিরূপিত-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন সামান্যাভাবো দ্রব্যত্বাদৌ" বাক্যে লক্ষিত হইয়াছে। এস্থলে "সামান্যাভাবঃ" পদটী পূর্ব্বোক্ত "অস্তি" ক্রিয়া-পদের কর্ত্তা। এখন, উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার উক্ত "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে"—অভাবটী কেন হেতু-দ্রব্যত্বাদির উপর থাকে, তাহাই টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তি-বাক্যে অর্থাৎ "হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়" হইতে "কেবলান্বয়িত্বাৎ" পর্য্যন্ত বাক্যে বলিতেছেন। দেখ এখানে—

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম = দ্রব্যত্বত্ব।

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত = দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন-দ্রব্যত্বাধিকরণতা-নিরূপিত। ইহা আধেয়তার বিশেষণ। কিন্তু, টীকাকার মহাশয় এই অংশটুকুর উল্লেখ এস্থলে করেন নাই; কারণ, এস্থলে ইহার উপযোগিতা নাই। এখন এই অধিকরণতা-নিরূপিত—

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ = সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ। (ইহাকেই টীকাকার মহাশয় "সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধ" পর্য্যন্ত অংশে লক্ষ্য করিয়াছেন।) এখন, এই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ এস্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার যে অভাব,—(ইহাই টীকাকার মহাশয় উক্ত "সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সত্তাভাবাধিকরণতা-শ্রয় বৃত্তিত্বাভাবস্ত" বাক্যে গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে "প্রতি-

যোগিক" পদার্থের সহিত "বৃত্তিত্বাভাব" পদের "অভাব" পদার্থের অন্বয় বুঝিতে হইবে।)—তাহা গুণের সংযোগ-সম্বন্ধে অভাবের ন্যায় ব্যধিকরণ-সম্বন্ধে অভাব বলিয়া কেবলান্বয়ী হয়। (ইহাই টীকাকার মহাশয় "ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাব-তুল্য়া কেবলান্বয়িত্বাৎ" বাক্যে লক্ষ্য করিয়াছেন ; তাহার পর এই অভাবটী কিরূপ ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব হয়, ইহাই বুঝাইবার জন্য "সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-গুণাভাবাদেঃ ইব" এই উপমা প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। ইহার অর্থ—"গুণ" সমবায়-সম্বন্ধেই গুণীর উপর থাকে, সুতরাং, সংযোগ-সম্বন্ধে তাহা কোথাও যেমন থাকে না, তদ্রূপ উক্ত সাধ্যা-ভাবাধিকরণ-নিরূপিত স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না ; ইত্যাদি।) অবশ্য, উক্ত অভাবটী কেবলান্বয়ী হওয়ায় সর্ব্বত্র থাকে, আর তজ্জন্য হেতু-দ্রব্যত্বেরও উপর থাকিল, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের আর অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

ফলতঃ, এইরূপে দেখা গেল, উক্ত "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলে পূর্ব্বোক্ত নিবেশ-বশতঃ ব্যাপ্তি-লক্ষণের আর অব্যাপ্তি ঘটিল না। একথা আমরা পূর্ব্বপ্রসঙ্গে ২৬২ পৃষ্ঠায় সবিস্তরে আলোচনা করিয়াছি ; সুতরাং, এস্থলে টীকাকার মহাশয়ের ভাষাটী বুঝিবার জন্য সংক্ষেপে তাহার পুনরুক্তি মাত্র করিলাম।

যাহা হউক, এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে, উক্ত "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে উক্ত নিবেশ-সমন্বিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কেন প্রযুক্ত হয় না। অবশ্য, ইতি পূর্ব্বে ২৫৬ পৃষ্ঠায় আমরা ইহা যে "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলে প্রযুক্ত হয় না, তাহা দেখাইয়াছি ; এক্ষণে টীকাকার মহাশয়ের গৃহীত দৃষ্টান্তে কেন প্রযুক্ত হয় না, তাহাই দেখাইব। সুতরাং, দেখা যাউক—

"দ্রব্যং সত্ত্বাৎ"

এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে উক্ত নিবেশ-সমন্বিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কেন প্রযুক্ত হয় না, আর তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষই বা কেন ঘটে না।

প্রথম দেখ, এস্থলটী যে অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, হেতু 'সত্তা' যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য 'দ্রব্যত্ব' সেই সকল স্থানে থাকে না। যেহেতু, সত্তা থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপর, কিন্তু দ্রব্যত্ব থাকে কেবল দ্রব্যত্বেরই উপর।

এখন, দেখ এস্থলে—

সাধ্য = দ্রব্যত্ব। হেতু = সত্তা। হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = সমবায়।

সাধ্যাভাব = দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = গুণাদি পদার্থ ছয়টী।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = গুণাদি-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা এখন যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে ধরিবার অধিকার থাকায়, ধরা যাউক, ইহা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা। ইহাকে টীকাকার মহাশয় "দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ-গুণাদি-বৃত্তিত্বস্যৈব" বাক্যে লক্ষ্য করিয়াছেন।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = উক্ত গুণাদি-পদার্থ-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। ইহা, কিন্তু, সত্তার উপর থাকে না; কারণ, সত্তার উপর উক্ত বৃত্তিতাই থাকে। কারণ, দেখ—

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম = সত্তাত্ব।

হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত = সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-সত্তার অধিকরণতা-নিরূপিত। ইহা আধেয়তার বিশেষণ। কিন্তু, এই অংশটীর এস্থলে প্রয়োজন না থাকায় টীকাকার মহাশয় ইহার উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, এই অধিকরণতা থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপর।

এই অধিকরণতা-নিরূপিত "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা" = এই অধিকরণতা-নিরূপিত-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা; ইহা থাকে সত্তারও উপর।

এই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ = ঐ সত্তা-নিষ্ঠ আধেয়তা যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া টীকাকার মহাশয় বলিয়াছেন—"সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়তা-নিরূপিত-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন।" এখন দেখ, এই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাই সত্তার উপর থাকে, বৃত্তিতার অভাব থাকে না। কারণ, গুণ-কর্ম্মাদি-নিরূপিত সত্তানিষ্ঠ সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাটী সত্তার উপর স্ব-প্রতিযোগিক স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে।

ওদিকে, এই সত্তাই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাই পাওয়া গেল, বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা না ধরিয়া যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে ধরিয়া, সেই বৃত্তিতার অভাব ধরিবার সময় হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরায় উক্ত সদ্ধেতুক-অনুমিতি "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলে যেমন ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় না, তদ্রূপ, উক্ত অসদ্ধেতুক-অনুমিতি "দ্রব্যং সত্বাৎ"-স্থলেও অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটে না, এবং ইহা এক্ষণে টীকাকার মহাশয় স্বয়ংই প্রদর্শন করিলেন।

এখন, কিন্তু, মনে হইতে পারে যে, এস্থলে টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত আপত্তির স্থল তিনটীর মধ্যে প্রথম দুইটী স্থলের দোষ-বারণ না করিয়া প্রথমেই শেষোক্ত আপত্তি টীর উত্তরে পূর্ব্বোক্ত নিবেশ-সম্বলিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর প্রয়োগ-প্রদর্শন করিলেন, এবং ব্যভিচারী স্থলে ইহার অপ্রয়োগ-প্রদর্শন-মানসে প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-"ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলটীকে গ্রহণ না করিয়া, অথবা পূর্ব্বোক্ত আপত্তির বিষয়ীভূত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলটীকে গ্রহণ না করিয়া "দ্রব্যং সত্বাৎ" এই স্থলটীকে গ্রহণ করিলেন কেন ?

ইহার উত্তর কিন্তু, অতি সহজ। প্রথমতঃ, প্রথম দুইটী আপত্তি-স্থলের কথা উত্থাপন না করিয়া শেষোক্ত স্থলটীর কথা উত্থাপন করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম দুইটী স্থল-সম্বন্ধে অপরাপর অনেক কথা আছে ; কিন্তু, শেষোক্ত "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলে সেরূপ কিছু নাই। এজন্য, প্রথমে সহজ ও অবিসম্বাদিত স্থলটীতে প্রয়োগ দেখাইয়া একে একে অপর দুইটী স্থল সংক্রান্ত কথা গুলি বলিলে সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই আশায় টীকাকার মহাশয় এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। (উক্ত প্রথম স্থল দুইটীর কথা তিনি পরবর্ত্তি-বাক্যে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন—ইহা আমরা এখনই দেখিতে পাইব।) তাহার পর, "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলকে ত্যাগ করিয়া এস্থলে "দ্রব্যং সত্বাৎ"-স্থলটী গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে, "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলটী যেমন সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্যক অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত, তদ্রূপ, এই স্থলটীও সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যক অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলের একটী প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত, এবং এস্থলে সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যক অনুমিতিরই প্রসঙ্গ চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ঠিক পূর্ব্বে যে সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে লক্ষণের প্রয়োগ-প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" হওয়ায় ঠিক তাহার বিপরীতই যখন ব্যভিচারী স্থলের দৃষ্টান্ত হইবে, তখন ইহাই সন্নিকটবর্ত্তী দৃষ্টান্তস্থল হইতেছে। অতএব, ইহাকে ত্যাগ করিয়া "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলের কথা উত্থাপন করা অস্বাভাবিক। অবশ্য, পূর্ব্বে যদি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলের কথা থাকিত, তাহা হইলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলটী গ্রহণ করা যুক্তি-সঙ্গত হইত। অতএব, বুঝিতে হইবে সহজ পথে চলিতে হইলে যেরূপ ঘটে, এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে, তদ্ভিন্ন আর কিছু নহে।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে প্রথমে দ্বিতীয় ও তৎপরে প্রথম আপত্তি স্থল অর্থাৎ "দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ" এবং "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলের কথা উত্থাপন করিতেছেন ; সুতরাং, আমরাও উহার প্রতি এক্ষণে মনোযোগী হই।

পূর্ব্বোক্ত আপত্তি তিনটীর মধ্যে প্রথম দুইটী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য, এবং উক্ত নিবেশের ত্রুটী-সংশোধন।

টীকামূলম্।

"দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ" ইত্যাদৌ অব্যাপ্তি-বারণায় প্রতিযোগিকান্তম্ আধেয়তা-বিশেষণম্। বস্তুতস্তু,এতল্লক্ষণ-কর্ত্তৃ-নয়ে বিশিষ্ট-সত্ত্বং বিশিষ্ট-নিরূপিতা-ধারতা-সম্বন্ধেন এব দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্যং, ন তু সমবায়-সম্বন্ধেন। তথাচ প্রতিযোগি-কান্তম্ আধেয়তা-বিশেষণম্ অনুপাদেয়ম্ এব। তদুপাদানে হেতুতাবচ্ছেদক-ভেদেন কার্য্য-কারণ-ভাব-ভেদাপত্তেঃ।

"হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন সম্বন্ধিত্বে সতি" ইতি অনেন অপি বিশেষণীয়ত্বাৎ "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" ইত্যাদৌ ন অতিব্যাপ্তিঃ।

"দ্রব্যং গুণ—" ="দ্রব্যং বিশিষ্ট—"। সোঃ সং। চৌঃ সং। জীঃ সং। প্রঃ সং। অব্যাপ্তি-বারণায়= অব্যাপ্তের্বারণায়। চৌঃ সং। নয়ে=মতে। জীঃ সং। বিশিষ্ট-নিরূপিত=বিশিষ্ট-সত্তা-নিরূপিত। প্রঃ সং। আধারতা=অধিকরণতা। প্রঃ সং। বিশেষণীয়ত্বাৎ= বিশেষণাৎ। জীঃ সং। সোঃ সং। ইদং বহ্নিমদ্=বহ্নি-মান্। জীঃ সং। সোঃ সং। প্রঃ সং। চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

"দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি-বারণার্থ "প্রতিযোগিক" পর্য্যন্ত অংশটী,অর্থাৎ "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধি-করণতা-প্রতিযোগিক" এই অংশটী "আধে-য়তা"র বিশেষণ। কিন্তু, বস্তুতঃ, এই লক্ষণ-কর্ত্তার মতে "বিশিষ্ট-সত্তা"হেতুটী বিশিষ্ট-নিরূ-পিত-আধারতা-সম্বন্ধেই দ্রব্যত্ব-রূপ সাধ্যের ব্যাপ্য, সমবায়সম্বন্ধে নহে; আর তাহার ফলে, উক্ত "প্রতিযোগিক" পর্য্যন্ত অংশটীকে আধেয়তার বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিবার আবশ্যকতাই নাই। যেহেতু, উহা গ্রহণ করিলে হেতুতাবচ্ছেদকধর্ম্ম-ভেদে কার্য্য-কারণ-ভাবের ভেদ ঘটিয়া উঠিবে।

আর, এখন ব্যাপ্তি-লক্ষণটীকে "হেতু-তাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্বে সতি" অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সম্বন্ধিতা" এইরূপ একটী বিশেষণে বিশেষিত করিলে উক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" ইত্যাদি স্থলে আর অতি-ব্যাপ্তিও থাকিবে না।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত আপত্তি তিনটীর মধ্যে প্রথম দুইটী স্থলে উক্ত নিবেশ-সম্বলিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর প্রয়োগ-সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া তৎ-সংক্রান্ত নানা প্রকার জ্ঞাতব্য-বিষয়ের কথা বলিতেছেন, এবং পরিশেষে উক্ত নিবেশের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র ব্যাপ্তি-লক্ষণটীরই উপর একটী লঘু নিবেশের ব্যবস্থা করিতেছেন।

যাহা হউক, সংক্ষেপে উক্ত জ্ঞাতব্য-বিষয়গুলি এই ;—

(প্রথম)—সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার যে "হেতু-তাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতি-

যোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে" অভাব ধরিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত" অংশটী "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"—স্থলের অব্যাপ্তি; এবং "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলের অতিব্যাপ্তি-নিবারণার্থ প্রয়োজন।

(দ্বিতীয়)—কিন্তু, "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থলে "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব" এই ব্যাপ্তি-লক্ষণ-কর্ত্তার মতে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটীকে সমবায়-সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে বিশিষ্ট-নিরূপিত-আধারতা-সম্বন্ধ না বলিলে এই স্থলটী ব্যভিচারী স্থল হয়, আর তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণ না যাইলে কোন দোষ হয় না; অতএব, যদি এই স্থলটীকে সদ্ধেতুক-স্থল-মধ্যে গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধকে সমবায়-রূপে না ধরিয়া বিশিষ্ট-নিরূপিত-আধারতা-সম্বন্ধ-রূপে ধরিতে হইবে; কিন্তু, এই স্থলের জন্য আর হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। যেহেতু, এই স্থলে অব্যাপ্তিই হয় না।

(তৃতীয়)—আর বিশিষ্ট-নিরূপিত-আধারতা-সম্বন্ধ এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ বলিলে উক্ত নিবেশটীর অন্তর্গত "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত" অংশটীর এস্থলে কোন প্রয়োজন হয় না। আর তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের লাঘবও সাধিত হয়। পক্ষান্তরে, উহা গ্রহণ করিলে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-ভেদে কার্য্য-কারণ-ভাবেরও নানা ভেদ হয়।

(চতুর্থ)—যদি বলা হয়, উক্ত অংশটী পরিত্যাগ করিলে "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থলে কোন বাধা না হইলেও "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলের গতি কি হইবে? যেহেতু, এস্থলে অতিব্যাপ্তি-নিবারণার্থ উহা প্রয়োজন? এতদুত্তরে বলা হয় যে, উহার পরিবর্ত্তে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিতা থাকিলে" এইরূপ একটী নিবেশ করিলেই সে দোষ নিবারিত হইবে। আর, যদি বল, তাহা হইলে তোমার মতে ত' অপর একটী নিবেশের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল; অতএব, লাঘব আর কোথায়? তাহা হইলে, তাহার উত্তর এই যে, লক্ষণের লাঘব না হইলেও এতদ্দ্বারা অনুমিতি ও ব্যাপ্তি-জ্ঞানের কার্য্য-কারণ-ভাবে অতিশয় লাঘব হইল। যেহেতু, ব্যাপ্তি-লক্ষণে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের আর কোথাও উল্লেখ নাই, এখন, কিন্তু তাহা উল্লেখ করিতে হইল। বস্তুতঃ, ইহা অতিশয় গৌরব, এবং সেই জন্য ইহা পরিত্যাজ্য। সুতরাং, এতদুপলক্ষে সমগ্র ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইল এই যে, "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব" এবং "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যৎকিঞ্চিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে সামান্যাভাব"—এই উভয়ই ব্যাপ্তি।

যাহা হউক, এইবার আমাদিগকে উপরি উক্ত প্রধান চারিটী জ্ঞাতব্য-বিষয়ের অন্তর্গত কতিপয় বিষয়ের হেতুগুলি প্রদান করিতে হইবে; কারণ, তথায় বাহুল্যভয়ে সব কথার হেতু প্রদর্শন করিতে পারা যায় নাই; অথচ, এই হেতু গুলি না জানিতে পারিলে বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে না। সুতরাং, আমাদিগকে দেখিতে হইবে—

প্রথম—"হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত" অংশটী, কেন "ইদং

বহ্নিমদ্ গগনাৎ" এবং "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থলের দোষ-নিবারণার্থ প্রয়োজন ?

দ্বিতীয়—"দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"-স্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী "সমবায়" হইলে কেন স্থলটী ব্যভিচারী হয় ?

তৃতীয়—উক্ত স্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী "বিশিষ্ট-নিরূপিত-আধারতা-সম্বন্ধ" হইলে কেন স্থলটী ব্যভিচারী হয় না ?

চতুর্থ—এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী "বিশিষ্ট-নিরূপিত-আধারতা-সম্বন্ধ" হইলে কেন "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত" অংশটী নিষ্প্রয়োজন হয় ?

পঞ্চম—ঐ অংশটী গ্রহণ করিলে "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মভেদে কার্য্য-কারণ-ভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়" ইহার অর্থ কি, এবং ইহাতে দোষই বা কি ?

ষষ্ঠ—"হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিতা থাকিলে" এই নিবেশের বলে "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত" অংশটী বাদ দিলে কেন "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ আর ঘটে না। ইত্যাদি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমরা ইতিপূর্ব্বে ২৫৯।২৬২ পৃষ্ঠায় বলিয়া আসিয়াছি ; সুতরাং, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, হেতু যেখানে যেখানে থাকে, সেই সেই স্থানে এক্ষেত্রে সাধ্য থাকিল না। কারণ, "বিশিষ্ট, কেবল হইতে অনতিরিক্ত" এইরূপ একটী নিয়মই আছে ; এজন্য, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী শুদ্ধসত্তা হইতে অনতিরিক্ত, এবং তজ্জন্য গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তারূপ-হেতুটী গুণকর্ম্মেরও উপর থাকিতে পারে। এখন, ঐ গুণকর্ম্মে সাধ্য-দ্রব্যত্ব না থাকায় স্থলটী ব্যভিচারীই হইল।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী বিশিষ্ট-নিরূপিত-আধারতা-সম্বন্ধ হইলে, এই সম্বন্ধে 'হেতু' কেবল দ্রব্যেই থাকে, গুণ-কর্ম্মে আর থাকে না ; সুতরাং, ব্যভিচার-দোষটীও আর থাকিল না। বিশিষ্ট-নিরূপিত-আধারতা-সম্বন্ধের অর্থ—বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব এতদ্-ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এই সম্বন্ধে 'হেতু' কেবল মাত্র দ্রব্যেই থাকায় এস্থলে উক্ত হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতাটীর কার্য্য করিবার আর অবসর থাকিল না। কারণ, ইহার ফলেও সেই একই কার্য্য সাধিত হইতেছিল।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে প্রথম দেখ, "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-ভেদে কার্য্য-কারণ-ভাব বিভিন্ন হয়" ইহার অর্থ, কি ? ইহার অর্থ—যে ধর্ম্মরূপে হেতু করা হয়, সেই ধর্ম্মটীও যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণের ঘটক হয়, তাহা হইলে একই ধূম-হেতুক বহ্নি-সাধক অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-জ্ঞানরূপ অনুমিতির

কারণটী হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মভেদে অসংখ্য হইতে পারে। দেখ, "বহ্নিমান ধূমাৎ" এখানে ধূমত্ব-রূপে ধূমটী হয় হেতু। এখানে,ব্যাপ্তি-জ্ঞান করিতে হইলে ধূমত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতার প্রয়োজন হইবে; ঐরূপ"বহ্নিমান্ অন্ধী-জনকাৎ"-স্থলেও ধূম-হেতুক বহ্নিরই অনুমিতি হইতেছে; অথচ, এস্থলে ব্যাপ্তি-জ্ঞান করিতে হইলে পূর্ব্বের ব্যাপ্তি-জ্ঞানের দ্বারা আর কার্য্য চলিবে না; কারণ, এখানে ব্যাপ্তি-জ্ঞানের জন্য অন্ধী-জনকত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতার প্রয়োজন হইবে। যেহেতু,এখানে অন্ধী-জনকত্বরূপেই ধূমকে হেতু করা হইয়াছে। ঐরূপ "বহ্নিমান্ বহ্নিজন্যাৎ" "বহ্নিমান্ প্রমেয়াৎ" ইত্যাদি যাবৎ স্থলেই ধূম-হেতুক অনুমিতিই হইতেছে। অথচ, ব্যাপ্তিটী বিভিন্ন হইতেছে। কিন্তু, কারণ-ভেদে কার্য্য বিভিন্ন হয় বলিয়া, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-জ্ঞানরূপ কারণটী ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় কার্য্যরূপ অনুমিতিও ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। এই জন্যই টীকাকার মহাশয় "কার্য্য-কারণ-ভাব-ভেদাৎ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব, দেখা গেল, ইহাতে গৌরব-দোষই ঘটিতেছে। বস্তুতঃ, অনুমিতি ও ব্যাপ্তি-জ্ঞানের কার্য্য-কারণ-ভাব-নিরূপণার্থই ব্যাপ্তি-নিরূপণ করা হইয়া থাকে, এখন যদি সেই কার্য্য-কারণ-ভাবেরই গৌরব ঘটিল, তাহা হইলে লক্ষণের লাঘব-গৌরবে আর ফল কি হইবে ?

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর এই যে, "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে-সম্বন্ধিত্ব" এবং "সাধ্যাভাববদ-বৃত্তিত্ব" উভয়ই ব্যাপ্তি হওয়ায় তাহার এক অংশ অর্থাৎ কেবল সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বটী প্রযুক্ত হইলে আর সমগ্র ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইল বলা যায় না। কারণ, উক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ যে সমবায়, সেই সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধী গগন-হেতু হয় না; সুতরাং, হেতুতে উক্ত সম্বন্ধিত্ব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষও হইল না। "সম্বন্ধী" শব্দের অর্থ বৃত্তিত্ব, অর্থাৎ প্রতিযোগিত্ব।

যাহা হউক, এই ছয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে উপরি উক্ত মূল বিষয়টী নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যাইবে—আশা করা যায়; যেহেতু, উহার মধ্যে এতগুলি বিষয় অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, কেবল সহজে সমগ্র বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম হইবে উদ্দেশ্যে এসব কথা তথায় আলোচনা করা হয় নাই।

অতএব, দেখা গেল, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাকে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে ধরিয়া সামান্যভাবে স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অভাব ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ", "দ্রব্যং গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট সত্ত্বাৎ" এবং "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদি তিনটী স্থলে যে সকল দোষ হয়, তাহা এক্ষণে আর হইল না।

এইবার আমাদিগকে এতৎ-সংক্রান্ত কয়েকটী অবান্তর কথা আলোচনা করিতে হইবে; অর্থাৎ, প্রথম, এই নিবেশ-সমন্বিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রসিদ্ধ সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্যক সদ্ধেতুক-অনুমিতি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয়, এবং প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক-অনুমিতি "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয় না; তৎপরে—

দ্বিতীয়, এই নিবেশ-সমন্বিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রসিদ্ধ সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যক সদ্ধেতুক-

অনুমিতি "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয়, এবং অসদ্ধেতুক-অনুমিতি "দ্রব্যং সত্তাৎ"-স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয় না।

তন্মধ্যে প্রথম দেখ, সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্যক—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হয়। দেখ এখানে—

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = সংযোগ।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিতা = সংযোগ-সম্বন্ধে বৃত্তিমত্ত্ব। ইহা এস্থলে হেতু-ধূমে আছে। কারণ, ধূমটী সংযোগ-সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ পদার্থ। সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রথমাংশটী ঐ সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে যাইল। এইবার দেখ, অবশিষ্ট অংশটী এস্থলে কি রূপে যায়? দেখ এখানে—

সাধ্য = বহ্নি। হেতু = ধূম।

সাধ্যাভাব = বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = জলহ্রদাদি।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = জলহ্রদাদি-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = জলহ্রদাদি-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (যথা— সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। ইহা থাকে ধূমে, এবং থাকে না, মীন-শৈবালাদিতে। কারণ,ধূম তথায় থাকে না, এবং মীন-শৈবালাদি তথায় থাকে।

ওদিকে, ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল— লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এখানে হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব লাভ করিবার জন্য ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অভাবের আবশ্যকতা হইল না। পূর্ব্বে ইহার আবশ্যকতা ছিল; কারণ, পূর্ব্বে "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত" এই অংশটী লক্ষণ-মধ্যে বর্ত্তমান ছিল।

ঐরূপ দেখ, সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্যক—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ"

এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণ প্রযুক্ত হয় না। দেখ এখানে—

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = সংযোগ।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিতা = সংযোগ-সম্বন্ধে বৃত্তিমত্ত্ব। ইহাও এস্থলে হেতু-বহ্নিতে আছে। কারণ, বহ্নিটী সংযোগ-সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ পদার্থ। সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রথম অংশটী অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে যাইল। কিন্তু, অব-

শিষ্ট অংশটী যাইবে না বলিয়া এস্থলে অতিব্যাপ্তি হইবে না। এখন দেখ, অবশিষ্ট অংশটী কেন যায় না। দেখ এখানে—

সাধ্য = ধূম। হেতু = বহ্নি।

সাধ্যাভাব = ধূমাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = জলহ্রদ এবং অয়োগোলক প্রভৃতি।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = অয়োগোলক-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = অয়োগোলক-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (যথা— সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। ইহা থাকে তাহার উপর, যাহা অয়োগোলকে থাকে না, এবং থাকে না তাহার উপর যাহা, অয়োগোলকে থাকে। বহ্নি, অয়োগোলকে থাকে ; সুতরাং, এই অভাব বহ্নির উপর থাকে না।

ওদিকে, বহ্নিই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

এইবার দেখা যাউক, সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যক—

"সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"

এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়া উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হয়। দেখ এখানে—

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = সমবায়।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব = সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তিমত্ত্ব। ইহা এস্থলে হেতু-দ্রব্যত্বে আছে। কারণ, সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব-হেতুটী একটী বৃত্তিমৎ পদার্থ। সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই প্রথম অংশটী এস্থলে যাইল। এখন দেখা যাউক, অবশিষ্ট অংশটী কি রূপে যায় ? দেখ এখানে—

সাধ্য = সত্তা। হেতু = দ্রব্যত্ব।

সাধ্যাভাব = সত্তাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = সত্তাভাবাধিকরণ অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব পদার্থ।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা। ইহা থাকে সামান্যত্বাদির উপর।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। এই অভাব এখন ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব হইল। কারণ, সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত-বৃত্তিতা হয় স্বরূপ-

সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা, এবং হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাটী হয় সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা। এখন, বৃত্তিতা মাত্রই স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে বলিয়া ঐ স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার যদি সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরা হয়, তাহা হইলেও এই স্বরূপ-সম্বন্ধটী ব্যধিকরণ-সম্বন্ধ হইবে, আর তজ্জন্য এই সম্বন্ধে অভাব সর্ব্বত্রস্থায়ী হইবে, অর্থাৎ তাহা হইলে তাহা হেতু-দ্রব্যত্বেরও উপর থাকিবে।

ওদিকে, এই দ্রব্যত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

ঐরূপ দেখ, সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যক—

"দ্রব্যং সত্ত্বাৎ"

এই প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়া উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যায় না। দেখ এখানে—

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = সমবায়।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব = সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তিমত্ত্ব। ইহা এস্থলে হেতু-সত্তাতেও আছে। কারণ, সমবায়-সম্বন্ধে সত্তাটী বৃত্তিমৎ পদার্থ। সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই প্রথমাংশটী এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে যাইল। কিন্তু, অবশিষ্ট অংশটী যাইবে না বলিয়া এস্থলে অতিব্যাপ্তি হইবে না। এখন দেখ, অবশিষ্ট অংশটী যায় না কেন? দেখ এখানে—

সাধ্য = দ্রব্যত্ব। হেতু = সত্তা।

সাধ্যাভাব = দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ অর্থাৎ গুণাদি পদার্থ ছয়টী।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = গুণাদি পদার্থ ছয়টী নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = গুণাদি পদার্থ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। ইহা আর এখন ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হইল না; কারণ, উক্ত উভয় বৃত্তিতাই সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা; সুতরাং, উহারা অভিন্ন হয়, এবং তজ্জন্য, এই বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-সম্বন্ধও অভিন্ন হয়। অতএব, এই বৃত্তিত্বাভাব সত্তাতে থাকিল না।

ওদিকে, এই সত্তাই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল, উক্ত নিবেশ-সমন্বিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটীতে কোন দোষ ঘটে নাই।

এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে এই নিবেশের উপর একটী আপত্তি-উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত নিবেশে আপত্তি ও তাহার সমাধান।

টীকামূলম্।

ননু তথাপি "উভয়ত্বম্ উভয়ত্র এব পর্য্যাপ্তং ন তু একত্র" ইতি সিদ্ধান্তাদরে "ঘটত্ববান্ ঘটত্ব-তদভাববদ্-উভয়ত্বাৎ" ইত্যাদৌ পর্য্যাপ্ত্যাখ্য-সম্বন্ধেন হেতুত্বে অতিব্যাপ্তিঃ; ঘটত্বাভাববতি হেতুতাবচ্ছেদক-পর্য্যাপ্ত্যাখ্য-সম্বন্ধেন হেতোঃ অবৃত্তেঃ, "ঘটো ন ঘট-পটোভয়ম্" ইতিবৎ ঘটত্বাভাববান্ ন ঘটত্ব-তদভাববদ্-উভয়ম্ ইতি অপি প্রতীতেঃ—ইতি চেৎ ?

ন; তাদৃশ-সিদ্ধান্তাদরে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন সাধ্য-সমানাধিকরণত্বে সতি" ইত্যনেন এব বিশেষণীয়ত্বাৎ ইতি।

অতএব "নিবিশতাং বা বৃত্তিমত্ত্বং সাধ্য-সমানাধিকরণত্বং বা" ইতি কেবলান্বয়ি-গ্রন্থে দীধিতিকৃতঃ।*

বঙ্গানুবাদ।

"আচ্ছা, তাহা হইলেও "উভয়ত্ব উভয়েতেই পর্য্যাপ্ত, একেতে নহে" এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে "ঘটত্ববান্ ঘটত্ব তদভাববদ্ উভয়ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে 'পর্য্যাপ্তি' নামক সম্বন্ধে 'হেতু' ধরিলে অতিব্যাপ্তি হয়; কারণ, ঘটত্বাভাবের অধিকরণ পটাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক-পর্য্যাপ্তি-নামক-সম্বন্ধে হেতুটী বৃত্তি হয় না। যেহেতু, ঘট, যেমন ঘট ও পট এতদুভয় হয় না, তদ্রূপ, যাহা ঘটত্বাভাববিশিষ্ট তাহা, ঘটত্ব এবং ঘটত্বাভাব—এতদুভয়-বিশিষ্ট হয় না, এরূপও প্রতীতি হইয়া থাকে"—ইত্যাদি যদি বল।—

তাহা হইলে বলিব, না, তাহা নহে। কারণ, ওরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব" এইরূপ একটী বিশেষণের দ্বারাই হেতুকে বিশেষিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ, এই জন্যই দীধিতিকারের কেবলান্বয়ি গ্রন্থে "বৃত্তিমত্ত্ব অথবা সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব নিবেশকর" এইরূপ উক্তি দেখা যায়।

ঘটত্বতদভাববদ্ উভয়ত্বাৎ=ঘটপটোভয়ত্বাৎ। প্রঃ সং। ঘটো ন…প্রতীতেঃ=ঘটো ঘটপটোভয়মিতিবৎ ঘটো ঘটত্ব-তদভাববদ্ উভয়ম্ ইতি অপ্রতীতেঃ। সোঃ সং। *তদ্ বিশেষণাৎ বহ্নিমদ্ গগনাৎ ইত্যাদৌ ন অতিব্যাপ্তিঃ। ইতি অধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে। জীঃ সং। হেতুত্বে=উভয়ত্ব-হেতুকে। প্রঃ সং। চৌঃ সং। ঘটত্বাভাববান্ ন…প্রতীতেঃ। ঘটে ন ঘটপটোভয়ত্বম্ ইতি প্রতীতেঃ। প্রঃ সং। সিদ্ধান্তাদরে…উভয়ত্বাৎ=সিদ্ধান্তাৎ এক ঘটত্ববান্ ঘটপটোভয়ত্বাৎ"। চৌঃ সং। পর্য্যাপ্ত্যাখ্য=পর্য্যাপ্ত্যাত্মক। হেতুতাবচ্ছেদক-পর্য্যাপ্ত্যাখ্য=হেতুতাবচ্ছেদক-। ঘটত্বাভাববান্…প্রতীতেঃ=পটো ন ঘটপটোভয়ম্ ইতি প্রতীতেঃ। তাদৃশ-সম্বন্ধেন=তাদৃশসিদ্ধান্তাৎ একহেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন। বিশেষণীয়ত্বাৎ ইতি=বিশেষণীয়ত্বাৎ। অতএব=অতএব উক্তম্। দীধিতিকৃতঃ=দীধিতিকৃতা। চৌঃ সং। =দীধিতিকৃতা উক্তম্। প্রঃ সং।

ব্যাখ্যা—এইবার পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার উপর একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়া টীকাকার মহাশয় তাহার মীমাংসা করিতেছেন। অর্থাৎ, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিতা" এবং "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব এই উভয়কে ব্যাপ্তি বলিতে হইবে" ইত্যাদি,

তাহার উপর একটী আপত্তি-উত্থাপন করিয়া বর্ত্তমান-প্রসঙ্গে তাহার সমাধান করা হইতেছে। এখন, দেখা যাউক, সে আপত্তিটী কি? এবং তাহার উত্তরই বা কি?

প্রথম দেখ, সে আপত্তিটী এই ;—

যদি বলা হয় যে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব" এবং "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি," তাহা হইলে "যাঁহাদের মতে উভয়ত্বটী উভয়েতেই পর্য্যাপ্ত, অর্থাৎ উভয়ত্বটী ঠিক ঠিক ভাবে উভয়েরই উপর থাকে—একেতে থাকে না, তাঁহাদের মতে পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে হেতু ধরিয়া যদি—

"অয়ং ঘটত্ববান্ ঘটত্ব-তদভাববদুভয়ত্বাৎ"

অর্থাৎ, ইহা ঘটত্ব-বিশিষ্ট, যেহেতু ঘটত্ব-বিশিষ্ট এবং ঘটত্বাভাব-বিশিষ্ট এতদুভয়ত্ব রহিযাছে, এইরূপ একটী অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়। কারণ, ঘটত্বাভাবের অধিকরণ যে পটাদি, তাহাতে হেতুতাবচ্ছেদক যে পর্য্যাপ্তি নামক সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে উক্ত "ঘটত্ব-বিশিষ্ট এবং ঘটত্বাভাব-বিশিষ্ট এতদুভয়ত্ব"-রূপ হেতুটী থাকে না, অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত ঐরূপ বৃত্তিত্বাভাবই থাকে। যেহেতু, এরূপ অনুভবও হয় যে, ঘট, যেমন ঘট ও পট উভয় হয় না, তদ্রূপ যাহা ঘটত্বাভাব-বিশিষ্ট, যথা—পটাদি, তাহা ঘটত্ব এবং ঘটত্বাভাব এতদুভয়-বিশিষ্ট হয় না, ইত্যাদি। ইহাই হইল আপত্তি।

এক্ষণে, এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে। কারণ, যাঁহাদের মতে "উভয়ত্ব উভয়েতেই পর্য্যাপ্ত, একেতে নহে" তাঁহাদের মত স্বীকার করিলেও নিবেশ-সাহায্যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটীকে নির্দ্দোষ করা যায়। যেহেতু, তখন পূর্ব্বোক্ত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব"রূপ নিবেশটীর পরিবর্ত্তে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য"রূপ একটী স্বতন্ত্র নিবেশ করিলেই আর এস্থলে দোষ থাকে না।

আর বাস্তবিক এ ক্ষেত্রে যে, এইরূপ নিবেশ কর্ত্তব্য, তাহা লক্ষ্য করিয়াই নৈয়ায়িক-কুলগুরু রঘুনাথ শিরোমণি কেবলান্বয়ী গ্রন্থের নিজ "দীধিতি" নামক টীকামধ্যে "নিবিশতাং বা বৃত্তিমত্ত্বং সাধ্য-সমানাধিকরণত্বং বা" অর্থাৎ "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বৃত্তিমত্ত্ব অথবা সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব নিবেশ কর" এইরূপ বলিয়াছেন—দেখা যায়। সুতরাং, এখন লক্ষণটী হইল, "হেতুতে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য" এবং "পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব—এতদুভয়ই ব্যাপ্তি"। ইহাই হইল উক্ত আপত্তির উত্তর।

এইবার এই কথাটী আমরা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব, এবং তজ্জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি একে একে আলোচনা করিব। কারণ, এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি স্বতঃই মনে উদয় হয়। যাহা হউক, সে বিষয়গুলি এই ;—

প্রথম—"উভয়ত্ব উভয়েতেই পর্য্যাপ্ত, একেতে নহে" এ বিষয়ে মতভেদ কিরূপ ?

দ্বিতীয়—"পর্য্যাপ্তি"-সম্বন্ধের অর্থ কি ?

তৃতীয়—"ঘটত্ববান্ ঘটত্ব-তদভাববদুভয়ত্বাৎ" এই স্থলটী অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল কেন ?

চতুর্থ—এস্থলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কি করিয়া প্রযুক্ত হয় ?

পঞ্চম—"হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব" এবং "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব"—এতদুভয় হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি" বলিলে এস্থলে উক্ত অতিব্যাপ্তি-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয় ?

ষষ্ঠ—এ সম্বন্ধে মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি কি বলিয়াছেন ?

সপ্তম—এ সম্বন্ধে অবান্তর জ্ঞাতব্য-বিষয় কিছু আছে কি না ? ইত্যাদি।

যাহা হউক, একে একে এইবার আমরা এই বিষয়গুলি আলোচনা করিব ;—

প্রথম—"উভয়ত্ব উভয়েতেই পর্য্যাপ্ত একেতে নহে" এই মতটী-সম্বন্ধে এক্ষণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা কেবল দুইয়ের উপর ঠিক ঠিক ভাবে থাকে, তাহা একের উপর ঠিক ঐভাবে থাকে না। কিন্তু, ইহা সকল নৈয়ায়িক স্বীকার করেন না; এজন্য টীকাকার মহাশয় এই মতটী লইয়াও নিবেশ-সাহায্যে লক্ষণটীর নির্দ্দোষতা-সাধন করিতেছেন। যাঁহারা এ মতটী মানেন না, তাঁহারা বলেন—এই মতটী ঠিক নহে ; কারণ, যাহা একের উপর থাকে না, তাহা উভয়ের উপর থাকে কি করিয়া ? দুইটী "এক" লইয়াই ত "উভয়" হয় ; সুতরাং, যাহা উভয়নিষ্ঠ, তাহা নিশ্চয়ই একেরও উপর থাকে। কিন্তু, প্রতিপক্ষ বলেন যে, উভয়ত্ব একের উপর একেবারে যে থাকে না, তাহা নহে ; তবে তাহা উভয়েতেই পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ ঠিক ঠিক ভাবে (পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে) থাকে, অর্থাৎ তাহা উভয়ের উপর যে ভাবে যে সম্বন্ধে থাকে, একের উপর সেভাবে সেই সম্বন্ধে থাকে না, ইত্যাদি। ফলতঃ, এ বিষয়টীতে সকলে এক-মত না হইলেও টীকাকার মহাশয় এবং মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি প্রমুখ মহাত্মগণ যে ইহার প্রতি শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা নিশ্চিত।

দ্বিতীয়—এইবার দেখা যাউক, পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধের অর্থ কি ?

ইহার অর্থ সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্তি। পরি+আপ্+ক্তি। এই সম্বন্ধে সংখ্যাগুলি সংখ্যেয়ের উপর থাকে। যেমন, দ্বিত্ব সংখ্যা দুইয়ের উপর পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে থাকে। অবশ্য, অপরাপর ধর্ম্মও ঐরূপ ধর্ম্মীর উপর পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে থাকে বলা হয় ; কিন্তু, তখন তাহারা "একত্ব" আদি অবচ্ছেদে থাকে বুঝিতে হয়। এস্থলে, সুতরাং, উভয়ত্বটী উভয়ের উপর দ্বিত্বাবচ্ছেদে থাকে।

তৃতীয়—এইবার দেখা যাউক, উক্ত "ঘটত্ববান্ ঘটত্ব-তদভাববদ্-উভয়ত্বাৎ"-স্থলটী অসদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থল কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, ইহা অসদ্ধেতুক-অনুমিতির-স্থল ; কারণ, ইহা একটী ব্যভিচারী

স্থল, অর্থাৎ ইহার হেতুটী যেখানে থাকে, ইহার সাধ্যটী সেখানে থাকে না। দেখ, ইহার হেতুটী হইতেছে "ঘটত্ব-তদভাববদ্ উভয়ত্ব"। অর্থাৎ, যাহাতে ঘটত্ব আছে, এবং যাহাতে ঘটত্বাভাব আছে, তাহাদের উপর যে উভয়ত্ব আছে, সেই উভয়ত্বই এস্থলে হেতু। এখন দেখ, এই প্রকার উভয়ত্ব যেখানে থাকে, সেখানে কিছু ঘটত্ব থাকে না। কারণ, দুই এর উপরে যে থাকে, তাহার অধিকরণে এক-মাত্র-বৃত্তি-ধর্ম্মটী থাকে না। যেমন,ঘট, কখন ঘট ও পট এতদুভয় হয় না, ইত্যাদি। সুতরাং, উক্ত প্রকার উভয়ত্ব যেখানে থাকে, সেখানে ঘটত্ব না থাকায়, "হেতু" যেখানে, "সাধ্য" সেখানে থাকিল না, অর্থাৎ এই স্থলটী ব্যভিচারীই হইল, আর তজ্জন্য ইহা অসদ্ধেতুক-অনুমিতিরই স্থল হইল।

৪। যাহা হউক, এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে—এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলটীতে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী পূর্ব্বোক্ত নিবেশ-সত্ত্বেও কি করিয়া যাইতেছে।

দেখ, পূর্ব্বে যে নিবেশ করা হইয়াছে, তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইয়াছে, "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব" এবং "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতার অভাব" এতদুভয়ে হেতুর থাকাই ব্যাপ্তি।

এখন দেখ, অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে ;—

"অয়ং ঘটত্ববান্, ঘটত্ব-তদভাববদ্-উভয়ত্বাৎ"।

এখানে 'হেতু' ধরা হইয়াছে পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে। এখন তাহা হইলে—

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = পর্য্যাপ্তি।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব = পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে-বৃত্তিমত্ত্ব। ইহা, লক্ষণানুসারে হেতুর উপর থাকা চাই, এবং বাস্তবিক পক্ষে তাহা এস্থলে আছে। কারণ হেতু = ঘটত্ব-তদভাববদ্-উভয়ত্ব, এবং তাহা পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে উভয়ের উপর থাকে ; সুতরাং, হেতুতে সম্বন্ধিত্ব অর্থাৎ বৃত্তিমত্ত্ব যে থাকিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

তাহার পর দেখ, লক্ষণের অবশিষ্ট অংশও এস্থলে যাইতেছে। কারণ, এখানে—

সাধ্য = ঘটত্ব।

সাধ্যাভাব = ঘটত্বাভাব। ইহা থাকে ঘট-ভিন্নে যথা—পটাদিতে।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = পটাদি। কারণ, ইহাতে ঘটত্বাভাব থাকে।

তন্নিরূপিত-বৃত্তিতা = পটাদি-নিরূপিত-বৃত্তিতা।

এই বৃত্তিতার অভাব = পটাদি-নিরূপিত-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব। ইহা থাকে হেতুতে ; সুতরাং, লক্ষণ যাইতেছে, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটিতেছে।

যদি বল, উক্ত অভাবটী কি করিয়া হেতুতেও থাকে ? তাহা হইলে দেখ—

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = পর্য্যাপ্তি।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা = পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা। ইহা থাকে পর্য্যাপ্ত-পদার্থের উপর, অর্থাৎ যাহা পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে থাকে, তাহার উপর। এদিকে, উভয়ত্ব-হেতুটীও পর্য্যাপ্ত-পদার্থ; সুতরাং, ইহা হেতুরও উপর থাকিল।

এই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধ = পর্য্যাপ্ত-পদার্থের উপর আধেয়তাটী যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ। সুতরাং, এস্থলে হেতু-উভয়ত্বের উপর আধেয়তাটী যে প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, ইহা সেই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধ।

এখন দেখ, এই প্রকার স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ঘটভিন্ন-পটাদি-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা থাকে "ঘটভিন্ন-পটাদিতে পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে থাকে যে 'একত্ব', অথবা পটে-মঠে থাকে যে 'দ্বিত্ব', কিংবা পটে-মঠে ও দণ্ডে থাকে যে 'ত্রিত্বাদি' সংখ্যা প্রভৃতি", তাহার উপর; এবং ঐ বৃত্তিতার অভাব থাকে উক্ত "ঘটত্ব-তদভাববদুভয়ত্ব"-রূপ হেতুর উপর। কারণ, উক্ত "ঘটত্ব-তদভাববদুভয়ত্ব"-হেতুটী "ঘট এবং ঘটভিন্ন-পটাদি"—এই উভয়েরই উপর থাকে; কেবল, ঘটভিন্নে অর্থাৎ পট-মঠাদিতে থাকে না। যদি, এস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণটী 'ঘট' আর ঘটভিন্ন হইতে পারিত, তাহা হইলে অবশ্য উক্ত "ঘটত্ব-তদভাববদুভয়ত্ব"-রূপ হেতুটীতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব থাকিতে পারিত না, অর্থাৎ লক্ষণটী যাইত না, কিন্তু, তাহা না হওয়ায়- অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণটী ঘটভিন্ন বস্তুগুলি হওয়ায় তাহা আর ঐ 'উভয়' পদবাচ্য হইল না, আর তাহার ফলে উক্ত 'উভয়ত্ব'-হেতুটীও তাহাতে বৃত্তি হইতে পারিল না। অর্থাৎ, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষই ঘটিল।

সুতরাং, দেখা গেল, "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব' এবং, 'হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব' এতদুভয়ই হেতুতে থাকা ব্যাপ্তি"—এইরূপ ব্যাপ্তি-লক্ষণ করিলে "ঘটত্ববান্ ঘটত্ব-তদভাববদ্-উভয়ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হয়, আর তাহার ফলে তাহার অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটে।

৫। এইবার দেখা যাউক, উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব" এই অংশটীর পরিবর্ত্তে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব" এই অংশটী গ্রহণ করিলে কি করিয়া উক্ত "ঘটত্ববান্ ঘটত্ব-তদভাবদ্-উভয়ত্বাৎ" এইরূপ অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলগুলিতে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী আর প্রযুক্ত হইতে পারে না, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তি-দোষটী নিবারিত হয়?

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে, দেখ এস্থলে——

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ = পর্য্যাপ্তি।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য = পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে "ঘটত্ব-তদভাববদ্-উভয়ত্ব"-রূপ হেতুর "ঘটত্ব"রূপ সাধ্যের অধিকরণ যে ঘট, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা।

ইহা কিন্তু, অসম্ভব; কারণ, "ঘটত্ববৎ এবং ঘটত্বাভাববৎ এতদুভয়ত্ব-ধর্ম্মটী ঘট ও ঘটভিন্নে থাকে, কেবল ঘটে থাকিতে পারে না। সুতরাং, হেতুতে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতি-ব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

আর যদি বল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অবশিষ্ট অংশটী যখন এস্থলে পূর্ব্ববৎই যাইতেছে, তখন অতিব্যাপ্তি হইবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত উভয় অংশ মিলিত হইয়া যখন ব্যাপ্তি-লক্ষণটী সম্পূর্ণ হয়, তখন এক অংশ প্রযুক্ত হইলে উভয় অংশ প্রযুক্ত হইল বলা যায় না। এজন্য, এক অংশ যাইলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণটীই যাইল না, অর্থাৎ এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ আর থাকিল না।

সুতরাং, দেখা গেল, এতদূরে আসিয়া যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গঠিত হইল, তাহাতে আর কোন দোষ নাই, ইহা এখন কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল ভিন্ন সর্ব্বত্র সদ্ধেতুক-স্থলে অবাধে যাইতে পারিবে।

৬। এইবার দেখা যাউক, এই নিবেশ-সম্বন্ধে, মহামতি রঘুনাথ শিরোমণির কথা এস্থলে টীকাকার মহাশয় যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন কিছু জ্ঞাতব্য আছে কি না?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, এস্থলে টীকাকার মহাশয়, শিরোমণি মহাশয়ের যে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ঠিক তাঁহার বাক্য নহে। টীকাকার মহাশয় এস্থলে শিরোমণি মহাশয়ের বাক্যটীকে একটু বিকৃত করিয়াছেন। কিন্তু, এই বিকৃত করায় বাক্যটীর প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। নচেৎ, শিরোমণি মহাশয়ের বাক্য দেখিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে প্রথমেই একটু অন্যথা-জ্ঞান হইয়া পড়ে। দেখ, টীকাকার মহাশয় যে বাক্যটী দীধিতিকারের নাম করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা;—

"নিবিশতাং বা বৃত্তিমত্বং সাধ্য-সামানাধিকরণ্যং বা"

কিন্তু, দীধিকারের প্রকৃত বাক্যটী হইতেছে——

"নিবিশতাং বা সাধ্য-সামানাধিকরণ্যং বৃত্তিমত্বং বা"

এখন ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শিরোমণি মহাশয় যখন শেষকালে "বৃত্তিমত্ত্ব" নিবেশের আদেশ দিতেছেন, তখন উক্ত "বৃত্তিমত্ত্ব"-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটীই নির্দ্দোষ, এবং উক্ত সাধ্য-সামানাধিকরণ্য"-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী নির্দ্দোষ নহে। কারণ, এরূপ স্থলে শেষে যাহা কথিত হয়, তাহাই বক্তার নির্দ্দোষ অভিপ্রায় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু, বস্তুতঃ, এরূপ অর্থ শিরোমণি মহাশয়ের অভিপ্রেত নহে। যেহেতু, এই বাক্যের অর্থ নির্দ্দেশ কালে মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতগণ শেষোক্ত "বা" পদের নির্দ্দোষ-বিকল্পসূচক-অর্থ স্বীকার না করিয়া উহার অর্থ অনাস্থা, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

"বা"-কারঃ অনাস্থায়াম্।"

ইতি জাগদীশী কেবলান্বয়ী টীকা।

যাহা হউক, "উভয়ত্ব উভয়ত্রই পর্য্যাপ্ত, একত্র নহে" এই মত সর্ব্ববাদি-সম্মত-সিদ্ধান্ত না হইলেও এই মতটীর উপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াই টীকাকার মহাশয় এবং দীধিতিকার মহাশয় ব্যাপ্তি-লক্ষণে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য" নিবেশ করিলেন বুঝিতে হইবে।

৭। এইবার এই প্রসঙ্গে আমরা কতিপয় অবান্তর বিষয় আলোচনা করিব ; যথা,—

প্রথম—এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে যে, সাধ্য যদি ঘটত্ব হইল, এবং সাধ্যাভাবাধিকরণ যদি ঘটত্বাভাববৎ হইল ; তাহা হইলে যদি ঘটত্ববৎ অর্থাৎ ঘট, এবং ঘটত্বাভাববৎ অর্থাৎ পটাদি এতদুভয়কেই ধরা যায়, তাহা হইলে ত কোন বাধা ঘটিতে পারে না। কারণ, ঘটত্ববৎ অর্থাৎ ঘট এবং ঘটত্বাভাববৎ অর্থাৎ পটাদি—এতদুভয় কখন ত ঘটত্ববৎ অর্থাৎ ঘট হয় না। আর যদি এই যুক্তিবলে সাধ্যাভাবাধিকরণ ঘটত্ববৎ এবং ঘটত্বাভাববৎ—এতদুভয়ই হইল, তাহা হইলে তন্নিরূপিত বৃত্তিতাটী হেতু "ঘটত্ববৎ এবং ঘটত্বাভাববৎ"—এতদুভয়ত্বে থাকিল। সুতরাং, বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব থাকিল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই হইল না। অতএব, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য নিবেশের আর ফল কি হইল ?

ইহার উত্তর এই যে, "সাধ্যাভাবাধিকরণ ঘটত্বাভাববৎ অর্থাৎ ঘট পট—এতদুভয় হইল" এ কথার অর্থ "উভয়ত্বাবচ্ছেদে ঘটত্বাভাব থাকিল" অর্থাৎ ঘটত্বাভাবটী প্রত্যেকের ধর্ম্মাবচ্ছেদে থাকিল না ; যেহেতু, ঘটত্বাভাবটী ঘটে থাকে না, পরন্তু উভয়ের উপরই থাকে। এই উভয়ের উপর থাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, সাধ্যাভাব-ঘটত্বাভাবটী উভয়ত্বাবচ্ছেদে থাকে। এখন, উভয়ত্বাবচ্ছেদে সাধ্যাভাবাধিকরণ থাকায় লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধি-করণতাটী উপরোক্ত "উভয়ের" উপর থাকিল না। অর্থাৎ, নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে আর উক্ত উভয়কে ধরা গেল না, এবং ঘটকে লইয়া যে উভয় হয়, তাহা কখনও ঐ সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হয় না ; আর তজ্জন্য নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাও পাওয়া গেল না, বৃত্তিত্বাভাবই পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই হইল। অতএব, এই অতিব্যাপ্তি-নিবারণার্থ পূর্ব্বোক্ত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য-রূপ নিবেশটীর প্রয়োজন আছে—প্রতিপন্ন হইল। অবশ্য, এই নিবেশ-সাহায্যে এই অতিব্যাপ্তি কি করিয়া নিবারিত হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (২৮৩।২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং, এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়—এতৎ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্যটী এই যে, যদি সমবায়-সম্বন্ধে হেতু ধরিয়া

"দ্রব্যং ঘটত্ব-পটত্বোভয়স্মাৎ"

এইরূপ একটী অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল গঠন করা যায়, তাহা হইলে উক্ত নিবেশ-সমন্বিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর পুনরায় অতিব্যাপ্তি-দোষ পরিদৃষ্ট হইবে ; সুতরাং, ইহার উপায় কি ?

দেখ, এ স্থলটীর অর্থ—ইহা দ্রব্য, যেহেতু ইহাতে ঘটত্ব এবং পটত্ব এতদুভয়ই বিদ্যমান।

তাহার পর, ইহা অসদ্ধেতুক-অনুমিতিরও স্থল হইতেছে; যেহেতু, ইহার হেতুটী স্বরূপাসিদ্ধি-দোষ-দুষ্ট। কারণ, ইহার হেতু ঘটত্ব-পটত্ব—এতদুভয়টী উক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলের ন্যায় সমবায়-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না; সুতরাং, পক্ষেও থাকে না। অতএব, ইহা যে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এখন দেখ, এই অলক্ষ্য-স্থলে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কি করিয়া প্রযুক্ত হইতেছে। দেখ, এখানে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী 'সমবায়'। সেই সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য-দ্রব্যত্বটী থাকে দ্রব্যের উপর, এবং হেতু ঘটত্ব ও পটত্ব ইহারা প্রত্যেকেই থাকে সেই দ্রব্যের উপর। কারণ, ঘটত্ব যে ঘটে থাকে, তাহা হয় দ্রব্য, এবং পটত্ব যে পটে থাকে, তাহাও হয় দ্রব্য। সুতরাং, ঘটত্ব পটত্ব প্রত্যেকেই দ্রব্যে থাকায় ইহারা উভয়েই সাধ্য যে দ্রব্যত্ব, তাহার অধিকরণ যে দ্রব্য, সেই দ্রব্যের উপর থাকিল। আর তাহার ফলে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য" অংশটী এস্থলে যথারীতি প্রযুক্ত হইতে পারিল। অবশ্য, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অবশিষ্ট অংশটীও যে এস্থলে প্রযুক্ত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ফল কথা, এস্থলে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যে প্রযুক্তই হইল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। আর যদি বল, এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব ধরিয়া এই অতিব্যাপ্তি নিবারিত করিব। কিন্তু, তাহারও উপায় নাই; কারণ, উহা গ্রহণ করিলে হেতুতাবচ্ছেদক-ভেদে কার্য্য-কারণ-ভাব ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় গৌরব-দোষ হইবে। হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-ভেদে কার্য্য-কারণ-ভাব-ভেদ হয় বলিয়া টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বেই ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব, এ পথেও নিস্তার নাই। সুতরাং, এক্ষেত্রে ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই অতিব্যাপ্তি-দোষটী অপরিহার্য্য হইতেছে, আর তজ্জন্য উক্ত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য অংশটী গ্রহণে এই স্থলে কোন ফলই হইল না—প্রতিপন্ন হইতেছে।

ইহার উত্তরে কিন্তু অনেকে অনেক রকম পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। একদল পণ্ডিত এই অতিব্যাপ্তি-নিবারণার্থ পুনরায় নূতন নিবেশের ব্যবস্থা করেন, এবং অপরে এই প্রশ্নেরই দোষ-প্রদর্শন করিয়া আপত্তি পরিহার করেন। পরন্তু, যাঁহারা এস্থলে নূতন নিবেশের ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের মতটী পরিণামে সদোষ বলিয়াই সাব্যস্থ হয়; এজন্য, আমরা এস্থলে তাহার আর উল্লেখ না করিয়াই শেষোক্ত পথেই ইহার যেরূপ উত্তর হয়, তাহাই আলোচনা করিতেছি।

কিন্তু, তাহা হইলেও এই পথে দুই দল পণ্ডিত দুই রকমে উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম দল বলেন—"সাধ্য-সামানাধিকরণ্য" শব্দের অর্থ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বৃত্তিতা। এখন দেখ, এখানে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধই অপ্রসিদ্ধ হইতেছে। কারণ, উভয়-প্রতিযোগিক সমবায়-সম্বন্ধই নাই। যেমন, মুক্তাবলী গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সমবায়-সম্বন্ধটী এক কি না—এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "ন চ সমবায়স্য একত্বে বায়ৌ রূপবত্তা-বুদ্ধি-প্রসঙ্গঃ? তত্র রূপ-

সমবায়-সম্বন্ধেঽপি রূপাভাবাৎ” অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধ এক হইলে বায়ুতে রূপবত্তা বুদ্ধি হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, বায়ুতে রূপের সমবায় থাকিলেও রূপ নাই, অর্থাৎ রূপ-প্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট যে সমবায় তাহাই রূপের সম্বন্ধ হয়, আর, সেই রূপ-প্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট-সমবায়টী বায়ুতে নাই; আর তজ্জন্য বায়ুতে রূপবত্তা বুদ্ধিও হয় না, ইত্যাদি। সেইরূপ, এখানেও ঘটত্ব ও পটত্ব উভয়ের যে সম্বন্ধ, তাহা উভয়-প্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট সমবায়-সম্বন্ধ। কিন্তু, বস্তুতঃ উভয়-প্রতিযোগিক সমবায়-সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ; যেহেতু, উভয় কখনও সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না। অতএব, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, ঐ সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্যই হেতুতে নাই; আর তজ্জন্য লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষটী ঘটিল না।

কিন্তু, অপর একদল পণ্ডিত বলেন যে, ব্যাপ্যত্ব-ব্যবহারই ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রয়োজন; অর্থাৎ “হেতু, সাধ্যের ব্যাপ্য” স্থির করাই ব্যাপ্তি-লক্ষণের উদ্দেশ্য। এখন দেখ, এস্থলে আপত্তিকারীরই কথানুসারে ঘটত্ব পটত্ব প্রত্যেকের সাধ্য-সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ দ্রব্যত্বাধিকরণ দ্রব্য-বৃত্তিত্ব আছে। যেহেতু, ঘটত্বও দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য, পটত্বও দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য; অতএব, প্রত্যেকের ব্যাপ্যত্ব-ব্যবহারও হয়। কিন্তু, তাই বলিয়া ঘটত্ব পটত্ব উভয়টী দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য—এরূপ ব্যাপ্যত্ব-ব্যবহার স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং, এইরূপে এস্থলে অতিব্যাপ্তিরও আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। আর যদি বলা হয়, প্রত্যেকে ব্যাপ্যত্ব-ব্যবহার থাকায় উভয়ত্বাবচ্ছেদে ব্যাপ্যত্ব-ব্যবহার নাই কেন? উভয়ত্বটী তখন দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হয় না কেন? তাহা হইলে বলিব ঘটত্ব-পটত্বের উভয়ত্বাবচ্ছেদে সাধ্য-সামানাধিকরণ্যই নাই; “উভয়” কখন হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না; সুতরাং, দ্রব্যের উপরেও থাকে না; অতএব, ব্যাপ্তি-লক্ষণটীও যাইল না, অতিব্যাপ্তিও হইল না। ফল কথা এই যে, যেই ধর্ম্মাবচ্ছেদে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য সেই ধর্ম্মাবচ্ছেদে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্যত্ব-ব্যবহারের প্রয়োজক হয়। দেখ, এখানে যখন উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রথমাংশ সাধ্য-সামানাধিকরণ্য দেখান হইয়াছিল, তখন ঘটত্ব-পটত্ব প্রত্যেক-ধর্ম্মাবচ্ছেদে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য দেখান হইয়াছিল, এবং যখন ব্যাপ্তি-লক্ষণের অবশিষ্টাংশ ‘সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাবের’ প্রয়োগ দেখান হইয়াছিল, তখন উভয়ত্বাবচ্ছেদে ব্যাপ্যত্ব ব্যবহার দেখান হইয়াছিল; সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত উভয় অংশের কিছু এক ধর্ম্মাবচ্ছেদে ব্যাপ্যত্ব, প্রদর্শন করা হয় নাই; বস্তুতঃ, তাহাই করা আবশ্যক, এবং লক্ষণের তাহাই উদ্দেশ্য। সুতরাং, এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইল না, এবং অতিব্যাপ্তিও হইল না।

তৃতীয়,—এইবার আমাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে হইবে যে, এই প্রকার ব্যাপ্তি-লক্ষণটী পূর্ব্বের প্রসিদ্ধ অনুমিতি-স্থল “বহ্নিমান্ ধূমাৎ” “ধূমবান্ বহ্নেঃ”, এবং “সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ,” “দ্রব্যং সত্ত্বাৎ” “ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ” এবং “দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট সত্ত্বাৎ-স্থলে যায় কি না।

কিন্তু, এ বিষয়টী এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, এখন ব্যাপ্তি-লক্ষণে যেটুকু নূতনত্ব ঘটিয়াছে, তাহা "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সম্বন্ধিতা"র পরিবর্ত্তে "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য" মাত্র। অবশিষ্ট "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" অংশটীতে কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই, এবং এই পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যেরূপে উক্ত স্থল কয়টীতে প্রযুক্ত হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। অতএব, এতদুদ্দেশ্যে পূর্ব্ব স্থলগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য, যে অংশে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে অংশে ইহার প্রয়োগ কিরূপে হইবে, এরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হইতে পারে; কিন্তু তাহাতেও নূতনত্ব বিশেষ নাই। যেহেতু, ইহার অর্থ—সাধ্য যেখানে থাকে হেতুকেও সেই স্থানে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে থাকিতে হইবে। সুতরাং, "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" ইত্যাকার অবৃত্তি-হেতুক যাবৎ অলক্ষ্য-স্থলগুলিই ইহার দ্বারা নিবারিত হইবে, কারণ, হেতু অবৃত্তি-পদার্থ; এবং "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতির ন্যায় যাবৎ বৃত্তিমদ্-হেতুক স্থলগুলিতে ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। কারণ, হেতুটী সাধ্যাধিকরণে আছে, এইমাত্র বিশেষ।

সুতরাং, সমগ্র লক্ষণটী হইল—"হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য এবং সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব এতদুভয়ই ব্যাপ্তি"। তন্মধ্যে, সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হইবে, সাধ্যা-ভাবাধিকরণটী নব্যমতে স্বরূপ-সম্বন্ধে, এবং প্রাচীনমতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যত বচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে অধিকরণ হইবে, এবং ঐ অধিকরণ আবার সাধ্যাভাব-ত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতার আশ্রয় হইবে; বৃত্তিতাটী যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা হইবে; বৃত্তিতার অভাবটী হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতি-যোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সামান্যাভাব হইবে। এবং এই সকল নিবেশের পর্য্যাপ্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বুঝিয়া লইতে হইবে।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া টীকাকার মহাশয় সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার যে সম্বন্ধে অভাব ধরিতে হইবে, তাহার কথা শেষ করিলেন; এবং ইহাতেই এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকোক্ত" এই প্রথম লক্ষণের অন্তর্গত যাবৎ পদেরই রহস্য-কথন সমাপ্ত হইল। এইবার টীকাকার মহাশয়, পরবর্ত্তী দুইটী কল্পদ্বারা, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-গ্রহণ-জন্য যে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি, তাহার অন্যপথে দুই প্রকারে উত্তর প্রদান করিতেছেন, অতএব আমরাও উহা একে একে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা গ্রহণে পূর্ব্বোক্ত আপত্তির দ্বিতীয় প্রকার উত্তর।

টীকামূলম্।

কেচিৎ তু নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিতা যা বিশেষ্যতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন যথোক্ত-সম্বন্ধেন বা নিরবচ্ছিন্নাধিকরণতা-তদাশ্রয়-ব্যক্ত্যবর্ত্তমানং হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাধিকরণত্ব-সামান্যং তদ্ধর্ম্মবত্বং বিবক্ষিতম্।

"ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদৌ পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ-বহ্ন্যধিকরণতা-ব্যক্তেঃ ধূমাভাবাধিকরণাবৃত্তিত্বে অপি অয়োগোলক-নিষ্ঠ-বহ্ন্যধিকরণতা-ব্যক্তেঃ অতথাত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ ইতি আহুঃ।

বঙ্গানুবাদ।

কেহ কেহ কিন্তু বলেন—পূর্ব্বোক্ত সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত যে, স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অথবা পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার আশ্রয়ে অবৃত্তি হয় যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-সামান্য; তদ্ধর্ম্মবত্বই ব্যাপ্তি বলিয়া অভিপ্রেত।

আর তাহা হইলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি স্থলে পর্ব্বতাদি-নিষ্ঠ বহ্ন্যধিকরণতা-ব্যক্তির ধূমাভাবাধিকরণে অবৃত্তিত্ব থাকিলেও অয়োগোলকনিষ্ঠ বহ্ন্যধিকরণতা-ব্যক্তির ধূমাভাবাধিকরণে অবৃত্তিত্ব না থাকায় উক্ত (সামান্য-পদ বশতঃ) অতিব্যাপ্তি হইল না।

বিশেষণতাবিশেষ=বিশেষণতা। সোঃ সং। চৌঃ সং। তদ্ধর্ম্মবত্বং=তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বং। প্রঃ সং। বিবক্ষিতং=বিবক্ষণীয়ম্। প্রঃ সং।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন=হেতুতাবচ্ছেদক-যৎ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন=চৌঃ সং। বহ্ন্যধিকরণতাব্যক্তেঃ=বহ্ন্যধিকরণত্বস্য ব্যক্তেঃ। চৌঃ সং।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় একটী মতান্তর সাহায্যে সমগ্র ব্যাপ্তি-লক্ষণের অন্য প্রকারে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-গ্রহণ-জন্য যে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি তিনটী, তাহার (২৬৮ পৃষ্ঠা) অন্য প্রকারে উত্তর প্রদান করিতেছেন। অর্থাৎ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটীকে পূর্ব্বোক্ত (৫৮ পৃষ্ঠা) হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে গ্রহণ করিলে "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ"-স্থলে যে অতিব্যাপ্তি হয়, এবং "দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ" ও "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"-স্থলে যে অব্যাপ্তি হয় (২৬৮ পৃষ্ঠা), তাহার অন্য পথে সমাধান করিতেছেন। অবশ্য, এই মত কাহার, ও কোন্ পণ্ডিত কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত, তাহা আর তিনি উল্লেখ করিলেন না, এবং সময়গুণে তাহা এখন আর জানিবার উপায়ও নাই।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয়ের কথাটী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

এস্থলে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহার সার মর্ম্মটী এই—"সাধ্যাভাবাধিকরণে-হেতুর অধিকরণতাগুলির স্বরূপ-সম্বন্ধে অবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি"। সুতরাং, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে জলহ্রদাদি, তাহাতে হেতুর অধিকরণতাগুলি, অর্থাৎ পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস-বৃত্তি অধিকরণতাগুলি অবৃত্তিই হইবে, অর্থাৎ লক্ষণ যাইবে; এবং "ধূমবান্ বহ্নেঃ"

স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে জলহ্রদ ও অয়োগোলকাদি; তন্মধ্যে অয়োগোলকে হেতুর অপর অধিকরণতাগুলি অবৃত্তি হইলেও অয়োগোলকবৃত্তি অধিকরণতাটী অবৃত্তি হয় না; সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর যাবৎ অধিকরণতা অবৃত্তি হইল না। যেহেতু, অয়োগোলকটী সাধ্যাভাবাধিকরণ এবং হেত্বধিকরণ উভয়ই হয়; সুতরাং, অতিব্যাপ্তি হইল না।

বস্তুতঃ, এই কথাটীরই বিস্তার করিয়া ইহারই প্রত্যেক পদার্থের বিশেষণগুলি লইয়া তিনি উপরে অতগুলি পদার্থের প্রয়োগ করিয়াছেন। দেখ, উক্ত "সাধ্যাভাবাধিকরণ" পদে যেরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণ বুঝিতে হইবে, তাহা তিনি উক্ত "নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিতা যা বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন, যথোক্ত-সম্বন্ধেন বা নিরবচ্ছিন্নাধিকরণতা-তদাশ্রয়ব্যক্তি" পর্য্যন্ত অংশে বর্ণনা করিয়াছেন; এবং "হেতুর অধিকরণতাগুলি" কিরূপ অধিকরণতা হইবে, তাহা তিনি "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-অধিকরণত্ব-সামান্য" এই অংশটীতে উল্লেখ করিয়াছেন।

এখন দেখ, প্রথম নিরুক্ত-পদের অর্থ কি? ইহার অর্থ—"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক"। ইহা সাধ্যাভাবের বিশেষণ। ইহা না দিলে যে দোষ হয়, তাহা ৭৯ পৃষ্ঠার বর্ণনানুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে।

"সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিতা" অর্থ=সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত। ইহা অধিকরণতার বিশেষণ। ইহার ফল ২২১ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্যানুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে।

"বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন" অর্থ=স্বরূপ-সম্বন্ধে। ইহার সহিত অধিকরণতার অন্বয় হইবে; কিন্তু, অধিকরণতার অন্বয় বলিতে আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতার অন্বয়; সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে ইহার সহিত আধেয়তার অন্বয় হইতেছে (১০৭পৃষ্ঠা)। এই সম্বন্ধটী নব্যমত-সম্মত। এবং ইহার পরিচয় ৯৭ পৃষ্ঠায় যে ভাবে কথিত হইয়াছে, এস্থলেও তদ্রূপে বুঝিয়া লইতে হইবে।

"যথোক্ত-সম্বন্ধেন বা" অর্থ=অথবা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে। ইহা প্রাচীন-মত-সম্মত-সম্বন্ধ। ইহার প্রয়োজন ১১৩ পৃষ্ঠায় যে ভাবে কথিত হইয়াছে, এস্থলেও সেই ভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে।

"নিরবচ্ছিন্নাধিকরণতা" অর্থ=কিঞ্চিদ্ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন যে অধিকরণতা তাহা।

"তদাশ্রয়-ব্যক্ত্যবর্ত্তমানম্" অর্থ=উক্ত অধিকরণতার আশ্রয়ে স্বরূপ-সম্বন্ধে অবৃত্তি, অর্থাৎ উক্ত প্রকার অধিকরণে যাহা স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে না, তাহা।

"হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাধিকরণত্ব-সামান্যম্" অর্থ = হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে এবং হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মরূপে হেতুর সমুদয় অধিকরণত্ব।

"তদ্ধর্ম্মবত্ত্বং বিবক্ষিতম্" অর্থ=সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি ইহাই অভিপ্রেত।

<u>সুতরাং, সমুদায়ের অর্থ হইল—</u>

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব,

সেই সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত যে "স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা" অথবা যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা," সেই অধিকরণতার আশ্রয়ে স্বরূপ-সম্বন্ধে অবৃত্তি হয় যে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-সামান্য সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।"

এখন দেখ, পূর্ব্বে ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর যে অর্থ ছিল, তাহার সহিত ইহার পার্থক্য কি হইল ;—

পূর্ব্ব-অর্থে ছিল—

১। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর অবৃত্তিত্ব; অর্থাৎ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে থাকা আবশ্যক।

২। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর অবৃত্তিত্ব আবশ্যক হওয়ায়, ঐ বৃত্তিতা যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং উহার অভাব হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা আবশ্যক ছিল।

৩। "সাধ্য সমানাধিকরণত্ব" এবং "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব" এতদুভয়ই ব্যাপ্তি।

৪। হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের অনাবশ্যকতা।

৫। স্থল-বিশেষে ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবের আবশ্যকতা।

এখন হইল—

১। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর অধিকরণতার অবৃত্তিত্ব ; অর্থাৎ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব হেতুর অধিকরণতা গুলিতে থাকা আবশ্যক।

২। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর অধিকরণতাগুলির অবৃত্তিত্ব বলায় ঐ বৃত্তিতাটী স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং উহার অভাবও স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা আবশ্যক হইল।

৩। কেবল সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি।

৪। হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের আবশ্যকতা।

৫। ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবের সর্ব্বত্রই অনাবশ্যকতা।

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব লক্ষণের সহিত ইহার মোটামুটি ঐক্যই বুঝিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই প্রকার অর্থটী প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি ভাবে প্রযুক্ত হয়, এবং প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না, এবং যে স্থল গুলিতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটীকে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে ধরায় দোষ ঘটিতেছিল (২৩৮ পৃষ্ঠা), সেই স্থল গুলিতেই বা ইহা, কি ভাবে সেই দোষগুলি নিবারণ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ তাহা হইলে এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে—

প্রথম—"বহ্নিমান্ ধূমাৎ", দ্বিতীয়—"ধূমবান্ বহ্নেঃ", তৃতীয়="ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ", চতুর্থ—"দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ", পঞ্চম—"সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ", এবং ষষ্ঠ—"দ্রব্যং সত্ত্বাৎ"—স্থলে উপরি উক্ত অর্থে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কি ভাবে কোথায় প্রযুক্ত হয়, অথবা হয় না।

কিন্তু, এই বিষয়গুলি বুঝিবার জন্য আমরা নিম্নে একটী প্রকোষ্ঠ-চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলাম, পৃথক্‌ভাবে আর আলোচনা করিলাম না ; যেহেতু, পূর্ব্বকথা স্মরণ থাকিলে ইহাই বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

ব্যাপ্তি-লক্ষণ	বহ্নিমান্ ধূমাৎ স্থলে	ধূমবান্ বহ্নেঃ স্থলে	ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ স্থলে	দ্রব্যং কর্ম্ম-ন্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ স্থলে	সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ স্থলে	দ্রব্যং সত্ত্বাৎ স্থলে
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব,	বহ্ন্যভাব	ধূমাভাব	বহ্ন্যভাব	দ্রব্যত্বাভাব	সত্তাভাব	দ্রব্যত্বাভাব
ঐ সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত যে স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা, অথবা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা,	বহ্ন্যভাবাধিকরণ জলহ্রদাদিবৃত্তি অধিকরণতা	ধূমাভাবাধিকরণ-অয়োগোলকাদি-বৃত্তি অধিকরণতা	বহ্ন্যভাবাধিকরণ জলহ্রদাদিবৃত্তি অধিকরণতা	দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ গুণকর্ম্মাদিবৃত্তি অধিকরণতা	সত্তাভাবাধিকরণ সামান্যাদিবৃত্তি অধিকরণতা	দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ গুণকর্ম্মাদিবৃত্তি অধিকরণতা
ঐ অধিকরণতাশ্রয়,	জলহ্রদ	অয়োগোলক	জলহ্রদ	গুণকর্ম্মাদি	সামান্যাদি	গুণকর্ম্মাদি
ঐ আশ্রয়ে স্বরূপসম্বন্ধে অবৃত্তি হয় যে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-সামান্য	জলহ্রদে অবৃত্তি সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও ধূমত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা সামান্য	অয়োগোলকে অবৃত্তি সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-সামান্য	জলহ্রদে অবৃত্তি সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং গগনত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা সামান্য	গুণকর্ম্মাদিতে অবৃত্তি সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-সামান্য	সামান্যাদিতে অবৃত্তি সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা সামান্য	গুণকর্ম্মাদিতে অবৃত্তি সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-সামান্য
এই প্রকার ধর্ম্মবত্বই ব্যাপ্তি	ইহা এক্ষণে পাওয়া যায়	ইহা এক্ষণে পাওয়া যায় না	ইহা এস্থলে পাওয়া যায় না	ইহা এস্থলে পাওয়া যায়	ইহা এস্থলে পাওয়া যায়	ইহা এস্থলে পাওয়া যায় না
সুতরাং	ব্যাপ্তিলক্ষণ যায়	ব্যাপ্তি লক্ষণ যায় না	ব্যাপ্তি লক্ষণ যায় না	ব্যাপ্তিলক্ষণ যায়	ব্যাপ্তিলক্ষণ যায়	ব্যাপ্তিলক্ষণ যায় না
১ সাধ্য	বহ্নি	ধূম	বহ্নি	দ্রব্যত্ব	সত্তা	দ্রব্যত্ব
২ হেতু	ধূম	বহ্নি	গগন	গুণকর্ম্মান্যত্ব বিশিষ্ট সত্তা	দ্রব্যত্ব	সত্তা
৩ সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম	বহ্নিত্ব	ধূমত্ব	বহ্নিত্ব	দ্রব্যত্বত্ব	সত্তাত্ব	দ্রব্যত্বত্ব
৪ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ	সংযোগ	সংযোগ	সংযোগ	সমবায়	সমবায়	মবায়
৫ হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম	ধূমত্ব	বহ্নিত্ব	গগনত্ব	বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব	দ্রব্যত্বত্ব	সত্তাত্ব
৬ হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ	সংযোগ	সংযোগ	সমবায়	সমবায়	সমবায়	সমবায়

ফলতঃ, ঐ ছয়টী স্থলেই দেখিতে হইবে, সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর অধিকরণতা আছে কি না, যদি থাকে তাহা হইলে সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি এবং অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে দোষ নাই; এবং যদি ঐ অধিকরণতা না থাকে, তাহা হইলে সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে দোষ নাই এবং অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে দোষ হইবে। উপরের চিত্রমধ্যে "সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর অধিকরণতা না থাকিলেই লক্ষণ যাইবে" এই স্থূল লক্ষণের বিশেষণগুলি গৃহীত হইয়াছে এই মাত্র বিশেষ।

কিন্তু, তাহাহইলেও দেখিতে হইবে ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই অর্থে উক্ত—"ঘটত্ববান্‌ ঘটত্ব-তদভাববদুভয়ত্বাৎ", "দ্রব্যং ঘটত্ব-পটত্বোভয়স্মাৎ" এই দুইটী স্থলে কোন দোষ হয় কি না?

ইহার উত্তর এই যে, "ঘটত্ববান্‌ ঘটত্ব-তদভাববদুভয়ত্বাৎ"-স্থলে "উভয়ত্ব উভয়েতেই পর্য্যাপ্ত একেতে নহে" এই মত স্বীকার করিলে দোষ থাকিয়া যায়। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-পটাদিতে উভয়ত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাটী অবৃত্তি হয়, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যায়; সুতরাং, অতিব্যাপ্তিই হয়। অতএব, বুঝিতে হইবে, যে মতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের উপরি উক্ত অর্থ করা হয়, সেই মতে "উভয়ত্ব উভয়েতেই পর্য্যাপ্ত একেতে নহে" এই সিদ্ধান্তটী আদরণীয় নহে। অবশ্য, এখানেও "সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব" নিবেশ করিলে যে, আর ঐ দোষ থাকিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, একথা টীকাকার মহাশয় কিছু না বলায় মনে হয় যে, যে মতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের এইরূপ অর্থ করা হয়, সেই মতে বুঝি "উভয়ত্ব উভয়েতেই পর্য্যাপ্ত একেতে নহে" এ মতটী আদরণীয় নহে। আর যদি আদরণীয় হয় তবে ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই অর্থেও "সাধ্য-সামানাধিকরণ্য" নিবেশটীর আবশ্যকতা আছে বলিতে হয়।

কিন্তু, "দ্রব্যং ঘটত্বপটত্বোভয়স্মাৎ" স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের বর্ত্তমান অর্থ গ্রহণ করিলে কোন দোষ হয় না। কারণ, এস্থলে "হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা" অর্থাৎ টীকামূল-মধ্যস্থ "যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা" পদার্থটী অপ্রসিদ্ধ হয়। সুতরাং, এস্থলে লক্ষণ যায় না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না।

যাহা হউক, ইহাই হইল "কেচিৎ" হইতে "বিবক্ষিতম্‌" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ, এবং তাৎপর্য্য; এইবার আমাদিগকে টীকাকার মহাশয়ের অবশিষ্ট বাক্যের অর্থাৎ "ধূমবান্‌" হইতে "আহুঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থটী বুঝিতে হইবে।

কিন্তু, ইহার সমগ্র অর্থটী বুঝিবার পূর্ব্বে আমরা ইহার শব্দার্থ প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ আলোচনা করিব; কারণ, ইহার মধ্যেও কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্য আছে। সুতরাং, সে শব্দার্থগুলি, এই;—

"ধূমবান্‌ বহ্নেঃ ইত্যাদৌ" অর্থ—"ধূমবান্‌ বহ্নেঃ" এই প্রসিদ্ধ-অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে।

"পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ-বহ্ন্যধিকরণতাব্যক্তেঃ"=হেতু-বহ্নির অধিকরণ যে পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস ও অয়োগোলকাদি, সেই সব অধিকরণে যে সব অধিকরণতা থাকে, সেই সব অধিকরণতার মধ্যে যে অধিকরণতাটী পর্ব্বতে থাকে, কেবল সেই অধিকরণতাটীর। ("ব্যক্তি" পদে একটী নির্দ্দিষ্ট অধিকরণতা বুঝাইল)

"ধূমাভাবাধিকরণ-বৃত্তিত্বে অপি" অর্থ=সাধ্য যে ধূম, সেই ধূমের অভাবের অধিকরণ, যে জলহ্রদ এবং অয়োগোলকাদি, সেই অয়োগোলকাদিতে না থাকিলেও।

"অয়োগোলকনিষ্ঠ-বহ্ন্যধিকরণতাব্যক্তেঃ" অর্থ=হেতু-বহ্নির অধিকরণ যে পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস ও অয়োগোলকাদি, সেই সব অধিকরণে যে সব অধিকরণতা থাকে, সেই সব অধিকরণতার মধ্যে যে অধিকরণতাটী অয়োগোলকে থাকে কেবল সেই অধিকরণতাটীর, ("ব্যক্তি" পদের অর্থ পূর্ব্ববৎ একটী-বোধক।)

"অন্তথাত্বাৎ" অর্থ=সেইরূপ ভাব হয় না বলিয়া, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া যায় না বলিয়া,

"ন অতিব্যাপ্তিঃ ইত্যাহুঃ" অর্থ=অতিব্যাপ্তি হয় না—এইরূপ (কেহ কেহ) বলিয়া থাকেন।

সুতরাং, সমুদায়ের অর্থ হইল—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে হেতু-বহ্নির যে অধিকরণ, তাহা পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস-অয়োগোলকাদি-ভেদে নানা হয়। সুতরাং, এই সকল অধিকরণ-ভেদে অধিকরণতাও নানা হয়। এখন, হেতু-বহ্নির এই সকল অধিকরণতামধ্যে পর্ব্বতবৃত্তি অধিকরণতাটী, ধূমাভাবরূপ যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদ বা অয়োগোল-কাদিতে অবৃত্তি হইলেও, অর্থাৎ তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটিলেও, টীকা মধ্যে "অধিকরণতা-সামান্ত" পদটী থাকায়, হেতু-বহ্নির উক্ত পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস-অয়োগোলকবৃত্তি-নানা-অধিকরণতা-মধ্যে কেবল অয়োগোলকবৃত্তি অধিকরণতাটী, ধূমাভাবাধি-করণরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণ-অয়োগোলকাদিতে অবৃত্তি হয় না; সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর যাবৎ অধিকরণতার অবৃত্তিত্ব হয়—ইহা বলা চলে না, আর তাহার ফলে লক্ষণ যায় না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না। ইহাই হইল কোন কোন পণ্ডিতের মতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অর্থ।

আর, এখন তাহা হইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটীকে পূর্ব্বোক্ত হেতুতাব-চ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে ধরিয়া উহার অভাবকে স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিলে "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" "দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ" এবং "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলে যে সব দোষ হইয়াছিল, তাহা আর হইবে না। ইহাই হইল এই মতান্তরের উদ্দেশ্য।

উপরের অর্থটী বুঝিবার পক্ষে নিম্নের চিত্রটী হয় ত কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবে।

হেত্বধিকরণতাটী......(হেতু=বহ্নি)	পর্ব্বতবৃত্তি,	চত্বরবৃত্তি,	গোষ্ঠবৃত্তি,	মহানসবৃত্তি,	আয়োগোলকবৃত্তি	•
"সাধ্যাধিকরণতাটী ... (সাধ্য=ধূম)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	•	•
"সাধ্যাভাবাধিকরণ ...	•	•	•	•	অয়োগোলক,	জলহ্রদ।

এই চিত্রটী সাহায্যে যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহা এই যে, হেত্বধি-করণ, পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস ও অয়োগোলক এই পাঁচটী হওয়ায় হেত্বধিকরণতাগুলি

যথাক্রমে পাঁচটী স্থলে বৃত্তি হইতেছে, এবং হেত্বধিকরণতা-সামান্য বলিলে ঐ পাঁচটা অধিকরণতা বুঝায়; সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণে অর্থাৎ জলহ্রদ ও অয়োগোলকে হেত্বধিকরণতা-সামান্য অবৃত্তি হয় বলিলে জলহ্রদ ও অয়োগোলকে উক্ত পাঁচটী অধিকরণতার একটীও থাকে না বুঝায়। বাস্তবিক, এস্থলে অয়োগোলকটী হেত্বধিকরণ এবং সাধ্যাভাবাধিকরণ উভয়ই হওয়ায় হেত্বধিকরণতা-সামান্য এস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণে অবৃত্তি হয় না। যদিও পর্ব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস-নিষ্ঠ হেত্বধিকরণতাগুলি সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্রদ বা অয়োগোলকে অবৃত্তি হয়, তথাপি অধিকরণভেদে অধিকরণতাগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া অয়োগোলকে যে হেত্বধিকরণতা আছে, তাহা সাধ্যাভাবাধিকরণে অবৃত্তি হইল না।

যাহা হউক, এইবার আমরা এই প্রসঙ্গের কয়েকটী অবান্তর কথা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আলোচনা করিব।

প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, এই স্থলে এই অর্থে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রসিদ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে প্রযুক্ত হয় কি না, তাহা না দেখাইয়া টীকাকার মহাশয় অসদ্ধেতুক অনুমিতি "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলে ইহার প্রয়োগ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন কেন?

দ্বিতীয়, জিজ্ঞাস্য এই যে, টীকাকার মহাশয়ের "কেচিত্তু" বলিয়া মতান্তর প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কি? ইহা, কি পূর্ব্বোক্ত উত্তরটী হইতে উত্তম যে, ইহা স্বকৃত সমাধানের পরে উল্লেখ করিলেন?

তৃতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের যে প্রকার অর্থ করা হইল, তদনুসারে এস্থলে অনুমিতি-জনক পরামর্শের আকার কিরূপ হইবে? যেহেতু, ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট যে "হেতু", সেই "হেতু"-বিশিষ্ট পক্ষের জ্ঞান হইলেই অনুমিতি হইয়া থাকে; সুতরাং, উক্ত অর্থে ব্যাপ্তি-লক্ষণটীকে হেতুর সহিত কি ভাবে মিশাইতে হইবে যে, সেই হেতুকে পক্ষের সহিত মিলাইয়া পরামর্শের আকারটীকে লাভ করিতে পারা যাইবে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, এস্থলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলের উল্লেখ করিয়া টীকাকার মহাশয় লক্ষণোক্ত "সামান্য"-পদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিলেন মাত্র, অন্য কিছুই নহে।

অবশ্য, একথার উপর বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্বার্থেও যখন বৃত্তিত্বাভাবটী বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব বুঝিতে বলা হইয়াছে, তখনও ত এই দৃষ্টান্ত সাহায্যেই উহার হেতু প্রদর্শন করা হইয়াছে; সুতরাং, এস্থলে আর নূতনত্ব কোথায়? অতএব, লক্ষণের প্রয়োগ প্রদর্শন না করিয়া এই "সামান্য" পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিবার তাৎপর্য্য অন্য কিছু হইবে।

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এস্থলে একটু বিশেষত্ব আছে। পূর্ব্বার্থে বৃত্তিত্বাভাবটী সামান্যাভাব এই কথা বলা হয়, এক্ষণে কিন্তু, হেত্বধিকরণতা-সামান্য ধরিতে বলা হইল। ইহা, বস্তুতঃ ব্যাপকতাবাচী কিন্তু, বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাবের সামান্য-পদটী পর্য্যাপ্তি-দ্যোতক।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, এস্থলে টীকাকার মহাশয় যে মতান্তরটী প্রদর্শন করিলেন,

তাহা পূর্ব্বোক্ত অর্থ হইতে উত্তম নহে। এবং ইহাই ইঙ্গিত করিবার জন্য টীকাকার মহাশয় "আহুঃ" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন; নচেৎ, এরূপ স্থলে প্রায়ই মতান্তরটী উত্তম বলিয়া গৃহীত হইলে "প্রাহুঃ" এইরূপ ভাবে পদ-প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

এখন যদি বল যে, এস্থলে এই মতান্তরটী উত্তম নয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, এস্থলে লক্ষণ-মধ্যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের গ্রহণ করাতে হেতুতাবচ্ছেদক-ভেদে ব্যাপ্তি ও অনুমিতির কার্য্য-কারণ-ভাব-ভেদ ঘটিয়া গেল, এবং তাহার ফলে লক্ষণের গৌরব-দোষ ঘটিল। কিন্তু, গৌরব-দোষ থাকিলেও পণ্ডিত-সমাজে এরূপ মতভেদ প্রচলিত আছে বলিয়াই টীকাকার মহাশয় নিজ শিষ্যবর্গকে ইহা শিক্ষা দিলেন মাত্র।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইতেছে—"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাবনিষ্ঠ যে ব্যাপকতা-রূপ অভাব, সেই অভাবের পরম্পরায় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।" সুতরাং, এই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী সাহায্যে যে পরামর্শ গঠন করা যাইতে পারে, তাহা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে "বহ্ন্যভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাবনিষ্ঠ-ব্যাপকতা-রূপ অভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মবদ্ ধূমবান্ পর্ব্বত"—ইত্যাকার হইবে, এবং তাহা সাধারণভাবে বলিতে হইলে বলিতে হইবে, "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাবনিষ্ঠ-ব্যাপকতা-রূপ অভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মবৎ হেতুমান্ পক্ষ"। অবশ্য, বোধসৌকর্য্যার্থ ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বিশেষণগুলি সংযুক্ত করা হয় নাই; কার্য্যক্ষেত্রে যে সেগুলিও গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন এই প্রকার ব্যাপ্তি-লক্ষণ-সংবলিত পরামর্শের প্রকৃতস্থলে প্রয়োগ কিরূপ, এবং এরূপ ভাবে ব্যাপকতা দিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণটীকে পরিবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্য কি—এসব কথা এস্থলে আর আমরা আলোচনা করিলাম না। যেহেতু, এ বিষয়টী বুঝিতে হইলে "ব্যাপকতা" বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা আবশ্যক; কিন্তু ব্যাপকতাটী এতই জটিল যে, টীকাকার মহাশয়ই চতুর্থ লক্ষণের টীকামধ্যে ইহা স্বয়ং সবিস্তরে বর্ণনা করিবেন; সুতরাং, এ বিষয়টী চতুর্থ লক্ষণ পাঠের পর আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

যাহা হউক, এইবার আমরা দেখিব, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা-গ্রহণে যে পূর্ব্বোক্ত "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" প্রভৃতি তিনটী স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের দোষ ঘটিয়াছিল, তাহা নিবারণ নিমিত্ত টীকাকার মহাশয় যে দ্বিতীয় মতান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কিরূপ।

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-ব্যাপ্ততা-গ্রহণে পূর্ব্বোক্ত আপাত্তর তৃতীয় প্রকারে সমাধান।

টীকামূলম্‌।

অন্যে তু হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-স্বাধিকরণতাশ্রয়-বৃত্তি-যন্নিরবচ্ছিন্নাধিকরণত্বং তদবৃত্তি-নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিত-যথোক্ত-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতাত্বকত্বম্‌— ইতি বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-ব্যত্যাসে তাৎপর্য্যম্‌।

"স্ব"-পদং হেতুপরম্‌।

ইত্থং চ "কপিসংযোগাভাববান্‌ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদৌ "কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ" ইত্যাদৌ অপি ন অব্যাপ্তিঃ ইতি আহুঃ, ইতি সংক্ষেপঃ।

সত্ত্বাৎ ইত্যাদৌ—সত্ত্বাৎ। জীঃ সং, প্রঃ সং। সোঃ সং। "ইতি আহুঃ" ন দৃশ্যতে, প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

অপর কেহ কেহ কিন্তু বলেন "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে "হেতু," সেই হেতুর অধিকরণতার আশ্রয়ে বৃত্তিমান্‌ যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাতে অবর্ত্তমান যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাধ্যাভাবত্ববিশিষ্ট-নিরূপিত, পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাত্ব, সেই অধিকরণতাত্বক যে "হেতু", তাহার ভাবই ব্যাপ্তি—এই প্রকার বিশেষণ ও বিশেষ্য ভাবের বিপর্য্যাসই তাৎপর্য্য।

"স্ব" পদটী হেতুবোধক।

আর এরূপ করিলে "কপিসংযোগাভাববান্‌ সত্ত্বাৎ" এবং "কপিসংযোগিভিন্নঃ গুণত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলেও অব্যাপ্তি থাকে না, ইত্যাদি। ইহাই "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব"লক্ষণের সংক্ষিপ্ত অর্থ।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাকে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে গ্রহণ করিলে "ইদং বহ্নিমদ্‌ গগনাৎ", "দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ", এবং "সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলে যে দোষ হয়, দ্বিতীয় প্রকার একটী মতান্তর সাহায্যে তাহারই উদ্ধার করিতেছেন। সুতরাং, উক্ত দোষোদ্ধারের ইহাই তৃতীয় প্রকার পন্থা। কিন্তু এই কথাটী, টীকাকার মহাশয়ের ভাষা হইতে বুঝিবার পূর্ব্বে আমরা ইহার নিতান্তস্থূল মর্ম্মার্থটী বলিয়া দিতে চাহি। কারণ, তাহাতে তাঁহার ভাষাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে।

ইহার স্থূল মর্ম্মার্থটী এই যে,—"হেতুর অধিকরণে যদি সাধ্যাভাবের অধিকরণতাগুলি অবৃত্তি হয়, তাহা হইলেই লক্ষণ যায়, নচেৎ নহে।" সুতরাং, দেখ প্রসিদ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি "বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ"-স্থলে হেতুর অধিকরণ হয় পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, ও মহানস, এবং সাধ্যাভাবের অধিকরণতাগুলি থাকে জলহ্রদাদিতে। এখন, এই অধিকরণতাগুলি উক্ত পর্ব্বতাদিতে অবৃত্তি হয়, অতএব, লক্ষণ যায়। তদ্রূপ, প্রসিদ্ধ-অসদ্ধেতুক-অনুমিতি "ধূমবান্‌ বহ্নেঃ"-স্থলে হেতুর অধিকরণ হয়, পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস ও অয়োগোলক; এবং সাধ্যাভাবের

অধিকরণতাগুলির মধ্যে একটী অধিকরণতা থাকে অয়োগোলকে। এখন, সাধ্যাভাবের এই অয়োগোলকবৃত্তি অধিকরণতাটী হেতুর অধিকরণ-অয়োগোলকে অবৃত্তি হয় না; সুতরাং, লক্ষণ যায় না, অতিব্যাপ্তিও হয় না। কিন্তু, এই কথাটীকে টীকাকার মহাশয় যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহার যদি বিশেষণগুলি ত্যাগ করিয়া স্থূল মর্ম্মার্থটুকু উদ্ঘাটন করা হয়—তাহা হইলে তাহা হয়;—

"হেতুর অধিকরণে বৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, তাহাতে অবৃত্তি হয় যে, সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব, সেই সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বের মধ্যস্থ সাধ্যটী হয় "যে হেতুর", সেই হেতুর ভাবই ব্যাপ্তি।" অর্থাৎ, হেতুর উক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বকত্বই ব্যাপ্তি।

এখন দেখ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে হেতুর অধিকরণ হয় পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস। ইহাদিগের উপর বৃত্তি, যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার উপর সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী অবৃত্তি হয়। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ হয় জলহ্রদাদি, সেই জলহ্রদাদিতে যে অধিকরণতা আছে, তাহা পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস-বৃত্তি অধিকরণতা নহে; সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী হেতুমৎ-পর্ব্বতাদি-বৃত্তি অধিকরণতার উপর থাকিল না।

ঐরূপ "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলে, হেতুর অধিকরণ হয় পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস এবং অয়োগোলক। ইহাদিগের মধ্যে অয়োগোলক-বৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার উপর সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী অবৃত্তি হয় না। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ হয় জলহ্রদ এবং অয়োগোলক। তন্মধ্যে, অয়োগোলকে যে অধিকরণতা আছে, তাহাই সাধ্যাভাবাধিকরণ-অয়োগোলকবৃত্তি-অধিকরণতা; সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী হেত্বধিকরণ-অয়োগোলকবৃত্তি অধিকরণতার উপর বৃত্তি হইতেছে, অবৃত্তি হইতেছে না; অতএব, লক্ষণ যাইতেছে না—অতিব্যাপ্তিও ঘটিতেছে না।

এইবার দেখ, ইহার উপর আবশ্যকীয় বিশেষণগুলি দিলে কি করিয়া টীকাকার মহাশয়ের ভাষাতে উপনীত হওয়া যায়।

দেখ উপরে যে হেতুর অধিকরণের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হেতুর অধিকরণতার আশ্রয় রূপ অধিকরণ হওয়া আবশ্যক, এজন্য টীকাকার মহাশয় উহার" হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-স্বাধিকরণতাশ্রয়"রূপ বিশেষণটী গ্রহণ করিয়াছেন। এখন এই প্রকার "অধিকরণবৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতার" কথা বলা হইয়াছে, তাহার জন্য টীকাকার মহাশয় উক্ত অধিকরণতাশ্রয়বৃত্তি যন্নিরবচ্ছিন্নাধিকরণত্বম্" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; তাহার পর উক্ত "অধিকরণতাতে অবৃত্তি যে সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী"র কথা বলা হইয়াছে, সেই সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটীকে আবশ্যকীয় বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তিনি "তদবৃত্তি-নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিত-যথোক্ত-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতাত্ব" এইরূপ বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন। ইহার মধ্যে "নিরুক্ত" পদে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতি-

যোগিতাক" পর্য্যন্ত অংশটী বুঝিতে হইবে। ইহা সাধ্যাভাবের বিশেষণ। এবং "যথোক্ত সম্বন্ধ" পদে নব্যমতে "স্বরূপ-সম্বন্ধ", এবং প্রাচীনমতে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ" বুঝিতে হইবে।

এখন তাহা হইলে সমগ্র বাক্যটীর অর্থ হইল এই ;—

(সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবই ব্যাপ্তি বলিলে "ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ" প্রভৃতি স্থলে যে দোষ হয়, তাহা নিবারণ জন্য) কেহ কেহ বলেন—হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতার আশ্রয়ে বর্ত্তমান যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাতে অবৃত্তি হয় যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিত 'স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' অথবা 'সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' যে অধিকরণতাটী, সেই অধিকরণতাত্ব-কালীন যে "হেতু" সেই হেতুত্বই ব্যাপ্তি—আর তজ্জন্য বিশেষণ ও বিশেষ্যভাবের বিপরীত বিন্যাসই এই লক্ষণের তাৎপর্য্য। (ইহা হইল "অন্যে" হইতে "তাৎপর্য্যম্" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ। এইবার, এইরূপ অর্থ করিলে যে আরও কিছু লাভ হয়, তাহা জানাইবার জন্য তিনি "ইত্থং চ" হইতে অবশিষ্ট বাক্য-প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ—) আর এইরূপে "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এবং "কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয় না। ইত্যাদি।

যাহা হউক, এইবার আমরা এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব এবং তজ্জন্য এক্ষণে আমরা দেখিব ;—

প্রথম—এস্থলে বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবের ব্যত্যাস বলায় কি বুঝাইতেছে।

দ্বিতীয়—"কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে কেন অব্যাপ্তি হয় না।

তৃতীয়—"কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ" স্থলে কেন অব্যাপ্তি হয় না।

চতুর্থ—ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ, দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ, সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ, এবং "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ"-স্থলে কেন দোষ হয় না।

পঞ্চম—"ঘটত্ববান্ ঘটত্ব-তদভাবদ্বভয়াত্বৎ", এবং "দ্রব্যং ঘটত্ব-পটত্বোভয়স্মাৎ" ইত্যাদি স্থলেই বা কেন দোষ হয় না।

ষষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত কল্পদ্বয়ের সহিত ইহার পার্থক্য কি ? ইত্যাদি।

অতএব এখন দেখা যাউক—

প্রথম—এস্থলে বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবের ব্যত্যাস বলিতে কি বুঝায় ?

ইহার অর্থ—বিশেষণ ও বিশেষ্যভাবের বিপরীত বিন্যাস অর্থাৎ বিশেষণটী বিশেষ্য

এবং বিশেষ্যটী বিশেষণ হইলে যাহা হয় তাহা, অথবা যে-কোন রূপে পরিবর্ত্তন। এখন দেখ, ইতিপূর্ব্বে ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর যেরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে "হেতুটী" হইয়াছিল "বিশেষ্য" এবং "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাবটী" হইয়াছিল বিশেষণ; কারণ, তথায় অর্থ হইয়াছিল—"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি"। এখানে "হেতুটী" পরে থাকায় "বিশেষ্য" হইল, এবং বৃত্তিত্বাভাবটী পূর্ব্বে থাকায় "বিশেষণ" হইল। এখন কিন্তু, যে অর্থ হইল, তাহাতে হেতুর কথা অগ্রে কথিত হইয়াছে, এবং উক্ত বৃত্তিত্বাভাবের কথা পরে কথিত হইয়াছে; সুতরাং, এখানে হেতুটী হইল বিশেষণ, এবং সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী হইল বিশেষ্য। বস্তুতঃ, বিশেষ্য-বিশেষণের এই বিপরীত-বিন্যাসই এস্থলে উক্ত ব্যত্যাস-পদের অভিপ্রায়।

দ্বিতীয়—এইবার দেখা যাউক, ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে কেন ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না।

বলা বাহুল্য ২৩০ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা একটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল বলিয়া এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্বোক্ত অর্থ ধরিলে লক্ষণটী যায় না, এবং তজ্জন্য এ লক্ষণের কোন দোষ হয় না—ইত্যাদি। এখন, কিন্তু, ব্যাপ্তি-লক্ষণের যে অর্থ করা হইল, তাহাতে এস্থলেও লক্ষণটী যাইবে, এবং ইহার ফলে সিদ্ধান্ত হইবে যে, অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলেও ব্যাপ্তি-পঞ্চকোক্ত এই প্রথম লক্ষণটী যাইবে, কেবল "বাচ্যং প্রমেয়ত্বাৎ" প্রভৃতি ব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে এই লক্ষণটী যাইবে না—এই মাত্র বিশেষ।

যাহা হউক, এখন দেখ, অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি উক্ত—

"কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ"

স্থলে এই অর্থে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কি করিয়া প্রযুক্ত হয়?

দেখ, এখানে স্থূল লক্ষণটী হইয়াছে—হেতুর অধিকরণে বৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা তাহাতে অবৃত্তি হয় "যে হেতুর" সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব, সেই হেতুর ভাবই ব্যাপ্তি, অর্থাৎ সেই সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব মধ্যে যে সাধ্য আছে, সেই সাধ্য যে "হেতুটী"র হয়, সেই হেতুর ভাবই ব্যাপ্তি। সুতরাং, এখানে দেখ—

হেতু = সত্তা।

হেতুর অধিকরণ = দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম। কারণ, হেতু-সত্তাটী দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে থাকে।

তাহাতে বৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা = দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মবৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা। অর্থাৎ, এইগুলি যখন কোন-কিছুর নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হয়, তখন ইহাতে থাকে সেই কোন-কিছুর যে অধিকরণতা, তাহা। অর্থাৎ, যাহারা ইহাদের উপরে আদৌ থাকে না (যথা, সামান্যত্ব প্রভৃতি) তাহাদের অভাবের অধিকরণতা; অথবা, যাহারা উহাদের উপর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে থাকে, (যথা, সত্তা

প্রভৃতি) তাহাদের অধিকরণতা। অবশ্য, যাহার নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা এখানে পাওয়া গেল না, তাহা এখানে কপিসংযোগের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা; কারণ, কপিসংযোগের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতাই অপ্রসিদ্ধ।

এখানে যাহা লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা এই যে, সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতাটী হেতুর অধিকরণে আছে কি না? কারণ, যদি তাহা থাকে তাহা হইলেই লক্ষণ যাইবে না, এবং যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলেই লক্ষণ যাইবে।

তাহাতে অবৃত্তি "যে হেতুর" সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব, সেই হেতুর ধর্ম্ম=উক্ত দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-বৃত্তি যে সব নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, তাহাতে থাকে না (=অবৃত্তি) "যে হেতুর" সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব, সেই হেতুর ধর্ম্ম। বাস্তবিক, এইরূপ হেতুর ধর্ম্ম এস্থলে পাওয়া যায়; কারণ, এস্থলে হেতুটী হইতেছে "সত্তা," এবং এই সত্তারূপ হেতুকে লইয়া সাধ্য হইয়াছে "কপিসংযোগাভাব," আর সেই সাধ্যকে অবলম্বন করিয়া যে সাধ্যাভাব হইয়াছে তাহা "কপিসংযোগ", এবং সেই কপিসংযোগরূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণতার ধর্ম্ম যে অধিকরণতাত্ব, তাহাই এস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব হইল। এখন এই সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী, হেত্বধিকরণ-দ্রব্যগুণকর্ম্ম-বৃত্তি-উক্ত-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতার উপর থাকিতে পারে না; কারণ, হেত্বধিকরণ-বৃত্তি-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতারূপে সাধ্যাভাবের অধিকরণতাকে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং, দেখা গেল, হেত্বধিকরণে বৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, তাহাতে সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী অবৃত্তি হইল, অর্থাৎ এস্থলে লক্ষণ যাইল, অব্যাপ্তি হইল না।

অবশ্য, ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্ব অর্থে এস্থলে লক্ষণটী যায় নাই; কারণ, পূর্ব্বে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা লক্ষণের একটী অঙ্গ ছিল, এবং তাহা এস্থলে অপ্রসিদ্ধ হয়; কারণ, সাধ্যাভাব কপিসংযোগটী কস্মিনকালেও নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণক হয় না; সুতরাং, লক্ষণ যায় না; এবং এজন্য তখন এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইয়াছিল, এবং তাহার জন্য টীকাকার মহাশয় তখন মূলগ্রন্থের "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" এই বাক্যটীর সাহায্য লইয়া লক্ষণটীকে অব্যাপ্তি-দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন, কিন্তু, সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা লক্ষণের অঙ্গ নহে, পরন্তু, এখন হেতুর অধিকরণে যে কোন-কিছুর নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতাই লক্ষণের অঙ্গ; এবং তাহা এস্থলে পাওয়া গেল; সুতরাং, লক্ষণ যাইল, অব্যাপ্তি হইল না।

তৃতীয়, এইবার দেখা যাউক, ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই তৃতীয় প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে—

"কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ"

স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কিরূপে প্রযুক্ত হয়?

বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে ব্যাপ্তি-লক্ষণের যে প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে, এ স্থলটী এক-মতে, কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল বলিয়া উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের-অলক্ষ্য; সুতরাং, "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ"-স্থলের ন্যায় এস্থলেও অব্যাপ্তি-দোষ হয় না; এবং অন্য মতে,

এস্থলটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক না হইলেও সাধ্য-কপিসংযোগিভেদের অভাবটী কপিসংযোগ-স্বরূপ হয় না; পরন্তু, তাহা "কপিসংযোগিভেদাভাব"রূপ একটী পৃথক্ ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব পদার্থ হয়; অতএব, লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হয় না; আর তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষও হয় না—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের নির্দ্দোষতা প্রমাণিত করা হইয়াছে। এক্ষণে, কিন্তু, এই তৃতীয় প্রকার অর্থে ওরূপ কোনও পথেই যাইতে হইবে না; ইহাতে অনায়াসে এই অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইতে পারিবে।

দেখ, এস্থলে উক্ত তৃতীয় প্রকার অর্থে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের ঘটক,—

হেতু=গুণত্ব।

হেত্বধিকরণ=গুণ।

হেত্বধিকরণে বৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা=গুণ-বৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা। অর্থাৎ, গুণে যাহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে (যেমন, সত্তা প্রভৃতি) তাহাদের অধিকরণতা, অথবা গুণে যাহারা আদৌ থাকে না (যেমন, সামান্যত্ব প্রভৃতি) তাহাদের অভাবের অধিকরণতা। অবশ্য, যাহার নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা এখানে পাওয়া গেল না, তাহা এখানে কপিসংযোগের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা; কারণ, কপিসংযোগের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতাই অপ্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ, এখানে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা না পাওয়াতেই লক্ষণটী যাইবে, ইহা পূর্ব্ববৎ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ৩০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহাতে অবৃত্তি "যে হেতুর" সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব সেই হেতুর ধর্ম্ম=উক্ত গুণবৃত্তি যে সব নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, তাহাতে থাকে না (=অবৃত্তি) "যে হেতুর" সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব, সেই হেতুর ধর্ম্ম। বাস্তবিক, এইরূপ হেতুর ধর্ম্ম এস্থলে পাওয়া যায়। কারণ, এস্থলে হেতুটী হইতেছে গুণত্ব, এবং এই গুণত্বরূপ হেতুকে লইয়া সাধ্য হইয়াছে 'কপিসংযোগিভেদ', আর এই সাধ্যকে অবলম্বন করিয়া যে 'সাধ্যাভাব' হইয়াছে, তাহা "কপিসংযোগিভেদাভাব অর্থাৎ কপিসংযোগিত্ব অর্থাৎ কপিসংযোগ, এবং এই কপিসংযোগরূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণতার ধর্ম্ম যে অধিকরণতাত্ব, তাহাই এস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব হইল। এখন এই সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী হেত্বধিকরণ-গুণবৃত্তি-নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতার উপর থাকিতে পারে না; কারণ, হেত্বধিকরণবৃত্তি-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতারূপে সাধ্যাভাবের অধিকরণতাকে পাওয়া যায় নাই।

সুতরাং, দেখা গেল, হেত্বধিকরণে বৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, তাহাতে সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী অবৃত্তি হইল, অর্থাৎ এস্থলে লক্ষণ যাইল, অব্যাপ্তি হইল না।

অবশ্য, ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্ব অর্থে এস্থলে লক্ষণটী যায় কি না—এ সব কথা উপরেই কথিত হইয়াছে; সুতরাং, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্থ, এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই অর্থে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি-স্থল-কয়টীতে অর্থাৎ ;—

ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ ... এই অসদ্ধেতুক স্থলে
দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ ... এই সদ্ধেতুক স্থলে
সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ ... এই সদ্ধেতুক স্থলে, এবং
দ্রব্যং সত্ত্বাৎ ... এই অসদ্ধেতুক স্থলে

ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কিভাবে কোথায় প্রযুক্ত হয়, কিংবা হয় না।

কিন্তু, এতদুদ্দেশ্যে আমাদিগকে এ বিষয়টী আর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইবে না ; কারণ, এই অর্থ অবলম্বন করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রয়োগ সম্বন্ধে উপরে যতদূর আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে এ বিষয়টী এখন সহজ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, ইতিপূর্ব্বে উক্ত স্থল কয়টীতে দ্বিতীয় অর্থ অবলম্বন করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণ প্রয়োগকালে আমরা যেরূপ প্রকোষ্ঠ-চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, এস্থলেও তদ্রূপ করা গেল।

ব্যাপ্তি-লক্ষণ	ইদং বহ্নিমদ্ গগনাৎ স্থলে	দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ স্থলে	সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ স্থলে	দ্রব্যং সত্ত্বাৎ স্থলে
হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণতা	গগনত্বাবচ্ছিন্ন সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গগনের অধিকরণতা। ইহা অপ্রসিদ্ধ	গুণকর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সত্তার অধিকরণতা। ইহা দ্রব্যমাত্র বৃত্তি।	দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন দ্রব্যত্বের অধিকরণতা। ইহা দ্রব্যবৃত্তি।	সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সত্তার অধিকরণতা। ইহা দ্রব্যগুণকর্ম্ম-বৃত্তি, এ-স্থলে ধরা যাউক ইহা গুণ ও কর্ম্মবৃত্তি।
তাহাতে বৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা	অপ্রসিদ্ধ।	সত্তার অধিকরণতা বা গুণত্বাভাবের অধিকরণতা। কিন্তু সাধ্যাভাবের অধিকরণতা নহে	সত্তার অধিকরণতা অথবা গুণত্বাভাবের অধিকরণতা। কিন্তু সাধ্যাভাবের অধিকরণতা নহে।	দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণতা, অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণতা।
তাহাতে অবৃত্তি "যে হেতুর" সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব	অপ্রসিদ্ধ।	ইহাতে উক্ত হেতুর যে সাধ্যদ্রব্যত্ব. তাহার অভাবাধিকরণতাত্বটী অবৃত্তি হয়।	ইহাতে উক্ত হেতুর যে সাধ্য সত্তা, তাহার অভাবাধিকরণতাত্বটী অবৃত্তি হয়।	ইহাতে উক্ত হেতুর যে সাধ্য দ্রব্যত্ব, তাহার অভাবাধিকরণতাত্বটী অবৃত্তি হয় না।
সেই হেতুর ধর্ম্ম	পাওয়া গেল না	পাওয়া গেল	পাওয়া গেল	পাওয়া গেল না।
সুতরাং	লক্ষণ যাইল না।	লক্ষণ যাইল।	লক্ষণ যাইল	লক্ষণ যাইল না।

অবশিষ্ট কথা দ্বিতীয়-অর্থবোধক-প্রকোষ্ঠচিত্রের অনুরূপ বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, এতদ্দ্বারা দেখা গেল, যেজন্য এই তৃতীয় কল্পের প্রয়োজন, তাহা এক্ষেত্রে কতদূর সিদ্ধ হইল। এক্ষণে দেখা যাউক ;—

পঞ্চম, পূর্ব্বোক্ত "ঘটত্ববান্ ঘটত্ব-তদভাববত্ত্বভয়াম্বৎ" এবং "দ্রব্যং ঘটত্ব-পটত্বোভয়স্মাৎ" এই দুইটী স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই তৃতীয় প্রকার অর্থে কোন দোষ হয় কি না ?

ইহার উত্তর অতি সহজ; এবং পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় কল্পেরই অনুরূপ। অতএব, এতদুদ্দেশ্যে দ্বিতীয়কল্পে এই প্রশ্নের উত্তরটীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই চলিবে। ২৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ, এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে পূর্ব্বোক্ত কল্পদ্বয়ের সহিত এই তৃতীয় কল্পের পার্থক্য কি?

ইহার উত্তরে নিম্নে আমরা একটী তালিকা প্রস্তুত করিলাম, আশা করা যায়, এতদ্দ্বারা বিষয়টী সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রথম কল্পে ছিল—	দ্বিতীয় কল্পে ছিল—	তৃতীয় কল্পে হইল—
১। সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি।	১। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেত্বধিকরণতাগুলি না থাকাই ব্যাপ্তি।	১। হেত্বধিকরণেবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতার উপর সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী না থাকাই ব্যাপ্তি।
২। বিশেষ্য এখানে "হেতু"।	২। বিশেষ্য এখানে "হেতু" নহে।	২। বিশেষণটী এখানে "হেতু"।
৩। হেতুতাবচ্ছেদক লক্ষণ-ঘটক নহে।	৩। হেতুতাবচ্ছেদক লক্ষণ-ঘটক।	৩। হেতুতাবচ্ছেদকটী লক্ষণঘটক।
৪। বৃত্তিতাটী যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়।	৪। বৃত্তিতাটী স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন।	৪। বৃত্তিতাটী স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন।
৫। বৃত্তিতার অভাবটী হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা হয়।	৫। বৃত্তিতার অভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা হয়।	৫। বৃত্তিতার অভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা হয়।
৬। অব্যাপ্যবৃত্তি কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থলগুলি লক্ষণের লক্ষ্য হয় না।	৬। অব্যাপ্যবৃত্তি কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি স্থলগুলি লক্ষণের লক্ষ্য হয় না।	৬। অব্যাপ্যবৃত্তি কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি স্থলগুলি লক্ষণের লক্ষ্য হয়।
৭। সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা লক্ষণ-ঘটক।	৭। সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা লক্ষণ-ঘটক।	৭। সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা লক্ষণঘটক নহে। পরন্তু, হেত্বধিকরণবৃত্তি যে-কোন নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতাই লক্ষণঘটক
৮। হেতুতাবচ্ছেদক না থাকায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা লঘুকল্প।	৮। হেতুতাবচ্ছেদক ও "সামান্য"পদ থাকায় ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুকল্প।	৮। "সামান্য"পদ না থাকায় ইহা দ্বিতীয় কল্প হইতে লঘুকল্প।

এতদ্‌ভিন্ন অবশিষ্ট অংশে তিনটী কল্পেরই ঐক্য আছে বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, এতদূরে, এই তৃতীয় কল্পের কথা সমাপ্ত হইল, অর্থাৎ যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা ধরিতে হইবে, তৎসম্বন্ধীয় সকল কথাই এক প্রকার বলা হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রথম লক্ষণের প্রত্যেক পদের রহস্য কথনও শেষ হইল। এইবার আমরা সমগ্র লক্ষণসংক্রান্ত কয়েকটী অবান্তর কথার আলোচনা করিব; কারণ, পণ্ডিত সমাজে এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করিতে দেখা যায়, অথচ টীকাকার মহাশয় এ সকল কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। সুতরাং, এক্ষণে আমরা এই কথাগুলি পৃথগ্‌ভাবে নিম্নলিখিত পরিশিষ্ট মধ্যে আলোচনা করিলাম।

প্রথম-লক্ষণ-পরিশিষ্ট ।

এই পরিশিষ্ট-মধ্যে আমরা যে কথাগুলি আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা সংক্ষেপতঃ তিন প্রকার যথা ;—

(প্রথম)—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এই প্রথম লক্ষণটীর প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি ।

(দ্বিতীয়)—টীকাকার মহাশয়ের কথিত যাবৎ নিবেশাদি সত্ত্বেও লক্ষণের যে ত্রুটী থাকে, তাহার সংশোধন, এবং—

(তৃতীয়)—পূর্ব্বে বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত বিষয়ের আলোচনা ।

বস্তুতঃ, এই তিনটী বিষয় যে এখন কতদূর প্রয়োজনীয়, এবং প্রকৃতোপযোগী তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় ।

এখন, এই তিনটী বিষয় মধ্যে আমাদের (প্রথম) আলোচ্য বিষয়—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্"-পদের মধ্যস্থিত প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে যে ব্যাবৃত্তিগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ;—

প্রথম—"সাধ্যাভাব" পদের নিবেশে যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক" অংশটী রহিয়াছে, তন্মধ্যস্থ "প্রতিযোগিতা"-পদের ব্যাবৃত্তি।

দ্বিতীয়—"সাধ্যাভাব" পদমধ্যস্থ "অভাব"-পদের ব্যাবৃত্তি ।

তৃতীয়—"সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব" পদমধ্যস্থ "বৃত্তিতা" পদটীর ব্যাবৃত্তি ।

এতদ্ব্যতীত পদগুলির ব্যাবৃত্তি ভাষাপরিচ্ছেদ বা তর্কসংগ্রহ পড়া থাকিলে পাঠক স্বয়ং প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন, অতএব আমরা আর সেগুলি আলোচনা করিব না। যাহা হউক, এখন দেখা যাউক ;—

প্রথম—"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব" মধ্যস্থ "প্রতিযোগিতা" পদটী কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, যদি উক্ত "প্রতিযোগিতা" পদটী না দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখ, লক্ষণ হইল—"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন' 'যে', তন্নিরূপক যে অভাব, তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি।" কিন্তু, একথা বলিলে—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এই প্রসিদ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে ।

কারণ, দেখ, "বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" এইরূপ জ্ঞানে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন হয় 'প্রকারতা', এবং পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন হয় বিশেষ্যতা'। ওদিকে, বিশেষ্যতা-নিরূপিত প্রকারতা হওয়ায় প্রকারতা-নিরূপক বিশেষ্যতাও হয়, এবং ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত কথা, একথা কেহই অস্বীকার করেন না। যেহেতু, যে যাহার নিরূপিত হয়, সে তন্নিরূপক হয়, এইরূপ একটী নিয়মই আছে। এখন দেখ, বহ্নিটী পর্ব্বতে সংযোগ-সম্বন্ধে আছে—এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় এই জ্ঞানে; বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারতাটী সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নও হয়। কিন্তু, যদি

ব্যাপ্তি-লক্ষণটী ঐরূপ হয়, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে বহ্নিত্ব, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ যে সংযোগ, সেই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন "যে" বলিতে ঐ প্রকারতাকেও ধরা যাইতে পারে। কারণ, উপরেই দেখান হইয়াছে, ঐ প্রকারতাটী বহ্নিত্ব-ধর্ম্ম ও সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। এখন, এই বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতার নিরূপক হইতে পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা হইল। কারণ, উপরেই বলা হইয়াছে— বিশেষ্যতাটী প্রকারতার নিরূপক হয়। তাহার পর, এই বিশেষ্যতাকেও অভাব-স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়; কারণ, ঐ বিশেষ্যতার অভাবের অভাবই আবার ঐ বিশেষ্যতার স্বরূপ হয়। এখন যদি, এই বিশেষ্যতারূপ অভাবটী লক্ষণ-ঘটক হইল, তাহা হইলে, "সাধ্যাতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন 'যে' তন্নিরূপক অভাব" হইল ঐ বিশেষ্যতা, আর ঐ বিশেষ্যতারূপ অভাবের অধিকরণ পর্ব্বতও হইতে পারে, এবং সেই পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতাই ধূম-হেতুতে থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না—সুতরাং লক্ষণ যাইবে না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

আর যদি উক্ত "প্রতিযোগিতা"-পদটী গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এস্থলে আর প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে ঐ "প্রকারতাকে" ধরিতে পারা যাইবে না; সুতরাং, প্রদর্শিত প্রকারে অব্যাপ্তিও প্রদর্শন করিতে পারা যাইবে না। অতএব দেখা গেল, উক্ত "প্রতিযোগিতা" পদটী আবশ্যক।

দ্বিতীয়। অতঃপর আমাদিগকে দেখিতে হইবে "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এই পদান্তর্গত "অভাব" পদটী কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, ইহা যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষণটী হইবে—সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক "যে," তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি"। কিন্তু, এরূপ করিলে—

"ইদং অভাবত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যং অভাবত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের আবার অব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

কারণ, উপরি উক্ত লক্ষণ মধ্যস্থ "যে" পদে এখন আমরা "অভাবত্ব" ধরিতে পারি। যেহেতু, প্রতিযোগিতা-নিরূপক যেমন "অভাব" হয়, তদ্রূপ "অভাবত্ব"ও হয়, ইহা নৈয়ায়িকগণ-সম্মতই কথা। এখন দেখ, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানিরূপক" বলিতে "সাধ্যাভাবত্ব" হইল; তাহার অধিকরণ হইবে সাধ্যাভাব; তন্নিরূপিত বৃত্তিতাটী উক্ত "অভাবত্ব"রূপ হেতুতে আছে, বৃত্তিতার অভাব উক্ত হেতুতে পাওয়া যায় না; সুতরাং, লক্ষণ যাইল না; অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু যদি, এস্থলে ঐ "অভাব"-পদটী গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে "সাধ্য-প্রতিযোগিক অভাব"; সুতরাং, এখন আর "যে" পদে "অভাবত্ব"বা "অভাবত্বাভাবাভা"কে ধরিতে পারা যাইবে না, এবং তখন "অভাবত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাভাব" রূপ

সাধ্যাভাবটী হেত্বধিকরণ-অভাবের উপরে থাকিবে না, অর্থাৎ হেতুভূত অভাবত্বের উপর বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যাইবে, লক্ষণ যাইবে—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। সুতরাং, উক্ত "অভাব" পদটীও প্রয়োজন।

তৃতীয়। এইবার দেখা যাউক, "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব"-পদমধ্যস্থ "বৃত্তিতা" পদটী কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, যদি "বৃত্তিতা" পদটী না দেওয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষণটী হইবে "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত 'যে', তাহার অভাবই ব্যাপ্তি।" কিন্তু, এরূপ লক্ষণ হইলে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এই প্রসিদ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলেই আবার অব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত 'যে' বলিতে "ধূমানিষ্ঠ প্রতিযোগিতা"কে ধরা যাইতে পারে। যেহেতু, সাধ্য এখানে বহ্নি ; সাধ্যাভাব সুতরাং বহ্ন্যভাব ; সাধ্যাভাবাধিকরণ ধূমাভাবও হয় ; কারণ, বহ্ন্যভাবটী ধূমাভাবের উপরও থাকে, এই ধূমাভাবের প্রতিযোগিতা থাকে ধূমে, এবং প্রতিযোগিতাটী অভাব-নিরূপিত হইয়া থাকে। সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ যে ধূমাভাব, তন্নিরূপিত "যে" বলিতে প্রতিযোগিতাকেও পাওয়া গেল। এখন এই প্রতিযোগিতা ধূমের উপর থাকায় এবং ধূমটীই হেতু বলিয়া, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে, তাহাই হেতুতে পাওয়া গেল, অভাব আর পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিল।

কিন্তু, যদি, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত "বৃত্তিতা"কে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আর উক্ত "প্রতিযোগিতা"কে পাওয়া যাইবে না ; সুতরাং, ঐ বৃত্তিতা থাকিবে, (সাধ্যাভাবাধিকরণ ধূমাভাব ধরিলে,) ধূমাভাবত্বের উপর, ঐ ধূমাভাবত্ব-নিষ্ঠ-বৃত্তিতার অভাবই থাকিবে হেতু-ধূমে, বৃত্তিতা থাকিবে না ; সুতরাং, লক্ষণ যাইবে—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। অতএত উক্ত "বৃত্তিতা" পদটীও আবশ্যক।

যাহা হউক, ইহাই হইল আমাদের পূর্ব্বপ্রস্তাবিত (প্রথম) আলোচ্য বিষয়। এইবার আমরা আমাদের (দ্বিতীয়) আলোচ্য বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিব। অর্থাৎ দেখা যাউক—

(দ্বিতীয়)—টীকাকার মহাশয়ের কথিত যাবৎ নিবেশাদি সত্ত্বেও প্রসিদ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের কেন অব্যাপ্তি-দোষ হয়, এবং তাহা নিবারণের উপায়ই বা কি ? অতএব, অগ্রে দেখা যাউক, উক্ত নিবেশাদি সত্ত্বেও কেন—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় ?

দেখ, এস্থলে বহ্ন্যভাবাধিকরণরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে "ধূমাধিকরণতা" ধরা যাইতে

পারে ; যেহেতু, ধূমাধিকরণেই বহ্নি থাকে, ধূমাধিকরণতার উপর বহ্নি থাকে না। এখন, এই ধূমাধিকরণতারূপ যে সাধ্যাভাবাধিকরণ, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকে ধূমে, আর তজ্জন্য ধূমে বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না ; অথচ এই ধূমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অত নিবেশাদি সত্ত্বেও ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

যদি বল, ধূমাধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিতা ধূমের উপর কি করিয়া থাকে ? "ধূমাধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিতা" ত ধূমাধিকরণতাত্বের উপরই থাকিবার কথা ? তাহার উত্তর এই যে, বৃত্তিতা (অর্থাৎ আধেয়তা) যেমন নিজ অধিকরণ-নিরূপিত হয়, তদ্রূপ নিজ অধিকরণতা-নিরূপিতও হয়। যেমন; ঘটের আধেয়তা, ঘটাধিকরণ-ভূতল-নিরূপিত হয়, তদ্রূপ ভূতলবৃত্তি-ঘটাধিকরণতারূপ ধর্ম্ম নিরূপিতও হয়। ইহা টীকাকার মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ২৬৬ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা গেল, এস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-রূপে ধূমাধিকরণতাকে ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত নিবেশাদি সত্ত্বেও উপরে ব্যাপ্তি-লক্ষণের যে অব্যাপ্তি-দোষ হইল, তাহাতে কোন দোষ ঘটে নাই, অর্থাৎ, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই থাকিয়া যাইতেছে।

এখন এই অব্যাপ্তি-নিবারণার্থ নানা জনে নানা কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু, সে সকল গুলিতেই একটী-না-একটী দোষ প্রকাশ হইয়া পড়ে, কেবল একটী মাত্র কৌশল আছে, যাহাতে এই দোষ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু, কোন্ কৌশলটীতে কোন্ দোষ, এবং কোন্‌টীতে দোষ হয় না, ইহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। সুতরাং, আমরা একে একে সে সবগুলি সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া শেষে ইহার প্রকৃত উত্তর লিপিবদ্ধ করিলাম। যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, এতদুদ্দেশ্যে কে কি বলেন এবং তাহাতে কোথায় কি দোষই বা হয় ?

প্রথম, এক দল পণ্ডিত ইহার যে উপায় করেন, তাহা এই—তাঁহারা বলেন যে, এস্থলে উক্ত অব্যাপ্তি-নিবারণার্থ ব্যাপ্তি-লক্ষণটী—"হেত্বধিকরণতা-ভিন্ন যে সাধ্যাভাবাধিকরণ, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি।"—এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, তাহা হইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে আর হেত্বধিকরণরূপে ধূমাধিকরণতাকে ধরিতে পারা যাইবে না, আর তাহার ফলে অব্যাপ্তি-দোষও হইবে না, ইত্যাদি।

কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে এ উপায়টীও সম্যক নহে। কারণ, যেখানে হেত্বধিকরণতা-ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ আদৌ পাওয়া যায় না, সেখানে "হেত্বধিকরণতা ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" রূপ ঐ ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর ঘটক "হেত্বধিকরণতা-ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ" পদার্থ অপ্রসিদ্ধ হইবে, আর তজ্জন্য পুনরায় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, কোনও লক্ষ্য স্থলে লক্ষণের ঘটক পদার্থের অপ্রসিদ্ধি ঘটিলে ঐ লক্ষণটী অব্যাপ্তি-দোষ-দুষ্ট হইয়া থাকে, ইহা আমরা পূর্ব্বে বহুবার দেখাইয়া আসিয়াছি, এবং ইহাই নিয়ম।

যাহা হউক, এখন দেখ, "হেত্বধিকরণতাভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি" বলিলে কোথায় অব্যাপ্তি-দোষ হয়? দেখ, একটী স্থল আছে—

"ইদং ধূমাধিকরণতাভিন্নং ধূমাৎ"

ইহার অর্থ—ইহা ধূমাধিকরণতা হইতে ভিন্ন, যেহেতু ইহাতে ধূম রহিয়াছে। তাহার পর, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলও বটে; কারণ, ধূম যেখানে যেখানে থাকে, ধূমাধিকরণতা-ভেদ সেই সেই স্থানেও থাকে; যেহেতু, ধূমাধিকরণতা ও ধূমাধিকরণ এক পদার্থ নহে।

তাহার পর দেখ, এখানে "হেত্বধিকরণতা-ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ" পাওয়া যায় না। কারণ; হেত্বধিকরণতা এখানে ধূমাধিকরণতাই হইবে; যেহেতু, 'হেতু' এখানে ধূম, সাধ্যাভাবাধিকরণ আবার এখানে ঐ ধূমাধিকরণতাই হইবে; যেহেতু, সাধ্যটী এখানে ধূমাধিকরণতাভেদ; সুতরাং, সাধ্যাভাবটী হইবে ধূমাধিকরণতাভেদাভাব এবং তাহার অধিকরণ ধূমাধিকরণতাই হয়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, এখানে, "হেত্বধিকরণতা-ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ" পাওয়া গেল না, যেহেতু ইহা অপ্রসিদ্ধ। অতএব এখানে লক্ষণ যাইল না, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

যাহা হউক, এই দলের পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহাতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ বিদূরিত হয় না; সুতরাং, এখন দ্বিতীয় দল কি বলেন, তাহাই দেখা যাউক।

দ্বিতীয় দল পণ্ডিত বলেন যে, প্রদর্শিত-অব্যাপ্তি-নিবারণার্থ ব্যাপ্তি-লক্ষণটীকে "সাধ্যাভাবাধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" বলিলেই চলিতে পারে। কারণ, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে আর বহ্ন্যভাবাধিকরণতা বলিতে ধূমাধিকরণতাকে ধরিতে পারা যাইবে না। যেহেতু, লক্ষণমধ্যে এখন আর 'সাধ্যাভাবাধিকরণ' পদ নাই, এখন তাহার পরিবর্ত্তে 'সাধ্যাভাবাধিকরণতা' পদ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং, আর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না।

কিন্তু, বাস্তবিক, ইহাও নির্দ্দোষ পথ নহে। কারণ, এ পথে "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলে অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে। যেহেতু, সাধ্যাভাবাধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিতা সর্ব্বত্রই সাধ্যাভাবেরই উপর থাকে, হেতুর উপর থাকে না। দেখ, সাধ্য এস্থলে ধূম; সাধ্যাভাব, সুতরাং ধূমাভাব; সাধ্যাভাবাধিকরণ এখানে ধূমাভাবাধিকরণ, যথা অয়োগোলক ও জলহ্রদাদি; সাধ্যাভাবাধিকরণতা ঐ অয়োগোলকাদি-বৃত্তি ধর্ম্ম-বিশেষ। এই সাধ্যাভাবাধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ ধূমাভাবাধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকে ধূমাভাবের উপর। কারণ, নিজের অধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকে নিজের উপর। সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিতা বহ্নির উপর থাকে না; অর্থাৎ বহ্নির উপর উক্ত বৃত্তিতার অভাবই পাওয়া গেল; সুতরাং, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল। অতএব দেখা গেল, এই দ্বিতীয় পথেও ব্যাপ্তি-লক্ষণটী নির্দ্দোষ হয় না।

তৃতীয় দল পণ্ডিত ইহা দেখিয়া বলেন যে, উক্ত অব্যাপ্তি-দোষ-নিবারণার্থ "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিষ্ঠ যে অধিকরণতা, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি", এই লক্ষণের তাৎপর্য্য এই যে, ব্যভিচারী স্থলে ঐ "অধিকরণতা"-পদে হেতুর অধিকরণতাই পাওয়া যাইবে, সদ্ধেতুক-স্থলে হেতুর অধিকরণতা পাওয়া যাইবে না; সুতরাং, অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি হইবে না। দেখ এখানে, সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধূমাধিকরণতাকে ধরিলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিষ্ঠ অধিকরণতা বলিতে ধূমাধিকরণতানিষ্ঠ অধিকরণতাকে পাওয়া যাইবে। কিন্তু, তাহা হইলে তন্নিরূপিত বৃত্তিতা আর ধূমে পাওয়া যাইবে না। যেহেতু, ইহা ধূমের অধিকরণ বা অধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিতা নহে। অর্থাৎ, ধূমনিষ্ঠ বৃত্তিতাটী ধূমাধিকরণতানিষ্ঠ যে অধিকরণতা, তন্নিরূপিত হয় না। সুতরাং, হেতুতে "সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই" পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না। অবশ্য "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলে যে অতিব্যাপ্তি নাই, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এজন্য তাহা আর লিপিবদ্ধ করা হইল না।

কিন্তু, বাস্তবিক এ উপায়টীও নিরাপদ নহে। কারণ,—

"ইদম্ ঘটভিন্নম্ অধিকরণতাত্বাৎ"

এইরূপ সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে পুনরায় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

ইহার অর্থ—ইহা ঘটভেদ বিশিষ্ট, যেহেতু ইহাতে অধিকরণতাত্ব রহিয়াছে। তাহার পর, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতিরও স্থল। কারণ, হেতু অধিকরণতাত্ব যেখানে থাকে, সেখানে সাধ্য ঘটভেদও থাকে। যেহেতু, অধিকরণতাত্ব থাকে অধিকরণত্বের উপর।

এখন দেখ, এখানে উক্ত অব্যাপ্তি কি করিয়া হয়? এখানে সাধ্য হইল ঘটভেদ; সাধ্যাভাব হইল ঘটভেদাভাব, অর্থাৎ ঘটত্ব; সাধ্যাভাবের অধিকরণ, সুতরাং, ঘট; তন্নিষ্ঠ যে অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিতাই হেতুরূপ অধিকরণতাত্বের উপর থাকে, বৃত্তিতার অভাব থাকে না; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল। অতএব, দেখা গেল, এ তৃতীয় পথেও নিস্তার নাই।

ইহা দেখিয়া চতুর্থ দল পণ্ডিত বলেন—না—ওপথও ঠিক নহে। উক্ত দোষ-নিবারণার্থ "স্বনিরূপিতত্ব ও স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব এতদুভয় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা, তাহার অভাবই ব্যাপ্তি" বলিতে হইবে। আর এরূপ ব্যাপ্তি-লক্ষণ করিলে পূর্ব্বোক্ত "ইদং ঘটভিন্নম্ অধিকরণতাত্বাৎ"-স্থলে, কিংবা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে অব্যাপ্তি, অথবা "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি কোন দোষই হইবে না।

কারণ, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে এখন সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে যদি পূর্ব্ববৎ ধূমাধিকরণতাকে ধরা যায়, তাহা হইলে তন্নিরূপিত ধূমনিষ্ঠ বৃত্তিতাটী 'স্বনিরূপিত' হইবে, কিন্তু 'স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিত' হইবে না; সুতরাং, স্বনিরূপিতত্ব এবং স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-

নিরূপিতত্ব—এতদুভয় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট বৃত্তিতা বলিতে ধূমনিষ্ঠ বৃত্তিতাকে পাওয়াই গেল না, আর তজ্জন্য তাহার অভাব হেতুতে পাওয়া যাইবে, লক্ষণ যাইবে—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না। (এখানে "স্ব"পদে সাধ্যাভাবাধিকরণ বুঝিতে হইবে।)

ঐরূপ "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলেও দেখ, এই লক্ষণটী যাইবে না। কারণ, "স্বনিরূপিতত্ব এবং স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব"—এতদুভয় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা, তাহা অয়োগোলক-নিরূপিত যে বহ্নিনিষ্ঠ বৃত্তিতা তাহাই হইবে। কারণ, তাহা "স্ব"পদবাচ্য সাধ্যাভাবাধিকরণ যে অয়োগোলক, তন্নিরূপিত হয়, এবং উক্ত অয়োগোলক নিষ্ঠ যে বহ্নির অধিকরণতা, তন্নিরূপিতও হয়। সুতরাং, উক্ত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

ঐরূপ দেখ, এই লক্ষণানুসারে "ইদং ঘটাভিন্নম্ অধিকরণতাত্বাৎ"-স্থলেও অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এখানে সাধ্যাভাবাধিকরণ হইল ঘট, তন্নিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব হেতুনিষ্ঠ-বৃত্তিতার উপর থাকিলেও, অর্থাৎ অধিকরণতাত্বনিষ্ঠ বৃত্তিতার উপর থাকিলেও ঐ বৃত্তিতার উপরে স্বনিরূপিতত্ব অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-ঘট-নিরূপিতত্ব থাকে না; কারণ, ঘটের উপর অধিকরণতাত্ব পদার্থ নাই—যেহেতু, ঘট, অধিকরণতা নহে; সুতরাং, উক্ত স্বনিরূপিতত্ব এবং স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব এতদুভয় সম্বন্ধে "সাধ্যাভাবাধিকরণ বিশিষ্ট বৃত্তিতা হেতুর উপর পাওয়া গেল না। অবশ্য, ইহার প্রধান কারণ এখানে সাধ্যাভাবাধিকরণটী ঘট ভিন্ন আর কেহ হয় না, পূর্ব্বের ন্যায় সাধ্যাভাবাধিকরণ আর হেত্বধিকরণতা হইবে না। সুতরাং, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

কিন্তু, এ পথেও আবার দোষ হইবে। কারণ, এমন সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল আছে, যেখানে এরূপ লক্ষণেরও অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। দেখ, একটী স্থল আছে—

"ইদং ঘটাভাবাধিকরণতাত্‌-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যং
ঘটাভাবাধিকরণতাত্বাৎ"

ইহার অর্থ—ইহা ঘটাভাবের অধিকরণতাত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা-বিশিষ্ট, যেহেতু ইহাতে ঘটাভাবের অধিকরণতাত্ব রহিয়াছে।

তাহার পর, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলও বটে। কারণ, হেতু-ঘটাভাবাধিকরণতাত্বটী যেখানে থাকে, সাধ্য-ঘটাভাবাধিকরণতাত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাও সেই স্থানে থাকে। (এতৎ-সংক্রান্ত প্রকারতা-বিশেষ্যতা-সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বোক্ত "আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা-ভাববান্ আত্মত্বাৎ"-স্থলের অনুরূপে বুঝিতে হইবে ১৭৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।)

যাহা হউক, এখন দেখ, এস্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়?

দেখ এখানে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-পদে হেতুর অধিকরণতাকেও পাওয়া যায়। যেহেতু, এখানে হেতুর অধিকরণতার উপর সাধ্য থাকে না, হেতুর অধিকরণের উপরই সাধ্য থাকে,

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ হেতুর অধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিতা হেতুতে থাকে, এবং তন্নিরূপিত অধিকরণতা-পদে এখানে হেতুর অধিকরণকেও পাওয়া গেল। কারণ, এখানে হেতুর অধিকরণ ঘটাভাবাধিকরণতা, এবং ইহা সেই স্থানে থাকে যেখানে ঘট থাকে না। এস্থলে হেতুর অধিকরণতার উপরেও ঘট থাকে না; সুতরাং, তন্নিষ্ঠ অধিকরতা-পদে হেতুর অধিকরণকে পাওয়া গেল। অতএব, ঐ হেতুর অধিকরণতানিষ্ঠ যে অধিকরণতা, তাহা হেতুর অধিকরণ, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা, হেতুতে আছে। সুতরাং, 'স্বনিরূপিতত্ব এবং স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব এতদ্ উভয় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা', তাহা হেতুতে থাকিল, বৃত্তিতার অভাব থাকিল না, লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। অতএব দেখা গেল, এক্ষেত্রে চতুর্থ দল পণ্ডিতবর্গের কথাও ঠিক নহে।

এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে আশায় নিম্নে একটী 'কৌশল' অবলম্বন করা গেল; সম্ভবতঃ, ইহা কাহারও উপযোগী হইতে পারে—

সাধ্য=ঘটাভাবাধিকরণতাত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতা।

হেতু—ঘটাভাবাধিকরণতাত্ব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ—ঘটাভাবাধিকরণতাত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাভাবাধিকরণ। ইহা এখানে হেতুর অধিকরণতা ধরা যাইতে পারে। কারণ, সাধ্যাভাবটী হেত্বধিকরণে না থাকিলেও হেত্বধিকরণতার উপর থাকিতে কোন বাধা নাই। এখন,—

স্ব=সাধ্যাভাবাধিকরণ—ইহা এখানে হেতুর অধিকরণতা, অর্থাৎ ঘটাভাবাধিকরণতাত্বের অধিকরণতা।

স্বনিরূপিতত্ব=হেতুর অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব। ইহা থাকে হেতুনিষ্ঠ বৃত্তিতার উপর, অর্থাৎ ঘটাভাবাধিকরণতাত্ব-নিষ্ঠ বৃত্তিতার উপর।

স্বনিষ্ঠ=সাধ্যাভাবাধিকরণ যে হেত্বধিকরণতা তন্নিষ্ঠ, অর্থাৎ ঘটাভাবাধিকরণতাত্বের অধিকরণতানিষ্ঠ।

স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা=হেত্বধিকরণতানিষ্ঠ অধিকরণতা। ইহা এখানে হেতুর অধিকরণ; অর্থাৎ ঘটাভাবাধিকরণতা। ইহার কারণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব=হেতুর অধিকরণ অর্থাৎ ঘটাভাবাধিকরণতা-নিরূপিতত্ব। ইহা, উপরি উক্ত হেতুনিষ্ঠ-বৃত্তিতার উপরে আছে। সুতরাং—

স্বনিরূপিতত্ব এবং স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব এতদ্ উভয় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট বৃত্তিতা=হেতু ঘটাভাবাধিকরণতাত্বের উপরে থাকিল।

সুতরাং, হেতুতে বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। যাহা হউক, এই রূপে এই চতুর্থ পথও ঠিক নহে প্রমাণিত হইল।

কিন্তু, পঞ্চম দল পণ্ডিত ইহা শুনিয়া বলেন, না, তাহা নহে। উক্ত দোষ-নিবারণ জন্য এস্থলে "স্বনিরূপিতত্ব ও স্বানাশ্রয় যে স্বনিষ্ঠ অধিকরণতা, তন্নিরূপিতত্ব—এতদুভয় সম্বন্ধে

সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা, তাহার অভাবই ব্যাপ্তি" বলিতে হইবে; কারণ, তাহা হইলে উপরি উক্ত দোষটী নিবারিত হয়। দেখ, এখানে যে 'স্বনিষ্ঠ অধিকরণতা' ধরা হইয়াছে, তাহা হেতুর অধিকরণতার আশ্রয়, অর্থাৎ হেত্বধিকরণ ভিন্ন অপর কেহ নহে; সুতরাং, "স্বানাশ্রয়" বলায় হেত্বধিকরণতার আশ্রয় যে ঘটাভাবাধিকরণতা, তাহাকে আর ধরা যাইবে না, অতএব এস্থলে উপরি উক্ত প্রকারে অব্যাপ্তিও আর হইবে না।

কিন্তু, তাহা হইলেও নিস্তার নাই; কারণ, অন্যত্র আবার লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। দেখ, একটী স্থল আছে—

"অয়ং ব্যাচ্যত্বভিন্নং ঘটত্বাৎ"

ইহার অর্থ—ইহা বাচ্যত্ব হইতে ভিন্ন, যেহেতু ইহাতে ঘটত্ব রহিয়াছে। তাহার পর, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলও বটে; কারণ, হেতু "ঘটত্ব" যেখানে আছে, সাধ্য-বাচ্যত্বভেদ সেই স্থানেও আছে। যেহেতু, বাচ্যত্ব কিছু ঘট নহে। সুতরাং, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতিরই স্থল বটে।

এখন দেখ, ব্যাপ্তি-লক্ষণটী উক্ত প্রকার হইলে এস্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়।—

দেখ এখানে "সাধ্যাভাব" হইল "বাচ্যত্বভেদাভাব" অর্থাৎ বাচ্যত্বত্ব। সুতরাং "সাধ্যাভাবাধিকরণ" হইল "বাচ্যত্ব,"। এখন লক্ষণোক্ত "স্বনিরূপিতত্ব" হইবে এস্থলে বাচ্যত্ব-নিরূপিতত্ব," কিন্তু লক্ষণোক্ত "স্বানাশ্রয় যে স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা, তন্নিরূপিতত্ব" তাহা এস্থলে অপ্রসিদ্ধ; কারণ, "স্ব"পদবাচ্য সাধ্যাভাবাধিকরণরূপ বাচ্যত্বের অনাশ্রয় জগতে কিছুই নাই; সুতরাং, লক্ষণ-ঘটক "স্বনিরূপিতত্ব এবং স্বানাশ্রয় যে স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা, তন্নিরূপিতত্বরূপ যে উভয় সম্বন্ধ", তাহা অপ্রসিদ্ধ হইল; লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। সুতরাং, দেখা গেল, পঞ্চম দলের পথটী নিষ্কণ্টক হইল না।

ইহা দেখিয়া ষষ্ঠ একদল পণ্ডিত বলেন যে, উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটীকে আর একটু সংশোধন করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ, যদি বলা যায় যে "স্বনিরূপিতত্ব এবং স্বাভাববৎ যে স্বনিষ্ঠ অধিকরণতা তন্নিরূপিতত্ব এই উভয় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা, তাহার অভাবই ব্যাপ্তি" এবং এস্থলে সম্বন্ধ-ঘটক-"স্ব"পদার্থের যে অভাব, তাহা যদি স্বাশ্রয়ত্ব এবং স্বাব্যাপ্যত্ব এতদুভয় সম্বন্ধে ধরা যায়, তাহা হইলে উক্ত অব্যাপ্তি-দোষ আর থাকিবে না। যেহেতু এখন উক্ত –

"অয়ং বাচ্যত্বভিন্নং ঘটত্বাৎ"

স্থলে "স্ব"পদে সাধ্যাভাবাধিকরণ যে বাচ্যত্ব, তাহার অভাব স্বাশ্রয়ত্ব এবং স্বাব্যাপ্যত্ব এতদুভয় সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ হইল। কারণ, "স্ব"পদবাচ্য 'বাচ্যত্বের' অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধটী ব্যধিকরণ-সম্বন্ধ। যেহেতু, বাচ্যত্বের অব্যাপ্য কেহ হয় না। সকল পদার্থই বাচ্যত্বের ব্যাপ্য হয়, এবং সকল পদার্থেরই ব্যধিকরণ-সম্বন্ধে অভাব প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং, এস্থলে পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণ-ঘটক সম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

আরও দেখ, ব্যাপ্তি-লক্ষণটী ঐরূপ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত—

"ইদং ঘটাভাবাধিকরণতাত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যং
ঘটাভাবাধিকরণতাত্বাৎ"

স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে হেত্বধিকরণতাকে ধরিলেও এখন আর অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, স্বাভাববৎ যে স্বাশ্রয়, তন্নিষ্ঠ যে অধিকরণতা, তাহা ঘটাভাবাধিকরণতা হয় না। যেহেতু, ঘটাভাবাধিকরণতার উপর স্বাশ্রয়ত্ব বিদ্যমান থাকে এবং "স্ব"পদবাচ্যের অব্যাপ্যত্বও আছে। সুতরাং, উক্ত উভয় সম্বন্ধে স্বাভাববৎ হইতে আর ঘটাভাবাধিকরণতা হইল না, এবং তাহার ফলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত অব্যাপ্তি-দোষও হইল না।

অবশ্য, এই লক্ষণটী প্রসিদ্ধ অনুমিতি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয়, এবং "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলে হয় না, তাহা আর বাহুল্য ভয়ে প্রদর্শিত হইল না। ফলতঃ; এই ষষ্ঠ দলের লক্ষণটীই দেখা যাইতেছে,নির্দ্দোষ। ইহা কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতিস্থল-ভিন্ন সর্ব্বত্রই প্রযুজ্য।

কিন্তু, সপ্তম একদল পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা উক্ত পূর্ব্বপথে না যাইয়া "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে ধূমাধিকরণতাকে ধরিলে যে মূল অব্যাপ্তি হয়, তাহা নিবারণ-জন্য অন্য পথ অবলম্বন করেন। তাঁহারা বলেন যে, "নিরূপিতত্ব-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা, তাহার অভাবই ব্যাপ্তি।" ইহাতে "নিরূপিতত্ব"কে সম্বন্ধরূপে ধরায় বিশিষ্ট-প্রতীতির অনুরোধে কোনও বৃত্তিতাতে, কোনও সাধ্যাভাবাধিকরণের সম্বন্ধ ঐ নিরূপিতত্ব হইবে; সকলেরই যে সর্ব্বত্র উহা সম্বন্ধ হইবে এরূপ হয় না। বিশিষ্টাধিকরণতা-নিয়ামকত্বই সম্বন্ধত্ব; সুতরাং, ধূমাধিকরণতাতে ধূম আছে, এরূপ প্রতীতি না হওয়ায় বৃত্তিতাতে ধূমাধি-করণতার নিরূপিতত্ব সম্বন্ধটী থাকে না, পরন্তু ধূমাধিকরণে ধূম আছে, এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া ধূমাধিকরণেরই ঐরূপ সম্বন্ধ স্বীকার্য্য। অতএব, সাধ্যাভাবাধিকরণ (অর্থাৎ এস্থলে বহ্ন্যভাবাধিকরণ) বলিয়া ধূমাধিকরণতাকে ধরিলে নিরূপিতত্ব-সম্বন্ধে তদ্বিশিষ্ট বৃত্তিতা ধূমে থাকিবে না। যেহেতু, ধূমাধিকরণতাটী ধূমনিষ্ঠ বৃত্তিতার উপর নিরূপিতত্ব-সম্বন্ধে থাকে না। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণরূপে ধূমাধি-করণতাকে ধরিয়া অব্যাপ্তি দিতে পারা গেল না, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের আর অব্যাপ্তি-দোষও হইল না। যাহা হউক, এই উত্তরটীও সর্ব্বথাই উত্তম, কারণ ইহাতে লক্ষণে কোন রূপ নূতন নিবেশের প্রয়োজন হয় না।

ঐরূপ অষ্টম অপর একদল পণ্ডিত আছেন, তাহারাও পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে গমন করেন। তাঁহারা বলেন "অধিকরণতাটী অধিকরণস্বরূপ।" সুতরাং, ধূমাধি-করণতাটী ধূমাধিকরণস্বরূপ হয়, আর তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে সাধ্যা-ভাবাধিকরণরূপ বহ্ন্যভাবাধিকরণটী, ধূমাধিকরণতা হইবে না; সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোষও আর হইবে না।

কিন্তু, এই উত্তরটী তত ভাল নহে। কারণ, ইহাতে "দ্রব্যং গুণকর্ম্মান্যত্ববিশিষ্ট-সত্ত্বাৎ"

স্থলে অব্যাপ্তি হয়। যেহেতু, যে ব্যক্তির মতে অধিকরণতাটী অধিকরণস্বরূপ হয়, সেই ব্যক্তির মতেই আধেয়তাও আধেয়স্বরূপ হইয়া থাকে। আর তাহার ফলে "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাবকে ব্যাপ্তি বলিলেও অব্যাপ্তি থাকিবে। কারণ, এখানে ঐ আধেয়তা বলিতে আধেয়-স্বরূপ সত্তাকে ধরিতে পারা যাইবে, এবং সেই আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকিবে না, পরন্তু, সেই আধেয়তা অর্থাৎ বৃত্তিতাই আছে; অতএব, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিই থাকিবে। এই জন্য, বুঝিতে হইবে, এই অষ্টম পথটী তত ভাল নহে।

যাহা হউক, এইরূপে দেখা গেল, মহামতি টীকাকার মহাশয় যে সব নিবেশাদি সাহায্যে এই প্রথম লক্ষণটীকে নির্দ্দোষ করিয়া গিয়াছেন, অন্য পথে যাইলে আবার তাহারই উপর নানা দোষ আসিতে পারে; এবং তজ্জন্য পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ নানা পথে আবার তাহা নিবারিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং এই সকল পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়া থাকেন, উপরে পরিশিষ্ট মধ্যে তাহারই কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রদত্ত হইল। ফলতঃ, বুদ্ধির গতি কতদুর, এবং কোথায় যাইয়া যে ইহার শেষ, তাহা সুধীগণের ভাবনার বিষয়, এবং এজন্যই এই পরিশিষ্টের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়টী এই স্থলেই সমাপ্ত করা গেল।

(তৃতীয়।)—এইবার এই পরিশিষ্টের তৃতীয় আলোচ্য বিষয়টী আমাদের বিচার্য্য, অর্থাৎ পূর্ব্বে বাহুল্যভয়ে যে সব কথা যথাস্থানে আমরা আলোচনা করি নাই, এইবার সেইগুলি আমরা আলোচনা করিব।

কিন্তু, এই শ্রেণীর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আমরা এক্ষণে আর অধিক বিষয় গ্রহণ করিতে সাহসী হইতে পারিলাম না। কারণ, ইতিমধ্যেই গ্রন্থকলেবর এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাতেই অনেক পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা হইতেছে; সুতরাং, আমরা এক্ষণে আমাদের পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত একটী মাত্র বিষয় এস্থলে আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইব। এই বিষয়টী প্রথম লক্ষণের প্রাচীনমতে সমাসের উপর টীকাকার মহাশয় যে দ্বিতীয় আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, (৩৫ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য) তন্মধ্যস্থ "অন্তর" পদের ব্যাবৃত্তি। যথা এস্থলে টীকাকার মহাশয়ের বাক্যটী—

"অব্যয়ীভাব-সমাসোত্তর-পদার্থেন সমং তৎসমাসানিবিষ্ট-পদার্থান্তরান্বয়স্য অব্যুৎপন্নত্বাৎ, যথা, ভূতলোপকুম্ভং, ভূতলাঘটম্ ইত্যাদৌ ভূতলবৃত্তি-ঘটসমীপ-তদত্যন্তাভাবয়োঃ অপ্রতীতেঃ" ইত্যাদি, (৩৫ পৃষ্ঠা)।

এখানে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, "অন্তর" পদটী না দিয়া "অব্যয়ীভাবের উত্তর-পদার্থের অন্বয় তৎসমাসানিবিষ্ট পদার্থের সহিত হয় না," এইরূপ বলাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, পদার্থান্তরের অন্বয় হয় না—এরূপ অন্তর-পদ বলিবার আবশ্যকতা নাই। যেমন, "ভূতলোপকুম্ভম্" স্থলে সমাসানিবিষ্ট ভূতল-পদার্থের সহিত ঐ সমাসের উত্তর-পদার্থ কুম্ভের যে অন্বয় হয় না, ইহা এবং সমাস-নিবিষ্ট "উপ" পদার্থের সহিত এই "ভূতলোপকুম্ভম্" স্থলে ভূতল-

পদার্থের অন্বয় হয়, ইহা উক্ত নিয়মের সাহায্যেই লাভ করিতে পারা যায়। সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে "পদার্থান্তর" পদমধ্যস্থ "অন্তর" পদটী এক্ষেত্রে নিরর্থক বলিয়াই বোধ হয়।

কিন্তু, বাস্তবিক-পক্ষে তাহা নহে। এই "অন্তর" পদের প্রয়োজন আছে, ইহা নিরর্থক নহে। কারণ, যদি "অন্তর" পদটী না থাকে, তাহা হইলে অর্থ হইবে, "অব্যয়ীভাব সমাসের যে উত্তর পদ, তাহার যে অর্থ, তাহার সহিত সেই সমাসে অনিবিষ্ট যে পদ, সেই পদের যে অর্থ, তাহার অন্বয় হয় না।" এখন দেখ, "উপকুম্ভম্" এই অব্যয়ীভাব সমাসে "উপ" ও "কুম্ভ" এই দুইটী পদ রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে "সমীপ" বা "কলস" ইত্যাকার কোন পদ নাই। এই "সমীপ" পদের অর্থও সামীপ্য, এবং "কলস" পদের অর্থ কুম্ভ। অথচ দেখ, উক্ত "সমীপ" পদের অর্থ যে সামীপ্য, সেই সামীপ্যের সহিত কুম্ভ পদের যে অর্থ, তাহার অন্বয় হইতেছে। কারণ, "উপ" পদের অর্থ যে সামীপ্য তাহার সহিত কুম্ভ পদের অন্বয় হইয়াই থাকে, এবং উপ পদের অর্থ যে সামীপ্য এবং সমীপ পদের অর্থও সেই সামীপ্য, তাহারা পৃথক্ নহে। কিন্তু, "অন্তর" পদ না থাকিলে ওরূপ অন্বয় হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে সমাসে অনিবিষ্ট সমীপ-পদের অর্থ যে সামীপ্য, তাহার সহিত সমাসের উত্তর পদ কুম্ভের অন্বয় হইতে পারে না; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু উহা চিরদিনই হইয়া থাকে।

যদি বল, এই দোষ "অন্তর" পদ দিলেও ত নিবারিত হইবে না। কারণ, "অন্তর" পদটী দিলে অর্থটী হয় "অব্যয়ীভাব সমাসের যে উত্তরপদ, তাহার যে অর্থ, তাহার সহিত সেই সমাসে অনিবিষ্ট যে পদ, সেই পদের যে অর্থান্তর, তাহার অন্বয় হয় না" এখন তাহা হইলে উক্ত অব্যয়ীভাব সমাসে অনিবিষ্ট যে সমীপ-পদ সেই "সমীপ" পদটীর অর্থ যে সামীপ্য, তাহাতে 'অর্থান্তরত্ব' এবং 'অব্যয়ীভাব-সমাসানিবিষ্ট-পদার্থত্ব' এই উভয়ই রহিয়াছে, যেহেতু, 'অর্থান্তরত্ব' কেবলান্বয়ী বলিয়া সর্ব্বত্রই থাকে। আর তাহার ফলে সমীপ পদের অর্থ সামীপ্যের অন্বয় কুম্ভের সহিত হইতে পারে না, কিন্তু তাহা হইয়াই থাকে, অতএব অন্তর-পদটী দিলেও কোন ফল হইল না।

ইহার উত্তর এই যে, "উদ্বর্ত্তো হি গ্রন্থঃ স্বমধিকফলমাচষ্টে" অর্থাৎ "গ্রন্থ (অর্থাৎ পদাদি) অতিরিক্ত হইলে কোন বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে" এই নিয়মানুসারে "অন্তর" পদবিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত নিয়মটীর অর্থ হইবে—অব্যয়ীভাব সমাসে নিবিষ্ট যে পদ, তাহার যে অর্থ, সেই অর্থভিন্ন যে অর্থ সেই অর্থের সহিত, অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর পদার্থের অন্বয় হয় না। সুতরাং, এই অর্থে এখন আর উক্ত দোষ হইবে না। কারণ, উপরে যে সামীপ্য অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা অব্যয়ীভাব সমাস-নিবিষ্ট "উপ" পদেরও অর্থ, সমীপ-পদের অর্থটী আর তদ্ভিন্ন হইল না। অতএব "অন্তর" পদটী আবশ্যক, ইহা নিরর্থক নহে।

অতঃপর এই উপলক্ষে দ্বিতীয় বিষয়টী এই—

যদি বল, এই লক্ষণে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি সকল স্থলেই সাধ্যাভাব কি করিয়া প্রসিদ্ধ হয়; যেহেতু, সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপে যাবদ্ধর্ম্মের অনুগম করিয়া তদবচ্ছিন্নের অভাব

ধরা চলে না। কারণ, জগতে সকলেই কোন-না-কোন কালে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে; সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ব্যক্তি সর্ব্বত্রই আছে, প্রতিযোগী থাকায়, কোথায়ও তাহার অভাব থাকিতে পারে না। যদি বল, সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্বাদিকে বিশেষরূপে ধরিয়া তদবচ্ছিন্নাভাবই লক্ষণে নিবেশ করা গ্রন্থকারের অভিপ্রায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদে লক্ষণ নানা হইবে—ইহাই স্বীকার্য্য হয়; যেহেতু, উহা স্বীকার না করিলে প্রত্যেক লক্ষণেই অব্যাপ্তি হয়। দেখ, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে যে লক্ষণ "বহ্ন্যভাববদবৃত্তিত্ব", তাহা আর "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলীয় দ্রব্যত্ব হেতুতে গেল না। অতএব লক্ষ্যভেদে লক্ষণ নানা স্বীকার করিলে বহ্নিসাধ্যক-স্থলীয় লক্ষণটী কেবল ধূমাদিতে, এবং সত্তাসাধ্যক-স্থলীয় লক্ষণটী কেবল দ্রব্যত্বাদিতে গেল; সুতরাং, কোন দোষ হইল না। কিন্তু, তাহার উপর আপত্তি এই যে, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ও "কপিসংযোগী এতত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে যে গ্রন্থকার অব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন, তাহা সংলগ্ন হয় না; কারণ ঐ স্থলীয় লক্ষণ হইল "বহ্নি বা কপি-সংযোগাভাববদবৃত্তিত্ব" এই লক্ষণের অপর কেহই লক্ষ্য নহে; সুতরাং, অসম্ভবই হয়—এরূপ বলা উচিত ছিল, কারণ, যদি কোন লক্ষ্যে লক্ষণ যায়, এবং কোন লক্ষ্যে না যায়, তাহা হইলেই অব্যাপ্তি হয়, কিন্তু ঐ "বহ্নি বা কপি-সংযোগাভাববদবৃত্তিত্ব" লক্ষণের লক্ষ্যমাত্র ধূম বা এতদ্বৃক্ষত্বাদি, তাহা ত আর অপর "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলের লক্ষণ নহে; সুতরাং, কোথায়ও তত্রত্য লক্ষণ গেল বলিয়া 'অসম্ভব' হইবে না—এরূপ বলা চলে না। অতএব, প্রকৃতানুমিতি-বিধেয়তাবচ্ছেদকত্বোপলক্ষিত ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাববদবৃত্তিত্বরূপই লক্ষণ বলিতে হইবে, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক শব্দেও প্রকৃতানুমিতি-বিধেয়তাবচ্ছেদককেই বুঝায় আর এই গ্রন্থও প্রাচীনমতানুযায়ী, তাঁহাদের মতে প্রকৃতত্বটী অনুগত পদার্থ। সুতরাং, অসম্ভব নয় বলিয়া যে অব্যাপ্তি বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হইল না।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া, ভগবদিচ্ছায়, ব্যাপ্তি-পঞ্চকোক্ত প্রথম লক্ষণের মহামতি মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বিরচিত টীকার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি সমাপ্ত হইল এইবার তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় লক্ষণটী আমরা আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় লক্ষণ।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।

প্রাচীনমতে দ্বিতীয় লক্ষণের সমাসার্থ, "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদের ব্যাবৃত্তি, এবং ঐ সমাসার্থে দোষ-প্রদর্শন।

টীকামূলম্।

লক্ষণান্তরম্ আহ—"সাধ্যবদ্‌ভিন্নে"তি। সাধ্যবদ্‌ভিন্নঃ যঃ সাধ্যাভাববান্ তদবৃত্তিত্বম্ ইত্যর্থঃ।

"কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ"—ইত্যাদ্যব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যকাব্যাপ্তি-বারণায় "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন"-ইতি সাধ্যাভাববতঃ বিশেষণম্—ইতি প্রাঞ্চঃ।

তৎ অসৎ, "সাধ্যাভাববৎ" ইত্যস্য ব্যর্থতাপত্তেঃ, "সাধ্যবদ্‌ভিন্নাবৃত্তিত্বম্" ইত্যস্য এব সম্যক্‌ত্বাৎ।

"লক্ষণান্তরমাহ"—ন দৃশ্যতে, প্রঃ সং। "ইতি সাধ্যাভাববতঃ"=ইতি পদং সাধ্যাভাববতঃ—প্রঃ সং।
"সাধ্যবদ্‌ভিন্নেতি" ন দৃশ্যতে, চৌঃ সং।
"সাধ্যকাব্যাপ্তি"=সাধ্যকে অব্যাপ্তি, চৌঃ সং।
"ব্যর্থতা"=ব্যর্থত্ব, চৌঃ সং। সোঃ সং।
"বৃত্তিত্বম্ ইত্যস্য"=বৃত্তিত্বস্য, সোঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

"সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গ্রন্থকার অন্য লক্ষণটী কি তাহাই বলিতেছেন। ইহার অর্থ—সাধ্যবিশিষ্ট হইতে ভিন্ন যে সাধ্যাভাবাধিকরণ, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি।

"কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি-বারণের জন্য "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" এইটী "সাধ্যাভাববৎ"এর বিশেষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে—ইহা প্রাচীনগণের মত।

ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, তাহা হইলে "সাধ্যাভাববৎ" পদটী ব্যর্থ হয়; যেহেতু "সাধ্যবদ্‌ভিন্নাবৃত্তিত্ব"ই অর্থাৎ সাধ্য-বিশিষ্ট হইতে ভিন্ন যে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি—এই বলিলেই যথেষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা—এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রথম লক্ষণের রহস্যোদ্‌ঘাটনে নিযুক্ত থাকিয়া এইবার টীকাকার মহাশয় দ্বিতীয় লক্ষণের রহস্যোদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দ্বিতীয় লক্ষণটী—

"সাধ্যবদ্‌-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।"

ইহার সমাসার্থ—নব্য ও প্রাচীন মতে বিভিন্ন তন্মধ্যে ইহার অর্থ—প্রাচীনগণ যেরূপ করেন, তাহা এই—সাধ্যবিশিষ্ট হইতে ভিন্ন যে সাধ্যাভাববিশিষ্ট, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি। অর্থাৎ, তাঁহারা "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদার্থটীকে সাধ্যাভাববানের সহিত অভেদ-সম্বন্ধে অন্বয় করেন।

ফলতঃ, এই প্রাচীন মতের অর্থে "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদের সহিত "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" পদমধ্যস্থ "সাধ্যাভাববৎ" পদের কর্ম্মধারয় সমাস করা হয়, এবং ইহাই এস্থলে লক্ষ্য করিবার

বিষয়। "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদটী সাধ্যবিশিষ্ট অর্থে 'সাধ্য' শব্দের উত্তর বতুপ্ প্রত্যয় করিয়া যে "সাধ্যবৎ" পদ হইয়াছে, 'তাহা হইতে ভিন্ন' এইরূপ ৫মী তৎপুরুষ সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন এবং "সাধ্যাভাববৎ" পদটী "সাধ্যস্বরূপঃ অভাবঃ যস্য" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া যে 'সাধ্যাভাব' পদটী হয়, তাহার উত্তর "অস্তি" অর্থে বতুপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। এস্থলে সাধ্যাভাব-পদটী ৬ঠী তৎপুরুষ সমাস-নিষ্পন্ন নহে। কারণ, "ন কর্ম্মধারয়াৎ মত্বর্থীয়ঃ বহুব্রীহিশ্চেৎ অর্থপ্রতিপত্তিকরঃ"; এই অনুশাসন বিরোধ হয় ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই "সাধ্যাভাববৎ" পদের সহিত "অবৃত্তিত্ব" পদের যেরূপ সমাস হইবে, তাহা প্রথম লক্ষণে কথিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ইহাই হইল প্রাচীন মতে দ্বিতীয় লক্ষণের সমাসার্থ।

"সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদের ব্যাবৃত্তি,—

এখন দেখা আবশ্যক, প্রথম লক্ষণ ও দ্বিতীয় লক্ষণমধ্যে প্রভেদ কি? বস্তুতঃ, ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কেবল "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" এই পদটী। কারণ, প্রথম লক্ষণটী "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্", এবং দ্বিতীয় লক্ষণটী "সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্"। সুতরাং, সহজেই মনে হয়, এই "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদটী কেন? বস্তুতঃ, টীকাকার মহাশয়ও এতদুদ্দেশ্যে প্রথমেই এই পদটীর ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে প্রথম লক্ষণের পর এই দ্বিতীয় লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং, টীকাকার মহাশয়কে অনুসরণ করিয়া আমরাও এখন দেখিব সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-পদের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ দ্বিতীয় লক্ষণটীর প্রয়োজনীয়তা কি? অবশ্য, এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে, মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের যে ভাবে প্রথম লক্ষণের পর দ্বিতীয় লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, টীকাকার মহাশয় সে পথে ঠিক গমন করেন নাই। ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-পদের প্রয়োজন,—যে সকল অনুমিতি-স্থলের সাধ্য অব্যাপ্যবৃত্তি, যথা—"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি কতিপয় স্থল, সেই সকল অনুমিতি-স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ। কারণ, প্রথম লক্ষণানুসারে এই সকল স্থানের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হয় না।

যদি বল, প্রথম লক্ষণে কেন এই সকল স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ হয় না, এবং এই দ্বিতীয় লক্ষণেই বা তাহা হয় কেন? তাহা হইলে, তদুত্তরে যাহা বলা হয়, তাহা এই—

দেখ, প্রথম লক্ষণটী হইতেছে—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।"

এবং অনুমিতি স্থলটী হইতেছে—"অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ।"

এখন তাহা হইলে এস্থলে—

সাধ্য = কপিসংযোগ। হেতু = এতদ্বৃক্ষত্ব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ = কপিসংযোগের অভাবের অধিকরণ। ইহা এখানে গুণ, কর্ম্ম, এবং কপিসংযোগশূন্য অন্য দ্রব্যাদি যেমন হয়, তদ্রূপ, "হেতু-এতদ্বৃক্ষত্বের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষও হয়। কারণ, এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগ যেমন থাকে, তদ্রূপ তাহার অভাবও (মূলদেশাবচ্ছেদে) থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা—এতদ্বৃক্ষ-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে এতদ্বৃক্ষত্বে।

ওদিকে এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু। সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

এইবার দেখ, দ্বিতীয়-লক্ষণে এই অব্যাপ্তি-দোষ হয় না কেন?

দেখ, দ্বিতীয়-লক্ষণটী হইতেছে—"**সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম।**"

এবং অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে—"**অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ।**"

এখন তাহা হইলে এস্থলে—

সাধ্য = কপিসংযোগ।

সাধ্যবৎ = কপিসংযোগবৎ অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন = কপিসংযোগবদ্‌ভিন্ন অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষাদি-ভিন্ন।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববান্ = এতদ্বৃক্ষাদি-ভিন্ন সাধ্যাভাব-বিশিষ্ট। ইহা এখন গুণ ও কর্ম্মাদি, এতদ্বৃক্ষ আর নহে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব = উক্ত কপিসংযোগ-বিহীন-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষভিন্ন পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা থাকে এতদ্বৃক্ষত্বে; কারণ, এতদ্বৃক্ষত্ব এতদ্বৃক্ষবৃত্তি হয়।

ওদিকে, এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের যে অব্যাপ্তি-দোষ, তাহা প্রথম-লক্ষণের দ্বারা নিবারিত হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়-লক্ষণে তাহা নিবারিত হয়, এবং এই জন্যই "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদটীরও প্রয়োজন হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই দ্বিতীয়-লক্ষণটী আবশ্যক।

এখন যদি বলা হয়, প্রথম-লক্ষণে যখন সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ (২২১ পৃষ্ঠা) ধরিবার আবশ্যকতা কথিত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে যখন উক্ত প্রকার অনুমিতি-স্থলের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইয়া থাকে, তখন এই দ্বিতীয়-লক্ষণের প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ, (২২১ পৃষ্ঠায়) প্রথম-লক্ষণে উক্ত প্রকার নিবেশ-সাহায্যে ঠিক এই "কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ"-স্থলেরই অব্যাপ্তি-বারণ করা হইয়াছে। সুতরাং, বলিতে হইবে, হয়, টীকাকার মহাশয় গ্রন্থকারের অনভিমতে প্রথম-লক্ষণে উক্ত নিবেশ করিয়া লক্ষণের দোষ নিরাকরণ করিয়াছিলেন, অথবা ইহার অন্য কোন অভিসন্ধি আছে?

ইহার উত্তর আমরা ইতিপূর্ব্বে এক প্রকারে বলিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে তাহারই বিস্তার করিয়া ইহার উত্তর প্রদান করিব। অর্থাৎ, পূর্ব্বে প্রথম-লক্ষণ মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতার কথা বলা হইয়াছে, সেই নিরবচ্ছিন্নত্ব পদার্থটী বস্তুতঃ দুর্ব্বচ বা দুর্নির্ণেয়; সুতরাং, কেহ হয়ত তজ্জন্য উক্ত নিবেশটীর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইবেন না; এই জন্য ব্যাপ্তি-পঞ্চক-কার

দ্বিতীয়-লক্ষণের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়াছেন, এবং সেই জন্যই গ্রন্থকার মহামতি গঙ্গেশও উহা নিজ গ্রন্থ-মধ্যে যথাযথ-ভাবে গ্রথিত করিয়াছেন।

যদি বলা হয়, নিরবচ্ছিন্নত্ব দুর্ব্বচ অর্থাৎ দুর্নির্ণেয় কিসে?

তাহার উত্তর এই যে, নিরবচ্ছিন্নত্ব অর্থ কিঞ্চিদ্ধর্ম্মানবচ্ছিন্নত্ব; অর্থাৎ কোন ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হওয়ার ভাব। সুতরাং, এখন জিজ্ঞাস্য হইবে, এই কিঞ্চিদ্ধর্ম্ম-পদে কি বুঝিতে হইবে? বস্তুতঃ, এই 'কিঞ্চিদ্ধর্ম্ম' বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা নির্ণয় করা যায় না; যেহেতু, পদার্থভেদে, স্থল-বিশেষে এই "কিঞ্চিদ্ধর্ম্ম" 'একটী কিছু' হয় না, পরন্তু বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং, ইহা যে কি, তাহা আর নাম করিয়া বলিতে পারা গেল না। অতএব, বলিতে হয়—নিরবচ্ছিন্নত্ব-পদার্থটী দুর্ব্বচ অর্থাৎ দুর্নির্ণেয়।

যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত হইল টীকা-মধ্যস্থ "লক্ষণান্তরমাহ" হইতে "ইতি প্রাঞ্চঃ" পর্য্যন্ত বাক্যাবলীর অর্থ। এইবার দেখা যাউক, অবশিষ্ট বাক্যে টীকাকার মহাশয় কি বলিতেছেন?

প্রাচীন মতের সমাসার্থে দোষারোপ ;—

এইবার টীকাকার মহাশয় উক্ত প্রাচীন মতের সমাসার্থে দোষারোপ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, ওরূপ অর্থ ঠিক নহে। কারণ, দ্বিতীয়-লক্ষণটীতে ওরূপ করিয়া কর্ম্মধারয় সমাস করিলে লক্ষণ-মধ্যস্থ "সাধ্যাভাববৎ" পদটী নিরর্থক হয়। কারণ, "সাধ্যবদ্ভিন্ন" পদের সহিত "সাধ্যাভাববৎ" পদের অভেদ-সম্বন্ধে অন্বয় করিয়া "সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাববৎ" এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া ইহার সহিত পুনশ্চ "অবৃত্তিত্ব" পদের পূর্ব্ববৎ ত্রিপদব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস (৩৮ পৃষ্ঠা) করিয়া সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্-পদ সিদ্ধ করিলে যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, "সাধ্যবদ্ভিন্ন" পদের সহিত "অবৃত্তিত্বম্" পদের সেই ত্রিপদব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস করিয়া "সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বম্" পদ সিদ্ধ করিলেও সেই কার্য্য সিদ্ধ হয়, অথচ "সাধ্যবদ্ভিন্ন" পদের সহিত "সাধ্যাভাববৎ" পদের যে অভেদ-সম্বন্ধে অন্বয়, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে। কারণ, "সাধ্যবদ্ভিন্ন" বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাতে "সাধ্যাভাববৎ"কেও তন্মধ্যে ধরিতে পারা যায়, এবং তাহারা তখন অভেদ-সম্বন্ধেই অন্বিতও থাকে। "সাধ্যবদ্-ভিন্নসাধ্যাভাববৎ" বলিলে প্রকৃতপক্ষে "সাধ্যবদ্ভিন্ন"কে "সাধ্যাভাববৎ" রূপে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা হয় মাত্র; এবং তাহারা তখন অভেদ-সম্বন্ধেই অন্বিতও থাকে; এবং "যেখানে সামান্যভাবে নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয়, সেখানে অন্বয় অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াও বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিবার কোন প্রয়োজন না দেখাইতে পারিলে উক্ত বিশেষভাবে নির্দ্দেশের বৈয়র্থ্যাপত্তি ঘটে" এইরূপ নিয়ম থাকায়, এস্থলে বিশেষভাবে নির্দ্দেশের কারণ যে "সাধ্যাভাববৎ" পদটী, তাহারও বৈয়র্থ্যাপত্তি ঘটিল। অতএব প্রাচীনমতে দ্বিতীয়-লক্ষণের যে সমাসার্থ-নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। টীকাকার মহাশয়, এইরূপে প্রাচীন মতের সমাসার্থে দোষারোপ করিয়া পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে ইহার নব্যমতে সমাসার্থ-নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

কিন্তু, এই প্রসঙ্গটী শেষ করিবার পূর্ব্বে এস্থলে এই বৈয়র্থ্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা জানা

আবশ্যক। কারণ, প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, এস্থলে বিশেষভাবে নির্দ্দেশকে ব্যর্থ কেন বলিব? উহাও ত প্রয়োজন? সামান্যভাবে নির্দ্দেশ করিয়া উহা পাওয়া যাইলেও উহা ত নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না? সুতরাং, ইহাকে ব্যর্থ বলিব কেন?

ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, উহা ব্যর্থই বটে। কারণ, "ব্যর্থ" শব্দের অর্থ নিষ্প্রয়োজন। এই প্রয়োজন, আমাদের মোক্ষ। এই মোক্ষের মূল—পদার্থ-জ্ঞান। পদার্থ-জ্ঞান আবার লক্ষণসাধ্য। এই লক্ষণ আবার ত্রিবিধ, যথা,—পদার্থাভিব্যাপক, ব্যবহারোপয়িক, এবং ইতর-ভেদানুমাপক। ইহাদের মধ্যে ইতর-ভেদানুমাপক লক্ষণে ইতরের ভেদানুমান করিতে পারা যায়; আর বাস্তবিক ইতরের ভেদানুমান করিতে পারিলেই তাহার জ্ঞান ঠিক হয়; সুতরাং, প্রকৃত-পদার্থজ্ঞানে এই লক্ষণই প্রকৃত সহায়। এখন এই অনুমানে যে সব দোষ হেতুতে না থাকা চাই, ব্যর্থত্ব তাহারই মধ্যে অন্যতম। ইহার তাৎপর্য্য পাঁচপ্রকার অনুমান-দোষের অর্থাৎ হেত্বাভাসের মধ্যে অসিদ্ধিনামক হেত্বাভাসের অন্তর্গত যে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক একটী প্রকারভেদ আছে, তাহার মধ্যে ব্যর্থ-বিশেষণ-ঘটিত ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক যে, আবার একটী প্রকারভেদ আছে, এই ব্যর্থত্ব তাহারই নামান্তর। এই জন্যই এস্থলে ব্যর্থত্বের লক্ষণ করা হয়, এবং তাহা এই;—"স্বসমানাধিকরণ-ব্যাপ্যত্বাবচ্ছেদক-ধর্ম্মান্তরঘটিতত্ব"। সহজ কথায় "অয়ং বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ" বলিলে নীলত্বটী এস্থলে অনুমানের প্রতি যেরূপ দোষাবহ হয় তদ্রূপ। এখন দেখ, এই লক্ষণটীর অর্থ কি, এবং ইহা উক্ত "বহ্নিমান নীলধূমাৎ" ও এই ব্যাপ্তি-লক্ষণস্থলে কিরূপেই বা প্রযুক্ত হইতে পারে। "স্ব" শব্দে এখানে নীলধূমত্ব, ব্যাপ্যত্বাবচ্ছেদক এখানে ধূমত্ব, স্বসমানাধিকরণ-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মান্তর এখানে নীলত্ব। ওদিকে, হেতু যে "নীলধূম"তাহা এখানে ঐ প্রকার ধর্ম্মান্তর ঘটিত হইতেছে; সুতরাং, নীলত্বটী এখানে ব্যর্থ-পদবাচ্য হইল। ঐরূপ ব্যাপ্তি কি বলিতে হইলে, ব্যাপ্তির যে ইতর-ভেদানুমাপক লক্ষণ করা হয়, তাহাতে যে ইতর-ভেদানুমান করিতে হইবে, তাহা হইবে "ব্যাপ্তিঃ ব্যাপ্তীতরভিন্না, সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বত্বাৎ"। এস্থলে "স্ব" শব্দে "সাধ্যবদ্-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বত্ব"। ব্যাপ্যত্বাবচ্ছেদক এখানে সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বত্ব। স্বসমানাধিকরণ-ব্যাপ্যত্বাবচ্ছেদক-ধর্ম্মান্তর এখানে সাধ্যাভাববত্ত্ব। ওদিকে হেতু যে "সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বত্ব" তাহা উক্ত "সাধ্যাভাববত্ত্ব"-রূপ ধর্ম্মান্তর ঘটিত হইতেছে। সুতরাং, "সাধ্যাভাববৎ" পদটী এস্থলে লক্ষণের গুরুত্বের সাধক, এবং তজ্জন্য ব্যর্থ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেখানে সামান্যভাবে কোন কিছুকে নির্দ্দেশ করিলে বিশেষভাবে নির্দ্দেশের ফল হয়, অর্থাৎ সেই বিশেষের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিতে পারা যায় না, সেখানে সেই বিশেষভাবে নির্দ্দেশটী ব্যর্থ হইয়া থাকে। কারণ, বিশেষের জ্ঞান করিতে হইলেই সামান্যের অন্তর্গত আরও অনেকের সহিত তাহার ভেদ বুঝিতে হয়, আর তাহার ফলে অনেক অধিক জিনিষ জানিতে হয়। বুদ্ধির এই অনর্থক শ্রম-স্বীকার অস্বাভাবিক।

যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, নব্যমতে সমাসার্থটী কিরূপ?

নব্য-মতে দ্বিতীয় লক্ষণের সমাসার্থ-নির্ণয় এবং "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন"পদের ব্যাবৃত্তি।

টীকামূলম্।

নব্যাঃ তু সাধ্যবদ্‌ভিন্নে সাধ্যাভাবঃ—সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাবঃ, তদ্‌বদবৃত্তিত্বম্—ইতি সপ্তমী-তৎপুরুষোত্তরং-মতুপ্‌ প্রত্যয়ঃ। তথা চ—সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তিঃ যঃ সাধ্যাভাবঃ তদ্‌বদবৃত্তিত্বম্ ইত্যর্থঃ।

এবং চ "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি"-ইতি অনুক্তৌ "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ; সংযোগাভাববতি দ্রব্যে দ্রব্যত্বস্য বৃত্তেঃ।

তদুপাদানে চ সংযোগবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তিঃ সংযোগাভাবঃ গুণাদিবৃত্তি-সংযোগাভাবঃ এব; অধিকরণ-ভেদেন অভাবভেদাৎ। তদ্‌বদবৃত্তিত্বাৎ ন অব্যাপ্তিঃ।

সাধ্যবদ্‌ভিন্নে=সাধ্যবদ্‌ভিন্নে যঃ। সোঃ সং। সাধ্যবদ্‌ভিন্নে…তদ্‌বদবৃত্তিত্বম্=সাধ্যবদ্‌ভিন্নে যঃ সাধ্যাভাবঃ তদ্‌বদবৃত্তিত্বম্। প্রঃ সং, চৌঃ সং। গুণাদিবৃত্তি-=গুণাদিবৃত্তিঃ। সোঃ সং, জীঃ সং। সংযোগাভাববতি=সাধ্যাভাববতি। চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

নব্যগণ, কিন্তু, সাধ্যবদ্‌ভিন্নে সাধ্যাভাব =সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাব, তাহার-অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব=সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব—এইরূপে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের পর মতুপ্‌-প্রত্যয় করিয়া অর্থ করেন। সুতরাং, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তদধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই হইল ইহার অর্থ।

আর এখন "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি" না বলিলে "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, সংযোগাভাবাধিকরণ যে দ্রব্য, তাহাতে হেতু-দ্রব্যত্বের বৃত্তিতাই থাকে।

আর উহা গ্রহণ করিলে সংযোগবদ্‌-ভিন্ন-বৃত্তি যে সংযোগাভাব, তাহা গুণাদি-বৃত্তি সংযোগাভাবই হয়; যেহেতু, অধিকরণ-ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়, আর সেই সংযোগাভাবাধিকরণে হেতু দ্রব্যত্ব থাকে না বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় নব্য-মতে এই দ্বিতীয় লক্ষণের সমাসার্থ-নির্ণয় করিয়া প্রাচীন-মতের ন্যায় এই লক্ষণোক্ত "সাধ্যবদ্‌-ভিন্ন" পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিতেছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে পূর্ব্ববৎ দ্বিতীয় লক্ষণের প্রয়োজনীয়তাই দেখাইতেছেন।

যাহা হউক, এখন দেখ এই সমাসার্থটী কিরূপ?

নব্য-মতে "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদের সহিত "সাধ্যাভাব" পদের ৭মী তৎপুরুষ সমাস হইবে। যথা—সাধ্যবদ্‌ভিন্নে সাধ্যাভাব=সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাব। এই "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাব-বিশিষ্ট" অর্থে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাব পদের উত্তর "বতুপ্‌" প্রত্যয় করিয়া "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববৎ" পদ হয়। তাহার পর 'তাহার বৃত্তিতা নাই যেখানে' এইরূপ করিয়া ত্রিপদ-ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস করিয়া "সাধ্যবদ্‌-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" পদসিদ্ধ হয়। অবৃত্তিত্ব-পদ-সংক্রান্ত অপর কথা প্রথম লক্ষণোক্ত অবৃত্তিত্ব পদের ন্যায় বুঝিতে হইবে। সুতরাং সমগ্র লক্ষণের অর্থ হইল—সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তাহার যে অধিকরণ, সেই

অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি। ইহাই হইল নব্যমতের সমাসার্থ এবং ইহাই হইল "নব্যাঃ" হইতে "ইত্যর্থঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ। এইবার "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদের ব্যাবৃত্তিটী কি, দেখা যাউক;—

"সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদের ব্যাবৃত্তি—

যাহা হউক এইরূপ সমাসার্থেও "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদের ব্যাবৃত্তিটী প্রাচীন মতেরই অনুরূপ, অর্থাৎ যদি "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদটী অর্থাৎ "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি" পদার্থটী লক্ষণ-মধ্যে না গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে প্রাচীন-মতের ন্যায় এ মতেও "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে, এবং উহা গ্রহণ করিলে তাহা নিবারিত হইবে—বুঝিতে হইবে।

এখন তাহা হইলে প্রথমতঃ, দেখা যাউক, উক্ত "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি" অর্থে "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদটা না দিলে উক্ত—

"ইদং সংযোগি দ্রব্যত্বাৎ"

এই অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়া এই দ্বিতীয় লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

ইহার অর্থ—ইহা সংযোগ-বিশিষ্ট, যেহেতু ইহাতে দ্রব্যত্ব রহিয়াছে। তাহার পর ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল; কারণ, হেতু দ্রব্যত্ব যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য সংযোগও সেই সেই স্থলে থাকে।

এখন দেখ "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদটী যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষণটী থাকে—

সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।

এবং তাহা হইলে এখানে—

সাধ্য=সংযোগ।

সাধ্যাভাব=সংযোগাভাব।

সাধ্যাভাবাধিকরণ=সংযোগাভাবের অধিকরণ। ইহা এখানে ধরা যাউক দ্রব্য। কারণ, ইহা গুণ, কর্ম্মাদিও যেমন হয় তদ্রূপ দ্রব্যও হয়; কারণ, দ্রব্যেও কোন কোন দেশ-কালাবচ্ছেদে সংযোগাভাব থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=সংযোগাভাবাধিকরণ দ্রব্য-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে দ্রব্যত্বে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহা দ্রব্যত্বে থাকে না।

ওদিকে, এই দ্রব্যত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না—অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। ইহাই হইল "এবং" হইতে "বৃত্তেঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

কিন্তু, যদি উক্ত অর্থে "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদটী দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখ লক্ষণটী হয়—

"সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্"।

এবং তখন, সাধ্য = সংযোগ।

সাধ্যবৎ = সংযোগবৎ। ইহা দ্রব্য; গুণাদি নহে। কারণ, গুণাদিতে সংযোগ থাকে না।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন = সংযোগবদ্‌ভিন্ন। ইহা অবশ্য গুণ-কর্ম্মাদি। ইহা আর দ্রব্য হইবে না।

যেহেতু, অব্যাপ্যবৃত্তি-মতের অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, অব্যাপ্যবৃত্তি হয় না।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি সাধ্যাভাব = গুণ-কর্ম্মাদি-বৃত্তি সংযোগাভাব। কারণ, সাধ্য এখানে সংযোগ, এবং সাধ্যাভাব = সংযোগাভাব।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি সাধ্যাভাববৎ = গুণ-কর্ম্মাদি-বৃত্তি সংযোগাভাবের অধিকরণ। ইহা অবশ্য গুণ ও কর্ম্মাদিই হইবে। যদিও দ্রব্যে সংযোগাভাব আছে, তাহা হইলেও ঐ সংযোগাভাবের অধিকরণ আর দ্রব্য হইবে না; কারণ, একটী নিয়ম আছে "অধিকরণ-ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়।" সুতরাং, দ্রব্যে যে সংযোগাভাব থাকে, তাহা গুণে থাকে না,—উভয়ে সংযোগাভাব থাকিলেও উহারা এক সংযোগাভাব নহে। সুতরাং, এই অধিকরণ আর দ্রব্য হইবে না, পরন্তু গুণ-কর্ম্মাদিই হইবে।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্‌ = গুণ-কর্ম্মাদি-বৃত্তি সংযোগাভাবের অধিকরণ যে গুণ-কর্ম্মাদি, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা অবশ্য থাকিবে দ্রব্যত্বে। কারণ, দ্রব্যত্ব, গুণ-কর্ম্মাদি-বৃত্তি হয় না, উহা দ্রব্যবৃত্তিই হয়।

ওদিকে, এই দ্রব্যত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অর্থাৎ নব্য-মতের সমাসে এই (দ্বিতীয়) ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না। ইহাই হইল "তদুপাদানে" হইতে "অব্যাপ্তিঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

সুতরাং, দেখা গেল নব্য-মতের সমাসার্থেও "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদটী না থাকিলে অব্যাপ্য-বৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক ঐরূপ অনুমিতি-স্থলেই দ্বিতীয় লক্ষণটীর অব্যাপ্তি-দোষ হয়, এবং দিলে তাহা নিবারিত হয়।

এখন এই সম্বন্ধে একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাচীন-মতে "সাধ্যবদ্‌-ভিন্ন" পদটীর ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শনার্থ "কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ" দৃষ্টান্তের সাহায্য গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু, নব্য-মতে কেন সেইজন্য "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" এই দৃষ্টান্তটী গৃহীত হইল ?

ইহার উত্তর এই যে, যেই মতে সংযোগসামান্যাভাবটী দ্রব্যেও থাকে, সেই মতাবলম্বনে "সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ" স্থলটী গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীনমতে ঐমত অবলম্বন না করায় "কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ" এই স্থলটী গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এইমাত্র বিশেষ। ২২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয়, পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে নব্যমতের সমাসার্থে একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন এবং সেই উপলক্ষে "সাধ্যাভাববৎ" পদেরও প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছেন।

"নব্যমতের সমাসার্থে আপত্তি ও সাধ্যাভাববৎ-পদের প্রয়োজনীয়তা।"

টীকামূলম্।

ন চ তথাপি সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বম্—ইতি এব অস্তু, কিং সাধ্যাভাববৎ ইত্য নেন ?—ইতি বাচ্যম্। যথোক্ত-লক্ষণে তস্য অপ্রবেশেন বৈয়র্থ্যাভাবাৎ, তস্য অপি লক্ষণান্তরত্বাৎ।

বঙ্গানুবাদ।

আর তাহা হইলেও "সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বম্" এইরূপই লক্ষণটী হউক না কেন? "সাধ্যাভাববৎ" পদের আবশ্যকতা কি?—এরূপ বলিতে পার না। কারণ, "সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তদ্বদ্ অ-বৃত্তিত্বম্" এই লক্ষণে সাধ্যবদ্ভিন্ন পদার্থের সহিত বৃত্তিত্বাভাবের অন্বয় নাই বলিয়া বৈয়র্থ্যাপত্তি হয় না। আর যদি বল, অন্বয় নাই থাকিল, অর্থাৎ ওরূপ লক্ষণ করিলে দোষ কি? তাহার উত্তর এই যে, সেরূপ ত একটী পৃথক লক্ষণই আছে।

ব্যাখ্যা।—এইবার টীকাকার মহাশয়, প্রাচীন মতের সমাসার্থে উত্থাপিত আপত্তি যে নব্যমতের সমাসার্থে উঠিতে পারে না, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

কিন্তু, এই আপত্তি ও উত্তরটী বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ; প্রাচীন মতের সমাসার্থে কি আপত্তি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে হইবে, তৎপরে নব্যমতে এই আপত্তিটী কি করিয়া হয় না, এবং তাহার উত্তরই বা কি, তাহা বুঝিতে হইবে। নিম্নে এই সব কথা স্মরণ করিয়া আমরা এই আপত্তি ও তাহার উত্তরটী একটু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আপত্তিটী এই ;—প্রাচীন মতে যদি "সাধ্যবদ্ভিন্নের" সহিত "সাধ্যাভাববৎ" পদের কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া (অর্থাৎ উক্ত পদার্থদ্বয়কে অভেদ-সম্বন্ধে অন্বিত করিয়া) সেই সাধ্যাভাববতের সহিত "বৃত্তিতা" পদার্থের অন্বয় করায় প্রকৃত-প্রস্তাবে "সাধ্যবদ্ভিন্নের সহিত "বৃত্তিতার"ই অন্বয় হয়, যেহেতু অভেদ-সম্বন্ধে অন্বয়ের ফলে তাহারা অভিন্ন পদার্থই হয়, আর তজ্জন্য ফলতঃ কোন প্রভেদ হয় না বলিয়া "সাধ্যাভাববৎ" পাদর বৈয়র্থ্য ঘটে, তাহা হইলে নব্য মতে "সাধ্যবদ্ভিন্নের" সহিত "সাধ্যাভাব" পদের সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে আধেয়তা-সম্বন্ধে অন্বয় করিয়া "সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাব" পদটী সিদ্ধ করিয়া, সেই "সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাব" পদের উত্তর বতুপ্ প্রত্যয় করিয়া "সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাববৎ" পদ সিদ্ধ করিয়া সেই "সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাববৎ" পদের সহিত নিরূপিতত্ব-সম্বন্ধে বৃত্তিতা-পদার্থের অন্বয় করিলেও (এই পর্য্যন্ত "তথাপি" পদের অর্থ) এই লক্ষণটী "সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বম্" এইটুকু মাত্রই থাকুক না কেন? অর্থাৎ, সাধ্যবদ্ভিন্নে বৃত্তি যে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি—এইরূপ কেন হউক না? "সাধ্যাভাববৎ" পদের আর প্রয়োজন কি? কারণ, তাহা হইলে ত লক্ষণটী লঘুই হইবে; এবং এই লঘু লক্ষণ দ্বারাই এই দ্বিতীয়-লক্ষণের যে প্রয়োজন, তাহা সুসিদ্ধ হয়।

আর যদি বল, কি করিয়া উক্ত লঘু লক্ষণ দ্বারা দ্বিতীয়-লক্ষণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে দেখ, সেই অব্যাপ্য-বৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি—

'অয়ং সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ'

স্থলে উক্ত "সাধ্যবদ্‌ভিন্নাবৃত্তিত্বম্"—এই লঘু লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। কারণ,

সাধ্য = সংযোগ।

সাধ্যবৎ = সংযোগবৎ অর্থাৎ দ্রব্যাদি।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন = দ্রব্যাদি ভিন্ন, যথা—গুণকর্ম্মাদি পদার্থনিচয়।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = গুণকর্ম্মাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = ইহা থাকে দ্রব্যত্বে। কারণ, দ্রব্যত্ব গুণাদিতে থাকে না।

ওদিকে, এই দ্রব্যত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নাবৃত্তিত্বম্"-রূপ লঘু লক্ষণটী পাওয়া গেল, অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

অতএব বলিতে হইবে, "সাধ্যবদ্‌ভিন্নাবৃত্তিত্বম্" এই লঘু লক্ষণের দ্বারাই দ্বিতীয়-লক্ষণের প্রয়োজন সুসিদ্ধ হয়, "সাধ্যাভাববৎ" পদটী গ্রহণ করিয়া "সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এরূপ গুরু লক্ষণের আর আবশ্যকতা কি? (ইহাই হইল "ন চ তথাপি" হইতে "ব্যাচ্যম্" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ, এবং ইহাই হইল উক্ত আপত্তি)।

এখন এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, ("যথোক্ত-লক্ষণে" =) নব্যমতের সমাস-নিষ্পন্ন "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" লক্ষণে অর্থাৎ "সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তদধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি" এই লক্ষণে ("তস্য" =) সাধ্যবদ্‌ভিন্নের ("অপ্রবেশেন" =) বৃত্তিতার সহিত অন্বয় নাই বলিয়া ("বৈয়র্থ্যাভাবাৎ" =) বৈয়র্থ্যাপত্তি হয় না। দেখ, প্রাচীনমতে যখন বৈয়র্থ্যাপত্তি দেখান হয়, তখন যেমন অন্বয়-বিপর্য্যয় না করিয়াই তাহা দেখান হইয়া থাকে, এখন আর সেরূপ করিয়া দেখান যায় না। অর্থাৎ প্রাচীনমতে বৈয়র্থ্যাপত্তি প্রদর্শন-কালে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নের" সহিত "বৃত্তিতার" যেরূপ অন্বয় থাকে, "সাধ্যাভাববৎ" পদ তুলিয়া লইলেও তাহাদের সেই অন্বয়ই থাকে। এখন, কিন্তু নব্যমতে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নের" সহিত "বৃত্তিতার" অন্বয় প্রকৃত-পক্ষেই নাই, পরন্তু "সাধ্যাভাবের" অন্বয় থাকায় "সাধ্যাভাববৎ" পদটী তুলিয়া লইলে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নের" সহিত "বৃত্তিতার" অন্বয় নূতন করিয়া করিতে হয়, অর্থাৎ অন্বয়-বিপর্য্যয়ই ঘটে। সুতরাং, নব্যমতের সমাসার্থে প্রাচীনমতের ন্যায় অন্বয়-বিপর্য্যয় না করিয়া সাধ্যাভাববৎ-পদের বৈয়র্থ্য দেখান গেল না, আর তাহার ফলে যে বৈয়র্থ্যের আশংকা করা হয়, তাহা প্রকৃত বৈয়র্থ্যই হইল না। বাস্তবিক, কোন বাক্যে কোন পদের বৈয়র্থ্য দেখাইতে হইলে বৈয়র্থ্য দেখাইবার পূর্ব্বে সেই সব পদার্থের মধ্যে যেরূপ অন্বয় থাকে, বৈয়র্থ্য দেখাইবার পরও সেই সব পদার্থের মধ্যে সেইরূপ অন্বয় রাখা আবশ্যক হয়, নচেৎ সে বৈয়র্থ্য দেখান অসিদ্ধ হয়—এরূপ নিয়মই প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং, নব্যমতে অন্বয়-বিপর্য্যয় ঘটায় বৈয়র্থ্য দেখান সিদ্ধ হয় না

বলিতে হইবে। আর যদি বল, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? "সাধ্যাভাববৎ" পদ ত্যাগ করিলে লক্ষণের ত লাঘব হইবে, এবং লঘু লক্ষণের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে বরং লাভই হইল বলিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, ঐরূপ লঘু লক্ষণের মত আর দুইটী লক্ষণই রহিয়াছে। কারণ, তৃতীয় ও পঞ্চম লক্ষণটী যথাক্রমে "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যং" এবং "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম"। এখানে তৃতীয় লক্ষণের যে "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ" পদার্থটী অথবা পঞ্চম লক্ষণে যে "সাধ্যবদন্য" পদার্থটী রহিয়াছে, তাহার সহিত এই "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদার্থের কোন পার্থক্য নাই। যেহেতু, "ভিন্ন" "অন্য" ও "অন্যোন্যাভাবাধিকরণ" পদগুলি একার্থক। সুতরাং, লক্ষণের লাঘব হইবে বলিয়া অন্বয়-বিপর্য্যয় স্বীকার করিয়া "সাধ্যাভাববৎ" পদ পরিত্যাগ করা চলে না। ইহাই হইল "তস্যাপি লক্ষণান্তরত্বাৎ" বাক্যের তাৎপর্য্য।

কিন্তু, এই প্রকার অর্থটী টীকাকার মহাশয়ের বাক্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই যে বুঝিতে পারা যায়, তাহা নহে। যেহেতু "যথোক্তলক্ষণে তস্য অপ্রবেশন বৈয়র্থ্যাভাবাৎ" এই বাক্যটীর "তস্যাপ্রবেশেন" এই বাক্যের "তস্য" পদে সন্নিকটবর্ত্তী "সাধ্যাভাববৎ" পদই লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু, "তদ্" শব্দার্থ নির্দ্ধারণের এইরূপই সাধারণ নিয়ম।

যাহা হউক, নিম্নে আমরা এই পথেও সমগ্র বাক্যাবলীর অর্থটী পুনরায় লিপিবদ্ধ করিলাম। অবশ্য, ইহাতে ফলে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ঘটিবে তাহা নহে। যাহা হউক, এই পথে আপত্তি ও উত্তরটী যে রূপ হয়, তাহা এই ;—

প্রাচীনমতে যদি "সাধ্যবদ্‌ভিন্নের" সহিত "সাধ্যাভাববতের" অভেদ-সম্বন্ধে অন্বয় করায় অর্থাৎ কর্ম্মধারয় সমাস করায় প্রকৃতপক্ষে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নের" সহিতই "বৃত্তিতার" অন্বয় হইয়া যায়, আর তাহার ফলে "সাধ্যাভাববৎ" পদটী ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে নব্যমতে সাধ্যবদ্‌-ভিন্নের সহিত সাধ্যাভাবের সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস করিয়া আধেয়তা-সম্বন্ধে অন্বয় করিয়া "সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাব" পদ সিদ্ধ করিয়া সেই "সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাব" পদের উত্তর বতুপ্‌ প্রত্যয় করিয়া "সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাববৎ" পদ সিদ্ধ করিয়া "তাহাতে বৃত্তিত্বাভাব" এইরূপ অন্বয় করিলেও "সাধ্যাভাববৎ" পদের প্রয়োজন ত হয় না ? তখনও "সাধ্যবদ্‌ভিন্নাবৃত্তিত্বম্" এইরূপই লক্ষণ কেন হউক না ? (ইহা হইল "তথাপি" পদের অর্থ)। কারণ, ("যথোক্ত-লক্ষণে" অর্থাৎ=) এই প্রকার নব্যমতোক্ত সমাসাপন্ন "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" লক্ষণে, ("তস্য" অর্থাৎ=) "সাধ্যাভাববৎ" পদের ("অপ্রবেশেন" অর্থাৎ=) অপ্রবেশ ঘটিলে—অর্থাৎ "সাধ্যাভাববৎ" পদটী গ্রহণ না করিলে, ("বৈয়র্থ্যাভাবাৎ"=) বৈয়র্থ্যই আর ঘটিতে পারে না। যেহেতু, নব্যমতের অন্বয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই বৈয়র্থ্য-প্রদর্শন করিতে পারা যায় না ; সুতরাং, প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈয়র্থ্যই ঘটিতেছে না, আর তাহা হইলে এখন লক্ষণটী হইবে "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্"। ইহাই হইল আপত্তি, এবং ইহা হইল "ন চ তথাপি" হইতে "বৈয়র্থ্যাভাবাৎ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

সাধ্যাভাব ও সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি।

টীকামূলম্ ।

ন চ তথাপি সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিঃ যঃ তদ্‌বদবৃত্তিত্বম্ এব অস্তু, কিং সাধ্যাভাব-পদেন?—ইতি বাচ্যম্। তাদৃশ-দ্রব্যত্বাদি-মদ্‌বৃত্তিত্বাৎ অসম্ভবাপত্তেঃ। সাধ্যাভাবেতি অত্র সাধ্য-পদম্ অপি অতএব। দ্রব্যত্বাদেঃ অপি দ্রব্যত্বাভাবাভাবত্বাৎ; ভাবরূপাভাবস্য চ অধিকরণ-ভেদেন ভেদাভাবাৎ।

ন চ তথাপি=ন চ। প্রঃ সং।
তাদৃশ=হেতোস্তাদৃশ। প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর তাহা হইলেও সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে তদ্‌অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই লক্ষণ হউক, সাধ্যাভাব-পদের প্রয়োজন কি—এরূপ বলা যায় না। কারণ, সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-দ্রব্যত্বাদি-মৎ পর্ব্বতে হেতুর বৃত্তিতা থাকায় অসম্ভব-দোষ ঘটিবে। আর "সাধ্যাভাব" এতদন্তর্গত "সাধ্য" পদও এই অসম্ভব-বারণেরই জন্য; যেহেতু, দ্রব্যত্বটী দ্রব্যত্বাভাবাভাবেরই স্বরূপ। (যদি বল, অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন, তাহাও এস্থলে হইতে পারে না;) কারণ, ভাবরূপ অভাবটী অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয় না।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যাশেষ—

আর যদি বল, অন্বয়-বিপর্য্যয় করিয়া লঘু লক্ষণই কেন করা হউক না, তাহার লঘুত্ব সকলেরই ত স্বীকার্য্য? তদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, "সাধ্যবদ্‌ভিন্নাবৃত্তিত্বম্" এইরূপ ত আর দুইটী লক্ষণই রহিয়াছে। যেহেতু, পঞ্চম লক্ষণটী হইতেছে, "সাধ্যবদ্-অন্যাবৃত্তিত্বম্"। এস্থলে "অন্য" পদের অর্থই "ভিন্ন"। সুতরাং, উভয় লক্ষণই এক হইয়া যাইতেছে। অতএব, পূর্ব্বোক্ত আপত্তিটী ঠিক নহে। ইহা হইল "তস্যাপি লক্ষণান্তরত্বাৎ" বাক্যের অর্থ। (তৃতীয় লক্ষণসম্বন্ধেও একই কথা।)

পরন্তু, এই অর্থটীও সুবিধাজনক নহে; কারণ, ইহাতেও যথেষ্ট উহ্য করিতে হয়। যাহা হউক, উভয় প্রকার অর্থেই দেখা যাইতেছে যে, নব্যমতে "সাধ্যাভাববৎ" পদের বৈয়র্থ্যাপত্তি ঘটে না; আর তজ্জন্য নব্যমতের সমাসার্থই ঠিক, প্রাচীনমতের সমাসার্থ ঠিক নহে; এবং "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" পদের ব্যাবৃত্তিই বা কিরূপ হইয়া থাকে, ইত্যাদি। কিন্তু, তাহা হইলেও এস্থলে একটী লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সমগ্রভাবে "সাধ্যাভাববৎ" পদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিতে পারা গেল না, বৈয়র্থ্যাভাবই প্রদর্শিত হইল মাত্র। অবশ্য, পরে "সাধ্যাভাব" ও "সাধ্য"পদের ব্যাবৃত্তি, পৃথক্ ভাবে দেখান হইবে, কিন্তু সমগ্র "সাধ্যাভাববৎ" পদের ব্যাবৃত্তি দেখান আবশ্যক হইবে না। যাহা হউক, এই বার দেখা যাউক, পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয় "সাধ্যাভাব" পদের ব্যাবৃত্তিটী কি রূপে প্রদর্শন করেন।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় "সাধ্যাভাব" এবং এই সাধ্যাভাব-পদমধ্যস্থ "সাধ্য" পদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

অতএব প্রথম দেখা যাউক, "সাধ্যাভাব" পদের ব্যাবৃত্তিটী কি রূপ ?

এতদুদ্দেশ্যে টীকাকার মহাশয় প্রথমে আপত্তি-উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, সাধ্যাভাববৎ" পদমধ্যস্থ "সাধ্যাভাব" পদটী গ্রহণের প্রয়োজন কি; অর্থাৎ লক্ষণটী হউক "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে, তদ্বিশিষ্ট-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি"; "সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তদ্বিশিষ্ট-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি" এরূপ করিয়া বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ, এরূপ করিয়া না বলিলে লক্ষণটী অপেক্ষাকৃত লঘু হয়; যেহেতু "সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি যে" বলিলে "যে" পদে "সাধ্যাভাব"কেও ধরিতে পারা যাইবে। পক্ষান্তরে "যে" পদার্থটীকে বুঝাইয়া বলিবার জন্য "সাধ্যাভাব" পদ আবার গ্রহণ করিলে "যে" পদবাচ্যকেও জানিতে হয়, এবং "সাধ্যাভাব" পদবাচ্যকেও জানিতে হয়; সুতরাং, লক্ষণের গৌরব-দোষ ঘটিল। ইহাই হইল আপত্তি, এবং ইহাই "ন চ তথাপি" হইতে "বাচ্যম্" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন যে, যদি "সাধ্যাভাব" পদটী না দেওয়া যায়, অর্থাৎ যদি লক্ষণটী হয় "সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি 'যে', তদ্বিশিষ্ট-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি", তাহা হইলে (তাদৃশ—) "সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি যে" বলিতে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলেই বহ্নিমদ্‌ ভিন্ন যে জলহ্রদাদি "তাহাতে বৃত্তি" দ্রব্যত্বাদিকে ধরিতে পারা যায়, কিন্তু "সাধ্যাভাব" বলিলে এই দ্রব্যত্বাদিকে আর ধরিতে পারা যাইত না, পরন্তু তখন সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-জলহ্রদবৃত্তি-বহ্ন্যভাবকে ধরিতে হইত; আর এইরূপে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি যে" বলিতে দ্রব্যত্বাদিকেও ধরিতে পারায় "সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি যে তদ্বিশিষ্ট" পদে দ্রব্যত্বাদি বিশিষ্ট পর্ব্বতকে ধরিবার পক্ষে আর কোন বাধা ঘটিতেছে না, এখন "তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" বলিতে পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া যাইবে, এবং এই বৃত্তিত্বাভাব হেতু-ধূমে পাওয়া যাইবে না; যেহেতু, ধূমে পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতাই থাকে, আর তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, বাস্তবিক এস্থলেও কেবল অব্যাপ্তি-দোষই হয় না, এস্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব-দোষই হয়। কারণ, "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে তদ্বিশিষ্ট" বলিতে বাচ্যত্বাদিমৎকে ধরিলে এমন কোন স্থলই থাকে না, যাহাতে অব্যাপ্তি হয়না। সুতরাং, অসম্ভব-দোষই হয়। যেহেতু, লক্ষণ কোন স্থলেও না যাইলেই অসম্ভব-দোষ ঘটে বলা হয়। অতএব, সাধ্যাভাব-পদটী আবশ্যক। "আদি" পদে এখানে উক্ত "বাচ্যত্ব" প্রভৃতি বুঝিতে হইবে; আর বস্তুতঃ, তাহাই প্রকৃতপক্ষে অসম্ভবের হেতু, নচেৎ "সত্তাবান্ জাতেঃ" স্থলে লক্ষণ প্রযুক্ত হয়; কারণ, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন সামান্যাদিতে দ্রব্যত্ব নাই।

এইবার এই কথাটী আমরা পূর্ব্বের ন্যায় সাজাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব।

দেখ, এস্থলে কথা হইতেছে যে, "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাব-বিশিষ্ট 'যে' তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি" না বলিয়া যদি "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে, তদ্বিশিষ্ট যে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি" বলা যায়, তাহা হইলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসম্ভব-দোষ হয়। সুতরাং, দেখা যাউক, অসম্ভব-দোষ হয় কি করিয়া? দেখ এখানে, অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে—

"অয়ং বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এখানে সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ, অর্থাৎ পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানসাদি।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন=জলহ্রদাদি।

সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে=জলহ্রদাদিবৃত্তি যে—তাহা। ধরা যাউক, ইহা "দ্রব্যত্ব"। কারণ, দ্রব্যত্ব, জলহ্রদাদিবৃত্তি হয়।

তদ্বিশিষ্ট=দ্রব্যত্ব-বিশিষ্ট। ইহা ধরা যাউক, পর্ব্বত।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা ধূমেও থাকিতে পারে; কারণ, ধূম পর্ব্বতে থাকে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা কিন্তু ধূমে থাকিবে না। কারণ, পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতাই ধূমে আছে।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে, তদ্বিশিষ্ট যে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ লক্ষণের অসম্ভব-দোষ হইল।

আর যদি এস্থলে "সাধ্যাভাব"পদটী দেওয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষণটী হইল—

"সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তদ্বিশিষ্ট যে,
তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি।"

এখানে সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ, অর্থাৎ, পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানসাদি।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন=জলহ্রদাদি।

সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে সাধ্যাভাব=জলহ্রদবৃত্তি যে বহ্ন্যভাব। (দ্রব্যত্ব নহে।)

তদ্বিশিষ্ট=বহ্ন্যভাববিশিষ্ট, অর্থাৎ ইহা আবার সেই জলহ্রদই হইল।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=জলহ্রদ-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে মীন-শৈবালাদিতে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব—জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকিবে ধূমে। কারণ, ধূম তথায় থাকে না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববিশিষ্ট যে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" হেতু-ধূমে পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত অসম্ভব-দোষ হইল না।

সুতরাং, "সাধ্যাভাব" পদটীর প্রয়োজন আছে। যাহা হউক, ইহাই হইল "তাদৃশ" হইতে "অসম্ভবাপত্তেঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ বা তাৎপর্য্য।

যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক "সাধ্য" পদের ব্যাবৃত্তিটী কিরূপ?

এতদুদ্দেশ্যে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, যে কারণে "সাধ্যাভাব" পদের প্রয়োজন প্রমাণিত হয়, ঠিক সেই কারণেই "সাধ্য" পদেরও প্রয়োজন প্রমাণিত হয়। কারণ, দ্রব্যত্বকে

"দ্রব্যত্বাভাবাভাব" রূপে ধরিলে সাধ্যবদ্ভিন্নে বৃত্তি অভাবই লব্ধ হয়, আর এই অভাবরূপ "দ্রব্যত্ব" তখন পূর্ব্ববৎ পর্ব্বতে থাকিবে; সুতরাং, পূর্ব্ববৎ অসম্ভব-দোষই হইবে। আর যদি বলা হয়, "অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন"; সুতরাং, দ্রব্যত্বরূপ দ্রব্যত্বাভাবাভাব, যাহা জলহ্রদে থাকে, তাহা ত আর পর্ব্বতে থাকিতে পারে না, পরন্তু তাহা জলহ্রদেই থাকিবে, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, "ভাবরূপ যে অভাব, তাহা আর অধিকরণ-ভেদে বিভিন্ন হয় না" এরূপও নিয়ম আছে; সুতরাং, "সাধ্যবদ্ভিন্নে বৃত্তি যে অভাব, তদ্বিশিষ্ট যে" বলিতে পর্ব্বত হইতে পারিবে, আর তাহার ফলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসম্ভব-দোষই ঘটিবে।

যাহা হউক এই কথাটী এইবার পূর্ব্বের ন্যায় সাজাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব;—

কথাটী এই যে, যদি "সাধ্যাভাব" পদের "সাধ্য" পদটী লক্ষণ মধ্যে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষণটী হয় "সাধ্যবদ্ভিন্নে বৃত্তি যে অভাব, তদ্বিশিষ্ট যে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি" এবং তাহা হইলে উক্ত——

"অয়ং বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

স্থলেই এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসম্ভব-দোষ ঘটিবে। কারণ;—

এখানে সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ, যথা—পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানসাদি।

সাধ্যবদ্ভিন্ন=জলহ্রদাদি।

সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি যে অভাব=জলহ্রদবৃত্তি দ্রব্যত্বাভাবাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্ব।

তদ্বিশিষ্ট যে=সেই দ্রব্যত্ববিশিষ্ট, অর্থাৎ পর্ব্বত। কারণ, পর্ব্বতেও দ্রব্যত্ব থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে ধূমে। কারণ, ধূম পর্ব্বতেও থাকে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ধূমে থাকে না; কারণ, ধূমে বৃত্তিতাই থাকে।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে "সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি যে অভাব, সেই অভাব বিশিষ্ট যে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না; সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসম্ভব-দোষ হইল।

আর যদি বল যে, এখানে দ্রব্যত্বটী দ্রব্যত্বাভাবাভাব-স্বরূপ; সুতরাং, ইহা অধিকরণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, অর্থাৎ যে দ্রব্যত্বাভাবাভাবটী জলহ্রদে থাকে, তাহা আর পর্ব্বতে থাকিতে পারে না, সুতরাং, পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ধূমে থাকিবে, লক্ষণ যাইবে, অসম্ভব হইবে না; তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিব যে, না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, এই অভাবটী ভাবরূপ অভাব, অর্থাৎ দ্রব্যত্বের অভাবের অভাব, অর্থাৎ মূলে ইহা দ্রব্যত্বই ছিল। এরূপ অভাব কখনও অধিকরণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় না। সুতরাং, উক্ত অসম্ভব-দোষ বর্ত্তমানই থাকে।

কিন্তু, যদি "সাধ্য"-পদটী দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেখ, আর এই অসম্ভব-দোষ হইবে না, কারণ, দেখ এখানে—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ, যথা—পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি।

সাধ্যবদ্ভিন্ন=জলহ্রদাদি।

সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি যে সাধ্যাভাব=জলহ্রদাদিবৃত্তি-বহ্ন্যভাব। (দ্রব্যত্বাভাবাভাব নহে।)

তদ্বিশিষ্ট যে,—জলহ্রদাদি। কারণ, জলহ্রদাদিবৃত্তি বহ্ন্যভাব জলহ্রদেই থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা—জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা থাকে ধূমে। কারণ, ধূম, জলহ্রদে থাকে না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে "সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তদ্বিশিষ্ট যে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসম্ভবাদি দোষ হইল না।

অতএব দেখা গেল, সাধ্যাভাব-পদমধ্যস্থ সাধ্য-পদটীরও প্রয়োজন। ইহা না দিলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসম্ভব-দোষ হয়।

আর যদি বল, "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হইল যে, সর্ব্বত্রই লক্ষণ না যাওয়ায় লক্ষণের অসম্ভব-দোষ হইবে বলিতেছ? তাহার উত্তর এই যে, এস্থলেও বাচ্যত্বের ব্যধিকরণ-সম্বন্ধে অভাব ধরিয়া তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিব। যদি বল, ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবগুলি সর্ব্বত্রস্থায়ী অর্থাৎ কেবলান্বয়ী হয়, তাহার আবার অভাব কি করিয়া সম্ভব হয়? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, অভাবাভাবত্বই প্রতিযোগিত্ব; যেহেতু, "অভাববিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা" এই উদয়নাচার্য্য-বাক্যই তাহার প্রমাণ। (২১২ পৃষ্ঠা) আর তজ্জন্য, ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবের প্রতিযোগিতা ঐ ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবের অভাবত্বই হয়। সুতরাং, এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। অর্থাৎ এস্থলে বাস্তবিকই অসম্ভব-দোষ ঘটে।

কিন্তু, তথাপি এমন স্থল আছে, যেখানে "ভাবরূপ অভাব অধিকরণ-ভেদে বিভিন্ন নয়" বলায়ও এই লক্ষণে অব্যাপ্তি-দোষ হইবে, অতএব তাহার উপায় করা আবশ্যক। টীকাকার মহাশয়, এই কথাটী বুঝাইবার জন্য পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন, এবং আমরাও সুতরাং, পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি-সংক্রান্ত একটী আপত্তি।

টীকামূলম্।

নন্থ তথাপি "ঘটাকাশ-সংযোগ-ঘটত্বান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" ইত্যাদৌ ঘটানধিকরণ-দেশাবচ্ছেদেন ঘটাকাশ-সংযোগাভাবস্য গগনে সত্ত্বাৎ সদ্ধেতুতয়া অব্যাপ্তিঃ, সাধ্যবদ্‌ভিন্নে ঘটে বর্ত্তমানস্য সাধ্যাভাবস্য ঘটাকাশ-সংযোগরূপস্য গগনেঽপি সত্ত্বাৎ তত্র চ হেতোঃ বৃত্তেঃ।

ন চ সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট-সাধ্যাভাববত্ত্বং বিবক্ষিতম্—ইতি বাচ্যম্? সাধ্যাভাবপদ-বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্টবদবৃত্তিত্বস্য এব সম্যক্‌ত্বাৎ—ইতি চেৎ?

ইত্যাদৌ=ইত্যত্র। সোঃ সং। চৌঃ সং। প্রঃ সং।
নন্থ তথাপি=নন্থ। চৌঃ সং।
সদ্ধেতুতয়া=সদ্ধেতুত্বাৎ। চৌঃ সং।
ঘটাকাশ-সংযোগরূপস্য=ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরস্বরূপস্য।
বিশিষ্টবদবৃত্তিত্বস্য=বিশিষ্টস্য। চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আচ্ছা, তাহা হইলেও "ঘটাকাশ-সংযোগ-ঘটত্বান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলগুলি, ঘটের অনধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে গগনে ঘটাকাশ-সংযোগাভাব থাকায়, সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল হয়, স্থতরাং, ইহাতে অব্যাপ্তি-দোষ হয়; কারণ, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে ঘট, তাহাতে বর্ত্তমান যে ঘটাকাশ-সংযোগরূপ সাধ্যাভাব, তাহা গগনেও থাকে, এবং সেখানে হেতুও থাকে।

আর যদি বল, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববত্ত্বই অভিপ্রেত; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে সাধ্যাভাব-পদটী ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যেহেতু, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে, তদ্বৎ বৃত্তিত্বাভাব বলিলেই এস্থলে যথেষ্ট হয়— এইরূপ যদি বল—(তাহা হইতে পারে না, ইহা পরে কথিত হইতেছে।)

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়, পূর্ব্বোক্ত "সাধ্য"পদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শনকালে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া সেই উত্তরের দোষ-প্রদর্শন করিতেছেন, অর্থাৎ এস্থলে সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তির উক্ত দোষই দৃঢ় করিতেছেন।

আপত্তিটী এই যে,—পূর্ব্বে অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি-নিবারণ-জন্য যে "অধিকরণ-ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন" স্বীকার করা হইয়াছে, সেই নিয়ম সর্ব্বত্র মানিলে "সাধ্য"পদের বৈয়র্থ্য ঘটে, আর সেই সাধ্য-পদের সার্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্য যে অসম্ভব-দোষ দেখান হইয়াছে, তাহাতে যে "ভাবরূপ অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন নহে" এই একটী নিয়ম-স্বীকার করিতে হইয়াছে, এক্ষণে সেই নিয়ম স্বীকার করিলে অর্থাৎ "ভাবরূপ-অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন নহে" বলিলে "ঘটাকাশ-সংযোগ ও ঘটত্ব, এতদ্-অন্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" এই স্থলে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে।

যদি বল, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলই নহে যে, ইহাতে উক্ত অব্যাপ্তি ঘটিবে; কারণ, যেখানে কোন কিছু থাকে, সেখানে তাহার অভাব থাকে না—এইরূপ দেখা যায়; স্থতরাং

এস্থলে হেত্বধিকরণ যে গগন, সেই গগনে ঘটাকাশ-সংযোগ ও ঘটত্ব ইহাদের অন্যতর যে ঘটাকাশ-সংযোগ, তাহাই রহিয়াছে, গগনে তাহার অভাবরূপ সাধ্য আর কি করিয়া থাকিতে পারে? অতএব, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলই নহে।

তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতির-স্থলই বটে; যেহেতু, গগনে ঘটাকাশ-সংযোগ ও ঘটত্ব এতদন্যতর যে ঘটাকাশ-সংযোগ, তাহার অভাবও ঘটের অনধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে থাকিতে পারে। যেমন, বৃক্ষের অগ্রদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকে এবং মূলদেশাবচ্ছেদে তাহার অভাবও থাকে, তদ্রূপ। সুতরাং, হেতু গগনত্ব যেখানে থাকে; সাধ্য যে ঘটাকাশ-সংযোগ ও ঘটত্বান্যতরাভাব, তাহা সেই স্থানেও থাকে, এবং তজ্জন্য ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতিরই স্থল হইল।

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, "ভাবরূপ অভাব ভিন্ন ভিন্ন নয়" স্বীকার করিলে এস্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি-দোষ হয়? দেখ, এখানে অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে,—

ঘটাকাশ-সংযোগ-ঘটত্বান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ"

এবং ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইতেছে;—

"সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব"

সুতরাং এখানে,—

সাধ্য=ঘটাকাশ-সংযোগ ও ঘটত্ব এতদন্যতরের অভাব। এস্থলে এখন লক্ষ্য করা আবশ্যক, ইহাদের কে কোথায় থাকে; কারণ, ইহা প্রথম প্রথম সহজে বুঝা যায় না। দেখ, ঘটাকাশ-সংযোগ থাকে ঘটে ও আকাশে। ঘটত্ব থাকে ঘটে। সুতরাং, উক্ত অন্যতর থাকে ঘটে ও আকাশে; কিন্তু উক্ত অন্যতরের অভাব থাকে ঘট-ভিন্ন সর্ব্বত্র। যেহেতু, আকাশেও ঘটানধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে ঘটাকাশ-সংযোগের অভাব থাকে।

সাধ্যবৎ=ঘট-ভিন্ন সকল পদার্থ। (ইহার কারণ, উপরেই প্রদত্ত হইয়াছে।)

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন=কেবল ঘট। কারণ, ঘটেই কেবল অন্যতরের অভাব নাই।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি যে সাধ্যাভাব=ঘটবৃত্তি যে ঘটাকাশ-সংযোগ ও ঘটত্ব এতদন্যতরাভাবাভাব। ইহা এখন ভাবরূপী অভাব হইল। কারণ, ইহা ঘটত্ব ও ঘটাকাশ-সংযোগ এতদন্যতর-স্বরূপ। ভাবরূপী অভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, যে অন্যতরাভাবাভাব আকাশে থাকে, তাহাই আবার ঘটেও থাকে—ইহারা আকাশ ও ঘটরূপ অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয় না।

সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ=ঘট ও আকাশ। কারণ, সাধ্যাভাবটী ঘটত্ব ও ঘটাকাশ-সংযোগান্যতর। ইহা যেমন ঘটে থাকে, তদ্রূপ আকাশেও থাকে। অবশ্য, ঘটে

ঘটত্ব ও ঘটাকাশ-সংযোগ উভয় থাকে, এবং আকাশে কেবল ঘটাকাশ-সংযোগই থাকে। ফলতঃ, অন্যতরটী উভয়স্থলেই থাকিল। এখন ধরা যাউক, ইহা এখানে আকাশ। (ঘট ধরিলে এই অব্যাপ্তি দেখান যায় না বটে কিন্তু, তাহাতে লক্ষণ নির্দ্দোষ হয় না, যেহেতু পরে সামান্যাভাবের নিবেশ আছে।)

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = আকাশ-নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ গগনত্বনিষ্ঠ বৃত্তিতা।

এই বৃত্তিতার অভাব = ইহা, গগনত্বে থাকিল না।

ওদিকে, এই গগনত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, পরন্তু, বৃত্তিতাই পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল না। অর্থাৎ, এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদি "অধিকরণভেদে সকল অভাবই ভিন্ন ভিন্ন হয়" এই নিয়মটী অক্ষুণ্ণ থাকিত, অর্থাৎ "ভাবরূপ অভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন নয়" এরূপ পুনরায় বলা না হইত, তাহা হইলে আর এস্থলে অব্যাপ্তি হইত না। কারণ, তখন সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে ঘট, তাহাতে বৃত্তি যে অন্যতরাভাবাভাব-রূপ সাধ্যাভাব, তাহার অধিকরণ-রূপে আর ঘটভিন্ন আকাশকে ধরিতে পারা যাইত না। বস্তুতঃ, এস্থলে ভাবরূপ অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন নয় বলিয়াই সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে আকাশকেও ধরিতে পারা গেল, এবং তাহার ফলে ঐ অব্যাপ্তি হইল।

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যপদের ব্যাবৃত্তি-উপলক্ষে যে, ভাবরূপী অভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন নয়—বলা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইলে এইরূপ স্থলবিশেষে দ্বিতীয় লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়। ইহাই হইল "নন্বু" হইতে "বৃত্তেঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।

এইবার টীকাকার মহাশয় এই অব্যাপ্তি-নিবারণ-মানসে একটী উত্তর প্রদান করিয়া ঐ উত্তরেও দোষ প্রদর্শন করিতেছেন ; সুতরাং, উপরি-উক্ত আপত্তিটীকে দৃঢ়ই করিতেছেন, এবং ইহাই তিনি "ন চ" হইতে "ইতি চেৎ" পর্য্যন্ত বাক্যে বলিতেছেন।

কথাটী এই—যদি বল, উক্ত অব্যাপ্তি-নিবারণ-মানসে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সাধ্যাভাববত্ত্ব" ধরিয়া লক্ষণের অর্থ করিব ; কারণ, তাহা হইলে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে ঘট, সেই ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যাভাব, অর্থাৎ 'ঘটাকাশসংযোগ ও ঘটত্বএতদ্ অন্যতরাভাবাভাব', সেই অন্যতরাভাবাভাবের যে অধিকরণ, তাহা আর আকাশ হইতে পারিবে না, পরন্তু তাহা তখন ঘটই হইবে। যেমন, দ্রব্যবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার অধিকরণ দ্রব্যই হয়—গুণকর্ম্ম হয় না, তদ্রূপ। আর এইরূপে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণটী ঘট হওয়ায় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই গগনত্বে থাকিবে ; যেহেতু, গগনত্ব ঘটবৃত্তি নয়। অর্থাৎ, ইহার ফলে এস্থলে লক্ষণ যাইবে—এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে না। ইহাই হইল উক্ত অব্যাপ্তি-নিবারণার্থ উত্তর, এবং ইহাই টীকাকার মহাশয় "ন চ" হইতে "বাচ্যম্" পর্য্যন্ত বাক্যাংশে উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু, তাহা হইলে বলিব, না, তাহাও ঠিক নহে; কারণ, তাহা হইলে পুনরায় সাধ্যাভাব-পদের বৈয়র্থ্যাপত্তি ঘটিবে। যেহেতু, পূর্ব্বে যখন সাধ্যাভাব-পদের ব্যাবৃত্তি দেখান হইয়াছিল, তখন যেমন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" বলিতে "জলহ্রদ" ধরিয়া "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে" বলিতে দ্রব্যত্ব ধরিয়া এবং "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে, তাহার অধিকরণ" বলিতে দ্রব্যত্বের অধিকরণ জলহ্রদ না ধরিয়া পর্ব্বত ধরা হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য হেতু ধূমে 'সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব' না পাওয়ায় দোষ হইয়াছিল, এখন কিন্তু "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে তাহার অধিকরণ" ধরিতে হইবে বলায়, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব, সেই দ্রব্যত্বের অধিকরণ-রূপে আর পর্ব্বতকে ধরিতে পারা যাইবে না, আর তজ্জন্য উক্ত অসম্ভব-দোষ দেখাইতে পারা যাইবে না; আর তাহার ফলে সাধ্যাভাব-পদের প্রয়োজনীয়তাও দেখাইতে পারা যাইবে না। অবশ্য, এস্থলে, ঐ দ্রব্যত্বের অধিকরণরূপে পর্ব্বতকে ধরিতে না পারিবার কারণ—সাধ্যবদ্‌ভিন্ন বলিতে যখন জলহ্রদ ধরা হয়, তখন 'সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে' বলিতে জলহ্রদবৃত্তিত্ববিশিষ্ট দ্রব্যত্ব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু, সেই দ্রব্যত্বের অধিকরণ আর "পর্ব্বত" হইতে পারিবে না। যেহেতু, বিশিষ্ট অধিকরণতা সর্ব্বদাই বিলক্ষণ, অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জলহ্রদবৃত্তিত্ববিশিষ্ট 'যে' হয়, তাহার অধিকরণ জলহ্রদই হইয়া থাকে। সুতরাং, "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ" পদে যদি "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-সাধ্যাভাবাধিকরণ" ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আর অব্যাপ্তি হয় না। অতএব, দেখা যাইতেছে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" এইমাত্র লক্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যাভাব তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" এস্থলে "সাধ্যাভাব" পদ দিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। ফলকথা "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে" বলিলে "যে" পদে "সাধ্যাভাব"কেও ধরিতে পারা যাইবে, লক্ষণের লাঘব সাধিত হইবে এবং অন্বয়-বিপর্য্যয়ও হইবে না। অর্থাৎ, "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাববত্ত্ব" এইরূপ লক্ষণের অর্থ করিলে সাধ্যাভাব পদের বৈয়র্থ্যাপত্তিই হয় বুঝা গেল।

সুতরাং, বলা যাইতে পারে উক্ত "ঘটাকাশ-সংযোগ-ঘটত্বান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তি-দোষ হয়, তাহা উক্ত উত্তরের সাহায্যে অর্থাৎ "বৃত্তিত্ববিশিষ্ট" ইত্যাদি নিবেশের সাহায্যে নিবারণ করা যায় না। ইহাই হইল "সাধ্যাভাব" পদ হইতে "ইতি চেৎ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ, এবং ইহাই হইল সাধ্যপদের ব্যাবৃত্তি-সংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত আপত্তি।

এইবার পরবর্ত্তিপ্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয় এই অব্যাপ্তি-নিবারণ করিয়া উক্ত আপত্তির প্রকৃত উত্তর দিতেছেন। সুতরাং, আমরাও এইবার দেখি ইহার প্রকৃত উত্তরটী কি?

———

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর।

টীকামূলম্।

ন। অভাবাভাবস্য অতিরিক্তত্ব-মতেন এতল্লক্ষণ-করণাৎ।

তথা চ অধিকরণ ভেদেন অভাব-ভেদাৎ সাধ্যবদ্‌ভিন্নে ঘটে বর্ত্তমানস্য সাধ্যাভাবস্য প্রতিযোগি-ব্যধিকরণস্য প্রতিযোগিমতি গগনে অসত্ত্বাৎ অব্যাপ্তেঃ অভাবাৎ।

ন চ এবং সাধ্যাভাবেতি অত্র সাধ্য-পদবৈয়র্থ্যম্, অভাবাভাবস্য অতিরিক্তত্বেন দ্রব্যত্বাদেঃ অভাবত্বাভাবাৎ সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-ঘটাভাবাদেঃ তু হেতুমতি অসত্ত্বাৎ অধিকরণ-ভেদেন অভাবভেদাৎ—ইতি বাচ্যম্?

যত্র প্রতিযোগি-সমানাধিকরণত্ব-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব-লক্ষণ-বিরুদ্ধধর্ম্মা-ধ্যাসঃ তত্র এব অধিকরণ-ভেদেন অভাব-ভেদাভ্যুপগমঃ ন তু সর্ব্বত্র।

তথা চ সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি ঘটাভাবাদেঃ হেতুমতি অপি সত্ত্বাৎ অসম্ভব-বারণয় সাধ্যপদোপাদানম্।

মতেন=মতেন এব ; প্রঃ সং।

তত্র এব=তত্র ; প্রঃ সং।

সাধ্যপদোপাদানম্=সাধ্যপদোপাদানাৎ। জীঃ সং ; চৌঃ সং ; সোঃ সং।

অতিরিক্তত্বেন...অভাবত্বাভাবাৎ=অতিরিক্তত্বে তদ্-দ্রব্যত্বাদেঃ অভাবাভাবত্বাৎ। চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

না, তাহা নহে, অভাবের অভাব প্রতি-যোগীর স্বরূপ নহে, পরন্তু তাহা অতিরিক্ত একটী অভাব, এই মতেই এই লক্ষণ করা হইয়াছে।

আর তাহা হইলে অধিকরণ-ভেদে অভাব বিভিন্ন বলিয়া সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে ঘট, সেই ঘটবৃত্তি যে উক্ত অন্যতরাভাবাভাবরূপ সাধ্যাভাব, তাহা প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ হয়, অর্থাৎ তাহা অন্যতরাভাবের সহিত একত্র থাকে না, আর তজ্জন্য প্রতিযোগিমৎ অর্থাৎ অন্যতরাভাববিশিষ্ট গগনে উহা থাকে না বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না।

আর এইরূপে সাধ্যাভাব-পদ-মধ্যস্থ সাধ্যপদটী ব্যর্থ হয় ; কারণ, অভাবের অভাব অতিরিক্ত বলিয়া দ্রব্যত্বাদি, নিজ অভাবের অভাবস্বরূপ হয় না ; সুতরাং, সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি ঘটাভাবাদিও হেতুমতে অর্থাৎ পর্ব্বতে থাকে না, যেহেতু; অধিকরণ-ভেদে অভাব বিভিন্ন ; —ইত্যাদি কথাও বলিতে পারা যায় না।

কারণ, যেখানে প্রতিযোগি-সমানাধি-করণত্ব এবং প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব-রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস সম্ভাবনা হয়, সেই স্থলেই অধিকরণ-ভেদে অভাব বিভিন্ন হয়, সর্ব্বত্র নহে,—ইহাই স্বীকার্য্য।

আর তাহা হইলে সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে ঘটাভাবাদি, তাহারা হেতুমান্ পর্ব্বতেও থাকায় যে অসম্ভব-দোষ হয়, তাহা বারণের নিমিত্ত সাধ্যপদটী গ্রহণ করা আবশ্যক হয়।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়, পূর্ব্বোক্ত "ঘটাকাশসংযোগ ও ঘটত্ব এতদন্যতরা-ভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এই দ্বিতীয় লক্ষণের উপর যে আপত্তি

তুলিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত উত্তর দিতেছেন। অবশ্য, এই উত্তরটী কেবল মাত্র উত্তরই নহে, ইহাতে উহার প্রয়োগ, উহার উপর অন্য আপত্তি এবং তাহার খণ্ডনও কথিত হইয়াছে।

এখন তাহা হইলে প্রথমে দেখা যাউক, পূর্ব্বোক্ত আপত্তির প্রকৃত উত্তরটী কি ?

উত্তরটী এই যে, এস্থলে উক্ত অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না ; কারণ, এই লক্ষণটী অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ নহে, পরন্তু, অভাবের অভাব পৃথক্ একটী অভাব স্বরূপ হয়, এবং অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়, এই দুইটী মত অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ইহাই হইল "ন" হইতে "এতল্লক্ষণকরণাৎ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

এখন দেখ, এই উত্তরটী কি করিয়া প্রকৃত-স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে ?

দেখ, এক্ষণে অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ না হইয়া অতিরিক্ত একটী অভাব-স্বরূপ হওয়ায় উক্ত অন্যতরাভাবসাধ্যকস্থলে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে ঘট, সেই ঘটে বৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তাহা হইবে ঘটাকাশ-সংযোগ ও ঘটত্ব এতদন্যতরাভাবাভাব ; এবং তাহা এখন অতিরিক্ত হওয়ায় অধিকরণভেদে বিভিন্ন হইবে ; সুতরাং, এই অন্যতরাভাবাভাব-রূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণ যে ঘট ও আকাশ, তাহাদের উপর 'একটী' অন্যতরাভাবাভাব থাকিতে পারিবে না। সুতরাং, "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" বলিতে "ঘট"কে ধরিয়া "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি সাধ্যা-ভাবাধিকরণ" আর আকাশকে ধরিতে পারা যাইবে না, পরন্তু ঘটকেই ধরিতে হইবে। আর তখন এই ঘট-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতু-গগনত্বে থাকিবে। সুতরাং, লক্ষণ যাইবে, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না। ইহাই হইল উক্ত উত্তরের প্রয়োগ এবং ইহাই হইল "তথা চ" হইতে "অভাবাৎ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

এস্থলে টীকাকার মহাশয়ের ভাষাটী বুঝিতে প্রথম প্রথম একটু কঠিন বোধ হয়। তিনি "সাধ্যাভাবস্ত প্রতিযোগিব্যধিকরণস্য প্রতিযোগিমতি গগনে অসত্বাৎ" এই কথাটীতে বড়ই সংক্ষেপে অনেক বিষয় বলিয়াছেন। ইহার মর্ম্মার্থ আমরা উপরে দিয়াছি, এক্ষণে ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব। সাধ্যাভাবটীকে প্রতিযোগিব্যধিকরণ বলায় বলা হইল যে, সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাব, তাহা তাহার প্রতিযোগী যে ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাব, তাহার সহিত একত্র থাকে না, অর্থাৎ গগনে থাকে না। যেহেতু, গগনে ঘটানধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাব থাকে। তাহার পর গগনকে "প্রতিযোগিমৎ" বলায় বলা হইল, গগনে উক্ত প্রতিযোগী ঘটত্ব-ঘটাকাশ সংযোগান্যতরাভাব থাকায় সাধ্যাভাব ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরা-ভাবাভাবটী থাকিল না। সুতরাং, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ গগন না হওয়ায় গগনত্বে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিল না, পরন্তু, তাহার অভাব থাকিল। সুতরাং, লক্ষণ যাইল, অব্যাপ্তি-দোষ হইল না। ইহার কারণ, ঘটত্ব ও ঘটাকাশ-সংযোগ এতদন্যতর" এবং "ঘটত্ব ও ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাব" ইহারা উভয়েই ঘট ও আকাশে থাকিলেও ইহারা এক নহে। অধিকরণভেদে-অভাব বিভিন্ন হওয়ায়

ঘটবৃত্তি উক্ত অন্যতরাভাবাভাবটী আকাশবৃত্তি আর হইতে পারিবে না, ঘটবৃত্তিই হইবে। "প্রতিযোগিব্যধিকরণস্থ" ও প্রতিযোগিমতি" এই দুইটী পদে ইহাই বলা হইল।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয়, মূল উত্তরের উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া পুনরায় তাহার নিবারণোপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। অর্থাৎ "নচ" হইতে "বাচ্যম্" পর্য্যন্ত বাক্যে একটী আপত্তি, "যত্র" হইতে "সর্ব্বত্র" পর্য্যন্ত বাক্যে তাহার উত্তর,এবং "তথা চ" হইতে "সাধ্যপদোপাদানম্" পর্য্যন্ত বাক্যে উহার প্রয়োগ ও উপসংহার করিতেছেন।

আপত্তিটী এই যে, যদি বল এই লক্ষণে অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ নহে, পরন্তু অতিরিক্ত একটী অভাব পদার্থ, তাহা হইলে অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন বলিয়া উক্ত "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হইবে না বটে,কিন্তু তাহাতে "সাধ্যাভাব"-পদ-মধ্যস্থ "সাধ্য" পদটী ব্যর্থ হইয়া উঠিবে? কারণ দেখ, যেখানে সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলটীকে অবলম্বন করিয়া দেখান হইয়াছিল যে,—সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে জলহ্রদ, তাহাতে বৃত্তি অভাব বলিতে যে দ্রব্যত্বাভাবাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্বকে পাওয়া যায়, এবং তাহার অধিকরণ বলিতে পর্ব্বতকে ধরিয়া এবং সেই পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে পাওয়া যায় না বলিয়া যে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে, এবং এইরূপে সর্ব্বত্র অব্যাপ্তি হওয়ায়—যে অসম্ভব-দোষ হয়, সেই অসম্ভব-দোষ-নিবারণ-জন্য সাধ্যপদের প্রয়োজন, ইত্যাদি। এখন যদি অভাবের অভাবকে অতিরিক্ত একটী অভাব বলা হয়, তাহা হইলে আর সাধ্যপদের প্রয়োজন হয় না; কারণ, এখন অভাবের অভাব অতিরিক্ত হওয়ায় সাধ্যবদ্‌ভিন্ন বৃত্তি যে অভাব, সেই অভাব-পদে আর দ্রব্যত্বাভাবাভাব-রূপ "দ্রব্যত্বকে" ধরিতে পারা যাইবে না। কারণ, এখন দ্রব্যত্ব ও দ্রব্যত্বাভাবাভাব এক নহে। সুতরাং, দ্রব্যত্বকে পর্ব্বতে রাখিয়া এবং পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবকে হেতুতে অর্থাৎ ধূমে পাওয়া যায় না বলিয়া উক্ত অসম্ভব-দোষও আর দেখাইতে পারা যাইবে না। আর তাহার ফলে সাধ্যপদের প্রয়োজনীয়তাও দেখাইতে পারা যাইবে না। অতএব বর্ত্তমান লক্ষণটী "অভাবের অভাব অতিরিক্ত" এই মতে রচিত বলিয়া "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাববান্, গগনত্বাৎ," স্থলের দোষ-নিবারণ করিবার প্রয়াস এক প্রকার বিফল হইয়া উঠিতেছে।

যদি বল, এস্থলে দ্রব্যত্বাভাবাভাব বলিয়া দ্রব্যত্বকে ধরিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে ত ধরিতে পারা যায়, এবং ঐ দ্রব্যত্বাভাবাভাবটীও দ্রব্যত্ব যেখানে থাকে, সেই স্থানেই থাকে; সুতরাং, অব্যাপ্তি হইবে না কেন?—এরূপ আপত্তি ত করা যাইতে পারে? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, দ্রব্যত্বাভাবাভাবটী অভাব পদার্থ বলিয়া তাহা অধিকরণভেদে বিভিন্ন হইবে, অতএব জলহ্রদবৃত্তি-দ্রব্যত্বাভাবাভাবের অধিকরণ আর পর্ব্বত হইবে না, জলহ্রদই হইবে; সুতরাং অসম্ভবও হইবে না, আর তজ্জন্য সাধ্য-পদের প্রয়োজনও হইবে না; ইহাই হইল আপত্তি।

এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে। এখানে অর্থাৎ উক্ত

"বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ" স্থলে অসম্ভবই হইবে, এবং তজ্জন্য সাধ্য-পদের প্রয়োজন হইবে। কারণ, অধিকরণভেদে সকল অভাবই যে বিভিন্ন হয়, তাহা নহে। পরন্তু, কোন কোন অভাব বিভিন্ন হইয়া থাকে এবং কোন কোন অভাব অভিন্নই থাকে। আর ইহার ফলে ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাব যে সাধ্যাভাব এবং অপরাপর কতিপয় অভাব, অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবরূপ কতিপয় অভাব, তাহারা অধিকরণ-ভেদে বিভিন্ন হয়, এবং ব্যাপ্য-বৃত্তির অভাব, যথা দ্রব্যত্বাভাবাভাব, দ্রব্যত্বাভাব, ঘটাভাব প্রভৃতি কতিপয় অভাব অধিকরণ-ভেদে বিভিন্ন হয় না। সুতরাং, উক্ত "বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ" স্থলে 'সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি' যে অভাব বলিতে জলহ্রদবৃত্তি-দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে ধরিয়া তাহার অধিকরণ বলিতে পর্ব্বতকেও ধরিতে পারা যাইবে, এবং সেই পর্ব্বতে হেতু ধূম থাকায় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। আর বস্তুতঃ, এই অব্যাপ্তি-নিবারণার্থ সাধ্য-পদের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং, উক্ত আপত্তি নিরর্থক।

যদি বল, কতিপয় অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন এবং কতিপয় অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন নহে—ইহার কি কোন নিয়ম আছে? তাহার উত্তর এই যে, যে সকল 'অভাব অধি-করণভেদে বিভিন্ন' স্বীকার না করিলে তাহাতে প্রতিযোগি-সমানাধিকরণত্ব ও প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব-রূপ, বিরুদ্ধধর্ম্মের (অর্থাৎ প্রতিযোগীর অধিকরণবৃত্তিত্ব এবং প্রতিযোগীর অনধি-করণবৃত্তিত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের,) আরোপের সম্ভাবনা হয়, সেই সকল অভাবই অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেহেতু, বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস একটী দোষ; ইহা স্বীকার করিলে বিরুদ্ধত্বই সিদ্ধ হয় না। আর যে সকল অভাবে ঐরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাসের সম্ভাবনা নাই, সে সকল অভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবই অধিকরণ-ভেদে বিভিন্ন হয়। যাহা হউক, ইহাই হইল ঐ নিয়ম।

যদি বল, এই নিয়ম অনুসারে ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাব-রূপ সাধ্যাভাবটী অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবগুলি কি করিয়া অধিকরণভেদে বিভিন্ন হইল? তাহা হইলে, দেখ, ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাবের প্রতিযোগী ঘটত্ব-ঘটাকাশ সংযোগান্যতরা-ভাবটী যে আকাশে থাকে, সেই আকাশে ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাবটীও থাকে, এবং প্রতিযোগী ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবটী যে ঘটে থাকে না, সেই স্থানেও ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাবটী থাকে; সুতরাং, ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবা-ভাবে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য ও প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস ঘটিল।

ঐরূপ, অপর অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবে কি করিয়া বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস হয়, শুন। দেখ, সংযোগাভাবটী দ্রব্যে যেমন থাকে, তদ্রূপ তাহার প্রতিযোগী সংযোগটীও তাহাতেই থাকে; সুতরাং, দ্রব্যান্তর্ভাবে সংযোগাভাবে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য থাকিল; আবার সংযোগাভাবটী গুণেও থাকে, কিন্তু তথায় তাহার প্রতিযোগী সংযোগটী থাকে না; সুতরাং, গুণান্তর্ভাবে এই সংযোগাভাবে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বরূপ ধর্ম্মটী থাকিল। এখন যদি এই উভয়বৃত্তি

সংযোগাভাবটীকে এক অভিন্ন পদার্থ বলা যায়, তাহা হইলে, তাহাতে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য ও প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু যদি এই উভয়বৃত্তি অভাবটী পৃথক্ হয়, তাহা হইলে গুণবৃত্তি যে সংযোগাভাব, তাহাতে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বই থাকিল, প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য থাকিল না, এবং দ্রব্যবৃত্তি যে সংযোগাভাব তাহাতে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্যই থাকিল, প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব থাকিল না। সুতরাং, ইহাতে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য ও প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস ঘটিল না। অতএব বলিতে হয়—অব্যাপ্যবৃত্তির অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয়। ইহাই হইল "যত্র" হইতে "সর্ব্বত্র" পর্য্যন্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।

আর, তাহা হইলে এখন দেখ, উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে, "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে অভাব, সেই অভাববন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি" এই মাত্র লক্ষণ যদি করা হয়, এবং সেই "অভাব" পদে ঘটাভাবাদি যদি ধরা যায়, (যেহেতু সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে জলহ্রদ, তাহাতে ঘট থাকে না), তাহা হইলে সেই অভাবটী হেতুমৎ-পর্ব্বতেও থাকিতে পারিবে। যেহেতু, ঘটাভাবটী উক্ত নিয়মানুসারে জলহ্রদরূপ অধিকরণ ও পর্ব্বতরূপ অধিকরণভেদে আর বিভিন্ন হইবে না। (তাহার কারণ, ইহাতে প্রতিযোগি-সমানাধিকরণত্ব এবং প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস হয় না।) সুতরাং, পুনরায় অসম্ভব-দোষ ঘটিবে, এবং সেই অসম্ভবদোষ-নিবারণ-জন্যই সাধ্য-পদের প্রয়োজন হইবে। আর ইহার ফলে পূর্ব্বোক্ত "ঘটত্ব ঘটাকাশ-সংযোগ এতদন্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তি-নিবারণ করা হইয়াছিল, তাহাতেও কোন দোষ স্পর্শ করিবে না। যাহা হউক, এই দ্বিতীয় লক্ষণটী, "অভাবের অভাব অতিরিক্ত একটী অভাব পদার্থ,—প্রতিযোগীর স্বরূপ নহে," এই মতানুসারে রচিত হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতেই উক্ত "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে আর কোন দোষ হইল না এবং ইহার কোন পদই ব্যর্থতা-দোষদুষ্ট বলিয়াও প্রমাণিত হইল না। ইহাইহইল "তথা চ" হইতে "সাধ্যপদোপাদানম্" পর্য্যন্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।

কিন্তু, টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তিপ্রসঙ্গে অন্যপথে আবার ইহার সমাধান করিতেছেন; যেহেতু, এপথেও কোন কোন পণ্ডিতের একটু আধটু অরুচি দেখা যায়। কিন্তু, সে বিষয়টী গ্রহণের পূর্ব্বে আমরা এস্থলের দুই একটী সংশয়-নিরাশ করিতে ইচ্ছা করি; যেহেতু, এ সংশয়টী অনেকের মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে।

প্রথম সংশয়টী এই;—উপরে দেখা গিয়াছে—টীকাকার মহাশয় অব্যাপ্যবৃত্তি স্থলে অভাব পদার্থটী অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিবার জন্য বলিয়াছেন—

"যত্র প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব-প্রতিযোগিসমানাধিকরণত্ব-লক্ষণ-বিরুদ্ধ-
ধর্ম্মাধ্যাসঃ তত্রৈব অধিকরণভেদেন অভাবভেদাভ্যুপগমঃ ন তু সর্ব্বত্র।"

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এস্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব ও প্রতিযোগিসমানাধিকরণত্ব এই

দুইটীই উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা কি? অব্যাপ্যবৃত্তি অভাবকে পাইবার জন্য কেবল "প্রতিযোগি-সমানাধিকরণত্ব" মাত্র বলিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত? "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব" বলিবার তাৎপর্য্য কি?

কারণ, অব্যাপ্যবৃত্তির অভাব ভিন্ন ব্যাপ্যবৃত্তির অভাবে কখনই প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্যই থাকে না। যেমন, দেখ অব্যাপ্যবৃত্তির অভাব একটী সংযোগাভাব, এবং ব্যাপ্যবৃত্তির অভাব একটী ঘটত্বাভাব, এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগাভাবে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য থাকে; যেহেতু, সংযোগবতেও সংযোগাভাব থাকে এবং ঘটত্বাভাবে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য থাকে না; যেহেতু, ঘটত্ববতে ঘটত্বাভাব থাকে না। সুতরাং, উক্ত প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য বলিলেই অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবগুলিকে পাওয়া যায়, অর্থাৎ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত অভাবগুলিই পাওয়া যায়। কিন্তু, তথাপি এস্থলে প্রতিযোগি সামানাধিকরণ্য এবং প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব-রূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস—এইরূপ বাক্যবিন্যাসের উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব পদের উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা আছে কি?

ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, যে সব অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয়, তাহাদের বিভিন্ন হইবার কারণ কি, এই উপলক্ষে তাহাও পাঠককে ইঙ্গিত করা। যেহেতু, "যে অভাবে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য আছে" এই মাত্র বলিলেই অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবই যে অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয়, তাহাই বুঝাইত এবং তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাবটী অধিকরণভেদে বিভিন্ন হইত এবং সাধ্যপদ না দিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলের অভাবরূপ দ্রব্যত্বাভাবাভাবটী অধিকরণভেদে বিভিন্ন হইত না, আর তাহার ফলে "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে এইরূপে অব্যাপ্তি হইত না, এবং "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে উক্ত দ্রব্যত্বাভাবাভাব ধরিয়া অসম্ভব-দোষ-নিবারণার্থ লক্ষণোক্ত সাধ্যপদের সার্থকতা প্রমাণিত হইত, কিন্তু তাহা হইলেও কেন অব্যাপ্যবৃত্তির অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয়—তাহার কারণ কি, তাহা বলা হইত না। বস্তুতঃ, ইহার কারণই—অভাবে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য ও প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস। কারণ, বিরুদ্ধধর্ম্ম একত্র থাকে স্বীকার করিলে তাহার বিরুদ্ধতাই থাকে না, এবং বস্তুভেদের কারণই পরস্পরের ধর্ম্মবিরোধ।

ফলতঃ, টীকাকার মহাশয়, পাঠকবর্গকে এস্থলের এই বিরুদ্ধধর্ম্ম দুইটীর কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাস" এইরূপ করিয়া বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

এখন আর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বে যখন "সাধ্য" পদের ব্যাবৃত্তি দেখান হইয়াছিল, তখন "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি অভাব" বলিতে দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে ধরিয়া দেখান হইয়াছিল; এখন উপসংহারকালে ঘটাভাবকে ধরিয়া এই কার্য্য সিদ্ধ করা কেন হইতেছে? যথা, প্রথমে বলা হয় —"সাধ্যাভাব-ইত্যত্র সাধ্যপদম্ অপি অতএব, দ্রব্যত্বাদেঃ অপি দ্রবত্বাভাবাভাবত্বাৎ।"

এবং পুনরায় "ন চ এবং সাধ্যাভাব-ইত্যত্র সাধ্যপদ-বৈয়র্থ্যম্, অভাবাভাবস্য অতিরিক্তত্বেন দ্রব্যত্বাদেঃ অভাবত্বাভাবাৎ"—ইত্যাদি, এবং উপসংহারকালে "তথা চ সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিঘটাভাবাদেঃ হেতুমতি অপি সত্ত্বাৎ অসম্ভববারণায় সাধ্যপদোপাদানম্", ইত্যাদি; ইহার কারণ কি?

ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে "ঘটাভাব" ধরিয়া উত্তর করিতে পারিলে লাঘব হয়। কারণ, দ্রব্যত্বাভাবাভাব ধরিলে দ্রব্যত্বের অভাবের অভাব বুঝায়, অর্থাৎ দুইটী অভাবকে ধরিতে হয়, কিন্তু ঘটাভাব বলিলে ঘটের অভাব, অর্থাৎ একটী অভাবকে ধরিতে হয়। অথচ ঘটাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি দেওয়ায় যে, দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে ধরিয়া অব্যাপ্তি দেওয়া যায় না—এরূপ নহে। সুতরাং, লাঘবার্থ এস্থলে ঘটাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু, এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর স্বীকার করিলে এস্থলে পুনরায় একটী সংশয় উপস্থিত হয়। সংশয়টী এই যে, তবে প্রথমেই দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে না ধরিয়া একেবারে ঘটাভাবকে ধরিয়া কেন সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করা হইল না? ইত্যাদি।

ইহার উত্তর এই যে, তাহা পারা যায় না। কারণ, যখন দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে ধরিয়া সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তখনও পর্য্যন্ত ভাবরূপী অভাব ব্যতীত, সকল অভাবই অধিকরণ-ভেদে বিভিন্ন—এইরূপ মত ছিল, আর তজ্জন্য 'সাধ্যবদ্ভিন্নে বৃত্তি অভাব' যে দ্রব্যত্বাভাবাভাব, সেটী ভাবরূপী অর্থাৎ দ্রব্যত্বরূপী অভাব বলিয়া তাহার অধিকরণ বলিয়া 'পর্ব্বতকে' ধরিলে 'সাধ্যবদ্ভিন্নে বৃত্তি অভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া যায় না, তাই অব্যাপ্তি দেখান হইয়াছিল; তখন এই "সাধ্যবদ্ভিন্নে বৃত্তি অভাব" পদে লাঘবের আশায় ঘটাভাব ধরিলে উক্ত অব্যাপ্তি আর দেখাইতে পারা যাইত না। কারণ, ঘটাভাবটী ভাবরূপী অভাব নয় বলিয়া তাহা অধিকরণভেদে বিভিন্নই হইত, অর্থাৎ সাধ্যবদ্ভিন্ন যে জলহ্রদ, সেই জলহ্রদবৃত্তি যে অভাব,তাহা ঘটাভাব হওয়ায় তাহার অধিকরণ জলহ্রদই হইত, তাহার অধিকরণ আর পর্ব্বত হইতে পারিত না। ফলে, তখন 'সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি-অভাব' বলিতে দ্রব্যত্বাভাবাভাব না ধরিয়া ঘটাভাব ধরিলে অব্যাপ্তি দেখাইতে পারা যাইত না, অর্থাৎ সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি দেখাইতে পারা যাইত না। এখন কিন্তু "অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবই কেবল অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয়" এই মত স্বীকার করায় দ্রব্যত্বাভাবাভাবের ন্যায় ঘটাভাবটী অধিকরণভেদে বিভিন্ন হইল না। কারণ, ইহারা ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব। সুতরাং, সাধ্যবদ্ভিন্ন যে জলহ্রদ, তাহাতে বৃত্তি যে ঘটাভাব, তাহাই পর্ব্বতবৃত্তি হইল, অর্থাৎ এইজন্য হেতু ধূমে 'সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি-অভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাই' হেতুতে থাকিল, বৃত্তিত্বাভাব থাকিল না—অব্যাপ্তি হইল—আর তাহা বারণ করিবার জন্য সাধ্য-পদের প্রয়োজন আছে—ইহা দেখাইতে পারা গেল। সুতরাং, প্রথমে ঘটাভাব ধরিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না—বুঝা গেল।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে মতান্তর-সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তির অন্য প্রকারে সমাধান করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তির অন্যপ্রকারে সমাধান।

টীকামূলম্ ।

যদ্ বা ঘটাকাশ-সংযোগ-ঘটত্বান্যতরা-ভাবাভাবঃ অতিরিক্তঃ এব, ঘটাকাশ-সংযোগাদীনাম্ অননুগততয়া তথাত্বস্য বক্তুম্ অশক্যত্বাৎ। ঘটত্ব-দ্রব্যত্বান্যতরাভাবা-ভাবঃ তু ন অতিরিক্তঃ,ঘটত্ব-দ্রব্যত্বাদীনাম্ অনুগতত্বাৎ। তথাচ দ্রব্যত্বাদিকম্ আদায় অসম্ভব-বারণায় এব সাধ্যপদম্—ইতি প্রাহুঃ। ইতি আস্তাং বিস্তরঃ।

অতিরিক্তঃ এব=অতিরিক্তঃ; প্রঃ সং, চৌঃ সং, সোঃ সং। সংযোগাদীনাম্=সংযোগ-ঘটত্বাদীনাম্; প্রঃ সং, চৌঃ সং, সোঃ সং। অনুগতত্বাৎ=অপি অনুগতত্বাৎ; জীঃ সং, চৌঃ সং, সোঃ সং। দ্রব্যত্বাদিকম্=দ্রব্যত্বাদিম্; এব সাধ্যপদম্=সাধ্যপদম্; প্রঃ সং। ঘটাকাশ-সংযোগ-ঘটত্ব =ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগ। ইতি প্রাহুঃ ইতি আস্তাম্= ইতি অন্যত্র। চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

অথবা ঘটাকাশসংযোগ ও ঘটত্ব এতদন্যতরের অভাবের অভাবটী অতিরিক্তই হয়; কারণ, ঘটাকাশ-সংযোগাদি অনুগত পদার্থ নহে বলিয়া তাহা যে কত, তাহা নাম করিয়া বলিতে পারা যায় না। ঘটত্ব কিংবা দ্রব্যত্বাদির অভাবের অভাব কিন্তু অতিরিক্ত নহে; যেহেতু, ঘটত্ব কিংবা দ্রব্যত্বাদি অনুগত পদার্থ হয়। আর তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি কালে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে দ্রব্যত্বাদিকে গ্রহণ করিয়া যে অসম্ভব দেখান হয়, তাহা নিবারণের জন্য সাধ্যপদের প্রয়োজন হয়, এইরূপ কেহ কেহ বলেন। আর বিস্তরে কাজ নাই।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় মতান্তর-সাহায্যে "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরা-ভাববান্ গগনত্বাৎ"স্থলের অব্যাপ্তি অন্য প্রকারে নিবারিত করিতেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তির নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নে সাধ্যাভাব" না বলিয়া "সাধ্যবদ্‌ভিন্নে যে অভাব" পদে দ্রব্যত্বা-ভাবাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্ব ধরিয়া যে অসম্ভব-দোষ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহা নিবারণের জন্য 'যে ভাবরূপী অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন নয়' বলা হইয়াছিল, এবং ইহার বিরুদ্ধে "ঘটাকাশ-সংযোগ-ঘটত্বান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থল গ্রহণ করিয়া যে ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত অব্যাপ্তি-দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছিল, এবং এই দোষ-বারণ-মানসে 'সকল অভাবের অভাবই অতিরিক্ত' এইমতে এই লক্ষণ—এইরূপ যে বলা হইয়াছিল এবং ইহাতে পুনরায় সাধ্য-পদ ব্যর্থ হয় বলিয়া 'উক্ত প্রকার অন্যতরাভাবাভাব অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তির অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন, অন্য অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন নয়'—এই তাৎপর্য্য-মূলক সিদ্ধান্তটী যে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সব কথা না বলিয়া 'কোন্ অভাবটী ভাবরূপ হয়, কোনটী হয় না'—তাহা বিচার করিয়া "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-অভাব" পদে যে ঘটাকাশ সংযোগ-ঘটত্বান্যতরাভাবাভাব, তাহা অতিরিক্ত—এইরূপ বলিয়া উক্ত অব্যাপ্তি-দোষ-নিবারণ করিতেছেন এবং সাধ্যাভাব-পদমধ্যস্থ সাধ্যপদের প্রয়োজনীয়তা ও দেখাইতেছেন।

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, এস্থলে টীকাকার মহাশয় এই উত্তরটীতে কি বলিতেছেন।

এতদুপলক্ষে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, অন্য উপায়েও উক্ত "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্তরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি এবং সাধ্যাভাব-পদমধ্যস্থ সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি দেখান যায়। দেখ, পূর্ব্বকল্পে বলা হইয়াছে যে "সকল অভাবের অভাবই অতিরিক্ত", অর্থাৎ প্রতিযোগীর স্বরূপ নহে; কিন্তু দ্বিতীয় কল্পে বলা হইল "যে সকল অভাবের অভাব ধরিলে কোন একটী অনুগত পদার্থকে লাভ করা যায় না, অর্থাৎ কোন একটী সাধারণ নামে পরিচয়-যোগ্য পদার্থকে পাওয়া যায় না, সেই সকল অভাবের অভাবই অতিরিক্ত হয়, অর্থাৎ প্রতি-যোগীর স্বরূপ হয় না। বস্তুতঃ, এরূপ মতও পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হইতে দেখা যায়।

সুতরাং, এই মতাবলম্বনে এখন দেখ, উক্ত "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্তরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব যে "ঘটত্ব-ঘটাকাশ সংযোগান্তরাভাবাভাব" তাহাও অতিরিক্ত হইবে। কারণ, ইহাকে ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্তর-স্বরূপ বলিলে, অনন্ত ঘটে আকাশ-সংযোগ অনন্ত থাকায়, ইহা একটী অনুগত পদার্থ হয় না, এবং এই লক্ষণে সাধ্যাভাব-পদমধ্যস্থ সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শনার্থ গৃহীত যে উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থল, তাহাতে সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি অভাব যে দ্রব্যত্বাভাবাভাব, তাহা আর অতিরিক্ত হইবে না; কারণ, তাহা দ্রব্যত্ব-স্বরূপ হইলে একটী অনুগত ভাব পদার্থ হয়। আর তজ্জন্য ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্তরাভাব-রূপ যে সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি সাধ্যাভাব, তাহা অধিকরণভেদে বিভিন্ন হইবে; কারণ, ভাবরূপী অভাবভিন্ন সকল অভাবই অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয়; এবং দ্রব্যত্বাভাবাভাব-রূপ সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-অভাবটী অধিকরণভেদে বিভিন্ন হইবে না; কারণ, ইহা ভাবরূপ অভাব হইল। আর ইহার ফলে "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্তরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে (৩৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং লক্ষণে সাধ্যপদ না দিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে না, অর্থাৎ সাধ্যাভাব-পদমধ্যস্থ সাধ্য-পদ না দিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি অর্থাৎ পরিণামে অসম্ভব-দোষই হইবে (৩৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং সাধ্য-পদ দিলে তাহা নিবারিত হইবে। সুতরাং, সাধ্য-পদের প্রয়োজন।

এখন, দেখা গেল, এই দ্বিতীয় লক্ষণের সকল পদই প্রয়োজনীয়, ইহার কোন পদটীও ব্যর্থ নহে, এবং পূর্ব্বোক্ত "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্তরাভাববান্, গগনত্বাৎ" স্থলেও আর অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

যাহা হউক, এইবার আমরা এই সম্বন্ধে কতকগুলি অবান্তর কথা আলোচনা করিব; কারণ, এই সম্বন্ধে এই সকল কথা একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে সহজেই উদয় হইতে পারে, যথা;—

প্রথম, এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইতিপূর্ব্বে যে পথে যাইয়া সাধ্যাভাব-পদমধ্যস্থ সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি এবং "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্তরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি নিবারিত করা হইয়াছিল এবং এক্ষণে যেরূপে তাহা করা হইল, তাহার মধ্যে প্রভেদ কি? কারণ, ইহা অনেক সময় ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না।

প্রথম কল্পে ছিল—

১। সকল অভাবের অভাবই অতিরিক্ত।

২। অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবই অধিকরণ-ভেদে বিভিন্ন।

৩। সকল অভাবের অভাবই অতিরিক্ত —এই মতে এই দ্বিতীয় লক্ষণ রচিত।

৪। অধিকরণভেদে অভাবভেদ ধরিয়া ঐ অব্যাপ্তির উত্তর।

দ্বিতীয় কল্পে হইল—

১। কতকগুলি অভাবের অভাব অতি-রিক্ত। অর্থাৎ অননুগতপ্রতিযোগিক অভা-ভাবের অভাবই অতিরিক্ত।

২। ভাবরূপী অভাবভিন্ন সকল অভাবই অধিকরণভেদে বিভিন্ন।

৩। ইহা অস্বীকার্য্য।

৪। এই অভাবের অভাব অতিরিক্ত এই মূল ধরিয়া ঐ অব্যাপ্তির উত্তর।

এতদ্‌ভিন্ন উভয়কল্পে, সাদৃশ্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উভয় মতেই "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ"-স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ এবং সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি দেখান যায়।

দ্বিতীয়তঃ, লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দ্বিতীয় কল্পে পূর্ব্বের ন্যায় মতান্তর-কথন-কালে "আহুঃ" না বলিয়া "প্রাহুঃ" বলিবার তাৎপর্য্য কি?

ইহার তাৎপর্য্য—দ্বিতীয় কল্পটী পূর্ব্বকল্প অপেক্ষা উত্তম। ইহার কারণ, নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মধ্যে "প্রাহুঃ" বলিয়া উৎকর্ষ প্রদর্শন করাই সাধারণ রীতি। কিন্তু, তাহা হইলে এখন জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এস্থলে দ্বিতীয় কল্পটী প্রথম কল্প হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? কারণ, ইহাও পণ্ডিতসমাজে জিজ্ঞাস্য হইতে দেখা যায়। ইহার উত্তর, এক কথায় এই শ্রেষ্ঠতার কারণ,—লাঘব লাভ। কারণ, প্রথম কল্পে "কোনও অভাবের অভাবই প্রতিযোগীর স্বরূপ" না হওয়ায় অর্থাৎ অতিরিক্ত হওয়ায় অসংখ্য অভাব স্বীকার করিতে হয়। যেমন, দ্রব্যত্বাভাবাভাব, ঘটত্বাভাবাভাব প্রভৃতি অভাবগুলিও দ্রব্যত্ব বা ঘটত্ব স্বরূপ হয় না বলিয়া ইহারাও অভাব মধ্যে পরিগণিত হয়। কিন্তু, দ্বিতীয় কল্পে ইহারা যথাক্রমে দ্রব্যত্ব ও ঘটত্ব স্বরূপ হওয়ায় অভাব পদার্থেরই সংখ্যাহ্রাস সাধিত হইল। অতএব বলিতে পারা যায় যে, এই জন্যই দ্বিতীয় কল্পটী প্রথম কল্প হইতে শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয়তঃ, এস্থলে যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাহা এই;—যাঁহারা সকল অভাবের অভাবকে অতিরিক্ত বলেন, এবং যাঁহারা কতকগুলি অভাবের অভাবকে অতিরিক্ত বলেন, তাঁহাদের পরস্পরের সপক্ষে যুক্তি কি?

ইহার উত্তর এই যে, যাঁহারা সকল অভাবের অভাব অতিরিক্ত বলেন, তাঁহারা বলেন যে অভাবত্ব প্রতীতির, প্রমাত্ব-রক্ষার্থ এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন, অর্থাৎ ভাবের অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ ভাবপদার্থ হইয়া যায়,—অর্থাৎ এসব স্থলে যাহা অভাব পদার্থ হয়, তাহাই আবার ভাব পদার্থ হয়, অর্থাৎ অভাবে ও ভাবের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। সুতরাং, অভাবে অভাবত্ব প্রতীতির হানি ঘটে।

অপর পক্ষ বলেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না, তাহাতে অভাবত্ব-প্রতীতির প্রমাত্ব-হানি হয় না। কারণ, অভাবের অভাবের অভাবে অথবা ভাবের অভাবে তাহার লক্ষণ থাকে। পক্ষান্তরে ভাবের অভাবের অভাব যদি অনুগত পদার্থ হয়, তাহা হইলে তাহাই ভাবরূপী হইবে বলিলে অভাব সংখ্যার লাঘব হয়। সুতরাং, এই মতে লাভ ভিন্ন অলাভ কিছুই নাই। যাহা হউক, ইহাই হইল উভয় পক্ষের দিঙ্‌নির্দ্দেশক যুক্তি-বিশেষ। বস্তুতঃ, উভয় পক্ষের কথার মধ্যে অনেক জানিবার ও ভাবিবার বিষয় আছে।

চতুর্থতঃ, ইতিপূর্ব্বে প্রথম কল্পে "সাধ্য"-পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন-কালে প্রথমে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি অভাব-পদে দ্রব্যত্বাভাবাভাব ধরিয়া পরে অব্যাপ্যবৃত্তির অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন স্বীকার করায় যেমন ঘটাভাবাদি ধরিয়া সাধ্য-পদের সার্থকতা দেখাইতে পারা গিয়াছিল, এক্ষণে এই দ্বিতীয় কল্পে সেই প্রকারে ঘটাভাবকে ধরিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইল না কেন? দেখ, এখানে টীকাকার মহাশয় পুনরায় দ্রব্যত্বাভাবাভাব ধরিয়া অসম্ভব-দোষের কথা বলিতেছেন। যথা,—"তথাচ দ্রব্যত্বাদিকম্ আদায় অসম্ভববারণায় এব সাধ্যপদম্ ইতি"। অতএব, জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহার উদ্দেশ্য কি?

ইহার উত্তর এই যে, এ কল্পে লাঘবের প্রতি দৃষ্টি করা হয় নাই। বস্তুতঃ, পূর্ব্ববৎ এস্থলেও সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি অভাব বলিতে ঘটাভাবকে ধরিয়াও অসম্ভব-দোষ দেখান যায়। ইহা বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বপ্রসঙ্গেরই উপসংহার বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, দ্বিতীয় কল্পে "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে সাধ্যাভাব "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাব"টী অনুগত নহে বলিয়া যে অতিরিক্ত বলা হইয়াছে, এবং তাহার বলে যে এস্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে না—ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহা ত স্থলবিশেষে আবার ঘটিতে দেখা যায়। দেখ, যদি স্থলটী হয়—

"ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎ-সংযোগান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ"

তাহা হইলে এস্থলে সাধ্যাভাবটী অনুগত পদার্থই হয়; অর্থাৎ সাধ্যাভাবটী ঘটত্ব ও তৎসংযোগ এই অনুগত পদার্থস্বরূপ হয়; সুতরাং, অতিরিক্ত হয় না; অতএব এস্থলে সাধ্যাভাবটী অতিরিক্ত নহে বলিয়া অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়। কারণ, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হইতেছে ঘট। বস্তুতঃ, ইহা এখানেও ঘট ব্যতীত আর কেহ হয় না। এখন এই ঘটে বৃত্তি সাধ্যাভাব বলিতে ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতরাভাবাভাবরূপ এতদন্যতর যে ঘটাকাশ-তৎসংযোগ, তাহাকে পাওয়া গেল। আর তাহার অধিকরণ হইতে আকাশ হইল, এবং তাহাতে গগনত্ব থাক'য় হেতুতে বৃত্তিত্বাভাব থাকিল না—অব্যাপ্তি হইল। সুতরাং, এই অব্যাপ্তি-বারণের উপায় কি?

ইহার উত্তর সাধারণতঃ তিন প্রকারে প্রদত্ত হইয়া থাকে। নিম্নে আমরা একে একে সেই তিন প্রকারই প্রদান করিলাম। যথা,—

প্রথম প্রকার এই যে, এরূপ স্থলে এ লক্ষণে এই ত্রুটী স্বীকার্য্য। কারণ, এ সব লক্ষণ নির্দ্দোষ নহে। যেহেতু, কেবলান্বয়ী স্থলে ইহা গ্রন্থকার স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ কেবলান্বয়ি-সাধ্যক স্থলের ন্যায় এতাদৃশ স্থলেও অব্যাপ্তি থাকিবারই কথা। যদি বলা হয় যে, তাহা হইলে পূর্ব্বকল্পই ত ভাল ছিল, "যদ্বা" বলিয়া আবার এ কল্পের উল্লেখ করা কেন? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, এস্থলে মতান্তর উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ "বা" শব্দটী এস্থলে অনাস্থার সূচক বলিয়াই বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি। কিন্তু, প্রকৃতপ্রস্তাবে এ উত্তরটী তত ভাল নহে। কারণ, ইহাতে অব্যাপ্তি নিবারিত করিতে না পারিয়া লক্ষণ-দোষ স্বীকার করিয়া লইতে হইল। সুতরাং, এখন দেখা যাউক, ইহার দ্বিতীয় উত্তরটী কিরূপ?

দ্বিতীয় উত্তরটী এই যে, ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতরাভাবের অভাবও অন্যতর স্বরূপ নহে, পরন্তু তাহা একটী অতিরিক্ত অভাবেরই স্বরূপ হইবে। কারণ, যদি অন্যতর স্বরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'ঘটে' কিঞ্চিৎ অবচ্ছেদে তাদৃশ অন্যতরাভাব নাই—এরূপ প্রতীতির প্রমাত্বসিদ্ধ হইতে পারে। যেহেতু, ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতরাভাবাভাবটী ঘটে ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি পদবাচ্য হয়, কিন্তু এই অভাবটী অন্যতর-স্বরূপ হইলে সাবচ্ছিন্নবৃত্তি পদবাচ্য হইতে পারে, অথচ ইহা প্রকৃতপক্ষে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি। অতএব, উক্ত ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতরাভাবাভাবরূপ সাধ্যাভাবটী অন্যতরস্বরূপ হইল না, আর তজ্জন্য অব্যাপ্তিও নিবারিত হইল।

কিন্তু, এ উত্তরটীও তত ভাল নহে। কারণ, অন্যতরাভাবাভাবটী অতিরিক্ত হইলে যে ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে এবং অন্যতরস্বরূপ হইলে যে অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে—এপক্ষে বিশেষ কোন উত্তম যুক্তি বা প্রমাণ নাই। যাহা হউক, এইবার আমরা তৃতীয় উত্তরটী আলোচনা করিব।

তৃতীয় উত্তরটী এই যে, এস্থলে "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতরাভাবাভাবটী" যে প্রতিযোগী ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতর স্বরূপ হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কারণ, উক্ত অন্যতরাভাবাভাবটী যদি প্রতিযোগি-স্বরূপ হয়, তবে অন্যতরাভাবরূপ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয়, প্রথম—উক্ত অন্যতর-প্রাগভাব, দ্বিতীয়—অন্যতর-ধ্বংস এবং তৃতীয়—অন্যতর এই তিনটী। যেহেতু, প্রাচীন মতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় তিনটী; যথা—প্রতিযোগী, প্রতিযোগিধ্বংস এবং প্রতিযোগিপ্রাগভাব। সুতরাং, ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতরাভাবাভাবটী তিনটী প্রতিযোগীর স্বরূপ হওয়ায় কোন একটী অনুগত পদার্থ হইতে পারিল না। আর অনুগত হইতে না পারায় পূর্ব্বপ্রদর্শিত অব্যাপ্তি থাকিল না। অতএব "তৎসংযোগ" অবলম্বন করিয়া একটী অনুমিতিস্থল গঠন করিয়া যে এই লক্ষণে দোষারোপের চেষ্টা করা হইতেছিল, তাহা আর সুসিদ্ধ হইল না। কিন্তু, সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শনার্থ-গৃহীত উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে

দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিলেও ত্রিপ্রতিযোগিক হয় না। কারণ, দ্রব্যত্বের ধ্বংস বা প্রাগভাব নাই, সে নিত্য পদার্থ। অতএব, কোন দিকেই দোষ হইল না। অথবা, ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতরাভাবাভাবটী যদি অতিরিক্ত না হয়, তবে ঐ অন্যতরস্বরূপ অভাবে প্রতিযোগি-সমানাধিকরণত্ব এবং প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বস্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের অধ্যাস হয়, আর অতিরিক্ত হইলে অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস হয় না।

ষষ্ঠতঃ, এইবার এস্থলে অর্থাৎ এই "ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ" স্থলে আমরা প্রথম তিনটী পদের ব্যাবৃত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কারণ, ইহাতেও জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে।

(ক) প্রথম দেখ, এই ঘটত্ব-পদটী কেন ?

উত্তর—ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে ঘটাকাশ-সংযোগাভাবটীই সাধ্য হইবে। কারণ, তখন অন্যতরের আর সম্ভাবনা থাকে না। এখন দেখ, এক্ষেত্রে অনুমিতি-স্থলটী হয়—

ঘটাকাশ-সংযোগাভাববান্ গগনত্বাৎ।

এখন দেখ, এইটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থল এবং উহা সব লক্ষণেরই-অলক্ষ্য, অতএব সাধ্যবদ্ভেদ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া এ লক্ষণেও অব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে—কোন উপায়েই অব্যাপ্তি-বারণ করা যাইবে না। কিন্তু ঘটত্ব-পদটী দিলে ইহা কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থল হয় না; সুতরাং, অব্যাপ্তি-বারণ করার আবশ্যকতা থাকে। অতএব, ঘটত্ব-পদটী প্রয়োজন বুঝা গেল।

(খ) দ্বিতীয় এস্থলে "ঘট" পদটী কেন ?

উত্তর—ইহা যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনুমিতি-স্থলটী হয়—

ঘটত্বাকাশ-সংযোগান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ।

আর এখন এস্থলে তাহা হইলে অব্যাপ্তি হয় না। কারণ,আকাশ-সংযোগ বলিতে ঘটাবৃত্তি-আকাশ-সংযোগকে লাঘববশতঃ কল্পনা করিতে পারা যায়।

আর তাহা হইলে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে ঘট, তাহাতে বৃত্তি সাধ্যাভাব বলিতে আর অন্যতর-রূপ আকাশ-সংযোগকে পাওয়া গেল না; কারণ, ঘটাবৃত্তি-সংযোগ কখনও ঘটে থাকে না; অতএব, এখন সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি সাধ্যাভাব বলিতে অন্যতর রূপ ঘটত্বকেই পাওয়া গেল। সুতরাং, ঘটপদ না দিলে অব্যাপ্তিই হয় না, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এই স্থলটীর গ্রহণ, তাহাই সিদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে, ঘটপদ দিলে এই অব্যাপ্তি ঘটে এবং তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। অতএব "ঘট"পদটী আবশ্যক বুঝা গেল।

(গ) এইবার দেখা যাউক, এস্থলে "আকাশ" পদটী কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, যদি "আকাশ" পদটী গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এস্থলে আকাংক্ষিত অব্যাপ্তিই প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। কারণ, দেখ, যদি "আকাশ' পদটী না দেওয়া যায়, তাহা হইলে স্থলটী হয়—

"ঘটত্ব-ঘট-সংযোগান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ"

সুতরাং, লাঘব-লাভার্থ সাধ্যান্তর্গত সংযোগটীকে আকাশাবৃত্তি-সংযোগ স্বরূপও কল্পনা করিতে পারা যায়, আর তাহা হইলে তখন—

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন = ঘট।

সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি সাধ্যাভাব = ঘটত্ব এবং আকাশাবৃত্তি সংযোগ।

সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি সাধ্যাভাবাধিকরণ = আকাশ ভিন্ন সকল দ্রব্য পদার্থ। যথা, ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি যাবদ্ বস্তু।

তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব = ইহা থাকে আকাশত্বে অর্থাৎ গগনত্বে। কারণ, আকাশ-ভিন্ন-পদার্থ-নিরূপিত-বৃত্তিতা থাকে আকাশ-ভিন্নের ধর্ম্মের উপর এবং বৃত্তিত্বাভাব থাকে আকাশত্বে।

ওদিকে, এই গগনত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না।

অবশ্য কিন্তু, যদি এস্থলে আকাশ-পদটী গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেই এই অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে পারা যায়, এবং তাহার ফলে উহা নিবারণ করিবার জন্য পূর্ব্বে যে সব কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন হইল। অতএব বুঝা গেল, "আকাশ" পদটী আবশ্যক।

এস্থলে অবশিষ্ট পদের ব্যাবৃত্তি সহজবোধ্য বলিয়া আর আলোচিত হইল না।

সপ্তমতঃ, এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, এই দ্বিতীয় ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর প্রত্যেক পদ-সংক্রান্ত নিবেশগুলি কিরূপ। কারণ, টীকাকার মহাশয় একার্য্যটীতে প্রথম লক্ষণের ন্যায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। সম্ভবতঃ, এ বিষয়ে তাহার অভিপ্রায় ছিল যে, ইহা পাঠকবর্গ চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া লইবেন। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে দুর্ব্বল বুদ্ধির পক্ষে এ কার্য্য সহজ-সাধ্য নহে। অধিক কি, মহামতি গদাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার কাঠিন্য উপলব্ধি করিয়া শিষ্যবোধ-সৌকর্য্যার্থ ইহা কতক কতক প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে আমরা গুরুমুখলভ্য পূর্ব্বোক্ত সমুদায় নিবেশগুলি এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

কিন্তু, এই নিবেশগুলি কিরূপ, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই স্থলে ইহারা সর্ব্বশুদ্ধ কতকগুলি, এবং কোথায় ইহাদের স্থল, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত; কারণ ইহাতে বিষয়টী স্বায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

দেখ এই দ্বিতীয় লক্ষণটী হইতেছে,—

"সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব।"

সুতরাং যেখানে যেখানে যে যে নিবেশ প্রয়োজন, তাহা এইরূপ হইতেছে,—

প্রথম—সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-পদার্থান্তর্গত সাধ্যবত্তা কোন্ সম্বন্ধে ?
দ্বিতীয়— „ „ „ „ ধর্ম্মরূপে ?
তৃতীয়— „ „ সাধ্যবদ্‌ভেদ, কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ ?
চতুর্থ— „ „ „ „ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন- „ „ ?
পঞ্চম— „ „ সাধ্যবদ্‌ভেদবত্তা কোন্ সম্বন্ধে ?
ষষ্ঠ— „ „ „ „ ধর্ম্মরূপে ?
সপ্তম—সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি এই স্থলের বৃত্তিতা কোন্ সম্বন্ধে ?
অষ্টম— „ „ „ ধর্ম্মরূপে ?
নবম—সাধ্যাভাব কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ?
দশম— „ „ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন- „ „ ?
একাদশ—সাধ্যাভাবের অধিকরণ কোন্ সম্বন্ধে ?
দ্বাদশ— „ „ „ ধর্ম্মরূপে ?
ত্রয়োদশ—ঐ অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা কোন্ সম্বন্ধে বৃত্তিতা ?
চতুর্দ্দশ— „ „ „ ধর্ম্মরূপে „ ?
পঞ্চদশ—ঐ বৃত্তিতার অভাব কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ?
ষোড়শ— „ „ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন- „ „ ?

যাহা হউক, এইবার, আমরা একে একে এই নিবেশগুলি যথাসম্ভব পর্য্যাপ্তিসহ আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, এস্থলে প্রথম হইতে অষ্টম সংখ্যা পর্য্যন্ত নিবেশগুলি প্রথম লক্ষণ হইতে অতিরিক্ত এবং নবম, দশম, সংখ্যক নিবেশগুলি প্রথম লক্ষণে আলোচিত হইলেও এ লক্ষণে ইহারা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং একাদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত নিবেশগুলি প্রথম লক্ষণেরই ন্যায়, তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

অতএব, এক্ষণে দেখা যাউক—

প্রথম—সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-পদার্থান্তর্গত সাধ্যবত্তা কোন্ সম্বন্ধে ?

ইহার উত্তর এই যে, এই সাধ্যবত্তা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে অর্থাৎ ন্যায়ের ভাষায় এই সাধ্যবত্তা, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিতে হইবে।

কারণ, যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্তা না বলা যায়, তাহা হইলে—

"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"

এইস্থলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। যেহেতু, এখানে সাধ্য কপিসংযোগ, ইহা সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইবে সমবায়, কিন্তু সাধ্যবৎ ধরিবার সময় যদি তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে ধরা যায়, তাহা হইলে এই সাধ্যবৎ হইবে কপিসংযোগ ; কারণ, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সবই নিজের উপর থাকে, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হইবে এতদ্বৃক্ষ ; কারণ, ইহা কপি-সংযোগ নহে ; সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে এতদ্বৃক্ষ-বৃত্তি-কপিসংযোগাভাব ; সাধ্যবদ্-

ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ; কারণ, মূলদেশাবচ্ছেদে এতদ্বৃক্ষে কপি-সংযোগাভাব থাকে, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে এতদ্বৃক্ষত্বে; ওদিকে এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু যদি, সাধ্যবত্তাকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বরূপে ধরা যায়, অর্থাৎ কপিসংযোগকে সমবায়-সম্বন্ধে ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যবৎ হইবে এতদ্বৃক্ষ; কারণ, কপিসংযোগ সমবায়-সম্বন্ধে এতদ্বৃক্ষেও থাকে। সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ যে, তদ্‌ভিন্ন হইবে গুণাদি—এতদ্বৃক্ষ আর হইবে না; যেহেতু, সাধ্য উক্ত কপিসংযোগ একটী গুণ, ইহা সমবায়-সম্বন্ধে কখনও গুণে থাকে না, এবং গুণবদ্‌ভেদ কখন কোনও গুণবানে অর্থাৎ দ্রব্যে থাকিতে পারে না। অতএব, এখন সাধ্যবদ্‌ভিন্ন গুণাদি হওয়ায় এবং পূর্ব্বের ন্যায় এতদ্বৃক্ষ না হওয়ায়, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ আর এতদ্বৃক্ষও হইবে না, এবং তন্নিরূপিত বৃত্তিতাও এতদ্বৃক্ষত্বরূপ হেতুতে থাকিবে না, অর্থাৎ লক্ষণ যাইবে, অব্যাপ্তি হইবে না। সুতরাং, দেখা যাইতেছে সাধ্যবদ্‌-ভিন্ন পদমধ্যস্থ সাধ্যবত্তাটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বরূপে ধরিতে হইবে।

এখন কথা হইতেছে, এস্থলে প্রথম লক্ষণের ন্যায় এই সম্বন্ধের ন্যূনবারক ও অধিকবারক পর্য্যাপ্তি আবশ্যক হইবে কি না?

ইহার উত্তর এই যে, ইহাদেরও প্রয়োজন আছে। কারণ, যদি এস্থলে অধিক অর্থাৎ ইতরবারক পর্য্যাপ্তি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত—

"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"

স্থলেই আবার অব্যাপ্তি ঘটিবে। যেহেতু, এখানে কপিসংযোগ সাধ্য হইয়াছে সমবায়-সম্বন্ধে; এখন যদি সেই সমবায়-সম্বন্ধটীকে একটু বর্দ্ধিত আকারে অর্থাৎ জলানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধ-রূপে ধরা যায়, এবং তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া সাধ্যবত্তাকে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সাধ্যবৎ হইবে জল; কারণ, যাহা জলানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, তাহা জলেই থাকে; সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হইবে এতদ্বৃক্ষ; সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে কপিসংযোগাভাব; সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ; তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে এতদ্বৃক্ষত্বে, বৃত্তিতার অভাব তথায় থাকিবে না; সুতরাং, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

কিন্তু, যদি, এস্থলে ইতরবারক পর্য্যাপ্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া সাধ্যবৎ ধরিবার সময় আর জলানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে ধরিতে পারা যাইবে না, পরন্তু কেবল সমবায়-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে; সুতরাং, সাধ্যবৎ আর জল হইবে না, কিন্তু তখন সাধ্যবৎ অর্থাৎ সংযোগবান্ যাবৎ দ্রব্যই হইবে, এবং সাধ্যবদ্‌ভিন্ন বলিতে আর তখন এতদ্বৃক্ষ হইবে না, পরন্তু তখন, ইহা গুণাদি হইবে। আর গুণাদি হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অব্যাপ্তিও হইবে না। অতএব দেখা গেল, ইতরবারক পর্য্যাপ্তি আবশ্যক।

ঐরূপ যদি এস্থলে ন্যূনবারক পর্য্যাপ্তি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে আবার ব্যাপ্তি-

লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে, অর্থাৎ তাহা হইলে জলানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে কপি-সংযোগকে সাধ্য করিয়া জল ও এতদ্বৃক্ষ এতদন্যতরত্বকে হেতু ধরিয়া—

"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষ-জলান্যতরত্বাৎ"

এইরূপ একটী অসদ্ধেতুক অনুমিতিস্থল গঠন করিলে এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে।

কারণ, এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী জলানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধ; এখন এই সম্বন্ধটীকে কমাইয়া যদি কেবল সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যবৎ হইবে এতদ্বৃক্ষ ও জলাদি। সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হইবে এতদ্বৃক্ষাদিভিন্ন অর্থাৎ গুণাদি; সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে গুণাদিবৃত্তি-কপিসংযোগাভাব; সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে গুণাদি; তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব থাকিবে এতদ্বৃক্ষত্বে; ওদিকে, উক্ত অন্যতরত্বই হেতু, এবং সেই অন্যতরত্ব এতদ্বৃক্ষেও আছে; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বা-ভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু, যদি এস্থলে ন্যূনবারক পর্য্যাপ্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে জলানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া সাধ্যবৎ ধরিবার সময় আর কেবল সমবায় সম্বন্ধে ধরিতে পারা যাইবে না, পরন্তু তখন জলানুযোগিক-সমবায়-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে, আর তাহার ফলে সাধ্যবৎ হইবে জল; সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হইবে এতদ্বৃক্ষ; সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে এতদ্বৃক্ষবৃত্তি-কপিসংযোগাভাব; তাহার অধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ; তন্নিরূপিত বৃত্তিতাই উক্ত অন্যতরত্বরূপ হেতুতে থাকিবে, ঐ অন্যতরত্ব এতদ্বৃক্ষেও আছে; সুতরাং, বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে থাকিবে না, অর্থাৎ, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বই পাওয়া যাইবে—লক্ষণ যাইবে না, অতি-ব্যাপ্তি নিবারিত হইবে। সুতরাং, দেখা গেল ন্যূনবারক পর্য্যাপ্তি দেওয়াও আবশ্যক।

দ্বিতীয়—এইবার দেখা যাউক, সাধ্যবত্তা কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন?

ইহার উত্তর এই যে, ইহাও সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ যে ধর্ম্মরূপে সাধ্য করা হইবে, সেই ধর্ম্মরূপেই সাধ্যবৎও গ্রহণ করিতে হইবে।

কারণ, যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্তা না বলা যায়, তাহা হইলে—

"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"

এই স্থলেই আবার এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে।

কারণ, দেখ এখানে সাধ্য হইল কপিসংযোগ। সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম এখানে কপি-সংযোগত্ব। এখন যদি এই ধর্ম্মরূপে সাধ্যবৎ না বলা হয় অর্থাৎ তদ্ব্যক্তিত্বরূপেও গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সাধ্যবৎ হইবে তদ্ব্যক্তিমৎ অর্থাৎ জল; যেহেতু, তদ্ব্যক্তি শব্দে এখানে জলবৃত্তি-কপিসংযোগ-ব্যক্তি ধরা হইয়াছে। অবশ্য, সাধ্যবদ্‌ভেদ হইবে "তদ্ব্যক্তিমান্ নয়" এই প্রকার একটী ভেদ। সুতরাং, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হইবে তদ্ব্যক্তিমদ্‌ভিন্ন অর্থাৎ জলভিন্ন এতদ্বৃক্ষাদি। তাহা হইলে সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে কপিসংযোগাভাব। সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-

বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ। তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে এতদ্বৃক্ষত্বে। ওদিকে, এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু যদি, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্তা বলা যায়, তাহা হইলে আর এই অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে না ; কারণ, তখন সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম কপিসংযোগত্বের পরিবর্ত্তে আর উপরি উক্ত তদ্ব্যক্তিস্বরূপ ধর্ম্মটীকে গ্রহণ করিতে পারা যাইবে না ; আর তাহার ফলে সাধ্যবৎ-পদে তদ্ব্যক্তিমৎ অর্থাৎ কেবল জলকে গ্রহণ করিতে পারা যাইবে না, এবং সাধ্যবদ্ভিন্ন পদে এতদ্বৃক্ষও হইবে না ; আর এতদ্বৃক্ষকে না পাওয়ায় প্রদর্শিত প্রকারে অব্যাপ্তিও ঘটিবে না। সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্তা গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন কথা হইতেছে, এস্থলে প্রথম লক্ষণের ন্যায় এই ধর্ম্মেরও ন্যূনবারক ও অধিকবারক পর্য্যাপ্তি আবশ্যক হইবে কি না ?

ইহার উত্তর এই যে, এস্থলেও উক্ত দ্বিবিধ পর্য্যাপ্তিরই প্রয়োজন আছে। কারণ, এস্থলে অধিকবারক পর্য্যাপ্তি যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে—

"সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ"

এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের আবার অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে।

কারণ, সাধ্য এখানে হইল সংযোগ ; সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম এখানে সংযোগত্ব। এখন যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মের অধিকবারক পর্য্যাপ্তি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই ধর্ম্মকে একটু বর্দ্ধিত আকারেও ধরিতে পারা যায়, অর্থাৎ তাহা হইলে সাধ্য সংযোগ পদে এতদ্বৃক্ষান্যত্ববিশিষ্ট সংযোগকেও ধরিতে পারা যায়। সুতরাং, সাধ্যবদ্ভিন্ন হইবে এতদ্বৃক্ষ। সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে সংযোগাভাব। সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ। তন্নিরূপিত বৃত্তিতা হইবে এতদ্বৃক্ষ-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকিবে এতদ্বৃক্ষত্বে। ওদিকে, এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাববদ-বৃত্তিত্বম্ পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু, যদি, এস্থলে অধিকবারক পর্য্যাপ্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে সাধ্যবত্তা ধরিবার সময় সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম সংযোগত্বের পরিবর্ত্তে এতদ্বৃক্ষান্যত্ববৈশিষ্ট্য ও সংযোগত্ব এতদ্ধর্ম্মদ্বয় ধরিয়া তদবচ্ছিন্ন সাধ্যবৎকে ধরিতে পারা যাইবে না। সুতরাং, সাধ্যবদ্ভিন্ন হইবে সংযোগবদ্-ভিন্ন অর্থাৎ গুণাদি ; সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে গুণাদিবৃত্তি-সংযোগাভাব। সাধ্য-বদ্ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে গুণাদি ; তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব থাকিবে দ্রব্যত্বে ; ওদিকে, এই দ্রব্যত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের আর অব্যাপ্তি-দোষ হইল না। অতএব, দেখা গেল, যে ধর্ম্মরূপে সাধ্যবৎ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার অধিকবারক পর্য্যাপ্তির প্রয়োজন আছে।

ঐরূপ যদি এস্থলে ন্যূনবারক পর্য্যাপ্তি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে, অর্থাৎ তাহা হইলে—

"অয়ং এতদ্বৃক্ষান্যত্ববিশিষ্টসংযোগী, দ্রব্যত্বাৎ"

এই অসদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে।

কারণ, এখানে সাধ্য হইতেছে এতদ্বৃক্ষান্যত্ববিশিষ্টসংযোগ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম, এস্থলে এতদ্বৃক্ষান্যত্ববৈশিষ্ট্য ও সংযোগত্ব। এখন যদি ন্যূনবারক পর্য্যাপ্তি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম যে, এতদ্বৃক্ষান্যত্ববৈশিষ্ট্য ও সংযোগত্ব সেই ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্তা না ধরিয়া কেবল সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্তাও ধরা যাইতে পারে। আর তাহা হইলে সাধ্যবৎ হইবে এতদ্বৃক্ষাদি যাবৎ দ্রব্য। সাধ্যবদ্ভিন্ন হইবে গুণাদি। সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে গুণাদিবৃত্তি উক্ত সংযোগাভাব। সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে গুণাদি। তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব থাকিবে দ্রব্যত্বে। ওদিকে, এই দ্রব্যত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু, যদি, এস্থলে ন্যূনবারক পর্য্যাপ্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে এতদ্বৃক্ষান্যত্ববৈশিষ্ট্য ও সংযোগত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়রূপে সাধ্য করিয়া সাধ্যবৎ ধরিবার সময় আর কেবল সংযোগত্ব-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্তা ধরিতে পারা যাইবে না। আর তাহার ফলে সাধ্যবৎ হইবে এতদ্বৃক্ষা-ন্যত্ববিশিষ্ট-সংযোগবৎ অর্থাৎ জলাদি। সাধ্যবদ্ভিন্ন হইবে জলাদিভিন্ন গুণাদি এবং এতদ্বৃক্ষ। ধরা যাউক, এখানে ইহা এতদ্বৃক্ষ। সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে এতদ্বৃক্ষ-বৃত্তি ঐ সংযোগাভাব। সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ। তন্নিরূপিত বৃত্তিতাই দ্রব্যত্বে থাকিবে; কারণ, দ্রব্যত্বটী এতদ্বৃক্ষবৃত্তিও হয়। ওদিকে, এই দ্রব্যত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইল। অতএব দেখা গেল ন্যূনবারক পর্য্যাপ্তিরও প্রয়োজন।

তৃতীয়—এইবার আমাদের দেখিতে হইবে সাধ্যবদ্ভেদ কোন্ সম্বন্ধে ভেদ; ন্যায়ের ভাষায় সাধ্যবদ্ভেদটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ?

ইহার উত্তর এই যে, এই সম্বন্ধটী তাদাত্ম্য। কারণ, সর্ব্বত্রই ভেদের প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক-সম্বন্ধ তাদাত্ম্য হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই সম্বন্ধে কোনও প্রকার পর্য্যাপ্তির প্রয়োজন নাই।

চতুর্থ—এইবার দেখা যাউক, সাধ্যবদ্ভেদটী কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ?

ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে এই প্রতিযোগিতাটী সাধ্যবত্তারূপ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে

কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে—

"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"

ইত্যাদি যাবৎ স্থলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

কারণ, এস্থলে সাধ্য হইতেছে কপিসংযোগ; সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যবৎ হইতেছে কপিসংযোগবৎ; যথা, এতদ্বৃক্ষ, জল, ইত্যাদি। এখন সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কপিসংযোগবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ না বলিলে সাধ্যবন্নিষ্ঠ-(অর্থাৎ কপিসংযোগবন্নিষ্ঠ)-প্রতিযোগিতাকভেদ বলিতে হয়। ইহার অর্থ—সাধ্যবৎ অর্থাৎ কপিসংযোগবৎ-পদবাচ্য এতদ্বৃক্ষ ও জলাদি হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার, এমন ভেদ বুঝায়। সুতরাং, এতদ্দ্বারা এক্ষণে "জলং ন" এরূপ ভেদকেও পাওয়া যায়, অর্থাৎ জলত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ভেদকেও পাওয়া যায়। আর এখন তাহা হইলে সাধ্যবদ্‌ভেদাধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হইবে এতদ্বৃক্ষাদি; কারণ, ইহাতে "জলং ন" ভেদটী আছে। অতএব, সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে কপিসংযোগাভাব; সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ; তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকে এতদ্বৃক্ষত্বে, বৃত্তিত্বাভাব থাকিল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

কিন্তু যদি, "সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ" বলা যায়, তাহা হইলে "জলং ন" এই ভেদ অর্থাৎ জলত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদকে পাওয়া যাইত না; যেহেতু, ঐ ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটী সাধ্যবত্তা অর্থাৎ কপিসংযোগবত্তা হয় না, পরন্তু জলত্বই হয়। সুতরাং, সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ভেদবান্ অর্থাৎ সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হইবে গুণাদি। সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে কপিসংযোগাভাব। সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে গুণাদি। তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব থাকিবে এতদ্বৃক্ষত্বে। কারণ, এতদ্বৃক্ষত্ব এতদ্বৃক্ষ-বৃত্তি হয়। ওদিকে, এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না। অতএব দেখা গেল, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-পদমধ্যস্থ সাধ্যবদ্-ভেদটী সাধ্যবত্তারূপ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ বলা আবশ্যক।

এইবার দেখা আবশ্যক উক্ত ধর্ম্মের পর্য্যাপ্তি প্রয়োজনীয় কি না?

বস্তুতঃ, ইহাতে অধিকবারক পর্য্যাপ্তি প্রদানের আবশ্যকতা আছে। কারণ, ইহা যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত স্থলেই "কপিসংযোগবান্ ও ঘট এতদুভয়ং ন" এইরূপ ভেদ ধরিয়া পুনরায় অব্যাপ্তি হয়। কারণ, এই ভেদের যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, তাহা কপিসংযোগত্ব, ঘটত্ব, ও উভয়ত্ব এই তিনটীই হয়। আর তখন এইরূপ ভেদের অধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যবদ্‌ভিন্নটী এতদ্বৃক্ষও হয়। কারণ, এতদ্বৃক্ষ কিছু কপিসংযোগবান্ ও ঘট এতদুভয় হয় না। অতএব, সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে এতদ্বৃক্ষবৃত্তি-কপিসংযোগাভাব। সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ। তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে এতদ্বৃক্ষত্বে; ওদিকে

এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

কিন্তু যদি, এস্থলে সাধ্যবত্তারূপ ধর্ম্মের অধিকবারক পর্য্যাপ্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর এই অব্যাপ্তি হইবে না; কারণ, তখন আর সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকভেদ ধরিবার সময় "কপি-সংযোগবান্ ও ঘট এতদুভয়ং ন" এইরূপ ভেদ ধরিবার অধিকার থাকিবে না; কারণ,ঘটত্ব ও উভয়ত্ব এই দুইটী অবচ্ছেদক অধিক হইতেছে। পরন্তু, তখন কেবল "কপি-সংযোগবান্ ন" এইরূপ ভেদই ধরিতে হইবে; আর তাহার ফলে সাধ্যবদ্ভেদাধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যবদ্ভিন্ন হইবে গুণাদি এবং তাহার ফলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রকারে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাক ভেদ ধরিতে হইবে, সেই ধর্ম্মের অধিকবারক পর্য্যাপ্তি প্রদান প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে ন্যূনবারক পর্য্যাপ্তির প্রয়োজন হইবে না।

পঞ্চম—এইবার দেখা যাউক, সাধ্যবদ্ভেদাধিকরণটী কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে?

ইহার উত্তর এই যে, ইহাকে স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে। কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে উক্ত স্থলেই এই ভেদের অধিকরণটী আমরা কালিক-সম্বন্ধেও ধরিতে পারি। আর তাহা হইলে এই ভেদের অধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সকল পদার্থই 'জন্য' ও মহাকালের উপর থাকিতে পারে। এতদ্বৃক্ষও জন্য-পদার্থ; সুতরাং, এই ভেদটী এতদ্বৃক্ষেও থাকিতে পারিল। এখন যদি, সাধ্যবদ্ভেদাধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যবদ্ভিন্ন বলিলে এতদ্বৃক্ষ হইল, তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত পথে পুনরায় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি প্রদর্শনও করিতে পারা যাইবে।

কিন্তু যদি, এস্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধে এই ভেদাধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে আর এই অব্যাপ্তি হইতে পারিবে না। কারণ, তখন এই ভেদাধিকরণ কপিসংযোগবদ্ভিন্ন অর্থাৎ গুণাদি হইবে। আর সাধ্যবদ্ভিন্নটী গুণাদি হইলে যেরূপে অব্যাপ্তি নিবারিত হয়, তাহা উপরেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, এই ভেদাধিকরণটী স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে। বলা বাহুল্য, কোনও সম্বন্ধে অধিকরণ ধরার অর্থ যে, সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-নিরূপিত অধিকরণতাই ধরিতে হয়, ইহা এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে। পূর্ব্বে ইহা বিশদ ভাবে কথিত হইয়াছে।

এইবার দেখা আবশ্যক, এই সম্বন্ধের কোন পর্য্যাপ্তি প্রয়োজনীয় কি না?

ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে পর্য্যাপ্তি প্রদান আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

ষষ্ঠ—এইবার দেখা যাউক, সাধ্যবদ্ভেদাধিকরণটী কোন্ ধর্ম্মরূপে ধরিতে হইবে।

ইহার উত্তর এই যে, সাধ্যবদ্ভেদাধিকরণটী সাধ্যবদ্ভেদত্বরূপে ধরিতে হইবে। নচেৎ, সাধ্যবদ্ভেদ এবং সাধ্য—এতদ্ অন্যতরের অধিকরণ ধরিয়া "সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এই স্থলে

অব্যাপ্তি হয়, বুঝিতে হইবে। দেখ, অনুমিতি স্থলটী হইতেছে,—

"সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ।"

এখানে সাধ্য হইতেছে সংযোগ। সাধ্যবৎ হইতেছে সংযোগবৎ অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষাদি। সাধ্যবদ্‌ভেদ হইতেছে এতদ্বৃক্ষাদির ভেদ। সাধ্যবদ্‌ভেদাধিকরণ হইতেছে ঘট-পটাদি। এখন যদি সাধ্যবদ্‌ভেদস্বরূপে সাধ্যবদ্‌ভেদের অধিকরণ না ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যবদ্‌ভেদ এবং সাধ্য এতদন্যতরের অধিকরণও ধরা যায়, আর তাহা হইবে এতদ্বৃক্ষ. কারণ, এস্থলে অন্যতর পদবাচ্য যে সাধ্যরূপ সংযোগ, তাহার অধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ। তাহাতে বৃত্তি সাধ্যাভাব হইল কপিসংযোগাভাব, তাহার অধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ। তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে এতদ্বৃক্ষত্বে। ওদিকে, এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু। সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদ-বৃত্তিত্ব পাওয়া গেল না; লক্ষণ যাইল না; অব্যাপ্তি হইল।

ইহার পর্য্যাপ্তিও আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু বাহুল্যভয়ে তাহাও পরিত্যক্ত হইল।

সপ্তম—এইবার দেখা যাউক, সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি-পদবাচ্য বৃত্তিতাটী কোন্ সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতাটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ?

ইহার উত্তর এই যে, ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে, অথবা 'অভাবাভাব অতিরিক্ত' মতে ইহাকে স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা যাইতে পারে, অথবা পূর্ব্বমতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবুদ্ধির প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক ও বিষয়তাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে। অর্থাৎ, সাধ্যবান্ এই বুদ্ধির প্রতি যেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাববান্ এই নিশ্চয়টী প্রতিবন্ধক হয়, সেই সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে—

"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"

এই স্থলেই অব্যাপ্তি হইয়া থাকে। কারণ দেখ—

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হইবে গুণাদি, তাহাতে বৃত্তি সাধ্যাভাব হইবে বৃক্ষে স্বরূপ-সম্বন্ধে বৃত্তি যে কপিসংযোগাভাব তাহা কালিক-সম্বন্ধে। এখন স্বরূপ-সম্বন্ধে তদধিকরণ হইবে এতদ্বৃক্ষ; তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে বৃক্ষত্বে। এই বৃক্ষত্বই হেতু। সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাই থাকিল, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

ইহারও পর্য্যাপ্তি এস্থলে বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

অষ্টম—এইবার দেখা আবশ্যক, এই সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-পদমধ্যস্থ বৃত্তিতাটী কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা হওয়া আবশ্যক।

ইহার উত্তর এই যে, ইহা সাধ্যাভাবস্বরূপ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে—

"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"

এই স্থলেই এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। কারণ, সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি পদে অবশ্য সাধ্যবদ্ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবান্‌কেই বুঝাইয়া থাকে। এই সাধ্যবদ্ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতাবচ্ছেদকবৎ অর্থাৎ সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি বলিয়া শুদ্ধ অভাবত্ববৎকেও ধরা যায়। ইহা হইল সাধ্যাভাব অর্থাৎ কপিসংযোগাভাব। অর্থাৎ যাহা এতদ্বৃক্ষে আছে—এইরূপ কপিসংযোগাভাব। তাহার অধিকরণ—এতদ্বৃক্ষ, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা—এতদ্বৃক্ষ-নিরূপিত বৃত্তিতা, ইহা থাকে এতদ্বৃক্ষত্বে। ওদিকে, ইহাই হইয়াছে হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্ন বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

আর যদি উক্ত বৃত্তিতাটীকে সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা বলা যায়, তাহা হইলে আর সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি বলিয়া শুদ্ধ অভাবত্ববৎকে অর্থাৎ সাধ্যাভাবকে ঐরূপে ধরিতে পারা গেল না, আর তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তিও হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি-মধ্যস্থ বৃত্তিতাটী সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অবশ্য ইহারও পর্য্যাপ্তি সম্ভব, বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

নবম—এইবার দেখা যাউক, সাধ্যাভাবটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হওয়া আবশ্যক।

ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিতে হইবে। কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

স্থলে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি হয় না।

প্রথমতঃ দেখ, এ ক্ষেত্রে অব্যাপ্তির আশঙ্কা কিরূপে হয়? দেখ, এখানে সাধ্য হইল বহ্নি, সাধ্যবৎ হইল পর্ব্বতাদি, সাধ্যবদ্ভিন্ন হইল জলহ্রদাদি, তাহাতে বৃত্তি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব না ধরিয়া সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব ধরিলে এই সাধ্যাভাব হইবে সমবায়-সম্বন্ধে বহ্নির অভাব। তাহার অধিকরণ হইবে পর্ব্বত; কারণ, তথায় সমবায়-সম্বন্ধে বহ্নি থাকে না, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে ধূমে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না। ওদিকে, ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইল। এই হইল আশঙ্কা।

কিন্তু যদি, এ লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব বলা যায়, তাহা হইলে এই অব্যাপ্তি আর হইবে না, কারণ, তখন সাধ্যবদ্ভিন্ন-জলহ্রদবৃত্তি উক্ত সমবায়-সম্বন্ধে বহ্নির অভাব আর ধরা পড়িবে না, পরন্তু সেই জলহ্রদে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির অভাবই

ধরিতে হইবে। সুতরাং, সেই অভাবের অধিকরণ আর পর্ব্বত হইবে না, আর তাহার ফলে হেতু ধূমে বৃত্তিতাও থাকিবে না, অর্থাৎ উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের ঐ অব্যাপ্তি-দোষটী আর ঘটিবে না।

কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে এস্থলে এইরূপ অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া সাধ্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হওয়া চাই, তাহা প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। কারণ, এই লক্ষণে অভাবকে অধিকরণভেদে বিভিন্ন বলা হইয়া থাকে। অতএব, সাধ্যবদ্‌-ভিন্ন জলহ্রদে বৃত্তি যে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব অর্থাৎ বহ্ন্যভাব, তাহা আর পর্ব্বতে থাকিতে পারে না, পরন্তু, তাহা জলহ্রদেই থাকে। সুতরাং, উপরি উক্ত পথে না যাইয়া অন্যপথে এই নিবেশটীর প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

অতএব দেখ, যদি দ্রব্যত্বাভাবকে কালিক-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া কালত্বকে হেতু করা যায়— তাহা হইলে স্থলটী হয়—

"দ্রব্যত্বাভাববান্‌ কালত্বাৎ।"

এখন দেখ, এরূপ স্থলে অব্যাপ্তি হইবে এবং তাহা নিবারণার্থ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব ধরা যে আবশ্যক, তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

কারণ, দেখ এস্থলে সাধ্য হইল দ্রব্যত্বাভাব, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইবে কালিক, সাধ্যবৎ হইবে কাল; কারণ, ইহা কালিক-সম্বন্ধে সাধ্য করা হইয়াছে। সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হইবে মহাকালভিন্ন নিত্যবস্তু। সাধ্যবদ্‌ভিন্নে বৃত্তি সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সাধ্যতাবচ্ছেদক-কালিক-সম্বন্ধে না ধরিয়া যদি স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা হইবে সাধ্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, অর্থাৎ দ্রব্যস্বরূপী দ্রব্যত্বাভাবাভাব। তাহার অধিকরণ মহাকালও হইবে। কারণ, দ্রব্যত্বাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব হইতেছে দ্রব্যত্বস্বরূপ, তাহা মহাকালেও আছে। সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকে কালত্বে। ওদিকে, এই কালত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল না— অব্যাপ্তি হইল।

কিন্তু যদি, এস্থলে সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলা যায়, তাহা হইলে আর এই অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ এস্থলে হইয়াছে কালিক; যদি এই কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবকে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তিরূপে ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যাভাবটী হইবে দ্রব্যত্বাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহা আর—দ্রব্যত্বস্বরূপ হইবে না। কারণ, দ্রব্যত্বাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবই দ্রব্যত্বস্বরূপ হয়। আর ঐ সাধ্যাভাবটী দ্রব্যত্বাভাবাভাবরূপ স্বতন্ত্র অভাব হওয়ায়—দ্রব্যত্বস্বরূপ না হওয়ায়, তাদৃশ সাধ্যাভাবাধিকরণ আর মহাকাল হইবে না, পরন্তু তাহা মহাকালাদি-ভিন্ন নিত্যবস্তু হইবে, এবং তখন তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই থাকিবে কালত্বে। ওদিকে, এই কালত্বই হইতেছে হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল; লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না, দেখা গেল।

কিন্তু বাস্তবিক, এ পথও নিরুপদ্রব নহে এবং তজ্জন্য আবার অন্য পথও প্রয়োজনীয়-হইয়া থাকে। কারণ, উপরে যে অব্যাপ্তি দেখান হইয়াছে,তাহাতে আপত্তি করা চলে। যেহেতু, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি পদের বৃত্তিতাটী ইতিপূর্ব্বে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে" অথবা "সাধ্যবত্তাবুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধে," ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে। আর বাস্তবিক ঐ সম্বন্ধ এস্থলে স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি পদের সাধ্যবদ্‌ভিন্ন পদবাচ্য যে কালভিন্ন নিত্যবস্তু, তাহাতে স্বরূপ-সম্বন্ধে বৃত্তি সাধ্যাভাব ধরিতে হইবে। কিন্তু, উপরে অব্যাপ্তি দেখাইবার কালে এস্থলে তাহা করা হয় নাই, অর্থাৎ তখন সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যবদ্‌ভিন্নের উপর সমবায়-সম্বন্ধে ধরা হইয়াছিল। যেহেতু, সাধ্যাভাব যে দ্রব্যত্বাভাবাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্ব, তাহা স্বরূপ-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। অতএব, সেই দ্রব্যত্বরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণকে মহাকাল ধরিয়া আর উপরি উক্ত প্রকারে অব্যাপ্তি দেখান যাইবে না; সুতরাং, বলিতে হইবে—উক্ত পন্থাটী নির্দ্দোষ নহে এবং তাহা নিবারণের জন্য যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ নিবেশের প্রয়োজনীয়তা দেখান হয়, তাহাও তাহা হইলে নিরুপদ্রব নহে।

বাস্তবিক, এই দোষ নিবারণের জন্য যে স্থল কল্পনা করা হয়, তাহাতে দ্রব্যত্বাধিকরণত্বাভাবকে কালিক-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া কালত্বকে হেতু করিতে হয়। সুতরাং দেখ, অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে—

"দ্রব্যত্বাধিকরণত্বাভাববান্ কালত্বাৎ"।

এখানে দেখ, সাধ্য হইয়াছে কালিক-সম্বন্ধে, এখন যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব না বলা হয়, তাহা হইলে সাধ্যের অন্য সম্বন্ধেও অভাব ধরিতে বাধা থাকে না; সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব না ধরিয়া এক্ষণে সাধ্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরা যাউক। তাহা এখানে হইবে, দ্রব্যত্বাধিকরণতা। ইহার অধিকরণ বলিয়া এখন জন্য-দ্রব্যকেও ধরিতে পারা যায়। সুতরাং, সেই জন্য-দ্রব্য-নিরূপিত বৃত্তিতাই কালত্বে থাকে; যেহেতু, জন্য-দ্রব্যেও কালত্ব আছে। ওদিকে, এই কালত্বই হেতু; সুতরাং, অব্যাপ্তি হইল।

এইবার আমরা এই কথাটী পূর্ব্বের ন্যায় একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। অর্থাৎ এখানে সাধ্য হইল দ্রব্যত্বাধিকরণতাভাব। সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল কালিক। সাধ্যবৎ হইল দ্রব্যত্বাধিকরণতাভাববান্ অর্থাৎ কাল। কারণ, কালিক-সম্বন্ধে সবই কালে থাকে। সাধ্যবদ্-ভিন্ন হইল কাল-ভিন্ন পদার্থ, অর্থাৎ মহাকালভিন্ন নিত্য পদার্থ, যথা—গগনাদি। সাধ্যবদ্-ভিন্নে বৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তাহা হইবে দ্রব্যত্বাধিকরণতাভাবের অভাব। এখন এই সাধ্যাভাবটী যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক-কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব না বলা যায়, তাহা হইলে ইহা দ্রব্যত্বাধিকরণত্বাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবও ধরা যায়, আর তাহা হয় দ্রব্যত্বাধিকরণতা। তাহার অধিকরণ হইবে দ্রব্যত্বের অধিকরণ, অর্থাৎ জন্য-দ্রব্যাদি। তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে কালত্বে; কারণ, জন্যদ্রব্যও কাল-পদবাচ্য হয়। ওদিকে

এই কালত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

কিন্তু যদি, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব ধরা যায়, তাহা হইলে আর এই অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, তখন সাধ্যবদ্ভিন্নে বৃত্তি সাধ্যাভাব যে দ্রব্যত্বাধিকরণতাভাবাভাব, তাহা দ্রব্যত্বাধিকরণতাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাব হওয়ায় দ্রব্যত্বের অধিকরণতা স্বরূপ হইল না, পরন্তু তাহা তখন পৃথক একটী অভাব পদার্থ রূপেই থাকিয়া-গেল; আর অভাব মাত্রই অধিকরণ-ভেদে বিভিন্ন বলিয়া তাহার অধিকরণ গগনই হইল, জন্য-দ্রব্য আর হইল না; আর তজ্জন্য উক্ত অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব কালত্বে থাকিল, অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইল। অর্থাৎ লক্ষণের সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবরূপে ধরিতে হইবে, বুঝা গেল।

বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধেরও পর্য্যাপ্তি আবশ্যক, গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে তাহা প্রদর্শন করিতে নিরস্ত থাকিতে হইল।

দশম—এইবার দেখিতে হইবে সাধ্যাভাবটী কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব ধরিতে হইবে?

ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব হওয়া আবশ্যক। কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে—

"পৃথিবীত্বাভাব-দ্রব্যত্বাভাবান্যতরবান্ জলত্বাৎ"

স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

কারণ, দেখ, এখানে সাধ্য হইতেছে "পৃথিবীত্বাভাব-দ্রব্যত্বাভাবান্যতর"। সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হইতেছে পৃথিবীত্বাভাব-দ্রব্যত্বাভাবান্যতরত্ব। সাধ্যবৎ হইতেছে পৃথিবী-ভিন্ন, যথা জলাদি। সাধ্যবদ্ভিন্ন হইবে পৃথিবী। সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে পৃথিবীবৃত্তি ঐ অন্যতরাভাব। ইহাকে যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম-রূপে না ধরা হয়, অর্থাৎ পৃথিবীত্বাভাব-দ্রব্যত্বাভাবান্যতরত্ব-রূপ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবরূপে ধরার নিয়ম করা না হয়, তাহা হইলে ইহাকে দ্রব্যত্বাভাবত্ব-রূপে ধরা যায়, অর্থাৎ অন্যতরের একজনের মাত্র অভাবও ধরা যায়। আর তাহা হইলে, সেই সাধ্যাভাবরূপ দ্রব্যত্বাভাবাভাবের অধিকরণ জলও হইবে। তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে জলত্বে। ওদিকে, এই জলত্বই হইতেছে হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

কিন্তু যদি, এস্থলে এই সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব-রূপে ধরা যায়, তাহা হইলে আর এই অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। কারণ, তখন ঐ সাধ্যাভাব

আর দ্রব্যত্বাভাবাভাব হইবে না, পরন্তু পৃথিবীত্বাভাব-দ্রব্যত্বাভাবান্যতরাভাব রূপ একটী অভাব হইবে। এখন এই অভাবটী একটী অতিরিক্ত অভাব হওয়ায় অর্থাৎ দ্রব্যত্বস্বরূপ না হওয়ায় তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব থাকিবে জলত্বে। ওদিকে, এই জলত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্-ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না; অর্থাৎ সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব ধরিতে হইবে—বুঝা গেল।

বলা বাহুল্য, এস্থলেও পর্য্যাপ্তির প্রয়োজনীয়তা আছে; গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে তাহা আর প্রদর্শন করা হইল না।

এস্থলে এখন কিন্তু একটী কথা উঠিতে পারে যে, যদি স্বপ্রতিযোগিকত্ব ও স্বসামানাধিকরণ্য এতদুভয় সম্বন্ধে সাধ্যবত্তা ধরিয়া সাধ্যবদ্‌ভিন্ন পদার্থের সহিত সাধ্যাভাব পদের কর্ম্মধারয় সমাস করা যায়, তাহা হইলে ত সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিবার আর আবশ্যক হয় না। কারণ, স্বপ্রতিযোগিকত্ব ও স্বসামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে সাধ্যবত্তা ধরায় পূর্ব্বোক্ত "দ্রব্যত্বাধিকরণতাভাববান্ কালত্বাৎ" স্থলে আর অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু, দ্রব্যত্বাধিকরণতাভাবের যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহা ঐ উভয় সম্বন্ধে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন হয় না, পরন্তু সাধ্যবৎই হয়। কারণ, দেখ, স্বপ্রতিযোগিকত্ব ও স্বসামানাধিকরণ্য এতদুভয় সম্বন্ধে সাধ্যবৎ হওয়ার অর্থ—সাধ্য হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এতাদৃশ, এবং সাধ্যের অধিকরণে বৃত্তি হয় যে, এতাদৃশ অভাবকে পাওয়া গেল। এখন ঐ সম্বন্ধে সাধ্যবৎ যে তদ্ভিন্ন বলায় এতদ্‌ভিন্ন অভাবকে পাওয়া গেল। অর্থাৎ দ্রব্যত্বাধিকরণতাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাবকেই পাওয়া গেল, স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবকে পাওয়া গেল না। অতএব অব্যাপ্তিও হইল না। সুতরাং, প্রমাণ হইতেছে যে, ঐ উভয় সম্বন্ধে সাধ্যবত্তা ধরিলে সাধ্যবদ্‌ভিন্নের সহিত সাধ্যাভাবের কর্ম্মধারয় সমাস করিলে চলিতে পারে; আর তজ্জন্য সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব বলিবার আর আবশ্যক হয় না।

কিন্তু, বাস্তবিক এ পথটীও সমীচীন নহে। যেহেতু, পণ্ডিতগণ এরূপ কল্পিত সম্বন্ধের সংসর্গতাই স্বীকার করেন না। অবশ্য, এ বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য আছে; যেহেতু, উভয় পক্ষের এ সম্বন্ধে নানা বক্তব্য বিষয় আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা আর এস্থলে আলোচিত হইল না।

একাদশ—ষোড়শ।—এই কয়টী স্থলের নিবেশ ও তাহার প্রয়োজন-বোধক-স্থল গুলি প্রথম লক্ষণেরই ন্যায়; সুতরাং, এস্থলে আর তাহাদের পুনরুক্তি করা হইল না।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া আমাদের দ্বিতীয় লক্ষণটী একরূপ শেষ হইল; সুতরাং, অতঃপর আমরা তৃতীয় লক্ষণটী বুঝিতে চেষ্টা করিব।

তৃতীয় লক্ষণ।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্।

লক্ষণের অর্থ এবং প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব রূপ একটী নিবেশ।

টীকামূলম্।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবেতি। হেতৌ সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-বৃত্তিত্বাভাবঃ—ইত্যর্থঃ।

অন্যোন্যাভাবশ্চ প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্বেন বিশেষণীয়ঃ, তেন সাধ্যবতঃ ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববতি হেতোঃ বৃত্তৌ অপি ন অসম্ভবঃ।

-ন্যোন্যাভাবেতি=-ন্যোন্যেতি। বৃত্তিত্বাভাবঃ=বৃত্ত্যভাবঃ। প্রঃ সং। অত্র প্রথমঃ পংক্তিঃ (চৌঃ সং) পুস্তকে ন দৃশ্যতে। সাধ্যবতঃ=সাধ্যবতাং। চৌঃ সং। প্রতিযোগিতাক-=প্রতিযোগিক-। সোঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

এইবার "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব" ইত্যাদি লক্ষণের অর্থ কথিত হইতেছে। ইহার অর্থ—হেতুতে, সাধ্যবৎ অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার, এমন যে অন্যোন্যাভাব, তাহার অসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি।

আর এই অন্যোন্যাভাবটী "প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে, অর্থাৎ যে অন্যোন্যাভাবটী প্রতিযোগীতে থাকে না, এমন অন্যোন্যাভাব ধরিতে হইবে। যেহেতু, তাহা হইলে সাধ্যবিশিষ্টের যে অন্যোন্যাভাব, তাহা যদি ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব হয়, তাহাতে হেতুর বৃত্তিতা থাকিলেও অসম্ভব-দোষ হইবে না।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় ব্যাপ্তি-পঞ্চকের তৃতীয় লক্ষণটীর ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, তৃতীয় লক্ষণটী "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্।" ইহার অর্থ—সাধ্যবৎ অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার, এমন যে অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ, তাহার অসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব, অর্থাৎ উক্ত অন্যোন্যাভাবের সহিত হেতু যদি এক অধিকরণে না থাকে, তাহা হইলে সেই হেতুর ধর্ম্মই হইবে ব্যাপ্তি। ইহাই হইল "সাধ্যবৎ" হইতে "ইত্যর্থঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

এখন এই অর্থের প্রতি যদি একটু লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব" ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেহেতু, "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব" এবং "সাধ্যবদ্‌ভেদ" ইহারা একই, পার্থক্য কেবল ভাষায়।

এবং "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-"পদে "সাধ্যবদ্ভিন্ন" অর্থই লব্ধ হয়। যেহেতু, ভেদ যাহাতে থাকে, তাহাই ভেদের অধিকরণ, এবং তাহাই—"ভিন্ন" পদবাচ্য হয়। যাহা হউক, ফলতঃ, "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য-পদে—সাধ্যবদ্ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবকেই পাওয়া গেল। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে এই লক্ষণটী বক্ষ্যমাণ পঞ্চম-লক্ষণের সহিত এক প্রকার অভিন্নই হইয়া উঠিল।

যাহা হউক, লক্ষণের উক্ত অর্থ অনুসারে এখন দেখা যাউক,—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে এই লক্ষণটী কিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দেখ এখানে,—

সাধ্য = বহ্নি।

সাধ্যবৎ = বহ্নিমৎ অর্থাৎ পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস, অয়োগোলকাদি।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব = বহ্নিমদ্ভেদ।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ = জলহ্রদাদি। কারণ, বহ্নিমদ্ভেদ জল-হ্রদাদিতে থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = মীন-শৈবালাদি-নিষ্ঠ বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিত্বাভাব = ধূমনিষ্ঠ বৃত্তিত্বাভাব।

ওদিকে এই ধূমই হেতু; সুতরাং হেতুতে "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

ঐরূপ আবার দেখা যাউক, এই লক্ষণটী—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ"

এই প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে যাইবে না, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। কারণ, দেখ এখানে—

সাধ্য = ধূম।

সাধ্যবৎ = ধূমবৎ। অর্থাৎ, পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি। অয়োগোলক নহে।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব = ধূমবদ্ভেদ।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ = অয়োগোলকাদি। কারণ, বহ্নিমদ্ভেদ অয়োগোলকাদিতে থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = বহ্নিনিষ্ঠ বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = বহ্নিতে নাই।

ওদিকে, এই বহ্নিই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না। যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত "সাধ্যবৎ" হইতে "ইত্যর্থঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

এইবার, দেখা যাউক টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তি-বাক্যেকি বলিতেছেন।

পরবর্ত্তিবাক্যে তিনি উক্ত অর্থ মধ্যে একটী নিবেশের কথা বলিতেছেন, অর্থাৎ এস্থলে অন্যোন্যাভাবটী "প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব" দ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে, অর্থাৎ এই অন্যোন্যাভাবটী এমন অন্যোন্যাভাব হওয়া আবশ্যক, যাহা, তাহার প্রতিযোগীতে থাকে না, ইত্যাদি।

কারণ, যদি অন্যোন্যাভাবটীকে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত না করা যায়, তাহা হইলে সমুদায় অনুমতি-স্থলে "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব" পদে "ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অন্যোন্যাভাব" ধরিয়া সেই "অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ" পদে হেতুর অধিকরণকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে হেতুর বৃত্তিতা থাকিবে বলিয়া লক্ষণ যাইবে না, অর্থাৎ তাহার ফলে লক্ষণের অসম্ভব-দোষই হইবে। কিন্তু যদি, উক্ত অন্যোন্যাভাবটীকে "প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব" দ্বারা বিশেষিত করা যায়, তাহা হইলে এমন অন্যোন্যাভাব ধরিতে হইবে, যাহা প্রতিযোগিতে থাকে না, সুতরাং ঐ ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব ধরা যাইবে না; আর তাহার ফলে, তাহার অধিকরণকে হেতুর অধিকরণ রূপে ধরিয়া আর অব্যাপ্তি বা অসম্ভব-দোষ দেখাইতে পারা যাইবে না। ইহাই হইল "অন্যোন্যাভাবশ্চ" হইতে "অসম্ভবঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

এইবার আমরা এই কথাটী একটী দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করিব, অর্থাৎ দেখিব,—

(প্রথম—) উক্ত অন্যোন্যাভাবে উক্ত প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব বিশেষণটী না দিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়, তৎপরে দেখিব, (দ্বিতীয়—) উক্ত বিশেষণটী দিলেই বা কি করিয়া সেস্থলে অব্যাপ্তি নিবারিত হয়?

প্রথম দেখ, যদি উক্ত প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতি ;—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

স্থলে উক্ত বিশেষণটী না দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়? দেখ এখানে—

সাধ্য = বহ্নি।

সাধ্যবৎ = বহ্নিমৎ, যথা, পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব = ইহা বহ্নিমদ্-ভেদ যেমন হয়, তদ্রূপ বহ্নিমৎ ও ঘট এই উভয় নহে—এই অর্থে বহ্নিমৎ ঘট-উভয়-ভেদও হইতে পারে। কারণ, সাধ্যবৎ ও ঘট এতদুভয়-ভেদের প্রতিযোগী—সাধ্যবৎ এবং ঘট এতদুভয়ই হওয়ায় সাধ্যবৎও প্রতিযোগী হইল; সুতরাং, সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব বলিতে সাধ্যবৎ ও ঘট এতদুভয়-ভেদকে ধরা যাইতে পারে।

কিন্তু এই অন্যোন্যাভাবটী ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব বলা হয়। কারণ, উভয়ত্ব, ত্রিত্ব, প্রভৃতি সংখ্যাবাচক ধর্ম্ম গুলি যে ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্ম্ম পদবাচ্য হয়, (একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) এবং এখানে এই উভয়ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বারা প্রতিযোগিতাটী অবচ্ছিন্ন হইয়াছে।

(স্মরণ করিতে হইবে ধর্ম্মগুলি পর্য্যাপ্তি-নামক সম্বন্ধে উহাদের ধর্ম্মী—এক, দুই ও তিন প্রভৃতির উপর থাকে।)

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণ=বহ্নিমৎ ও ঘট এতদুভয় ভিন্ন; ধরা যাউক এখানে ইহা বহ্নিমৎ পর্ব্বতাদি; কারণ, তাহা বহ্নিমৎ ও ঘট এতদ্ উভয় হয় না, যেহেতু 'এক' কখনও 'দুই' হইতে পারে না। ইহার কারণ, অন্যোন্যাভাবের সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেরই বিরোধিতা প্রসিদ্ধ। দেখ, এখানকার প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক উভয়ত্ব তাহা যেখানে থাকে, সেখানেই উভয়ভেদ থাকে না। বাস্তবিক, উভয়ত্ব উভয়েতেই থাকে, প্রত্যেকে থাকে না।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=পর্ব্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা, অর্থাৎ ধূমনিষ্ঠ বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহা ধূমে থাকে না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অব্যাপ্তি হইল। আর এইরূপ অব্যাপ্তি সকল স্থলেই হয় বলিয়া এই লক্ষণের অসম্ভব-দোষ হইল।

এইবার দেখা যাউক, যদি উক্ত সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবকে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত করা হয়, তাহা হইলে আর সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব-পদে উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি কোন স্থলেই ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব ধরিতে পারা যায় না। আর তজ্জন্য ঐ অব্যাপ্তিও হইবে না। কারণ দেখ, এস্থলে;—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ। যথা, পর্ব্বতাদি।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব=বহ্নিমদ্ভেদ। এখন দেখ, যদি এই অন্যোন্যাভাবকে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত করা হয়, তাহা হইলে আর পূর্ব্বের ন্যায় ইহা বহ্নিমৎ ও ঘট এতদুভয়ভেদ অর্থাৎ ইত্যাকারক ব্যাসজ্য-বৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব হইবে না। কারণ, এই প্রকার অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদটী, স্বীয় প্রতিযোগী যে বহ্নিমৎ বা ঘট, তাহাতে থাকে, আর তজ্জন্য প্রতিযোগিবৃত্তিই হয়, প্রতিযোগ্যবৃত্তি হয় না। অতএব, প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব বলায় এস্থলে কেবল "বহ্নিমান্ ন" অর্থাৎ বহ্নিমদ্-ভেদকেই পাওয়া গেল। কারণ, বহ্নিমদ্-ভেদ, ইহার প্রতিযোগী যে বহ্নিমৎ, তাহাতে থাকে না। যেমন, ঘটভেদ ঘটে থাকে না, ইত্যাদি। সুতরাং, এই বিশেষণটী গৃহীত হওয়ায় এস্থলে আর ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাবকে ধরিতে পারা গেল না।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ=বহ্নিমদ্ভিন্ন। অর্থাৎ জলহ্রদাদি।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=মীন-শৈবালাদি-নিষ্ঠ বৃত্তিতা। কারণ, মীন-শৈবালাদি, জলহ্রদাদিবৃত্তি হয়।

প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব নিবেশে আপত্তি, তাহার সমাধান, তাহাতে পুনরায় আপত্তি এবং তাহার উত্তর।

টীকামূলম্।

নন্থ এবম্ অপি নানাধিকরণক-সাধ্যকে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদৌ সাধ্যাধিকরণীভূত-তত্তদ্-ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববতি হেতোঃ বৃত্তেঃ অব্যাপ্তিঃ দুর্ব্বারা; ইতি প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্বম্ অপহায় সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব বিবক্ষণে তু পঞ্চমেন সহ পৌনরুক্ত্যম; ইতি চেৎ?

ন, বক্ষ্যমাণ-কেবলান্বয়্যব্যাপ্তিবদ্ অস্য অপি অত্র দোষত্বাৎ।

নানাধিকরণক = নানাধিকরণ, প্রঃ সং, চৌঃ, সং।
দুর্ব্বারা ইতি = দুর্ব্বারা, সোঃ সং, চৌঃ সং।
পঞ্চমেন = পঞ্চমেন লক্ষণেন, প্রঃ সং।
প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববতি = প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাববতি, সোঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আচ্ছা, তাহা হইলেও সাধ্যাধিকরণ যেখানে নানা হয়, এতাদৃশ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে সাধ্যের অধিকরণ-সমূহ মধ্যে কোন একটী অধিকরণ অবলম্বন করিয়া তন্মাত্রবৃত্তি-ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক, যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণে হেতুর বৃত্তিতা থাকায় অব্যাপ্তি দুরপনেয় হইয়া উঠে; অতএব উক্ত অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব বিশেষণটীকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত অন্যোন্যাভাবটীকে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব বলা আবশ্যক হয়; কিন্তু, তাহা হইলে পঞ্চম-লক্ষণের সহিত ইহা অভিন্ন হইয়া উঠে —অতএব সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করা যায় না,—এইরূপ যদি আপত্তি কর?

তাহা হইলে বলিব না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, বক্ষ্যমাণ কেবলান্বয়িস্থলে এই সকল লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষের ন্যায় এই নানাধিকরণক-সাধ্যকস্থলে এই লক্ষণে অব্যাপ্তি থাকিবে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = ধূমনিষ্ঠ বৃত্তিতার অভাব। কারণ, ধূম জলহ্রদাদিবৃত্তি হয় না। ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যই পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

অতএব দেখা গেল; সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবকে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত করায় "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি স্থলে ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব ধরিয়া এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি বা অসম্ভব-দোষ প্রদর্শন করা যায় না।

যাহা হউক, টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তী বাক্যে এই নিবেশের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিয়া ইহারই ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত নিবেশের উপর একটী দোষ প্রদর্শন করিয়া অন্য নিবেশের ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং তৎপরে তাহাতেও আবার দোষ প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিবেশটীকেই গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছেন।

যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, এতদুদ্দেশ্যে টীকাকার মহাশয় কি বলিতেছেন। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহার সংক্ষেপ এই যে—

(প্রথম) সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবকে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত কবিলেও নানাধিকরণ-সাধ্যক অনুমিতি স্থলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়।

(দ্বিতীয়) এই অব্যাপ্তি-বারণ-জন্য প্রতিযোগ্য বৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব না বলিয়া সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব বলিলে উক্ত অব্যাপ্তি-বারণ করিতে পারা যায়।

(তৃতীয়) কিন্তু একথা বলিলে পুনরায় একটী আপত্তি হইবে যে, তাহা হইলে এই লক্ষণটী পঞ্চম-লক্ষণের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, আর তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে পুনরুক্তি-দোষ ঘটে। অতএব কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে এই সকল লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষটী যেমন স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ প্রথমোক্ত নিবেশটী গ্রহণ করিয়া নানাধিকরণক-সাধ্যক-স্থলে এ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ অগত্যা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, দ্বিতীয় নিবেশের প্রয়োজনীয়তা নাই; অর্থাৎ সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব ধরিবার উপায় নাই।

যাহা হউক, এইবার আমাদিগকে এই বিষয় গুলির একেএকে সবিস্তরে আলোচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রথম দেখিতে হইবে, সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবকে প্রতিযোগ্য-বৃত্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত করিলেও নানাধিকরণক-সাধ্যক-অনুমতি-স্থলে এই লক্ষণেব কি করিয়া অব্যাপ্তি-দোষ হয়?

দেখ, এই নানাধিকরণক-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত একটী—

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

কারণ, এখানে সাধ্য বহ্নির অধিকরণ নানা, যথা—পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস, ও অয়োগোলকাদি হইয়া থাকে। সুতরাং, দেখ এখানে—

সাধ্য = বহ্নি।

সাধ্যবৎ = বহ্নিমৎ। পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি। ইহা একটী বস্তু হইল না; পরন্তু নানা হইল।

প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব = চত্বর নয়, অর্থ চত্বর-ভেদ ধরা যাউক। কারণ, চত্বরটী সাধ্যবৎ অর্থাৎ বহ্নিমৎ হইয়াছে, এবং চত্বর-ভেদ রূপ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী যে চত্বর, তাহাতে এই অন্যোন্যাভাব থাকে না বলিয়া ইহা প্রতিযোগ্যবৃত্তিও হইয়াছে।

ইহার অধিকরণ = পর্ব্বত ধরা যাউক। কারণ, চত্বর-ভেদ পর্ব্বতেও থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ ধূমনিষ্ঠ-বৃত্তিতা; কারণ, ধূম পর্ব্বতে থাকে, অর্থাৎ পর্ব্বত-বৃত্তি-পদবাচ্য হয়।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = পর্ব্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব, ইহা ধূমে থাকিল না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যা-ভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

বালা বাহুল্য, যদি ইহা একাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতিস্থল হইত, তাহা হইলে আর এই অব্যাপ্তি হইত না। কারণ দেখ, একাধিকরণ সাধ্যক অনুমিতিস্থল একটী,—

"তদ্রূপবান্ তদ্রসাৎ"

অর্থাৎ,কোন কিছু সেই রূপ-বিশিষ্ট; যেহেতু,সেই রসটী রহিয়াছে। এখন দেখ, এখানে,—

সাধ্য = তদ্রূপ।

সাধ্যবৎ = তদ্রূপবৎ। ইহা একটী বস্তু, নানা নহে।

প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব = তদ্রূপবান্ ন, অর্থাৎ তদ্রূপবদ্-ভেদ। এখানে দেখ পূর্ব্বে যেমন সাধ্যবৎ অর্থাৎ বহ্নিমৎ—পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি নানা অধিকরণ হইয়াছিল, এখানে আর তাহা হইল না, এখানে তাহা কেবল একটী পদার্থ হওয়ায় তদ্ব্যক্তি নয়, অথবা তদ্রূপবান্ নয়, এই উভয় অভাবই সমনিয়ত হইল। ওখানে যেমন বহ্নিমান্ ন,এবং পর্ব্বতো ন এই উভয় অভাব সমনিয়ত ছিল না, এখানে সেরূপ হইল না। আর ইহার প্রতিযোগী সাধ্যবৎ হইয়াছে, এবং ইহা প্রতিযোগ্যবৃত্তিও হইয়াছে। কারণ, তদ্রূপবদ্ভেদটী তাহার প্রতিযোগী তদ্রূপবতে থাকে না।

ইহার অধিকরণ = ঘট-পটাদি যাবদ্ বস্তু,—অর্থাৎ যাহা তদ্রূপবান্ নয় সেই সকল বস্তু। এখানে দেখ, এই অধিকরণ পূর্ব্বের ন্যায় সাধ্যের অধিকরণ হইল না, পরন্তু, সাধ্য যাহাতে থাকে না, তাহাদের যে-কোন একটী মাত্র হইতেছে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = ঘট-পটাদি-যাবদ্বস্তু-নিরূপিত বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = তদ্রসে থাকে। কারণ, যেটীর রূপ সাধ্য করা হইয়াছে, সেইটীর রসকেই হেতু করা হইয়াছে; সুতরাং, উক্ত বৃত্তিতার অভাব তাহাতেই থাকিল। অর্থাৎ তদ্রসে থাকিল।

ওদিকে, এই তদ্রসই হেতু; সুতরাং, হেতুতে প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগি-কান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অব্যাপ্তি হইল না।

অর্থাৎ, দেখা গেল, প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব দ্বারা সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবকে বিশে-

ষিত করিলে নানাধিকরণ-সাধ্যক অনুমিতি-স্থলেই এই তৃতীয়-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে, কিন্তু, একাধিকরণ-সাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি-দোষ হয় না।

এইবার আমাদের দ্বিতীয় বিষয়টী আলোচ্য। অর্থাৎ দেখিতে হইবে—প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবের পরিবর্ত্তে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব বলিলে কি করিয়া উক্ত প্রকার অব্যাপ্তি নিবারিত হয়?

দেখ, এখানে উক্ত নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতি স্থলটী ছিল ;—

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্-ধূমাৎ"

সুতরাং, এখানে দেখ ;—

সাধ্য=বহ্নি। ইহা নানা স্থানে থাকে বলিয়া ইহা নানাধিকরণ-সাধ্যক হয়।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ, অর্থাৎ পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি।

সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব = বহ্নিমত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ বহ্নিমদ্ভেদ। ইহা আর এখন "চত্বরং ন" অর্থাৎ চত্বর-ভেদ, ইত্যাকারক সাধ্য বহ্নির কোন একটী বিশেষ অধিকরণের ভেদস্বরূপ হইতে পারিল না, পরন্তু, সাধ্য বহ্নির সমুদায় অধিকরণের ভেদস্বরূপ হইল। কারণ, "পর্ব্বতো ন" বা "চত্বরং ন" বলিলে বহ্নিমত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকভেদ হয় না; যেহেতু, পর্ব্বতো ন, চত্বরং ন—ইত্যাদি স্থলে ইহাদের অবচ্ছেদক হয়—পর্ব্বতত্ব বা চত্বরত্বাদি। অবশ্য, ইহারা প্রত্যেকে প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতি-যোগিক-ভেদ হইতে পারে, কিন্তু, ইহা বহ্নিমত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-বহ্নিমদ্-ভেদ হয় না। যেহেতু, উহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বহ্নিমত্ত্ব নহে।

ইহার অধিকরণ=পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, ও মহানসাদিভিন্ন বস্তু, যথা—জলহ্রদাদি। কারণ, জলহ্রদাদিতে বহ্নিমদ্-ভেদ থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=জলহ্রদ-নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ মীন-শৈবালাদিনিষ্ঠ বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ধূমে থাকে। কারণ, ধূম জলহ্রদবৃত্তি হয় না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যা-ভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

অতএব, দেখা গেল, এস্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবের পরিবর্ত্তে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলেও এই তৃতীয় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, এই নিবেশ বশতঃ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতিস্থলে "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব" পদে, ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যা-ভাব ধরিয়া এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করিতে পারা যায় কি না? কারণ, এই লক্ষণোক্ত

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব-পদে যখন প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব নিবেশ করা হইয়াছিল, তখন ঐ অব্যাপ্তি-নিবারণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

ইহার উত্তরে বুঝিতে হইবে যে, সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব না বলিয়া সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব বলিলে উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতিস্থলে আর ব্যাসজ্য-বৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, দেখ এখানে,—

সাধ্য = বহ্নি।

সাধ্যবৎ = বহ্নিমৎ।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব = সাধ্য হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এইরূপ ভেদ।

এখন যদি এই অন্যোন্যাভাবে কোন বিশেষণ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব, যথা—"বহ্নিমৎ ও ঘট এই উভয় নয়" এইরূপ অভাব ধরিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু, যদি এখন ঐ প্রতিযোগিতাতে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণটী দেওয়া যায়; তাহা হইলে আর ঐ "বহ্নিমৎ ও ঘট এই উভয় নয়" এরূপ অভাব ধরা যায় না। কারণ, এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয়—বহ্নিমত্ত্ব, ঘটত্ব এবং উভয়ত্ব এই তিনটী—কেবল বহ্নিমত্ত্ব হয় না। যেহেতু, সাধ্যবত্তা অর্থই এখন বহ্নিমত্ত্ব। অতএব, পূর্ব্বের ন্যায় আর এস্থলে ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব ধরিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করিতে পারা গেল না।

এখন, দেখা গেল, সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব বলিলে কোন স্থলেই আর এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না।

এইবার আমাদের এই প্রসঙ্গের তৃতীয় বিষয়টী অর্থাৎ টীকাকার মহাশয় এই নিবেশ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক।

টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, যদি এই লক্ষণের সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবকে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব বলা যায়, তাহা হইলে ইহার সহিত পঞ্চম-লক্ষণের আর কোন ভেদ থাকে না। কারণ, এই তৃতীয় লক্ষণটীর অর্থ হইতেছে—সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব এবং পঞ্চম-লক্ষণটী হইতেছে "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্"। ইহার অর্থও ঠিক তাহাই। কারণ, ইহাতে যে "অন্য" শব্দটী রহিয়াছে, তাহার অর্থ ভেদবান্, অর্থাৎ ভিন্ন বা অন্যোন্যাভাবাধিকরণ; সুতরাং, "সাধ্যবদন্য" পদে "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণই হইল। তাহার পর পঞ্চম-লক্ষণের অবৃত্তিত্বম্-পদে তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই অর্থ হয়। সুতরাং, তৃতীয় লক্ষণের অর্থ যে, সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব, তাহাই আবার পঞ্চম-লক্ষণেরও অর্থ হইল, এবং পঞ্চম-লক্ষণের অন্যোন্যাভাবের যে প্রতিযোগিতা,

পূর্ব্বোক্ত উত্তরে আপত্তি ও তাহার উত্তর।

টীকামূলম্।

ন চ তথাপি সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব-মাত্রস্য এব এতল্লক্ষণ-ঘটকত্বে বক্ষ্যমাণ-কেবলান্বয়্যব্যাপ্তিঃ অত্র অসঙ্গতা, কেবলান্বয়ি-সাধ্যকে অপি সাধ্যাধিকরণীভূত তত্তদ্-ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ —ইতি বাচ্যম্?

তত্রাপি তাদৃশান্যোন্যাভাবস্য প্রসিদ্ধত্বে অপি তদ্বতি হেতোঃ বৃত্তেঃ এব অব্যাপ্তেঃ দুর্ব্বারত্বাৎ।

অত্র অসঙ্গতা = অসঙ্গতা, প্রঃ সং। তত্রাপি = তত্র; প্রঃ সং। ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকা = ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্না, সোঃ সং। তত্রাপি = অত্রাপি, সোঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর তাহা হইলেও সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব মাত্রই যদি এই লক্ষণের ঘটক হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহীত বক্ষ্যমাণ কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি স্থলে যে অব্যাপ্তির কথা বলা হইল, তাহা এস্থলে অসঙ্গত হয়; কারণ, কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলেও সাধ্যের অধিকরণ-সমূহের মধ্যে কোন একটী অধিকরণ অবলম্বন করিয়া তন্মাত্রবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাবটী প্রসিদ্ধ হয়—এরূপও বলা যায় না।

কারণ, সেস্থলে উক্ত প্রকার অন্যোন্যাভাব প্রসিদ্ধ হইলেও, তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা, হেতুতে থাকাতেই অব্যাপ্তি দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠে।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

তাহাও সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা—ইহা যথাস্থানে বলা হইবে। অতএব, তৃতীয়-লক্ষণের প্রতিযোগিতাটীও যদি আবার সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে প্রকৃত-প্রস্তাবে উভয় লক্ষণের মধ্যে কোন ভেদই থাকিল না।

কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে তৃতীয় লক্ষণের এরূপ অর্থ করিলে ব্যাপ্তি-পঞ্চকের লক্ষণ পাঁচটীর মধ্যে একটীতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে, এবং এই দোষটী নিতান্ত সাংঘাতিক দোষ; সুতরাং, এক্ষেত্রে তৃতীয়-লক্ষণে ঐ প্রতিযোগিতাতে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করা সঙ্গত হয় না। অতএব, অগত্যা বলিতে হইবে যে, এ লক্ষণে নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে প্রদর্শিত-প্রকার অব্যাপ্তি অনিবার্য্য অর্থাৎ স্বীকার্য্য। আর বাস্তবিক এরূপ দোষ স্বীকার করায় কোন অন্যায় করাও হয় না। কারণ, এ পাঁচ লক্ষণেই কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি-দোষ স্বীকার্য্য; সুতরাং, কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে ইহার দোষের ন্যায় এই দোষটীও এই লক্ষণের পক্ষে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেহেতু, লোক-মধ্যেও দেখা যায়, যাহাতে একটী দোষ সহ্য করা যায়, তাহাতে আর একটী সহ্য না করিবার প্রতি বিশেষ কোন হেতু থাকিতে পারে না, যেমন বোঝার উপর শাকের আটী। সুতরাং, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় নিবেশটী হয় না।

এইবার এই যুক্তির উপরি একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তি-বাক্যে তাহার মীমাংসা করিতেছেন।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত উত্তরের উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেছেন।

অর্থাৎ, তৃতীয় লক্ষণটীর অর্থ,প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব" হওয়াই উচিত বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য যে, এ লক্ষণেরও কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি-দোষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে, এক্ষণে টীকাকার মহাশয় তাহারই উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন।

আপত্তিটী এই যে, প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই যদি এই লক্ষণেরও অর্থ হইল, তাহা হইলে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে ত আর এ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে না; কারণ, সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব-অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধনই কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-স্থলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, এখন যদি কেবল সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব-ঘটিতই এই লক্ষণটী হইল, তাহা হইলে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-স্থলে "ঘটো ন" "পটো ন" প্রভৃতি প্রতিযোগ্যবৃত্তি-অন্যোন্যাভাব প্রসিদ্ধ হওয়ায় আর অব্যাপ্তি হয় না। আর তাহা হইলে এই কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-স্থলে অব্যাপ্তি-দোষের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যে, ইহাতে নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলেও অব্যাপ্তি-দোষ স্বীকার্য্য বলিবে, তাহা ত সঙ্গত হয় না। অতএব বলিব যে, ঐ লক্ষণের মধ্যে কোন রহস্য আছে, অথবা ইহার অভিপ্রায় অন্য কিছু আছে, ইত্যাদি?

যদি বল, এস্থলে উক্ত অর্থে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থলে এ লক্ষণের কেন অব্যাপ্তি হয় না? তাহা হইলে শুন—

দেখ, কেবলান্বয়ি-স্থলের একটী দৃষ্টান্ত ;—

"ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ।"

অর্থাৎ, ইহা বাচ্য, যেহেতু ইহা জ্ঞেয়। বলা বাহুল্য, ইহা সদ্ধেতুক অনুমিতিরই স্থল বটে। এখন দেখ, এখানে—

সাধ্য=বাচ্যত্ব।

সাধ্যবৎ=বাচ্যত্ববৎ।

প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব=বাচ্যত্ববৎ-প্রতিযোগিকভেদ। ইহা এখন "ঘট নয়" বা "পট নয়" এরূপ ভেদ হইতে পারে। কারণ, ইহা প্রতিযোগ্যবৃত্তি হয়; যেহেতু, ঘটাদিভেদ ঘটাদিতে থাকে না; এবং ইহা সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবও বটে; যেহেতু, প্রতিযোগী যে ঘটাদি, তাহা সাধ্যবৎ অর্থাৎ বাচ্যত্ববৎ হয়। সুতরাং, প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব এস্থলে অপ্রসিদ্ধ হইল না।

বলা বাহুল্য, সাধ্যবদ্ভেদের এই অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধনই এরূপ স্থলে যে অব্যাপ্তি হয়, তাহাই আশংকাকারীর অভিপ্রায়। অতএব,এই তৃতীয়-লক্ষণে আপাতদৃষ্টিতে প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-

প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব বলিলে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে অব্যাপ্তি হইল না। আর তাহার ফলে যে, অব্যাপ্তি-দোষের দৃষ্টান্ত বলে উক্ত অর্থে এ লক্ষণে নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে অব্যাপ্তি দোষাবহ নহে—বলা হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল না।

এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, না, এস্থলে আমাদের দৃষ্টান্তহানি দোষ হয় নাই; আমরা যে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে এ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষের কথা দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে ইহার আবার একটী অব্যাপ্তি-দোষের কথা বলিযাছি, তাহা ভুল হয় নাই। কারণ, ঐরূপ অর্থেও কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অন্য প্রকারে ইহার অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিয়া থাকে। দেখ, পূর্ব্বোক্ত কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের দৃষ্টান্তটী ছিল,—

"ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ।"

এখন দেখ, এখানে ;—

সাধ্য = বাচ্যত্ব।

সাধ্যবৎ = বাচ্যত্ববৎ অর্থাৎ বাচ্য। ইহা ঘট, পটাদি যাবৎ বস্তুই হয়।

প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব = বাচ্যত্ববৎ-প্রতিযোগিতাকভেদ, অর্থাৎ "ঘট নয়" এইরূপ একটী "ঘটভেদ" ধরা যাউক। কারণ, ঘটভেদটী স্বীয় প্রতিযোগী ঘটে থাকে না, বলিয়া প্রতিযোগ্যবৃত্তি হইল এবং ঘটটীও সাধ্যবৎ অর্থাৎ বাচ্যত্ববৎ অর্থাৎ বাচ্য পদার্থ হওয়ায় ইহা সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতা-কান্যোন্যাভাবও হইল। অতএব, এই অন্যোন্যাভাবটী ধরা যাউক ঘটভেদ।

ইহার অধিকরণ = ঘটভেদাধিকরণ অর্থাৎ পটাদি হউক।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা = পটাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্বনিষ্ঠবৃত্তিতা। কারণ, পটাদি, জ্ঞেয় বস্তু। সুতরাং, এই বৃত্তিতা জ্ঞেয়ত্বে থাকিল।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব = জ্ঞেয়ত্বে আর থাকিল না। কারণ, তথায় বৃত্তিতাই থাকে, ইহা দেখান হইয়াছে।

ওদিকে, এই জ্ঞেয়ত্বই হেতু ; সুতরাং,হেতুতে প্রতিযোগ্য-বৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যো-ন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল।

সুতরাং, দেখা গেল—এস্থলে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ, প্রসিদ্ধ হইলেও তন্নিরূপিত বৃত্তিতা হেতুতে থাকায় এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল। অর্থাৎ, পূর্ব্বপ্রদর্শিত পথে অব্যাপ্তি না হইলেও অন্য পথে তাহা হইল। সুতরাং, দৃষ্টান্ত-হানি-দোষ ঘটিল না।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তিবাক্যে একটী পক্ষান্তর কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় নিবেশের অর্থাৎ উক্ত প্রতিযোগিতাতে যে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব-বিশেষণটী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দোষতা সিদ্ধ করিতেছেন।

দ্বিতীয় নিবেশের দোষোদ্ধার ।

টীকামূলম্ ।

যদ্ বা সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব-পদেন সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব এব বিবক্ষিতঃ । ন চ এবং পঞ্চমাভেদঃ, তত্র সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববত্ত্বেন প্রবেশঃ । অত্র তু তাদৃশান্যোন্যাভাবাধিকরণত্বেন ইতি অধিকরণত্ব-প্রবেশাপ্রবেশাভ্যাম্ এব ভেদাৎ । অখণ্ডাভাব-ঘটকতয়া চ ন অধিরণত্বাংশস্য বৈয়র্থ্যম্ ইতি ন কোঽপি দোষঃ । ইতি দিক্ ।

পঞ্চমাভেদঃ=পঞ্চমলক্ষণাভেদঃ, প্রঃ সং । অধিকরণত্বাংশস্য=অধিকরণত্বাংশস্য অত্র; প্রঃ সং ; চৌঃ সং । তাদৃশান্যোন্যাভাবাধিকরণত্বেন=তাদৃশাধিকরণত্বেন, চৌঃ সং ।

বঙ্গানুবাদ ।

অথবা সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবপদে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবই অভিপ্রেত । আর তাহা হইলে পঞ্চম-লক্ষণের সহিত ইহার অভেদও হইতে পারিবে না । কারণ, তথায় সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববত্ত্ব-রূপে নিবেশ করা হইবে । এখানে কিন্তু, সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণত্ব রূপে নিবেশ করা হইল । অর্থাৎ অধিকরণত্বরূপে নিবেশ করা, আর না করার ফলে তৃতীয় ও পঞ্চম লক্ষণের ভেদ সিদ্ধ হয় । আর অখণ্ডাভাবের ঘটক বলিয়া এই লক্ষণে অধিকরণত্ব অংশের ব্যর্থতাও হয় না ; সুতরাং, এ লক্ষণে কোন দোষই নাই । ইহাই এস্থলে পথ বুঝিতে হইবে ।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়, সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব-রূপ শেষোক্ত নিবেশটীকেই সমর্থন করিয়া, পঞ্চম-লক্ষণের সহিত ইহার অভেদাপত্তি নিরাস করিতেছেন । সুতরাং, নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে ইহার আর অব্যাপ্তি-দোষ স্বীকার করিতে হইবে না ।

এই কথাটী, টীকাকার মহাশয় যে ভাবে বলিতেছেন তাহা এই ;—(প্রথম) তৃতীয়-লক্ষণে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব"-পদে "সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব" বলিয়াই বুঝিতে হইবে, অন্যোন্যাভাবে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব বিশেষণটী দিবার আর আবশ্যকতা নাই ।

(দ্বিতীয়)—আর এরূপ বলিলে এই তৃতীয়-লক্ষণটী পঞ্চম-লক্ষণের সহিত অভিন্নও হইয়া যাইবে না । কারণ, পঞ্চম-লক্ষণের অর্থ—সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাববন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব এবং তৃতীয়-লক্ষণের অর্থ—সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব ; অতএব, তৃতীয়-লক্ষণের অর্থ-মধ্যে অধিকরণত্ব অংশটুকু থাকিতেছে, এবং পঞ্চম-লক্ষণের অর্থ-মধ্যে "বত্ত্ব" অংশটুকু থাকিতেছে, কিন্তু অধিকরণত্ব অংশটুকু থাকিতেছে না,—উভয়ের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ ।

(তৃতীয়)—আর যদি বল, অধিকরণত্বের পরিবর্ত্তে বত্ত্ব বলায় যে আক্ষরিক লাঘব হয়, সেই লাঘবের আশায় এই লক্ষণেই বা সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব বন্নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব এইরূপ অর্থ করা হইল না কেন ? তাহার উত্তর এই যে, "সাধ্যবত্ত্বা-বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বং নাস্তি" এই অভাবটী অখণ্ডনীয়, অর্থাৎ "সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বং নাস্তি" এই অভাব এবং "সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববন্নিরূপিত বৃত্তিত্বং নাস্তি" এই অভাব,—এই দুইটী অভাব বিভিন্ন ; যেহেতু, অভাবের প্রতিযোগ্যংশে কোন রূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই অভাবের সতন্ত্রতা ঘটে ; অতএব, অধিকরণের স্থলে "বৎ" বলিলে কিংবা "বৎ" এর স্থলে অধিকরণ বলিলে এরূপ স্থলে চলে না, অর্থাৎ লক্ষণান্তর হয়।

ইহার কারণ, অধিকরণত্ব ও বত্ত্ব এক পদার্থ নহে। দেখ, অধিকরণত্ব ব্যাপ্য-ধর্ম্ম,কিন্তু বত্ত্ব অর্থাৎ সম্বন্ধিত্বটী ব্যাপক-ধর্ম্ম। যেহেতু, বৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধে অধিকরণত্ব হয় না, কিন্তু বত্ত্ব অর্থাৎ সম্বন্ধিত্ব সম্ভব হয়। যেমন, ব্যবসায়ী ব্যক্তি ধনবান্ হয়, কিন্তু ধনাধিকরণ হয় না। ধনবান্ বলিলে স্বামিত্ব-সম্বন্ধে ধন-বিশিষ্ট বুঝায়, কিন্তু স্বামিত্ব-সম্বন্ধে ধনাধিকরণ কেহই হয় না ; যেহেতু, স্বামিত্ব-সম্বন্ধটী বৃত্ত্যনিয়ামক-সম্বন্ধ। সুতরাং, দেখা যাইতেছে—অধিকরণত্ব ও বত্ত্ব এক পদার্থ নহে।

কিন্তু, এই তৃতীয় কিংবা পঞ্চম-লক্ষণের মধ্যে অধিকরণত্ব বা বত্ত্ব যাহাই নিবেশ করা হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কারণ, উভয় স্থলেই সাধ্যবদ্‌ভেদ-বৈশিষ্ট্যটী স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে। এই স্বরূপ-সম্বন্ধটী বৃত্তিনিয়ামক হওয়ায় এই সম্বন্ধে অধিকরণ যেমন প্রসিদ্ধ হয়, তদ্রূপ সম্বন্ধীও প্রসিদ্ধ হয়। যাহা হউক, তাহা হইলেও উভয় লক্ষণ যে অভিন্ন, তাহা বলিবার কোন হেতু থাকিল না, এবং পুনরুক্তিভয়ে যে, এই তৃতীয়-লক্ষণটীতে প্রতিযোগিতায় সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নত্ব-নিবেশ করিতে পারা যাইবে না, তাহাও নহে।

যাহা হউক,এইবার আমরা এ সম্বন্ধে কতকগুলি অবান্তর বিষয় আলোচনা করিব। যথা,—

প্রথম,এই তৃতীয়-লক্ষণ-মধ্যে যদি প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব বিশেষণটী দেওয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষণমধ্যস্থ "অন্যোন্যাভাব" পদটীর প্রয়োগ না করিয়া কেবল "অভাব" পদের প্রয়োগ করিলেই ত চলিতে পারে ? অর্থাৎ "প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য" না বলিয়া "প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকাভাবাসামানাধিকরণ্য" বলিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ?

ইহার কারণ কি বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, প্রকৃত-স্থলে "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যা-ভাব" না বলিয়া "সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক অভাব" বলিলে চলে কি না ? বস্তুতঃ, তাহা চলিতে পারে না। কারণ, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" "স্থলে" বহ্নিমান্ নাস্তি" এই অত্যন্তাভাবটীও সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অভাব হইতেছে। যেহেতু, এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীও সাধ্যবৎ অর্থাৎ পর্ব্বতাদি হয়, এবং এই অত্যন্তাভাবের অধিকরণ, সাধ্যবৎ যে পর্ব্বত ও চত্বরাদি, তাহাও

হইতে পারে। কারণ, সাধ্যবানের অর্থাৎ পর্ব্বতাদির উপর বহ্নি থাকিলেও সাধ্যবান্ পর্ব্বতাদি থাকে না; তবে এখন সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অভাব বলিয়া "সাধ্যবান্ নাস্তি" এই অত্যন্তাভাবও পাওয়া যায়, এবং তাহার অধিকরণটী সাধ্যাধিকরণীভূত হেত্বধিকরণও হয়। আর তন্নিরূপিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকে। সুতরাং, অব্যাপ্তি হয়। বস্তুতঃ, এই অব্যাপ্তি-নিবারণ জন্যই প্রকৃতে অন্যোন্যাভাব-পদের আবশ্যকতা পূর্ব্বে হইয়াছিল।

এখন যদি প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব-বিশেষণটী দেওয়া হয়, তাহা হইলে "অন্যোন্য" পদটী না দিলেও ঐ অত্যন্তাভাব এই লক্ষণ ঘটক হয় না। যেহেতু, ঐ অত্যন্তাভাবগুলি প্রতিযোগীতে বৃত্তিই হয়। দেখ, এই অত্যন্তাভাবটী "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে "বহ্নিমান্ নাস্তি" এই অত্যন্তাভাব। ইহার প্রতিযোগী বহ্নিমান্ অর্থাৎ পর্ব্বতাদি। তাহাতে ঐ "বহ্নিমান্ নাস্তি" এই অভাব থাকায় প্রতিযোগীতে বৃত্তিই হইল, প্রতিযোগ্যবৃত্তি হইল না। অতএব, প্রতিযোগ্য-বৃত্তিত্ব-বিশেষণটী দেওয়ায় আর অত্যন্তাভাবকে ধরা গেল না, অর্থাৎ অন্যোন্য-পদের সার্থকতা থাকে না। ইহাই হইল এস্থলে আশংকা।

ইহার উত্তর এই যে, না, তাহা হইলেও অন্যোন্য-পদ থাকায় দোষ নাই। যেহেতু, অন্যোন্য-পদটী না দিয়া কেবল অভাব বলিলেও লাঘব হয় না: কারণ, কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে অন্যোন্যাভাবত্বটী অখণ্ডোপাধি, এবং সেই মতেই এই লক্ষণ। বস্তুতঃ,আক্ষরিক লাঘব, লাঘবই নহে, পদার্থগত লাঘবই প্রকৃত লাঘব। সুতরাং, এখানে পদার্থগত লাঘব নাই, আর তজ্জন্য অন্যোন্য-পদ না দিলে প্রকৃত লাঘব কিছুই হইল না। অতএব এই আপত্তি নিরর্থক।

দ্বিতীয়—এস্থলে এইবার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব-বিশেষণটী না দিয়া সাধ্যবদবৃত্তিত্ব-বিশেষণটী দেওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাসজ্য-বৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকভেদ ধরিয়া অব্যাপ্তি দেখান যায় না, এবং নানাধিকরণ-সাধ্যকস্থলেও অব্যাপ্তি হয় না, এবং পরিশেষে পঞ্চম-লক্ষণের সহিত পার্থক্যও থাকিয়া যায়। অতএব, এ লক্ষণে অন্যোন্যাভাবে সাধ্যবদ-বৃত্তিত্ব-বিশেষণটীই ত দেওয়া ভাল?

ইহার উত্তর এই যে, যদি অন্যোন্যাভাবত্বটীকে অখণ্ডোপাধি বলা যায়, তাহা হইলে আর ইহাতে কোন দোষ হয় না। সুতরাং, এরূপ একটী পৃথক্ লক্ষণই হইতে পারে। অবশ্য, অন্যোন্যাভাবত্বটী যে অখণ্ডোপাধি এবং ইহা কেন স্বীকার করা হইল, তাহা ইতি-পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, পক্ষান্তর হয় ইহাই হইল ঐ প্রশ্নের উত্তর, ইহার কোনও ব্যাবৃত্তি হয় না।

তৃতীয়—এস্থলে এখন আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে যে,এস্থলে যে বৈয়র্থ্যের কথা বলা হইল, সেই বৈয়র্থ্যটী কিরূপ? ইহার উত্তর, কিন্তু, আমরা আর সবিস্তরে আলোচনা করিলাম না; কারণ, দ্বিতীয়-লক্ষণে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। সেস্থলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে পাঠকগণ অনায়াসেই ইহা স্থির করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

চতুর্থ—এইবার এই প্রসঙ্গে পুনরায় একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্বিতীয়-লক্ষণটীর পর এই তৃতীয়-লক্ষণ-উত্থিতির আবার আবশ্যকতা কি ?

ইহার উত্তর এই যে, "অভাব পদার্থটী অধিককরণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন" এইরূপ একটী মত দ্বিতীয়-লক্ষণের একটী অবলম্বন হইয়াছিল। কিন্তু, এই মতটী সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে। বস্তুতঃ, এই জন্যই এই তৃতীয়-লক্ষণের সৃষ্টি। তাহার পর, দ্বিতীয়-লক্ষণ অপেক্ষা তৃতীয়-লক্ষণে লাঘবও দৃষ্ট হয়। কারণ, দ্বিতীয়-লক্ষণটী সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব,"—এবং তৃতীয়-লক্ষণটী—"সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব" অর্থাৎ তৃতীয়-লক্ষণে "সাধ্যাভাব" পদার্থটী নাই, কিন্তু, দ্বিতীয়-লক্ষণে তাহা আছে। সুতরাং, এইরূপ লাঘব প্রভৃতির আশায় তৃতীয়-লক্ষণের আবশ্যকতা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

পঞ্চম—এইবার এই প্রসঙ্গে শেষ জিজ্ঞাস্য এই যে, এ লক্ষণে আবশ্যক নিবেশগুলি কিরূপ হইবে ? যেহেতু, ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, দ্বিতীয়-লক্ষণের অনেকগুলি নিবেশ প্রথম-লক্ষণের ন্যায় হয় নাই। অতএব, সহজেই এক জনের মনে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এ লক্ষণের নিবেশগুলি তাহা হইলে কিরূপ হইবে ? আর বস্তুতঃ, এ লক্ষণটী যে, প্রথম ও দ্বিতীয়-লক্ষণ হইতে পৃথক্, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

ইহার উত্তর কিন্তু অতি সহজ। কারণ, ইহার নিবেশগুলি প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রায়ই দ্বিতীয়-লক্ষণের ন্যায় হইবে এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা-বোধক স্থলগুলিও প্রায় পূর্ব্ববৎই হইবে। নিম্নে আমরা ইহাদের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা মাত্র প্রদান করিয়া একার্য্যে নিবৃত্ত হইলাম, ইহাদের সবিস্তর আলোচনা এস্থলে বাহুল্য মাত্র। তালিকাটী এই ;—

লক্ষণটী হইয়াছে—সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য।

অর্থাৎ—সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব।

অর্থাৎ—সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব।

অতএব এস্থলে ;—

১। সাধ্যবত্তা হইবে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন।

২। সাধ্যবদ্-ভেদ হইবে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ এবং সাধ্যবত্তা-রূপ ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকভেদ।

৩। সাধ্যবদ্-ভেদবত্তা হইবে স্বরূপ-সম্বন্ধে এবং সাধ্যবদ্-ভেদস্বরূপ-ধর্ম্মপুরস্কারে।

৪। সাধ্যবদ্-ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতাটী—প্রথম লক্ষণের মত ধর্ম্ম ও সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন।

৫। সাধ্যবদ্-ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবটী ঐ ঐ ঐ

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া আমাদের তৃতীয়-লক্ষণটীর ব্যাখ্যাকার্য্য একপ্রকার সমাপ্ত হইল, এইবার আমরা চতুর্থ-লক্ষণটী আলোচনা করিব।

চতুর্থ লক্ষণ।

সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্।

লক্ষণের অর্থ ও অন্বয়।

টীকামূলম্।

সকলেতি। সাকল্যং সাধ্যাভাববতঃ বিশেষণম্। তথা চ যাবন্তি সাধ্যাভাবাধিকরণানি তন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বং হেতোঃ ব্যাপ্তিঃ ইত্যর্থঃ।

ধূমাদ্যভাববজ্-জলহ্রদাদি-নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বাৎ বহ্ন্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ ইতি, যাবৎ ইতি সাধ্যাভাববতঃ বিশেষণম্।

সাধ্যাভাব-বিশেষণত্বে তু তত্তদ্হ্রদাবৃত্তিত্বাদিরূপেণ যঃ বহ্ন্যাদ্যভাবঃ তস্য অপি সকল-সাধ্যাভাবত্বেন প্রবেশাৎ তাবদ্ অধিকরণাপ্রসিদ্ধ্যা অসম্ভবাপত্তেঃ।

সকলেতি। সাকল্যং=সাকল্যং চৌঃ সং। সাধ্যাভাব-বিশেষণত্বে তু=সাধ্যাভাববিশেষণত্বে, জীঃ সং, প্রঃ সং, চৌঃ সং, সোঃ সং। হেতোঃ=হেতৌ, প্রঃ সং, সোঃ সং। সকল-সাধ্যাভাবত্বেন=সকল-মধ্যে, সোঃ সং।=সকলমধ্য, চৌঃ সং।=সকলসাধ্যাভাবমধ্যে ; প্রঃ সং। ধূমাদ্যভাববজ্জলহ্রদাদি=ধূমাদ্যভাববদ্হ্রদাদি ; বহ্ন্যাদৌ =বহ্ন্যাদেঃ ; তত্তৎহ্রদা=তত্তৎহ্রদাদ্য ; বহ্ন্যাদ্যভাবঃ =বহ্ন্যভাবঃ ; চৌঃ সং। ধূমাদ্য...বিশেষণম্=ধূমাদ্য-ভাববদ্হ্রদাদি, তন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বাৎ বহ্ন্যাদেঃ অতিব্যাপ্তিঃ ইতি সাকল্যং সাধ্যাভাববতঃ বিশেষণম্। সাধ্যাভাববিশেষণত্বে=সাকল্যস্য সাধ্যাভাববিশেষণত্বে : যঃ...অপি=যে বহ্ন্যাদ্যভাবাঃ তেষামপি ; প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

"সকল" ইত্যাদির অর্থ ;—সাকল্যটী সাধ্যাভাববতের বিশেষণ। আর তাহা হইলে যতগুলি সাধ্যাভাবাধিকরণ হয়, তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি — এইরূপই এই লক্ষণের অর্থ হইবে।

সুতরাং, ধূমাদির অভাবের অধিকরণ যে জলহ্রদাদি, সেই জলহ্রদাদিনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা বহ্নি প্রভৃতিতে থাকে বলিয়া এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়, এই জন্য "যাবৎ" পদটী সাধ্যাভাববতেরই বিশেষণ।

"যাবৎ" পদটী কিন্তু, সাধ্যাভাবের বিশেষণ হইলে সেই সেই হ্রদাবৃত্তিত্বাদিরূপে যে বহ্নি-প্রভৃতির অভাব, তাহাদিগকেও সকল-সাধ্যাভাবস্বরূপে গ্রহণ করা যায় বলিয়া তাহাদের সমুদায়ের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়, আর তজ্জন্য অসম্ভব-দোষ ঘটে।

ব্যাখ্যা। এইবার টীকাকার মহাশয় চতুর্থ-লক্ষণের ব্যাখ্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে তাহার অর্থ প্রকাশ করিতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে তিনি প্রথমেই বলিতেছেন যে, লক্ষণোক্ত "সাকল্য"টী সাধ্যাভাববতের বিশেষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে সমুদায় লক্ষণের অর্থ হইবে—সাধ্যাভাবের যতগুলি অধিকরণ, সেই সকল অধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা যদি হেতুতে থাকে, তাহা হইলে তাহাই হইবে ব্যাপ্তি।

দ্বিতীয় কথা এই যে, সাধ্যাভাবের যতগুলি অধিকরণ, সেই সকল অধিকরণ এইরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, (অর্থাৎ, অধিকরণে সাকল্য-বিশেষণটী দিবার প্রয়োজন এই যে,) যদি ইহা না দেওয়া যায়,তাহা হইলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্যাভাব যে ধূমাভাব, সেই ধূমাভাবের অধিকরণরূপে যদি কেবল একমাত্র জলহ্রদাদি ধরা যায়, তাহা হইলে সেই জলহ্রদাদি-নিষ্ঠ অভাব-পদে বহ্ন্যভাব ধরিয়া সেই বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিতা হেতু বহ্নিতে রাখিতে পারা যায় ; সুতরাং, এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু, যদি "সাকল্য"-বিশেষণটী দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর এই অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না। কারণ, সাধ্যাভাব যে ধূমাভাব, সেই ধূমাভাবের অধিকরণ যেমন জলহ্রদ হয়, তদ্রূপ অয়োগোলকও হয়, এবং তন্নিষ্ঠ অভাব-পদে আর বহ্ন্যভাব ধরা যায় না ; কারণ, বহ্নি অয়োগোলকে থাকে, আর তাহার ফলে সেই অভাবের প্রতিযোগিতা হেতুরূপ বহ্নিতে থাকে না, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি হয় না। বস্তুতঃ, এই অতিব্যাপ্তি-নিবারণ-জন্য সকল-পদটীকে সাধ্যাভাববৎ-পদের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

তৃতীয় কথা এই যে, "সকল" পদটীকে যদি সাধ্যাভাবের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যায়,তাহা হইলেও "ধূমাবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না। কারণ, "এতদ্ হ্রদাবৃত্তি র্নাস্তি", "তদ্হ্রদাবৃত্তি র্নাস্তি"—ইত্যাদি প্রকার ধূমের অভাব যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যাভাব-কূটের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়, আর তজ্জন্য লক্ষণ যায় না ; অতিব্যাপ্তিও হয় না। কিন্তু, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলে "তদ্ হ্রদাবৃত্তি র্নাস্তি" "এতদ্ হ্রদাবৃত্তি র্নাস্তি" ইত্যাদি প্রকারে যে সাধ্যরূপ বহ্ন্যাদির অভাব, তাহাদের সমুদায় অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া এই লক্ষণের অসম্ভব-দোষ ঘটিবে। সুতরাং, বুঝিতে হইবে "সকল" পদটীকে সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিলে চলিতে পারে না, ইহাকে সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ইত্যাদি।

কিন্তু, এই বিষয়গুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি একে একে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে হইবে ; যথা ;—

১। এই লক্ষণের অর্থ যদি "সাধ্যাভাবের সকল-অধিকরণনিষ্ঠ-অভাব-প্রতিযোগিত্বই ব্যাপ্তি"—এইরূপ হয়, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে ইহা কিরূপে প্রযুক্ত হয় ?

২। উক্ত অর্থে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে এই লক্ষণটী কেন প্রযুক্ত হয় না ?

৩। সাধ্যাভাবাধিকরণের "সাকল্য" বিশেষণ না দিলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে কেন অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় ?

৪। "সাকল্য"টী সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ বলিলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে কেন অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না ?

৫। "সাকল্য"টী সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে কি করিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হয় ?

৬। "সাকল্য"টী সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে কেন অসম্ভব-দোষ হয় ?

যাহা হউক, এইবার এই বিষয়গুলি একে একে আলোচনা করা যাউক—

১। "সাধ্যাভাবের সকল-অধিকরণনিষ্ঠ-অভাব-প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি" এইরূপ লক্ষণের অর্থ হওয়ায় দেখ, প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক-অনুমিতি—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

স্থলে এই লক্ষণটী কিরূপে প্রযুক্ত হইতেছে। দেখ এখানে,—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=জলহ্রদাদি। কারণ, জলহ্রদাদিতে বহ্নি থাকে না। এখন এই জলহ্রদাদি-মধ্যে যাহাকেই ধরা যায়, তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাই হেতু ধূমে থাকে ; কারণ ;—

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=জলহ্রদাদিনিষ্ঠ ধূমাভাব।

এই অভাব-প্রতিযোগিতা=ধূম-নিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে "সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব" থাকিল, লক্ষণ যাইল—এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের কোন দোষ হইল না।

২। এইবার দেখা যাউক, উক্ত অর্থে প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক-অনুমিতি ,—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ"

স্থলে এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হয় না কেন ? দেখ এখানে,—

সাধ্য=ধূম।

সাধ্যাভাব=ধূমাভাব।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=অয়োগোলকাদি ধরা যাউক। কারণ, অয়োগোলকাদিতে ধূম থাকে না। অয়োগোলকাদি-ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠ-অভাব-প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকিলেও ঐ অয়োগোলকনিষ্ঠ-অভাব-প্রতিযোগিত্ব না থাকায় অতি-ব্যাপ্তি হয় না, কারণ,—

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি। কারণ, সকল-সাধ্যাভাবের অধি-করণ বলিতে যে অয়োগোলকাদিকে ধরা হইয়াছে, সেই অয়োগোলকাদিতে বহ্ন্য-ভাব থাকে না। যেহেতু, তথায় বহ্নিই থাকে।

এই অভাব-প্রতিযোগিত্ব=ঘট-পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা। ইহা, সুতরাং, বহ্নিতে থাকিল না। ওদিকে, এই বহ্নিই হেতু, এবং ইহাতেই উক্ত প্রতিযোগিত্ব থাকিবার কথা, অর্থাৎ হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ-অভাব-প্রতিযোগিত্ব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল, এই লক্ষণের উক্ত অর্থানুসারে এই লক্ষণটী অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে যাইল না।

৩। এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে "সাধ্যাভাবাধিকরণের" সাকল্য বিশেষণটী না দিলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে কেন অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়?

দেখ, এস্থলে তাহা না দিলে লক্ষণটী হইল—সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিষ্ঠ-অভাব-প্রতিযোগিত্বই ব্যাপ্তি। এখন এখানে অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলটী ধরা যাউক—

ধূমবান্ বহ্নেঃ।

অতএব এখানে—

সাধ্য = ধূম।

সাধ্যাভাব = ধূমাভাব।

সাধ্যাভাবের অধিকরণ = ধূমাভাবের অধিকরণ, অর্থাৎ জলহ্রদাদি ধরা যাউক। কারণ, এস্থলে "সকল" পদটীকে অধিকরণ-পদের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করা হয় নাই, অর্থাৎ সকল পদটীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করায় ধূমাভাবের নানা অধিকরণ, যথা, অয়োগোলক ও জলহ্রদাদি, তাহাদের মধ্যে অয়োগোলককে ত্যাগ করিয়া কেবল জলহ্রদাদিকেই ধরা গেল।

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব = বহ্ন্যভাব। কারণ, বহ্নি, জলহ্রদে থাকে না।

এই অভাব-প্রতিযোগিতা = বহ্নিতে থাকিল।

ওদিকে, এই বহ্নিই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিষ্ঠ অভাব-প্রতিযোগিত্ব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অর্থাৎ এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল।

সুতরাং, দেখা গেল, "সকল" পদটীকে ত্যাগ করিলে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়।

৪। এইবার দেখা যাউক, এস্থলে "সাকল্য" সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ বলিলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে কেন অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না। দেখ, এস্থলে,—

সাধ্য = ধূম।

সাধ্যাভাব = ধূমাভাব।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ = ধূমাভাবের সকল অধিকরণ, অর্থাৎ জলহ্রদাদি ও অয়োগোলক প্রভৃতি সমুদায় ধূমশূন্য বস্তু হইল। এস্থলে "সকল" পদটীকে সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণরূপে গ্রহণ করায় পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর অয়োগোলককে ত্যাগ করিয়া কেবল জলহ্রদাদিকে গ্রহণ করিতে পারা গেল না।

এই অধিকরণ-নিষ্ঠ-অভাব = ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি। ইহা আর পূর্ব্বের ন্যায় বহ্ন্যভাব হইতে পারিল না। কারণ, বহ্ন্যভাবটী জলহ্রদে থাকে বটে, কিন্তু অয়োগোলকে থাকে না। অর্থাৎ, সকল-অধিকরণ-নিষ্ঠ-অভাব আর বহ্ন্যভাব হইল না। অগত্যা, ঘটাভাব, পটাভাবাদিই হইল।

এই অভাব-প্রতিযোগিত্ব = বহ্নিতে থাকিল না। কারণ, ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা ঘটে, এবং পটাভাবের প্রতিযোগিতা পটেই থাকে, বহ্নিতে থাকে না।

ওদিকে, এই বহ্নিই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ-অভাব-প্রতিযোগিত্ব পাওয়া গেল না—লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইল।

সুতরাং, দেখা গেল, "সকল" পদটীকে গ্রহণ করিলে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না।

৫। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে "সাকল্যটী" সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলেই কি করিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি-দোষটী নিবারিত হয়। দেখ এখানে—

সাধ্য = ধূম।

সকল সাধ্যাভাব = "এতদ্হ্রদাবৃত্তি র্নাস্তি" ইত্যাকারক এতদ্-হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে ধূমাভাব, "তদ্হ্রদাবৃত্তি র্নাস্তি" ইত্যাকারক তদ্হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে ধূমাভাব প্রভৃতি নানাবিধ ধূমাভাব।

সকল-সাধ্যাভাবের অধিকরণ = ইহা অপ্রসিদ্ধ। কারণ, এতদ্হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে ধূমাভাব, এবং তদ্হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে ধূমাভাবের "একটী" কোন অধিকরণ হইতে পারে না। যেহেতু, ঐ উভয়ের অধিকরণ কেহই হয় না।

এই অধিকরণনিষ্ঠ-অভাব = ইহাও সুতরাং অপ্রসিদ্ধ।

এই অভাব প্রতিযোগিত্ব = ইহা সুতরাং বহ্নিতে থাকিল না।

অতএব, উক্ত অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন লক্ষণটী যাইল না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তি-দোষটী এরূপেও নিবারিত হইল।

বস্তুতঃ, সাকল্যটীকে সাধ্যাভাবের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিলে যদি এই দোষ-বারণ না হইত, তাহা হইলে সাকল্যটী সাধ্যাভাবের বিশেষণ হউক—এরূপ আশঙ্কার উত্থাপন করাই অসঙ্গত হইত। বিচার-ক্ষেত্রে এইরূপ স্থল গুলি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সুতরাং, দেখা গেল, সাকল্যটীকে সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিলেও লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় না।

৬। এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, "সাকল্য"টী সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কেন অসম্ভব-দোষ হয়? দেখ, অনুমিতি-স্থলটী হইল—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"।

সুতরাং, এখানে—

সাধ্য = বহ্নি।

সকল-সাধ্যাভাব = বহ্নির সকল অভাব। অর্থাৎ তদ্হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে বহ্ন্যভাব, এতদ্হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে বহ্ন্যভাব, অপর-হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে বহ্ন্যভাব প্রভৃতি।

সকল-সাধ্যাভাবের অধিকরণ = ইহা অপ্রসিদ্ধ। কারণ, উক্ত "তদ্‌হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে বহ্ন্যভাবের, অপরহ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে বহ্ন্যভাবের এবং এতদ্‌হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে বহ্ন্যভাবের কোন "একটী" অধিকরণ হইতে পারে না। যেহেতু, ঐ অভাব-সকল কোন স্থানেই থাকে না।

এই অধিকরণনিষ্ঠ-অভাব = ইহাও সুতরাং অপ্রসিদ্ধ হইল।

এই অভাব-প্রতিযোগিত্ব = ইহা অতএব হেতু ধূমে থাকিল না।

ফলতঃ, লক্ষণ যাইল না, এবং এইরূপে যাবৎ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে লক্ষণ যাইবে না বলিয়া লক্ষণের অসম্ভব-দোষই হইবে।

সুতরাং, দেখা গেল, সাকল্যটীকে সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিয়া গণ্য করা চলে না, পরন্তু, সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে।

অবশ্য, এই স্থলে একটী আপত্তি উঠিতে পারে যে, এস্থলে সকল-সাধ্যাভাবের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ কেন হইবে? যেহেতু, একটু পরেই সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়া একটী নিবেশ করা হইয়াছে। অতএব, "তদ্‌হ্রদাবৃত্তি নাই" ইত্যাদি অভাবও সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবই ধরিতে হইবে। আর তাহার ফলে, সংযোগ-সম্বন্ধে কেহই গুণাদিতে না থাকায়, উক্ত অভাব-সকলের অধিকরণ গুণাদিই হইতে পারে। সুতরাং, উক্ত অভাব-কূটের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হইবে না।

ইহার উত্তরে বলা হয় যে, না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, এস্থলে তদ্‌হ্রদে স্বরূপ-সম্বন্ধে অবৃত্তি যে, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরাই টীকাকার মহাশয়ের অভিপ্রায়। নচেৎ ঐ "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলেরই অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয় না। কারণ, ঐরূপ সাধ্যাভাব-সকলের অধিকরণ গুণাদি হওয়ায় তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকে, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি থাকিয়া যায়। ফলতঃ, সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিলে তদ্‌হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে এবং এতদ্‌ হ্রদাবৃত্তিত্ব-রূপে অভাবগুলির একটী অধিকরণ গুণাদিই হইতে পারে। আর তাহার ফলে সাকল্যকে সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিলে এই লক্ষণের "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে অতিব্যাপ্তিই থাকিয়া যায়। অতএব, সাকল্যটী সাধ্যাভাবের বিশেষণ নয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি স্থলে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণই হয় না, ইত্যাদি।

সুতরাং, দেখা গেল, সাকল্যটী, সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ হওয়াই আবশ্যক, সাধ্যাভাব বা অন্য কাহারও বিশেষণ হইলে চলিতে পারে না; ইত্যাদি।

এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তিবাক্যে এই লক্ষণের একটী ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া তাহার সংশোধনার্থ একটী নিবেশের ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত অর্থে ত্রুটী এবং তজ্জন্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকই এস্থলে বিবক্ষিত।

টীকামূলম্।

ন চ "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" ইত্যাদৌ দ্রব্যত্বাভাববতি গুণাদৌ সত্তাদেঃ বিশিষ্টাভাবাদি-সত্ত্বাৎ অতিব্যাপ্তিঃ—ইতি বাচ্যম্?

তাদৃশাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্ত্বস্য ইহ বিবক্ষিতত্বাৎ।

বিশিষ্টাভাবাদি-—বিশিষ্টসত্ত্বাভাবাদি-প্রতিযোগিত্ব-প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ-গুণাদিতে সত্তাদির বিশিষ্টাভাবাদি থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল—ইহাও বলা যায় না।

কারণ, ঐরূপ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্ত্বই ব্যাপ্তি—এইরূপ নিবেশটী এস্থলে অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়, এই লক্ষণে একটী নিবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছেন। অর্থাৎ, লক্ষণ-ঘটক যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার যে অবচ্ছেদক ধর্ম্ম এবং হেতুতার যে অবচ্ছেদক ধর্ম্ম, তাহারা অভিন্ন হইলেই লক্ষণ যাইবে, অন্যথা এই লক্ষণ যাইবে না—ইহাই বলিতেছেন।

এখন এতদুদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন যে, যদি এই লক্ষণটী পূর্ব্বে যতটুকু বলা হইয়াছে, ততটুকু মাত্রই হয়, যথা,—সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা, হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি—এইটুকু মাত্র হয়, তাহা হইলে "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে 'সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ' বলিতে গুণাদিকে ধরিলে তাহাতে হেতু সত্তার বিশিষ্টাভাব অর্থাৎ গুণকর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তার অভাব থাকায় এবং বিশিষ্ট-সত্তাটী সত্তা হইতে অনতিরিক্ত বলিয়া এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়। অতএব, এই দোষ-নিবারণ করিতে হইলে বলিতে হইবে—সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ-অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্ত্বই ব্যাপ্তি; ইত্যাদি।

যাহা হউক, এই কথাটী এখন একটু বিস্তৃতভাবে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে,(**প্রথম**)—"দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" এস্থলে এই লক্ষণটী যায় না কেন? তৎপরে (**দ্বিতীয়**) দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাইলে এই স্থলেই আবার এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হইবে। এবং তৎপরে (**তৃতীয়**) দেখিতে হইবে, উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্ত্ব এই লক্ষণের অভিপ্রেত—এইরূপ বলিলে কি করিয়া এই অতিব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হয়। কারণ, এই তিনটী কথা আলোচনা করিতে পারিলে এ প্রসঙ্গে প্রায় সকল কথাই আলোচিত হইল বলিতে হইবে।

অতএব, **প্রথম** দেখা যাউক, এই লক্ষণটী

"দ্রব্যং-সত্ত্বাৎ"

এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে প্রযুক্ত হয় না কেন? দেখ এখানে;—

সাধ্য=দ্রব্যত্ব।

সাধ্যাভাব=দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=গুণ-কর্ম্মাদি। কারণ, দ্রব্যত্ব তথায় থাকে না। দ্রব্যত্ব দ্রব্যেই থাকে।

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি। ইহা সত্ত্বাভাব ধরা যায় না। কারণ, গুণাদিতে সত্তা থাকে। অথচ, ইহা ধরিতে পারিলেই লক্ষণ যাইত। কারণ, এই অভাবের প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি—এইরূপই এই লক্ষণটী কথিত হইয়াছে।

এই অভাবের প্রতিযোগিতা=ঘট-পটে থাকিল, সত্তার উপর থাকিল না।

ওদিকে, এই সত্তাই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব থাকিল না, লক্ষণ যাইল না—অতিব্যাপ্তি হইল না।

(দ্বিতীয়)—এইবার দেখা যাউক—কিরূপ কৌশল করিলে এ স্থলেই আবার এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারে? দেখ এখানে—

সাধ্য=দ্রব্যত্ব।

সাধ্যাভাব=দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=গুণ-কর্ম্মাদি।

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাভাব। পূর্ব্বে ইহা ধরা হয় নাই, এখন ইহা ধরা হইল। কারণ, জানা আছে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা গুণ-কর্ম্মাদিতে থাকে না এবং বিশিষ্টাভাবটী শুদ্ধাভাব হইতে অতিরিক্ত হয় —এইরূপ একটী নিয়মই আছে। (এখানে বিশিষ্টাভাব বলিতে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাভাব, এবং শুদ্ধাভাব বলিতে সত্ত্বাভাব বুঝিতে হইবে। সুতরাং, পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও সত্ত্বাভাব ধরা গেল না। কিন্তু, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত্বাভাব ধরা গেল।

উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতা=গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তানিষ্ঠ প্রতিযোগিতা। ইহা কিন্তু সত্তারও উপর থাকিতে পারে; কারণ, বিশিষ্টসত্তাটী শুদ্ধসত্তা হইতে অনতিরিক্ত—এরূপ নিয়ম আছে।

ওদিকে, এই সত্তাই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতা পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল—এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল। অর্থাৎ, দেখা গেল, উক্ত "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুক-স্থলে কৌশল করিয়া লক্ষণটীকে প্রযুক্ত করিয়া ইহার অতিব্যাপ্তি-দোষ প্রদর্শন করিতে পারা গেল।

(অবশ্য এস্থলে একটী নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে যে, "বিশিষ্ট কখন শুদ্ধ হইতে অতিরিক্ত নহে," কিন্তু "বিশিষ্টের অভাবটী শুদ্ধের অভাব হইতে অতিরিক্ত হয়।" যেমন,

পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহ্নি; বহ্নি হইতে অতিরিক্ত নহে; কিন্তু, পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহ্নির অভাব, বহ্ন্যভাব হইতে অতিরিক্ত। সেইরূপ গুণ-কর্ম্মান্যত্ব বিশিষ্ট-সত্তা, সত্তা হইতে অতিরিক্ত নহে; কিন্তু, গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তার অভাব সত্তাভাব হইতে অতিরিক্ত। ইত্যাদি।)

(তৃতীয়) এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে,"উক্ত প্রতিযোগিতার যে অবচ্ছেদক-ধর্ম্ম, তাহাই আবার হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হইবে" এইরূপ করিয়া যদি লক্ষণের নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে আর ঐ অতিব্যাপ্তি হইতে পারিবে না। অর্থাৎ এখন তাহা হইলে লক্ষণের অর্থ হইবে "সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক, সেই হেতুতাবচ্ছেদকবত্বই ব্যাপ্তি।"

কারণ,দেখ, প্রদর্শিত স্থলে উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতেছে গুণ-কর্ম্মন্যত্ব-বিশিষ্টত্ব এবং সত্তাত্ব—এই দুইটী, এবং সত্তাটী হেতু হওয়ায় হেতুতাবচ্ছেদক হইতেছে কেবলমাত্র সত্তাত্ব-রূপ একটী ধর্ম্ম। এখন "এই লক্ষণে দুইটী অবচ্ছেদক এক হইলেই লক্ষণ যাইবে" এরূপ বলিলে আর সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ-অভাব বলিতে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাব ধরিয়া অতিব্যাপ্তি দেখান যায় না। সুতরাং, এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি স্থলে লক্ষণ যাইল না—অতিব্যাপ্তি হইল না।

অতএব, দেখা গেল, "সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব" বলিতে "সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক, সেই অবচ্ছেদকবত্ত্ব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি" বলিলে আর এস্থলে লক্ষণের কোন দোষ হয় না।

যাহা হউক, এইবার আমরা এই সম্বন্ধে দুই একটী অতিরিক্ত কথার আলোচনা করিব।

প্রথম কথাটী এই যে,বাস্তবিক একথা বলিলেও নিস্তার নাই এবং ইহার কারণ, টীকাকার মহাশয়ও বলেন নাই, ইহা গুরুমুখে শুনিয়া শিক্ষা করিতে হয়।

কথাটী এই যে, ওরূপ বলিলেও অতিব্যাপ্তি-বারণ হয় না। কারণ, ঐ স্থলেই সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য এবং সত্তাত্ব, তাহাদের মধ্যে সত্তাত্বটী হেতুতাবচ্ছেদক হইয়াছে; সুতরাং, এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের মধ্যে একটী হেতুতাবচ্ছেদক হইয়াছে; কিন্তু এস্থলে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য-রূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মটী অধিক হওয়ায়ও "হেতুতাবচ্ছেদক যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তদ্বত্ত্বই ব্যাপ্তি"— এরূপ বাক্যের কোন বাধা ঘটিল না। অগত্যা দেখা যাইতেছে, হেতুতাবচ্ছেদক যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এইরূপ একটী নিবেশ করিলেও এই স্থলে অতিব্যাপ্তির হাত হইতে নিস্তার নাই।

ইহার উত্তর এই যে, এজন্য এস্থলে বলিতে হয় যে, সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ- অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ যে হেতুতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ তদ্বত্তাই ব্যাপ্তি। অর্থাৎ এজন্য এখন এমন একটী কৌশল করিয়া নিবেশ করিতে হইবে, যাহাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকই হেতুতাবচ্ছেদক হইবে এবং উভয়ের সংখ্যার কোন অনৈক্য হইবে না। এখন এখানে দেখ, সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণনিষ্ঠ অভাব বলিতে

দ্বিতীয় নিবেশ—প্রতিযোগিতাটী হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।

টীকামূলম্।

প্রতিযোগিতা চ হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্না গ্রাহ্যা, তেন দ্রব্যত্বাভাব-বতি গুণাদৌ সত্তাদেঃ সংযোগাদি-সম্বন্ধা-বচ্ছিন্নাভাব-সত্ত্বে অপি ন অতিব্যাপ্তিঃ।

দ্রব্যত্বাভাববতি=দ্রব্যত্বাত্যন্তাভাববতি ; প্রঃ সং ; চৌঃ সং।
গ্রাহ্যা=বিবক্ষণীয়া ; চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

প্রতিযোগিতাটীও হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহা হইলে দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ যে গুণাদি, তাহাতে সত্তাদির সংযোগাদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব থাকিলেও আর অতিব্যাপ্তি হয় না।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাব ধরিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে অধিকরণ হয়—বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়, এবং হেতুতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে অধিকরণ হইল মাত্র সত্তাত্ব এই একটীমাত্র ধর্ম্ম।

সুতরাং, পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অধিকরণ এবং হেতুতাবচ্ছেদকতার অধিকরণ এখানে এক হইল না, অতএব লক্ষণ যাইল না—অতিব্যাপ্তি হইল না।

এখন দ্বিতীয় কথাটী এই যে, এস্থলে পূর্ব্বোক্ত "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই প্রসিদ্ধ-অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলকে পরিত্যাগ করিয়া কেন "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" স্থলটী গ্রহণ করা হইল ?

ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে যদি "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলটী গ্রহণ করা যাইত, তাহা হইলে সকল-সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠ-অভাব-পদে অয়োগোলকান্যত্ব-বিশিষ্ট বহ্ন্যভাবাদি ধরিতে হইত। কিন্তু, তাহা ধরিয়া অভাবের প্রতিযোগিত্ব সকল হেতুতে পাওয়া যাইত না। কারণ, অয়োগোলকবৃত্তি-বহ্নি ও চত্বরাদি-বৃত্তি-বহ্নি অভিন্ন নহে। কিন্তু, এস্থলে "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" ধরায় তাহা হইতে পারিল ; কারণ, সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ-অভাব বলিতে যে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাব ধরা হয়, তাহার প্রতিযোগী একই সত্তা হয়, বহ্নির ন্যায় নানা হয় না। অতএব, এই দৃষ্টান্তেরই উপযোগিতা রহিয়াছে—দেখা যাইতেছে।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে এই লক্ষণে প্রতিযোগিতাটী কিরূপ প্রতিযোগিতা হইবে, তাহাই বলিতেছেন, অর্থাৎ এই লক্ষণে দ্বিতীয় একটী নিবেশের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়,—"সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতা"টী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, তাহাই নির্ণয় করিতেছেন। কারণ, ইহা নির্ণীত না থাকিলে স্থল-বিশেষে লক্ষণের দোষ ঘটিয়া থাকে।

যাহা হউক, এতদুদ্দেশ্যে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন, এই প্রতিযোগিতাটী হেতুতা-বচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে। কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে উক্ত—

"দ্রব্যং সত্ত্বাৎ"

এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলেই এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে। প্রথমতঃ, দেখ এখানে লক্ষণটী যায় না কেন? দেখ এখানে;—

সাধ্য=দ্রব্যত্ব।

সাধ্যাভাব=দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=গুণ-কর্ম্মাদি।

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=ঘটাভাব, পটাভাব ইত্যাদি। কারণ, ঘট-পট গুণ-কর্ম্মে থাকে না। লক্ষ্য করিতে হইবে, এস্থলে এই অভাব সত্ত্বাভাব হইবে না। কারণ, সত্তা গুণাদিতে থাকে, আর তজ্জন্যই লক্ষণটীও যায় না। যাহা হউক—

এই অভাবের প্রতিযোগিতা=ইহা থাকে ঘট-পটে। ইহা সত্তার উপর থাকিল না।

ওদিকে, এই সত্তাই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতা থাকিল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

কিন্তু যদি, প্রতিযোগিতাটী হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে না ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ স্থলেই আবার লক্ষণ যাইবে। কারণ, দেখ, এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইতেছে—সমবায়। এখন যদি উক্ত সকল-সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠ-অভাব-পদে সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সত্ত্বাভাব ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা বারণ করা যায় না, এবং সংযোগ-সম্বন্ধে সত্তা, কখনও গুণ-কর্ম্মাদি কোথাও থাকে না। সুতরাং, হেতু সত্তার উপর সকল-সাধ্যাভাবব-ন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতাই থাকিবে, লক্ষণ যাইবে—অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

এখন যদি, এস্থলে প্রতিযোগিতাটীকে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরা হয়, তাহা হইলে আর এস্থলে অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না।

কারণ দেখ, এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল—সমবায়। এখন উক্ত অধিকরণনিষ্ঠ অভাব এখন সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব। ইহা আর সত্ত্বাভাব হইবে না; কারণ, সমবায়-সম্বন্ধে সত্তা, গুণ-কর্ম্মাদিতে থাকে, তথায় ইহার অভাব থাকে না। অতএব, এই অভাব-পদে এখন এমন কোন অভাবই হইবে না, যাহার প্রতিযোগিতাটী সত্তার উপর থাকিতে পারে, অর্থাৎ লক্ষণটী যাইতে পারে।

অতএব দেখা গেল, এস্থলে লক্ষণ-ঘটক প্রতিযোগিতাটী হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা হওয়া আবশ্যক, নচেৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়।

এখন এস্থলে একটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই নিবেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য প্রসিদ্ধ-অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল "ধূমবান্ বহ্নেঃ" গ্রহণ না করিয়া "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" স্থলটী গ্রহণ করা হইল কেন?

ইহার উত্তর এই যে, "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে অতিব্যাপ্তি দেখাইতে হইলে রচনার গৌরব হয়, যেহেতু, প্রস্তাবিত স্থল ত্যাগ করিয়া অন্য স্থল গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ কিন্তু,

সাধ্যাভাব-পদের রহস্য।

টীকামূলম্।

সাধ্যাভাবঃ চ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকঃ গ্রাহ্যঃ।

অন্যথা পর্ব্বতাদৌ অপি বহ্ন্যাদেঃ বিশিষ্টাভাবাদি-সত্ত্বেন সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বহ্ন্যাদি-সামান্যাভাব-সত্ত্বেন চ যাবদন্তর্গততয়া তন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বাভাবাৎ ধূমস্য অসম্ভবঃ স্যাৎ।

পর্ব্বতাদৌ=পর্ব্বতাদেঃ; চৌঃ সং প্রঃ সং। বিশিষ্টাভাবাদি=বিশিষ্টাভাবঃ; প্রঃ সং। সামান্যাভাব-সত্ত্বেন=

বঙ্গানুবাদ।

আর সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

নচেৎ, পর্ব্বতাদিতেও বহ্নি প্রভৃতির বিশিষ্টাভাবাদি থাকায় এবং সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যাদির সামান্যাভাব থাকায় পর্ব্বতাদিও সকল-সাধ্যাভাবাধিকরণের অন্তর্গত হয়, আর তজ্জন্য তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা ধূমে না থাকায় লক্ষণের অসম্ভব-দোষই ঘটে।

সামান্যাভাববত্ত্বেন; প্রঃ সং, চৌঃ সং। গ্রাহ্যঃ=বোধ্যঃ; চৌঃ সং। সোঃ সং। অসম্ভবঃ স্যাৎ=অসম্ভবাৎ। চৌঃসং।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

বলেন যে, সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্যের প্রসিদ্ধ ব্যভিচারী স্থল যেমন "ধূমবান্ বহ্নেঃ", তদ্রূপ সমবায়-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ব্যভিচারী স্থল "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ"; সুতরাং, প্রসিদ্ধস্থল বলিয়া আপত্তি করা চলে না; যেহেতু, প্রসিদ্ধ্যংশে ইহারা উভয়ই তুল্য।

এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে সাধ্যাভাবটী, কিরূপ সাধ্যাভাব হইবে, তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় সাধ্যাভাবটী কিরূপ সাধ্যাভাব হইবে তাহাই বলিতেছেন। অর্থাৎ, এই সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব হওয়া আবশ্যক। কারণ, ইহা যদি না বলা যায়—তাহা হইলে উভয় পথেই এই লক্ষণের অসম্ভব-দোষ ঘটিবে।

প্রথম দেখ, যদি সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব না বলা যায়, তাহা হইলে প্রসিদ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

স্থলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি অর্থাৎ পরিশেষে অসম্ভব-দোষই হয়। দেখ এখানে—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যাভাব=বহ্নি-প্রতিযোগিক অভাব। ইহাকে যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়া না ধরা হয়, তাহা হইলে ইহা হউক—বহ্নি প্রভৃতির

বিশিষ্টাভাবাদি, অর্থাৎ মহানসীয় বহ্নির অভাব, অথবা বহ্নি ও জল উভয়ের অভাব। কারণ, এরূপ অভাবেরও প্রতিযোগী বহ্নি হয়। এখন দেখ, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম এখানে বহ্নিত্ব; কারণ, বহ্নিত্বরূপেই বহ্নি এখানে সাধ্য, মহানসীয় বহ্নিত্ব অথবা বহ্নি-জল-উভয়ত্ব-রূপে বহ্নি এখানে সাধ্য নয়, পরন্তু সাধ্যাভাব ধরিবার সময় মহানসীয় বহ্নিত্ব বা বহ্নি-জল-উভয়ত্ব-রূপে বহ্নির অভাব ধরা হইল।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=মহানসীয় বহ্নির অভাবের অধিকরণ, অথবা বহ্নিজল-উভয়াভাবের অধিকরণ। ইহা পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ প্রভৃতিও হইতে পারে। কারণ, মহানসীয় বহ্নি এই সব স্থলে থাকে না। মহানসীয় বহ্নি মহানসেই থাকে।

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=ঘটাভাব প্রভৃতি; কিন্তু, ধূমাভাব হইতে পারিল না। কারণ, পর্ব্বতাদিতে ধূম থাকে।

এই অভাবের প্রতিযোগিতা=ঘট-পটাদিতে থাকিল, ধূমে থাকিল না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। বস্তুতঃ, এইরূপ ভাবে সকল স্থলেই অব্যাপ্তি দেখাইতে পারা যাইবে বলিয়া পরিশেষে এই লক্ষণের অসম্ভব-দোষই হইবে।

কিন্তু যদি, এ লক্ষণে সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলা যায়, তাহা হইলে এস্থলে আর ঐ অব্যাপ্তি হইতে পারে না।

কারণ, তখন সাধ্যাভাব বলিতে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবই ধরিতে হইবে, পূর্ব্বের ন্যায় আর মহানসীয় বহ্নির অভাব, অথবা বহ্নিজল উভয়ের অভাব ধরিতে পারা যাইবে না; কারণ, তাহারা মহানসীয় বহ্নিত্ব অথবা বহ্নিজল উভয়ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হয়, এবং তজ্জন্য এই সাধ্যাভাবের অধিকরণ আর পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ প্রভৃতি হইবে না; পরন্তু, জলহ্রদাদি হইবে, এবং তাহার ফলে ঐ অধিকরণনিষ্ঠ অভাব বলিতে ধূমাভাবকে ধরিতে পারা যাইবে এবং তখন ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা হেতু ধূমে থাকিবে, লক্ষণ যাইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আর অসম্ভব-দোষ ঘটিবে না।

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়া ধরিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, এই ধর্ম্মের ন্যূনবারক ও অধিকবারক পর্য্যাপ্তি আবশ্যক। কিন্তু, তাহা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রথম-লক্ষণের ন্যায় বলিয়া আর পৃথক্ ভাবে কথিত হইল না।

এইবার দেখা যাউক, এই সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব রূপে কেন ধরিতে হইবে।

দেখ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে উক্ত—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

স্থলেই আবার অব্যাপ্তি, এবং পরিশেষে অসম্ভব-দোষ ঘটিবে। দেখ এখানে,—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যাভাব=বহ্ন্যভাব। এখন যদি এই অভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব না বলা যায়, তাহা হইলে এস্থলে আমরা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বহ্ন্যভাবও ধরিতে পারি।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=পর্ব্বত ধরা যাউক। কারণ, উক্ত সমবায়-সম্বন্ধে বহ্নি পর্ব্বতে থাকে না।

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=ঘট-পটাভাব প্রভৃতি ধরিতে পারা যায়, কিন্তু ধূমাভাব ধরিতে পারা যায় না। কারণ, ধূম পর্ব্বতে থাকে।

ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা=ধূমনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা হইল না, পরন্তু ঘট-পটাদি-নিষ্ঠ প্রতিযোগিতাই হইল।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতা থাকিল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। বস্তুতঃ, এইরূপে যাবৎ সদ্ধেতুক-স্থলেই অব্যাপ্তি-দোষ দেখাইতে পারা যায় বলিয়া পরিশেষে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসম্ভব-দোষ ঘটে।

কিন্তু যদি, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরা যায়, তাহা হইলে আর এস্থলে ঐ অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, তখন সাধ্যাভাব বলিতে আর সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বহ্ন্যভাব ধরা যায় না, পরন্তু সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বহ্ন্যভাবই ধরিতে হইবে, আর তাহার ফলে ঐ অধিকরণ, পর্ব্বতাদি হইবে না; কারণ, পর্ব্বতাদিতে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নি থাকে; অতএব ঐ অধিকরণ হয় জলহ্রদাদি; সুতরাং, তন্নিষ্ঠ-অভাব-প্রতিযোগিতা হেতু-ধূমে থাকিবে, লক্ষণ যাইবে, অব্যাপ্তি হইবে না।

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যাভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়া ধরিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, এই সম্বন্ধেরও ন্যূনবারক ও অধিকবারক উভয়বিধ পর্য্যাপ্তি আবশ্যক। কিন্তু, তাহা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রথম-লক্ষণের ন্যায় বলিয়া আর পৃথগ্ভাবে কথিত হইল না।

যাহা হউক, বুঝা গেল, এই লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবটী প্রথম-লক্ষণের ঘটক সাধ্যাভাবের ন্যায় সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হইবে।

এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে লক্ষণ-ঘটক অধিকরণ-পদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় একটী নিবেশের উল্লেখ করিতেছেন।

অধিকরণ-পদ-সংক্রান্ত একটী নিবেশ।

টীকামূলম্।

ন চ "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদৌ এতদ্বৃক্ষস্য অপি তাদৃশ-সাধ্যাভাববত্বেন যাবদন্তর্গততয়া তন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বাভাবাৎ এতদ্বৃক্ষত্বস্য অব্যাপ্তিঃ—ইতি বাচ্যম্?

কিঞ্চিদনবচ্ছিন্নায়াঃ সাধ্যাভাবাধিকরণতায়াঃ ইহ বিবক্ষিতত্বাৎ। ইত্থং চ কিঞ্চিদনবচ্ছিন্নায়াঃ কপিসংযোগাভাবাধিকরণতায়াঃ গুণাদৌ এব সত্ত্বাৎ তত্র চ হেতোঃ অপি অভাবসত্ত্বাৎ ন অব্যাপ্তিঃ।

বঙ্গানুবাদ।

আর "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে এতদ্বৃক্ষটীও পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাধ্যাভাবাধিকরণ হওয়ায় এবং যাবৎ পদার্থান্তর্গত হয় বলিয়া এবং তৎপরে তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা 'এতদ্বৃক্ষত্ব' হেতুতে থাকে না বলিয়া, অব্যাপ্তি হয়—একথাও বলা যায় না।

কারণ,এস্থলে সাধ্যাভাবের অধিকরণতাটী কিঞ্চিদনবচ্ছিন্ন হইবে, ইহাই অভিপ্রেত। আর এইরূপে কপিসংযোগের অভাবের কিঞ্চিদনবচ্ছিন্ন অধিকরণ গুণাদিই হইবে, এবং তথায় হেতুরও অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হয় না।

এতদ্বৃক্ষস্য=বৃক্ষস্য; প্রঃ সং, চৌঃ সং।
তাদৃশসাধ্যাভাববত্বেন=তাদৃশাভাববত্বেন, প্রঃ সং;
অভাবসত্ত্বাৎ=অসত্ত্বাৎ; প্রঃ সং।
তত্র চ=তত্র; চৌঃ সং।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়, এই লক্ষণের অধিকরণ পদে যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন।

এতদভিপ্রায়ে তিনি বলিতেছেন যে, যদি সাধ্যাভাবাধিকরণ-পদে সাধ্যাভাবের কিঞ্চিদনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ না বলা যায়, তাহা হইলে—

"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"

এই অব্যাপ্য-বৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতিস্থলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়। কারণ, দেখ এখানে,—

সাধ্য=কপিসংযোগ।

সাধ্যাভাব=কপিসংযোগাভাব।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=ইহা এস্থলে এতদ্বৃক্ষই ধরা যাউক। কারণ, কপিসংযোগাভাব এতদ্বৃক্ষেও থাকে।

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি। ইহা এস্থলে "এতদ্বৃক্ষত্বাভাব" হইতে পারিবে না; কারণ, এতদ্বৃক্ষত্বই এতদ্বৃক্ষে থাকে।

এই অভাবের প্রতিযোগিতা=ঘট-পটে থাকিল, এতদ্বৃক্ষত্বে থাকিল না।

ওদিকে, এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবের সকল-অধিকরণনিষ্ঠ অভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

কিন্তু যদি, এস্থলে সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ বলিতে সাধ্যাভাবের সকল নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে আর এস্থলে ঐ অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না ; দেখ এখানে অনুমিতির স্থলটী ছিল—

"কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"

সুতরাং, এখানে—

সাধ্য = কপিসংযোগ।

সাধ্যাভাব = কপিসংযোগাভাব।

সাধ্যাভাবের (সকল) নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ = গুণাদি। কারণ, গুণাদিতে কোন অবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাব থাকে না। ইহা আর পুর্ব্বের ন্যায় এস্থলে এতদ্বৃক্ষ হইল না ; কারণ, এতদ্বৃক্ষের মূলদেশাবচ্ছেদেই কপিসংযোগের অভাব থাকে ; অতএব, ইহা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হয় না।

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব = এতদ্বৃক্ষত্বাভাব ধরা যাউক। কারণ, গুণাদিতে এতদ্বৃক্ষত্ব থাকে না। পূর্ব্বে এতদ্বৃক্ষে এই অভাব ধরা যায় নাই, তখন যে অধিকরণ ধরা হইয়াছিল, তাহা হইয়াছিল এতদ্বৃক্ষ।

এই অভাবের প্রতিযোগিতা = এতদ্বৃক্ষত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা। কারণ, এতদ্বৃক্ষত্বাভাবের প্রতিযোগী হয় এতদ্বৃক্ষত্ব।

ওদিকে, এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতা পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হওয়া আবশ্যক।

টীকাকার মহাশয় এস্থলে অধিকরণটী নিরবচ্ছিন্ন হইবে—এই কথাটী বলিবার জন্য বলিয়াছেন যে, "অধিকরণতাটী" নিরবচ্ছিন্ন হইবে এবং সেই অধিকরণতাবৎ যে হইবে, তাহাই সেই অধিকরণ হইবে। যেহেতু, ন্যায়ের ভাষায় অধিকরণকে নিরবচ্ছিন্ন বলা হয় না। "কিঞ্চিদনবচ্ছিন্ন" শব্দের অর্থই ঐ নিরবচ্ছিন্ন। নিরুক্ত-সাধ্যাভাব বলিতে পূর্ব্বোক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এস্থলেও সাকল্যটী যে অধিকরণের বিশেষণ তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই নিবেশটী ইতিপূর্ব্বে কেবল মাত্র প্রথম-লক্ষণেই আবশ্যক হইয়াছিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-লক্ষণে "সাধ্যবদ্-ভিন্ন" পদটী থাকায় তথায় আর নিরবচ্ছিন্ন নিবেশের আবশ্যকতা হয় নাই।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তী বাক্যে এই নিবেশের উপর দুইটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া একে একে তাহাদের মীমাংসা করিতেছেন।

নিরবচ্ছিন্নত্ব-নিবেশে দুইটী আপত্তি ও তাহাদের উত্তর।

টীকামূলম্।

ন চ "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদৌ সাধ্যাভাবস্য কপিসংযোগাদেঃ নিরবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাঽপ্রসিদ্ধ্যা অব্যাপ্তিঃ ইতি বাচ্যম্?

"কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" ইত্যনেন গ্রন্থকৃতা এব এতদ্-দোষস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ।

ন চ "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" ইত্যাদৌ পৃথিবীত্বাভাববতি জলাদৌ যাবতি এব কপিসংযোগাভাব-সত্ত্বাৎ অতিব্যাপ্তিঃ—ইতি বাচ্যম্?

তন্নিষ্ঠপদেন তত্র নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ইত্থং চ পৃথিবীত্বাভাবাধিকরণে জলাদৌ যাবদন্তর্গতে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ অভাবঃ ন কপিসংযোগাভাবঃ, কিন্তু ঘটত্বাদ্যভাবঃ এব, তৎপ্রতিযোগিত্বস্য হেতৌ অসত্ত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ।

এতদ্ দোষস্য = অস্য দোষস্য ; প্রঃ সং। চৌঃ সং।
জলাদৌ যাবতি = যাবতি। প্রঃ সং। চৌঃ সং।
ঘটত্বাদ্যভাব = ঘটাদ্যভাবঃ ; প্রঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সাধ্যাভাবরূপ কপিসংযোগাদির নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত্ব অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয়—একথা বলা যায় না।

কারণ, "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" অর্থাৎ কেবলান্বয়ি-স্থলে এই লক্ষণগুলি যায় না, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গ্রন্থকারই এই লক্ষণের এই অব্যাপ্তি-দোষের কথা বলিবেন।

তাহার পর "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" ইত্যাদি অসদ্ধেতুক-স্থলে পৃথিবীত্বের অভাবের অধিকরণ জলাদি যাবৎ স্থলেই কপিসংযোগাভাব থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়, একথাও বলা যায় না।

কারণ, "তন্নিষ্ঠ" পদে, সেস্থলে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমত্ত্বই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে পৃথিবীত্বের অভাবাধিকরণ জলাদি "যাবৎ"-অন্তর্গত হওয়ায় নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ অভাবটী কপিসংযোগাভাব হইবে না, কিন্তু ঘটত্বাদির অভাবই হইবে, আর তাহার প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকে না বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত নিরবচ্ছিন্নত্ব ঘটিত নিবেশের উপর যথাক্রমে দুইটী আপত্তি তুলিয়া একে একে তাহাদের মীমাংসা করিতেছেন।

প্রথম আপত্তিটী এই যে, যদি সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ গ্রহণই লক্ষণের তাৎপর্য্য হইল, তাহা হইলে যেখানে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হইবে, সেস্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি-নিবারণ করিবে? দেখ, যদি—

"কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ"

এইরূপ একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এস্থলে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়। কারণ, সাধ্য হইতেছে কপিসংযোগাভাব, সাধ্যাভাব হইবে কপিসংযোগ, তাহার অধিকরণ হইতেছে এতদ্বৃক্ষাদি, উহা নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণ হয় না; কারণ,

কপিসংযোগটী কোথাও নিরবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না। অতএব, সকল-সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অর্থাৎ লক্ষণ-ঘটক পদার্থই প্রসিদ্ধ হয় না বলিয়া লক্ষণ যাইল না, সুতরাং, এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটিল, ইত্যাদি।

এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, এই অব্যাপ্তি এস্থলে আমাদের অভীষ্ট। কারণ, গ্রন্থকার গঙ্গেশই "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" এই কথায় এই সব স্থলে, পাঁচ লক্ষণেরই এই দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং, উক্ত নিরবচ্ছিন্নত্ব নিবেশটী দোষাবহ হয় নাই।

এইবার উক্ত নিবেশ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় আপত্তিটী আলোচনা করা যাউক। এই আপত্তিটী এই যে, যদি সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ গ্রহণই—লক্ষণের তাৎপর্য্য হইল, তাহা হইলে দেখ—

"পৃথিবী কপিসংযোগাৎ"

এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে এই লক্ষণটী যাইবে, আর তাহার ফলে ইহার অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

যদি বল, ইহা অসদ্ধেতুক-স্থল কিসে? তাহা হইলে দেখ, হেতু কপিসংযোগ যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য পৃথিবীত্ব, সেই সকল স্থলে থাকে না; কারণ, কপিসংযোগ জলেও থাকিতে পারে, সেখানে পৃথিবীত্ব নাই, উহা থাকে পৃথিবীতে; সুতরাং, ইহা অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলই হইল।

এখন দেখ, এস্থলে লক্ষণ যায় কি করিয়া? দেখ, এখানে, অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে,—

"পৃথিবী কপিসংযোগাৎ"।

সুতরাং, এখানে—

সাধ্য=পৃথিবীত্ব।

সাধ্যাভাব=পৃথিবীত্বাভাব।

সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ=জলাদি। কারণ, জলাদিতে পৃথিবীত্ব থাকে না।

ঐ অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=কপিসংযোগাভাব। কারণ, জলাদিতে কপিসংযোগ থাকিলেও অব্যাপ্যবৃত্তি বিধায় কপিসংযোগাভাবও থাকে।

এই অভাব প্রতিযোগিত্ব=কপিসংযোগনিষ্ঠ প্রতিযোগিত্ব।

ওদিকে, এই কপিসংযোগই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল। ইহাই হইল দ্বিতীয় আপত্তি।

এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, "তন্নিষ্ঠ" পদে অর্থাৎ "সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ" পদে সাধ্যাভাববতে নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিমৎ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ উক্ত সাধ্যাভাবের অধিকরণ যেমন নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হইবে, তদ্রূপ সেই অধিকরণে বৃত্তি যে অভাব ধরিতে হইবে, তাহাও নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে, এমন অভাব হইবে। আর তাহা হইলে এস্থলে সাধ্যাভাবের

নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ জলাদি হইলেও সেই অধিকরণে নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃত্তিমান্ অভাবটী কপিসংযোগাভাব হইতে পারিবে না; কারণ, জলাদির কোন দেশবিশেষেই কপিসংযোগ থাকে, সর্ব্বত্র নহে। সুতরাং, এখন সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ-নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিতাবান্ অভাব বলিতে ঘটত্বাভাব, পটত্বাভাব প্রভৃতি অভাব ধরিতে হইবে; কারণ, এই সকল অভাব তথায় অর্থাৎ জলাদিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে। আর তাহা হইলে এই সকল অভাবের প্রতিযোগিতা ঘটত্ব পটত্বাদিতে থাকিবে, হেতু যে কপিসংযোগ তাহাতে থাকিবে না; সুতরাং, লক্ষণও যাইবে না, অর্থাৎ এই লক্ষণের উক্ত অতিব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইবে। ইহাই হইল টীকাকার মহাশয়ের কথার মর্ম্ম। এইবার আমরা এই কথাটী একটী দৃষ্টান্ত সহকারে সাজাইয়া বুঝিব। দেখ, এখানে উক্ত অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে;—

"পৃথিবী কপিসংযোগাৎ"

অতএব দেখ, এখানে—

সাধ্য = পৃথিবীত্ব।

সাধ্যাভাব = পৃথিবীত্বাভাব।

সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ = জলাদি। কারণ, জলাদিতে পৃথিবীত্ব থাকে না।

এই অধিকরণনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিমান্ অভাব = ঘটত্বাভাব,পটত্বাভাব প্রভৃতি অভাব। ইহা, আর পূর্ব্ববৎ কপিসংযোগাভাব হইল না; কারণ, জলাদিতে কোন দেশবিশেষে কপিসংযোগ থাকে, এবং কোন দেশবিশেষে কপিসংযোগের অভাবও থাকে। সুতরাং, ইহা নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিমান অভাব হইল না।

এই অভাবের প্রতিযোগিতা = ঘটত্ব-পটত্ব-নিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা। ইহা আর কপি-সংযোগনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা হইল না।

ওদিকে, এই কপিসংযোগই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতি-যোগিতা পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যাভাবের অধিকরণ যেমন নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হইবে, তদ্রূপ সেই অধিকরণে বৃত্তি যে অভাব ধরিতে হইবে, তাহাও এমন অভাব হইবে, যাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে, কোনও অবচ্ছেদে থাকে না।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই "সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ অভাবটী" হেতুরই অভাব হওয়া আবশ্যক; যেহেতু, তাহা হইলে লক্ষণটী প্রযুক্ত হয়, অন্যথা নহে। দ্বিতীয়,— প্রথম-লক্ষণের সাধ্যাভাবের এই অধিকরণটী নিরবচ্ছিন্নরূপে ধরিতে হইবে বলা হইয়াছিল, কিন্তু, সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটীকে নিরবচ্ছিন্নরূপে ধরিবার কথা বলা হয় নাই; কারণ, তথায় প্রয়োজন ছিল না। এস্থলে কিন্তু, একটু অন্যরূপ ব্যাপার ঘটায় ইহা দিতে হইল।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তী বাক্যে এই সম্পর্কে আর একটী (তৃতীয়) আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন।

নিরবচ্ছিন্নত্বনিবেশে তৃতীয় আপত্তি ও তাহার উত্তর।

টীকামূলম্।

ন চ এবম্ অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপ্য-বৃত্তিতা-নিয়ম-নয়ে"দ্রব্যত্বাভাববান্ সংযোগ-বদ্‌ভিন্নত্বাৎ" ইত্যাদেঃ অপি সদ্ধেতুতয়া তত্র অব্যাপ্তিঃ, সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাভাবস্য সংযোগরূপস্য নিরবচ্ছিন্নবৃত্তেঃ অপ্রসিদ্ধেঃ—ইতি বাচ্যম্?

অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতা-নিয়ম-নয়ে অন্যোন্যাভাবস্য অভাবঃ ন প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপঃ,কিন্তু অতিরিক্তঃ ব্যাপ্যবৃত্তিঃ। অন্যথা মূলাবচ্ছেদেন কপি-সংযোগি-ভেদাভাব-ভানানুপপত্তেঃ, ইতি সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাভাবস্য নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তি-মত্ত্বাৎ।

বঙ্গানুবাদ।

আর এইরূপ হইলে "অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি" এই মতে "দ্রব্যত্বা-ভাববান্ সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাৎ"ইত্যাদি সদ্ধেতুক-স্থলে অব্যাপ্তি হয়; কারণ, হেতু যে "সংযোগ-বদ্‌ভিন্নত্ব, তাহার অভাবটী সংযোগ-স্বরূপ হওয়ায় তাহার নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিত্ব অপ্রসিদ্ধ হয় —এরূপ আপত্তি করা যায় না।

কারণ, "অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যা-ভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি" এই মতে অন্যোন্যাভাবের অভাবটী প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ নহে, কিন্তু অতিরিক্ত একটী অভাব পদার্থ হয়। নচেৎ, মূলদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগিভেদা-ভাবের ভান, উপপন্ন হয় না। সুতরাং, সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাভাবটী নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ হইল, এবং লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

সংযোগরূপস্য=সংযোগস্য ; প্রঃ সং। চৌঃ সং। নিয়ম-নয়ে=নিয়মবাদি-নয়ে, প্রঃ সং। ভেদাভাবভানানুপ-পত্তেঃ=ভেদাভাবভানানুপপত্তিঃ ; প্রঃ সং। সংযোগ-বদ্-ভিন্নত্বাভাবস্য=সংযোগবদ্-ভিন্নত্বাভাবস্য অপি ; প্রঃ সং। চৌঃ সং। সোঃ সং। তত্র অব্যাপ্তিঃ=অব্যাপ্তিঃ ; চৌঃ সং।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় দ্বিতীয় নিরবচ্ছিন্নত্ব-নিবেশে তৃতীয় একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন; অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে "পৃথিবী কপি-সংযোগাৎ" ইত্যাদি স্থলের অতিব্যাপ্তি-বারণার্থ যে তন্নিষ্ঠ-পদে তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান্‌কে ধরিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে একটী আপত্তি তুলিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন।

আপত্তিটী এই যে "সাধ্যাভাবের সকল-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণনিষ্ঠ অভাব" ধরিবার সময় যে নিষ্ঠপদে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ অভাব ধরিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, যে মতে অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি, সেই মতে, "দ্রব্যত্বা-ভাববান্ সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাৎ" এই অনুমিতি-স্থলটী সদ্ধেতুক-অনুমিতি হয়, এবং এই স্থলে, সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ-নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্-অভাব ধরিবার সময় "সংযোগবদ্‌ভিন্নত্ব"রূপ যে হেতুটী, তাহার অভাব ধরিতে পারা যায় না। কারণ, সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাভাবটী সংযোগ-স্বরূপ হয়, আর এই সংযোগ কখনও নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি হয় না; অতএব, লক্ষণ-ঘটক সকল-সাধ্যাভাব-

বন্নিষ্ঠ-নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তি-অভাব-প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকিবে না, আর তাহার ফলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে। সুতরাং, তন্নিষ্ঠ-পদে যে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ ধরিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নির্দ্দোষ ব্যবস্থা হইল না। ইহাই হইল আপত্তি।

এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, না, এস্থলে এ দোষ হয় না। কারণ, যাঁহারা অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবটীকে ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ঐ অন্যোন্যাভাবের অভাবটী প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-স্বরূপ হয় না, কিন্তু, একটী অতিরিক্ত ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব পদার্থ বলিয়াই কথিত হয়; সুতরাং, সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ অভাব ধরিবার কালে সংযোগবদ্‌ভিন্নত্ব-রূপ হেতুর অভাব ধরিতে পারা যাইবে, এবং তাহার প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকিবে; অতএব, আর এস্থলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না।

আর যদি বল যে, সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাভাব যে অতিরিক্ত তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষ, কপিসংযোগিভেদাভাববান্" এরূপ প্রতীতিই তাহার প্রমাণ; যেহেতু, যদি কপিসংযোগবদ্ভিন্নত্বাভাবটী কপিসংযোগ স্বরূপ হয়, তবে মূলাবচ্ছেদে-কপিসংযোগ বৃক্ষে না থাকাতে উক্ত প্রতীতি প্রমা হইতে পারে না। কিন্তু, বস্তুতঃ, তাহা হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাভাবটী নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ হইল, এবং উক্ত অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল না, অর্থাৎ ঐ প্রতীতি যে প্রমা হয়, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

এইবার আমরা এই কথাটী উক্ত দৃষ্টান্ত সহকারে পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম দেখা যাইতেছে, এস্থলে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, যাঁহাদের মতে অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি, তাঁহাদের মতে "দ্রব্যত্বাভাববান্ সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাৎ" এই স্থলটী একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল হয়। তাহার পর, ইহা যদি সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল বলিয়া গৃহীত হয়, তখন এস্থলে এই লক্ষণের তন্নিষ্ঠ-পদে 'তাহাতে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্' অর্থ করিলে অব্যাপ্তি-দোষ হয়। সুতরাং, আমাদের দেখিতে হইবে:—

১। অন্যোন্যাভাবের ব্যাপ্যবৃত্তিতা-সম্বন্ধে মতভেদটী কিরূপ?

২। অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি হইলে "দ্রব্যত্বাভাববান্ সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাৎ" স্থলটী কেন সদ্ধেতুক, এবং ব্যাপ্যবৃত্তি না হইলে কেন অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল হয়।

৩। এস্থলে অব্যাপ্তিটী পূর্ব্বোক্ত নিবেশসত্ত্বে কিরূপে ঘটে এবং তৎপরে দেখিতে হইবে—অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবের অভাবটী ঐ মতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ নহে বলিয়া অর্থাৎ আপত্তিকারীরই মতে এস্থলে ঐ অন্যোন্যাভাবের অভাবটী অতিরিক্ত ব্যাপ্যবৃত্তি হয় বলিয়া কেন অব্যাপ্তি হয় না?

কারণ, এই কয়টী বিষয় বুঝিতে পারিলে, এই প্রসঙ্গটী একপ্রকার বুঝা হইবে।

১। অতএব, প্রথম দেখা যাউক, অন্যোন্যাভাবের ব্যাপ্যবৃত্তিতা-সম্বন্ধে মতভেদ কিরূপ? এই মতভেদটী এইরূপ, যথা—ব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, যেমন

ঘটের ভেদ পটাদিতেই ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, কিন্তু অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাব, কোনও মতে অব্যাপ্যবৃত্তি হয়; যেমন, অব্যাপ্যবৃত্তি যে সংযোগ, সেই সংযোগবিশিষ্ট—অব্যাপ্যবৃত্তিমৎ অর্থাৎ সংযোগী, তাহার ভেদ সেই সংযোগিভিন্নে যেমন থাকে, তদ্রূপ অবচ্ছেদকভেদে সংযোগীতেও থাকে। আবার কোনও মতে এইরূপ সংযোগীর ভেদ সংযোগীতে থাকে না, পরন্তু সংযোগিভিন্নে থাকে। এইজন্য অব্যাপ্যবৃত্তিমতের ভেদ ব্যাপ্যবৃত্তি হয়। টীকাকার মহাশয় এখানে যে অন্যোন্যাভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহা অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাব বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই মতভেদ প্রতীতিভেদের ফল ভিন্ন আর কিছু নহে।

২। এইবার দেখা যাউক, অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি হইলে "দ্রব্যত্বাভাববান্ সংযোগবদ্ভিন্নত্বাৎ" স্থলটী কেন সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল এবং ব্যাপ্যবৃত্তি না হইলে কেন ইহা অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল হয়?

দেখ, এখানে স্থলটী হইতেছে—

"দ্রব্যত্বাভাববান্ সংযোগবদ্ভিন্নত্বাৎ।"

অর্থাৎ, কোন কিছু দ্রব্যত্বের অভাববিশিষ্ট, যেহেতু, তাহাতে সংযোগবিশিষ্ট হইতে যে ভিন্ন তাহার ভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ সংযোগীর অন্যোন্যাভাব আছে।

এখন দেখ, কোন অনুমিতির স্থল সদ্ধেতুক হইতে গেলে কি হওয়া আবশ্যক? উত্তরে বলিতে হইবে অনুমিতি সদ্ধেতুক হইতে গেলে হেতু যেখানে যেখানে, সেই সেইস্থানে সাধ্য থাকা আবশ্যক। সুতরাং, এখানেও দেখিতে হইবে, হেতু সংযোগবদ্ভিন্নত্ব যেখানে যেখানে আছে, সাধ্য দ্রব্যত্বাভাব সেই সেই স্থানেও থাকে কি না? দেখ, দ্রব্যত্বাভাববান্ হয় গুণকর্ম্মাদি, এবং সংযোগবদ্ভিন্ন হয় গুণকর্ম্মাদি। কারণ, সংযোগবদ্ দ্রব্যই হয়, এবং অব্যাপ্যবৃত্তিমতের ভেদ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিলে সংযোগবদ্ভিন্ন বলিতে দ্রব্যভিন্নই হয়। বস্তুতঃ, দ্রব্যভিন্নই আবার গুণকর্ম্মাদি হয়। সুতরাং, হেতু যেখানে, সেই স্থানেই সাধ্য থাকিল—সদ্ধেতুই হইল। কিন্তু, যদি এস্থলে বলা হয়, অব্যাপ্যবৃত্তিমতের ভেদ ব্যাপ্যবৃত্তি নহে, অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে, হেতু সংযোগবদ্ভিন্নত্ব অর্থাৎ সংযোগ-বদ্ভেদটী প্রতিযোগিমৎ দ্রব্যেও থাকিবে; সেই দ্রব্যে দ্রব্যত্বাভাব নাই, অর্থাৎ সাধ্য নাই। সুতরাং, হেতু যেখানে, সাধ্য সেখানে না থাকায় এটী অসদ্ধেতুক-স্থলই হইয়া উঠিবে। সুতরাং, এই কথাটী স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য টীকাকার মহাশয় "অন্যোন্যাভাবস্য-ব্যাপ্যবৃত্তিতা-নিয়ম-নয়ে" এইরূপ করিয়া বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

৩। এইবার দেখা যাউক, এস্থলে পূর্ব্বোক্ত নিবেশসত্ত্বে অব্যাপ্তিটী কি করিয়া ঘটে? দেখ, এখানে অনুমিতি-স্থলটী হইল—

"দ্রব্যত্বাভাববান্ সংযোগবদ্ ভিন্নত্বাৎ"

অতএব এখানে—

সাধ্য=দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাব=দ্রব্যত্ব। ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ ও ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবই হইল; আর তাহাতে কোন বাধা হইল না।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ—দ্রব্য। ইহা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণই হইল, আর তাহাতে কোন বাধা হইল না।

এই অধিকরণনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি-অভাব=গুণত্বাভাব ধরা যাইবে। কিন্তু, হেতুর অভাব ধরা যাইবে না। কারণ, এস্থলেও নিরবচ্ছিন্নত্ব-নিবেশ আছে। অথচ, এস্থলে হেতুর অভাব ধরিতে পারিলেই লক্ষণ যাইত। কারণ, হেতু সংযোগবদ্‌ভিন্নত্বাৎ অর্থ সংযোগবদ্‌ভেদ, তাহার অভাব হইবে সংযোগ-স্বরূপ, উহা নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি হয় না। অতএব, লক্ষণ-ঘটক পদার্থ অপ্রসিদ্ধ হইল।

এই অভাবের প্রতিযোগিতা=গুণত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা। হেতু সংযোগবদ্‌ভেদনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা হইল না; কারণ, তাহার অভাব পাওয়া যায় না।

অতএব, লক্ষণ যাইল না, এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। বলা বাহুল্য, এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

৪। এইবার আমরা দেখিব, অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবের অভাবটী ঐ মতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ নহে বলিয়া অর্থাৎ আপত্তিকারীরই মতে এস্থলে ঐ অন্যোন্যাভাবের অভাবটী অতিরিক্ত ব্যাপ্যবৃত্তি হয় বলিয়া কেন অব্যাপ্তি হয় না।

দেখ এখানে—

সাধ্য—দ্রব্যত্বাভাব।

সাধ্যাভাব=দ্রব্যত্বাভাবাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্ব।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=দ্রব্য।

এই অধিকরণনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি-অভাব=সংযোগবদ্‌ভেদাভাব। পূর্ব্বে "অন্যোন্যাভাবের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ" এই নিয়ম থাকায় এইটী সংযোগ-স্বরূপ হইবে বলিয়া এবং সংযোগটী নিরবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া অপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, এখন টীকাকার মহাশয়ের কথামত, আপত্তিকারীর মতেই "অন্যোন্যাভাবের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ নহে, পরন্তু অতিরিক্ত একটী ব্যাপ্যবৃত্তি-অভাব-স্বরূপ জানিতে পারায় ইহা অপ্রসিদ্ধ হইল না। যদি বল, সংযোগবদ্‌ভেদাভাব কি করিয়া প্রথমোক্ত নিয়মানুসারে সংযোগ-স্বরূপ হয়? তবে শুন—সংযোগবদ্‌-ভেদ অর্থ—সংযোগিভেদ। সংযোগিভেদের প্রতিযোগিতা থাকে সংযোগীর উপর; প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-ধর্ম্ম—সংযোগিত্ব; এই সংযোগিত্ব-পদের অর্থ—সংযোগ।

এই অভাবের প্রতিযোগিতা=সংযোগবদ্‌ভেদনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

ওদিকে, এই সংযোগবদ্‌ভেদই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তি অভাব বলিয়া হেতুর অভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অব্যাপ্তি হইল না।

পূর্ব্বোক্ত নিবেশসত্ত্বেও লক্ষণে চতুর্থ একটী আপত্তি, "সকল" পদের রহস্য এবং তদনুসারে লক্ষণের অর্থ।

টীকামূলম্।

বস্তুতঃ, তু সকল-পদম্ অত্র অশেষ-পরম্, ন তু অনেক-পরম্; "এতদ্ ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যাদি-একব্যক্তি-বিপক্ষকে সাধ্যাভাবাধিকরণস্য যাবত্ত্বাঽপ্রসিদ্ধ্যা অব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ।

তথা চ কিঞ্চিদনবচ্ছিন্নায়াঃ নিরুক্ত-সাধ্যাভাবাধিকরণতায়াঃ ব্যাপকীভূতঃ যঃ অভাবঃ হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-তৎ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্ত্বং লক্ষণার্থঃ।

অপ্রসিদ্ধ্যা=অপ্রসিদ্ধেঃ; প্রঃ সং। "ন তু অনেকপরম্" ইতি (চৌঃ সং) ন দৃশ্যতে। বিপক্ষকে=পক্ষকে, চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃতপক্ষে, "সকল" পদটী এস্থলে "অশেষ" অর্থবোধক—"অনেক" অর্থবোধক নহে; যেহেতু, "এতদ্-ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যাদি একব্যক্তি-বিপক্ষস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণের সাকল্য অপ্রসিদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য অব্যাপ্তি হয়।

আর তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণতার ব্যাপকীভূত যে অভাব, সেই অভাবের যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, তাহার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক, সেই অবচ্ছেদকবত্ত্বই লক্ষণের অর্থ হইল।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে চতুর্থ একটী আপত্তি-মুখে "সকল" পদের রহস্য এবং লক্ষণের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতেছেন।

ব্যাখ্যা। এইবার টীকাকার মহাশয়, লক্ষণ-ঘটক "সকল" পদটীর অর্থ নির্ণয়-মানসে চতুর্থ বার একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন এবং তৎপরে তদনুসারে সমগ্র লক্ষণটীর অর্থ নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

আপত্তিটী এই যে, পূর্ব্বে লক্ষণমধ্যে যে সাকল্য নিবেশ প্রভৃতি করা হইয়াছে, তাহাতেও ত "এতদ্ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ" ইত্যাদি সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, এই প্রকার স্থলে 'বিপক্ষ' এক ব্যক্তি হয়, অর্থাৎ সাধ্যাভাবটী নিশ্চয়রূপে যেখানে থাকে, সেই স্থানটী একটী মাত্র হয়, আর তজ্জন্য সকল-সাধ্যাভাবাধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণের সাকল্য বিশেষণটী থাকায় অব্যাপ্তি হইয়া উঠে। সুতরাং, লক্ষণ-ঘটক পদার্থের অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন এই স্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে। ইহাই হইল আপত্তি।

এতদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, এস্থলে "সকল" পদের অর্থ "যাবৎ" নহে, অর্থাৎ, যতগুলি অধিকরণ ততগুলি—এরূপ অর্থ নহে, পরন্তু "সকল" পদের অর্থ অশেষ, অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণের শেষ না থাকে এমন করিয়া অধিকরণ ধরিতে হইবে।

সুতরাং, অধিকরণ যেখানে একটী হইবে, সেখানেও তাহার শেষ না থাকে এমন করিয়া ধরিতে পারা যাইবে, অথবা অধিকরণ যেখানে অনেক হইবে, সেখানেও যেন তাহার শেষ না থাকে, এমন করিয়া ধরিতে হইবে। আর তাহা হইলে উক্ত "এতদ্-ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ" স্থলে আর অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না।

যদি বল, তাহা হইলে সমগ্র লক্ষণটীর অর্থ কিরূপ হইবে? তদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার ব্যাপকীভূত যে অভাব, সেই অভাবের যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক, সেই অবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্বই লক্ষণের অর্থ।"

যাহা হউক, এইবার আমরা এই কথাগুলি একে একে আলোচনা করিয়া একটু সবিস্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম, দেখা যাউক "সকল" পদের অর্থ যদি "যাবৎ" হয়, তাহা হইলে "এতদ্-ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ" স্থলে এ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় কেন?

দেখ এখানে, অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে;—

"এতদ্-ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ"।

ইহার অর্থ—এইটী,এতদ্ঘটত্বের অভাব-বিশিষ্ট; যেহেতু,এখানে পটত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন দেখ, ইহা একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল। কারণ, পটত্ব যেখানে যেখানে থাকে, "এই ঘটত্বের" অভাব সেই সেই স্থানেও অবশ্যই থাকে। সুতরাং, হেতু যেখানে,সাধ্য সেখানে থাকায়, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলই হইল। সুতরাং, দেখ এখানে—

সাধ্য=এতদ্ঘটত্বাভাব।

সাধ্যাভাব=এতদ্ঘটত্বাভাবাভাব, অর্থাৎ এতদ্ঘটত্ব।

সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ=অপ্রসিদ্ধ। কারণ, এখানে "সকল" পদের অর্থ যাবৎ; অর্থাৎ যত; কিন্তু, এতদ্ঘটত্বের একমাত্র অধিকরণ এতদ্ঘটই হয়। ইহা একাধিক হইলে যাবৎ-পদবাচ্য "অনেক" হইতে পারিত। একে "যত" অর্থাৎ অনেক পদার্থ ব্যবহৃত হয় না।

ঐ অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=অপ্রসিদ্ধ।

এই অভাবের প্রতিযোগিতা=ইহাও, সুতরাং অপ্রসিদ্ধ।

সুতরাং, হেতুতে, সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতা পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ অব্যাপ্তি হইল।

এইবার দেখা আবশ্যক, যদি এস্থলে "সকল" পদের অর্থ "অশেষ" হয়, অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণের শেষ থাকিবে না, এমন ভাবে অধিকরণ ধরিতে হইবে—এইরূপ হয়, তাহা হইলে আর এই অব্যাপ্তি হইবে না কেন? দেখ এখানে—

সাধ্য=এতদ্ঘটত্বাভাব।

সাধ্যাভাব=এতদ্ঘটত্বাভাবাভাব, অর্থাৎ এতদ্ঘটত্ব।

সাধ্যাভাবের অশেষ অধিকরণ=এতদ্ঘট। ইহা আর পূর্ব্বের ন্যায় অপ্রসিদ্ধ হইল না। পূর্ব্বে "সকল" পদের অর্থ "যত" থাকায় "একে" তাহা প্রসিদ্ধ হয় নাই।

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব=পটত্বাভাব। কারণ, পটত্ব এতদ্-ঘটে থাকে না। ইহা থাকে পটে।

এই অভাবের প্রতিযোগিতা=পটত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

ওদিকে এই পটত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিতা পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

এইবার টীকাকার মহাশয় স্বয়ং "অশেষ" পদে "ব্যাপকতা" অর্থ গ্রহণ করিয়া সমগ্র লক্ষণের অর্থ নির্ণয় করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার বাক্যটী এই;—

"তথাচ কিঞ্চিদনবচ্ছিন্নায়া-নিরুক্ত-সাধ্যাভাবাধিকরণতায়া-ব্যাপকীভূতঃ যঃ অভাবঃ হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্বং লক্ষণার্থঃ।"

ইহার যাহা অর্থ, তাহা উপরে কথিত হইয়াছে, এক্ষণে ইহার শব্দার্থ প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য করা উচিত।

"কিঞ্চিদনবচ্ছিন্ন" পদে নিরবচ্ছিন্ন, ইহা অধিকরণতার বিশেষণ। "নিরুক্ত" পদটী সাধ্যাভাবের বিশেষণ; ইহার অর্থ-বলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ ও ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাব গ্রহণ করিতে হইবে। "ব্যাপকীভূত" পদের অর্থ পরে কথিত হইতেছে। অবশ্য "অশেষ" পদটী হইতে ইহাকে লাভ করা হইয়াছে। "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন" পদটীর সহিত "প্রতিযোগিতার" অন্বয় হইবে। "তৎপ্রতিযোগিতা" পদে যে প্রতিযোগিতাটী হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য, এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকটী হেতুতাবচ্ছেদক হইলে সেই অবচ্ছেদক ধর্ম্মবত্বই ব্যাপ্তি হইবে।

বলা বাহুল্য, এস্থলে নিরবচ্ছিন্ন-পদ দ্বারা "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি বারণ করা হইল। "নিরুক্ত" বিশেষণ দ্বারা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি স্থলের অব্যাপ্তি বা অসম্ভব-দোষ বারণ করা হইল। সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাব দ্বারা "এতদ্ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ" স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ করা হইল। তৎপরে নিষ্ঠ শব্দে নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান্ এইরূপ অর্থ না করাতে "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ করা হইল। এখানে আর তন্নিষ্ঠ-পদে নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমৎ বলিবার আবশ্যকতা হইল না। "হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা" দ্বারা "দ্রব্যং সত্বাৎ" স্থলের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল। "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্ব" বলায় "দ্রব্যং সত্বাৎ" স্থলে হেত্বভাবকে বিশিষ্টাভাব ধরিয়া লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ দেখাইতে পারা গেল না—বুঝিতে

হইবে। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে এই লক্ষণে যথাস্থানে কথিত হইয়াছে। সুতরাং, এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ইহার পর টীকাকার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত "ব্যাপকীভূত অভাব" পদমধ্যস্থ "ব্যাপক" পদার্থটী কি, তাহা বুঝিতে হইবে। কারণ, ইহাকে অবলম্বন করিয়া অতঃপর তিনি নিজ বক্তব্য বলিয়াছেন, এবং এই বিষয়টী যেমন প্রয়োজনীয় তদ্রূপ জটীল এবং সর্ব্বশাস্ত্রে ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ব্যাপকতা।

এখন দেখ, এই "ব্যাপক" শব্দের অর্থ পণ্ডিতগণ কিরূপ করিয়া থাকেন। আমরা জানি ধূমের ব্যাপক বহ্নি, দ্রব্যত্বের ব্যাপক সত্তা, বহ্ন্যভাবের ব্যাপক ধূমাভাব, কিন্তু বহ্নির ব্যাপক ধূম নহে, সত্তার ব্যাপক দ্রব্যত্ব নহে, এবং ধূমাভাবের ব্যাপক বহ্ন্যভাবও নহে। কারণ, ধূম যেখানে থাকে বহ্নি সেই সেই স্থানেও থাকে, দ্রব্যত্ব যেখানে যেখানে থাকে সত্তা সেখানেও থাকে, বহ্ন্যভাব যেখানে যেখানে থাকে ধূমাভাব সেখানেও থাকে, কিন্তু, বহ্নি যেখানে থাকে ধূম সর্ব্বত্র সেখানে থাকে না, সত্তা যেখানে থাকে দ্রব্যত্ব সেখানে থাকে না, এবং ধূমাভাব যেখানে থাকে সেখানে বহ্ন্যভাব থাকে না। অবশ্য, সাধারণভাবে দৃষ্টি করিলে মনে হয়, যে যাহাকে আবৃত করিয়া রাখে, সেই তাহার ব্যাপক, কিন্তু, ন্যায়ের সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে ইহা সেরূপ নহে। সংক্ষেপে ন্যায়ের সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে ইহার পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়, "যে যেখানে থাকে, সেই সেই স্থানের সর্ব্বত্র যে থাকে, সেই তাহার ব্যাপক হয়, ব্যাপক অধিক-দেশে থাকিলেও ক্ষতি নাই। যেমন "ধূমের ব্যাপক বহ্নি" স্থলে বলা হয়, ধূম যে, পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদিতে থাকে, বহ্নি সেই সকল স্থলে থাকে, অধিকন্তু অয়োগোলকেও থাকে। যেমন "দ্রব্যত্বের ব্যাপক সত্তা" স্থলে দ্রব্যত্ব যে দ্রব্যে থাকে সেই দ্রব্যেও সত্তা থাকে, অথচ গুণ এবং কর্ম্মেও থাকে, ইত্যাদি। যাহা হউক, এই কথাটীকে নির্দ্দোষভাবে বলিবার জন্য নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ নানাপথে নানা কৌশল করিয়া থাকেন। কারণ, একটু পরেই দেখা যাইবে যে, এক লক্ষণে সকল স্থলের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। যাহা হউক, এইবার আমরা একে একে সেই সব লক্ষণগুলি আলোচনা করিব, এবং তৎপরে টীকাকার মহাশয়ের বক্তব্যবিষয়ে মনোনিবেশ করিব।

সাধারণতঃ ব্যাপকতার যে কয়টী লক্ষণ করা হয় তাহা এই ;—

১। তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং ব্যাপকত্বম্।

২। তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্বং ব্যাপকত্বম্।

৩। তদ্বন্নিষ্ঠ-প্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্মবত্ত্বং ব্যাপকত্বম্, অথবা "তদ্বন্নিষ্ঠ-নিরবচ্ছিন্ন-স্বত্ত্যন্তাভাব-ইত্যাদিই ব্যাপকত্ব।" এবং

৪। তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বং ব্যাপকত্বম্।

এইবার (১) আমরা দেখিব প্রথম লক্ষণটী ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত

হয়, এবং বহ্নির ব্যাপক ধূম কেন হয় না ; (২) তৎপরে এই লক্ষণে দোষ কি ; (৩) তৎপরে কোনও নিবেশ-সাহায্যে তাহা নিবারণ করা যায় কি না ; (৪) তৎপরে দ্বিতীয়-লক্ষণটী ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয় এবং বহ্নির ব্যাপক ধূম কেন হয় না ; (৫) তৎপরে দ্বিতীয়-লক্ষণে প্রথম-লক্ষণোক্ত দোষটী কিরূপে নিবারিত হয় ; (৬) তৎপরে এই দ্বিতীয়-লক্ষণেও দোষ কি হইতে পারে ; (৭) তৎপরে এই তৃতীয়-লক্ষণটী ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয় এবং বহ্নির ব্যাপক ধূম কেন হয় না ; (৮) তৎপরে তৃতীয়-লক্ষণে দ্বিতীয়-লক্ষণোক্ত দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয় ; (৯) তৎপরে এই তৃতীয়-লক্ষণেও কোন দোষ হয় কি না ; (১০) তৎপরে বহ্নির ব্যাপক ধূম স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয় এবং বহ্নির ব্যাপক ধূম কেন হয় না ; (১১) অবশেষে দেখিব এই চতুর্থ-লক্ষণ দ্বারা দ্বিতীয়-লক্ষণোক্ত দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয় ; কারণ, এই একাদশটী বিষয় বুঝিতে পারিলে ব্যাপকতার বিষয় একপ্রকার মোটামুটী বুঝা হইবে এবং টীকাকার মহাশয়ের বক্তব্যও সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) অতএব, এখন দেখা যাউক ;—

তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বই ব্যাপকত্ব

এই লক্ষণটী ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয়, এবং বহ্নির ব্যাপক ধূম কেন হয় না।

ইহার অর্থ—কোন একটী কিছু যেখানে থাকে, সেখানে থাকে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিতাই ব্যাপকতা।

প্রথমে দেখা যাউক, ইহা ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয় ? দেখ এখানে—

তৎ = ধূম (অর্থাৎ যাহা ব্যাপ্য হইবার কথা।)

তদ্বৎ = ধূমবৎ। যথা, পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি।

তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব = পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব, যথা, ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি। ইহা অবশ্য এখানে বহ্ন্যভাব হইবে না। কারণ, পর্ব্বতাদিতে বহ্নি থাকে।

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা = ঘট বা পটে থাকিল।

এই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিতা = বহ্নিতে থাকিল। কারণ, বহ্ন্যভাবকে তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-রূপে ধরিতে পারা যায় নাই।

সুতরাং, দেখা গেল, বহ্নিতে তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবা প্রতিযোগিত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ধূমের ব্যাপক বহ্নি—ইহা সিদ্ধ হইল।

ঐরূপ দেখ, এই লক্ষণে বহ্নির ব্যাপক ধূম হইবে না। দেখ এখানে—

তৎ = বহ্নি ; (অর্থাৎ যাহা ব্যাপ্য হইবার কথা।)

তদ্বৎ = বহ্নিমৎ। যথা—পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস এবং অয়োগোলকাদি।

তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব = অয়োগোলকনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব ধরা যাউক, অর্থাৎ ইহা হইল ধূমাভাব। কারণ, ধূম বাস্তবিকই অয়োগোলকে থাকে না।

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা = ধূমে থাকিল।

এই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিতা = ধূমে থাকিল না।

সুতরাং, দেখা গেল, ধূমে তদ্বন্নিষ্ঠ-অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্ব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপক ধূম হইল না।

(২) এইবার দেখা যাউক, এই লক্ষণে দোষ কি?

এই লক্ষণের দোষ এই যে, ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলেই কৌশল করিয়া আবার এই লক্ষণের অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে পারা যায়। কারণ, দেখ,—

তৎ = ধূম। (অর্থাৎ যাহা ব্যাপ্য হইবার কথা।)

তদ্বৎ = ধূমবৎ; যথা, পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি।

তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব = পূর্ব্বের ন্যায় ঘটাভাব, পটাভাব না ধরিয়া বিশিষ্টাভাব, যথা— পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহ্ন্যভাব, অথবা উভয়াভাব, যথা—বহ্নি, গগন এই উভয়াভাব ধরা যাউক।

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা = বহ্নিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা; কারণ, উক্ত বিশিষ্টাভাব এবং উভয়াভাব এই উভয়বিধ অভাবেরই প্রতিযোগিতা বহ্নিতে থাকিবে। যেহেতু, এই দুই প্রকার অভাবেরই প্রতিযোগিতা, বহ্নিতে আছে।

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা = বহ্নিতে থাকিল।

সুতরাং, বহ্নিতে তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিতা পাওয়া গেল না, অর্থাৎ, যে ধূমের ব্যাপক বহ্নি হয়, সেই স্থলেই কৌশলক্রমে ব্যাপকতার এই প্রথম-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ প্রদর্শন করিতে পারা গেল।

(৩) যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, কোন নিবেশ-সাহায্যে তাহার নিবারণ করা যায় কি না?

এতদুত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, যদি এস্থলে তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাতে "বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মানবচ্ছিন্নত্ব" রূপ একটী বিশেষণ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর উপরি উক্ত দোষ ঘটে না। কারণ, দেখ এখন,—

তৎ = ধূম। (যাহা ব্যাপ্য হইবার কথা।)

তদ্বৎ = ধূমবৎ, যথা,—পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি।

তদ্বন্নিষ্ঠ-বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাব = ইহা আর এখন বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাব ধরিতে পারা গেল না। অর্থাৎ এস্থলে আর বিশিষ্টাভাব অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট-বহ্ন্যভাব,

অথবা উভয়াভাব অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বহ্নি-গগন-উভয়াভাব ধরিতে পারা গেল না, আর তজ্জন্য প্রথমোক্ত ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি অভাবই ধরিতে হইল।

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা=ঘট-পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

এই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিতা=বহ্নিতে থাকিল।

সুতরাং, বহ্নিতে তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিতাই পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপকতা-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

কিন্তু, বাস্তবিক এই উপায়টী নির্দ্দোষ উপায় নহে। কারণ, তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব বলিতে যদি বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ধরিবার ব্যবস্থা করিয়া লক্ষণটীর নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে "বহ্নি ও ধূম" এই উভয়টী অথবা পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব বিশিষ্ট বহ্নিটী আবার বহ্নির ব্যাপক হইতে পারে, অথচ ইহা অভিপ্রেত নহে; কারণ, বহ্নি-ধূম উভয়টী এবং পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহ্নিটী বাস্তবিক বহ্নির ব্যাপক হয় না। যেহেতু, অয়োগোলকে বহ্নি থাকে বটে, কিন্তু ধূম থাকে না বলিয়া বহ্নি-ধূম উভয় এবং পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহ্নিও থাকে না। দেখ এখানে—

তৎ=বহ্নি। (যাহা ব্যাপ্য হইবার কথা)

তদ্বৎ=বহ্নিমৎ, যথা,—পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি।

তদ্বন্নিষ্ঠ-বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাব=ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি। ইহা আর পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট-বহ্ন্যভাব বা বহ্নি-ধূম উভয়াভাব ধরিতে পারা গেল না। কারণ, উহা বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্য-বৃত্তি-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হইল না।

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা=ঘট-পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

এই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিতা=বহ্নি-ধূম উভয়ের উপর এবং এই পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহ্নির উপর থাকিল।

সুতরাং, তদ্বন্নিষ্ঠ-বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্ব বহ্নি-ধূম এই উভয়ে এবং পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহ্নিতে থাকিল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ বহ্নি-ধূম এই উভয়টী, অথবা পর্ব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহ্নিটী বহ্নির ব্যাপক হইল।

সুতরাং, দেখা গেল, এই নিবেশ-সাহায্যে এই লক্ষণের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করা যায় না।

৪। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে ব্যাপকতার এই দ্বিতীয়-লক্ষণটী ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয়, এবং বহ্নির ব্যাপক ধূম যে হয় না, তাহাই বা এই লক্ষণানুসারে কি করিয়া সিদ্ধ হয়? দেখ, লক্ষণটী হইতেছে,—

তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপকত্ব।

ইহার অর্থ—কোন একটী কিছু যেখানে থাকে, সেই স্থানে থাকে যে অত্যন্তাভাব, সেই

অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যেই ধর্ম্ম হয় না, সেই ধর্ম্মবান্‌ যে হয়, তাহার ভাবই ব্যাপকতা।

এখন, তাহা হইলে দেখ, ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে,—

তৎ=ধূম।

তদ্বৎ=ধূমবৎ।

তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব=ঘটাভাবাদি।

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা=ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম=ঘটত্ব।

অনবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=বহ্নিত্ব।

তদ্বত্ব=বহ্নিত্ববত্ব, অর্থাৎ ইহা বহ্নিতে পাওয়া গেল।

সুতরাং, বহ্নিতে তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ধূমের ব্যাপক যে বহ্নি, তাহা এই লক্ষণানুসারেও বুঝিতে পারা গেল।

এইবার দেখ, বহ্নির ব্যাপক যে ধূম হয় না, তাহাই বা এই লক্ষণানুসারে কি করিয়া সিদ্ধ হয়? দেখ এস্থলে,—

তৎ=বহ্নি।

তদ্বৎ=বহ্নিমৎ। ধরা যাউক, ইহা এস্থলে অয়োগোলক।

তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব=অয়োগোলকনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব। অর্থাৎ, ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি যেমন হয়, তদ্রূপ ধূমাভাবও হয়। কারণ, অয়োগোলকে ধূম থাকে না।

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা=ঘট-পটনিষ্ঠ অথবা ধূমনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=ঘটত্ব, পটত্ব, ও ধূমত্ব ইত্যাদি।

অনবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=ধূমত্ব হইল না।

তদ্বত্ব=ধূমত্ববত্ব অর্থাৎ ইহা ধূমে পাওয়া গেল না।

সুতরাং, ধূমে তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ব পাওয়া গেল না, অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপক যে ধূম হয় না, তাহা এই লক্ষণানুসারেও সিদ্ধ হইল।

সুতরাং, দেখা গেল, প্রথম-লক্ষণের ন্যায় দ্বিতীয়-লক্ষণটীও "ধূমের ব্যাপক বহ্নি" স্থলে প্রযুক্ত হয় এবং "বহ্নির ব্যাপক যে ধূম হয় না" তাহাও সেই লক্ষণ-সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়।

৫। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—ব্যাপকতার এই দ্বিতীয়-লক্ষণ-সাহায্যে যাবৎ ব্যাপক-স্থলে, যথা, ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে তদ্বন্নিষ্ঠ-অত্যন্তাভাব-পদে বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্য-বৃত্তি-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ধরিলে প্রথম-লক্ষণানুসারে যে অব্যাপ্তি-দোষ হইয়াছিল, তাহা কিরূপে নিবারিত হয়? দেখ এখানে,—

তৎ=ধূম।

তদ্বৎ=ধূমবৎ।

তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব=ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি। আর এখন যদি এস্থলে প্রথম-লক্ষণের ন্যায় বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্য-বৃত্তি-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ধরা যায়, অর্থাৎ বহ্নি-গগন উভয়াভাব ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাও ধরা যাইবে, কিন্তু,—

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা=ঘট-পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা যেমন হয়, তদ্রূপ বহ্নি-গগন উভয়নিষ্ঠ প্রতিযোগিতাও হইবে। কিন্তু, তাহা হইলে,—

এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক=ঘটত্ব-পটত্ব যেমন হইবে, তদ্রূপ বহ্নি-গগন এই উভয়ত্বও হইবে।

এই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক=বহ্নিত্ব হইবে, ঘটত্ব, পটত্ব বা বহ্নি-গগন এতদুভয়ত্ব হইবে না। কারণ, বহ্নিত্বটী ঘটাভাব-পটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যেমন হয় না, তদ্রূপ বহ্নি-গগন উভয়াভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকও হয় না।

তদ্বত্ত্ব=বহ্নিত্ববত্ত্ব, অর্থাৎ ইহা বহ্নিতে থাকিল।

সুতরাং, দেখা গেল, ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে বহ্নিতে তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-পদে বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্য-বৃত্তি-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ধরিলেও ব্যাপকতার প্রথম-লক্ষণের যে অব্যাপ্তি-দোষ, তাহা আর এই দ্বিতীয়-লক্ষণে হইল না।

অবশ্য, এস্থলে একটী কথা হইতে পারে যে, বহ্নিত্বটী এস্থলে উক্ত প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক কি করিয়া হইল? কারণ, উক্ত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে উভয়ত্ব, তাহার মত বহ্নিত্বেও ত অবচ্ছেদকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। যেহেতু, "বহ্নি ও গগন উভয় নাই" ইত্যাকারক অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে বহ্নিত্ব, গগনত্ব এবং উভয়ত্ব এই তিনটী।

তাহা হইলে তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, এস্থলে উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার যে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে অধিকরণ, সেই অধিকরণ ভিন্ন যে ধর্ম্ম, তাহাই প্রতিযোগিতাবনচ্ছেদকধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপকত্ব। বস্তুতঃ, এইরূপ করিয়া লক্ষণ করিলে লক্ষণে আর কোনও দোষ থাকিবে না। যেহেতু, উক্ত প্রতিযোগিকাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে যে অধিকরণ, তাহা এস্থলে বহ্নিত্ব, গগনত্ব এবং উভয়ত্ব এই তিনটী, সেই তিনটী ভিন্ন হইবে বহ্নিত্ব—একটী। কারণ, তিনের ভেদ একে থাকে। ওদিকে, সেই বহ্নিত্ববৎই হয় বহ্নি। সুতরাং, লক্ষণ যাইবে, আর কোন দোষ হইবে না।

৬। এইবার দেখা যাউক, এই দ্বিতীয়-লক্ষণেও কি দোষ হইতে পারে?

এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক যে কপিসংযোগ, তাহাতে এ লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারে না।

আর যদি বল, কপিসংযোগ যে এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে শুন,—দেখ, এতদ্বৃক্ষত্ব যে বৃক্ষে থাকে, কপিসংযোগ সেই বৃক্ষেও থাকে; সুতরাং, কপিসংযোগ এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক হইবেই।

যাহা হউক এখন দেখ, এস্থলে এই দ্বিতীয়-লক্ষণটী যায় না কেন ? দেখ এখানে,—

তৎ=এতদ্বৃক্ষত্ব ।

তদ্বৎ=এতদ্বৃক্ষত্ববৎ অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ ।

তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব=এতদ্বৃক্ষনিষ্ঠ কপিসংযোগাভাব ।

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা=কপিসংযোগনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা ।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম=কপিসংযোগত্ব ।

অনবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=কপিসংযোগত্ব হইল না ।

তদ্বত্ত্ব=কপিসংযোগত্ববত্ত্ব হইল না, অর্থাৎ ইহা কপিসংযোগে থাকিল না ।

সুতরাং, কপিসংযোগে তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকধর্ম্মবত্ত্ব পাওয়া গেল না ; এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক কপিসংযোগ হইল না, অর্থাৎ, ব্যাপকতার এই দ্বিতীয়-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। ইহাই হইল দ্বিতীয়-লক্ষণের দোষ, আর এইজন্য ইহাতে একটী নিবেশ সংযুক্ত করিয়া বক্ষ্যমাণ তৃতীয়-লক্ষণের সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

৭। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—উক্ত তৃতীয়-লক্ষণটী কি করিয়া ধূমের ব্যাপক বহ্নি-স্থলে প্রযুক্ত হয়, এবং বহ্নির ব্যাপক যে ধূম নহে—তাহাই বা এতৎ-লক্ষণানুসারে কি করিয়া সিদ্ধ হয় ?

দেখ, ব্যাপকতার উক্ত তৃতীয়-লক্ষণটী হইতেছে,—

তদ্বন্নিষ্ঠ-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতি-যোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপকত্ব।

ইহার অর্থ—কোন কিছুর অধিকরণে থাকে যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম হয় না, সেই ধর্ম্ম বিশিষ্ট যে, তাহার ভাবই ব্যাপকতা ।

কিন্তু, উক্ত বিষয়ে আর আমাদের সবিস্তরে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, ইহা প্রায় সর্ব্বাংশে দ্বিতীয়-লক্ষণেরই তুল্য ; যেহেতু, দ্বিতীয়-লক্ষণের ঘটক অত্যন্তাভাবে "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ" এই বিশেষণটুকু সংযুক্ত করা হইয়াছে মাত্র, অন্য কিছুই নহে। আর এজন্য উক্ত স্থল দুইটীতে কোন নূতন কিছুই ঘটিবেও না। সুতরাং, বাহুল্য ভয়ে একার্য্যে বিরত হওয়া গেল ।

৮। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—ব্যাপকতার দ্বিতীয়-লক্ষণের উক্ত এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক কপি-সংযোগ-স্থলে অব্যাপ্তি-দোষটী তৃতীয়-লক্ষণ-সাহায্যে কি করিয়া নিবারিত হয় ।

দেখ এই তৃতীয়-লক্ষণানুসারে,—

তৎ=এতদ্বৃক্ষত্ব ।

তদ্বৎ=এতদ্বৃক্ষত্ববৎ অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ ।

তদ্বন্নিষ্ঠ প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অত্যন্তাভাব=ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি। ইহা

আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় কপিসংযোগাভাব হইবে না। কারণ; কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী যে কপিসংযোগ, তাহা নিজ অভাবের সহিত এক অধি-অধিকরণ বৃক্ষেই থাকে। সুতরাং, এক্ষণে "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ" বিশেষণটী দেওয়ায় আর এখানে কপিসংযোগাভাবকে ধরিতে পারা গেল না।

উহার প্রতিযোগিতা = ঘট-পটে থাকিল, কপিসংযোগে থাকিল না।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক = ঘটত্ব-পটত্ব প্রভৃতি হইল, কপিসংযোগত্ব হইল না।

অনবচ্ছেদক = কপিসংযোগত্ব হইল।

তদ্বত্ত্ব = কপিসংযোগত্ববত্ত্ব, অর্থাৎ ইহা কপিসংযোগে থাকিল।

সুতরাং, কপিসংযোগে তদ্বন্নিষ্ঠ-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্ব থাকিল, অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক যে কপিসংযোগ, তাহা এই লক্ষণানুসারে বুঝা গেল।

৯। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে এই তৃতীয়-লক্ষণেও কোন দোষ হয় কি না।

এতদুত্তরে বলা হয় যে, শুদ্ধ ব্যাপকতার লক্ষণ করিলে ইহাতে কোন দোষ হয় না।

১০। এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে চতুর্থ-লক্ষণটী কি করিয়া ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে প্রযুক্ত হয় এবং বহ্নির ব্যাপক যে ধূম হয় না, তাহাই বা এতদ্দ্বারা কি করিয়া সিদ্ধ হয়।

দেখ এই চতুর্থ-লক্ষণটী হইতেছে—

তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বই ব্যাপকত্ব।

ইহার অর্থ—কোন কিছুতে থাকে যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম হয় না, সেই ধর্ম্মের ভাবই ব্যাপকত্ব।

এখন দেখ, ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে এই লক্ষণটী কি করিয়া প্রযুক্ত হয়। দেখ, এখানে—

তৎ = ধূম।

তদ্বৎ = ধূমবৎ। পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি।

তদ্বন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব = পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ ভেদ অর্থাৎ ঘটবান্ ন, পটবান্ ন, ইত্যাকারক ভেদ। বহ্নিমান্ ন—এরূপ ভেদ এস্থলে গ্রহণ করা যায় না।

উহার প্রতিযোগিতা = ঘটবৎ-পটবতে থাকে, বহ্নিমতে থাকে না।

এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক = ঘট-পট প্রভৃতি, বহ্নি নহে।

অনবচ্ছেদক = বহ্নি হইল।

অনবচ্ছেদকত্ব = বহ্নিতে থাকিল।

সুতরাং, বহ্নিতে তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব থাকিল, ধূমের ব্যাপক যে বহ্নি, তাহাতে এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হইল।

এইবার দেখা যাউক, বহ্নির ব্যাপক যে ধূম হয় না, তাহা এই লক্ষণানুসারে কি করিয়া সিদ্ধ হয়। দেখ এখানে,—

যাহা হউক এখন দেখ, এস্থলে এই দ্বিতীয়-লক্ষণটী যায় না কেন ? দেখ এখানে,—

তৎ=এতদ্বৃক্ষত্ব।

তদ্বৎ=এতদ্বৃক্ষত্ববৎ অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ।

তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব=এতদ্বৃক্ষনিষ্ঠ কপিসংযোগাভাব।

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা=কপিসংযোগনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম=কপিসংযোগত্ব।

অনবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=কপিসংযোগত্ব হইল না।

তদ্বত্ব=কপিসংযোগত্ববত্ত্ব হইল না, অর্থাৎ ইহা কপিসংযোগে থাকিল না।

সুতরাং, কপিসংযোগে তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকধর্ম্মবত্ত্ব পাওয়া গেল না ; এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক কপিসংযোগ হইল না, অর্থাৎ, ব্যাপকতার এই দ্বিতীয়-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। ইহাই হইল দ্বিতীয়-লক্ষণের দোষ, আর এইজন্য ইহাতে একটী নিবেশ সংযুক্ত করিয়া বক্ষ্যমাণ তৃতীয়-লক্ষণের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৭। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—উক্ত তৃতীয়-লক্ষণটী কি করিয়া ধূমের ব্যাপক বহ্নি-স্থলে প্রযুক্ত হয়, এবং বহ্নির ব্যাপক যে ধূম নহে—তাহাই বা এতৎ-লক্ষণানুসারে কি করিয়া সিদ্ধ হয় ?

দেখ, ব্যাপকতার উক্ত তৃতীয়-লক্ষণটী হইতেছে,—

তদ্বন্নিষ্ঠ-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতি-যোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপকত্ব।

ইহার অর্থ—কোন কিছুর অধিকরণে থাকে যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম হয় না, সেই ধর্ম্ম বিশিষ্ট যে, তাহার ভাবই ব্যাপকতা।

কিন্তু, উক্ত বিষয়ে আর আমাদের সবিস্তরে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, ইহা প্রায় সর্ব্বাংশে দ্বিতীয়-লক্ষণেরই তুল্য ; যেহেতু, দ্বিতীয়-লক্ষণের ঘটক অত্যন্তাভাবে "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ" এই বিশেষণটুকু সংযুক্ত করা হইয়াছে মাত্র, অন্য কিছুই নহে। আর এজন্য উক্ত স্থল দুইটীতে কোন নূতন কিছুই ঘটিবেও না। সুতরাং, বাহুল্য ভয়ে একার্য্যে বিরত হওয়া গেল।

৮। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—ব্যাপকতার দ্বিতীয়-লক্ষণের উক্ত এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক কপি-সংযোগ-স্থলে অব্যাপ্তি-দোষটী তৃতীয়-লক্ষণ-সাহায্যে কি করিয়া নিবারিত হয়।

দেখ এই তৃতীয়-লক্ষণানুসারে,—

তৎ=এতদ্বৃক্ষত্ব।

তদ্বৎ=এতদ্বৃক্ষত্ববৎ অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ।

তদ্বন্নিষ্ঠ প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অত্যন্তাভাব=ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি। ইহা

আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় কপিসংযোগাভাব হইবে না। কারণ, কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী যে কপিসংযোগ, তাহা নিজ অভাবের সহিত এক অধি-অধিকরণ বৃক্ষেই থাকে। সুতরাং, এক্ষণে "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ" বিশেষণটী দেওয়ায় আর এখানে কপিসংযোগাভাবকে ধরিতে পারা গেল না।

উহার প্রতিযোগিতা—ঘট-পটে থাকিল, কপিসংযোগে থাকিল না।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক—ঘটত্ব-পটত্ব প্রভৃতি হইল, কপিসংযোগত্ব হইল না।

অনবচ্ছেদক—কপিসংযোগত্ব হইল।

তদ্বত্ত্ব—কপিসংযোগত্ববত্ত্ব, অর্থাৎ ইহা কপিসংযোগে থাকিল।

সুতরাং,কপিসংযোগে তদ্বন্নিষ্ঠ-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্ব থাকিল,অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক যে কপিসংযোগ,তাহা এই লক্ষণানুসারে বুঝা গেল।

৯। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে এই তৃতীয়-লক্ষণেও কোন দোষ হয় কি না।

এতদুত্তরে বলা হয় যে, শুদ্ধ ব্যাপকতার লক্ষণ করিলে ইহাতে কোন দোষ হয় না।

১০। এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে চতুর্থ-লক্ষণটী কি করিয়া ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে প্রযুক্ত হয় এবং বহ্নির ব্যাপক যে ধূম হয় না, তাহাই বা এতদ্দ্বারা কি করিয়া সিদ্ধ হয়।

দেখ এই চতুর্থ-লক্ষণটী হইতেছে—

তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বই ব্যাপকত্ব।

ইহার অর্থ—কোন কিছুতে থাকে যে অন্যোন্যাভাব,সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম হয় না, সেই ধর্ম্মের ভাবই ব্যাপকত্ব।

এখন দেখ, ধূমের ব্যাপক বহ্নি স্থলে এই লক্ষণটী কি করিয়া প্রযুক্ত হয়। দেখ, এখানে—

তৎ—ধূম।

তদ্বৎ=ধূমবৎ। পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি।

তদ্বন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব=পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ ভেদ অর্থাৎ ঘটবান্ ন, পটবান্ ন, ইত্যাকারক ভেদ। বহ্নিমান্ ন—এরূপ ভেদ এস্থলে গ্রহণ করা যায় না।

উহার প্রতিযোগিতা=ঘটবৎ-পটবতে থাকে, বহ্নিমতে থাকে না।

এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক=ঘট-পট প্রভৃতি, বহ্নি নহে।

অনবচ্ছেদক—বহ্নি হইল।

অনবচ্ছেদকত্ব=বহ্নিতে থাকিল।

সুতরাং, বহ্নিতে তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব থাকিল, ধূমের ব্যাপক যে বহ্নি, তাহাতে এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হইল।

এইবার দেখা যাউক, বহ্নির ব্যাপক যে ধূম হয় না, তাহা এই লক্ষণানুসারে কি করিয়া সিদ্ধ হয়। দেখ এখানে,—

তৎ=বহ্নি।

তদ্বৎ=বহ্নিমৎ, যথা, অয়োগোলক।

তদ্বন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব=অয়োগোলকনিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব। অর্থাৎ 'ধূমবান্ ন' এই অন্যোন্যাভাব এখানে পাওয়া গেল; যেহেতু,অয়োগোলকটী ধূমবান্ হয় না।

এই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা—ধূমবন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক=ধূম।

অনবচ্ছেদক=ধূম হইল না।

অনবচ্ছেদকত্ব=ধূমে থাকিল না।

সুতরাং, ধূমে তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব পাওয়া গেল না, অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপক যে ধূম হয় না, তাহা এই লক্ষণানুসারে বুঝিতে পারা গেল।

১১। এইবার দেখা যাউক, এই লক্ষণ-সাহায্যে দ্বিতীয়-লক্ষণের পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোষটী কি করিয়া নিবারিত হয়, অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক যে কপিসংযোগ, তাহাতে এই লক্ষণটী কি করিয়া প্রযুক্ত হয়? দেখ এখানে;—

তৎ=এতদ্বৃক্ষত্ব।

তদ্বৎ=এতদ্বৃক্ষত্ববৎ অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষ।

তদ্বন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব=এতদ্বৃক্ষনিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ "ঘটবান্ ন" "পটবান্ ন" ইত্যাকারক অন্যোন্যাভাব। "কপিসংযোগী ন" এই অভাব পাওয়া গেল না; কারণ, অব্যাপ্যবৃত্তিমতের যে ভেদ তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি হয়। অর্থাৎ "কপি-সংযোগী ন" এই ভেদবান্ বলিলে এতদ্বৃক্ষকে আর বুঝাইতে পারিল না।

এই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা=ঘটবৎ-পটবন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক=ঘট ও পটাদি।

অনবচ্ছেদক=কপিসংযোগ।

অনবচ্ছেদকত্ব=কপিসংযোগে থাকিল।

সুতরাং, দেখা গেল, কপিসংযোগে তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক যে কপিসংযোগ, তাহা এই লক্ষণানুসারে সিদ্ধ হইল।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই চতুর্থ-লক্ষণটীতে অব্যাপ্য-বৃত্তিমতের ভেদ ব্যাপ্য-বৃত্তি হয়—এই মতটী একটী অবলম্বন। ইহা যদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে তৃতীয়-লক্ষণটীকে ব্যাপকতার নির্দ্দোষ লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু, একটু পরেই দেখা যাইবে টীকাকার মহাশয় এই তৃতীয়-লক্ষণটীকে এক্ষেত্রে গ্রহণ করিবেন না, তিনি তাঁহার বক্তব্য দ্বিতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণ-সাহায্যেই বলিবেন

কিন্তু, বাস্তবিক উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতেই ব্যাপকতা-লক্ষণের সমুদায় জ্ঞাতব্য

যে শেষ হইল তাহা নহে। উক্ত লক্ষণ-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত পদার্থ সমূহের মধ্যে ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ ঘটিত নানা নিবেশের প্রয়োজনীয়তা আছে। নিম্নে সম্বন্ধের কথাই বলা হইল; যথা—

প্রথম লক্ষণের—

১। "তদ্বত্তা" কোন্ সম্বন্ধে ?

২। তদ্বন্নিষ্ঠ—এই নিষ্ঠতা কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ?

৩। তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ?

৪। তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অভাবটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ?

দ্বিতীয় লক্ষণের—

৫। তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা, কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ?

৬। তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অভাব, কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ?

৭। উক্ত অনবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্ব কোন্ সম্বন্ধে ?

তৃতীয় লক্ষণের—

৮। "তদ্বন্নিষ্ঠ-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ" এই স্থলে প্রতিযোগীর অধিকরণতা কোন্ সম্বন্ধে ?

চতুর্থ লক্ষণের—

৯। "তদ্বন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাবটী", কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ?

১০। এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ?

১১। এই অবচ্ছেদকতার অভাবটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ?

ইহাদের উত্তরগুলি কিন্তু আমরা গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে সংক্ষেপে বলিয়া যাইব। যথা—

১। তদ্বত্তাটী ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে হইবে।

২। তদ্বন্নিষ্ঠত্বটী "ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে ব্যাপকবত্তা-বুদ্ধির বিরোধিতাঘটক-সম্বন্ধে" হইবে। ইহাতে যে ব্যাপ্তি-লক্ষণ হইতে পারে তাহাতে "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে যে দোষ হয়, তাহা এই লক্ষণের শেষে মীমাংসিত হইবে।

৩। তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাটী ব্যাপকতা-ঘটক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।

৪। তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে।

৫। তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতাটী ব্যাপকতাবচ্ছেদকতা-ঘটক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।

৬। তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে হইবে।

৭। উক্ত অনবচ্ছেদক ধর্ম্মবত্ত্বটী ব্যাপকতাবচ্ছেদকতা-ঘটক-সম্বন্ধে হইবে।

৮। তদ্বন্নিষ্ঠ প্রতিযোগি-ব্যধিকরণস্থলের অধিকরণত্বটী প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে হইবে।

৯। তদ্বন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাবটী সর্ব্বত্র তাদাত্ম্য-সম্বন্ধেই হয়।

১০। এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতাটী ব্যাপকতা-ঘটক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।

১১। এই অবচ্ছেদকতার অভাবটী স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে।

ব্যাপকতা-লক্ষণ-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণ।

এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, ব্যাপকতার এই লক্ষণগুলি ব্যাপ্তি-লক্ষণের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে ব্যাপ্তি লক্ষণটী কিরূপ হয়, এবং সেই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক এবং অসদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলেই বা কি রূপে প্রযুক্ত হয় এবং হয় না ?

প্রথম, দেখ, ব্যাপকতার প্রথম-লক্ষণটী ব্যাপ্তি-লক্ষণ-মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে কি হয় ?

দেখ, এক্ষেত্রে ব্যাপকতার প্রথম-লক্ষণটী হইতেছে ;—

তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিতাই ব্যাপকতা,

এবং ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইতেছে, (৪০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য),—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, তাহার যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার ব্যাপকীভূত যে অভাব, তাহার হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।"

সুতরাং, সমগ্র ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইতেছে,—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে অভাব, সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।"

এইবার দেখ, এই লক্ষণটী প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতি—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয় ? দেখ এখানে,—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব= } =সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব।

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ= } =জলহ্রদাদি।

তন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব=ঘটাধিকরণত্বাভাব, পটাধিকরণত্বাভাব, ধূমাধিকরণত্বাভাব প্রভৃতি ; কিন্তু, "ধূমাভাবো নাস্তি" ইত্যাকারক ধূমাভাবাভাব পাওয়া গেল না। যেহেতু, ধূমাভাবাভাব যে ধূম, তাহা জলহ্রদাদিতে থাকে না।

সেই অত্যন্তাভাবের
অপ্রতিযোগী যে অভাব= } =ধূমাভাব। কারণ, ধূমাভাবাভাব পাওয়া যায় নাই।

সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা= } =ধূমনিষ্ঠ সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা।

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-
যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম= } =ধূমত্ব।

এই ধর্ম্মবত্ত্ব=ধূমত্ববত্ত্ব হইল, অর্থাৎ ইহা ধূমে থাকিল।

সুতরাং, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলের হেতু ধূমে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইল।

ঐরূপ, আবার দেখ, প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক অনুমিতি ;—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ"

স্থলে এই লক্ষণটী যাইবে না। দেখ, এখানে ;—

সাধ্য=ধূম।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-
সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-
প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব= } =সংযোগ-সম্বন্ধে ধূমাভাব।

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন-
অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ= } =অয়োগোলকাদি।

তন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব=ঘটবত্ত্বাভাব, পটবত্ত্বাভাব, ধূমবত্ত্বাভাব প্রভৃতি যেমন হয়, তদ্রূপ "বহ্ন্যভাবো নাস্তি" ইত্যাকারক বহ্ন্যভাবাভাব পাওয়া গেল। যেহেতু, বহ্ন্যভাবাভাব যে বহ্নি, তাহা অয়োগোলকে থাকে।

সেই অত্যন্তাভাবের
অপ্রতিযোগী যে অভাব= } =বহ্ন্যভাব হইবে না, কিন্তু অন্য কোনও অভাব হইবে ; কারণ, বহ্ন্যভাবাভাব জলহ্রদে পাওয়া গিয়াছে।

সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা= } =বহ্নিনিষ্ঠ-সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা হইবে না।

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-
যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম= } =বহ্নিত্ব হইল না।

সেই ধর্ম্মবত্ত্ব=বহ্নিত্ববত্ত্ব হইল না, অর্থাৎ ঐ ব্যাপ্তি, বহ্নিতে থাকিল না।

সুতরাং, "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলের হেতু বহ্নিতে ব্যাপ্তি-লক্ষণ যাইল না।

আবার, যদি ব্যাপকতার দ্বিতীয়-লক্ষণটীকে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণে প্রবিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে দেখ লক্ষণটী কিরূপ হয়? এবং তাহা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"-স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়, এবং "ধূমবান্ বহ্নেঃ"-স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না।

দেখ, দ্বিতীয়-লক্ষণটী হইতেছে,—

তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপকত্ব।

সুতরাং, এতদ্দ্বারা যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইবে, তাহা হইবে—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবন্নিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবান্ যে অভাব, সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।"

এইবার দেখ, ব্যাপ্তির এই লক্ষণটী প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতি—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।

স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয়? দেখ এখানে;—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-
সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-
প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব= } =সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব।

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন
অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ= } =জলহ্রদাদি।

তন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব=ঘটবত্ত্বাভাব, পটবত্ত্বাভাব প্রভৃতি। কিন্তু "ধূমাভাবো নাস্তি" ইত্যাকারক ধূমাভাবাভাব পাওয়া গেল না। যেহেতু, ধূমাভাবাভাব যে ধূম, তাহা জলহ্রদাদিতে থাকে না।

সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার
অনবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম= } =ধূমাভাবত্ব।

সেই ধর্ম্মবান্ যে অভাব=ধূমাভাব।

সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা= } =ধূমনিষ্ঠ সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা।

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক
যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম= } =ধূমত্ব।

সেই ধর্ম্মবত্ত্ব=ধূমত্ববত্ত্ব হইল; ইহা ধূমে থাকিল।

সুতরাং "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলের হেতু ধূমে ব্যাপ্তি-লক্ষণ যাইল।

এস্থলে উক্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক-ধর্ম্মটী কি করিয়া লাভ করিতে হয়, তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ইহা লাভ করিবার জন্য দেখিতে হইবে, "তন্নিষ্ঠ-অত্যন্তাভাবটী" হেতুর অভাবের অভাব যেন না হয়, উহা না হইলেই লক্ষণ যাইবে, হইলে যাইবে না।

ঐরূপ আবার প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক-অনুমিতি—

ধূমবান্ বহ্নেঃ

স্থলে এই লক্ষণটী যাইবে না। দেখ এখানে,—

সাধ্য=ধূম।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব= } =সংযোগ-সম্বন্ধে ধূমাভাব।

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ } =অয়োগোলকাদি।

তন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব=ঘটাধিকরণত্বাভাব, পটাধিকরণত্বাভাব, ধূমাধিকরণত্বাভাব প্রভৃতি যেমন হয়, তদ্রূপ "বহ্ন্যভাবো নাস্তি" ইত্যাকারক অভাবও পাওয়া গেল। যেহেতু, বহ্ন্যভাবাভাব যে বহ্নি, তাহা অয়োগোলকে থাকে।

সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম= } =বহ্ন্যভাবত্ব হইল না; কারণ, ইহা অবচ্ছেদকই হইল।

সেই ধর্ম্মবান্ যে অভাব=বহ্ন্যভাব, পাওয়া গেল না।

সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা= } =বহ্নিনিষ্ঠসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, কিন্তু ইহাও সুতরাং পাওয়া গেল না।

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম= } =বহ্নিত্ব, কিন্তু ইহাকেও সুতরাং লাভ করা গেল না।

সেই ধর্ম্মবত্ত্ব=বহ্নিত্ববত্ত্ব হইল না; অর্থাৎ ইহা বহ্নিতে থাকিল না।

সুতরাং, দেখা গেল, "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলের হেতু বহ্নিতে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইল না।

আবার যদি ব্যাপকতার তৃতীয়-লক্ষণটীকে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণে প্রবিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে দেখ, তাহা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয় এবং "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না?

দেখ, তৃতীয়-লক্ষণটী হইতেছে,—

তদ্বন্নিষ্ঠ-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপকতা।

সুতরাং, এতদ্দ্বারা যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইবে, তাহা হইবে—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবন্নিষ্ঠ যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবান্ যে

অভাব, সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।"

বলা বাহুল্য, এ লক্ষণটীও দ্বিতীয়-লক্ষণের ন্যায় "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে প্রযুক্ত হইবে, এবং "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে প্রযুক্ত হইবে না। ইহাতে ব্যাপকতার লক্ষণ-ঘটক যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অংশটুকু মাত্র অত্যন্তাভাবের বিশেষণ-রূপে দ্বিতীয়-লক্ষণ হইতে অধিকরূপে গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য এই দুই স্থলে কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। কারণ, এই দুই স্থলে দ্বিতীয়-লক্ষণে ঘটাভাবাভাব, পটাভাবাভাব, ধূমাভাবাভাব বা বহ্ন্যভাবাভাব প্রভৃতি যে সব অভাব ধরা হইয়াছিল, তাহারা কেহই প্রতিযোগি-সমানাধিকরণ আদৌ হয় না ; সুতরাং, প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব বিশেষণ দেওয়ায় এরূপ স্থলে কোন ফলভেদ হয় না। অতএব, এজন্য আর ইহার প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল না।

কিন্তু, তাহা হইলেও এই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী নির্দ্দোষ লক্ষণ হয় না। কারণ,—

"পৃথিবী কপিসংযোগাৎ"

এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে তাহা হইলে এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হইবে। অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে ; দেখ এখানে ;—

সাধ্য = পৃথিবীত্ব।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব = } = সমবায়-সম্বন্ধে পৃথিবীত্বাভাব।

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ = } = জলাদি।

তন্নিষ্ঠ যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অত্যন্তাভাব = } = কপিসংযোগাভাবাভাবকে পাওয়া গেল না,

কারণ, ইহা কপিসংযোগ-স্বরূপ হওয়ায় প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ হয় না, পরন্তু প্রতিযোগি-সমানাধিকরণই হয়।

সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম = } = কপিসংযোগাভাবত্ব।

সেই ধর্ম্মবান্ যে অভাব = কপিসংযোগাভাব।

সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা = } = কপিসংযোগনিষ্ঠ সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা।

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম = } = কপিসংযোগত্ব।

সেই ধর্ম্মবত্ত্ব = কপিসংযোগত্ববত্ত্ব হইল, ইহা কপিসংযোগে থাকিল।

সুতরাং, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল ; অর্থাৎ দেখা গেল, পূর্ব্বে ব্যাপকতার যে তৃতীয়-লক্ষণটী কথিত হইয়াছে,তাহা ব্যাপকতার নির্দ্দোষ লক্ষণ হইলেও তদ্দ্বারা যে ব্যাপ্তির চতুর্থ-লক্ষণটীর অর্থ করিতে পারা যায়, তাহা অভীষ্টমত নির্দ্দোষ ব্যাপ্তি-লক্ষণ হয় না। ফলকথা এই যে, এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণে যে, ব্যাপকতার কথা আছে, তাহা এক্ষণে ব্যাপকতার পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় লক্ষণ হইবে না।

এইবার দেখা যাউক, ব্যাপকতার উক্ত চতুর্থ লক্ষণটীকে যদি উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণে প্রবিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইবে, তাহা কিরূপ এবং তাহা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয় এবং "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না।

দেখ, উক্ত ব্যাপকতার চতুর্থ-লক্ষণটী হইতেছে ;—

তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বই ব্যাপকত্ব।

সুতরাং, এতদ্দ্বারা যে চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হয়, তাহা এই,—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ যে, তন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যা-ভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে অভাব, সেই অভাবের হেতুতা-বচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।"

এইবার দেখা যাউক, ব্যাপ্তির এই লক্ষণটী প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক-অনুমিতি—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয় ? দেখ এখানে ;—

সাধ্য = বহ্নি।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব = } = সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব।

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ = } = জলহ্রদাদি।

তন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব = "জলাভাববান্ ন," ইত্যাদি অভাব, ইহা "ধূমাভাববান্ ন" ইত্যাকারক অভাব কখনও হইবে না ; কারণ, জলহ্রদাদিতে জল থাকে, জলাভাব থাকে না, এবং জলহ্রদ, ধূমাভাববান্ই হইয়া থাকে।

সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতি-যোগিতার অনবচ্ছেদক যে অভাব = } = ধূমাভাব।

সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা = } = ধূমনিষ্ঠ সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা।

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক
যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম= } =ধূমত্ব ।

সেই ধর্ম্মবত্ব=ধূমত্ববত্ত্ব, ইহা ধূমে থাকিল ।

সুতরাং দেখা গেল, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইল ।

ঐরূপ, এইবার দেখা যাউক, প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক অনুমিতি—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ"

স্থলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কেন যাইবে না । দেখ এখন,—

সাধ্য=ধূম ।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্য-তাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি-যোগিতাক সাধ্যাভাব= } =সংযোগ-সম্বন্ধে ধূমাভাব ।

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ= } =অয়োগোলকাদি ।

তন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব="জলাভাববান্ ন" ইহা পূর্ব্বে যেমন পাওয়া গিয়াছিল, তদ্রূপ "বহ্ন্যভাববান্ ন" এই অভাবটীও পাওয়া গেল । উপরে এইরূপ স্থলে "হেত্বভাববান্ ন" কে পাওয়া যায় নাই ।

সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগি-তার অবচ্ছেদক যে অভাব= } =বহ্ন্যভাব হইল না । কারণ, ইহা অবচ্ছেদকই হয় ।

সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা= } =বহ্নিনিষ্ঠ সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা হইল না ।

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম= } =বহ্নিত্ব হইল না ।

সেই ধর্ম্মবত্ব=বহ্নিত্ববত্ত্ব হইল না, অতএব ইহা বহ্নিতে থাকিল না ।

সুতরাং, দেখা গেল "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইল না ।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া আমরা ব্যাপকতার লক্ষণ, তাহার প্রয়োগ, তাহার সাহায্যে ব্যাপ্তি-লক্ষণ-গঠন এবং তাহা কিরূপ অনুমিতি-স্থলে প্রযুক্ত হয়, অথবা হয় না, ইত্যাদি দেখিলাম, এইবার এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া আমরা টীকাকার মহাশয়ের পরবর্ত্তী বাক্যটী বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

কিন্তু, এ কার্য্যটী করিতে হইলে আমাদের পূর্ব্ববাক্যটী স্মরণ করিতে হইবে । কারণ,

ব্যাপকতার লক্ষণ-সাহায্যে ব্যাপ্তি-লক্ষণে অতিব্যাপ্তি।

টীকামূলম্।

ন চ সত্ত্বাদি-সামান্যাভাবস্য অপি প্রমেয়ত্বাদিনা নিরুক্ত-সাধ্যাভাবাধিকরণ-তায়াঃ ব্যাপকত্বাৎ "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ"ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ ?

"তদ্বন্নিষ্ঠান্যো ন্যাভাব-প্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদকত্বং ব্যাপকত্বম্" ইতি উক্তৌ তু "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ ? নির্ব্বহ্নিত্বাভাবানাং বহ্নি-ব্যক্তীনাং সর্ব্বাসাম্ এব চালনী-ন্যায়েন নির্ধূমত্বাভাবাধিকরণতাবন্নিষ্ঠা-ন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ— ইতি বাচ্যম্ ?

-তায়াঃ ব্যাপকত্বাৎ=তা-ব্যাপকত্বাৎ; প্রঃ সং; চৌঃ সং; সোঃ সং। ইত্যাদৌ=আদৌ, প্রঃ সং। নির্ধূমত্ববান্ =নির্ধূমত্বব্যাপ্যবান্; চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর সত্ত্বাদি-সামান্যাভাবেও প্রমেয়ত্বাদি-রূপে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সাধ্যাভাবাধিকরণতার ব্যাপকত্ব আছে বলিয়া "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে ত অতিব্যাপ্তি হয় ?

আর যদি "তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতি-যোগিতানবচ্ছেদকত্বই ব্যাপকত্ব" এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলেও "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" ইত্যাদি-স্থলে আবার অব্যাপ্তি হয় ? কারণ, নির্ব্বহ্নিত্বাভাবরূপ যে নানা বহ্নি-ব্যক্তি, সেই সকলগুলিই চালনীন্যায়-সাহায্যে নির্ধূমত্বাভাবাধিকরণতাবন্নিষ্ঠান্যোন্যা-ভাব-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়—এরূপও বলা যায় না।

পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

তাহা না হইলে টীকাকার মহাশয়ের পরবর্ত্তী বাক্যটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে না।

দেখ, পূর্ব্বে আমরা যে স্থলটীর পর হইতে ব্যাপকতার কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাতে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে,—

"কিঞ্চিদনবচ্ছিন্ন-নিরুক্ত-(নিরুক্ত=সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাব-চ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক) সাধ্যাভাবাধিকরণতার ব্যাপকীভূত যে অভাব, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্ত্বই ব্যাপ্তি" ইহাই ব্যাপ্তি-পঞ্চকের এই চতুর্থ-লক্ষণের অর্থ।

এখন এই ব্যাপকতার পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয়-লক্ষণটী (যথা—"তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতি-যোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপকতা") ধরিয়া টীকাকার মহাশয় উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়, ব্যাপকতার পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয়-লক্ষণটীকে অবলম্বন করিয়া সেই দ্বিতীয়-লক্ষণ দ্বারা গঠিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর উপর প্রথম একটী আপত্তি উত্থাপিত

করিতেছেন, এবং তৎপরে সেই আপত্তি নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকতার পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ-লক্ষণ-সাহায্যে ব্যাপ্তি-লক্ষণ গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়া পরিশেষে তাহাতেও দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। এ সকল দোষের উদ্ধার, অবশ্য, পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে করা হইতেছে।

এখন দেখা যাউক, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার মর্ম্মটী কি? সংক্ষেপে সরলভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

প্রথম—ব্যাপকতার লক্ষণ যদি "তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্ম-বত্ত্ব" হয়, তাহা হইলে প্রমেয়ত্ব-রূপে সকলই সকলের ব্যাপক হয়, আর তাহার ফলে বহ্নির ব্যাপক ধূম, এবং সত্তার ব্যাপক দ্রব্যত্ব এবং দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণতার ব্যাপকও সত্তাভাব হইতে পারে। আর তাহা যদি হয়—

দ্বিতীয়—তাহা হইলে উক্ত ব্যাপকতার লক্ষণ-সাহায্যে যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গঠিত হইয়াছে, তাহা "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

তৃতীয়—আর এই দোষটী বারণ করিবার জন্য যদি ব্যাপকতার পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ-লক্ষণ-সাহায্যে এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর অর্থ নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে আবার "নির্ধূমত্ববান্ নির্বহ্নিত্বাৎ" এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে এই ব্যাপ্তি লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়। সুতরাং, এই প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয় উপরি উক্ত অতিব্যাপ্তি এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কামাত্র উত্থাপিত করিয়া রাখিতেছেন, পরবর্ত্তি-প্রসঙ্গে তাহার উত্তর দিবেন।

এইবার আমরা উপরি উক্ত বিষয়গুলি একে একে ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব অর্থাৎ তজ্জন্য দেখিব—

প্রথম—ব্যাপকতার লক্ষণ যদি তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্ব হয়, তাহা হইলে প্রমেয়ত্ব-রূপে সকলই সকলের ব্যাপক কি করিয়া হইতে পারে, অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপক যে ধূম হয় না, অথবা সত্তার ব্যাপক যে দ্রব্যত্ব হয় না, সেই দুই স্থলে প্রমেয়ত্ব-রূপে ধূম, বহ্নির ব্যাপক, দ্রব্যত্ব সত্তার ব্যাপক কি করিয়া হয়, অথবা দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণতার ব্যাপক সত্তাভাব কি করিয়া হয়? বলা বাহুল্য, প্রমেয়ত্ব-রূপে বহ্নির ব্যাপক ধূম হইলেও শুদ্ধ ব্যাপকতার লক্ষণের কোন ক্ষতি হয় না, কারণ, প্রমেয়ত্ব-রূপে ধূমেতে বহ্নির ব্যাপকতা ইষ্টাপত্তি করা চলে। অর্থাৎ, ধূমত্ব-রূপে ধূম বহ্নির ব্যাপক হয় না, কিন্তু প্রমেয়ত্ব-রূপে ধূম বহ্নির ব্যাপক হইয়াই থাকে, তাহাতে কোনরূপ আপত্তি চলে না।

এখন দেখ, ব্যাপকতার উক্ত দ্বিতীয়-লক্ষণানুসারে প্রমেয়ত্ব-রূপে বহ্নির ব্যাপক ধূম, অথবা সত্তার ব্যাপক দ্রব্যত্ব—ইহা কি করিয়া হয়? দেখা যায়, ব্যাপকতার দ্বিতীয়-লক্ষণটী,—

তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপকত্ব।

সুতরাং দেখ, এস্থলে,—

তৎ = বহ্নি, অথবা সত্তা। (তৃতীয় স্থলটী পৃথক্ ভাবে আর কথিত হইল না)

তদ্বৎ=বহ্নিমান্ অথবা সত্তাবান্ অর্থাৎ পর্ব্বতাদি অথবা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম।

তদ্বন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব=ধূমাভাব অথবা দ্রব্যত্বাভাব পাওয়া যাইলেও এস্থলে প্রমেয়াভাব ধরা যায় না; কারণ, প্রমেয়ের সংযোগ-সম্বন্ধে অভাবটী ধূমবত্তে এবং প্রমেয়ের সমবায়-সম্বন্ধে অভাবটী দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে থাকে না।

সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা=ধূমে বা দ্রব্যত্বে থাকে বলিয়া—

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক=ধূমত্ব বা দ্রব্যত্বত্ব হইলেও—

অনবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=প্রমেয়ত্ব যে হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

তদ্বৎ=সেই প্রমেয়ত্ববৎ ধূম বা দ্রব্যত্ব হইতে বাধা নাই।

সুতরাং, দেখা গেল, প্রমেয়ত্ব-রূপে বহ্নির ব্যাপক ধূম, অথবা সত্তার ব্যাপক দ্রব্যত্ব হয়, অর্থাৎ সকলের ব্যাপকই সকল হইতে পারে।

২। এইবার দেখা যাউক, এই ব্যাপকতার লক্ষণ-সাহায্যে যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গঠিত করা হইয়া থাকে, তাহা—

"দ্রব্যং সত্ত্বাৎ"

এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়া প্রযুক্ত হয়? দেখ, সেই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইতেছে,—

"সাধ্যতাবচ্ছেক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ যে, তন্নিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবান্ যে অভাব, সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।

এখন দেখ, এতদনুসারে,—

সাধ্য=দ্রব্যত্ব।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব= } =সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাভাব।

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ যে= } =দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণতাবৎ, অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মাদি।

তন্নিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব=সত্তাভাবাভাব পাওয়া গেলেও "স্বরূপেণ প্রমেয়ং নাস্তি" ইত্যাকারক-প্রমেয়াভাব পাওয়া গেল না। কারণ, স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রমেয়ের অভাবই নাই, এবং এখানে প্রমেয়ের স্বরূপ-সম্বন্ধেই অভাব ধরিতে হইবে; কারণ, সত্তাভাবাভাব-স্থলেও সত্তাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবই ধরিতে হইত।

সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম= } =সত্তাভাবত্ব হইল না, কিন্তু প্রমেয়ত্ব হইল।

সেই ধর্ম্মবান্ যে অভাব=সত্তাভাব হইবে ; কারণ, প্রমেয়ত্ব, সত্তাভাবের উপরেও থাকে।

সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা= } =সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, সত্তাতে থাকিল।

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম= } =সত্তাত্ব হইবে।

সেই ধর্ম্মবত্ত্ব=সত্তাত্ববত্ত্ব হইবে, ইহা সত্তাতে থাকিবে।

সুতরাং, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই ব্যাপকতার দ্বিতীয়-লক্ষণ দ্বারা গঠিত পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর এইরূপে অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল।

৩। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—ব্যাপকতার চতুর্থ-লক্ষণ-সাহায্যে যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গঠিত হয়, তাহা "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না।

দেখ, চতুর্থ-ব্যাপকতা-লক্ষণটী হইতেছে—

"তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব।"

সুতরাং, এতদ্দ্বারা যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গঠিত হইতেছে, তাহা—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ যে, তন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে অভাব, সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতা-বচ্ছেদক-ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।

এখন দেখ, এই ব্যাপ্তির লক্ষণটী এই,—

"নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না, অর্থাৎ এই স্থলে এই লক্ষণের কেন অব্যাপ্তি-দোষ হয় ?

দেখ, ইহার অর্থ—কোন কিছু নির্ধূমত্ববান্ অর্থাৎ ধূমাভাববান্, যেহেতু নির্ব্বহ্নিত্ব অর্থাৎ বহ্ন্যভাব রহিয়াছে। আর ইহা সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল ; যেহেতু, হেতুরূপ বহ্ন্যভাব যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য—ধূমাভাব, সেই স্থানেও থাকে।

এখন দেখ, এখানে—

সাধ্য=নির্ধূমত্ব অর্থাৎ ধূমাভাব। হেতু=নির্ব্বহ্নিত্ব অর্থাৎ বহ্ন্যভাব।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব= } =স্বরূপ-সম্বন্ধে নির্ধূমত্বাভাব অর্থাৎ ধূম।

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধি-করণতা, সেই অধিকরণতাবৎ= } =পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস।

তন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব=পর্ব্বতে চত্বরীয় বহ্নিমদ্ ভেদ, চত্বরে পর্ব্বতীয় বহ্নিমদ্ ভেদ, মহানসে চত্বরীয় বহ্নিমদ্ ভেদ, গোষ্ঠে পর্ব্বতীয় বহ্নিমদ্‌ভেদ, ইত্যাকারক যাবৎ বহ্নিমদ্-ভেদ; পরন্তু, সরলপথে শুদ্ধ বহ্নিমদ্-ভেদ নহে; কারণ, পর্ব্বতে বহ্নিমদ্-ভেদ থাকে না; যেহেতু, পর্ব্বত, বহ্নিমৎই হয়। এস্থলে এই কৌশলটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ, এস্থলে এইরূপে বহ্নিমদ্‌ভেদকে না ধরিতে পারিলে অব্যাপ্তি দেখাইতে পারা যাইবে না। যাহা হউক, এইরূপে কোন কিছুকে লাভ করিলে তাহাকে চালনীন্যায়ে লাভ করা বলে। যেমন, চালনীর এক-একটী ছিদ্র দিয়া ক্রমে ক্রমে, খইএর সব ধান্যগুলিই পড়িয়া যায়, তদ্রূপ ছিদ্রস্বরূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণগুলিকে ধরিয়া ধান্য-স্থানীয় সকল বহ্নিমতের ভেদকে পাওয়া গেল।

সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা=ইহা থাকে চত্বরীয় বহ্নিমতে, পর্ব্বতীয় বহ্নিমতে, মহানসীয় বহ্নিমতে, অর্থাৎ ইত্যাদি যাবৎ বিভিন্ন বহ্নিমতে।

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক=চত্বরীয় বহ্নি, পর্ব্বতীয় বহ্নি, মহানসীয় বহ্নি ইত্যাদি যাবদ্ বহ্নি।

সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে অভাব= } =হেত্বভাব-স্বরূপ বহ্ন্যভাবাভাব যে বহ্নি সকল, তন্মধ্যে কোন বহ্নিই হইল না; যেহেতু, তাহা অবচ্ছেদকই হইয়াছে। পরন্তু, ইহা দ্রব্যাভাবাভাব হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে—এস্থলে এই অভাবাভাবটীকে হেতুর অভাব অর্থাৎ বহ্নি-স্বরূপে ধরিতে পারিলে লক্ষণ যাইত।

সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা= } =ইহা সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-বহ্ন্যভাবে অর্থাৎ হেতুতে থাকিল না।

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম= } =বহ্ন্যভাবত্ব হইল না।

সেই ধর্ম্মবত্ত্ব=বহ্ন্যভাবত্ববত্ত্ব হইল না, অর্থাৎ ইহা হেতু বহ্ন্যভাবে থাকিল না।

সুতরাং, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপকতার চতুর্থ-লক্ষণ দ্বারা গঠিত পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

যাহা হউক, এইরূপে দেখা গেল, এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকের চতুর্থ-লক্ষণের "সকল" পদের যে "অশেষ" অর্থ করা হইয়াছে, এবং সেই "অশেষ" পদটীকে ব্যাপকতাবাচী বলিয়া যে ব্যাপকতার আবার চারিটী লক্ষণ করা হইয়াছে, সেই চারিটী লক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণ দ্বারা ব্যাপ্তির এই চতুর্থ-লক্ষণের যে একে একে দুই প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, তাহার একটী প্রকার অর্থও নির্দ্দোষ অর্থ হইল না।

বলা বাহুল্য, ব্যাপকতার প্রথম-লক্ষণ-ঘটিত এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের কথা, টীকাকার মহাশয়

আর উত্থাপনও করিলেন না। ইহার কারণ, প্রথম-লক্ষণটী ব্যাপকতার নির্দোষ-লক্ষণ নহে, ইহা পূর্ব্বে যথাস্থানে সবিস্তরে বলা হইয়াছে। অবশ্য, ব্যাপকতার তৃতীয়-লক্ষণ-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণের কথা তিনি পরে স্বয়ংই উত্থাপন করিয়া তাহার এখানে সদোষতা প্রমাণ করিতেছেন। যাহা হউক, এইবার এই প্রসঙ্গে আমরা একটী অবান্তর কথার আলোচনা করিয়া পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয় ইহার যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহাই আলোচনা করিব।

কথাটী এই যে, ইতিপূর্ব্বে ব্যাপকতার চতুর্থ-লক্ষণ-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণের দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য যে "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" স্থলটী গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে একটী কৌশল রহিয়াছে, তাহা এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানে "সাধ্যাভাবাধিকরণ-তাবন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাবটী" এমন করিয়া ধরা হইয়াছে, যাহাতে সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতি-যোগিতানবচ্ছেদক যে অভাব, অর্থাৎ সহজ কথায় সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত যে অভাব, সেই অভাবটীকে হেতুর অভাব অর্থাৎ বহ্নি-স্বরূপ করা যায় না। বস্তুতঃ উহাকে হেতুর অভাব বহ্নির স্বরূপ করিতে না পারায় এই অব্যাপ্তি হইল। উক্ত অন্যোন্যাভাবটী ঐরূপ করিয়া না ধরিলে উহার প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক অভাবটী, হেতুর অভাব অর্থাৎ বহ্নি-স্বরূপ হইত; আর তাহার ফলে অব্যাপ্তি হইত না। আর বস্তুতঃ, এই জন্যই চালনী-ন্যায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। চালনীর বহু ছিদ্র মধ্য দিয়া একে একে যেমন খইএর সব ধান্য-গুলি পড়িয়া যায়, এখানেও তদ্রূপ তাবন্নিষ্ঠ-অন্যোন্যাভাব-পদে বিভিন্ন বহ্নিমদ্-ভেদ ধরিয়া প্রকারান্তরে সকল বহ্নিমদ্-ভেদকেই ধরা হইল, অথচ একেবারে কেবল বহ্নিমদ্-ভেদকে ধরিবার ইচ্ছা করিলে তাহা পারা যাইত না; কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণতাবৎ-পদে পর্ব্বত, চত্বরাদি যেগুলিকে পাওয়া যায়, তাহা বহ্নিমৎই হয়, তাহা "বহ্নিমান্ ন" এরূপ ভেদবান্ হয় না। এই কৌশলটী টীকাকার মহাশয় এই গ্রন্থে আর কোথাও প্রয়োগ করেন নাই। তাবন্নিষ্ঠ-অন্যোন্যাভাব লইয়া লক্ষণ করিলে যে এ পথেও দোষ থাকিয়া যায়, তাহাই দেখাইবার জন্য তিনি এস্থলে এই কথাটী উত্থাপিত করিয়াছেন। আর বাস্তবিক, এ দোষটী নিবারণের অন্য কোন উপায়ও নাই; পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে এ কথার তিনি যে উত্তর দিবেন, তাহাতে তিনি ব্যাপকতা-সাহায্যে আর ব্যাপ্তি-লক্ষণই করিবেন না, পরন্তু ব্যাপকতাবচ্ছেদকতা-সাহায্যেই ব্যাপ্তি-লক্ষণ করিবেন। এই কৌশলটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" স্থলটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক।

যাহা হউক, টীকাকার মহাশয় পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে উপরি উক্ত আপত্তির যে সদুত্তর দিতেছেন, এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর।

টীকামূলম্।

তাদৃশাধিকরণতায়াঃ ব্যাপকতাবচ্ছেদকং হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবত্বং তদ্ধর্ম্মবত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বং তু তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বম্; ন তু তদ্বন্নিষ্ঠ-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বং, তদ্বতি নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ যঃ অভাবঃ তৎ-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বং বা।

প্রকৃতে ব্যাপকতায়াং প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্যস্য নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বস্য বা প্রবেশে প্রয়োজন-বিরহাৎ।

তেন "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" ইত্যাদৌ ন অতিব্যাপ্তিঃ, কপিসংযোগাভাবত্বস্য নিরুক্ত-ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব-বিরহাৎ, ইতি এব পরমার্থঃ।

বঙ্গানুবাদ।

কারণ, সেই প্রকার অধিকরণতার ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয় হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাবত্ব, সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি, ইহাই অভিপ্রেত।

ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বটী কিন্তু, তদ্বন্নিষ্ঠ-অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্বই বুঝিতে হইবে; পরন্ত, তদ্বন্নিষ্ঠ প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ যে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব নহে, অথবা তদ্বন্নিষ্ঠ-নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান্ যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্বও নহে।

প্রস্তাবিত-স্থলে ব্যাপকতা-মধ্যে প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্য কিংবা নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা গ্রহণের আবশ্যকতা নাই।

আর তজ্জন্যই "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" ইত্যাদি স্থলেও অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, কপি-সংযোগাভাবত্বে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব নাই। ইহাই হইল ইহার নিষ্কর্ষ।

তাদৃশাধি-=তাদৃশাভাবাধি-; সোঃ সং। -তায়াঃ ব্যাপকতা-=তাব্যাপকতা-; প্রঃ সং। চৌঃ সং। সোঃ সং। যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবত্বং যদবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবত্বং; প্রঃ সং। -কত্বং তু=-কত্বং চ; প্রঃ সং। প্রকৃতে=প্রকৃত-; প্রঃ সং। চৌঃ সং। নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বস্য=নিরবচ্ছিন্নত্বস্য; প্রঃ সং। সোঃ সং; চৌঃ সং। কপি-সংযোগাৎ=সংযোগাৎ; চৌঃ সং। ত্বাবচ্ছেদকত্ব-বিরহাৎ=তানবচ্ছেদকত্বাৎ। চৌঃ সং। "ন তু......-কত্বং বা" ইতি (চৌঃ সং) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর দিবার জন্য ব্যাপকতার "অবচ্ছেদক"-সাহায্যে "সকল"-পদ-ঘটিত এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অর্থ করিয়া, অর্থাৎ সমগ্র চতুর্থ-লক্ষণটীর অর্থ নির্ণয় করিয়া দেখাইতেছেন এবং পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" স্থলের অতিব্যাপ্তিও বারণ করিতেছেন;

অর্থাৎ ব্যাপকতার চতুর্থ-লক্ষণ-সাহায্যে ব্যাপ্তির এই চতুর্থ-লক্ষণের যে চতুর্থ প্রকার অর্থ করা হইয়াছিল, তাহাতে "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" স্থলে যে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে

সেই অব্যাপ্তি-নিবারণ-মানসে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অন্য প্রকার অর্থ নির্দ্ধারণ করিতেছেন এবং তৎপরে ব্যাপ্তি-লক্ষণ-মধ্যস্থ সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-পদে সকল-সাধ্যাভাবাধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান্ অভাব না বলিলে পূর্ব্বে "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" স্থলে যে অতিব্যাপ্তি হয়—বলা হইয়াছিল, বক্ষ্যমাণ অর্থ সাহায্যে তাহাই নিবারিত করিতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে টীকাকার মহাশয় চারিটী বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। **প্রথম**, তিনি বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ"স্থলে অব্যাপ্তি হইবে না ; কারণ ; ব্যাপ্তির এই চতুর্থ-লক্ষণটীর অর্থ হইবে—

"তাদৃশ" অর্থাৎ "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন" যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয়, যেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবত্ব, (অর্থাৎ, সেই অধিকরণতার ব্যাপকতাবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাবত্ব,) সেই অভাবত্ব-নিরূপিত প্রতিযোগিতাটী আবার যেই ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইবে, সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।

সুতরাং, এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্বে যে অর্থ করা হইয়াছিল, যথা,—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার ব্যাপকীভূত যে অভাব, সেই অভাবের যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি"—

তাহা আর এখন এই চতুর্থ-লক্ষণের অর্থ হইল না। অর্থাৎ, লক্ষণ-ঘটক "সকল" পদের অর্থ-মধ্যে যে ব্যাপকতার কথা বলা হইয়াছে, সেই ব্যাপকতা-ঘটিত এখন আর লক্ষণটী হইল না ; পরন্তু, ব্যাপকতাবচ্ছেদক-ঘটিতই লক্ষণটী হইল, এবং তাহার ফলে সাধ্যাভাবের অধিকরণে বৃত্তিমান্ অভাবকে আর নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান্ অভাব বলিতে হইবে না।

তৎপরে টীকাকার মহাশয়ের **দ্বিতীয়** কথাটী হইতেছে—"ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব কাহাকে বলে ? এতদর্থে তিনি বলিতেছেন যে,এই ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব বলিতে "তদ্বন্নিষ্ঠ-অত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব" বুঝিতে হইবে। সুতরাং, ইহার ফলে দাঁড়াইল এই যে, পূর্ব্বে আমরা ব্যাপকতার যে দ্বিতীয়-লক্ষণটী বলিয়া আসিয়াছি, অর্থাৎ "তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপকত্ব" ইত্যাদি বলিয়াছি, সেই লক্ষণটী হইতে এই ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বের লক্ষণটী গঠন করা হইল, অর্থাৎ উক্ত ব্যাপকতা-লক্ষণের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্বই ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব বলা হইল।

অবশ্য, এই কথায় একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যাপকতার প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণ হইতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকের লক্ষণ করা হইল না কেন ? বস্তুতঃ, ইহারই উত্তরে টীকাকার মহাশয় যেন **তৃতীয়** বিষয়ের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন যে,ব্যাপকতাবচ্ছেদক বলিতে

"তদ্বন্নিষ্ঠ প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব," অথবা "তদ্বন্নিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান্ যে অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব" নহে; কারণ, ব্যাপ্তি-লক্ষণে ঐ দুই বিশেষণের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে বলা হইল—ব্যাপকতার তৃতীয়-লক্ষণ হইতে, ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বের লক্ষণ গঠন করিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু, টীকাকার মহাশয় ব্যাপকতার প্রথম ও চতুর্থ-লক্ষণ হইতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বের লক্ষণ হইতে পারে কি না, সে কথা আর উত্থাপিত করিলেন না। আমরা কিন্তু, ইহার উত্তরটী একটু পরেই দিতেছি।

অতঃপর, টীকাকার মহাশয়ের চতুর্থ-বক্তব্য-বিষয়টী এই যে, এখন যখন বাধ্য হইয়া "এতদ্‌ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলে অব্যাপ্তি-বারণের জন্য ব্যাপকতা-সাহায্যে এবং "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" প্রভৃতি স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ জন্য পরিশেষে ব্যাপকতার অবচ্ছেদক-সাহায্যে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অর্থ নির্দ্ধারিত করিতে হইল, তখন লক্ষণোক্ত "সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ" অভাব বলিতে "সকল-সাধ্যাভাবাধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান্ অভাব" না বলিলে পূর্ব্বোক্ত "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" স্থলে যে অতিব্যাপ্তি-দোষ হইতেছিল, তাহা আর হইবে না। কারণ, কপিসংযোগাভাবত্বে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব নাই, অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবটী ব্যাপক হয় না, ইত্যাদি।

এইবার আমরা এই কয়টী কথা একটু সবিস্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব। অর্থাৎ, আমরা এজন্য দেখিব—

প্রথম—ব্যাপকতার পরিবর্ত্তে ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সাহায্যে এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণের যে অর্থ করা হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ আকারটী কিরূপ?

দ্বিতীয়—এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে লক্ষণটী—

(ক) "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়?
(খ) "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না?
(গ) "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়?
(ঘ) "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না?
(ঙ) "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়?
(চ) "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না?
(ছ) "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়?

তৃতীয়—এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর ঐরূপ অর্থ হওয়ায় "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" স্থলে কেন আর পূর্ব্ববৎ অব্যাপ্তি-দোষ হয় না?

চতুর্থ—প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব অথবা নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমত্ত্ব বিশেষণদ্বয়, ব্যাপ্তি-লক্ষণ-ঘটক ব্যাপকতার লক্ষণ-মধ্যে গ্রহণ করা কেন নিষ্প্রয়োজন; এবং ঐরূপ আশঙ্কাই বা কেন করা হয়?

পঞ্চম—ব্যাপকতার লক্ষণ-মধ্যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব এবং নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমত্ব নিবেশ করিলে তদ্‌ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণের "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" স্থলে কেন অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়?

ষষ্ঠ—এই লক্ষণ-সংক্রান্ত অবান্তর কথা কিছু আছে কি না?

যাহা হউক, এইবার আমরা এই বিষয় কয়টী একে একে আলোচনা করিব, এবং তজ্জন্য দেখিব;—

প্রথম—ব্যাপকতার পরিবর্ত্তে ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সাহায্যে এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণের যে অর্থ করা হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ আকারটী কিরূপ?

ইহার সংক্ষিপ্ত আকারটী এই—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয় যেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবত্ব,সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।"

কিন্তু যদি ইহাকে সবিস্তরে বলা যায়, তাহা হইলে ইহা হইবে—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ যে অধিকরণ, সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে অভাবত্ব, সেই অভাবত্ব-নিরূপিত যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।"

দ্বিতীয়—এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে, এই লক্ষণটী কি করিয়া উক্ত ছয়টী অনুমিতি-স্থলে কোথায় প্রযুক্ত হয়, এবং কোথায় হয় না। কিন্তু, এতদুদ্দেশ্যে আমরা উক্ত বিস্তৃত লক্ষণানুসারে একটী তালিকা-চিত্র মাত্র রচনা করিয়া লক্ষণোক্ত পদার্থগুলি কেবল প্রদর্শন করিব, উহাদের আর সবিস্তর আলোচনা করিব না। কারণ, পূর্ব্বকথার প্রতি মনোযোগ করিলে এস্থলে ইহাই যথেষ্ট হইবে। তালিকা-চিত্রটী পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই তালিকাভুক্ত অনুমিতি-স্থলগুলির মধ্যে "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" এবং "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" এই দুইটী স্থলের প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। কারণ, ইহাদের মধ্যে "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ করিবার জন্যই ব্যাপকতাকে ত্যাগ করিয়া ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সাহায্যে এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর অর্থ-নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, এবং "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" এই স্থলের অতিব্যাপ্তি-বারণ করিবার জন্য ব্যাপকতা-লক্ষণ-মধ্যে—সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদক-লক্ষণমধ্যেও প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব এবং নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমত্ত্ব এই বিশেষণ দুইটী লক্ষণ-ঘটক অভাবে নিবেশ করা নিষ্প্রয়োজন—বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট স্থলগুলি লক্ষণ-প্রয়োগে পটুতা-লাভার্থ সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র।

অনুমিতি-স্থল	চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণ					
	সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব	সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা	সেই অধিকরণতাবৎ অধিকরণনিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব	সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে অভাবত্ব	সেই অভাবত্ব-নিরূপিত যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা	সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, তদ্বত্ব।
বহ্নিমান্-ধূমাৎ (সদ্ধেতুক)	সংযোগ সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব।	জলহ্রদবৃত্তি অধিকরণতা।	জলহ্রদনিষ্ঠ ধূমাভাবাভাব পাওয়া গেলনা।	ধূমাভাবত্ব হইল।	ধূমনিষ্ঠ সংযোগাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা।	ধূমত্ববত্ত্ব ধূমে থাকিল।
ধূমবান্-বহ্নেঃ (অসদ্ধেতুক)	সংযোগ সম্বন্ধে ধূমাভাব।	অয়োগোলক-বৃত্তি অধিকরণতা।	অয়োগোলক-নিষ্ঠ বহ্ন্যভাবাভাব পাওয়া গেল।	বহ্ন্যভাবত্ব হইল না।	বহ্নিনিষ্ঠ সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হইল না।	সুতরাং বহ্নিত্ববত্ত্ব বহ্নিতে থাকিল না।
সত্তাবান্-দ্রব্যত্বাৎ (স)	সমবায় সম্বন্ধে সত্তাভাব।	সামান্যাদিবৃত্তি অধিকরণতা।	সামান্যাদিনিষ্ঠ দ্রব্যত্বাভাবাভাব পাওয়া গেল না।	দ্রব্যত্বাভাবত্ব হইল।	দ্রব্যত্বনিষ্ঠ-সমবায়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা	দ্রব্যত্বত্ব দ্রব্যত্বে থাকিল
দ্রব্যং সত্ত্বাৎ (অ)	সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাভাব।	গুণাদিবৃত্তি অধিকরণতা।	গুণাদিনিষ্ঠ সত্ত্বাভাবাভাব পাওয়া গেল।	সত্ত্বাভাবত্ব হইল না।	সত্তানিষ্ঠ সমবায়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হইল না	সুতরাং সত্তাত্ববত্ত্ব সত্তাতে থাকিল না।
নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ (স)	স্বরূপ সম্বন্ধে ধূমাভাবাভাব অর্থাৎ ধূম।	পর্ব্বতাদিবৃত্তি অধিকরণতা।	পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ নির্ব্বহ্নিত্বাভাবাভাব অর্থাৎ বহ্ন্যভাব পাওয়া গেল না।	নির্ব্বহ্নিত্বাভাবত্ব অর্থাৎ বহ্ন্যভাবাভাবত্ব হইল।	নির্ব্বহ্নিত্ব নিষ্ঠ-স্বরূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা।	নির্ব্বহ্নিত্বত্ব নির্ব্বহ্নিত্বে থাকিল।
পৃথিবী কপি-সংযোগাৎ (অ)	সমবায় সম্বন্ধে পৃথিবীত্বাভাব।	জলাদিবৃত্তি অধিকরণতা।	জলাদিনিষ্ঠ কপিসংযোগাভাবাভাব পাওয়া গেল।	কপিসংযোগাভাবত্ব হইল না।	কপিসংযোগ-নিষ্ঠ সমবায়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হইল না।	সুতরাং কপিসংযোগত্ববত্ত্ব কপিসংযোগে থাকিল না।
কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ (স)	সমবায় সম্বন্ধে কপিসংযোগাভাব।	গুণাদিবৃত্তি অধিকরণতা।	গুণাদিনিষ্ঠ এতদ্‌বৃক্ষত্বাভাবাভাব পাওয়া গেল না।	এতদ্‌বৃক্ষত্বাভাবত্ব হইল।	এতদ্‌বৃক্ষত্বনিষ্ঠ-সমবায়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা।	এতদ্‌বৃক্ষত্বত্ববত্ত্ব-এতদ্‌বৃক্ষত্বে থাকিল।

তৃতীয়—এইবার দেখা যাউক, ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সাহায্যে এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর অর্থ নির্দ্ধারিত হওয়ায় "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" স্থলে কেন আর পূর্ব্ববৎ অব্যাপ্তি-দোষ হয় না।

কিন্তু, এই কথাটী বুঝিতে হইলে এস্থলে পূর্ব্ব কথাটী একবার স্মরণ করা আবশ্যক। অবশ্য এ কথাটী আমরা ৪২৮।৪৩৫ পৃষ্ঠায় সবিস্তরে বলিয়া আসিয়াছি; সুতরাং, এক্ষণে একটু সংক্ষেপে তাহার কথা বলিয়া এস্থলে যাহা নূতন ঘটিয়াছে, তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

দেখ, পূর্ব্বে যে এই স্থলে অব্যাপ্তি হইয়াছিল, তাহা ব্যাপকতার চতুর্থ-লক্ষণ অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব-ঘটিত ব্যাপকতার লক্ষণ-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণেই ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ, তখন ব্যাপকতার যে লক্ষণটী গ্রহণ করা হয়, তাহা "তদ্বন্নিষ্ঠ-অন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব" সুতরাং, এতদ্দ্বারা যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গঠিত হইয়াছিল, তাহা হইয়াছিল—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে অভাব, সেই অভাব-নিরূপিত যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবত্বই ব্যাপ্তি।"

এখন এই লক্ষণানুসারে "নির্ধূমত্ববান্ নির্ব্বহ্নিত্বাৎ" এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে লক্ষণোক্ত অধিকরণতাবন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাবটী সরল পথে শুদ্ধ বহ্নিমদ্ভেদ হয় না বলিয়া "চালনীন্যায়"-সাহায্যে "পর্ব্বতে চত্বরীয় বহ্নিমদ্ভেদ" 'চত্বরে পর্ব্বতীয় বহ্নিমদ্ভেদ" ইত্যাদি প্রকারে যাবদ্-ব্যক্তিক "বহ্নিমদ্ভেদ" ধরা হয়। কারণ, উক্ত প্রকার অধিকরণতাবতে, অর্থাৎ পর্ব্বত-চত্বরাদিতে শুদ্ধ "বহ্নিমদ্ভেদ" না থাকিলেও বিশেষ-স্থলে বিশেষ-বহ্নিমদ্ভেদ থাকে। তাহার পর, এইরূপে চালনীন্যায়-সাহায্যে লক্ষণোক্ত "অধিকরণতাবন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব"-পদে তত্তদ্-বহ্নিমদ্ভেদকে লাভ করিয়া সেই "অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক অভাব"-পদে বহ্ন্যভাবাভাব-রূপ কোন বহ্নিকেই ধরিতে পারা যায় না দেখাইয়া (যেহেতু, বহ্ন্যভাবাভাব-রূপ বহ্নিটী তথায় অবচ্ছেদকই হয়) এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হয়। (ইহাই হইল পূর্ব্বকথার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।)

এখন কিন্তু, অত্যন্তাভাবগর্ভ-ব্যাপকতাবচ্ছেদক-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হওয়ায় লক্ষণোক্ত উক্ত "অধিকরণতাবন্নিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব", অর্থাৎ পর্ব্বতাদিনিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব, তাহা হেতুতাবচ্ছেদক যে নির্ব্বহ্নিত্ব (অর্থাৎ বহ্ন্যভাবত্ব) তদবচ্ছিন্নাভাবের অভাব হইল না; কারণ, পর্ব্বতাদিতে হেতুর অভাব যে বহ্নি, তাহাই থাকে, তাহার অভাব থাকে না। কিন্তু, পূর্ব্বে লক্ষণ-মধ্যে অন্যোন্যাভাব থাকায় চালনীন্যায়ে এস্থলে তত্তদ্-বহ্নিমদ্-ভেদকে ধরিতে পারা গিয়াছিল, এখন কিন্তু, ব্যাপকতাবচ্ছেদক-ঘটিত লক্ষণ হওয়ায় সেই সুযোগ আর পাওয়া গেল না। সুতরাং, এই অভাবত্ব-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-

সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাটী নির্ব্বহ্নিত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা হইল, এবং সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম, তাহা নির্ব্বহ্নিত্বত্ব হইল, আর সেই ধর্ম্মবত্ত্ব হেতু-নির্ব্বহ্নিত্বে থাকিল, অর্থাৎ লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোষ হইল না। এস্থলে ব্যাপকতার অবচ্ছেদকতা-ঘটিত লক্ষণ-গ্রহণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাপকতা-ঘটিত লক্ষণে এস্থলে হেতুর অভাবগুলি উক্ত প্রকার অন্যোন্যাভাবের প্রতি-যোগিতার অবচ্ছেদক হইলেও অর্থাৎ তাহার ফলে অব্যাপ্তি হইলেও, এই অবচ্ছেদকতা-ঘটিত লক্ষণে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবত্বটী উক্ত প্রকার অত্যন্তা-ভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হওয়ায় ব্যাপকতাবচ্ছেদক হইবে। সুতরাং, অভাবত্বকে লাভের জন্য এই অবচ্ছেদকতা-ঘটিত লক্ষণের আবশ্যকতা হইল—বুঝিতে হইবে।

এখন, এস্থলে একটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। জিজ্ঞাস্যটী এই যে, ব্যাপকতার পরিবর্ত্তে যখন ব্যাপকতাবচ্ছেদক গ্রহণ করায় এই অব্যাপ্তি-দোষ বারণ করা হইল, তখন কেবল অত্যন্তাভাব-ঘটিত ব্যাপকতার অবচ্ছেদক-সাহায্যে এই দোষ বারণ করা হইল কেন? অন্যোন্যাভাব-ঘটিত ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সাহায্যে কি এই দোষ বারণ হয় না?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, না, তাহাও হইতে পারে। অর্থাৎ, সে স্থলে লক্ষণটীকে একটু অন্যরূপ করিয়া লইতে হয়, যথা ;—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক হয় যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাবত্ব, তদ্ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি।"

বাহুল্যভয়ে ইহার প্রয়োগ আর প্রদর্শিত হইল না।

চতুর্থ—এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে "প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব" এবং "নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমত্ত্ব" অংশগুলি ব্যাপকতা-মধ্যের অভাবে, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদক-মধ্যের অভাবে নিবেশ করা কেন নিষ্প্রয়োজন, এবং এরূপ নিষ্প্রয়োজনীয়তা কথনই বা কেন আবশ্যক হইল।

এতদুত্তরে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, এই দুইটী বিশেষণ ব্যাপকতা-মধ্যের অভাবে, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদক-মধ্যের অভাবে গ্রহণ করিয়া যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হয়, তাহার উপযোগিতা কোথাও নাই, অর্থাৎ কোন অনুমিতি-স্থলেই উক্ত বিশেষণ দুইটী গ্রহণ করিলে কোন লাভ হয় না। পক্ষান্তরে ইহা গ্রহণ করিলে "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" প্রভৃতি স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়।

অবশ্য, কেন এস্থলে এই অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়, তাহা আমরা পরবর্ত্তি-আলোচ্য-বিষয়-মধ্যে এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি, কিন্তু তাহা হইলেও এখন একটী জিজ্ঞাস্য হইবে যে, উহাতে যদি স্থল-বিশেষে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাই রহিয়াছে, তখন টীকাকার মহাশয় "উহাকে গ্রহণ করা

উচিত নহে" না বলিয়া উহার "প্রয়োজন নাই" এরূপ কথা বলিলেন কেন? যেহেতু, কোন কিছুর প্রয়োজন নাই—বলিলে তাহাতে লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না বুঝায়; কিন্তু, এস্থলে দেখা যাইতেছে—ইহাতে অতিব্যাপ্তি-রূপ ক্ষতিই হইতেছে। ইত্যাদি। ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে উক্ত বিশেষণ দুইটী শুদ্ধ ব্যাপকতার লক্ষণ করিলে, তাহার মধ্যে আবশ্যক হয়, কিন্তু ব্যাপ্তিলক্ষণ-ঘটক ব্যাপকতার অবচ্ছেদক-লক্ষণ-মধ্যে তাহাদের গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই; সুতরাং, সহজেই একজনের মনে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, উক্ত ব্যাপকতা, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদক-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণে উহাদিগকে কি জন্য পরিত্যাগ করা হইল, এবং এই জিজ্ঞাসার আপাততঃ একটী উত্তর দিবার জন্য টীকাকার মহাশয় প্রথমে বলিতেছেন যে, উহাদের আবশ্যকতা নাই—এইমাত্র। ফলতঃ, উহার অগ্রহণের প্রকৃত প্রয়োজন-প্রদর্শন তিনি পরবর্ত্তী বাক্যে বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, কোন কিছু ব্যর্থ বলিলেই ব্যর্থত্বটী কি এবং তাহার ব্যর্থতা যেরূপে প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা দ্বিতীয়-লক্ষণের ব্যাখ্যা-মধ্যে কথিত হইয়াছে—স্মরণ করা যাইতে পারে। এখানে নিষ্প্রয়োজনই বলিলেন, সেই ব্যর্থত্ব নহে।

পঞ্চম—এইবার দেখিতে হইবে ব্যাপকতা-লক্ষণ-মধ্যের অভাবে, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদকের লক্ষণ-মধ্যের অভাবে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব অথবা নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমত্ত্ব নিবেশ করিলে তদ্-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণের "পৃথিবী-কপিসংযোগাৎ" স্থলে কেন অতিব্যাপ্তি হয়?

দেখ, ব্যাপকতা-মধ্যে, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদক-মধ্যে যদি অভাবে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব অথবা নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমত্ত্ব নিবেশ করা যায়, তাহা হইলে লক্ষণটী হয়।—

তদ্বন্নিষ্ঠ প্রতিযোগি ব্যধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব

অথবা

তদ্বন্নিষ্ঠনিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমদত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব।

এবং এতদ্দ্বারা যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গঠন করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইবে,—

"সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎ যে অধিকরণ, সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অত্যন্তাভাব (অথবা সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান্‌ অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে অভাবত্ব, সেই অভাবত্বনিরূপিত যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, তদ্বত্ত্বই ব্যাপ্তি।"

এখন দেখ, উক্ত-অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে—

"পৃথিবী কপিসংযোগাৎ"।

অবশ্য, ইহা যে অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল, তাহা পূর্ব্বেই, কথিত হইয়াছে; সুতরাং, এখন দেখা যাউক, উক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণটী এস্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে; এবং তাহার ফলে ইহা কিরূপে অতিব্যাপ্তি-দোষদুষ্ট হয়? দেখ এখানে—

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব,সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা,সেই অধিকরণতাবৎ যে অধিকরণ=	=পৃথিবীত্বাভাবটী যাহাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে, যথা কপিসংযোগবৎ—জলাদি।
সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-অত্যন্তাভাব অথবা নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমদ্-অত্যন্তাভাব=	=ইহা কপিসংযোগাভাবাভাবকে পাওয়া গেলনা। কারণ, ইহা কপিসংযোগ-স্বরূপ। ইহা কোথায়ও নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান্ বা প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ হয় না। যেহেতু, ইহা সর্ব্বস্থলেই অব্যাপ্যবৃত্তি।

সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে অভাবত্ব=কপিসংযোগাভাবত্ব হইল।

সেই অভাবত্ব-নিরূপিত যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা=ইহা কপিসংযোগে থাকিল। কারণ, প্রতিযোগিতা যেমন অভাব-নিরূপিত হয়, তদ্রূপ অভাবত্ব-নিরূপিতও হয়।

সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম=কপিসংযোগত্ব হইল।

তদ্ধর্ম্মবত্ত্ব=কপিসংযোগত্ববত্ত্ব হইল, অর্থাৎ ইহা কপিসংযোগে থাকিল।

সুতরাং, দেখা গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল।

অতএব, বলিতে হইবে যে, ব্যাপকতা-লক্ষণ-মধ্যে, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদকের লক্ষণ-মধ্যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব অথবা নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমত্ত্বের আবশ্যকতা নাই, অর্থাৎ ইহা দিলে অতিব্যাপ্তি হয়, এবং না দিলে তাহা হয় না; সুতরাং, উহা না দেওয়াই ভাল।

ষষ্ঠ—এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে—এই ব্যাপ্তি-লক্ষণ-সংক্রান্ত অবান্তর কথা কিছু আছে কি না?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, এ লক্ষণে অবান্তর জ্ঞাতব্য বিষয় অধিক নাই; যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা, এই যথা;—

(ক) সাধ্যাভাবের অধিকরণটী কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে।

(খ) সাধ্যাভাবের অধিকরণনিষ্ঠ-মধ্যে নিষ্ঠত্বটী কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, ইহাদের উত্তরগুলি কিরূপ হইবে?

(ক) প্রথম দেখা যাউক—সাধ্যাভাবের অধিকরণটী কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে।

ইহার উত্তরে বলা হয় যে, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ-মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কিন্তু, তাহা হইলেও টীকাকার মহাশয়ের মতে ইহা "স্বপ্রতিযোগিমত্ত্ব-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধে" ধরিতে হইবে। অর্থাৎ কোন কিছুর অভাব-স্থলে সেই অভাবের যে প্রতিযোগী হয়, সেই প্রতিযোগিমান্ অমুক—এই যে জ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রতি যে সম্বন্ধে তাহার অভাবত্তা ধরিলে এই নিশ্চয়টী প্রতিবন্ধক হয় সেই সম্বন্ধ। যেমন, বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগী বহ্নি,এস্থলে বহ্নিমান্ এই বুদ্ধির প্রতি যে সম্বন্ধে বহ্ন্যভাববান্ এই নিশ্চয়ে বহ্ন্যভাববত্তা ধরিলে এই নিশ্চয়টী প্রতিবন্ধক হয়, সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ, এখানে বহ্নিমান্ এই বুদ্ধির প্রতি "স্বরূপেণ বহ্ন্যভাববান্"

এই নিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং, এই সম্বন্ধ এখানে স্বরূপ হইল। যেহেতু, "স্বরূপেণ বহ্ন্যভাববান্" এই নিশ্চয় থাকিলে বহ্নিমান্ এই জ্ঞানটী জন্মে না।

কিন্তু, জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতে এই সম্বন্ধটী হইবে "সাধ্যবত্তা-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধ"। অর্থাৎ সাধ্যবান্ এই জ্ঞানের প্রতি যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাববান্ এই নিশ্চয়ে সাধ্যাভাববত্তা ধরিলে এই নিশ্চয়টী বিরোধী হয়—সেই সম্বন্ধ। যেমন, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে বহ্নিমান্ এই বুদ্ধির প্রতি "স্বরূপেণ বহ্ন্যভাববান্" এই নিশ্চয়টী বিরোধী হয়; অর্থাৎ এখানেও এই সম্বন্ধটী স্বরূপ হইল।

বস্তুতঃ, এই জন্যই সাকল্যটীকে সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিলে যে দোষ হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় অব্যাপ্তি-দোষের কথা বলিয়াছেন এবং টীকাকার মহাশয় অসম্ভব-দোষের কথা বলিয়াছেন। অবশ্য, এ কথাটী এস্থলে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই বিষয়টী পণ্ডিত-সমাজে মধ্যে মধ্যে আলোচিত হয়। নচেৎ, যিনি কেবল মাথুরী অবগত হইয়াছেন, জাগদীশী অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহার মনে এ কথা উদয়ই হইতে পারে না।

এইবার দেখা যাউক, টীকাকার মহাশয়ের মতের সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতের বিরোধ কেন হইয়া থাকে, এবং টীকাকার মহাশয়ের মতেই বা তাহার কিরূপ সমাধান করা হইয়া থাকে।

এস্থলে প্রথমতঃ বলা হয় যে, কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক "ঘটত্বাভাব" যখন স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য এবং "আত্মত্ব" যখন হেতু, তখন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতে সাধ্যবত্তা-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক যে কালিক-সম্বন্ধ,সেই কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবকুট 'কালে' প্রসিদ্ধ হয়; সুতরাং, লক্ষণ যায়, অব্যাপ্তি হয় না, এবং এক স্থলে লক্ষণ যাইলে আর অসম্ভব-দোষ হয় না।

কিন্তু, টীকাকার মহাশয়ের মতে এস্থলে স্বপ্রতিযোগিমত্তা-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরা হয় বলিয়া —ঘটে স্বরূপ-সম্বন্ধে অবৃত্তি যে, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, যথা, ঘটাবৃত্তির্নাস্তি,—পটে স্বরূপ-সম্বন্ধে অবৃত্তি হয় যে, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, যথা, পটাবৃত্তির্নাস্তি— ইত্যাদি অভাবকুটের অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ হয়। অধিক কি, পূর্ব্বোক্ত "কাল"ও এই অধিকরণ হয় না। কারণ, এই সম্বন্ধটী এস্থলে "কালিক" হয় না; পরন্তু, "স্বরূপ" হয় এবং স্বরূপ-সম্বন্ধে, ঘটাবৃত্তির্নাস্তি, পটাবৃত্তির্নাস্তি—ইহারা কালে থাকে না; যেহেতু, তথায় ঘটাবৃত্তি বস্তুই থাকে। সুতরাং, টীকাকার মহাশয়ের মতে অসম্ভব-দোষই হইল, অব্যাপ্তি হইল না।

তৎপরে, এস্থলে পুনরায় যদি বলা হয়, টীকাকার মহাশয়ের মতে"গগনত্বাভাব" যখন সাধ্য এবং "পটত্বাদি" যখন হেতু, তখন তথায় কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়? কারণ, তদুক্ত "স্বপ্রতি-যোগিমত্তা-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধ" হইবে সমবায়, সেই সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধি-করণ অপ্রসিদ্ধ হয়। যেহেতু, সাধ্যাভাবরূপ গগনত্ব, কখনও সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না। (অবশ্য, শব্দই যে গগনত্ব, সেই মতে এই কথা বলা হইতেছে না, বুঝিতে হইবে।) আর তাহা হইলে

ইহার উত্তরে টীকাকার মহাশয়ের সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, "ঘটভিন্নত্ব-প্রকারক-প্রমা-বিশেষ্য" ও গগনত্ব এই উভয়ের অভাব ধরিয়া এ স্থলেও অব্যাপ্তি দেখাইতে পারা যায়। কারণ, সাধ্যটীও এই অভাবের প্রতিযোগী হইতে পারে। যেহেতু, গগনত্বাভাবটীও "ঘটভিন্নত্ব-প্রকারক-প্রমা-বিশেষ্য" হইয়া থাকে।

সুতরাং, দেখা গেল, টীকাকার মহাশয়ের মতে কোন অসামঞ্জস্য নাই। অবশ্য, এই দুই মতের ভেদ-বশতঃ সাধারণতঃ কোন স্থলে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, কেবল যে সব স্থলে তাহা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত উপরে কথিত হইল।

(খ) এইবার দেখা যাউক, "সাধ্যাভাবের অধিকরণতাবন্নিষ্ঠ"-পদমধ্যস্থ "নিষ্ঠত্বটী" কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে? বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে (৪১৭ পৃঃ) একটী আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা হউক, এইবার আমরা তাহার আলোচনা করিব।

ইহার উত্তরে বলা হয় যে,এই সম্বন্ধটীও "স্ব-প্রতিযোগিমত্তা-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধে" ধরিতে হইবে। কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে এই নিষ্ঠত্বটীকে আমরা যে-কোন সম্বন্ধে ধরিতে পারি। আর তাহা হইলে দেখ, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই স্থলে ধূমাভাবত্বটী বহ্ন্যভাবাধিকরণতার ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয় না। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণতাবৎ বলিতে এস্থলে জলহ্রদ হইবে, তন্নিষ্ঠ অভাব বলিতে "ধূমাভাবো নাস্তি" এই অভাবকে কালিক-সম্বন্ধে ধরিতে পারি; যেহেতু, কালিক-সম্বন্ধে হ্রদেও ধূম থাকে। আর তাহা হইলে ধূমাভাবত্বটী প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকই হইল, অর্থাৎ অনবচ্ছেদক হইল না; সুতরাং, ব্যাপকতাবচ্ছেদক হইল না। কিন্তু যদি, এস্থলে "স্ব-প্রতিযোগিমত্ত্ব-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধে" জলহ্রদনিষ্ঠ অভাব ধরা হয়, তাহা হইলে "ধূমাভাবো নাস্তি" এই অভাবকে ধরিতে পারা যাইবে না; কারণ, স্ব-প্রতিযোগী যে ধূমাভাব, তদ্বত্তা-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধ হইবে সংযোগ, সেই সংযোগ-সম্বন্ধে জলহ্রদে ধূমাভাবাভাব অর্থাৎ ধূম থাকে না। সুতরাং, ধূমাভাবত্বটী উক্ত প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকই হইবে, অর্থাৎ লক্ষণ যাইবে।

এখন দেখ, পূর্ব্বে ৪১৭ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,এই নিষ্ঠত্বটী "ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে ব্যাপকবত্তা-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধে" ধরিতে হইবে। কিন্তু, ইহা বলিলে এতদ্-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণে "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে অব্যাপ্তি হয়। এইবার ইহার সমাধান আবশ্যক। বস্তুতঃ, সে স্থলে যে সম্বন্ধটীর বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে ব্যাপকতার লক্ষণে কোন দোষ হয় না, কিন্তু তদ্ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণে দোষ হয়। এই জন্য, এস্থলে উক্ত সম্বন্ধটীকে অন্য প্রকারে বলিতে হইল। অতএব, এস্থলে আমরা প্রথম দেখিব—পূর্ব্বের সম্বন্ধে "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়, তৎপরে দেখিব—উক্ত নূতন সম্বন্ধে কি করিয়া তাহা নিবারিত হয়।

দেখ, এই "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ"। স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণতাবৎ বলিতে সামান্যাদি হয়, এখানে ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে ব্যাপকতা-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধ

হয় সমবায়। এখন সামান্যাদি-নিরূপিত সেই সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তিতা অর্থাৎ নিষ্ঠত্বই অপ্রসিদ্ধ হয়; সুতরাং, লক্ষণ যায় না, অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু যদি, এস্থলে স্ব-প্রতিযোগিমত্তা-বুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধে নিষ্ঠত্বটীকে ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য যে-কোন অভাবকে ধরা যায়; আর তাহা হইলে দ্রব্যত্বাভাবত্বটী অনবচ্ছেদক হইবে—লক্ষণ যাইবে—অব্যাপ্তি হইবে না।

কিন্তু, ইহাতেও নিস্তার নাই—এই নূতন সম্বন্ধেও দোষ হইয়া থাকে। কারণ, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলেই সাধ্যাভাবাধিকরণতাবৎ বলিতে ধূমাবয়বকে ধরিয়া তন্নিষ্ঠ অভাব বলিতে সমবায়-সম্বন্ধে ধূমাভাবাভাব-রূপ ধূমকে ধরিতে পারা যায়, আর তজ্জন্য তাহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটী সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ধূমাভাবত্ব হওয়ায় ধূমাভাবত্বটী অনবচ্ছেদক হইবে না, লক্ষণও সুতরাং যাইবে না।

এতদুত্তরে এস্থলে বলা হয় যে, বাস্তবিক এ দোষটী এস্থানে হয় না। কারণ, "সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবন্নিরূপিত বৃত্তিতাবচ্ছেদক যে অনুযোগিতা, সেই অনুযোগিতা-নিরূপিত যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অভাবত্ব, তদ্ধর্ম্মবত্ত্বই ব্যাপ্তি "এইরূপ লক্ষণ হইলে আর দোষ হয় না। কারণ, সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ধূমাভাবাভাবত্বটী সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতারই অবচ্ছেদক হয়, অন্য সম্বন্ধ, যথা—সমাবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অবচ্ছেদক হয় না। ইহাই হইল প্রস্তাবিত এতৎ-সংক্রান্ত অবান্তর জ্ঞাতব্য বিষয়।

এইবার দেখা আবশ্যক—তৃতীয়-লক্ষণ সত্ত্বে চতুর্থ-লক্ষণের প্রয়োজন কি?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, টীকাকার মহাশয়ের মতে পাঁচটী লক্ষণেরই কেবলান্বয়ি-স্থলে অব্যাপ্তি-দোষ হয়, কিন্তু শিরোমণি মহাশয়ের মতে তাহা হইলেও, প্রথম-লক্ষণটী যে স্থলে প্রযুক্ত হয় না, সে স্থলে দ্বিতীয়-লক্ষণটী সে অভাব দূর করে, এবং দ্বিতীয়-লক্ষণটী যে স্থলে প্রযুক্ত হয় না, তৃতীয়-লক্ষণটী সে স্থলে সে অভাব দূর করে; ঐরূপ, তৃতীয়-লক্ষণটী যে স্থলে প্রযুক্ত হয় না, চতুর্থ-লক্ষণটী সে স্থলে সে অভাব দূর করে, ইত্যাদি। ওদিকে, আমরা ইতি পূর্ব্বে ১৫ পৃষ্ঠায় এই পথেই তৃতীয়-লক্ষণ সত্ত্বেও চতুর্থ-লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক, আমরা সে স্থলে যাহা প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার উত্তর টীকাকার মহাশয়ই "যদ্বা" কল্পে (৩৭৮ পৃঃ) প্রদান করিয়াছেন। পরন্তু, নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ শিরোমণি মহাশয় যে পথে উত্তরোত্তর লক্ষণের উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পন্থানুসরণ করিয়া ইহার অন্যরূপ উত্তরও প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, তৃতীয়-লক্ষণে যে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহা এই চতুর্থ-লক্ষণে সিদ্ধ হয়।

কারণ, দেখ "বহ্নিমান্-ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ হইল জলহ্রদাদি, তন্নিরূপিত কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা হেতুতে থাকায় যে অব্যাপ্তি হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য যদি সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটীকে

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া বিশেষিত করা হয়, তাহা হইলে "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" স্থলে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ যে সামান্যাদি, সেই সামান্যাদি-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক যে সমবায়-সম্বন্ধ, সেই সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় যে অব্যাপ্তি হয়, তাহা নিবারণের জন্য চতুর্থ-লক্ষণের আরম্ভ। আর যদি বল, প্রথম লক্ষণের ন্যায় এ লক্ষণেও হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব—এইরূপ একটী নিবেশ করিব, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, যাঁহারা এই ভাবে বিশেষরূপে সংসর্গতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে তৃতীয়-লক্ষণে যে দোষ থাকে, তাহা নিবারণ-মানসে এই চতুর্থ-লক্ষণ করা হইয়াছে। কারণ, চতুর্থ-লক্ষণটী বৃত্তিতা ঘটিত নহে বলিয়া সে দোষ হয় না।

এইবার আমরা এই লক্ষণের যাবৎ নিবেশগুলি একত্র করিয়া এই প্রসঙ্গ-শেষ করিব। ইতিপূর্ব্বে ৪৩৪ পৃষ্ঠায় এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূর্ণ আকার প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং, তদনুসারে নিম্নে আমরা একটী তালিকা-চিত্র প্রণয়ন করিলাম।

লক্ষণ-ঘটক পদার্থ।	কোন্ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইবে।	কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।
সাধ্যাভাব।	সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব হইবে।	সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব হইবে।
উহার অধিকরণতা।	সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন হইবে।	নব্যমতে "স্বরূপ" এবং প্রাচীনমতে "সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামানীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।
উক্ত অধিকরণ-নিষ্ঠত্ব।	অত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন হইবে।	স্বপ্রতিযোগিমত্তাবুদ্ধির বিরোধিতাঘটক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।
উক্ত অধিকরণ নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা।	নির্ণয় নিষ্প্রয়োজন	হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমত্তাবুদ্ধির বিরোধিতা-ঘটক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।
সেই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে "অভাবত্ব" এস্থলের অবচ্ছেদকতা।	ঐ	হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুমত্তাবুদ্ধির বিরোধিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।
সেই অভাবত্ব-নিরূপিত প্রতিযোগিতা।	ঐ	হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।
সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা	ঐ	হেতুতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।
সেই অবচ্ছেদক ধর্ম্মবত্ব।	ঐ	ঐ

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া চতুর্থ-লক্ষণটীর ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল। এইবার টীকাকার মহাশয় পঞ্চম-লক্ষণের ব্যাখ্যা উপলক্ষে যাহা বলিতেছেন, আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পঞ্চম লক্ষণ।

"সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্"।

লক্ষণের অর্থ, অবৃত্তিত্ব-পদের রহস্য।

টীকামূলম্।

"সাধ্যবদন্য"—ইতি। অত্রাপি প্রথম-লক্ষণোক্ত-রীত্যা হেতৌ সাধ্য-বদন্য-বৃত্তিত্বাভাবঃ ইতি অর্থঃ।

তাদৃশ-বৃত্তিত্বাভাবঃ চ তাদৃশ-বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাবঃ বোধ্যঃ।

তেন "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদৌ ধূমবদন্য-জলহ্রদাদি-বৃত্তিত্বাভাবস্য, ধূম-বদন্য-বৃত্তিত্ব-জলত্বোভয়াভাবস্য চ হেতৌ সত্ত্বে অপি ন অতিব্যাপ্তিঃ।

"সাধ্যবদন্য"—ইতি (চৌঃ সং) পুস্তকে ন দৃশ্যতে।
বৃত্তিত্বাভাবঃ=বৃত্তিত্বস্য অভাবঃ ; চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

"সাধ্যবদন্য" ইত্যাদির অর্থ—এস্থলেও প্রথম-লক্ষণোক্ত রীতির অনুসরণ করিয়া হেতুতে "সাধ্যবদ্-অন্য-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই অর্থ করিতে হইবে।

এই বৃত্তিত্বাভাবটী এই বৃত্তিতার সামান্যাভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আর তাহা হইলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি স্থলে ধূমবদ্-ভিন্ন যে জলহ্রদাদি, সেই জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব, অথবা ধূমবদ্-ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিত্ব এবং জলত্ব এই উভয়ের অভাব হেতুতে থাকিলেও অতিব্যাপ্তি হইবে না।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় পঞ্চম-লক্ষণের ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

এতদুদ্দেশ্যে **প্রথমে** তিনি বলিতেছেন যে, প্রথম-লক্ষণে যেরূপে অর্থ করা হইয়াছে এ লক্ষণেরও সেইরূপে অর্থ করিতে হইবে, অর্থাৎ হেতুতে সাধবদ্-ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব থাকাই ব্যাপ্তি—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। আর তজ্জন্য ইহার সমাসটী হইবে "সাধ্যবদন্যস্মিন্ ন বৃত্তির্যস্য" এইরূপ ত্রিপদ-ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি। "বৃত্তি" শব্দটী বৃৎ ধাতু ভাববাচ্যে ক্তি প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ইহার হেতু প্রভৃতি ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৎপরে তাঁহার **দ্বিতীয়** কথাটী এই যে, বৃত্তিত্বাভাবটী এস্থলে কিরূপ অভাব হইবে? এতদুত্তরে তিনি বলিতেছেন, বৃত্তিতার অভাবটীও প্রথম-লক্ষণের ন্যায় বৃত্তিতার সামান্যাভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে "সাধ্যবদন্য" পদে জল-হ্রদাদি কোন একটী নির্দ্দিষ্টকে ধরিয়া সেই জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে পাওয়া যাইবে, লক্ষণ যাইবে—অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে; অথবা "সাধ্যবদন্য" পদে কোন নির্দ্দিষ্টকে না ধরিয়া সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব এই উভয়ের অভাবকে হেতুতে পাওয়া যাইবে বলিয়া লক্ষণ যাইবে, অর্থাৎ এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

কিন্তু, বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব বলিলে "সাধ্যবদন্য" পদে কেবল জলত্বদাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব, অথবা সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিত্ব-জলত্ব-উভয়াভাব ধরিতে পারা যাইবে না; সুতরাং, লক্ষণ যাইবে না, অতিব্যাপ্তিও হইবে না। ইহাই হইল টীকাকার মহাশয়ের কথা।

এইবার এই কথাগুলি আমরা একটু সবিস্তরে আলোচনা করিব, অর্থাৎ দেখিব—

প্রথম—এই লক্ষণের অর্থ-মধ্যে প্রথম-লক্ষণের সহিত ইহার সাদৃশ্য কোথায়? সুতরাং, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণে ইহার অর্থের সহিত বৈসাদৃশ্যই বা কিরূপ?

দ্বিতীয়—ইহা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ", "ধূমবান্ বহ্নেঃ", "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" "দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" এবং "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়, অথবা হয় না?

তৃতীয়—বৃত্তিত্বাভাবটী বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব না বলিলে কি দোষ হয়, এবং বলিলেই বা কি লাভ হয়?

চতুর্থ—এস্থলেও এই সামান্যাভাবের পর্য্যাপ্তি প্রভৃতি প্রথম-লক্ষণের মত আবশ্যক কি না? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাই বা কিরূপ?

পঞ্চম—উক্ত "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে জলত্বদাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব লইয়া অতিব্যাপ্তি প্রদর্শনের পর আবার বৃত্তিত্ব-জলত্ব-উভয়াভাব-সাহায্যে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কি?

ষষ্ঠ—এ সম্বন্ধে কোন অবান্তর কথা আছে কি না?

যাহা হউক, এইবার আমরা একে একে এই বিষয়গুলির আলোচনা করিব। সুতরাং,—

প্রথম—দেখা যাউক, এই লক্ষণের অর্থ-মধ্যে প্রথম-লক্ষণের সহিত ইহার সাদৃশ্য কোথায়? এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণের সহিত ইহার অর্থের বৈসাদৃশ্যই বা কিরূপ?

ইহার উত্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই মনে হয় যে, এস্থলে টীকাকার মহাশয় যখন বলিয়াছেন "এস্থলেও প্রথম লক্ষণোক্তরীতি অনুসারে হেতুতে সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই অর্থ" তখন হেতুতে সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবটী যেন দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণের অর্থ নহে। কিন্তু, বাস্তবিক তাহা নহে, দ্বিতীয়-লক্ষণে হেতুতে প্রথম-লক্ষণের ন্যায় বৃত্তিত্বাভাব থাকা আবশ্যক, তৃতীয় লক্ষণে শব্দতঃ না থাকিলেও বস্তুতঃ আছে, কারণ, এই লক্ষণটী হইয়াছে "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য," অর্থাৎ সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব, অতএব শব্দতঃ হেতুতে যেন বৃত্তিত্বাভাব থাকিল না বটে, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহাই থাকিল। অবশ্য, কেবল চতুর্থ-লক্ষণটী "সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব" হওয়ায় হেতুতে প্রকৃত-প্রস্তাবেই বৃত্তিত্বাভাব থাকিল না। সুতরাং, এস্থলে টীকাকার মহাশয়—"হেতুতে বৃত্তিত্বাভাব" এইরূপ করিয়া বলায় এইমাত্র বলিলেন যে, এই পঞ্চম-লক্ষণটীর, ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থ-লক্ষণের ন্যায় হেতুতে উক্ত প্রতিযোগিতা থাকাই লক্ষ্য নহে, পরন্তু, একটু পূর্ব্বে বহুনালোচিত প্রথম-লক্ষণের ন্যায় হেতুতে বৃত্তিত্বাভাব থাকাই লক্ষ্য বুঝিতে হইবে। ইহাই হইল স্থূলতঃ প্রথম-লক্ষণের সহিত ইহার সাদৃশ্য এবং অপর লক্ষণের সহিত ইহার বৈসাদৃশ্য। অবশ্য,

এতদ্ভিন্ন ইহার নিবেশ প্রভৃতিতেও যে অনেক ঐক্য আছে, তাহা এই লক্ষণ-শেষে টীকাকার মহাশয়ই আবার বলিবেন।

কিন্তু, ইহার এতদপেক্ষা উত্তম যে একটী উত্তর হইতে পারে, তাহাই আমরা উপরে প্রদান করিয়াছি। অর্থাৎ এতদনুসারে এস্থলে প্রথম-লক্ষণোক্ত রীতি বলিতে প্রথম লক্ষণে কথিত যে সমাসাদি হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ সমাসাদি করিতে হইবে, অর্থাৎ "সাধ্যবদন্যস্মিন্ ন বৃত্তির্যস্য" এইরূপ ত্রিপদ-ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি সমাস করিতে হইবে, তত্রোক্ত প্রাচীন-মতে ইহার সমাসাদি করা চলিবে না। ২৯-৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য— এ স্থলে এই প্রথম-লক্ষণোক্ত রীতি বলিতে অনেকে উপসংহার-রূপে বক্ষ্যমাণ "বৃত্তিত্বা-ভাবটী বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব ধরিতে হইবে" বলিয়া অর্থ করেন। কিন্তু, বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। কারণ, নিবেশাদি-কথনের পর এইরূপ কথা এই লক্ষণের ব্যাখ্যা-শেষে আবার টীকাকার মহাশয় বলিয়াছেন, অতএব এ স্থলে "ইত্যর্থঃ" বলিয়া অর্থ মাত্র প্রদর্শন করাই এস্থলে প্রথম-লক্ষণোক্ত রীতিই বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়—এইবার আমরা দেখিব—এই লক্ষণটী "বহ্নিমান ধূমাৎ" "ধূমবান্ বহ্নেঃ" "সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ" "দ্রব্যং সত্বাৎ" এবং "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়, অথবা হয় না।

অনুমিতি স্থল.	পঞ্চম-ব্যাপ্তি-লক্ষণ					লক্ষণ যাইল কি না
	সাধ্য	সাধ্যবৎ	সাধ্যবদন্য	তন্নিরূপিত বৃত্তিতা	উক্ত বৃত্তিতার অভাব	
বহ্নিমান্ ধূমাৎ (সদ্ধেতুক)	বহ্নি	পর্ব্বতাদি	জলহ্রদ	মীনশৈবাল নিষ্ঠবৃত্তিতা	হেতুধূমে থাকিল	লক্ষণ যাইল
ধূমবান্ বহ্নেঃ (অসদ্ধেতুক)	ধূম	পর্ব্বতাদি	অয়োগোলক	বহ্নিনিষ্ঠ বৃত্তিতা	হেতুবহ্নিতে থাকিল না	লক্ষণ যাইল না
সত্তাবান্ দ্রব্য-ত্বাৎ (স)	সত্তা	দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম	সামান্যাদি	সামান্যত্বাদি নিষ্ঠবৃত্তিতা	হেতুদ্রব্যত্বে থাকিল	লক্ষণ যাইল
দ্রব্যং সত্বাৎ (অ)	দ্রব্যত্ব	দ্রব্য	গুণকর্ম্মাদি	সত্তা নিষ্ঠবৃত্তিতা	হেতুসত্তাতে থাকিল না	লক্ষণ যাইল না
কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ (স)	কপিসংযোগ	বৃক্ষ	গুণাদি	গুণত্বনিষ্ঠবৃত্তিতা	হেতুএতদ্বৃ-ক্ষত্বে থাকিল	লক্ষণ যাইল

তৃতীয়—এইবার দেখা যাউক, লক্ষণোক্ত বৃত্তিত্বাভাবটী বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব না বলিলে কি দোষ হয়, এবং বলিলেই বা কি লাভ হয় ?

ইহার, এক কথায় উত্তর এই যে, ইহা না বলিলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়, অর্থাৎ যেখানে লক্ষণ যাওয়া অভীষ্ট নহে, সেই স্থলে লক্ষণ যায়, এবং বলিলে আর সেই অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না।

অগ্রে দেখ, বৃত্তিত্বাভাব-পদে বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব না বলিলে কি করিয়া অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় ? দেখ—

"ধূমবান্ বহ্নেঃ"

একটী অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল। এখানে ব্যাপ্তির লক্ষণ যাওয়া উচিত নহে ; কিন্তু, যদি উক্ত বৃত্তিত্বাভাবটীকে বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব না বলা যায়, তাহা হইলে এই স্থলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইতেছে দেখ, এখানে লক্ষণটী হইতেছে ;—

"সাধ্যবদ্‌-অন্য-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব।"

সুতরাং, এখানে—

সাধ্য=ধূম।

সাধ্যবৎ=ধূমবৎ; যথা, পর্ব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি।

সাধ্যবদ্‌-অন্য=ধূমবদ্‌-ভিন্ন অর্থাৎ উক্ত পর্ব্বতাদি-ভিন্ন, যথা,—জলহ্রদ, অয়োগোলক, ঘট, ইত্যাদি ধরা যাউক।

সাধ্যবদ্‌-অন্য-নিরূপিত বৃত্তিতা=ঘট-নিরূপিত জলনিষ্ঠ বৃত্তিতা, অয়োগোলক-নিরূপিত বহ্নিনিষ্ঠ বৃত্তিতা, জলহ্রদাদি-নিরূপিত মীন-শৈবালাদিনিষ্ঠ বৃত্তিতা, ইত্যাদি।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=জলহ্রদাদি-নিরূপিত মীন-শৈবালাদিনিষ্ঠ বৃত্তিতার অভাব, ঘট-নিরূপিত জলনিষ্ঠ বৃত্তিতার অভাব, অয়োগোলক-নিরূপিত বহ্নিনিষ্ঠ বৃত্তিতার অভাব, ইত্যাদি।

এখন যদি, বৃত্তিতার অভাবকে সামান্যাভাব না বলা যায়, অর্থাৎ যত প্রকার বৃত্তিতা এস্থলে হইতে পারে সকল প্রকার বৃত্তিতার অভাব না বলা যায়, তাহা হইলে উক্ত তিন শ্রেণীর-বৃত্তিতার অভাবের মধ্যে বৃত্তিতা বিশেষের অভাব অর্থাৎ জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবটী হেতু বহ্নিতে থাকিবে, আর তাহার ফলে লক্ষণ যাইবে, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

এইবার দেখ যদি, বৃত্তিতার অভাবকে সামান্যাভাব বলা যায়, অর্থাৎ যত প্রকার বৃত্তিতা এস্থলে হইতে পারে, সকল প্রকার বৃত্তিতার অভাব বলা হয়, তাহা হইলে উক্ত তিন শ্রেণীর বৃত্তিতার অভাবের মধ্যে কেবল জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব ধরা চলিবে না, পরন্তু, অয়োগোলক-নিরূপিত বহ্নিনিষ্ঠ বৃত্তিতার অভাবকেও ধরিতে হইবে, আর তাহার ফলে তাহা, হেতু বহ্নিতে পাওয়া যাইবে না ; কারণ, বহ্নিতে উক্ত বৃত্তিতাই থাকে ; সুতরাং, লক্ষণ যাইবে না, অর্থাৎ উক্ত অতিব্যাপ্তি আর হইবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, বিশিষ্টাভাব-গ্রহণ-জন্য অতিব্যাপ্তি-বারণার্থ উক্ত বৃত্তিতার অভাবকে বৃত্তিতা-সামান্যাভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আর যদি বল, সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব বলিতে 'বিশেষের অভাব' অর্থাৎ কেবল জলহ্রদ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব ধরাই যায় না; কারণ, "অন্য" পদে এইরূপ কোন একটীকে ধরিবার অধিকার থাকে না, যেমন ঘটাদন্য বলিলে নীলঘট আর ধরা যায় না; সুতরাং, সামান্যাভাব-নিবেশের প্রয়োজন কি?

তাহা হইলে, তাহার উত্তর দিবার মানসে, যেন টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, আচ্ছা সামান্যাভাব যদি নিবেশ না কর, তাহা হইলে "সাধ্যবদন্য"-পদে কেবল জলহ্রদ ধরিয়া এ স্থলে বিশিষ্টাভাব না ধরিতে পারিলেও সাধারণভাবে সাধ্যবদন্য ধরিয়া তন্নিরূপিত বৃত্তিতা এবং অন্য একটা কিছু যথা—জলত্ব—এতদুভয়ের অভাব অর্থাৎ এইরূপ উভয়াভাব ধরিতে পারা যাইবে, আর তাহা ত হেতু বহ্নিতে থাকিবে। সুতরাং, তখন আবার সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ তখন এই লক্ষণের সেই অতিব্যাপ্তিই ঘটিবে; কারণ, উক্ত প্রকার বৃত্তিত্ব, অয়োগোলক-অন্তর্ভাবে বহ্নিতে থাকিলেও এই বৃত্তিত্ব ও জলত্ব এতদুভয়, কোন কালেও হেতু বহ্নিতে থাকিবে না; সুতরাং, এইরূপে এ স্থলের হেতুতে বৃত্তিত্বাভাবই পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ লক্ষণ যাইবে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

কিন্তু, যদি বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব-নিবেশ করা যায়, তাহা হইলে আর উক্ত বৃত্তিত্ব-জলত্ব-উভয়াভাবও ধরিতে পারা যাইবে না। কারণ, ইহাতে বৃত্তিত্বভিন্ন জলত্ব-রূপ একটী অধিক কিছু থাকিতেছে। সামান্যাভাব বলিলে পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্টাভাব না ধরিতে পারিলেও এরূপ করিয়া একটী অধিক কিছুও ধরিতে পারা যায় না; সুতরাং, হেতু বহ্নিতে এস্থলে সাধ্যবদন্য-অয়োগোলক নিরূপিত বৃত্তিতাই থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না, লক্ষণ যাইবে না, অর্থাৎ, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে না।

সুতরাং, দেখা গেল, উভয়াভাব-গ্রহণ-জন্য-অতিব্যাপ্তি-বারণার্থ বৃত্তিত্বাভাব বলিতে বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাবই বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ, সর্ব্বরকমেই দেখা যাইতেছে—লক্ষণ-ঘটক বৃত্তিত্বাভাবটী বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাবই হইবে, অন্যথা অতিব্যাপ্তি অনিবার্য্য।

চতুর্থ—এইবার দেখা যাউক, এ স্থলের পর্য্যাপ্তি প্রভৃতি আবশ্যক কি না, এবং যদি আবশ্যক হয়—তাহা হইলে তাহাই বা কিরূপ হইবে?

এতদুত্তরে বলিতে হইবে, যে এ স্থলেও প্রথম-লক্ষণের ন্যায় ন্যূনবারক ও অধিকবারক পর্য্যাপ্তি আবশ্যক এবং তাহার আকার প্রথম লক্ষণের অনুরূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য এস্থলে আমরা তাহা পুনরুক্তি করিলাম যথা;—

"সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতানিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা ভিন্ন হইয়া অন্যোন্যাভাবত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা ভিন্ন

যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার অনিরূপিত—অথচ সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতানিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার নিরূপিত হইয়া যে অন্যোন্যাভাবত্বনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার নিরূপিত যে অন্যোন্যাভাবনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা ভিন্ন হইয়া অধিকরণত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা ভিন্ন যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার অনিরূপিত—অথচ অন্যোন্যাভাবনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার নিরূপিত হইয়া অধিকরণত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার নিরূপিত যে অধিকরণনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা ভিন্ন হইয়া বৃত্তিতাত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা ভিন্ন যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার অনিরূপিত—অথচ অধিকরণনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার নিরূপিত হইয়া বৃত্তিতাত্বানিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার নিরূপিত যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব, সেই অভাবই উক্ত সাধ্যবদ্ভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতার সামান্যাভাব" হইবে। ইহাই হইল এ স্থলে সামান্যাভাবের পর্য্যাপ্তি।

ইহার প্রয়োজন প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ-জন্য ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বাহুল্য-ভয়ে আমরা এ স্থলে আর সে সব কথার অবতারণা করিলাম না।

পঞ্চম—এইবার দেখা যাউক, উক্ত "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে একবার জলহ্রদাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব লইয়া অব্যাপ্তি-প্রদর্শনের পর আবার বৃত্তিত্ব-জলত্ব উভয়াভাব অবলম্বনে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইল কেন?

ইহার উত্তর, বস্তুতঃ, আমরা উপরেই দিয়াছি, এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তথাপি সংক্ষেপে ইহা এই—এস্থলে প্রথমটী বিশিষ্টাভাব-ঘটিত অতিব্যাপ্তি এবং দ্বিতীয়টী উভয়াভাব-ঘটিত অতিব্যাপ্তি। এই উভয়বিধ অতিব্যাপ্তি-নিবারণার্থই যে, সামান্যাভাব প্রয়োজন, ইহাই বুঝাইবার জন্য উক্ত দুইটী উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। একথাও আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রথম লক্ষণে সবিস্তরে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি; সুতরাং, সূক্ষ্মরূপে ইহার সবিশেষ জানিতে হইলে ৪০।৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ—এইবার দেখিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোন অবান্তর কথা আছে কি না?

এতদুত্তরে বলিতে হইবে এস্থলে অবান্তর কথা বড় বিশেষ কিছুই নাই। তবে এইটুকু এস্থলে জানিয়া রাখা উচিত যে, বৃত্তিত্বাভাবটী বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব বলিয়া উক্ত অভাব-নিরূপিত প্রতিযোগিতাটী যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইবে, তাহাই বলা হইল, উহা কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, তাহা আর টীকাকার মহাশয় প্রথম লক্ষণের ন্যায়, এস্থলেও বলিলেন না। কিন্তু, স্থূলভাবে বলিতে হইলে ইহা স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, অথবা যদি সূক্ষ্মভাবে বলা যায়, তাহা হইলে ইহা "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক স্বরূপ-সম্বন্ধে হইবে। যাহা হউক, এ কথা আমরা এই লক্ষণের শেষে পুনরায় উত্থাপন করিব।

সাধ্যবদন্য-পদের রহস্য।

টীকামূলম্।

সাধ্যবদন্যত্বং চ অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত-সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-কাভাববত্ত্বম্।

তেন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদৌ তত্তদ্‌বহ্নিমদন্যস্মিন্ ধূমাদেঃ বৃত্তৌ অপি ন অব্যাপ্তিঃ ; ন বা বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতি-যোগিতাকাত্যন্তাভাবস্য স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্ন-ভেদ-রূপস্য অধিকরণে পর্ব্বতাদৌ ধূমস্য বৃত্তৌ অপি অব্যাপ্তিঃ। তস্য সাধ্যবত্ত্বা-বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতায়াঃ অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্বেন অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব-বিরহাৎ। অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্বং চ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বম্ এব।

ন বা=এবং ; প্রঃ সং। ভেদরূপস্য=ভেদস্য ; প্রঃ সং। অপি অব্যাপ্তি=নাব্যাপ্তিঃ ; প্রঃ সং। প্রতিযোগিতা-কাত্যন্তাভাবস্য=প্রতিযোগিকাত্যন্তাভাবস্য। সোঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

"সাধ্যবদন্যত্ব"টী আবার অন্যোন্যা-ভাবত্ব-নিরূপিত এবং সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাববত্ত্ব বলিতে হইবে।

আর তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে "পর্ব্বতো ন" "চত্বরং ন" ইত্যাদি সেই সেই বহ্নিমদ্‌ভিন্নে ধূমাদির বৃত্তিতা থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না ; অথবা "বহ্নিমান্ নাস্তি" এইরূপ বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাবটী স্বাবচ্ছিন্নভিন্নের ভেদস্বরূপ অর্থাৎ—অন্যোন্যাভাব-স্বরূপও হয় বলিয়া সেই অত্যন্তাভাবের অধিকরণ যে পর্ব্বতাদি, সেই পর্ব্বতাদিতে ধূমের বৃত্তিতা থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, উক্ত "বহ্নিমান্ নাস্তি" অভাবের সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহা অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত হওয়ায় অন্যোন্যা-ভাবত্ব-নিরূপিত আর হইল না। অন্যোন্যা-ভাবত্ব-নিরূপিত অর্থই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ—

যাহা হউক, ইহাই হইল লক্ষণ-ঘটক "অবৃত্তিত্বম্" পদের রহস্য, এইবার দেখা যাউক, লক্ষণ-ঘটক "সাধ্যবদন্য" পদের রহস্য বর্ণনাভিপ্রায়ে টীকাকার মহাশয় কি বলিতেছেন।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় লক্ষণ-ঘটক "সাধ্যবদন্য" পদের রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন অর্থাৎ এই লক্ষণেও তিনি প্রথম-লক্ষণের ন্যায় লক্ষণের শেষ হইতে এক একটী পদের রহস্য প্রকাশ করিতেছেন, লক্ষণের প্রথম হইতে করিতেছেন্ না। ইহার কারণ, আমরা পরে বলিতেছি।

এতদর্থে তিনি **প্রথমে** বলিতেছেন যে—সাধ্যবদন্যত্বটী অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত অথচ সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক অভাব হইবে। "সাধ্যবদন্য" শব্দের অর্থ সাধ্যবৎ হইতে যাহা ভিন্ন, অর্থাৎ যাহা সাধ্যবদ্‌ভেদ-বিশিষ্ট, অর্থাৎ যাহা সাধ্যবান্ নয়। সুতরাং, সাধ্যবদন্যত্ব অর্থ সাধ্যবদ্‌ভিন্নত্ব ; সুতরাং, সাধ্যবদ্ভেদ-বিশিষ্টের ভাব, অর্থাৎ সাধ্য-

বিশিষ্ট হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাতে যে ধর্ম্মটী থাকে, তাহা। এইজন্য টীকাকার মহাশয় "সাধ্যবদন্যত্ব" অর্থ উক্ত প্রকার অভাব এবং আমরা তাহার অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে "অভাব" নামেই অভিহিত করিয়াছি। ইহা হইল "সাধ্যবদন্যত্বং" হইতে "অভাববত্ত্বম্" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

এইবার টীকাকার মহাশয়ের **দ্বিতীয়** কথা এই যে,—যদি সাধ্যবদন্যত্বটীকে অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত অথচ সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন এমন যে প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক অভাব এইরূপ করিয়া না বলা যায়, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে; এবং যদি বলা যায়, তাহা হইলে আর ঐ অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। ইহাই হইল "তেন" হইতে "বৃত্তৌ অপি অব্যাপ্তিঃ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

অতঃপর, **তৃতীয়** বাক্যে তিনি এই অব্যাপ্তি কি করিয়া হয়, এবং কি করিয়া নিবারিত হয়, তাহাই সবিস্তরে প্রদর্শন করিতেছেন। ইহা হইল "তস্য" হইতে "বিরহাৎ" পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ।

পরিশেষে তিনি পূর্ব্ববাক্যের হেতুনির্দ্দেশ মুখে বলিয়াছেন যে, সাধ্যবদন্যত্বটী যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ তাহা বলা হইল, কিন্তু ইহা যে কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ, তাহা ত বলা হইল না; অতএব, বুঝিতে হইবে ইহা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নই হইবে। কারণ, অন্যোন্যাভাবটী সর্ব্বত্রই তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হইয়া থাকে, ইহা অত্যন্তাভাবের ন্যায় নানা সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হয় না। ইহাই টীকাকার মহাশয় তাঁহার শেষ-বাক্যে বলিয়াছেন।

এইবার আমরা এই কথাগুলি একটু ভাল করিয়া বুঝিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিব এবং তজ্জন্য দেখিব—

প্রথম—অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত প্রতিযোগিতা বলায় কি বুঝাইল।

দ্বিতীয়—সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা বলায় কি বুঝাইল।

তৃতীয়—সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাববত্ত্ব না বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়?

চতুর্থ—অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতাক অভাববত্ত্ব না বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়?

পঞ্চম—উক্ত প্রতিযোগিতাতে উক্ত বিশেষণ দুইটী দিলে কি করিয়া লক্ষণ যায়, অর্থাৎ, অব্যাপ্তি নিবারিত হয়?

ষষ্ঠ—স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্ন-ভেদটী স্ব-স্বরূপ হয়—একথার অর্থ কি?

সপ্তম—এতৎ-সংক্রান্ত অবান্তর কথা কিছু আছে কি না?

যাহা হউক, এইবার আমরা একে একে এই বিষয়গুলি আলোচনা করিব। অতএব, এখন

দেখা যাউক,—

প্রথম—অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত প্রতিযোগিতা বলায় কি বুঝাইল।

ইহার অর্থ—"বহ্নিমান্ ন" বলিলে বহ্নিমতের উপর যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাটী "বহ্নিমদ্‌ভেদত্ব" রূপ অন্যোন্যাভাবত্বের দ্বারা নিরূপিত এবং সেই অন্যোন্যাভাবত্বটী উক্ত প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়। অবশ্য, অভাব যেমন প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়, তদ্রূপ অভাবত্বও প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়; এজন্য, এখানে "সাধ্যবদন্যত্বং চ অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত" ইত্যাদি ক্রমে বলা হইয়াছে। সেইরূপ "সাধ্য-বদন্য" বলিতে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে "বহ্নিমান্ নাস্তি" বলিলে বহ্নিমতের উপর যে প্রতিযোগিতাটী থাকে, তাহা অত্যন্তাভাবত্বের দ্বারা নিরূপিত এবং অত্যন্তাভাবত্বটী উক্ত প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়—বুঝিতে হইবে। স্মরণ করিতে হইবে—অবচ্ছেদক-ভেদে প্রতিযোগিতাও বিভিন্ন হয়।

দ্বিতীয়—এইবার দেখা যাউক, সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা বলায় কি বুঝাইল?

ইহাতে বুঝাইল যে, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতি-স্থলে সাধ্যবদন্য বলিতে "বহ্নিমান্ ন" বলিলে বহ্নিমতের উপর যে প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা, সাধ্যবত্তা অর্থাৎ বহ্নিমত্তা দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। ইহাও পূর্ব্ববৎ "বহ্নিমান্ নাস্তি" স্থলেও সম্ভব হইতে পারে। কারণ, এস্থলেও বহ্নিমত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে—সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন অথচ অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত প্রতি-যোগিতা বলায় "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যবদন্য বলিতে "বহ্নিমান্ ন" ইত্যাকারক অভাবকেই পাওয়া যায়। কারণ, ইহাতে বহ্নিমতের উপর যে প্রতিযোগিতা আছে, তাহা "ন" পদবাচ্য অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত হয়, এবং বহ্নিমত্তা অর্থাৎ সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নও হয়। কিন্তু যদি, সাধ্য-বত্তাবচ্ছিন্ন অথচ অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত এরূপ করিয়া না বলিয়া সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতি-যোগিতা-নিরূপক অথচ অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতা-নিরূপক এরূপ ভাবে বলা যায়, তাহা হইলে আর কেবল মাত্র "বহ্নিমান্ ন"কেই পাওয়া যায় না, তখন "বহ্নিমান্ নাস্তি" ইহাকেও ধরিতে পারা যায়। কারণ, স্বাবচ্ছিন্নভিন্ন-ভেদটী স্ব-স্বরূপ হয়—এই নিয়মানু-সারে "বহ্নিমান্ নাস্তি" ইহাও উক্ত উভয় প্রকার অভাব হইতে পারে। কিন্তু, এই কথাটী বুঝিতে হইলে "স্বাবচ্ছিন্নভিন্ন-ভেদটী স্ব-স্বরূপ হয়" একথার অর্থ কি—তাহা বুঝিতে হইবে। অতএব, দেখা যাউক,—

তৃতীয়—স্বাবচ্ছিন্নভিন্ন-ভেদটী স্ব-স্বরূপ হয় এ কথাটীর অর্থ কি?

ইহার অর্থ—"স্ব"র দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিশিষ্ট যে, অর্থাৎ যে যাহাতে থাকে, তদ্ভিন্ন "যে" হয়, তাহা "স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্ন" পদবাচ্য হয়। সেই স্বাবচ্ছিন্নভিন্নের যে ভেদ, তাহা "স্ব" স্বরূপ হয়। যেমন ধূম, পর্ব্বতে থাকে বলিয়া পর্ব্বতাদি ধূমাবচ্ছিন্ন-পদবাচ্য হইতে পারে। এখন সেই পর্ব্বতাদিভিন্ন যে হয়, অর্থাৎ পর্ব্বতাদিভিন্ন জলহ্রদাদি যে বস্তু, তাহাদের যে ভেদ, তাহা ধূম

যেখানে যেখানে থাকে,সেই স্থানেই থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে উহারা সমনিয়ত হওয়ায় উহাকে ধূম-স্বরূপ বলা হয়। ফলতঃ, ধূমটী একটী অন্যো'ন্যাভাব-স্বরূপ পদার্থ হইয়া উঠিল। ঐরূপ, আবার এই নিয়মটী বলে "বহ্নিমান্ নাস্তি" এই অত্যন্তাভাবটীও একটী অন্যোন্যাভাব-স্বরূপ হইতে পারে। কারণ, (উক্ত ধূম ও পর্ব্বতের দৃষ্টান্তবৎ) "বহ্নিমান্ নাস্তি"-রূপ অত্যন্তাভাবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে, অর্থাৎ "বহ্নিমান্ নাস্তি" অভাবটী যেখানে যেখানে থাকে,যথা জলহ্রদাদি, তদ্ভিন্ন যে, অর্থাৎ জলহ্রদাদি ভিন্ন যে, যথা পর্ব্বতাদি, তাহার ভেদটী "বহ্নিমান্ নাস্তি" এই অভাব যে জলহ্রদাদিতে থাকে, সেই স্থানেই থাকে ; সুতরাং, দুই অভাবই সমনিয়ত হয়, অর্থাৎ উভয়ই অভিন্ন হয়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে—স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্ন-ভেদ-রূপে কেবলান্বয়ি-ভিন্ন সকলই অন্যোন্যাভাব-স্বরূপ হইতে পারে। কথাটী যদি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে এস্থলে——

স্ব=বহ্নিমান্ নাস্তি।

স্বাবচ্ছিন্ন=জলহ্রদাদি।

স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্ন=পর্ব্বতাদি।

উহার ভেদ=জলহ্রদাদিতে থাকিল, "বহ্নিমান্ নাস্তি"ও জলহ্রদাদিতেই আছে।

সুতরাং, উভয় সমনিয়ত হওয়ায় এক হইল।

চতুর্থ—এইবার আমরা এই কথাগুলি স্মরণ করিয়া আমাদের চতুর্থ আলোচ্য বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিব। অর্থাৎ "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে যদি অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত অথচ সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক যে অভাব—এইরূপ করিয়া না বলি, তাহা হইলে এই লক্ষণের কেন অব্যাপ্তি-দোষ হয়—দেখিব।

দেখ, এখানে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইতেছে—"সাধ্যবদ্-ভেদের যে অধিকরণ, তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব।" এবং অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে,—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"।

এখন দেখ; এখানে সাধ্যবদ্ভেদের প্রতিযোগিতাটীকে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন যদি না বলি, তাহা হইলে—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ।

সাধ্যবদ্ভেদ=বহ্নিমদ্ভেদ। অর্থাৎ, ইহা জলহ্রদাদিনিষ্ঠ ভেদ যেমন হয়, তদ্রূপ, তত্তদ্-বহ্নিমদ্-ভেদ অর্থাৎ, "চত্বরং ন" "মহানসং ন" ইত্যাদিও হইতে পারে।

সেই ভেদবৎ=পর্ব্বত হইতে পারে। কারণ, চত্বর বা মহানসের ভেদ পর্ব্বতে থাকে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=পর্ব্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা, ইহা ধূমে থাকিবে। কারণ, পর্ব্বতে ধূম থাকে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহা ধূমে থাকিল না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু, সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

অবশ্য, যদি এই অব্যাপ্তি-বারণ করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত সাধ্যবদ্ভেদের প্রতিযোগিতাকে "সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব" দ্বারা বিশেষিত করিলেই হয়। কারণ, সাধ্যবদ্ভেদ বলিতে যে "চত্বরং ন" এবং "মহানসং ন" ধরা হইয়াছে, সেই ভেদ-দ্বয়ের যে প্রতিযোগিতা দুইটী, তাহারা সাধ্যবত্তা অর্থাৎ বহ্নিমত্তার দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, পরন্তু, তাহা চত্বরত্ব এবং মহাসনত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং, সাধ্যবদ্ভেদের প্রতিযোগিতাকে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব দ্বারা বিশেষিত করিলে "চত্বরং ন" অথবা "মহানসং ন" ইত্যাদি ভেদ ধরা যায় না, পরন্তু কেবল "বহ্নিমান্ ন" এইরূপ ভেদই ধরিতে হয়,আর তাহার ফলে উপরি উক্ত অব্যাপ্তি নিবারিত হয়।

ঐরূপ, যদি সাধ্যবদ্ভেদের ঐ প্রতিযোগিতাকে "অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" দ্বারা আবার বিশেষিত করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলেই অব্যাপ্তি হয়, পূর্ব্বোক্ত সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণটী, একাকী সে অব্যাপ্তি বিদূরিত করিতে পারে না। দেখ, এখানে—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ।

সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যবদ্ভেদ=বহ্নিমদ্ভেদ। ইহা ধরা যাউক এস্থলে "বহ্নিমান্ নাস্তি"। যদি বল, ইহা একটী অত্যন্তাভাব, তাহা হইলে বলিব, তথাপি ইহাকে এস্থলে ধরা যায়। কারণ, "স্বাবচ্ছিন্নভিন্নের ভেদ স্ব-স্বরূপ হয়" এই নিয়ম-বলে ভাব-পদার্থ বা অত্যন্তাভাবও অন্যোন্যাভাব-স্বরূপ হইতে পারে। ইহা একটু পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

সেই ভেদবৎ=পর্ব্বত। কারণ, "বহ্নিমান্ নাস্তি" এই অত্যান্তাভাব-বিশিষ্ট পর্ব্বতও হয়; যেহেতু, পর্ব্বতের উপর বহ্নিমৎ অর্থাৎ পর্ব্বতাদি কেহই থাকে না।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=উক্ত পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতা, ইহা ধূমে থাকিল। উক্ত বৃত্তিতার অভাব ধূমে থাকিল না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল।

বস্তুতঃ, এইরূপ অব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্য সাধ্যবদ্-ভেদের প্রতিযোগিতাটীকে উক্ত "সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব" বিশেষণ ব্যতীত "অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" রূপ আর একটী বিশেষণে বিশেষিত করিতে হয়, এবং তাহা করিলে কি করিয়া এই অব্যাপ্তি বারণ হয়, তাহাই আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব; আর এই জন্যই ইহাকে পরিবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় মধ্যে আমরাও গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং, এক্ষণে আমরা দেখিব,—

পঞ্চম—সাধ্যবদ্-ভেদের প্রতিযোগিতাকে যদি সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব" এবং "অন্যোন্যা-

ভাবত্ব-নিরূপিতত্ব" এই দুই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা যায়, তাহা হইলে উক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে উক্ত অব্যাপ্তি কি করিয়া নিবারিত হয়?

দেখ এখানে ;—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ।

সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন এবং অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত প্রতিযোগিতাক সাধ্যবদ্‌ভেদ="বহ্নিমান্ ন" হইল। কারণ, এই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা বহ্নিমতের উপর থাকে, এবং তাহা বহ্নিমত্তাবচ্ছিন্ন; সুতরাং, তাহা সাধ্যবত্তার দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং অন্যোন্যাভাবত্ব দ্বারা নিরূপিতও বটে। আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলে"বহ্নিমান্ নাস্তি"এই অত্যন্তাভাবটীকে"স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্নের ভেদটী স্ব-স্বরূপ হয়" এই নিয়ম-বলে অন্যোন্যাভাব বলিয়া গণ্য করিতে পারা যাইবে না। কারণ, "বহ্নিমান্ নাস্তি" এই অত্যন্তাভাবের ওরূপ ক্ষেত্রে দুইটী প্রতিযোগিতা হয়; একটী থাকে বহ্নিমতের উপর এবং আর একটী থাকে স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্নের উপর। এই দুইটী প্রতিযোগিতার কোনটীই—"সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব" এবং "অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব"-রূপ দুইটী বিশেষণে বিশেষিত নহে। যে প্রতিযেগিতাটী বহ্নিমানের উপর থাকে, তাহা বহ্নিমত্তাবচ্ছিন্ন; সুতরাং, সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন বটে, কিন্তু অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত নহে, এবং যেটী স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্নের উপর থাকে, তাহা অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত বটে, কিন্তু, তাহা বহ্নিমত্তাবচ্ছিন্ন; অর্থাৎ, সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন নহে, পরন্তু তাহা স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্নত্বাবচ্ছিন্নই হয়। অতএব, এখন আর এস্থলে "বহ্নিমান্ নাস্তি" এই অত্যন্তাভাবকে ধরিতে পারা গেল না, পরন্তু "বহ্নিমান্ ন"-কেই ধরিতে হইল।

সেই ভেদবৎ=জলহ্রদাদি। কারণ, জলহ্রদাদি, বহ্নিমান্ হয় না।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=মীনশৈবালাদি-নিষ্ঠ বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ধূমে থাকিল। কারণ, ধূম, জলহ্রদাদি-বৃত্তি হয় না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

অতএব দেখা গেল, সাধ্যবদন্যত্ব অর্থাৎ সাধ্যবদ্‌ভেদ বলিতে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন অথচ অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত যে প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক ভেদ বলিতে হইবে। ইহা না বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলেই এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। অধিক কি, ইহাদের একটী দিয়া অপরটী না দিলেও চলে না। উপরে আমরা প্রথমে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণটী না দিলে চলে না দেখাইয়া পরে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণটী দিয়া অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব

বিশেষণটী না দিলে যে চলে না তাহা দেখাইয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক অগ্রে অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব বিশেষণটী দিয়া পরে সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণটী না দিলেও চলে না। বাহুল্য ভয়ে ইহা আর পৃথগ্ ভাবে প্রদর্শিত হইল না।

ষষ্ঠ—এইবার দেখা যাউক, এই প্রসঙ্গে কোন অবান্তর কথা আছে কি না?

এই বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায়, এস্থলে অন্যূন পাঁচ ছয়টী আবশ্যকীয় অবান্তর কথা রহিয়াছে, যথা—

(ক) "স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্নের ভেদ স্ব-স্বরূপ হয়" এই নিয়ম যদি সার্ব্বত্রিক হয়, তাহা হইলে উক্ত বিশেষণদ্বয় না দিলে এস্থলে অব্যাপ্তি হয়, টীকাকার মহাশয় এই **অব্যাপ্তির** কথা বলিলেন কেন? এস্থলে ত বস্তুতঃ, অসম্ভবই হওয়া উচিত; কারণ, ঐ নিয়মবশতঃ উক্ত বিশেষণ-দ্বয় না দিলে সর্ব্বত্রই লক্ষণ যায় না. সুতরাং, এমন কি কোন অনুমিতির স্থল আছে, যেখানে এইরূপ অবস্থাতেও লক্ষণ যায়, আর তাহার ফলে অসম্ভব হয় না?

(খ) বৃত্তিত্বাভাব-পদের রহস্য বলিয়া একেবারে সাধ্যবদন্যত্ব অর্থাৎ সাধ্যবদ্ভেদের কথা উত্থাপন করিলেন কেন, ইহার পূর্ব্বে যে "বৃত্তিতা" একটী পদার্থ রহিয়াছে, তাহা কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাহা ত বলা হইল না; সুতরাং, ইহার তাৎপর্য্য কি?

(গ) সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণটী না দিলে অব্যাপ্তি হয়; ইহাই টীকাকার মহাশয়ের কথা; সুতরাং, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এমন কোনও স্থল আছে কি, যেখানে ইহা না দিলেও লক্ষণ যায়? নচেৎ, ইহার অভাবে লক্ষণে অসম্ভব-দোষের কথাই বলা উচিত ছিল। সুতরাং, জিজ্ঞাস্য হইতেছে, এরূপ স্থল কোথায়?

(ঘ) নিবেশ-মধ্যে অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্বের কথা পূর্ব্বে এবং সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্বের কথা পরে উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শনকালে প্রথমে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার কি কোন তাৎপর্য্য আছে?

(ঙ) বৃত্তিত্বাভাবের রহস্য অগ্রে বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সাধ্যবদন্যত্বের রহস্য পরে বলা হইতেছে কেন?

(চ) শিরোমণি মহাশয় ও জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রভৃতি এস্থলে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব-নিবেশের কথা না বলিয়া ইহা ব্যুৎপত্তি-বল-লভ্য বলিয়াছেন। সুতরাং, ইহাতে টীকাকার মহাশয়ের সহিত মতভেদ হইয়াছে কি না?

যাহা হউক, এইবার আমরা এই কয়টী বিষয় একে একে আলোচনা করিব; এবং তজ্জন্য এক্ষণে দেখা যাউক—

(ক) "স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্নের ভেদটী স্ব-স্বরূপ" হইলে উক্ত বিশেষণদ্বয় না দিলে কোনও স্থলে লক্ষণ যায় কি না?

ইহার উত্তরে বলা হয় যে, যেখানে উক্ত নিয়ম প্রযুক্ত হয় না, অর্থাৎ স্বাবচ্ছিন্নভেদই প্রসিদ্ধ হয় না, এরূপ স্থলে অব্যাপ্তি হয় না, কারণ দেখ—

"শব্দবান্ গগনত্বাৎ"

এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে স্বাবচ্ছিন্ন-ভেদ প্রসিদ্ধ হয় না; সুতরাং, "শব্দবান্ নাস্তি" এই অত্যন্তাভাবটী এস্থলে ভেদ-স্বরূপ হইবে না, এবং তজ্জন্য লক্ষণ যায়, অব্যাপ্তিও হয় না। কারণ, দেখ এখানে,—

সাধ্য=শব্দ।

সাধ্যবৎ=শব্দবান্ অর্থাৎ গগন।

সাধ্যবদ্ভেদ=ইহা পূর্ব্বোক্ত "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলের "বহ্নিমান্ নাস্তির" ন্যায় "শব্দবান্ নাস্তি" এইরূপ একটী ভেদ-স্বরূপ অত্যন্তাভাব হইবে না; কারণ, "শব্দবান্ নাস্তি"টী স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্নভেদ-স্বরূপ হয় না। যেহেতু, ইহা সর্ব্বত্রই থাকে; সুতরাং, স্বাবচ্ছিন্ন-ভেদই অপ্রসিদ্ধ। যদি বল, ইহা কিরূপে স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্ন-ভেদরূপ হয় না? তাহা হইলে শুন;—গগন অবৃত্তি পদার্থ; ইহা যেখানে থাকে না এরূপ স্থান নাই,—সুতরাং, সকলই স্বাবচ্ছিন্ন হইল; সুতরাং, তাহার ভেদ অপ্রসিদ্ধ। (অবশ্য, গগন অবৃত্তি পদার্থ বলিয়া ইহা অপ্রসিদ্ধ—এরূপ যেন সংশয় না হয়। কারণ, অবৃত্তি-পদার্থ-নিচয় অলীক নহে, তবে যে সর্ব্বমূর্ত্ত-সংযোগানুযোগিত্বটী গগনে আছে, এইরূপ একটী কথা আছে, তাহা বৃত্তি-নিয়ামক-সংযোগ নহে, কিন্তু বৃত্ত্য-নিয়ামক সংযোগ এবং এই জন্য সংযোগ-সম্বন্ধকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।) যাহা হউক, এখন উক্ত "শব্দবান্ নাস্তি" অত্যন্তাভাবটী স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্নভেদের স্বরূপ হয় না বলিয়া ইহাকে ধরিতে পারা গেল না। সুতরাং, এস্থলে "শব্দবান্ ন" এই ভেদকেই ধরিতে হইল।

উক্ত ভেদবান্="শব্দবান্ ন" এই ভেদবান্ হইবে গগন-ভিন্ন।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=গগন-ভিন্নের উপরে যে থাকে, তাহাতে থাকিবে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=গগনত্বে থাকিবে।

ওদিকে, এই গগনত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল। আর তজ্জন্য উক্ত অসম্ভব-দোষ হইল না।

(খ) এইবার দেখা যাউক, বৃত্তিত্বাভাব-পদের রহস্য বলিয়াই সাধ্যবদন্যত্ব-পদের রহস্য কেন কথিত হইল।

ইহার উত্তর এই যে, এ বিষয়টী টীকাকার মহাশয় সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আর বলেন নাই। এজন্য, তিনি এই লক্ষণ-শেষে বলিয়াছেন "সর্ব্বম্ অন্যৎ প্রথম-লক্ষণোক্ত দিশা অবসেয়ম্।" সুতরাং, এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, আমরা সেই স্থলে বলিব।

(গ) এইবার দেখা যাউক—"সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যবদ্ভেদ না বলিলে কেন অসম্ভব হয় না, অর্থাৎ সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন না বলিলেও কোথায় লক্ষণ যায়?

ইহার উত্তরে বলা হয়, সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব দ্বারা সাধ্যবদ্ভেদের প্রতিযোগিতাকে বিশেষিত

"ইদং গগনং শব্দাৎ"

না করিলেও প্রতিযোগ্য-বৃত্তিত্ব-বিশেষণাভিপ্রায়েই বিশিষ্টাভাব ও উভয়াভাব ধরিতে না পারায় এই এক-ব্যক্তি-সাধ্যক-স্থলে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সাধ্য করিলে লক্ষণ যায়। কারণ, এখানে—

সাধ্য=গগন।

সাধ্যবৎ=গগনবৎ। অর্থাৎ গগন।

সাধ্যবদন্য=গগনবদন্য অর্থাৎ গগনভিন্ন। ইহা হইবে ঘট, পটাদি সব। যেহেতু, তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে গগনবৎ বলিতে গগনকে বুঝায়।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=গগনভিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=শব্দে থাকিল। কারণ, শব্দ গগনভিন্নে থাকে না, গগনেই থাকে।

ওদিকে, এই শব্দই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ সাধ্যবদ্‌ভেদের প্রতিযোগিতাতে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণটী না দিলেও এই স্থলে লক্ষণ যায়। ফলতঃ, এই জন্য টীকাকার মহাশয় অসম্ভব-দোষের কথা না বলিয়া অব্যাপ্তি-দোষের কথা বলিয়াছেন।

(ঘ) এইবার দেখা যাউক—নিবেশমধ্যে পূর্ব্বে অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্বের কথা এবং পরে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্বের কথা উল্লেখ করিয়া উহাদের প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শনকালে কেন এই পারম্পর্য্য পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে বিশেষ কোন অভিসন্ধি নাই। রচনা-সৌকর্য্য ও বোধ-সৌকর্য্যই এই ব্যতিক্রমের একমাত্র হেতু বলিয়া বোধ হয়।

(ঙ) এইবার দেখা যাউক, বৃত্তিত্বাভাব-পদের রহস্য-কথনের পর তৎপূর্ব্ববর্ত্তী "সাধ্য-বদন্যত্ব" পদের রহস্য কথনের তাৎপর্য্য কি ?

ইহার উত্তর প্রথম লক্ষণের অনুরূপ, অর্থাৎ বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব সিদ্ধ না করিতে পারিলে সাধ্যবদন্য-পদের নিবেশ-সংক্রান্ত ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করা যায় না ৫৬।৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(চ) এইবার দেখা যাউক—শিরোমণি মহাশয় ও জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়, সাধ্যবত্তা-বচ্ছিন্নত্ব নিবেশের কথা না বলিয়া ইহাকে ব্যুৎপত্তি-বল-লভ্য বলিলেন কেন ?

ইহার উত্তরে বলা হয় যে, ইহাতে প্রকৃত-প্রস্তাবে কোন মতভেদ হয় নাই। টীকাকার মহাশয় সহজ পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য নিবেশের কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, ইহা ব্যুৎপত্তি-বলেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, নীলঘট—কখনও ঘট ভিন্ন হয় না; ঘট বলিলেই ঘটত্বাবচ্ছিন্ন যাবৎ ঘটকে বুঝায়; সুতরাং, সাধ্যবদ্‌ভেদ বলিলেই সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতি যোগিতাক ভেদ বুঝাইবে। অবশ্য, জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় এই কথাটী সুবিস্তৃত ভাবে প্রতিপাদন করিয়া ছেন। এজন্য তাঁহার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ফলতঃ, ইহাতে কোন মতভেদ হয় নাই।

যাহা হউক, "সাধ্যবদন্যত্ব" পদের রহস্য-কথন এই স্থলেই সমাপ্ত হইল, এইবার দেখা যাউক, "সাধ্যবৎ" পদের রহস্য-কথন উপলক্ষে টীকাকার মহাশয় কি বলিতেছেন।

সাধ্যবৎ-পদের রহস্য।

টীকামূলম্।

সাধ্যবত্ত্বং চ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন বোধ্যম্।

তেন "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদৌ বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকস্য সমবায়েন বহ্নিমতঃ অন্যোন্যাভাবস্য অধিকরণে পর্ব্বতাদৌ ধূমাদেঃ বৃত্তৌ অপি ন অব্যাপ্তিঃ।

সর্ব্বম্ অন্যৎ প্রথম-লক্ষণোক্ত-দিশা অবসেয়ম্। যথা চ অস্য ন তৃতীয়-লক্ষণা-ভেদঃ, তথা উক্তং তত্র এব, ইতি সমাসঃ।

যথা...ভেদঃ=যথা তৃতীয়-লক্ষণেন সহ অভেদঃ ন ; প্রঃ, সং। চ অস্য=চ ; চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর সাধ্যবত্ত্বটী—সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

সুতরাং, "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে সমবায়-সম্বন্ধে যে বহ্নিমান্ সেই বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ-পর্ব্বতাদিতে ধূমাদির বৃত্তিতা থাকিলেও অব্যাপ্তি হইবে না।

অন্য সকল নিবেশগুলি প্রথম-লক্ষণোক্ত রীতি অনুসারে বুঝিতে হইবে। আর ইহার সহিত তৃতীয়-লক্ষণের যেরূপে অভিন্নতা হয় না, তাহা সেই স্থলেই কথিত হইয়াছে। ইহাই হইল এই লক্ষণের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়—"সাধ্যবৎ" পদের রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন। এতদর্থে তাঁহার **প্রথম** কথা এই যে,সাধ্যবত্ত্বটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলেই এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে। সুতরাং, ইহা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আর সেই দোষ হইবে না।

অতঃপর, তাঁহার **দ্বিতীয়** কথাটী এই বিষয়ের হেতু-প্রদর্শন। সে হেতুটী এই যে, প্রসিদ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ, অর্থাৎ সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নিমান্ না বলা যায়—তাহা হইলে সমবায়-সম্বন্ধে বহ্নিমান্, অর্থাৎ বহ্ন্যবয়ব ধরিয়া তাহার ভেদ বলিতে পূর্ব্বোক্ত নিবেশানুসারে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ ধরিলে সেই ভেদের অধিকরণ পর্ব্বত হইবে, এবং তাহা হইলে সাধ্যবদন্য যে উক্ত পর্ব্বত, সেই পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতা ধূমে থাকিবে, ওদিকে সেই ধূমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে উক্ত বৃত্তিতার অভাব না থাকায় লক্ষণ যাইবে না—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে।

কিন্তু, যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে অর্থাৎ সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ অর্থাৎ বহ্নিমৎ ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা আর বহ্ন্যবয়ব হইবে না, পরন্তু পর্ব্বতাদি হইবে, তাহার উক্ত প্রকার যে ভেদ, সেই ভেদবান্ হইতে জলহ্রদ হইবে, তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব ধূমে থাকিবে, লক্ষণ যাইবে—ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না।

অতঃপর টীকাকার মহাশয়ের **তৃতীয়** কথাটী এই যে, এই লক্ষণের অপরাপর পদের রহস্য, অর্থাৎ অপরাপর নিবেশাদি প্রথম-লক্ষণের পদ্ধতি-অনুসারে করিতে হইবে।

এবং তাঁহার শেষ অর্থাৎ **চতুর্থ** বক্তব্যটী এই যে, এই লক্ষণের সহিত যে তৃতীয়-লক্ষণের অভেদাপত্তি হয়, তাহার বিষয় আর নূতন কিছুই বক্তব্য নাই, যাহা বক্তব্য তাহা তৃতীয়-লক্ষণের ব্যাখ্যাকালে কথিত হইয়াছে; সুতরাং, এই লক্ষণের অর্থাবধারণ-কালে তৃতীয়-লক্ষণের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, এইবার আমরা এই কথাগুলি সাজাইয়া একে একে সবিস্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব, এবং তজ্জন্য দেখিব—

প্রথম—সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ না বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়।

দ্বিতীয়—সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ বলিলে এই স্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি নিবারিত হয়।

তৃতীয়—অবশিষ্ট কোন্ বিষয়গুলি প্রথম-লক্ষণোক্ত রীতি অনুসারে বুঝিলে লক্ষণটী কিরূপ আকার ধারণ করে।

চতুর্থ—তৃতীয়-লক্ষণের সহিত ইহার অভেদ-সংক্রান্ত কথাগুলি কিরূপ?

পঞ্চম—এতৎ-সংক্রান্ত কোন অবান্তর কথা আছে কি না?

এইবার এই কথাগুলি একে একে আলোচনা করা যাউক, এবং তদুদ্দেশ্যে দেখা যাউক—

প্রথম—সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ না বলিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়?

দেখ, এস্থলে লক্ষণটী হইল "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব" এবং যদি ইহাতে ইহার কথিত নিবেশগুলি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ইহা হইবে "সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন অথচ অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাক-সাধ্যবদ্‌ভেদবন্নিরূপিত বৃত্তিতার সামান্যাভাব। কিন্তু, আবশ্যকীয় অব্যাপ্তি প্রদর্শনার্থ আমরা টীকাকার মহাশয়কে অনুসরণ করিয়া লক্ষণের একটী নিবেশসহ লক্ষণটী গ্রহণ করিলাম, অর্থাৎ "সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ভেদবন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি" এইটুকু মাত্র গ্রহণ করিলাম; যেহেতু, অপরগুলি গ্রহণের উপযোগিতা এখানে নাই।

এখন দেখ, অনুমিতি-স্থলটী হইল—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

সুতরাং এখানে,—

সাধ্য = বহ্নি। ইহা সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যবৎ = বহ্নিমৎ। এই বহ্নিমৎ কোন নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে যদি না বলা যায়, তাহা হইলে ইহা যেমন পর্ব্বতাদি হইবে, তদ্রূপ বহ্নির অবয়বও হইবে। কারণ, পর্ব্বতে বহ্নি, সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে এবং বহ্ন্যবয়বে বহ্নি সমবায়-সম্বন্ধে থাকে।

সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদবদন্য=বহ্নিমদ্‌ভেদবান্। ইহা, বহ্নিমৎ-পদে পর্ব্বত ধরিলে হয়—জলহ্রদাদি, এবং বহ্ন্যবয়ব ধরিলে পর্ব্বতও হয়। কারণ, বহ্ন্যবয়বভেদবান্ পর্ব্বত হয়।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=বহ্নিমৎ 'জলহ্রদ' ধরিলে যেমন ইহা মীন-শৈবালাদিনিষ্ঠ বৃত্তিতা হয়, তদ্রূপ "পর্ব্বত" ধরিলে ইহা ধূমনিষ্ঠ বৃত্তিতাও হয়। কারণ, পর্ব্বতে ধূম থাকে।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ধূমে থাকিল না।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব থাকিল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল।

অতএব, দেখা গেল, কোন্ সম্বন্ধে সাধ্যবৎ হইবে—তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া না বলিলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়।

দ্বিতীয়—এইবার দেখা যাউক—সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ হইবে বলিলে কেমন করিয়া উক্ত অব্যাপ্তিটী নিবারিত হয়।

এতদুত্তরে বলা হয়, দেখ এখানে—

সাধ্য=বহ্নি। ইহা সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্য।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ=সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নিমৎ। ইহা আর পূর্ব্বের ন্যায় বহ্ন্যবয়ব হইবে না, পরন্তু পর্ব্বতাদিই হইবে। কারণ, বহ্ন্যবয়ব যে বহ্নিমৎ, তাহা সমবায়-সম্বন্ধে হয়, এবং পর্ব্বতাদি যে বহ্নিমৎ হয়, তাহা সংযোগসম্বন্ধে হয়।

সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ভেদবৎ=সংযোগেন বহ্নিমদ্‌ভেদবান্। ইহা এখন, সুতরাং, জলহ্রদাদিই হইল, পূর্ব্বের ন্যায় আর পর্ব্বত হইল না।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=মীন-শৈবালাদি-নিষ্ঠ বৃত্তিতা।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ধূমে থাকিল।

ওদিকে, এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব থাকিল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ আর হইল না।

অতএব দেখা গেল, "সাধ্যবত্তা"টী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে।

তৃতীয়—এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে—এই লক্ষণ-সংক্রান্ত কোন্ কথাগুলি অবশিষ্ট রহিল, এবং সেগুলি প্রথম-লক্ষণের ন্যায় বুঝিতে হইবে—এ কথার অর্থ কি?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, এস্থলে টীকাকার মহাশয় যে কথাগুলি বলিলেন না, তাহা,—

১। সাধ্যবদ্‌ভেদের অধিকরণতাটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন?

২। সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিতাটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন? ইত্যাদি।

অবশ্য, যেগুলির অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, সেগুলিরও যে অবচ্ছেদক-ধর্ম্ম, এবং যেগুলির অবচ্ছেদক-ধর্ম্মের কথা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, তাহাদের অবচ্ছেদক-সম্বন্ধের কথাও যে বলা আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, অনুক্ত সম্বন্ধ দুইটীর

কথা বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের অবান্তর জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে সমগ্র কথাই আবার সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। অতএব, এখন দেখা যাউক ——

১। "সাধ্যবদন্য" বলিতে যে সাধ্যবদ্-ভেদের অধিকরণকে বুঝায়, সেই অধিকরণতাটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে ?

ইহার উত্তরে বলাহয় যে, প্রথম-লক্ষণের ন্যায় ইহাকে স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে। কারণ, স্বরূপ-সম্বন্ধে যদি এই অধিকরণতাকে না ধরা যায়, তাহা হইলে প্রথম-লক্ষণে যেমন "গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ" এবং "সত্তাবান্ জাতেঃ" প্রভৃতি স্থলে বিষয়িতা ও অব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকারণ ধরায় অব্যাপ্তি-দোষ হইয়াছিল, এই লক্ষণেও তদ্রূপ এই স্থলে ঐরূপ সম্বন্ধে সাধ্যবদ্ভেদের অধিকরণ ধরিয়া অব্যাপ্তি-দোষ হইবে, এবং প্রথম-লক্ষণে যেমন উক্ত স্থল তুইটীতে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে সে অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইয়াছিল, এ লক্ষণেও তদ্রূপ স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যবদ্ভেদের অধিকরণ ধরিলে উক্ত অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইবে। অতএব, এই লক্ষণেও সাধ্যবদ্ভেদের অধিকরণটী স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে—বুঝা গেল।

যদি বল, সেখানে যেমন "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ" এবং "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" স্থলে সাধ্যাভাব ঘটত্বের স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া এবং অন্যান্যাভাবের অত্যন্তাভাব পৃথক্ একটী অভাব পদার্থ হয় স্বীকার করিয়া নব্যমতে সাধ্যাভাবের অধিকরণ, স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে,এবং প্রাচীনমতে অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ এবং অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ হয় বলিয়া সাধ্যাভাবের অধিকরণটী — "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন- প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে" ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে— এখানেও কি তদ্রূপ হইবে ?

তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, এই লক্ষণটী প্রথম-লক্ষণের ন্যায় অত্যন্তাভাব-ঘটিত লক্ষণ নহে, পরন্তু অন্যোন্যাভাব-ঘটিত লক্ষণ বলিয়া এস্থলে সে আশংকাই হইতে পারে না। দেখ, প্রথম-লক্ষণটী সাধ্যাভাববদ্-অবৃত্তিত্ব, এবং এই পঞ্চম-লক্ষণটী—সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব। প্রথম-লক্ষণে সাধ্যাভাবের অধিকরণটী কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে ইহাই নির্ণেয় হইয়াছিল, এই লক্ষণে সাধ্যবদ্ভেদের অধিকরণটী কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে—ইহা নির্ণয় করিতে হইতেছে। অর্থাৎ,পূর্ব্বে "ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ" স্থলে, অথবা "ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ" স্থলে সাধ্যাভাব হয় যে ঘটত্ব,তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়, এই লক্ষণে ওস্থলে সাধ্যবদ্-ভেদ অর্থাৎ ঘটত্বাত্যন্তাভাববদ্-ভেদ, অথবা ঘটান্যোন্যাভাববদ্-ভেদ, স্বরূপ-সম্বন্ধেই ঘটে থাকিবে— অপ্রসিদ্ধ হইবে না ; সুতরাং, তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতু পটত্বে থাকিবে লক্ষণ যাইবে। অতএব, এ লক্ষণে সে আশংকাই হইল না। সুতরাং, এস্থলে সাধ্যবদ্ভেদের অধিকরণ স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে—বুঝা গেল।

২। এইবার দেখা যাউক, এস্থলে সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিতাটী কোন্ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।

ইহার উত্তর এই যে, ইহাও সম্পূর্ণ প্রথম-লক্ষণের মত করিয়া ধরিতে হইবে, অর্থাৎ বৃত্তিতাটী যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহার যে অভাব ধরা হইবে, তাহা "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-বিশেষণতা-বিশেষ" অর্থাৎ "স্বরূপ-সম্বন্ধে" ধরা হইবে। এই সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া এই লক্ষণের প্রয়োগ, বাহুল্য-ভয়ে আর প্রদর্শন করা হইল না; কারণ, ইহার সবিস্তর বিবরণ প্রথম-লক্ষণে করা হইয়াছে। সে স্থলের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সকলেই ইহা অনায়াসে স্বয়ংই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। বিস্তৃত বিবরণ ২৩৮-২৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ—এইবার দেখিতে হইবে—এই লক্ষণের সহিত তৃতীয়-লক্ষণের অভেদ-সংক্রান্ত কোন্ কথাগুলি টীকাকার মহাশয় তৃতীয়-লক্ষণে আলোচিত হইয়াছে—বলিলেন।

ইহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, তৃতীয়-লক্ষণটী—সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবা-সামানাধিকরণ্য" হওয়ায় আকৃতিতে পরিণামে "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব" রূপই হইয়া থাকে। ৩৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু, তাহা হইলেও তৃতীয়-লক্ষণটীতে "প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব" নিবেশ থাকায় ইহা হয় "প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব" এবং পঞ্চম-লক্ষণটী হয় "সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-সাধ্য-বদন্যাবৃত্তিত্ব"। অর্থাৎ, তৃতীয়-লক্ষণটী হয় "প্রতিযোগ্যবৃত্তি যে সাধ্যবদ্ভেদ, তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব"। সুতরাং, ইহারা অভিন্ন হয় না।

আর যদি বল—নানাধিকরণক-সাধ্যক-স্থলে "প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব" নিবেশ থাকিলেও দোষ হয়? তাহা হইলে বলিব—এই পাঁচ লক্ষণে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের অব্যাপ্তির ন্যায় ঐ দোষটীও ইহার স্বীকার্য্য। সুতরাং, পঞ্চম-লক্ষণের সহিত ইহার যথেষ্ট ভেদই থাকিল। অথবা বলিব, তৃতীয়-লক্ষণে "সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব" নিবেশ করিয়াও পঞ্চম-লক্ষণের সহিত ইহার ভেদ রক্ষা করা যায়। কারণ, সাধ্যবদ্ভেদের অধিকরণতাটী তৃতীয়-লক্ষণের ঘটক হয়, এবং সাধ্যবদ্ভেদবত্বটী পঞ্চম-লক্ষণের ঘটক হয়। সুতরাং, ইহারা অভিন্ন হইল না। আর যদি বলা হয়—"বৎ" পদের অর্থও অধিকরণ; সুতরাং, ইহাদের মধ্যে আর ভেদ কোথায়? তাহা হইলে বলিব, তাহাদের মধ্যেও ভেদ বর্ত্তমান, ইহা তৃতীয়-লক্ষণের ব্যাখ্যা স্থলে সবিস্তরে কথিত হইয়াছে। ৩৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম—এইবার দেখা যাউক, এই প্রসঙ্গ-সংক্রান্ত অবান্তর জ্ঞাতব্য কিছু আছে কি না?

ইহার উত্তরে দেখা যায় যে, এতৎ-সংক্রান্ত অবান্তর জ্ঞাতব্য অধিক কিছু নাই, তথাপি, যাহা একান্ত আবশ্যক, তাহা এই;—

(ক) এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ ধরিবার প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শন-কালে টীকাকার মহাশয়, পূর্ব্বোক্ত অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব নিবেশ, অথবা বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব নিবেশের কথা, প্রয়োগ-স্থলে লক্ষণ-মধ্যে না গ্রহণ করিয়া কেবল সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশটীকে গ্রহণ করিলেন কেন?

ইহার উত্তর এই যে, সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব গ্রহণ করিয়া টীকাকার মহাশয় অপর নিবেশ গুলিও যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই ইঙ্গিত করিলেন। ইহা বাস্তবিক এস্থলে উপলক্ষণ মাত্র। বস্তুতঃ, ইহা গ্রহণের কোন বিশেষ তাৎপর্য্য নাই।

(খ) এস্থলে টীকাকার মহাশয় সাধ্যবত্তাটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে ধরিবার প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার সময় অব্যাপ্তি-দোষের কথা বলিয়াছেন, অসম্ভব-দোষের কথা আর বলেন নাই; সুতরাং, জিজ্ঞাস্য হইতেছে—উক্ত নিবেশটী না করিলেও কি কোন স্থলে লক্ষণ যায়, যে এস্থলে অসম্ভব-দোষ হয় না?

ইহার উত্তর এই যে, "ইদং গগনং শব্দাৎ" এইরূপ স্থলে উক্ত নিবেশ না থাকিলেও লক্ষণের কোন দোষ হয় না। অবশ্য, ইহা কালিক-সম্বন্ধে গগণাদির অবৃত্তিত্ব-মতেই যে কথিত হইয়াছে, ইহাও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য্য। এস্থলে লক্ষণটী কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার জন্য ৪৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যেহেতু, এই স্থলটীই অনুরূপ উপলক্ষ তথায় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

(গ) এই লক্ষণোক্ত যাবৎ পদার্থগুলি অপরাপর লক্ষণের ন্যায় কোন্ ধর্ম্ম ও কোন্ সম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে?

ইহার উত্তরে নিম্নে আমরা একটী তালিকাচিত্র মাত্র রচনা করিলাম, যথা—

লক্ষণ-ঘটক পদার্থ।	কোন্ ধর্ম্মে ধরিতে হইবে।	কোন্ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে।
সাধ্যবত্তা। (অর্থাৎ সাধ্যবৎ)	সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বরূপে ধরিতে হইবে।	সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে।
সাধ্যবদ্ভেদ। (অর্থাৎ সাধ্যবদন্যত্ব)	অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ ধরিতে হইবে।	তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ ধরিতে হইবে।
সাধ্যবদ্ভেদবত্তা। (অর্থাৎ সাধ্যবদন্য)	সাধ্যবদ্ভেদত্বরূপ ধর্ম্মপুরস্কারে ধরিতে হইবে।	স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে।
তন্নিরূপিত বৃত্তিতা।	বৃত্তিতাত্বরূপে বৃত্তিতা ধরিতে হইবে।	যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে।
উক্ত বৃত্তিতার অভাব।	বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হইবে, অর্থাৎ সামান্যাভাব ধরিতে হইবে।	হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে হইবে।

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া টীকাকার মহাশয় এই লক্ষণের অর্থ ও নিবেশ-সংক্রান্ত নিজ বক্তব্য বিষয় বলিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পাঁচটী লক্ষণেরই ব্যাখ্যা-কার্য্য সমাপ্ত হইল। এক্ষণে তিনি মূলগ্রন্থের "কেবলান্বয়িন্যভাবাৎ" বাক্যের ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং সেই সঙ্গে পাঁচটী লক্ষণের প্রয়োগের সীমা-সংক্রান্ত পূর্ব্ব কথার সমালোচনা করিতেছেন। এক্ষণে আমরা টীকাকার মহাশয়ের এই উপসংহার বাক্যগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

উপসংহার ; "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" বাক্যের অর্থ।

টীকামূলম্।

সর্ব্বাণি এব লক্ষণানি কেবলান্বয্যব্যাপ্ত্যা দূষয়তি—"কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" ইতি।

পঞ্চানাম্ এব লক্ষণানাম্ "ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" ইত্যাদি-ব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যকে, দ্বিতীয়াদি-লক্ষণ-চতুষ্টয়স্য তু "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদ্যব্যাপ্য-বৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যকে অপি চ অভাবাৎ ইত্যর্থঃ।

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবস্য সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবস্য চ অপ্রসিদ্ধত্বাৎ। "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদৌ নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণত্বস্য অপ্রসিদ্ধত্বাৎ চ ইতি ভাবঃ।

তৃতীয়-লক্ষণস্য কেবলান্বয়ি-সাধ্যকাসত্ত্বং চ তদ্ব্যাখ্যানবসরে এব প্রপঞ্চিতম্।

কেবলান্বয্যব্যাপ্ত্যা=কেবলান্বয়িনি অব্যাপ্ত্যা ; প্রঃ সং। "দ্বিতীয়াদি...কপি—" প্রঃ সং, এবং "দ্বিতীয়াদি ...তু" সোঃ সং পুস্তকে ন দৃশ্যতে। ইত্যাদ্যব্যাপ্য= ইত্যাদাবব্যাপ্য ; প্রঃ সং। অপি চ=চ ; প্রঃ সং। সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন=সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন— ; প্রঃ সং। অধিকরণত্বস্য=অধিকরণস্য ; প্রঃ সং ; =বত্বস্য চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

"কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" এই বাক্যে সব লক্ষণগুলিরই উপর কেবলান্বয়ি-স্থলের অব্যাপ্তি দ্বারা দোষারোপ করা হইতেছে।

ইহার অর্থ—পাঁচটী লক্ষণই "ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" ইত্যাদি ব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-স্থলে যায় না বলিয়া এবং দ্বিতীয়াদি লক্ষণ চারিটী "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-স্থলে যায় না বলিয়া ইহারা ব্যাপ্তি-লক্ষণ নহে।

কারণ, উক্ত উভয় স্থলেই সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে যে সাধ্যবত্তা, সেই সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবেরও অপ্রসিদ্ধি হয়। আর অত্যন্তাভাব-ঘটিত লক্ষণে অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক "কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে সাধ্যাভাব প্রসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়। অতএব অব্যাপ্তি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

তৃতীয়-লক্ষণটী কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয় না, তাহা সেই লক্ষণের ব্যাখ্যা-কালে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয় মূলগ্রন্থের "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং তদুপলক্ষে সমুদায় লক্ষণগুলির প্রয়োগ-সীমা-সংক্রান্ত পূর্ব্ব কথার সমালোচনা করিতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে **প্রথমে** তিনি বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী লক্ষণই কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে যায় না বলিয়াই গ্রন্থকার গঙ্গেশ "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" বাক্যটীর প্রয়োগ করিয়াছেন।

তৎপরে এই কথাটীর অর্থ-নির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে,(ক) পাঁচটী লক্ষণই ব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে যায় না এবং এই ব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে তিনি "ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" এই স্থলটীর উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে তিনি বলিতেছেন যে (খ) প্রথম-লক্ষণ ভিন্ন অবশিষ্ট চারিটী লক্ষণই অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে যায় না, এবং অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে তিনি "কপি-সংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" এই স্থলটীর উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর টীকাকার মহাশয় "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" বাক্যের অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া পুনরায় সেই অর্থের ভাবার্থ নির্দ্ধারণ করিতেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে পাঁচটী লক্ষণই যে কি করিয়া "ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে যায় না, এবং দ্বিতীয়াদি লক্ষণ চারিটী যে "কপি-সংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলে যায় না—তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

এখন দেখ, এই ভাবার্থের মধ্যে তিনি কি বলিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি বলিতেছেন যে, ব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল, যথা—"ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" স্থলে পাঁচটী লক্ষণ যে যায় না, তাহা. প্রথম ও চতুর্থ-লক্ষণের ঘটক যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব" তাহার অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন যায় না,এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম-লক্ষণের ঘটক যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব" তাহার অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন যায় না। আর অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল যথা—"কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থলে যে দ্বিতীয়াদি চারিটী লক্ষণ যায় না—বলা হইয়াছে, তাহা, উহাদের মধ্যস্থ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম-লক্ষণের ঘটক যে "সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব" তাহার অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন যায় না—বুঝিতে হইবে; এবং চতুর্থ-লক্ষণের ঘটক যে "নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণত্ব" তাহার অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন যায় না—বুঝিতে হইবে। প্রথম-লক্ষণের প্রথম ও দ্বিতীয়-কল্পে যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতেও লক্ষণ-ঘটক "নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণত্বের" অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন লক্ষণ যায় না—বুঝিতে হইবে. এবং তৃতীয় অর্থাৎ "অন্যে তু"-কল্পে যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে লক্ষণটী এস্থলেও প্রযুক্ত হয়, এবং ঐ "অন্যে তু"-কল্পাভিপ্রায়েই প্রথম-লক্ষণকে ত্যাগ করিয়া "দ্বিতীয়াদি-লক্ষণ-চতুষ্টয়স্য তু" এইরূপ বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, "দ্বিতীয়াদি" এই স্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইবে, অর্থাৎ প্রথম-লক্ষণ এবং অপর লক্ষণ-চতুষ্টয় এই পাঁচ লক্ষণেই অব্যাপ্য-বৃত্তি-সাধ্যক-কেবলান্বয়ি-স্থলে অব্যাপ্তি হয়; "পঞ্চানামেব লক্ষণানাম্" এইরূপ না বলিয়া ঘুরাইয়া বলার উদ্দেশ্যে এই যে, প্রথম-লক্ষণে কল্প-বিশেষে অব্যাপ্তি হয়,

এবং কল্প-বিশেষে অব্যাপ্তি হয় না—ইহা জ্ঞাপন করা গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। আর বাস্তবিক এইজন্যই এস্থলে টীকাকার মহাশয় গ্রন্থমধ্যে "দ্বিতীয়াদি লক্ষণ-চতুষ্টয়স্য তু" ইত্যাদি প্রকারে নিজ বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, ভাবার্থ মধ্যে টীকাকার মহাশয় এতগুলি কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন—লক্ষ্য করিতে হইবে। নিম্নে, এই বিষয়টী সহজে ধারণা করিতে পারা যাইবে বলিয়া আমরা একটী তালিকা-চিত্র সঙ্কলন করিলাম।

লক্ষণরূপ	অনুমিতিস্থলে লক্ষণ প্রয়োগের ফল	
	ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ	কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ
সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্	সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া লক্ষণ যায় না।	নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণত্ব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া লক্ষণ যায় না। কিন্তু "অন্যে তু" কল্পে লক্ষণটী এস্থলে যায়।
সাধ্যবদ্‌ভিন্ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্	সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব অপ্রসিদ্ধ-বলিয়া লক্ষণ যায় না।	সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া লক্ষণ যায় না।
সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্	যদ্বা-কল্প অভিপ্রায়ে ইহা দ্বিতীয় লক্ষণবৎ হইবে। প্রথমকল্পে প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকিল অতএব লক্ষণ যায় না।	যদ্বা-কল্প অভিপ্রায়ে ইহা দ্বিতীয় লক্ষণবৎ হইবে। প্রথমকল্পে "ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ"বৎ হইবে।
সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্	সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া লক্ষণ যায় না।	নিরবচ্ছিন্নসাধ্যাভাবাধিকরণত্ব অপ্রসিদ্ধিনিবন্ধন লক্ষণ যায় না।
সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্	সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া লক্ষণ যায় না।	সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া লক্ষণ যায় না।

পরিশেষে—তিনি তৃতীয়-লক্ষণের, কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে যে অব্যাপ্তি হয় এবং তাহাতে যে একটু বিশেষত্ব আছে, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এস্থলে পুনরায় তৃতীয়-লক্ষণের কথা পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করিতেছেন এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি এস্থলে এইটুকুমাত্র বলিলেন যে "তৃতীয়-লক্ষণস্য কেবলান্বয়ি-সাধ্যকাসত্ত্বং চ তদ্ব্যাখ্যানাবসরে এব প্রপঞ্চিতম্।"—

অর্থাৎ এ কথাটী এস্থলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বপ্রসঙ্গে পাঁচটী লক্ষণ-সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা ঘটে। কারণ, পূর্ব্বপ্রসঙ্গে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম-লক্ষণের অব্যাপ্তির হেতু,—ব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি, যথা, "ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ" স্থল, এবং অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি, যথা—"কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ" স্থল—এই উভয় স্থলেই তাদৃশ সাধ্যবদ্‌ভেদ অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়-লক্ষণের প্রথম কল্পের অর্থটী ধরিলে অর্থাৎ প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব দ্বারা লক্ষণ-

ঘটক ভেদটীকে বিশেষিত করিলে ইহার অব্যাপ্তি-হেতু-মধ্যে একটু বিশেষত্ব ঘটে। অর্থাৎ, ইহা আর তখন, সাধ্যবদ্‌ভেদ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া যে প্রযুক্ত হয় না, তাহা নহে, পরন্তু, তখন ইহার "প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব" হেতুতে পাওয়া যায় না বলিয়া ইহার অব্যাপ্তি হয়। এই কথাটীকে টীকাকার মহাশয় আর উল্লেখ করিলেন না, তিনি তৃতীয়-লক্ষণের সেই স্থলটীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন মাত্র। ৩৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইবার এই প্রসঙ্গে অবান্তর কথার আলোচনা করিয়া আমরা প্রসঙ্গান্তর গ্রহণ করিব।

সে কথাটী এই,—

কেবলান্বয়িত্ব পদার্থ টী কিরূপ, এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কি আছে ?

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ জানা আবশ্যক, কেবলান্বয়ী বলিলে কি বুঝায় ? ইহার লক্ষণ "নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমৎ-অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব" অর্থাৎ যে অত্যন্তাভাবটী নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে, সেই অত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগী হয় না, তাহারই ধর্ম্ম।

এখন দেখ "বাচ্য" বলিলে যাহা বচন-যোগ্য সবই বুঝায়, বাচ্যত্ব ইহার ধর্ম্ম, তাহা সর্ব্বত্রস্থায়ী একটী পদার্থ। সুতরাং, বাচ্যত্বটী এমন কোন অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না, যে অত্যন্তাভাবটী আদৌ সম্ভব, অর্থাৎ যে অত্যন্তাভাবটী সাবচ্ছিন্ন বা নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে। অর্থাৎ, বাচ্যত্বাভাব নাই ; সুতরাং, এই বাচ্যত্ব কোনও অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না। ঐরূপ দেখ, সংযোগাভাব ; ইহাও সর্ব্বত্র থাকিতে পারে, কিন্তু বাচ্যত্বের মত ইহার অভাব অপ্রসিদ্ধ হয় না ; ইহার অভাব প্রসিদ্ধ হয়, অথচ ইহা সর্ব্বত্রস্থায়ীও হয়। কিন্তু, ইহার যে অভাব প্রসিদ্ধ হইতেছে, তাহা সংযোগাভাবাভাব অর্থাৎ সংযোগ-স্বরূপ হয় বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান্ হয় না ; অতএব ইহাতেও নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমৎ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব থাকিল ; সুতরাং, ইহাও কেবলান্বয়ি-পদবাচ্য হইল। এই দুই প্রকার কেবলান্বয়ীর বিশেষত্ব এই যে, বাচ্যত্বটী ব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ী এবং সংযোগাভাবটী অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ী, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ব্যধিকরণ সম্বন্ধে অভাব অথবা অবৃত্তি-পদার্থের অভাবও কেবলান্বয়ী হয়। যথা, গগনাভাবাদি। কারণ, গগন অবৃত্তি পদার্থ। ইহার অভাব বলিলে তাহা সর্ব্বত্রই সুতরাং থাকিবে। এইরূপ কেবলান্বয়ী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে, এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারই একটী পৃথক্ প্রকরণ রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না।

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় দ্বিতীয় ও তৃতীয়-লক্ষণে কেবলান্বয়ি-স্থল ভিন্ন অন্য স্থলেও যে অব্যাপ্তি হয়, তাহাই বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন ; সুতরাং, এক্ষণে আমরাও তাঁহার কথাটী বুঝিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়-লক্ষণের অন্যস্থলেও অব্যাপ্তি হয়।

টীকামূলম্।

এতৎ চ উপলক্ষণম্।

দ্বিতীয়ে "কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদৌ অপি অব্যাপ্তিঃ। অধিকরণ-ভেদেন অভাব-ভেদে মানাভাবেন কপিসংযোগবদ্‌-ভিন্নবৃত্তি-কপিসংযোগাভাববতি বৃক্ষে এতদ্বৃক্ষত্বস্য বৃত্তেঃ।

ন চ সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং বক্তব্যম্। এবং চ বৃক্ষস্য বিশিষ্টাধিকরণত্বাভাবাৎ ন অব্যাপ্তিঃ ইতি বাচ্যম্? "সাধ্যাভাব"-পদ-বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্টবদবৃত্তিত্বস্য এব সম্যক্ত্বাৎ। সদ্ধেতৌ হেত্বধিকরণে বিশিষ্টাধিকরণত্বাভাবাৎ এব অসম্ভবাভাবাৎ।

ইত্যাদৌ অপি=ইত্যাদৌ, চৌঃ সং; সোঃ সং; =ইত্যত্র; প্রঃ সং। কপিসংযোগাভাববতি বৃক্ষে=কপিসংযোগাভাবো দ্রব্যবৃত্তি-কপিসংযোগাভাব এব তদ্বতি; প্রঃ সং। বৃত্তেঃ=বৃত্তিত্বাৎ; জীঃ সং। বৃক্ষস্য...ভাবাৎ ন=বিশিষ্টাভাবাভাবাৎ, প্রঃ সং। বিশিষ্টবদ্‌=বিশিষ্টাধিকরণ; প্রঃ সং। কপিসংযোগাভাববতি...অসম্ভবাভাবাৎ=কপিসংযোগাভাবো দ্রব্যবৃত্তি-কপি-সংযোগাভাব এব, তদ্বৃত্তিত্বাৎ এতদ্‌বৃক্ষত্বস্য; চৌঃ সং। কপি-সংযোগাভাববতি...বৃত্তেঃ=কপিসংযোগাভাবোঽপি দ্রব্যবৃত্তিঃ কপি-সংযোগাভাব এব তদ্বদ্‌বৃত্তিত্বাৎ এতদ্‌বৃক্ষত্বস্য; চৌঃ সং।

বঙ্গানুবাদ।

আর ইহা কিন্তু, উপলক্ষণ মাত্র।

কারণ, দ্বিতীয়-লক্ষণে, "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি স্থলেও অব্যাপ্তি হয়। কারণ, 'অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন হয়' এ কথার প্রমাণ নাই। সুতরাং, কপিসংযোগবদ্‌ ভিন্নে বৃত্তি যে কপিসংযোগাভাব, সেই কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ যে বৃক্ষ, সেই বৃক্ষে হেতু এতদ্বৃক্ষত্বের বৃত্তিতাই থাকে।

আর সাধ্যবদ্‌-ভিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বই লক্ষণ হউক; যেহেতু, এরূপ হইলে বৃক্ষে বিশিষ্টাধিকরণত্বের অভাব বশতঃ অব্যাপ্তি হয় না—এ কথাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে "সাধ্যাভাব" পদটীর বৈয়র্থ্যাপত্তি ঘটে। যেহেতু, তাহা হইলে সাধ্যবদ্‌-ভিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি, ইহাই যথেষ্ট হয়। কারণ, সদ্ধেতুতে হেতুর অধিকরণে বিশিষ্টাধিকরণত্বের অভাব-প্রযুক্তই অসম্ভব-দোষ হয় না।

ব্যাখ্যা—এইবার টীকাকার মহাশয়, দ্বিতীয়-লক্ষণে কেবলান্বয়ি-স্থল ভিন্ন অন্য স্থলেও যে অব্যাপ্তি-দোষ হয়, তাহাই বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে তিনি উপক্রম করিয়া বলিতেছেন যে "এতৎ চ উপলক্ষণম্।" অর্থাৎ উপরে যে ব্যাপ্যবৃত্তি এবং অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের কথা বলা হইল, তাহাই যে কেবল এই সব লক্ষণের দোষ, তাহা নহে, পরন্তু, অন্য স্থলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয়-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিয়া থাকে। অবশ্য, এই যে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের অব্যাপ্তির কথা বলা হইল, তাহা উপলক্ষণ মাত্র; অর্থাৎ এ দোষ ভিন্ন অন্য দোষও হয়, ইত্যাদি। উপলক্ষণ—অর্থ "স্বপ্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতর-প্রতিপাদকত্বম্।" ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ইহার পর টীকাকার মহাশয় প্রথমে দ্বিতীয়-লক্ষণের উক্ত দোষের পরিচয় দিবার জন্য পুনরায় বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত কেবলান্বয়ি-স্থল-সংক্রান্ত-দোষ ভিন্ন দ্বিতীয়-লক্ষণে পূর্ব্বোক্ত "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"-স্থলেই দোষ হয়। কারণ, দেখ এস্থলে যে, লক্ষণ প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহা তথায় "অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন হয়" এইরূপ একটী নিয়ম স্বীকার করিয়াই বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক এই নিয়মটীর সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে। সুতরাং, এ নিয়ম না মানিলে এই স্থলেই দ্বিতীয়-লক্ষণের অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়।

যদি কেহ বলেন যে, উক্ত নিয়মটী না মানিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়, তদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিলেন যে, কপিসংযোগবদ্ভিন্নবৃত্তি যে কপিসংযোগাভাব, তাহার অধিকরণ যে বৃক্ষ, তাহাতে হেতু-এতদ্বৃক্ষত্বের বৃত্তিতাই থাকে, বৃত্তিতার অভাব থাকে না; সুতরাং, লক্ষণ যায় না; ইত্যাদি।

এখন এই কথাটীকে যদি একটু বিস্তৃত করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে দেখ, এখানে অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে,—

"কপি-সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"

সুতরাং, সাধ্য=কপিসংযোগ।

সাধ্যবৎ=এতদ্বৃক্ষাদি।

সাধ্যবদ্ভিন্ন=গুণাদি।

তাহাতে বৃত্তি সাধ্যাভাব=গুণাদি-"বৃত্তি", কপিসংযোগাভাব।

তাহার অধিকরণ=গুণাদি। এই স্থলে যদি অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন না বলি, তাহা হইলে এই অধিকরণ এতদ্বৃক্ষও হইতে পারে। কারণ, গুণাদিবৃত্তি-কপিসংযোগাভাব ও এতদ্বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব, ইহারা উভয়ই এক অভাব, তাহা বিভিন্ন অধিকরণে কেন বিভিন্ন হইবে? সুতরাং, ঐ নিয়মটী না বলিলে এই অধিকরণ বৃক্ষও হয় এবং বলিলে ইহা হয় মাত্র গুণাদি।

সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা=ইহা, অধিকরণ এতদ্বৃক্ষ হইলে এতদ্বৃক্ষত্বে থাকে, এবং অধিকরণ গুণাদি হইলে এতদ্বৃক্ষত্বে থাকে না।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ইহা, অধিকরণ এতদ্বৃক্ষ হইলে হেতুতে পাওয়া যায় না, এবং অধিকরণ গুণাদি হইলে পাওয়া যায়।

সুতরাং, দেখা গেল, "অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন" না বলিলে "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" এই স্থলেই দ্বিতীয়-লক্ষণটীর অব্যাপ্তি-দোষ হয়। আর এখন যদি এই নিয়মটী না মানা যায়,তাহা হইলে দ্বিতীয়-লক্ষণে যে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-স্থল-ভিন্ন স্থলেও অব্যাপ্তি হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাই হইল টীকাকার মহাশয়ের উক্ত কথার বিস্তৃত বিবরণ।

অতঃপর, টীকাকার মহাশয় দেখাইতেছেন যে, কোন নিবেশ সাহায্যেও যদি দ্বিতীয়-লক্ষণের এই দোষ বারণ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাও করা যায় না।

কারণ, যদি বলা হয় যে, এস্থলে "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" ইত্যাদি পদে "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব" লক্ষণের অর্থ বলিব? আর তাহা হইলে বৃক্ষটীতে বিশিষ্টাধিকরণত্ব থাকিবে না বলিয়া অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এক্ষেত্রে দেখ, এস্থলে অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে ;—

"কপি-সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ।"

সুতরাং, সাধ্য = কপিসংযোগ।

সাধ্যবৎ = এতদ্বৃক্ষাদি।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন = গুণাদি।

সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাব = গুণাদিবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট কপিসংযোগাভাব। ইহা এখন কেবল গুণাদিতেই থাকিতে বাধ্য হইল।

সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ = গুণাদি। ইহা আর এখন এতদ্বৃক্ষ হইতে পারে না। কারণ,ইহাতে যে কপিসংযোগাভাব থাকে, তাহা গুণবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট কপি-সংযোগাভাব হয় না—যেহেতু, অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। সুতরাং, বিশিষ্টাধিকরণতা-বিলক্ষণ হয় বলিয়া পূর্ব্ববৎ অব্যাপ্তি না হওয়াতে আর 'অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন' এ নিয়মটী স্বীকার করিতে হইল না। সাধ্যবদ্-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাব বলায় সে কার্য্য সিদ্ধ হইল।

সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা = গুণাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা।

সেই বৃত্তিতার অভাব = এতদ্বৃক্ষত্বে থাকিল।

ওদিকে, এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল—অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব এইরূপ অর্থ দ্বিতীয়-লক্ষণের যদি করা হয়, তাহা হইলে, উক্ত "অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন হয়" এই নিয়মটী আর মানিতে হয় না।

কিন্তু, ইহা বলিলে অর্থাৎ এরূপ নিবেশ করিলে লক্ষণ-ঘটক "সাধ্যাভাব" পদটীর বৈয়র্থ্যা-পত্তি হয়; কারণ, এখন লক্ষণটীর অর্থ "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্টবদবৃত্তিত্ব" বলিলেই যথেষ্ট হয়। যেহেতু, দেখ, এস্থলে অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে ;—

"কপি-সংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ।"

সুতরাং, সাধ্য = কপিসংযোগ।

সাধ্যবৎ = এতদ্বৃক্ষাদি।

সাধ্যবদ্‌ভিন্ন = গুণাদি।

সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টবৎ=গুণাদিবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টবৎ।

তাহার অধিকরণ=গুণাদি। ইহা এখন গুণাদিই হইবে, যেহেতু, গুণাদিবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তু, গুণেই থাকিতে বাধ্য।

সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা=গুণাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা।

সেই বৃত্তিতার অভাব=এতদ্বৃক্ষত্বে থাকিল।

ওদিকে, এই এতদ্বৃক্ষত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব পাওয়া গেল—লক্ষণ যাইল—অব্যাপ্তি-দোষ হইল না।

অর্থাৎ, দেখা গেল দ্বিতীয়-লক্ষণ-মধ্যে "সাধ্যবদ্-ভিন্ন" পদে "সাধ্যবদ্-ভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট" এরূপ অর্থ করিলে আর লক্ষণের মধ্যে সাধ্যাভাব-পদের প্রয়োজন হইল না।

অবশ্য, পূর্ব্বে এই দ্বিতীয়-লক্ষণে এই সাধ্যাভাব-পদ না দিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে জলহ্রদ, তাহাতে বৃত্তি যে, বলিতে দ্রব্যত্ব অথবা বাচ্যত্ব ধরিয়া তাহার অধিকরণ আবার পর্ব্বতকেই ধরিতে পারা যায় বলিয়া যে অসম্ভব-দোষের কথা বলা হইয়াছিল, এখন "সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে" এরূপ অর্থ করায় আর সেই অসম্ভব-দোষ হয় না; কারণ, ঐ স্থলে সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে জলহ্রদ, তদ্বৃত্তিত্ব বিশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব বা বাচ্যত্ব, তাহার অধিকরণ আর পর্ব্বত হয় না। যেহেতু, বিশিষ্টাধিকরণতা বিলক্ষণই হইয়া থাকে, অর্থাৎ হ্রদ-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব বা বাচ্যত্ব, তাহার অধিকরণ হ্রদই হয়, অন্য কিছু হয় না, আর তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতু ধূমে থাকে। সুতরাং, সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে, তদধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব—এইরূপ লক্ষণের অর্থ করিলে লক্ষণটী নির্দ্দোষ হয় এবং সাধ্যাভাব-পদের আর প্রয়োজন হয় না।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব-পদের বৈয়র্থ্যভয়ে সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যরূপ কোন একটী নিবেশ-সাহায্যে লক্ষণটীকে নির্দ্দোষ করিবার চেষ্টা ফলবতী হইতে পারিল না, অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যাপ্তি-লক্ষণে কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল-ভিন্ন "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ" স্থলেও "অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন" ইহার অপ্রামাণ্য-বশতঃ অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়।

এতএব দেখা গেল, কেবলান্বয়ি-স্থলে যে দ্বিতীয়-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয় বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত "কপি-সংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ" এই স্থলেও তাহার অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে—বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, পরবর্ত্তী বাক্যে টীকাকার মহাশয়, কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল ভিন্ন অন্য স্থলেও যে তৃতীয়-লক্ষণের এইরূপ দোষ হয়, সেই দোষের কথায় কি বলিতেছেন?

তৃতীয়-লক্ষণের অন্যস্থলেও অব্যাপ্তি হয়।

টীকামূলম্।

তৃতীয়ে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব-মাত্রস্য ঘটকত্বে চালনী-ন্যায়েন অন্যোন্যাভাবম্ আদায় নানাধিকরণক-সাধ্যকে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ চ ইতি অপি বোধ্যম্।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্কবাগীশ-বিরচিতে তত্ত্বচিন্তামণি-রহস্যে অনুমানখণ্ডে ব্যাপ্তি-বাদ-রহস্যে ব্যাপ্তি-পঞ্চক রহস্যম্।

বঙ্গানুবাদ।

আর তৃতীয়-লক্ষণে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব-মাত্রের ঘটকত্ব হইলে চালনী-ন্যায়-সাহায্যে অন্যোন্যাভাবকে লাভ করিয়া "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি প্রকার নানাধিকরণক-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি হয়—ইহাও বুঝিতে হইবে।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়-বিরচিত তত্ত্বচিন্তামণি-রহস্যের অনুমানখণ্ডের ব্যাপ্তিবাদ-রহস্যে ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্য সমাপ্ত হইল।

ঘটকত্বে=লক্ষণ-ঘটকত্বে, প্রঃ সং। চালনী=চালনীয় ; জীঃ সং। নানাধিকরণক=নানাধিকরণ ; প্রঃ সং ; চৌঃ সং। চ ইতি—বোধ্যম্=ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্, প্রঃ সং। সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকা=সাধ্যবদ্বৃত্তি-প্রতিযোগিকা, চৌঃ সং।

ব্যাখ্যা—অতঃপর, টীকাকার মহাশয় তৃতীয়-লক্ষণেও কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল ভিন্ন অন্য স্থল, যথা "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলেও অব্যাপ্তি-দোষের কথা বলিতেছেন। অবশ্য, এ কথাটী তিনি তৃতীয়-লক্ষণের ব্যাখ্যা-কালেও বলিয়াছেন, এস্থলে তাহারই পুনরুক্তি করিতেছেন মাত্র। তবে এস্থলে পুনরায় বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়-লক্ষণের এই জাতীয় দোষের সমাহার-সাধন। আর এতদ্দ্বারা প্রকারান্তরে তৃতীয়-লক্ষণোক্ত "যদ্বা" কল্পের উপর অনাস্থা প্রকাশও করা হইল। কারণ, সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব শব্দে যে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অর্থ করা হয়, তাহা যেন কতকটা কল্পনা-বিশেষ, অর্থাৎ প্রকৃত শব্দ-লব্ধ নহে।

যাহা হউক, আমরাও এস্থলে তৃতীয়-লক্ষণের এই দোষের কথাটী দৃষ্টান্ত সহকারে বিবৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করিব।

দেখ, তৃতীয়-লক্ষণটী হইয়াছিল "সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতার অভাব এবং অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে,—

"বহ্নিমান্ ধূমাৎ"

এখন দেখ এখানে,—

সাধ্য=বহ্নি।

সাধ্যবৎ=বহ্নিমৎ ; পর্ব্বতাদি।

সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব=চত্বরে পর্ব্বতো ন, পর্ব্বতে চত্বরং ন, চত্বরে মহানসং ন, ইত্যাদি অন্যোন্যাভাব।

ইহার চালনী-ন্যায়ে অধিকরণ=চত্বর, পর্ব্বত, ইত্যাদি। এইরূপে এক একটী অধিকরণে অপর সাধ্যবতের ভেদ থাকায় চালনী-ন্যায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা=পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতা,অথবা চত্বর-নিরূপিত বৃত্তিতা ইত্যাদি।

উক্ত বৃত্তিতার অভাব=ধূমে থাকিল না।

সুতরাং, লক্ষণ যাইল না, অব্যাপ্তি-দোষ হইল। অতএব, দেখা যাইতেছে, তৃতীয়-লক্ষণেও কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল ভিন্ন স্থলেও অব্যাপ্তি-দোষ হয়। আর তজ্জন্য ব্যাপ্তির উক্ত পাঁচটী লক্ষণের কেহই নির্দ্দোষ লক্ষণ নহে। ইহাই হইল টীকাকার মহাশয়ের উপসংহার।

এইবার আমরা এই প্রসঙ্গে একটী অবান্তর কথার আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ, এবং এই গ্রন্থ-ব্যাখ্যাও সমাপ্ত করিব। বলা বাহুল্য কথাটী অতি দুরূহ।

কথাটী এই যে, এস্থলে "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" এই যে বাক্যটী গ্রন্থকার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? অবশ্য, কথাটী নিতান্ত সহজ নহে, এমন কি নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে এক-মত হইতে পারেন না। কেহ বলেন "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" পদে একটী অনুমিতির হেতু-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেহ বলেন ইহা হেতু নহে, পরন্তু, ইহা 'পক্ষে' হেতু-সত্ত্বের প্রমাণ মাত্র, ইত্যাদি। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমরা দুইটী মতভেদের উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইব। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় আর প্রবৃত্ত হইব না। কারণ, ইহাতে যে সমস্ত কথা আলোচনার প্রয়োজন, তাহা প্রথম-শিক্ষার্থীর উপযোগী নহে, কেবল চিন্তাশীল পাঠকের চিত্তবিনোদনার্থ ইহা লিপিবদ্ধ মাত্র করিলাম।

"কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" বাক্যটীকে যাঁহারা, একটী অনুমিতি বিশেষের হেতু বলেন, তাঁহাদের মতে ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ ;—

"প্রথমে বিশেষাভাবকূট দ্বারা সামান্যাভাবের অনুমান করিতে হইবে। সেই অনুমানটী হইবে এইরূপ—"ব্যাপ্তিঃ ন অব্যভিচরিতত্বপদ-প্রতিপাদ্যা, অব্যভিচরিতত্ব-পদ-প্রতিপাদ্য সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব-রূপত্বাভাবাদি-বিশেষাভাবকূটবত্বাৎ।" এই স্থলে অন্বয় দৃষ্টান্ত না থাকায় ব্যতিরেক দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করিতে হইবে। অন্বয় দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমান করিতে হইলে সামান্য-ব্যাপ্তিরই অনুসরণ করিতে হইবে। যথা,—"যো যদ্‌বিশেষাভাবকূটবান্ সঃ তৎ সামান্যাভাববান্ ; যথা—নির্ঘট-ভূতলাদিকং ঘটবিশেষাভাবকূটবৎ। এই অনুমানে সাধন-সজাতীয়ে সাধ্যসজাতীয়ের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় এবং প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতহেতুমত্তা নিশ্চয় অপেক্ষনীয়। পরে বিশেষাভাবকূটরূপ হেতু সিদ্ধির জন্য দুইটী অনুমান অপেক্ষণীয়। প্রথম অনুমান যথা—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদিকং ন ব্যাপ্তি-পদ-প্রতিপাদ্যম্, কেবলান্বয়িন্যভাবাৎ" অর্থাৎ কেবলান্বয়িন্যবৃত্তেঃ, অথবা কেবলান্বয়িবৃত্ত্যভাব-প্রতিযোগিত্বাৎ। দ্বিতীয় অনুমান যথা—

ব্যাপ্তিঃ ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদিরূপা, সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদি-বৃত্ত্যভাবীয়-প্রতিপাদ্যত্বনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা-নিরূপিত পরম্পরাবচ্ছেদকতাবৎ যৎ ব্যাপ্তিপদং তৎ-পদ-প্রতিপাদ্যত্বাৎ। যেহেতু, বস্তু মাত্রই স্ববোধক-পদাপ্রতিপাদ্য যাবদ্‌বস্তু তৎ-স্বরূপত্বাভাববৎ—ইহাই নিয়ম। ঘট, পট স্বরূপ নহে, যেহেতু, পটবৃত্ত্যভাবীয়-প্রতিপাদ্যত্বনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা-নিরূপিত পরম্পরাবচ্ছেদকতাবৎ যৎ ঘটপদং তৎ-প্রতিপাদ্যত্বাৎ। এই অনুমান দ্বারাই প্রথমানুমানের হেতু-সিদ্ধি হইবে।" ইহাই হইল ঐ সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা।

এইবার দেখা যাউক, যাঁহারা উক্ত "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" বাক্যে ইহাকে 'পক্ষে' হেতু-সত্ত্বের প্রমাণ মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা করেন।

তাঁহারা বলেন এস্থলে,"অনুমিতি-জনকত্বটী পক্ষ; অব্যভিচরিতত্ব-পদার্থাবচ্ছিন্ন-হেতুপ্রকারতা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাবটী সাধ্য; এবং সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব-পদার্থাবচ্ছিন্ন-হেতু-প্রকারতা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাব, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব—পদার্থাবচ্ছিন্ন-হেতু-প্রকারতা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাব, সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য-পদার্থাবচ্ছিন্ন-হেতু-প্রকারতা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাব, সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব পদার্থাবচ্ছিন্ন-হেতু-প্রকারতা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাব এবং সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব-পদার্থাবচ্ছিন্ন-হেতু-প্রকারতা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাবরূপ এই অভাবকূটটী হেতু। এস্থলে পক্ষে যে হেতুটী আছে, অর্থাৎ এখানে যে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ নাই, তাহার প্রমাণ দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ। কেবলান্বয়িত্ব-শব্দের অর্থ—অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব এবং অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব। কেবলান্বয়িনির অর্থ—সাধ্যে ঐরূপ কেবলান্বয়িত্বরূপনিশ্চয়-জ্ঞান-দশাতে বুঝিতে হইবে। তাহার পরে "অভাব" পদের অর্থ, অত্যন্তাভাবে বা অন্যোন্যাভাবে সাধ্যপ্রতিযোগিকত্ব কিংবা সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকত্ব জ্ঞানের অভাব। সুতরাং, তাৎপর্য্য হইল এই যে, অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাবে সাধ্য এবং সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকত্ব এতদুভয়ের জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া পূর্ব্বোক্ত দশায় সাধ্যাভাব এবং সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববদবৃত্তিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারতা-ঘটিত ধর্ম্মের অনুমিতি-জনক-জ্ঞানে অভাব প্রযুক্ত অনুমিতি-জনকতার পূর্ব্বোক্ত হেতুরূপ অভাবকূট থাকিল। অর্থাৎ, যে কোনও রূপে অজনকে-বৃত্তি যে ধর্ম্ম হয়, তাহা জনকতাবচ্ছেদক হয় না। অতএব, অনুমিতি-জনকতাটী পূর্ব্বোক্ত প্রকারতা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাববতীই হইল।

কথাটীকে যদি আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়,—অব্যভিচরিতত্ব-শব্দ-প্রতিপাদ্য যে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব, সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব, সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য, সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্ব কিম্বা সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব—ইহারা যদি ব্যাপ্তি হইত, তবে হেতুতে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বজ্ঞান বা সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব প্রভৃতির জ্ঞান, অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতুতা-প্রযুক্ত অনুমিতির কারণ হইত। আর কারণ হইলেই সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ববান্ হেতু ইত্যাদি

জ্ঞানের নিরূপ্য-নিরূপক-ভাবাপন্ন-হেতু-প্রকারতা-ঘটিত ধর্ম্মটী অনুমিতির জনকতাবচ্ছেদক হয়। যেহেতু, যে যদবচ্ছেদক হয় সে অবশ্যই তদবচ্ছিন্ন হয়; অতএব, অনুমিতির কারণতাটী ঐ হেতুপ্রকারতা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় না। কারণ, সাধ্যে অভাবাপ্রতিযোগিত্ব কিংবা ভেদপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ কেবলান্বয়িত্ব-নিশ্চয় থাকিলে অভাবে সাধ্যপ্রতিযোগিকত্ব-ঘটিত লক্ষণ, কিংবা ভেদে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকতাকত্ব-ঘটিত লক্ষণের জ্ঞান হয় না। ইহাতে সমানাকারক জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা না হইলেও অনুভবসিদ্ধ প্রতিবন্ধকতার বাধা নাই। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণটী সাধ্যাভাব-ঘটিত হওয়ায় অভাবে সাধ্য-প্রতিযোগিকত্ব ঘটিত। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম-লক্ষণ সাধ্যবদ্ভেদ-ঘটিত হওয়ায় ভেদে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্ব ঘটিত। সুতরাং, উক্তরূপ কেবলান্বয়িত্ব-নিশ্চয়ের প্রতিবধ্য। যদি বল, উক্তরূপ কেবলান্বয়িত্ব-নিশ্চয় যেই অবস্থাতে নাই, সেই সময়ে ত উপরি উক্ত ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে কোন রূপ বাধা নাই। অতএব, উক্ত অব্যভিচরিতত্ব-পদবাচ্য সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব প্রভৃতিকে ব্যাপ্তি বলিলে ক্ষতি কি? তাহা হইলে বলিব যে, কেবলান্বয়িত্ব-গ্রহ-দশাতে যে উৎপন্ন হইতে না পারে, তাহাকে কারণ বলা যায় না; যেহেতু, কারণ যে হইবে, সে সর্ব্বদাই কারণ হইবে, কোন সময়ে কারণ আর কোন সময়ে অকারণ এইরূপ হয় না।"

উপরে দুই সম্প্রদায়ের কথা উদ্ধৃত হইল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মতটী মদীয় অধ্যাপক সম্প্রদায়ের কথা। যাহা হউক, উক্ত মত দুইটীতে ফলগত কোন প্রভেদ নাই। উভয় পথেই একরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। এইবার এই সম্বন্ধে গদাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। যথা,—

"অনুমিতিজনকত্বং ন অব্যভিচার-পদার্থাবচ্ছিন্ন-হেতুবিষয়তা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নমিতি পর্য্যবসিতম্। অত্র হেতুমাহ "তদ্ধি ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" ইত্যাদি। হি যতঃ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদিরূপং তদব্যভিচরিতত্বং ন ব্যাপ্তিঃ ইতি অনুষঙ্গেন অন্বয়ঃ। তথাচ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদিরূপা যে যে অব্যভিচার-পদার্থাঃ, তত্তদবচ্ছিন্নহেতু-বিষয়তা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাবকূটবত্ত্বাৎ ইতি নিরুক্তপর্য্যবসিতঃ সামান্যাভাবসাধকঃ ফলিতো হেতুঃ। ন চ অপ্রযোজকত্বং, বিশেষাভাবকূটস্য সামান্যাভাব-ব্যাপ্যতায়াং অবিবাদাৎ তত্র সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদিরূপা যে পঞ্চাব্যভিচার-পদার্থাঃ তত্তদবচ্ছিন্ন-হেতু-বিষয়তা-ঘটিত-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাবস্য প্রত্যেক-সাধক-হেতুত্বং বক্ষ্যতি "কেবলান্বয়িন্যভাবাৎ" ইতি। সাধ্যে অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব-রূপ-কেললান্বয়িত্ব-গ্রহ-দশায়াম্ অত্যন্তান্যোন্যাভাবয়োঃ সাধ্য-তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-ভানাসম্ভবেন প্রতি-যোগিতয়া সাধ্যতদাশ্রয়-বিশেষিতাত্যন্তান্যোন্যাভাববদবৃত্তিত্বত্বাবচ্ছিন্ন-বিষয়তায়াঃ তাদৃশ-দশা-বিশেষীয়ানুমিতি-জনক-জ্ঞানে অভাবাৎ ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ, অনুমিতি-জনকত্বটী অব্যভিচার পদের যে অর্থ, সেই অর্থ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে হেতু,

সেই হেতুবিষয়তা-ঘটিত যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার প্রতি হেতু কি, তাহাই এক্ষণে "তদ্ধি ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" বাক্যে কথিত হইতেছে। "হি" শব্দের অর্থ যেহেতু; সুতরাং, সমগ্রের অর্থ হইল—সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বরূপ যে অব্যভিচরিতত্ব, তাহা ব্যাপ্তি নহে। অর্থাৎ, এইরূপ করিয়া অনুসঙ্গ করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। অর্থাৎ "ন ব্যাপ্তিঃ" এই যে বাক্যটী কথিত হইয়াছে, তাহার সহিত সব লক্ষণেরই এইরূপ একে একে অন্বয় করিতে হইবে। আর তাহা হইলে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদি-রূপ যে সকল অব্যভিচার পদার্থ, সেই সকল পদার্থদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে হেতু, সেই হেতু-বিষয়তা-ঘটিত যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাব রূপ যে অভাব, সেই অভাবনিচয় হইতেছে পূর্ব্বোক্ত সামান্যাভাব-সাধক প্রকৃত হেতু।

আর এই হেতুটী অনুমিতির অপ্রযোজকও হয় না; কারণ, বিশেষাভাবনিচয় সামান্যাভাবের যে ব্যাপ্য হয়, তাহাতে বিবাদ নাই; এই জন্য সেস্থলে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদিরূপ যে পাঁচটী অব্যভিচার পদার্থ, সেই পদার্থ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে হেতু, সেই হেতু-বিষয়তা-ঘটিত যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাভাবরূপ যে অভাব, তাহা প্রত্যেকের সাধক হেতু, ইহাই— "কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ" বাক্যে বলা হইবে।

অর্থাৎ সাধ্যে অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব এবং অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব-রূপ যে কেবলান্বয়িত্ব-জ্ঞান তদবস্থায় অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাবে, সাধ্য এবং সাধ্যদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিত্ব, তন্নিরূপকত্বের ভান অসম্ভব হয় বলিয়া প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে সাধ্য ও সাধ্যের আশ্রয় দ্বারা বিশেষিত অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাববদবৃত্তিত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন বিষয়তার তাদৃশ-দশাবিশেষে অনুমিতিজনক-জ্ঞানে অভাব হয়। ইহাই হইল অর্থ।

বাহুল্য ভয়ে ইহার আর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল না। অবশ্য, পূর্ব্ব কথার প্রতি মনোনিবেশ করিলে ইহার অর্থবোধও যে সহজে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই স্থানেই ব্যাপ্তি-পঞ্চকের টীকার ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল; কিন্তু, তথাপি এইবার আমরা পরিশিষ্টাকারে মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের দীধিতির একটী বঙ্গানুবাদ দিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিব। কারণ, উহা আমাদের টীকাকার মহাশয়েরও অগ্রবর্ত্তী এবং পথপ্রদর্শক গ্রন্থ।

ইতি শ্রীমথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়-বিরচিত ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যের
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

অথ ব্যাপ্তি-পঞ্চকম্।

মহামতি শ্রীরঘুনাথশিরোমণিকৃত দীধিতি সহিতম্।

—:*:—

নন্নু অনুমিতিহেতুব্যাপ্তিজ্ঞানে কা ব্যাপ্তিঃ ? ন তাবদব্যভিচরিতত্বম্। তদ্ধি ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্, সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্, সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্, সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্, সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্ বা কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ।

ইতি তত্ত্বচিন্তামণৌ অনুমানখণ্ডে ব্যাপ্তি-পঞ্চকম্।

(গ্রন্থের সূচনাহেতু প্রদর্শন।)

দীধিতি।

সমারব্ধানুমান-প্রামাণ্য-পরীক্ষা-কারণীভূত-ব্যাপ্তি-গ্রহোপায়-প্রতিপাদন-নিদানং ব্যাপ্তি-স্বরূপ-নিরূপণম্ আরভতে "নন্নু" ইত্যাদিনা।

বঙ্গানুবাদ।

অনুমানের প্রামাণ্য আছে কি না এই পরীক্ষাকার্য্যটী ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। সেই পরীক্ষার সাধক যে ব্যাপ্তিগ্রহোপায়-প্রতিপাদন, এক্ষণে "নন্নু" ইত্যাদি বাক্যে তাহার হেতু-ভূত যে ব্যাপ্তির স্বরূপ-নিরূপণ, তাহাই কথিত হইতেছে।

(প্রথম-লক্ষণ-সত্ত্বেও দ্বিতীয়-লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।)

সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বস্য অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতৌ অব্যাপ্তিম্ আশংক্য আহ "সাধ্যবদ্‌ভিন্ন" ইতি।

অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি "কপি-সংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ"স্থলে সাধ্যাভাববদ-বৃত্তিত্বরূপ প্রথম-লক্ষণের অব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়া সাধ্যবদ্‌ভিন্ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব রূপ দ্বিতীয়-লক্ষণটীর উল্লেখ করা হইল।

(দ্বিতীয়-লক্ষণের অর্থ-নিরূপণ।)

সাধ্যবদ্‌ভিন্নে যঃ সাধ্যাভাবঃ তদ্বদবৃত্তিত্বমর্থঃ।

ইহার অর্থ হইল, সাধ্যবদ্‌ভিন্নে যে সাধ্যাভাব, তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব।

(দ্বিতীয়-লক্ষণ-সত্ত্বেও তৃতীয়-লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।)

কর্ম্মাদৌ সংযোগাদ্যভাবস্য ভিন্নত্বে মানাভাবাদ্ আহ "সাধ্যবৎ" ইতি।

গুণ, কর্ম্ম ও দ্রব্যে যে সংযোগাভাব থাকে, তাহা যে পৃথক্ পৃথক্, তাহার প্রমাণ না থাকায় "সংযোগী-দ্রব্যত্বাৎ"স্থলে অব্যাপ্তি হয় ; এজন্য সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য-রূপ তৃতীয়-লক্ষণের উল্লেখ করা হইল।

(তৃতীয়-লক্ষণ সত্ত্বেও চতুর্থ-লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।)

হেতোঃ সাধ্যবৎ-পক্ষ-ভিন্ন-দৃষ্টান্ত-বৃত্তিত্বেন অব্যাপ্তেরাহ—"সকল" ইতি।

নানাধিকরণসাধ্যক "বহ্নিমান ধূমাৎ"ইত্যাদি স্থলে সাধ্যবৎ যে পক্ষ পর্ব্বত, সেই পক্ষ পর্ব্বত ভিন্ন যে দৃষ্টান্ত মহানস, তন্নিরূপিত-বৃত্তিতা ধূম হেতুতে থাকায় অব্যাপ্তি হয় বলিয়া "সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্ব"রূপ চতুর্থ-লক্ষণের উল্লেখ করা হইল।

(এই লক্ষণের সকল-পদের অন্বয়।)

সাকল্যং সাধ্যাভাববতি সাধ্যে চ বোধ্যম্; সাধ্যাভাবো বা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকো গ্রাহ্যঃ।

এই লক্ষণের "সকল" পদার্থটী, সাধ্য এবং সাধ্যাভাববতের বিশেষণ, অথবা কেবল সাধ্যাভাববতেরই বিশেষণ; কিন্তু তখন সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তেন বিপক্ষৈকদেশ-নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিনি ব্যভিচারিণি নাতিব্যাপ্তিঃ।

যদি "সকল"কে সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ-রূপে না দেওয়া যায়, তবে "ধূমাবান্ বহ্নেঃ" স্থলে বিপক্ষ যে অয়োগোলক ও জলাদি, তাহার একদেশ যে জলাদি, তন্নিষ্ঠ অভাব যে বহ্ন্যভাব, তাহার প্রতিযোগিতা বহ্নিতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়।

ন বা নানাব্যক্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতৌ অব্যাপ্তিঃ।

এবং সাধ্যে সাকল্য-বিশেষণটী না দিলে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এইরূপ নানাব্যক্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-স্থলে তত্তৎ-সাধ্যব্যক্তির অভাব গ্রহণ করিয়া তাহার অধিকরণরূপে হেতুমৎকে ধরিয়া তন্নিষ্ঠ অভাব রূপে হেতুর অভাব না পাওয়ায় অর্থাৎ হেতুতে প্রতিযোগিতা না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। ইহা অবশ্য সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিলেও নিবারিত হয়।

(সাধ্যাভাব ও তন্নিষ্ঠ-অভাবে প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব নিবেশের আবশ্যকতা।)

অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-ব্যাপ্যবৃত্তি-সদ্ধেতৌ অব্যাপ্তে র্ব্যভিচারিণি চ অব্যাপ্যবৃত্তৌ অতিব্যাপ্তে-র্বারণায় অভাবদ্বয়ে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বং বোধ্যম্।

অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক-ব্যাপ্যবৃত্তি-সদ্ধেতু, যথা "কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ"স্থলে অব্যাপ্তি হয় বলিয়া প্রথম অভাবে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব দিতে হইবে। এবং অব্যাপ্য-বৃত্তি-হেতুক ব্যভিচারি-স্থলে অর্থাৎ "পৃথিবী কপিসংযোগাৎ" ইত্যাদি স্থলে অতিব্যাপ্তি-বারণের জন্য দ্বিতীয়-অভাবে উক্ত প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব বিশেষণটী দিতে হইবে।

হেত্বভাবোঽপি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণঃ। তৎ-প্রতিযোগিত্বং চ হেতুতাবচ্ছেদক-রূপেণ বোধ্যম্।

এবং ঐ দ্বিতীয় অভাবটী অর্থাৎ হেত্বভাবটী কেবল প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ নহে, কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিব্যধিকরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এবং তাহার প্রতিযোগিতাটী হেতুতাবচ্ছেদক-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

(উক্ত নিবেশের ফল।)

তেন দ্রব্যত্বাদৌ সাধ্যে বিশিষ্ট-সত্তাদৌ নাব্যাপ্তিঃ। ন বা বিশিষ্টসত্তাত্বাদিনা তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিনি সত্তাদৌ অতিপ্রসঙ্গঃ।

আর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ বলায় কেবল প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ না বলায় দ্রব্যত্বাদিকে সাধ্য করিলে অর্থাৎ "দ্রব্যং বিশিষ্টসত্বাৎ" ইত্যাদিস্থলে বিশিষ্ট সত্তাদিতে অব্যাপ্তি হয় না। অথবা হেতুতাবচ্ছেদকরূপে প্রতিযোগিতা-গ্রহণ করায় "দ্রব্যং সত্বাৎ" এই ব্যভিচারী স্থলে বিশিষ্ট-সত্তার অভাব ধরিলে ঐ অভাবের প্রতিযোগিত্ব সত্তাদিতে থাকে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না।

(চতুর্থ-লক্ষণ-সত্ত্বে পঞ্চম-লক্ষণের প্রয়োজন।)

যত্র একব্যক্তিকং সাধ্যং বিপক্ষো বা, তত্র নির্ধূমত্বাদিব্যাপ্যে তত্ত্বেন সাধ্যে নির্বহ্নিত্বাদৌ চ অব্যাপ্তিঃ, তত্র হেত্বভাবস্য বহ্ন্যাদেঃ প্রত্যেকং যাবদ্বিপক্ষাবৃত্তিত্বাৎ। অত আহ "সাধ্যবদ্" ইতি।

যেস্থলে একব্যক্তি সাধ্য সে স্থলে, অথবা এক ব্যক্তি যেস্থলে বিপক্ষ সেস্থলে, এবং নির্ধূমত্বব্যাপ্যত্ব-রূপে নির্ধূমত্বব্যাপ্য সাধ্য হইলে হেতুভূত নির্ব্বহ্নিত্বাদিতে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, এই স্থলে বহ্নিরূপ যে হেত্বভাব, তাহাতে প্রত্যেকে যাবদ্বিপক্ষাবৃত্তিত্ব থাকে। এইজন্য সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বরূপ পঞ্চম-লক্ষণের উল্লেখ করা হইল।

(পঞ্চম-লক্ষণের অর্থ-নিরূপণ।)

অত্র অন্যোন্যাভাবস্য সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্বং ব্যুৎপত্তিবল-লভ্যম্। ন হি ভবতি নীলো ঘটো ঘটাদন্য ইতি।

এস্থলে অন্যোন্যাভাবটীর প্রতিযোগিতাটী সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন যে হইবে,তাহা ব্যুৎপত্তিবলেই লাভ করা যায়। যেহেতু, নীলঘটটী কখন ঘটভিন্ন হয় না। অর্থাৎ ঘটান্য বলিলে নীল ঘটকে কখন পাওয়া যায় না।

ইতি মহামহোপাধ্যায় মহামতি শ্রীরঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়-বিরচিত ব্যাপ্তি-পঞ্চক-দীধিতি ও তাহার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।
